# সামবেদ-সংহিতা।

## তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(ঐন্দ্রপর্ব্বণি—দ্বিতীয়শ্চ।)

মূলং-গেয়গানং-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-সায়ণভাষ্যং-
টিপ্পনী-মর্ম্মার্থ-সমেত।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাত সম্পাদিত চ।

১৩২৯ সালাব্দঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।



কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য বেদব্যাখ্যারতোঽধুনা।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা!
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥



হাওড়া-সহরে ৭ "পৃথিবীর ইতিহাস মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

## ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রং পর্ব্ব (দ্বিতীয় পর্ব্ব)। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমা দশতি।

## প্রথমা দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ১ ২ ২ ১ ২র
১। অভিত্বাশূ। রনোনুমা ২ ঃ। ওইনু ৩ মাঃ। আদুগ্ধাই।

২ ১ ২ ২ ১ র ২ ১ ২
বধাইনাবা ২ ঃ। ওইনা ৩ বাঃ। আইশানমস্যজগতঃ। স্বর্বাদৃশম্।

১ ২ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ ১ ৯
আর্দ্দৃ ৩ শাম্। আইশানমি। দ্রতাস্থুষঃ। আ ২ ৩। স্থু ২।

৩ ৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ষা ২ ৩ ৪। ঔহোবা। স্থুষঃস্থুষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১॥

৫ ২ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ ২র ১ ৫১

২। অভিত্বা ৩ শূরনোনুমাঃ। অ:দুগ্ধাইব। ধাইনা ২ ৩ বাঃ।

১ র ১ ৭ ৳ ৫ ২র ১র ২১

আইশানমস্যাজগ। তাঃ। স্বৰ্বা ২ দৃ‌ঁ ২ ৩.৪ শাম্। ঈশানা ২ ৩ মী।

১ ২ ১ ২

দ্রাতস্থুষঃ। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (শৌর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অস্য' (দৃশ্যমানস্য) 'জগতঃ' (জঙ্গমস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং চ) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বদৃশং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, প্রতি) 'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ' (ভক্তিসহযুতা জ্ঞানিন ইব, যদ্বা—ভক্তিশূন্যা বৃথাতর্কপরায়ণা ইব, চার্ব্বাকধর্ম্মিণঃ ইব ইতি ভাবঃ) বয়ং 'নোনুমঃ' (স্তুমঃ, আরাধয়ামঃ)। [স্থাবরজঙ্গমাত্মকচরাচরাণাং বিশ্বেষাং পতিং ভগবন্তং পূজয়িতুং মূঢ়া বয়ং সঙ্কল্পয়ামহে—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—১খ—১দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

শৌর্য্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান্ জঙ্গমের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের ন্যায় অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা-তর্কপরায়ণগণের ন্যায় (অর্থাৎ চার্ব্বাক-ধর্ম্মানুসারিগণের ন্যায়) আমরা আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-চরাচর-বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করিতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্প-বদ্ধ হইতেছি।)॥ (৩অ—১খ—১দ—১সা)॥

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ। নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

ঋচোঽশীতির্বভূবেতি বৃত্তয়ঃ সকলা অপি।
নহি বো মারুতী হত্র প্রমিত্রাবেতি সংস্তুতিঃ।
আদিত্যানামথেন্দ্রাগ্নী অপাদিন্দ্রাগ্নি সংস্তুতিঃ।
অভিত্বাদ্যা শচীভির্নঃ কৃষ্টিভ্যশ্চ উষাদিতি।
যদা কদা বারুণী স্যাৎস্তাবাদৌ বহুদেবতা।
উভস্যা প্রভৃত্যু ইন্দ্রেবা ব্রহ্ম বট্ সূর্য্যসংস্তবঃ।
ইন্দ্রোকাদশ তাভ্যোঽন্যা ঐন্দ্র একোনসপ্ততিঃ॥

অথ প্রথম খণ্ডে সৈষা প্রথমা। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। হে 'শূর'। 'ইন্দ্র' 'অস্য' 'জগতঃ' জঙ্গমস্য 'ঈশানং' ঈশ্বরং 'তস্থু ষঃ' স্থাবরস্য চ 'ঈশানং'। ঈশানপদস্যাবৃত্তিরাদরার্থা। 'স্বর্দৃশং' সর্ব্বদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'অদুগ্ধাঃ' 'ইব' 'ধেনবঃ' যথা অদুগ্ধা ধেনবঃ ক্ষীরপূর্ণোধস্বেন বর্ত্তন্তে তদ্বৎ সোমপূর্ণচমসত্বেন বর্ত্তমানা বয়ং 'অভি' 'নোনুমঃ' ভৃশমভিষ্টুমঃ ॥ ১ ॥

# প্রথম ( ২৩৩ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" উপমাংশ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'দুগ্ধপূর্ণ পালান-বিশিষ্ট গাভীসমূহের ন্যায়।' তাহা হইতে ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে—'সোমরসপূর্ণ চমসের সহিত বিদ্যমান'। দুগ্ধবতী গাভীসকলকে যেমন লোকে আদর করে, সোমরসপূর্ণ চমস-পাত্র-বিশিষ্ট মনুষ্যকে ইন্দ্রদেব সেইরূপ আদর করিয়া থাকেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ উপমাংশে এবম্বিধ ভাবই পরিগৃহীত হইতে দেখি। এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনায় ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে শূর ইন্দ্র! স্থাবরসমূহের ঈশ্বর এবং জঙ্গমসমূহের ঈশ্বর যে আপনি, সেই আপনার জন্য চমসে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়া আমরা নমস্কার করিতেছি।' ভাব এই যে,—'আমরা সোমরসের প্রস্তুতকারী; সোমরস প্রস্তুত রাখিয়াছি; আপনি আসিয়া তাহা গ্রহণ করুন।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-বিষয়ে অপর কোনও অংশের সহিত আমাদিগের মতান্তর নাই। এক মাত্র মতান্তর "অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" উপমার অর্থ-বিষয়ে। 'অদুগ্ধাঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যাহাতে দুগ্ধ নাই, তৎপক্ষেও 'অদুগ্ধাঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। আবার, যাহাতে দুগ্ধ আছে, তৎপক্ষেও ঐ পদের প্রয়োগে সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে "অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" বাক্যাংশে 'দুগ্ধবতী ধেনুসমূহের ন্যায়' অথবা 'দুগ্ধহীন গাভীসমূহের মত' দুই অর্থই পাইতে পারি। মন্ত্রার্থে সেই দুই রূপ ভাবেরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাহা হইতে 'দুগ্ধবিশিষ্ট গাভীর মত আমরা' অথবা 'দুগ্ধশূন্য গাভীর ন্যায় আমরা' এই দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া দেখুন—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি! সেই তাৎপর্য্যের অনুসরণেই ভাষ্যাদিতে চমসের ও সোমরসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ সামগ্রীর পরিকল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। দেবতার আরাধনায় বা ভগবানের পূজায়—প্রয়োজন কোন্ সামগ্রীর? হৃদয়ের শুদ্ধসত্ব—জ্ঞানসমন্বিতা ভক্তি তাহাই কি দেবতার পূজার নৈবেদ্য নহে? তাহাই হবিঃ—তাহাই পূজোপকরণ—তাহাই ভগবানের প্রীতির আস্পদ। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন—'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' আমরা। ইহাতে কি ভাব সহসা অন্তরে উপস্থিত হয়? প্রধানতঃ, এখানে দ্বিবিধ ভাব অধ্যাহার করিতে পারি। এক ভাবে—আপনাদিগের অক্ষমতা প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, 'অতি-নীচ অভক্তের আমরা'—এই অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্য ভাবে—ভক্তিযুত জ্ঞানসমন্বিত হইয়া যেন ( অর্থাৎ

আপনার উপাসনায় যোগ্যতা লাভ করিয়া যেন ) আমরা আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি —এইরূপ অর্থ আমনন করা যায়। আমরা তাই 'অভুগ্ধ্বাঃ' পদে 'ভক্তিহীন' বা 'ভক্তিযুক্ত' এই দুই অর্থেরই পরিকল্পনা করিয়াছি। 'ধেনবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা, 'একান্তানুরাগী' অর্থও পাইতে পারি। এই পদের বিষয় পূর্ব্বে আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, এই উপমায় ভক্তিসহযুত জ্ঞানী হইয়া অথবা একান্তানুরাগী হইয়া আমরা যেন আপনার উপাসনায় ব্রতী হইতে পারি,—এই এক ভাব প্রকাশ পায়। আর এক ভাবে, বৃথা-তর্কপরায়ণ চার্ব্বাকধর্ম্মী আমরা যেন আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি—এইরূপ অর্থের সঙ্গতি দেখি। মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রার্থনাকারী লক্ষ্যবদ্ধ হইতেছেন। ( ৩অ—১খ—১দ—১সা ) ॥ •

—— • ——

## দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতৌ বাজস্য কারবঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বাং বৃত্রেষিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ২ ॥

• • •

গেয় গানং।

৫র ২ – ৫ ২র ১ ২ র র ২ ২ ৫
১। ত্বামিদ্ধী। হবা ২ মহে। আ। ঔ ৩ হোবাহাউবা ৩। উ ৩ ৪ পা।
২র র ৫ – ১২ ১ ২ র র ২ ২
সাতৌবাজ। স্যা ৩ কা ২ রবঃ। আ। ঔ ৩ হবাহাউবা ৩। উ ৩ ৪-
৫ ১র ২ – ১ ২ ১ ২ র র ২
পা। ত্বাং বৃত্রাইষুই। দ্রসা ২ পতিং। আ। ঔ ৩ হোবাহাউবা-
২ ৫ ১ ৫ র ২র – ১ ২ ১
৩। উ ৩ ৪ পা। নরস্ত্বাংকাষ্ঠা। স্ব আ ২ র্ব্বতঃ। আ।
৫ র র ২ ২র
ঔ • হোবাহাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥ ২ ॥

• • •

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত ) ইহার গেয়-গান দুইটীর নাম—"ভরদ্বাজস্যার্কৌ দ্বৌ।"

২। ত্বামিদ্ধিহবামহে। সাতৌবাজোবা। স্মাকা ১ রাবা ২ঃ। ত্বাং বৃত্রাইষুইন্দ্রসৎ। পাতিন্নাহা ২ঃ। ত্বাকা ২ ৩ ষ্ঠা। সুঅর্ব্বা- তা ৩৪৫ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ॥ ২ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'কারবঃ' (ইমে স্তোতারঃ বয়ং) 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যস্য) 'সাতৌ' (সম্ভজনায়, নিমিত্তায়) 'ত্বাং' (ভবন্তং) 'ইৎ হি' (যেন, নিশ্চিতং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সৎপতিং' (সাধুনাং পালকং) 'ত্বা' (ভবন্তং) 'নরঃ' (নেতারঃ, জ্ঞানিনঃ সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃত্রেষু' (অজ্ঞানতারূপেষু শত্রুষু) তথা 'অর্ব্বতঃ' (পাপস্য) 'কাষ্ঠাসু' (প্রভাবেষু, আত্মনঃ চতুর্দ্দিক্ষু ইতি ভাবঃ) প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র ভাবঃ— রিপূণাং প্রভাবান্ অপসারণায় সাধবঃ যথা ভগবন্তং সদৈব আরাধয়ন্তি, সৎকর্ম্মসম্পাদনায় বয়ং তথৈব করবাম॥ (৩অ—১খ—১দ—২সা)॥

### বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! এই স্তোতৃগণ আমরা সৎকর্ম্মের (সৎকর্ম্মসাধ-সামর্থ্যের) সম্ভজনার জন্য, আপনাকে যেন নিশ্চয় আরাধনা করি। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সাধুগণের পালক আপনাকে নেতৃস্থানীয় জ্ঞানিগণ অর্থাৎ সাধুগণ অজ্ঞানতা রূপ শত্রুসমূহের মধ্যে এবং পাপের প্রভাব-সমূহের মধ্যে (আপনাদিগের চারিদিকে) প্রতিষ্ঠাপিত রাখেন। (এই মন্ত্রটী আত্মো-দ্বোধনমূলক। এখানকার ভাব এই যে,—রিপুগণের প্রভাব অপসারণের নিমিত্ত সাধুগণ যেমন সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন, সৎকর্ম্ম সম্পা-দনের নিমিত্ত আমরা যেন তাহাই করি।)॥ (৩অ—১খ—১দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। 'কারবঃ' স্তোতারো বয়ং 'বাজস্য' অন্নস্য 'সাতৌ' সম্ভজনে নিমিত্তভূতে সতি, হে 'ইন্দ্র'। 'ত্বামিদ্ধি' ত্বামেব 'হবামহে' স্তুতিভিরাহ্বয়ামঃ। হে ইন্দ্র। 'সৎপতিং' সতাং পালয়িতারং শ্রেষ্ঠং 'ত্বাং' 'নরঃ' নেতারোঽন্যেঽপি মনুষ্যাঃ 'বৃত্রেষু' আবরকেষু শত্রুষু সৎসু হবন্তে আহ্বয়ন্তি। তথার্থং।

অপিচ 'অর্ব্বতঃ' অশ্বস্য সম্বন্ধিনীষু 'কাষ্ঠাসু' যথাংশঃ ক্রান্ত্যা তিষ্ঠতি তাসু কাষ্ঠাসু সংগ্রামেষু যুদ্ধকামাশ্চ ত্বামেবাহ্বয়ন্তি অতো বয়ং ত্বামেবাহ্বয়াম ইত্যর্থঃ। (৩অ—১খ—২দ—২সা)॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ২৩৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'বাজস্য' পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের সামান্য মতান্তর আছে। নচেৎ, ঐ চরণের অর্থ-বিষয়ে সর্ব্বথা ঐক্যমতই প্রকাশ পায়। ঐ চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! স্তোতৃগণ আমরা, আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের জন্য ( ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্যা অনুসারে—'আমাদিগের অন্নের জন্য' ) আপনাকে আহ্বান করিতেছি।' আহ্বান বা পূজা কি জন্য? "বাজস্য সাতৌ" পদদ্বয়ে তাহাই পরিব্যক্ত। কিন্তু ঐ 'বাজস্য' পদে আপন-আপন অভিরুচি-অনুরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। *

প্রথম চরণের অর্থ-সম্বন্ধে ঐরূপ সামান্য মতান্তর ঘটিলেও দ্বিতীয় চরণের অর্থ-বিষয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ঐ চরণে সমস্যা-মূলক তিনটী পদ দৃষ্ট হয়। তাহার একটী পদ—'বৃত্রেষু'; দ্বিতীয় পদ—'কাষ্ঠাসু'; তৃতীয় পদ—'অর্ব্বতঃ।' বৃত্র-শব্দে সাধারণতঃ বৃত্র-নামক অসুরের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। এখানে ভাষ্যকার 'বৃত্রেষু' পদের প্রতিবাক্যে "আবরকেষু শত্রুষুসৎসু" বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে বৃত্রাসুরের সম্বন্ধ বা ব্যক্তিত্ব লোপ পাইয়াছে;—লক্ষ্যস্থল সম্বন্ধে দ্বিধা আনয়ন করিয়াছে। † 'কাষ্ঠাসু' পদে ভাষ্যে 'সংগ্রামেষু' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত। 'অর্ব্বতঃ' পদে ভাষ্যকার অশ্বের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন। তদনুসারে, অশ্ব-সম্বন্ধীয় যে যুদ্ধ, মন্ত্রের অন্তর্গত "কাষ্ঠাস্বর্ব্বতঃ" বাক্যাংশে, সেই ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ‡ এইরূপে শেষ চরণের অর্থের জন্য দুইটী

---

* ভাষ্যে "অন্নস্য সম্ভজনে নিমিত্তেভূতে সতি" এইরূপ প্রতিবাক্য "বাজস্য সাতৌ" পদ উপলক্ষে পরিগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদে "অন্নলাভার্থ" অর্থ দেখিতে পাই। হিন্দি ভাষার অনুবাদে "অন্নকে দানকে নিমিত্তে" অর্থ পরিগৃহীত। ইংরাজী অনুবাদে—"Wealth and power." অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

† সেই দ্বিধা-বশতঃ 'বৃত্রেষু' পদের অর্থে বঙ্গভাষার অনুবাদে "শত্রুজয়ার্থ" প্রতিবাক্য গৃহীত হইতে দেখি; হিন্দি অনুবাদে—"শত্রুওঁকে" ইত্যাদি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত; ইংরাজীতে—"in war" অর্থাৎ 'যুদ্ধেতে' দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

‡ 'অর্ব্বতঃ' পদের 'ঘোটক' অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশের ব্যাখ্যায় সে অশ্ব যুদ্ধের অশ্ব পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সাহেবদিগের ব্যাখ্যায় সে অশ্ব 'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ায়' পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'কাষ্ঠাসু' পদে তাঁহারা 'ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্র' অর্থ পরিকল্পনা করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ভাষ্যানুসারী 'সংগ্রাম' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার 'কাষ্ঠা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৭শ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ এবং ৬৫শ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ প্রভৃতিতে ভাষ্যকারের অর্থ দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়াপদ অধ্যাহারের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ; এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যায় তাহার অর্থ বিভিন্ন প্রকার দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রটীর তিন ভাষার তিনটী প্রচলিত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা যে সকল পার্থক্য অনুভূত হইবে। যথা ;—

(১) "হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমরা অন্ন লাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থ এবং অশ্বসঙ্কুল সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করেন, কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী।"

(২) "That we may win us wealth and power we poets, verily, call on thee :
In war men call on thee, Indra, the hero's Lord, in the steed's race course call on thee"

(৩) "স্তুতি করনেবালে হম অন্নকে দানকে নিমিত্ত হে ইন্দ্র! আপকো হী স্তুতি যোগসে পুকারতে হৈঁ, হে ইন্দ্র! সজ্জনোঁকে পালক আপকো অন্য মনুষ্যভী শত্রুওঁকে হোনেপর উনকো জীতনেকে নিমিত্ত আহ্বান করতে হৈঁ, ঔর অশ্বসম্বন্ধী সংগ্রামোঁমে যুদ্ধকী ইচ্ছাসে আপকো হী পুকারতে হৈঁ, ইস কারণ হমভী আপকো হী পুকারতে হৈঁ।"

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বোধগম্য হইবে। আমরা "বৃত্রেষু" "কাষ্ঠাসু" ও "অর্ব্বতঃ" পদত্রয়-সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর একই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ঐ শব্দত্রয়ের বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা গিয়াছে। তাহাতে 'বৃত্র' শব্দে 'জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা' অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, 'অর্ব্বৎ' শব্দে 'পাপকে' লক্ষ্য করে বুঝিতে পারিয়াছি, 'কাষ্ঠা' শব্দে 'প্রভাব' বা 'দিক্‌সমূহ' অর্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভগবানের একটী মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া বুঝা যায়। তিনি সাধুগণের প্রতিপালক (সৎপতিং), তাই অজ্ঞানের ও পাপের প্রভাবে বেষ্টিত হইলে সাধুগণ ভগবানকে আহ্বান করিয়া থাকেন। পাপ হইতে—অজ্ঞানতার মোহ হইতে—সাধুদিগকে তিনি রক্ষা করেন। সাধুগণের সম্বন্ধে ভগবানের এইরূপ করুণার বিষয় স্মরণ করিয়াই, এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। (৩অ—১খ—১দ—২সা)। *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ২৭ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটীর নাম—"ইন্দ্রস্য ভারদ্বাজে দ্বে।"

২। এই মন্ত্রের ভাষ্যে কয়েকটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। "স্তুতিভিরাহ্বয়ামঃ" স্থলে "স্তুতিভিহ্ব'য়ামহে" এবং "তজ্জয়ার্থং" প্রভৃতি পাঠান্তর আছে।

৩। 'সাতৌ' 'অর্ব্বতঃ' ও 'কাষ্ঠাসু' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের এইরূপ মত প্রখ্যাত আছে ;—'সাতির্লাভঃ, তস্মাদিয়ং নিমিত্তসপ্তমী।' 'অর্ব্বা ইতি নিঘণ্টৌ অশ্বনামসু তৃতীয়ং (নি° ১।১৪)। অর্ব্বতঃ অশ্বতা'বত্যাস্ত সম্বন্ধে যেত্যাদি। কাষ্ঠাশব্দেন বৃষ্টীলক্ষণ আপ উচ্যন্তে, তস্যাদীয়ং নিমিত্তসপ্তমী। অপাং চ নিমিত্তভূতাসু তদর্থং যামাহ্বয়ন্তীত্যর্থঃ।'

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অভিপ্রবঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ্চ যথাবিদে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ৩
যোজরিতৃভ্যো মঘবাপুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি॥৩॥

গেয়-গানং।

১। অভিপ্রবাঃ। সুরাধা ২ ৩ সাং। ইন্দ্রমর্চ্চযাথা ১ বিদা ২ ৩ ৪ ই। যোজা ৩ ৪ রিতৃ। ভ্যোমঘবাপূরু ১ বাসূ ২ ঃ। সহা ২ ৩। স্রা-২ ইণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বণিক্ষতী ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

২। অভাইপ্রবা ২ ঃ। সুরাধা ২ ৩ ৪ সাং। ইন্দ্রামর্চ্চা ২ ৩। যা ২-থা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বী ২ ৩ ৪ দে। যোজরিতৃভ্যোমঘব ২ পুরুবসুঃ। সহা। স্রেণেবা ৩ শাযে ৩। ক্ষা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুভু ৩-তয়ে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

৩। অভিপ্রবঃসুরা। ধসা ৩ ৪ ঔহোবা। আইন্দ্রমর্চ্চ। যথাবিদা ২-৩ ৪ ই। ও ৬ হা। যোজরিতৃভ্যঃ।। মাঘা ২ ৩ বা। পুরু ২। বা ২ ৩ ৪ সূঃ। সহস্রেণাইবা ৩ শা। হুম্মে য়ে ৭। ক্ষা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ সূ ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবা' ( মঘবান্, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ। 'পুরূবসুঃ' ( বহুধনোপেতঃ, বহুনিবাসকঃ, বহুপ্রকারেণ আশ্রয়দাতা ) 'যঃ' ( যো দেবঃ ) 'জরিতৃভ্যঃ' ( স্তোতৃভ্যঃ, অস্মভ্যং ) 'সহস্রেণেব' ( অশেষপ্রকারেণ এব ) 'শিক্ষতি' ( সত্যতত্ত্বং জ্ঞাপয়তি, মঙ্গলং সাধয়তি ) ; হে মম মনঃ, 'বঃ' ( যুষ্মদর্থং, আত্মনাং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ ) 'সুরাধসং' ( পরমৈশ্বর্য্যযুক্তং ) 'ইন্দ্রং' ( তং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং ) 'অভি' ( আভিমুখ্যেন ) 'যথা বিদে' ( শাস্ত্রৈর্যথা বিজ্ঞায়তে, যথাশাস্ত্রং, স্বধর্ম্মানুসারেণ ইতি ভাবঃ ) 'প্র-অর্চ্চ' ( প্রকৃষ্টরূপেণ পূজয়, সম্যগারাধয় )। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ অশেষপ্রকারেণ অস্মভ্যং শিক্ষাদানং করোতি ; যথোপদেশাৎ তস্যারাধনায়াং প্রবৃত্তং কর্ত্তব্যমস্মাকং। ( ৩অ—১খ—১দ—৩সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বহুধনবিশিষ্ট ( বহুত্র বিদ্যমান্ অথবা বহুপ্রকারে আশ্রয়দাতা ) যে দেবতা স্তোতৃগণকে ( আমাদিগকে ) অশেষপ্রকারে শিক্ষাদান করেন অর্থাৎ সত্যতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন ( আমাদিগের মঙ্গলসাধন করেন ) ; হে আমার মন! তোমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের আপনার হিতসাধননিমিত্ত, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আভিমুখ্যে যথাশাস্ত্র ( স্বধর্ম্মানুসারে ) প্রকৃষ্টরূপে পূজা কর—সম্যগ্রূপে তাঁহার আরাধনা কর। ( ভাব এই যে,—ভগবান্ অশেষপ্রকারে আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন ; যথোপদেশ তাঁহার আরাধনায় আমাদিগের প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। )॥ ( ৩অ—১খ—১দ—৩সা )।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। বালখিল্যা ঋষয়ঃ। 'পুরূবসুঃ' পশ্বাদিধনোপেতঃ বজ্রাদিনাভজ্যাবহুনিবাসকো যা 'মঘবা' মঘবান্ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'জরিতৃভ্যঃ' স্তোতৃভ্যঃ অস্মভ্যং 'সহস্রেণেব' সহস্রসংখ্যাকেন ধনেনেব 'শিক্ষতি' পশ্বাদিবহুধনমস্মভ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। স ইন্দ্রঃ 'যথা বিদে' যথা অস্মাভির্বিজ্ঞায়তে তথা হে ঋত্বিজঃ। 'বঃ' যূয়ং 'সুরাধসং' শোভনধনোপেতং 'ইন্দ্রং' পরমৈশ্বর্য্যযুক্তং দেবং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণার্চ্চত॥ ( ৩অ—১খ—১দ—৩সা )॥

• • •

# তৃতীয় ( ২৩৫ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী যেন ঋত্বিগ্গণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে,—ভাষ্যাদিতে এইরূপ প্রখ্যাত দেখি। তদনুসারে 'অর্চ্চ' ক্রিয়াপদটীকে বহুবচনের 'অর্চ্চত' পদে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধক বলিয়া স্বীকার করি। তৎপক্ষে, মনঃ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি সিদ্ধান্তিত হয়। তদনুসারে 'বঃ' পদের অর্থ—'তোমাদিগের জন্য' অর্থাৎ 'আমাদিগের আপনার হিতসাধনের জন্য।' একবচনের পদ 'মনঃ' কিন্তু বহুবচনান্ত 'বঃ' পদ তাহার সহিত কেমন করিয়া সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিবে? তাহার উত্তরে—মনের বহুত্বের বা বিবিধ প্রকার মনের পরিকল্পনা করা যায়। মন এক হইয়াও বহুসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়; আবার মন এক থাকিয়াও বহুপথে প্রধাবিত রহে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে 'বঃ' পদের প্রয়োগ ভাব-সিদ্ধ হইতে পারে। 'মন যে বিভিন্ন পথে প্রধাবিত, তাহার সেই সকল পথেই সুমঙ্গল-সাধনের জন্য,—এই ভাব, 'বঃ' পদে প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে 'আমাদিগের সকল দিকের হিত-সাধনের' আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। আমরা তাই 'মনঃ' সম্বোধনে মন্ত্রের প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াও 'বঃ' পদে 'যুষ্মভ্যং আত্মনাং হিত সাধনায়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে অর্থ-নিষ্কাষে 'অচ্চ' পদের একবচনত্ব পরিহার করিবার আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'যথা বিদে'। ঋত্বিগ্‌গণের সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি কল্পনা করিয়া, ঐ 'যথা বিদে' বাক্যের অর্থে "যথা কর্ম্মাভিজ্ঞিজ্ঞায়তে তথা" এইরূপ প্রতিবাক্য ভাষ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'যথা বিদে' বাক্যাংশের ভাব—শাস্ত্র যেরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন অর্থাৎ যথাশাস্ত্র। তাহা হইতে পিতৃপুরুষগণ যেরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম সুগত হইয়া—এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবতাকে অর্চ্চনা করিব কি প্রকারে? তাহারই উত্তর—পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণে—স্বধর্ম্মানুক্রমে। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

তৃতীয় আলোচ্য পদ—'শিক্ষত' ঐ পদের অর্থে 'ধনসমূহ দান করেন'—এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু, আমরা এখানে 'শিক্ষাদান করেন'—এবম্প্রকার অর্থের সঙ্গতি দেখি। শিক্ষাদান করেন—সত্যতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন—মঙ্গলসাধন করেন,—এইরূপ ভাবই ঐ পদে পরিব্যক্ত হয়। ধনসমূহ-দানের সার্থকতাও সেই অর্থেই দেখিতে পাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে 'পুরূবসুঃ' পদে ত্রিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হই। তিনি বহুধনের অধিকারী, তিনি বহুস্থানে বসতি করেন, অথবা তিনি বহুজনের আশ্রয়দাতা,—এই সকল ভাব ঐ পদের দ্যোতক বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এইরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পায় যে,—'হে আমার মন। তুমি স্বধর্ম্মপর থাকিয়া যথাশাস্ত্র ভগবানের অর্চ্চনায় ব্রতী হও; তাহাই একমাত্র মঙ্গলসাধক।' ( ৩অ—১খ—১দ ৩সা ) ॥ *

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৪৯ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত )। ইহার গেয়গান তিনটীর প্রথম দুইটীর নাম—"সাহস্তে দ্বে", তৃতীয়টীর নাম—"শ্যৈতম্।"

২। 'অর্চত' পদ স্তোতৃনামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয় ( নি০ ৩।১৬।২ )। 'শিক্ষতি' পদ দানকর্ম্মসমূহ মধ্যে নিরুক্তে উক্ত আছে ( নি০ ৩।২০।৮ )। 'সহস্রেণেব' পদের 'বহুভিঃ প্রকারৈঃ অথ বিবরণকারসম্মত।

চতুর্থং সাম।

২ ২ ৩১২৩২৩ ১২ ৩১২র
তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
৩২৩১ ২র ৩২৩১২ ৩১২
অভিবৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ৪ ॥

গেয় গানং।

১। তংবঃ। এদাস্মাৎ। ঋতীষহং। হা২ই। আঔ৩হো। ইহা। বাসোর্মন্দানমন্ধসা৩ঃ। হা২ই। আঔ৩হো। ইহা। অভিবৎসম্নস্বসরেষুধেনবা২ঃ। হা২ই। আঔ৩হো। ইহা। ইন্দ্রং। হা২ই। আঔ৩হো। ইহা। গীর্ভাইঃ। না২৩৪ ঔহোবা। বামহে২৩৪৫ ॥ ৪ ॥

২। তংবো৩দা৩স্মামৃতীসহোবা। বাসোর্মন্দা। নমান্ধা১সা২ঃ। আভিবৎসা৩১২৩৪ম্। নস্বসরে। ষুধাইনা১বা২ঃ। ইন্দ্রাঙ্গা১ ইর্ভীঃ২ঃ। নবা৩। মা২৩৪৫। হা২৩৪৫ই ॥ ৪ ॥

৩। তংবোদস্মমৃতী। ষহা ও২৩৪বা। বাসোর্মন্দানমন্ধাসা২ঃ। আভিবৎসম্নস্বসরেষুধে১নাবা২ঃ। ও৩বা। ইন্দ্রঙ্গা২৩৪ইর্ভীঃ। নবামা২৩৪৫ হা৬৫৬ই। ভ্রপা৩য়া২৩৪৫ ॥ ৪ ॥

৪। তংবোদস্ময়তী। ষগা ৩ মৃ। বা ২ ৩ ৪। সোর্ম্মন্দানম। ধাসাঃ।
অভিবৎসন্নস্বসরেম্ ৩ ধাই। না ২ ৩ বাঃ। ইন্দ্রন্দীর্ভাইর্ন্না ৩ বা।
হু ৩ ম্। হু ৩ ম্। হু ৩ মহুম্। নবামবো ২ ৩ ৪ বা। বাঁ৫
হো ৬ হাই ॥ ৪ ॥

৫। তা ২ ৩ ৪ ম্। বোদস্ময়তী। মাহাম্। বসোর্ম্মন্দা। না ৩ মান্ধা
৩ সাঃ। আ ২ ৩ ভী। বাৎসন্ন। স্বস। রাই। যুধেনা ২ ৩ ৪
বাঃ। আ ২ ৩ ই ইন্দ্রাম্। গাইর্ভির্ন বো ২ ৩
৪ বা। মা ২ ৩ ৪ হে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ মনঃ বা। 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, অস্মাকং আত্মনাং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'দস্মং' (দর্শনীয়ং, সত্যপ্রদর্শকং) 'ঋতীষহং' (শত্রুনাশকং) 'বসোঃ' (আত্মনঃ বাসয়েৎপ্যস্য, আত্মপ্রীতকরস্য ইতি ভাবঃ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য—গ্রহণেন ইতি যাবৎ) 'মন্দানং' (মোদমানং, আনন্দিতং ইতি ভাবঃ) 'তং ইন্দ্রঃ' (প্রসিদ্ধং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, আভিমুখ্যেন) 'বৎসং ন ধেনবঃ (বৎসং প্রতি ধেনুবৎ, আশ্রয়স্থানং ভগবন্তং প্রতি একান্তানুরাগেণো ভক্তিমন্ত ইব) 'স্বসরেষু' (যজ্ঞগৃহেষু, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রেষু—তং স্থাপয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ) 'নবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অভিষ্টুমঃ)। মন্ত্রে হ্যয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। আত্মহিতসাধনায় ভগবন্তং আরাধনীয়ং। বয়ং তৎ-সকাশং গচ্ছামঃ—ইতি ভাবঃ ॥ (৩অ—১প—১দ ৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তি সমূহ অথবা হে আমার মন। তোমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের আপনার মঙ্গল সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই

ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহার অভিমুখে) একন্তানুরাগী ভক্তিমানের ন্যায়, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্থাপন-পূর্ব্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,— আত্মহিতসাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। নোধা ঋষিঃ হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'দস্মং' দর্শনীয়ং 'ঋতীষহম্' ঋতয়ো বাধকাঃ শত্রবঃ তেষামভিভবিতারং। পুনঃ কীদৃশং। 'বসোঃ' বাসয়িতুর্দ্দ্রব্যস্য নিবাসয়িতুঃ যথা বসোঃ পাত্রং নিবসতঃ তাদৃশস্য 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য পানেন 'মন্দানং' মোদমানং 'বঃ' যষ্টব্যত্বেন যুষ্মৎসম্বন্ধিনং তং তাদৃশমিন্দ্রং 'গীর্ভিঃ' স্তুতিলক্ষণাভির্বাগ্‌ভিঃ 'অভি নবামহে' (স্তুমহে, ণু শব্দে) অভিষ্টুমঃ। কুত্র? 'স্বসরেষু'। অত্র যাস্কঃ (নি০ ৫।৪) স্বসরাণ্যহানি ভবন্তি স্বয়ং সারীণ্যপি বা স্বরাদিত্যো ভবতি স এনানি সারয়তীতি সূর্য্যনেতৃকেষু দিবসেষু বয়মভিষ্টুমঃ অভিতঃ শব্দয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎসং ন ধেনবঃ' যথা নবপ্রসূতা গাবঃ স্বসরেষু গৃহেষু অস্তমে প্রেরণাস্তে গাবোহত্রেতি স্বসরাণি গোষ্ঠানি তেষু বৎসমভিলক্ষ্য শব্দয়ন্তি তদ্বৎ॥ (৩অ—১খ—১দ—৪সা)॥

• • •

## চতুর্থ (২৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বঃ" পদ এবং "বসোঃ মন্দানং অন্ধসঃ" ও "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" বাক্যাংশদ্বয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে নানাবিধ সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রের যে বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ যে সে সকল ব্যাখ্যা হইতে অন্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত পদ ও বাক্যাংশদ্বয়ই তাহার মূলীভূত

"বঃ" পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌-যজমানগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তবে তাহাকে ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, ঐ 'বঃ' পদের অর্থ অন্যরূপ পরিকল্পিত; তাহার ভাব—তোমাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে অবস্থিত' বা 'দুঃখনাশক,' 'অন্ধসঃ' পদে 'সোমরস-পানে' এবং 'মন্দানং' পদে 'মত্তভাবিষ্ট' বা 'প্রমত্ত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ বাক্যাংশ ইন্দ্রের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়া, উহার ভাবে ইন্দ্রদেব যে সোমরস পানে প্রমত্ত আছেন—তাহাই প্রকাশ পায়। তার পর, "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" এই উপমাংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়,—'নবপ্রসূতা গাভীসকল যেমন বৎসের অনুসরণে গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে হম্বারব করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ উচ্চৈঃস্বরে।'

এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিগ্-যজমানগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই দর্শনীয়, শত্রুর অভিভবকারী, পাত্রস্থিত অথবা দুঃখনাশক সোমরসপানে প্রমত্ত ইন্দ্রদেবের অভিমুখে, নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের অনুসরণে হম্বারব করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে ধাবিত হয়, আমরা সেইরূপভাবে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিমন্ত্রে স্তব করি।' এপক্ষে 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে' অথবা 'দুঃখনাশক' এবং 'স্বসরেষু' পদে 'গোষ্ঠে' বা 'দিবসে' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রচলিত বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখদূরকর ও সোমরস-পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।" বলা বাহুল্য, এখানে 'স্বসরেষু' পদের অর্থে 'দিবসে' এবং 'গোষ্ঠে' দুই-ই রাখা হইয়াছে।

এইরূপ, ইংরাজী অনুবাদে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—

"As cows low to their calves in stalls, so with our songs we glorify.

This Indra, even your wondrous God who checks attack, who takes delight in precious juice."

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। তদনুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য চিত্তবৃত্তিসমূহ বা মন। 'বঃ' পদে 'তোমাদিগের জন্য' অথবা 'আমাদিগের আপনার হিতসাধনের জন্য' এই ভাব গ্রহণ করি। পূর্ব্ব মন্ত্রেও এতদর্থে 'বঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 'বসোঃ' ও 'অন্ধসঃ' পদদ্বয়ে 'আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে' ভাব প্রাপ্ত হই। 'মন্দানং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দের ভাব প্রকাশ পায়। 'অন্ধসঃ' ও 'মন্দানং' পদের মর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি। আনন্দময়ের আনন্দ-নিবাস—হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে। এখানে তাহাই পরিকীর্ত্তিত। 'বসোঃ অন্ধসঃ মন্দানং' পদত্রয়ে দেবতার সেই আনন্দের অবস্থাই প্রকাশ পায়। অতঃপর 'বৎসং ন ধেনবঃ' উপমার তাৎপর্য্য অনুধাবনীয়। উহাতে একান্তানুরাগিতার ভক্তিমত্তার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপমার বিষয়ও পূর্ব্বে বহুস্থানে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৎসের অভিমুখে গাভীর অনুসরণের উপমার ভাব গ্রহণ করিলেও, সেই একান্তানুরাগিতা অর্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা যেন একান্ত অনুরাগের সহিত সর্ব্বথা ভক্তিমান্ হইয়া ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হই, এবম্বিধ আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বসরেষু' পদে হৃদয়-রূপ যজ্ঞগৃহে তাঁহাকে স্থাপন করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আমরা যেন একান্তে তাঁহার পূজায় ব্রতী হই,—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। (৩অ—১খ—১দ—৪সা)। *

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৮ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার পাঁচটী গেয়-গানের প্রথমটী (১) "প্রজাপতেঃ, নাবিকম্"; দ্বিতীয়টী (২) "অভীবর্ত্ত ইন্দ্রস্য বা, অভীবর্ত্তম্"; তৃতীয়টী (৩) "অভীবর্ত্তস্য, ভাগম্"; চতুর্থটী (৪) "অভীবর্ত্তঃ"; এবং পঞ্চমটী (৫) "সোমসম" নামে অভিহিত।

পঞ্চমং সাম।

তরোভির্ব্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং৺সবাধ উতয়ে।

বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে

ভরন্ন কারিণম্॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১। ওম্। তরো। ভাইর্ব্বোবিদা ৩ ১ উবা ২ ৩ বা ২ ৩ ৪ সূং। ইন্দ্রা-২ ৺সবাধউতয়ে ২। বৃহাৎ। বৃহা ৩ ১ উ। বা ২। গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে। হুবেভা ২ ৩ রাং। নাকারিণং। ইডা ২ ১ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫ ॥

• • •

২। তারো। ভাইর্ব্বোবিদা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ সুং। ইন্দ্রা ২-৺সবাধউতয়ে ২। বৃহাদ্গা ১ য়া ২। তাঃসুতেসা ২। মেঅধ্বরাই। হুবেভা ২ ৩ রাং। নাকারিণং। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ১ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫ ॥

---

২। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত 'দস্ম' পদের অর্থে "উপক্ষয়িতারং শত্রূণাং" প্রতিবাক্য বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"তস্য ধস্য উপক্ষয়ে ইত্যস্যেদং রূপং।" তাঁহার মতে—"ঋতয়ঃ সেনাঃ গন্তা স্যাৎ।" এই অর্থে 'ঋতীষহম্' পদে সেনানাশক ভাব আসে। 'বঃ' পদের প্রতিবাক্যে তিনি 'ত্বাম্' পদ গ্রহণ করেন। 'স্বসরেষু' পদে 'যজ্ঞগৃহসমূহে' অর্থ প্রাপ্ত হই। নিরুক্তে (নি॰ ৩৪১০) গৃহনাম মধ্যে 'স্বসরাণি' প্রভৃতি পাঠ আছে। 'বসোঃ' পদের বসো' পাঠ গ্রহণ পূর্ব্বক (অর্থাৎ 'বসোর্ন্নস্নানাং' বাক্যাংশের শ্লেষ অস্বীকার পূর্ব্বক) উহার অর্থ গ্রহণ করা হয়—'প্রশস্তধনবন্'। তদনুসারে উহা সম্বোধনের পদ।

৩। তরো'ভির্ব্বোবিদদ্বাসুং। ইন্দ্রাং। ইন্দ্র৺সবাধা ৩ উতা ১ য়া ২ ই। বৃহাৎ। বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমা ৩ আধ্বা ১ রা ২ ই। হুবাই। হুবেভরন্ন-কারিণং। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

• • •

৪। তরোভিবাবিদা ৪ দ্বাসুং। ইন্দ্র৺সবা ৩। ধউ ২ তা ২ ৩ ৪ যাই। বৃহাৎ। বৃহা ৩ ১ উ। বা ২। গায়ন্তঃ সুতসোমেঅধ্বরে। হুবেহোইভা ২ ২ রাং। নাকারিণং। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও-২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

• • •

৫। তরো ২ ৩ ভির্ব্বো। বিদা ৫ দ্বসূং। ইন্দ্র৺সবা ৩ ধাউ ১ তায়া ৩-ই। ও ৩ ৪ বা। ও ২ ৩ ৪ বা। বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসো ৩ মা অধ্বারা ৩-ই। আ ৩ ৪ বা। ও ২ ৩ ৪ বা। হুবাইভরাং। নাকারা ২ ৩ ৪ ইণাং। ও ২ ৩ ৪ বা। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ই। ডা ॥ ৫ ॥

• • •

৬। তরোভির্ব্বো ২। বিদদ্বা ২ ৩ ৪ সুং। ইন্দ্র৺সবা ৩ ধাউ ১ তায়া-২ ই। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঔ ৩ হো ৩ বা। বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসো ৩-মাঅধ্বারা ২ ই। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঔ ৩ হো ৩ বা। নাকারিণং। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

• • •

র র২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩র ২ ১৩র ২
৬। তবোভা ৩ ই বাবিদদ্বসুং। ইন্দ্রা৺সবা। ধউত্তয়া ২ ৩ ই। বৃহদ্গায়া

১ ৩ ৪র ৫র ২ ২ ১ ৩ ২
৩। তা ২ ৩ ৪ ঃ। স্বতসোমেঅ। ধ্বা ৩ রাই। হুবাঙভরৌ. বা ৩ ৪

২ ৪ ৪ ৫
৩ ও ৩ ৪ বা। নকা ৫ রিণাং। হো ৫ ই। ডা॥ ৫॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যুষ্মাকং হিতসাধনায়, অস্মাকং অস্মানাং মঙ্গলার্থং, যদ্বা—যূয়ং) 'সবাধঃ' (বাধাপ্রাপ্তাঃ সন্তোঽপি, রিপুভিঃ আক্রান্তাঃ যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (আত্মরক্ষণায়, আত্মহিতসাধনায়) 'সুতসোমে' (বিশুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যাগে, সৎকর্ম্মণি) 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' (সর্ব্বথা স্তোত্রপরায়ণাঃ সন্তঃ) 'বিদদ্বসুং' (ধনাবেদকং, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'তবোভিঃ' (অবিলম্বৈঃ, সত্বরং ইতি ভাবঃ) পূজয়ত ইতি শেষঃ; তদর্থং 'ভরং ন কারিণং' (সৎকর্ম্মকারিণং যথা আত্মপোষকং তদ্বৎ উপাসকানাং ভক্তানাং পালকং তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'হুবে', আহ্বয়ামি, পূজয়ামি—অহং ইতি শেষঃ)। স ভগবান্ অস্মাসু প্রসন্নো ভবতু—অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ তদনুসারিণঃ করোতু—ইতি ভাবঃ। (৩অ—১খ—১দ—৫সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের হিতসাধনের জন্য (আমাদিগের আত্মমঙ্গলসাধনের নিমিত্ত) বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও (রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মে (হিংসারহিত-যাগে) সর্ব্বথা স্তোত্রপরায়ণ হইয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা কর; তজ্জন্য উপাসকগণের পালক সেই ভগবানকে আমি আহ্বান করিতেছি। (সেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহকে তদনুসারী করুন,—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৫সা।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। ঋষিঃ প্রগাথঋষিঃ। হে ঋত্বিজঃ। 'বঃ' যূয়ং 'তবোভিঃ' বেগবদ্ভিরশ্বৈরুপেতং বেগৈরেব বা 'বিদদ্বসুং' বেদয়দ্বসুং ধনবেদকং 'ইন্দ্রং' 'সবাধঃ' বাধসহিতাঃ 'উতয়ে' রক্ষণায় 'বৃহৎ' সামৈতৎসংজ্ঞকং 'গায়ন্তঃ' সন্তঃ পরিচরতেতি শেষঃ। কুত্রেত্যুচ্যতে? 'সুতসোমে' অভিষুতসোমকে 'অধ্বরে' যজ্ঞে সোমযাগে। অহং চ তদর্থং 'হুবে'

আহ্বয়ামি। কমিব? 'ভরং ন' ভর্ত্তারঃ কুটুম্বপোষকং 'কারিণং' স্বহিতকরণশীলং যথা, স্বহিতকরণায়াহ্বয়ন্তি পুত্রাদয়ঃ, তদ্বৎ তথাভূতমিন্দ্রং হুবে ইতি। (৩অ—১খ—১দ—৫সা)॥

• • •

## পঞ্চম (২৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটিও আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। এখানে চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে,—'তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি। মনোবৃত্তিসমূহ সহসা ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে চাহে না। রিপুগণের প্রলোভন রূপ বাধা আসিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য চেষ্টা পায়। চিত্তবৃত্তি-সমূহ সেই সকল বাধা বিদূরিত করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক—আপনাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুক,—ইহাই এখানকার প্রধান কামনা। সেই কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রার্থনাকারী ভগবানের পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবানের অনুসারী হউক।'

কোন্ পদে কি ভাব গ্রহণে ঐরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সবাধঃ' পদ, ভগবানের প্রতি অগ্রসর হইবার পথে যে সকল বাধা আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বাধাই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'উতয়ে' পদে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পায়। 'সুতসোমে' ও 'অধ্বরে' পদদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুই পদে সত্ত্বভাব-সমন্বিত সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' পদদ্বয়ে 'প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনার' ভাব প্রাপ্ত হই। 'তুরোজুঃ' পদে সত্বর অর্থাৎ অবিলম্বে ভগবৎকার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে;—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। 'ভরং ন কারিণং' বাক্যাংশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-কারিগণের রক্ষক ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি 'কারিণং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারীকে 'ভরং' অর্থাৎ পোষণ করেন—এই ভাব ঐ বাক্যাংশে প্রাপ্ত হই। উপমার ভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে বলা যায়, সৎকর্ম্মকারিগণের তিনি যেমন পোষণকর্ত্তা, আমাদিগেরও সেইরূপ পোষণকর্ত্তা হউন। তদ্‌গুণান্বিত সেই তাঁহাকে, তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য, আমি অর্চ্চনা করিতেছি। (৩অ—১খ—১দ—৫সা)। *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৬৬ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ৪৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার সাতটী গেয়-গানের প্রথম দুইটী সম্বন্ধে—"গৌশে দ্বে।" তৃতীয় গেয়-গানটী—"ধানাকম্।" চতুর্থ গেয়গানটী—"ধানাকং ক্ষুল্লককালেয়ং বা।" পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম গেয়গান তিনটী সম্বন্ধে—"কালেয়ানি ত্রীণি" এইরূপ উক্ত আছে।

### মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'উস্রৌ' (আশ্রয়দাতারৌ রক্ষকৌ) 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিবিনাশকৌ হে দেবৌ) 'ইমাঃ' (অস্মাকং হৃদয়স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'দিবিষ্টয়ঃ' (দিব্যগমনশীলাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তু, অনুসরন্তি); অতঃ অস্মাসু সদ্বৃত্তয়ঃ ক্রিয়াশীলাঃ ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ; 'শচীবসূ' (সৎকর্ম্মধনৌ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতারৌ হে দেবৌ) যুবাং 'হি' (নিশ্চয়ং) 'বিশংবিশং' (সর্ব্বান্ প্রার্থনাকারিণঃ প্রতি) 'গচ্ছথঃ' (প্রাপ্নুথঃ); 'অবসে' (মাং রক্ষণায়—পাপাৎ ইতি যাবৎ) 'বাং' (যুবাং) 'অয়ং' (পাপী অহং ইত্যর্থঃ) 'অহ্বে' (আহ্বয়ামি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে দেবৌ! কৃপয়া যুবাং মাং পাপাৎ রক্ষত'—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়দাতা আধিব্যাধিবিনাশক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের হৃদিস্থিত সদ্বৃত্তিসমূহ নিত্যকাল আপনাদিগকে অনুসরণ করে; (ভাব এই যে,—অতঃপর আমাদিগের মধ্যে সদ্বৃত্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হউক—এই আকাঙ্ক্ষা); সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সমস্ত প্রার্থনাকারীদিগের নিকট গমন করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন; পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য, পাপী আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া আপনারা আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (২অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

### সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমাঃ' 'দিবিষ্টয়ঃ' দিনমিষ্টয়ঃ প্রজা বাবোহপি 'উ' ইতি চার্থে হে 'অশ্বিনা'! 'উস্রা' বাসকৌ উস্রৌ বা 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি 'অয়ং' স্তোতাপি হে 'শচীবসো' কর্ম্মধন! 'বাং' যুবাং 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণায় যুবয়োস্তর্পণায় বা 'অহ্বে' আহ্বয়ামি। কিমর্থং? এবং প্রজা অপি, অস্মদীয়াদয়োঽকিরিতি 'বিশং বিশং' হি গচ্ছথঃ। সর্ব্বাঃ ভক্তিকর্ত্রীঃ প্রজাঃ প্রতি যুবাং গচ্ছতঃ খলু, তস্মাদেবমুচ্যত ইতি। (২অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

## প্রথম (৭৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুইভাগে এক নিত্য-সত্য তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং শেষভাগে প্রার্থনা আছে।

এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতই সেই কাহারই অনুসরণ করে। জগতের একমাত্র উপাস্য সেই অনন্ত পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্। মানুষ, স্ব স্ব প্রকৃতির বশে, নানা স্থানে নানা উপায়ে, ভগবানের আরাধনা করে। কিন্তু পরিণামে সে পূজা তাঁহার চরণেই পৌঁছায়, যেহেতু জগতে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নাই। তাই সকল প্রকার সাধকের, নানা উপায়ের সাহায্যে যে পূজা, তাহা তিনিই পান। ঋষিস্বভক্তও সেই উপাসনার প্রবর্ত্তক।

সেই জগৎপিতা ভগবান্ ব্যতীত মানুষ আর কাহার নিকট যাইবে? কে মানুষের এই দুঃখ-যন্ত্রণা নিবারণ করিবে? মানুষের জন্য, জগৎবাসী জীবের জন্য, কার প্রাণ কাঁদে? দয়া করিয়া কে তাহাদিগকে পাপ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে? সেই পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ব্যতীত মানুষকে ভীষণ সঙ্কট হইতে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? সাধক জানেন যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। তাই তিনি সেই পরম আশ্রয়েরই সন্ধানে ব্যাকুল হন। জগতের আশ্রয়দাতা যিনি, নানা রূপে নানা ভাবে নানা বিভূতির মধ্য দিয়া বিশ্বকে যিনি পালন করিতেছেন, সেই পরম দয়ালের চরণেই তিনি শরণ গ্রহণ করেন।

মানুষ একদিন না একদিন সেই চরম আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইবেই। মানুষ যখন পৃথিবীর মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জগতের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে; দুঃখ তাপে জর্জ্জরিত হইয়া যখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া যায়; মানুষের শক্তি, জগতের শক্তি, যখন তাহার আকর্ষণ থাকে না; যখন দুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাহার ভিতরের খাঁটি সোনা উজ্জ্বল হইয়া উঠে; তখন সেই পরম আশ্রয়দাতার কথাই মনে হয়, তখন মানুষ অবসন্ন শ্রান্ত ক্লান্ত আত্মা লইয়া তাঁহারই দুয়ারে আসিয়া তাঁহাকেই ডাকিয়া থাকে। মানুষকে একদিন নিজের অপরাধের বোঝা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে হইবেই যে!

দ্বিতীয়াংশে ভগবানের অসীম করুণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে তাঁহাকে ডাকে, তাহার নিকটেই তিনি যান, তাহাকেই সৎ পবিত্র মহৎ করিবার জন্য ভগবান্ আপনার শক্তি তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাই ভগবানকে তাঁহার অভিব্যক্তিবোধক দুইটি বিভূতি-দ্বারা—'শচীবসু' বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মই যাঁহার ধন, তিনিই শচীবসু। তিনি যে নিজে অনন্ত সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তবে তাঁহাকে 'শচীবসু' বলা হয় কেন? পাপী তাপী মানবকে তিনি সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন, মানুষকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং আপন সন্তানের এই উন্নতিতে নিজে আনন্দিত হয়েন। মানবকে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য রূপ মহাধনের অধিকারী করেন। আর সেই ধন আসে তাঁহার নিকট হইতে। তাই তিনি 'শচীবসু।'

মানবই যে কেবল তাঁহার দুয়ারে যায়, তাহা নয়; পরন্তু তিনিই মানুষের দুয়ারে আসেন— অর্গল বদ্ধ হৃদয় দ্বারে আসিয়া আঘাত করেন। যাহারা তাঁহার করুণা প্রার্থনা করে, তাহাদেরই নিকট তিনি গমন করেন তিনি যে বিশ্বের পিতা ও মাতা!

এই জন্য গাহিয়াই সাধক প্রার্থনা করিয়াছেন,—ওগো দীনদুঃখী পাপী তাপীর বন্ধু, তুমি

তো সকলের প্রতিই দয়াশীল তুমি তো কাহাকেও ঘৃণা কর না জানি, তাই তোমাকে ডাকিবার সাহস পাইয়াছি। আমার দিন কি বৃথাই যাইবে? আমিই কি তোমায় পাইব না? ওগো!—পাপে মলিন হৃদয়, অজ্ঞানতা মোহে আবদ্ধ আমি, তোমাকে ডাকিতে সাহস পাইয়াছি এই ভরসায়, যে অধম পাপীও তোমার দয়ায় বঞ্চিত হয় না। ওগো অধমতারণ! কৃপা করিয়া কি এই মলিন হিয়ায় তুমি আসিবে? ॥ (২অ-৪খ—৩সূ—১সা)।

---

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩

যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।

৩ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অর্বাগ্রথং সমনসা নিযচ্ছতং পিবতং

৩ ১ ২র

সোম্যং মধু ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (সৎকর্ম্মনেতারৌ হে দেবৌ!) 'যুবং' (যুবাং) 'চিত্রং' (চায়নীয়ং, বিচিত্রং) 'ভোজনং' (পরমধনং) 'দদথুঃ' (ধারয়থঃ); 'সূনৃতাবতে' (স্তুতিমতে, প্রার্থনাকারিণে মহ্যং) তদ্ধনং 'চোদেথাং' (প্রযচ্ছতং); 'সমনসা' (সমানমনস্কৌ, কৃপাপরায়ণৌ সন্তৌ) 'রথং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'অর্বাক্' 'নিযচ্ছতং' (অস্মদভিমুখং স্থাপয়তং, অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যর্থঃ), ততঃ সৎকর্ম্মসাধনেন উৎপন্নং 'সোম্যং' (সত্ত্বভাবময়ং) 'মধু' (অমৃতং) 'পিবতং' (গৃহ্ণীতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমদাতা ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (২অ-৪খ-৩সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মনেতা হে দেবদ্বয় আপনারা বিচিত্র পরমধন ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী আমাকে সেই ধন প্রদান করুন; কৃপাপরায়ণ হইয়া আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মরূপ যান আমাদিগের অভিমুখে স্থাপন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; তারপর সৎকর্ম্মসাধনে উৎপন্ন সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমদাতা ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (২অ-৪খ-৩সূ—২সা)।

৩ র ২ ১ — ১ A ২
নৃভোহো ৩। হুম্মা ২। বাহ ২ ভো ৩৫ হায়ি ॥ (২)

৩ র ৪ ২ ৪ঃ ৫ ১ র
চোচ ৫ দে। খা৬সৃ ৩ না ৩ ভাবতায়ি। আ। র্ব্বাগ্রথ৬সমন-

র ২১ র ২ ১ ২A
সানিয়চ্ছ। ভাম্। ঔ ২ ৩ হোহায়ি। পিবা ২৩ ভ৬সো।

৩ র ২ ১ — ১ ২
মিয়োহো ৩। হুম্মা ২। মা ২ ধো ৩ ৫ হায়ি (৩) ॥

১ র — ১ ২১র২১ ২র৩২১
৩॥ ইমাউবা ২ ম্নি। বিষ্টয়োবা। উস্র হণা। ভেঅশ্বিনা।

২১র২১র ২র১র২২ ১ ২ ১ ২
আয়বায়হেবংসেশচীবসূবিশং বিশ৬হি। গা ২ ৩। চ্ছথাউ। বা।

১র — ১ ১ ২১২১
শ্রুদিয়া ২ ॥ (১) বিশংবিশা ২ ৬ভি। গচ্ছঃথাবা। মুনক্ষিত্রাম্।

২৩১ ১ ২র১র র২র র১ ২
মদথূর্ভো। জনমরাচোদেথা৬ সূনৃ। তা ২ ৩। বত্তাউবা।

১র — ১র রর — র ১ ২১র২১
শ্রুদিয়া ২ ॥ (২) চোদেথা৬ সূ ২ নৃ। ভাবতোবা। অর্ব্বাগ্রথাম্।

২৩১২ ২ ১ ২ র ১ ২
সমনসা। নিযচ্ছতম্পিপা৬ভ৬ সোমি। য়া ২ ৩ ম্। মধাউবা।

১র — ১ ২A ১
শ্রুদিয়া ২। এ ২৩ হিয়া ৩৪৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ॥ ১১২ ॥

* . *

## পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

### প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২
অস্য প্রত্নামনু দ্যুত৬ শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র
পয়ঃ সহস্রসাম্ ঋষিম্ ॥ ১ ॥

---

* এই অঙ্কান্তর্গত তুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে,—"বারবন্তীয়ম্" "বামদেব্যম্" "শ্রুধ্যম্"।

মন্ত্রার্থদীপিকা-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অস্য সোমস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রত্নাং' (চিরন্তনাং, নিত্যাং) 'সহস্রসাং' (অভিলষিতস্য অপরিমিতফলস্য দাতারং, সর্বার্থসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ঋষিং' (সত্যদ্রষ্টারং, সত্যপ্রাপকং) 'দ্যুতং' (জ্যোতির্ময়ং) 'শুক্রং' (দীপ্তং, দীপ্তিমন্তং) 'পয়ঃ' (অমৃতময়ং কারুণ্যং) 'অহ্রয়ঃ' (কবয়ঃ, জ্ঞানিনঃ) 'অনু' (সর্বতোভাবেন) 'দুদুহ্রে' (দুহন্তি, লভন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া জ্ঞানিনঃ অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের নিত্য, সর্বার্থসাধক, সত্যপ্রাপক, জ্যোতির্ময়, দীপ্তিমান্ অমৃতময় করুণাধারা জ্ঞানিগণ সর্বতোভাবে লাভ করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎ-কৃপায় জ্ঞানিগণ অমৃত প্রাপ্ত হয়েন।)। (২অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সোমস্য 'প্রত্নাং' পুরাতনাং 'দ্যুতং' দ্যোতমানাং তনুং 'অনু' 'শুক্রং' দীপ্তং 'সহস্রসাং' অভিলষিতস্য অপরিমিতস্য ফলস্য দাতারং 'ঋষিং' অতীন্দ্রিয়কর্মফলদ্রষ্টারং 'পয়ঃ' পাতব্যং 'অহ্রয়ঃ' কবয়ঃ 'দুদুহ্রে' দুহন্তি। (২অ ৫খ ১সূ-১সা)।

* * *

## প্রথম (৭৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———§ * §———

মন্ত্রটি নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। জ্ঞানিগণই অমৃতলাভের অধিকারী। যাঁহারা সাধনা বলে পরাজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বার্থসাধক অমৃত লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। অমৃত পানে তাঁহাদিগের তৃষ্ণা চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। আকাঙ্ক্ষার বেড়াজালেই মানুষ আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা—অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তাহা পূর্ণ করিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না। তাই যাহাতে অমৃতের স্পর্শ আছে বলিয়া মনে করে, তাহারই পশ্চাতে ঘুরিতে থাকে। যখন সেই মরীচিকা অন্তর্হিত হয়, তখন আবার নূতন বস্তুর সন্ধানে ফিরিতে থাকে। বস্তুতঃ মানুষের মনে প্রকৃত কোনও কু অভিসন্ধি নাই বা থাকিতে পারে না। তাহার অন্তরের সেই অমৃতলাভের জন্যই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ সেই অমৃত-লাভের পথ খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সে পথের সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে সহসা বিপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে। মায়া-

মোহের বশে সে নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ঠিক স্বরূপও বুঝিতে পারে না। তাই অবোধ শিশুর মত যাহা বাহ্যচাকচিক্যময় দেখে, তাহাকেই আপনার বাসনা পূরণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করে। যখন তাঁহার অনুগ্রহ হয়, তখন মানুষ তাহার জীবনের চরম প্রার্থনীয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং তাহা লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়। জ্ঞান সেই অমৃতলাভের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং জ্ঞানী সাধক তদনুসরণে অমৃতপদে অমর হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই নিহিত রহিয়াছে। (১অ—৫খ—১৫ সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ১র ৩ ২ ৩ ১র ২র
অয়ং সূর্য্য ইব উপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি।

৩ ২ ৩ ২র ৩ ১র ২র
সপ্ত প্রবত আ দিবম্॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানদেবতা) 'ইব' (তুল্যঃ, স্বরোচিষা সূর্য্যঃ যথা জগৎ প্রকাশিত করে) 'অয়ং' (অয়ং দেবঃ, পরমদেবঃ, যদ্বা সত্ত্বভাবঃ) 'উপদৃক্' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ, যদ্বা সর্ব্বজ্ঞানদাতা - ভবতি ইতি শেষঃ); অয়ং (অয়ং দেবঃ) 'সরাংসি' (সরোবরাণি, সাধকানাং হৃদয়ানি ইত্যর্থঃ) অভিলক্ষ্য 'ধাবতি' (প্রাপ্তগচ্ছতি ইত্যর্থঃ); তথা 'দিবং' (দ্যুলোকং) তথা 'সপ্ত প্রবত' (সপ্তসিন্ধুং, সপ্তভুবনং, বিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'আ' (আপ্নোতি, ব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভগবান্ সাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ॥ (২অ ৫খ ১৫ ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতুল্য, আপনার কিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন জগৎকে উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ পরম দেব (অথবা সত্ত্বভাব) সর্ব্বজ্ঞ (অথবা সর্ব্বজ্ঞানদাতা) হয়েন; সেই দেবতা সাধকদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; এবং দ্যুলোক ও বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (২অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'সূর্য্য ইব' যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্যোপদ্রষ্টা, তথা কর্ম্মণাং 'উপদৃক্' উপদ্রষ্টা; অপিচ 'অয়ং' সোমঃ 'সরাংসি' ত্রিংশৎ উক্থপাত্রাণি ইতি কেচিৎ বদন্তি, অপরেতু ত্রিংশদহোরাত্রাণি সরাংসীতি, তানি 'ধাবতি' প্রতি গচ্ছতি। তথাচ যাস্কঃ—'তদেতদ্ যাজ্ঞিকা বেদয়ন্তে ত্রিংশদুক্থপাত্রাণি, মাধ্যন্দিনে সবনে একদেবতানি, তান্যেতস্মিন্ কালে একেন প্রতিধানেন পিবন্তি, তান্যত্র সরাংস্যুচ্যন্তে—ত্রিংশদপরপক্ষস্যাহোরাত্রাঃ ত্রিংশৎ পূর্ব্বপক্ষস্যেতি নৈরুক্তাঃ ( ৫।১১ ) ইতি। অপিচ অয়ং সোমঃ 'দিবং' অধিকৃত্য 'সপ্ত প্রবতঃ' সপ্ত নদীরাভিতিষ্ঠতি॥ ( ২অ-৫খ-১সূ-২সা ) ॥

## দ্বিতীয় ( ৭৫৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও তাঁহাদিগের নিজের ব্যাখ্যার সমীচীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। তাই তাঁহারা মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সরাংসি' পদের ব্যাখ্যায় কাহারও মতে ত্রিশসংখ্যক উক্থপাত্র বুঝায়, কাহারও মতে বা ত্রিশ অহোরাত্রি বুঝায়। তার পর, ভাষ্যকার, যাস্কের মত উদ্ধৃত করিয়া, ব্যাখ্যার আরও একটু জটিলতা সম্পাদন করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদিগের মতে 'সরাংসি' পদে পবিত্রহৃদয়কে লক্ষ্য করে। পবিত্রহৃদয়েই দেবতা অথবা সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। 'ধাবতি' পদেরও এই অর্থেই সার্থকতা পরিস্ফুট হয়।

ভগবান্ অথব তাঁহার শক্তি-স্বরূপ সত্ত্বভাব দ্যুলোকভূলোক ব্যাপিয়া আছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার 'অয়ং' পদে সোম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থে 'সপ্ত প্রবত আ দিবং' পদসমূহের কোনও সার্থকতা থাকে না। 'সপ্ত নদী এবং সপ্ত স্বর্গে সোমরস বর্ত্তমান থাকে'—ইহার দ্বারা কোনও উচ্চ ভাবের ব্যঞ্জনা হয় না? যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই নিবৃত্ত হইয়াছে। ( ২অ ৫খ—১সূ—২সা ) ॥

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি।
১ ২ ৩ ১র ২র
সোমো দেবো ন সূর্য্যঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ ( সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত )।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যঃ' ন দেবঃ' (জ্ঞানদেবঃ তুল্যঃ দ্যুতিমান্) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'ভুবনা' (ভুবনানি) সর্ব্বেষাং ভুবনানাং ইত্যর্থঃ, 'উপরি' 'তিষ্ঠতি' (বর্ত্ততে); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ লোকানাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ মঙ্গলসাধকঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। (২অ ৫খ ১সূ ৩সা)।

জ্ঞানদেবতুল্য দ্যুতিমান্ প্রসিদ্ধ পবিত্রকারক সত্ত্বভাব সকল ভুবনের উপরে বর্ত্তমান আছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব লোকদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলসাধক হয়েন।) ॥ (২অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'ভুবনা' ভুবনানি সর্ব্বেষাং ভুবনানাং 'উপরি' তিষ্ঠতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ 'দেবো ন সূর্য্যঃ' যথা সূর্য্যো দেবঃ সর্ব্বেষাং ভুবনানামুপরি তিষ্ঠতি এবময়ং সোমোঽপীত্যর্থঃ। (২অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

# তৃতীয় (৭৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, মানুষ জীবনের চরম অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয়। তাই বলা হইয়াছে সত্ত্বভাব সকল ভুবনের উপরে বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলেই সত্ত্বভাবের কৃপায় পরমা উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "এই সোম যখন সংশোধিত হইয়াছেন, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থ হয়েন। তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায়।" আবার কিছু দিয়াও ব্যাখ্যাটী পরিষ্কার হয় নাই। 'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারক' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তারপর 'সোম ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থ হয়েন' এই বাক্যাংশের অর্থই বা কি? 'সোমঃ' পদে 'সোমরস' অর্থ গ্রহণ করিলে এই বাক্যাংশের কোন সার্থকতা থাকে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই জগতের নিয়ামক, সত্ত্বভাব বলেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বগুণেই জগতের স্থিতি সম্পাদিত হয়। সত্ত্বভাব লাভ করিলেই মানুষ জাগতিক বন্ধন, ক্ষুদ্রতার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পরম-জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধলোকে উপনীত হইতে পারেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (২অ ৫খ ১সূ ৩সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

৩ ২  ৩ ২ ৩  ১ ২  ৩ ২  ৩ ১ ২  ৩ ২
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

১ ২  ৩ ১ ২
হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৪ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নেন জন্মনা' (আদিভূতেন জন্মহেতুনা, সৃষ্টেঃ আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যুতিমান্) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকস্য ইতি যাবৎ) 'অর্ষতি' (আরোহতে, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (২অ-৫খ-১সূ-৪সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন।)। (২অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননেন 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' আরোহতে ॥ ১ ॥

* . *

## চতুর্থ (৭৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। পবিত্রতা, পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করে। সাধকগণ সাধনার দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অপবিত্রতা মলিনতা ভস্মীভূত করেন। তাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ নির্ম্মল, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। সত্ত্বভাব সাধক ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সেতু। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক ভগবানের চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারেন।

সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দুই দিক দিয়া এই ভাবটী ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সত্ত্বভাব

ভগবানের শক্তি,—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং এই দিক দিয়া সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ—সত্ত্বভাব।

ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক। ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ তাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই পরমধন সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন, তিনি অনায়াসেই এই পাপমোহ-প্রলোভনপূর্ণ সংসারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে, বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। ( ২অ - ৫খ—১সূ - ৪সা )। *

— * —

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি।

৩ ১র ৩ ২র

কবিঃ বিপ্রেণ বাবৃধে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবেভ্যঃ' ( দেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ) 'বিপ্রেণ' ( মেধাবিনা, সাধকেন )। 'প্রত্নেন' ( পুরাণেন, মূলীভূতেন, ঐকান্তিকেন ) 'মন্মনা' ( সাধনেন ) 'কবিঃ' ( ক্রান্তদর্শী; জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ ) 'দেবঃ' ( দ্যুতিমান্ ) 'এষঃ' ( প্রসিদ্ধঃ,—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ )। 'পরিবাবৃধে' ( পরিবর্দ্ধতে, হৃদি উৎপাদ্যতে ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে সাধনেন সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ ( ২অ - ৫খ—১সূ - ৫সা ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, সাধককর্ত্তৃক, ঐকান্তিক সাধনের দ্বারা জ্ঞান-দায়ক, দ্যুতিমান্, প্রসিদ্ধ, সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। ( মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধনা দ্বারা সত্ত্বভাব লাভ করেন। ) ॥ ( ২অ—৫খ—১সূ—৫সা ) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের নবমী ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত )।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রত্নেন' পুরাণেন 'মন্মনা' সাধনেন স্তোত্রেণ যুক্ত ইতি শেষঃ 'দেবঃ' স্তোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'কবিঃ' মেধাবী সন 'বিপ্রেণ' মেধাবিনা যজমানেন অবিদ্ধ 'পরিবাবৃধে' পরিবর্দ্ধতে॥ (২অ—৫খ ১সূ—৫সা)॥

* . *

## পঞ্চম (৭৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। যাঁহারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, ভগবানের চরণে আপনার সমস্ত বাসনা-কামনা নিবেদন করেন, ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। সাধনবলে তিনি হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সেই পরম অভীষ্ট সাধনের প্রধান উপায়—সত্ত্বভাব। যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইয়াছে, তিনি আপনার মধ্যে সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষের অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই অনুভূতি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। কারণ, এই অনুভূতিই মানুষকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে লইয়া যায়। যিনি মিশ্রির সরবৎ পান করিয়াছেন, তিনি কখনও বিস্মরণে ভুলিয়া থাকেন না। ভগবানের ক্ষীণতম অনুভূতিও যদি প্রাণে জাগে, তাহা হইলে সেই পরম বস্তু লাভ করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল হইয়া ছুটে। পরিণামে জীবনের চরম ও পরম অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়। সত্ত্বভাব এই অভীষ্ট লাভের সহায়ভূত বলিয়া সাধকগণ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। সাধকগণের এই প্রচেষ্টার বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (২অ—৫খ—১সূ—৫সা)॥

ষষ্ঠী সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ৩ ৩ ১ ২
দুহানঃ প্রত্নমিৎ পয়ঃ পবিত্রে পরিষিচ্যসে।
১ ২ ৩ ১ ২
ক্রন্দং দেবাঁ অজীজনঃ॥ ৬॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পয়ঃ' (অমৃতং) 'দুহানঃ' (দোগ্ধা, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রত্নমিৎ' (পুরাতনম্, সৃষ্টেঃ আদিভূতং - সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে, সাধকানাং চিত্তে ইতি যাবৎ) 'পরিষিচ্যসে' (সমুদ্ভবসি) তথা 'ক্রন্দং' (শব্দং কুর্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবান্'

(দেবতাবান্) 'অজীজনঃ' (জনয়তি, উৎপাদয়তি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ঃ সাধকঃ জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভতে—ইতি ভাবঃ ॥ (২অ—৫খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রাপক সৃষ্টির আদিভূত সত্ত্বভাব সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে উপজিত হয়েন, এবং জ্ঞান প্রদান করিয়া দেবভাব উৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রহৃদয় সাধক জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন)। (২অ—৫খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রত্নবিৎ' পুরাণবেদ 'পয়ঃ' রসং 'দুহানঃ' হে সোমঃ! পবিত্রে পরিষিচ্যসে। হে সোম! ত্বং 'ক্রন্দন্' শব্দং কুর্বন্ 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'অজীজনঃ' স্ব-সমীপে জনয়সি। যত্র সোমোঽভিষূয়তে তত্র দেবা নিয়তং প্রাদুর্ভবন্তীত্যর্থঃ। 'অজীজনঃ'—'অজীজনৎ'—ইতি পাঠৌ। (২অ—৫খ—১সূ—৬সা)।

* * *

## ষষ্ঠ (৭৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § :*: § ——

নির্ম্মল দর্পণে সূর্য্যকিরণ যেমন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ভগবানের করুণা ধারা সর্ব্বত্রই সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যিনি সাধন-বলে আপনাকে সেই করুণা লাভের উপযোগী করিয়াছেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহার হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল, তাঁহার হৃদয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। পবিত্রতাই পবিত্রতাকে আকর্ষণ করে, সমধর্ম্মী, সমধর্ম্মীর সহিত মিলিত হয়। তাই পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের পবিত্রতম করুণা ধারণ করিতে সমর্থ হয়। অপিচ, সত্ত্বভাবের সহচর জ্ঞান। তাই যিনি সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানও উপজিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"পুরাণ মন্ত্রবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং শব্দ করতঃ দেবগণকে উৎপন্ন করিতেছেন।" সোমরস দেবগণের পানীয় দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সেই সোম দেবগণকে কিরূপে উৎপন্ন করিবে? ভাষ্যকার এইজন্য একটা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; 'উৎপন্ন' ক্রিয়াকে রূপক বলিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক নয়। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে নিযুক্ত হইয়াছে। 'ক্রন্দৎ' পদে 'আমরা জ্ঞানপ্রদান করিয়া' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। শব্দ-ব্রহ্ম, শব্দ-জ্ঞান। আমরা এই দৃষ্টিতেই উক্ত পদে

আনং প্রযচ্ছন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। (২অ-৫খ—১২-৬সা)॥ *

— • —

সপ্তমং সাম।

১ ২　　　৩ ১ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২ ৩　　১ ২

উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সম্ আধেহি শত্রবে।

১ ২　　৩ ২　　৩ ২

পবমান বিদা রয়িম্ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) ত্বং 'উপতস্থুষঃ' (প্রার্থিতানি বস্তূনি) 'উপশিক্ষ' (সমীপে আনয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'শত্রবে' (রিপুকুলায়, রিপুষু ইত্যর্থঃ) 'ভিয়সং' (ভয়ং) 'আধেহি' (স্থাপয়); অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু ইতি ভাবঃ; অস্মভ্যং 'রয়িং' (পরমধনং) 'বিদা' (বিদ্ধি, প্রদেহি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—৫খ—১২—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আপনি প্রার্থিত বস্তুসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন; রিপুগণের মধ্যে ভয় স্থাপন করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন); আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (২অ—৫খ—১২—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! 'উপশিক্ষ' অং সমীপে কুরু। কান্? 'উপতস্থুষঃ' উপক্রম্য স্থিতান্ অস্মদভিমতানিত্যর্থঃ। 'শত্রবে' শত্রুষু অস্মদ্বিরোধিষু 'ভিয়সং' ভয়ং 'আধেহি' কুরু চ। কিঞ্চ তেষাং শত্রূণাং 'রয়িং' ধনং 'বিদাঃ' অস্মভ্যং বিদ্ধি দেহীত্যর্থঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, ষড়্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

## সপ্তম (৭৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভগবান্ মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনিই শত্রুনিসূদন। তাই তাঁহার নিকট রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি কল্পতরু। তাঁহার নিকট মানুষ একান্তভাবে যাহা প্রার্থনা করে, বিশ্বমঙ্গলনীতির পরিপন্থী না হইলে সে তাহা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে মানুষ আপনার অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। তাই তাঁহার চরণেই আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা-নিবেদন করা হইয়াছে।

প্রচলিত কোনও কোনও ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অনেকস্থলে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে পবমান সোম! যাহারা দূরে উপস্থিত রহিয়াছে তাহাদিগকে সমীপবর্ত্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন অবগত হও।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। 'বিদা' পদে ভাষ্যানুগত 'প্রদেহি' অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'উপস্তুষঃ' পদের 'প্রার্থিত বস্তু' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। (২অ—৫খ—১সূ ৭সা)। *

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দুং দেবাঃ অয়াসিষুঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুজাতং' (সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং, সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবেন চ পূর্ণবিকশিতং) অপ্তুরং (সৎকর্ম্মণা লব্ধাতং অমৃতসদৃশং ইত্যর্থঃ) 'ভঙ্গং' (রিপুনাশকং) 'গোভিঃ পরিষ্কৃতং' (বিশুদ্ধজ্ঞানেন অলংকৃতং) 'ইন্দুং' (সত্ত্বভাবং) 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ) 'উপায়াসিষুঃ' (উপগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। দেবভাবান্বিতাঃ জনাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (২অ ৫খ—১সূ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের ও সদ্ভাবের দ্বারা পূর্ণবিকশিত, সৎকর্ম্মপ্রাপ্ত, অমৃতসম্পূর্ণ, রিপুনাশক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত, সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)। (২অ—৫খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ অষ্টমীসংখ্যোপেতোঃ প্রতীকমেনমাম্নাতং—'উপোষু জাতমপ্তুরং' ইতি, 'উপাস্মৈ গায়তানরঃ'—ইতি চ। তেষদ্বয়ী প্রদেশান্তরে আম্নাতা—'জাতং' সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং 'অপ্তুরং' বসতীপ্সুরিতি অপ্তুং সোমং 'অপ্তুরং' পরাক্রান্তং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'পরিষ্কৃতং' অলঙ্কৃতং সংস্কৃতং 'ইন্দুং' সোমং 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ 'উপ উ' ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়ঃ উপেত্যস্যার্থে বর্ত্ততে ছন্দসি 'উপ অয়াসিষুঃ' উপাগচ্ছন্॥ (২অ—৫খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

## অষ্টম (৭৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—•—

দেবভাব ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একটীর আবির্ভাবে অন্যটির উপস্থিতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা নিজের হৃদয়কে হীন কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা হৃদয় হইতে পশুভাবকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছেন, তাঁহারা স্বতঃই সেই অসীম সত্ত্ব-সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পরাজ্ঞান তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই জ্ঞানালোকের সাহায্যে অতি সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। জ্ঞানের তীব্রালোকে অজ্ঞানান্ধকার পলায়ন করে। সুতরাং আঁধারলোকবাসী রিপুগণও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। পরিণামে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'অপ্তুরং' পদে বিবরণকার 'অপ্সু ভবতীতি অপ্তুরং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অপ্' শব্দে অমৃত বুঝায়, তাই আমরাও তাঁহার অনুসরণে ঐ পদে 'অমৃতসম্পূর্ণং' ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। 'দেবাঃ' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রাদয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। (২অ—৫খ—১সূ—৮সা)॥ •

---

• উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৩খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায় ইন্দবে ।
৩ ২ ৩ ১ ২র
অভি দেবাঁ৺ ইয়ক্ষতে ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'দেবান অভি ইয়ক্ষতে' (দেবভাবান্ প্রাপ্তুমিচ্ছতে, দেবভাবপ্রাপকায়) 'পবমানায়' (পবিত্রকারকায়) 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'ইন্দবে' (সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'উপগায়ত' (প্রার্থয়ত); অহং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ-৫খ—১সূ—৯সা)) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাবপ্রাপক, পবিত্রকারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই ॥ (২অ—৫খ—১সূ—৯সা) ॥

*

সায়ণ-ভাষ্য ।

হে 'নরঃ' নেতারঃ! যজমানাঃ 'দেবান' ইন্দ্রাদীন 'অভি ইয়ক্ষতে' অভিমুখেন যষ্টুমিচ্ছতে পবমানায় ক্ষরতে 'অস্মৈ' অভিষূয়মাণায় 'ইন্দবে' সোমায় 'উপ গায়ত' উপগানং কুরুত । ৯ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

* * *

## নবম (৭৬৩) সামের মর্ম্মার্থ ।

—:§*§:—

চিত্তবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম সম্পাদন করে। যাহার চিত্তবৃত্তি যেরূপভাবে গঠিত, সে তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সৎকর্ম্মের পথে চলিবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিই প্রধান সহায়। তাই চিত্তবৃত্তিকে সৎকর্ম্মের নেতা বলা হইয়াছে। আর এই চিত্তবৃত্তি কর্ম্মের নেতা বলিয়াই তাহাকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই মনুষ্যকে দেবত্বের পথে প্রেরণা দেয়, মানুষকে পবিত্র করে। এই পবিত্রতা মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। তাই মন্ত্রে পবিত্রতার প্রধান কারণ স্বরূপ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (২অ—৫খ ১সূ ৯সা) ।*

---

* ছন্দআর্চিকের এই মন্ত্রটী উত্তরার্চিকেও আছে (১অ—১খ—১সূ—১সা) দ্রষ্টব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অপঃ উর্ম্ময়ঃ' (অপাং উর্ম্ময়ঃ যথা সহজং স্বয়মেব উদ্গচ্ছন্তি তদ্বৎ) অথবা 'বনানি মহিষা ইব' (বনানি যথা স্বতমেব প্রবৃদ্ধানি ভবন্তি তদ্বৎ) 'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনাং, যথা পরাজ্ঞানসম্পন্নানাং আত্মোৎকর্ষসাধনশীলানাং সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্রনয়ন্ত' (স্বতমেব উদ্গচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকোহয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতমেব সঞ্জায়তে। (২অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

অথবা,

'বনানি মহিষা ইব' (মহিমান্বিতসাধকঃ যথা জ্যোতিঃ প্রাপ্নোতি যথা পশবঃ যথা স্বভাবতঃ বনং গচ্ছন্তি তদ্বৎ) 'অপঃ' (অপাং, অমৃতানাং) 'উর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ প্রবাহাঃ,—সদৃশাঃ ইতি যাবৎ) 'বিপশ্চিতঃ' (পরাজ্ঞানদায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ), 'প্রনয়ন্তঃ' (আগচ্ছন্তু, আগচ্ছন্তু—অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ)। প্রভূতপরিমাণেন সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

অপের (জলের) উর্ম্মিমালা যেমন সতত আপনা-আপনি উদ্ভূত হয়, অথবা বনসমূহ যেমন আপনা-আপনিই প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরা-জ্ঞানসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসাধনশীল সাধকদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষ-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃই সঞ্জাত হয়।)। (২অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

অথবা,

মহিমান্বিত সাধক যেমন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন অথবা পশুগণ যেমন স্বভাবতঃ বনে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ অমৃতের প্রবাহসদৃশ পরাজ্ঞান-দায়ক সত্ত্বভাবসমূহ, আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রভূতপরিমাণে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)। (২অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং ।

'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ 'উর্ম্ময়ঃ' প্রবৃদ্ধাঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'অপঃ' বসতীবর্য্যাখ্যাঃ 'প্রনয়ন্তে' প্রাপ্নুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বনানি মহিষা ইব' যথা প্রবৃদ্ধা মৃগা বনানি প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। 'অপোনয়ন্তে' 'অপাংনয়ান্ত'—ইতি পাঠৌ। (২অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

## প্রথম ( ৭৬৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

দ্বিবিধ উপমায় মন্ত্রে এক অতি উচ্চ ভাব সূচিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সৎকর্ম্মশীল হও, আত্মোৎকর্ষ সাধন কর, ভগবানে মন সংন্যস্ত কর, হৃদয়ের আবিলতা দূরে যাইবে, হৃদয় নির্ম্মল হইবে—দেব-ভাবের আবির্ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।'

মন্ত্রের 'অপঃ ঊর্ম্ময়ঃ' উপমায় বুঝাইতেছে,—'হৃদয় পবিত্র কর; সত্ত্বভাব আপনিই জাগরিত হইবে।' প্রশান্ত সলিলস্থ জলের বীচিবিক্ষোভ যেমন স্বাভাবিক, ঊর্ম্মি সমূহের যেমন আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়, তাহাতে যেমন অপরের সহায়তা আবশ্যক হয় না; তেমনি আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ের পবিত্রতা সাধিত হইলে, সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনা-আপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। সদ্ভাবের সঞ্চার হইলে সে হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হয়েন।

দ্বিতীয় উপমায় অর্থাৎ 'বনানি মহিষা ইব' উপমা-বাক্যেও একই ভাব দ্যোতনা করে। প্রকৃতির প্রভাবে তরুগুল্মলতা সমূহ যেমন আপনা-আপনিই পরিবর্দ্ধিত হয়, সে পরিবর্দ্ধনে যেমন প্রকৃতির প্রভাব বর্ত্তমান; সেইরূপ আত্মোৎকর্ষসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আপনা-আপনিই প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পরিবর্দ্ধনে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ন্যায় সত্ত্বভাব সঞ্চারে আত্মোৎকর্ষ সাধনই মূলীভূত।

মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—পরিশুদ্ধ পরিমার্জ্জিত অন্তরে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব বা সদ্ভাবসমূহের সমাবেশ হয়। সুতরাং, সদ্ভাবের অধিকারী হইলে, সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, হৃদয় নির্ম্মল কর, আত্মার উৎকর্ষ-সাধনে প্রযত্নপরায়ণ হও। ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া সে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্র যে ভাব প্রকটিত করে, নিম্নে তাহার আভাষ লউন। মূলতঃ উভয়ই একের অভিন্নার্থক। উভয়ত্রই সদ্ভাব আহরণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক।' কিরূপ ভাবে? বন্য পশুগণ যেমন বনের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভাবে। বনের মধ্যেই পশুগণ থাকে তাহাদের পক্ষে সেখানে যাওয়াই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিক নয়, অন্য স্থানে থাকিলেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহারা পুনরায় বনে চলিয়া যায়। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাবের আবির্ভাবও সেইরূপ স্বাভাবিক। অসৎকর্ম্মের ফলে, অথবা সাধনার অভাবে, মানুষ অধঃপতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে পুনরায় আপনার স্বস্থানে আসিতে হইবে—মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাবের উদ্গম হইবে। এই দিক দিয়া আমরা 'বনানি মহিষা ইব' উপমার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। অথবা, পশু যেমন অতিশয় বেগের এবং আগ্রহের সহিত বনের মধ্যে গমন করে, তেমনি বেগে, তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিত, সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক—উপমা এই ভাবের দ্যোতনা করে।

'অপঃ ঊর্ম্ময়ঃ' অমৃতের প্রবাহ-সদৃশ। এই উপমা সত্ত্বভাবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে।

অমৃতপানে মানুষ অমর হয়। সত্ত্বভাবের উপভোগেও মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতপ্রবাহ-সদৃশ বলা হইয়াছে। 'হৃদয় সত্ত্বভাবের বন্যায় কানায়-কানায় পূর্ণ হউক, অন্য কোনও ভাবের যেন স্থান না থাকে। আমরা যেন সত্ত্বময় হইয়া যাই,—মন্ত্র এবম্বিধ প্রার্থনাই ইঙ্গিত করিতেছে॥ (২অ—৬দ—১সূ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১　২র　৩ ১ ৩　৩ ১　৩ ২ ৩　১ ২

**অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া।**

২ ৩　১ ২

**বাজং গোমন্তম্ অক্ষরন্॥ ২॥**

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বভ্রবঃ' (মহান্তঃ, যদ্বা জগৎপালকাঃ) 'শুক্রাঃ' (শুভ্রবর্ণাঃ, দীপ্তাঃ সত্ত্বভাবাঃ) 'গোমন্তং' (জ্ঞানযুতং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অক্ষরন্' (প্রযচ্ছন্) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, অমৃতস্য) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'দ্রোণানি' (পাত্রাণি সাধকানাং হৃদয়ানি ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতময়ং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (২অ-৬দ-১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহান্ (অথবা জগৎপালক) দীপ্ত সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত আত্মশক্তি প্রদান করিয়া অমৃতের ধারারূপে সাধকদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতময় সত্ত্বভাব লাভ করে)। (২অ—৬দ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অভি' অভ্যক্ষরন্তীতি শেষঃ অভি ইত্যুপসর্গশ্রুতেঃ উচিত ক্রিয়াধ্যাহারঃ। কিম্প্রতি? 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ যদ্যপি দ্রোণকলশ এক এব তথাপি তৎপাদাকারাদিভেদাদপি পাত্রাণি দ্রোণানীত্যুচ্যন্তে। অথবৈকস্মিন্নেব পূজার্থং বহুবচনং। কে 'বভ্রবঃ' বভ্রুবর্ণাঃ সোমাঃ 'শুক্রাঃ' দীপ্তাঃ। কেন প্রকারেণ? 'ধারয়া' ধারাকারেণ। কস্মৈ প্রয়োজনায়? ॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের (৫অ—৫দ ৯ম—সা) পাওয়া। ইহা ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োস্ত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

## দ্বিতীয় (৭৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। সত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। যেখানে সত্ত্বভাব উপজিত হয়, সেখানে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, জ্ঞান সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানিগণের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকায় তাঁহারা ভীষণ রিপুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানের দীপ্তরশ্মিতে তাঁহারা অভীষ্ট লাভের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং আত্মশক্তি-বলে সেই উপায়ানুযায়ী সাধনেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—'সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত আত্মশক্তি প্রদান করিয়া...হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।' জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র সম্মিলনেই অমৃতের উৎপত্তি। সাধক সেই অমৃতলাভে সমর্থ হয়েন।

প্রচলিত ভাষ্যাদি মন্ত্রটীকে সোমসম্বন্ধীয় কল্পনা করিয়া 'বভ্রবঃ' পদে বভ্রুবর্ণ অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বভ্রু' শব্দ পালনার্থক ভৃ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার আভিধানিক অর্থ বিশাল, মহান। আমরা এই উভয় অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সত্ত্বভাব জগৎপালক। সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ পরিচালিত ও বিধৃত আছে। সুতরাং এখানে 'বভ্রবঃ' পদের ধাত্বর্থই সঙ্গত। আবার এই 'পালক' অর্থের মধ্যে, 'মহান' 'বিশাল' অর্থ নিহিত আছে। সুতরাং উভয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। (২অ—৬খ—১সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

২ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২

**সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।**

১ ২ ৩ ১ ২

**সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে॥ ৩॥**

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, তং লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'বায়বে' (আশুমুক্তিদায়কায় দেবায়, তং লাভার্থং) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং লাভায়) 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিবেকরূপীদেবেভ্যঃ তান্ প্রাপ্তুং) 'বিষ্ণবে' জগৎপালকায় দেবায়, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অর্ষন্তু' (প্রাপ্নুবন্তু—অস্মাকং হৃদয়ং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং সত্ত্বভাবং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সংযোজক হয়েন' অর্থাৎ সেই সন্ধিস্থানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বাদি সংরক্ষণ করেন; সেই করুণাময় ভগবান দূরে পতিত হৃদয়কে পুনঃ-সংস্কৃত করেন।' মানুষ' তখনই 'ভগবান্ হইতে দূরে পড়িয়া যায়, যখন তাহার হৃদয়ের সার-স্বরূপী শুদ্ধসত্ত্বাদি বিনষ্ট হয়; তখনই হৃদয়ের সংক্ষোভ উপস্থিত হয় তখনই হৃদয়ের পীড়া জন্মে, যখন হৃদয়ের সারভূত সত্ত্বাবসমূহের অভাব ঘটে;—যখন কামক্রোধাদি-রিপু-শত্রুর প্রপীড়নে হৃদয় অন্তঃসার-শূন্য হয়। সত্ত্বের দ্বারা – সৎকর্ম্মের দ্বারা, ভগবানকে পাওয়া যায়। তাহার অভাব হইলেই, ভগবান্ দূরে সরিয়া পড়েন। মানুষও দূরে পতিত হয়। যেখানে সৎ-সমাবেশ, সেইখানেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। সদ্ভাবে মণ্ডিত হও, সৎসঙ্গে কাল অতিপাত কর, সৎপ্রসঙ্গে তন্ময় হও; সৎস্বরূপ ভগবান্ আপনিই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। ভগবৎ-প্রাপ্তির ইহাই একমাত্র সোপান।

এইরূপে বুঝা যায়,—মন্ত্রটী এক দিকে যেমন ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে, অন্য দিকে মন্ত্রটীতে তেমনি উদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইতেছে। ভগবান নিজের উপাসকগণকে সত্ত্ব-সংযুক্ত করেন। তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন; ইহাই তাঁহার মহিমা। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! এই পতিত জনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন। আপনার অশেষ মহিমা—অশেষ করুণা। কর্ম্মবশে আমি আপনা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনার সহিত সম্মিলন-সাধনের উপাদান-সমূহ—হৃদয়ের সারসামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্গুণরাজি, আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আপনি করুণাময়; স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া, আমাকে সৎপথে লইয়া চলুন, আপনার সহিত আমার সম্মিলন সঙ্ঘটন করুন। আপনার কৃপায় আমি যেন মুক্তি লাভ করি।' আমাদের মনে হয়,—ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক নিত্য-সত্যতত্ত্ব-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। (৩অ ১খ—২দ—২সা)॥

## দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান একটী; গানের নাম —'সাত্রাম।'

২। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি সম্বন্ধে বিবরণ গ্রন্থের মত,—"প্রগাথকাণ্বম্। শুনঃ মহাবীরস্যাভিমর্শনমনয়া ঋচা ক্রিয়তে ইতি।"

৩। ঋগ্বেদে 'নিকর্ত্তা' পদের পরিবর্ত্তে 'ইষ্কর্ত্তা' পাঠ আছে। 'চিৎ' পদ, বিবরণ মতে পাদপূরণে ব্যবহৃত; তন্মতে 'শত' পদের অর্থ 'সত্ত্ব'।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"জো ই জোড়নেকো সামগ্রীকে বিনা ভী গ্রীবাদিসে রুধির নিকলনেসে পহিলে জোড়নেবা ঘঙ্কো জোড়নেবালা হোতা হৈ ধনবান্ অনেকো ঐশ্বর্য্যবালা সহ ইন্দ্র কটকর অলগ হএকো ফির সংস্কার করতা হৈ।"

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে॥৩॥

গেয়-গানং।

৩র র ২ ১ ২ — ১ র ২ র র
১। আত্বাসহ। স্রমাশা ১ তা ২ ম্। যুক্তারথেহিরণ্যয়ে।
১ ২ — ১ ২ ১ ২ —
ব্রহ্মাযু ১ জা ২ঃ। হারযই। ন্দ্রকাদশা ১ ইনা ২ঃ।
১ ২ ১ ৪ ৩ ৩র র
বহান্ত ১ গো ২ ৩। মা ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
৩ ৫
তা ২ ৩ ৪ য়ে॥৩॥

৩র র র র ৫ ২ ১ ২ ৩র ২
২। ঔহোআত্বাসহা ৬ এ। স্রমাশা ১ তা ২ ৩ ৪ ম্। হাহোই।
১ র ২ র র ১ ২ ৩র ২
যুক্তারথেহিরণ্যয়ে। ব্রহ্মাযূ ১ জা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোই।
১ ২ ১ ২ ৩র ২
হারযই। ন্দ্রকাদশা ১ ইনা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোই।
১ ২ ৩র ২৪ ৩ ২
বহান্তূ ১ গো ২ ৩ ৪। হাহো। মপো ৩।
১ ৫ ৫
তা ২ ৩ ৪ যাই। উহুবা ৬ হাউবা॥৩॥

৪র ৩র ৪ ৫ ৪র ৫ ৪ ২ ১র ২ ১ ১ র
৩। আত্বা সহস্রমাশতমা। যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে। ব্রহ্মযুজো।
২ ১ — ১ ২
হরয় ইন্দ্রকেহো ২ ই। শাইনা ২ ৩ঃ। হাউবা।
১ ২ ৩র ২ ১ ৪ ৩ ২
বহন্তুসোমপোহো ৩। হুস্মা ২। তয়া ৩ ই।
১ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
ও ২ ৩ ৪ বা। উ ২ ৩ ৪ ৫॥৩॥

সহযুত ও শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হউক; অপিচ, সেইরূপ কর্ম্ম আমাদিগকে ভগবানে নিয়োজিত করুক।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বা' ত্বাং 'সহস্রং' সহস্রসংখ্যাকা বহনশীলা অশ্বাঃ 'আ বহন্তু' আ নয়ন্তু অস্মদযজ্ঞম্। তথা 'শতং' শতসংখ্যাকাশ্চ ভবদীয়া অশ্বাস্ত্বামাবহন্তু। যদ্যপি দ্বাবেব হরী তথাপি তদ্বিভূতযোগাত্ত্বেপি বহবোঽশ্বাঃ সন্তি। ননু যুগপদনেকৈরশ্বৈঃ কথং যাতুং শক্যতে? ইত্যত আহ—'যুক্তাঃ' ইতি। 'হিরণ্যয়ে' হিরণ্ময়ে স্বর্ণবিকারে। হিরণ্যশব্দাদ্বিকারার্থে বিহিতস্য ময়টঃ। 'ঋত্ব্য' বাস্ত্ব্য-ত্যাদৌ মলোপো নিপাত্যতে। তাদৃশে রথে 'যুক্তাঃ' সম্বদ্ধাঃ বহুনামশ্বানাং শীঘ্রগমনায় রথে নিযুক্তত্বাৎ যুগপদেব সর্বৈরশ্বৈর্গন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ। কীদৃশা হরয়ঃ? 'ব্রহ্মযুজঃ' ব্রহ্মণা পরিবৃঢেনেন্দ্রেণ যুক্তাঃ। যদ্বা ব্রহ্মণাস্মদীয়েন স্তোত্রেণ অস্মাভির্দত্তেন হবিষা বা যুক্তাঃ 'কেশিনঃ' কেশাঃ গ্রীবায়া উপরি বর্ত্তমানাঃ সটাঃ তৈর্যুক্তাঃ। কিমর্থমস্মদাবহনম? তত্রাহ--'সোমপীতয়ে' সোমপানায়। যথাস্মদীয়ং সোমং পিবেঃ তথা আবহন্ত্বিত্যর্থঃ॥ (৩অ—১খ—২দ—৩সা)॥

• • •

## তৃতীয় (২৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহস্রং শতং', 'হরয়ঃ', 'কেশিনঃ' প্রভৃতি পদ মন্ত্রার্থের জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। 'সহস্রং শতং' পদের অর্থ হয়,—'সহস্রসংখ্যাকাঃ শতসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক। পূর্ব্বাপর ইন্দ্রের বাহন-স্বরূপ দুইটী অশ্বের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের প্রয়োগ থাকায় বহুসংখ্যক অশ্বের বিষয় বলা হইয়াছে। একটু অসংলগ্ন হয় বলিয়াই সম্ভবতঃ ভাষ্যকার টিপ্পনী করিয়াছেন, 'যদ্যপি দ্বাবেব হরী তথাপি তদ্বিভূতযোগাত্ত্বেপি বহবোঽশ্বাঃ সন্তি ননু যুগপদনেকৈরশ্বৈঃ কথং যাতুং শক্যতে।' যদিও অশ্ব দুইটী; তথাপি বিভূতি-সমূহের সংবাহনকারী অনেক বহু অশ্ব আছে। কিন্তু এই কথা বলিয়াই ভাষ্যকারের মনে সন্দেহ হয়,--'এতগুলি অশ্ব এক সঙ্গে কিরূপে গমন করিবে?' এবম্বিধ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তখনই বলিলেন,—'শীঘ্রগমনায় রথে নিযুক্তত্বাৎ যুগপদেব সর্বৈরশ্বৈর্গন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ।' অর্থাৎ,- শীঘ্র গমনের জন্য রথে নিযুক্ত হওয়ায় তাহারা সকলে একত্র এক সঙ্গে গমনে সমর্থ। এই ভাবে, 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের অধ্যাহৃত অর্থের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তার পর, 'হরয়ঃ' পদের অর্থ- 'অশ্বাঃ' নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হরি' পদে যখন অশ্ব, তখন 'কেশিনঃ' পদের অর্থ অশ্বের স্কন্ধদেশস্থ কেশ বা 'কেশর' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এতৎসামঞ্জস্য-সাধনে 'ব্রহ্মযুজঃ' পদের অর্থও হইয়াছে,—'প্রভুভক্ত' অথবা 'আমাদিগের স্তোত্রের সহিত বা হবির সহিত যুক্ত।'

এইরূপে 'কেশিনঃ ব্রহ্মযুজা সহস্রং শতং হরয়ঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,—'কেশরযুক্ত ও প্রভুভক্ত শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব।' ইহা হইতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! প্রভুভক্ত কেশরযুক্ত শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ তোমাকে আনয়ন করুক।' প্রচলিত অর্থেও মন্ত্রের এই ভাবই নিষ্কাশিত হইয়াছে। প্রচলিত সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুভক্ত ও কেশরযুক্ত।" এরূপ ব্যাখ্যায় ইন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষ বলিয়াই উপলব্ধি জন্মে। তিনি একজন রাজা; তাঁহার হিরণ্ময় রথ আছে; আর তিনি তাৎকালিক সোম মদ্য পান করিতেন,—এতদর্থে তাহাই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু আমরা মনে করি,—বেদমন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ হইতে পারে না। অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রে পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে। বেদ-বিদ্বেষী জনেই, হিন্দুশাস্ত্রে অবিশ্বাসী নাস্তিকের মনেই, সে ভাব জাগিতে পারে। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের বিশ্লেষণে যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা পূর্ব্বে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে, প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রে 'হরি' নামক অশ্বসমূহের রথে সংযোজনার বিষয় বলা হইয়াছে। 'হরি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে, ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বেদের অনেক স্থলে, আমাদিগের বক্তব্য পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সে আলোচনা বাহুল্য বলিয়া মনে করি। তদনুসরণে আমরা 'হরয়ঃ' পদের অর্থ করি—'জ্ঞানরশ্ময়ঃ'। 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'অপরিমিতাঃ, অসীমাঃ।' ভাষ্যকারের অর্থের ভাব হইতেই এ অর্থ আসিতে পারে। ভাষ্যকার 'অত্র বহবোঽশ্বাঃ সন্তি' বাক্যে এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'হরয়ঃ' পদের অর্থ—অশ্বসমূহ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কেশিনঃ' পদ ঐ 'হরয়ঃ' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার 'কেশিনঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'গ্রীবায়াম্ উপরি বর্তমানাঃ সটাঃ তৈর্যুক্তাঃ।' অর্থাৎ গ্রীবার উপরিভাগে বর্তমান কেশরযুক্ত। কিন্তু 'কেশ,' 'কেশী' প্রভৃতি শব্দ অগ্নি-দেবতা সম্বন্ধে বেদের নানা স্থানে প্রযুক্ত দেখিয়াছি। সে সকল ক্ষেত্রে ঐ শব্দ 'রশ্মি' বা 'আলোক-রশ্মিজাল,' অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। এখানেও আমরা তাই 'কেশিনঃ' পদে জ্ঞান-রশ্মিভিঃ যুক্তাঃ, অর্থাৎ 'সৎপথপ্রদর্শকাঃ' অথবা 'অস্মাকং কর্ম্মণা সহ যুক্তাঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করি। সেই 'হরয়ঃ' অর্থাৎ বাহকসমূহ কেমন?—না, 'কেশিনঃ' অর্থাৎ 'সৎপথপ্রদর্শক।' মানবের অন্তর্নিহিত যে জ্ঞান মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করে, তাহারাই যে ভগবানের নিকট সংবাদ লইবার উপযুক্ত বাহক, তাহা বলাই বাহুল্য। স্তোত্র-মন্ত্রাদির দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎ-উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের দ্বারা, সেই জ্ঞান-ভক্তি-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যে ভগবানে সংযুক্ত হয়, সহজেই বুঝিতে পারি। ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মেই ভগবান তৃপ্তি লাভ করেন। সদ্বৃত্তিসম্পন্ন লোকে, সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের প্রীতিসাধক সেই কর্ম্মের জ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞানসংযুত ভগবৎকর্ম্ম ভগবানেই মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়। তার পর, 'হিরণ্যয়ে' পদে 'হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়ে' অর্থ প্রাপ্ত হই। যাহা সুসম্পাদিত অর্থাৎ যাহা মানুষকে

সৎপথে লইয়া যাইবার উপযোগী, তাহাই 'হিরণ্ময়ঃ।' সে রথ মানুষকে যেমন সৎপথে লইয়া যাইবার উপযোগী, সেইরূপ সে রথ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। এইরূপে আমাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হইল,—'হে ভগবন্! সৎপথপ্রদর্শক জ্ঞানকিরণাদি রূপ আপনার বাহক-সমূহকে আমি আপনার কর্ম্মেই নিয়োজিত করিতেছি। আপনি আমার কর্ম্মফল গ্রহণ করুন; আমার কর্ম্মের অবসান হউক। আর, সেই কর্ম্মাবসানে আপনি আমাকে আপনার সমীপে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করুন; অপিচ, আমাকে আপনাতে সম্মিলিত এবং আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লউন।' এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। (৩অ—১খ ২থ—৩সা)॥

---

## তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলে প্রথম সূক্তের চতুর্ব্বিংশতি ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

২। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান চারিটী। গানের প্রথমটীর নাম—'ভরদ্বাজম্'; দ্বিতীয়টীর নাম—ভারদ্বাজম্ অথবা কুৎবৃহৎ; এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গানদ্বয়ের নাম—ভারদ্বাজ।

৩। 'হিরণ্যয়ে' পদের ব্যুৎপত্তি নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—"ঋত্ব্যা বাস্ত্ব্যা বাস্তব্য হিরণ্ময়ানি ছন্দসি" (৬।৪।১৭৫)॥

৪। 'হরী' পদ ইন্দ্র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "হরী ইন্দ্রস্য" (নি০ ১.১৪।১) নিরুক্তে এবম্বিধ উক্তি দৃষ্ট হয়।

৫। 'সোমপীতয়ে' পদের ব্যাকরণ-পক্রিয়া এইরূপ,—"ভবোরেত্যাদিনা ক্তিনি রূপম্ পীতিরিতি।"

৬। 'ব্রহ্মযুজঃ' পদের 'ব্রহ্ম' শব্দে অন্ন বুঝায়। তদ্দ্বারা নিমিত্তভূত যাহারা যুক্ত হয়, তাহারাই 'ব্রহ্মযুজঃ'। হবির্লক্ষণ অন্ন ভক্ষণের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য যাহারা রথে সংযোজিত হয়, অথবা ত্রিবিদলক্ষণ ব্রহ্মের নিমিত্তভূত যাহারা সংযোজিত বা সংযুক্ত হয়, তাহারা 'ব্রহ্মযুজঃ'; অথবা,—ব্রহ্মা প্রজাপতির দ্বারা অনুজ্ঞাত ইন্দ্রের নিমিত্ত যাহারা নিযুক্ত বা যোজিত হয়, তাহারাই 'ব্রহ্মযুজঃ'। ইহা বিবরণসম্মত। বিবরণ-কারের সেই অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ব্রহ্ম অন্নং। তেন নিমিত্তভূতেন যুজ্যন্তে ব্রহ্মযুজঃ; হবির্লক্ষণস্যান্নস্য ভক্ষণায় গন্তুং যে রথে নিযুজ্যন্তে। অথবা ত্রৈবিদ্যলক্ষণং ব্রহ্ম, তেন নিমিত্তভূতেন যে যুজ্যন্তে তে ব্রহ্মযুজঃ। অথবা ব্রহ্মণা প্রজাপতিনা অনুজ্ঞাতস্যেন্দ্রস্য যে যুজ্যন্তে তে ব্রহ্মযুজঃ।"

৭। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"হে ইন্দ্র! তোম্রে পড়কর হমারে দিয়ে হুএ হবিসে যুক্ত প্রাণাপর সধে কেশোঁবালে সুবর্ণকে বনে হুএ রথমেঁ আগৈ পীছে জুতে হুএ সহস্রোঁ ঔর সৈঁকড়োঁ ঘোড়ে তুম্হৈ সোমপান করনেকে লিয়ে হমারে যজ্ঞমে লাবেঁ।"

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভীর্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩
মা ত্বা কেচিন্নিয়েমুরিন্ন পাশিনোঽতি
১ ২ ৩ ১ ২
ধন্বেব তাঁ ইহি ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

১। আমন্দ্রেরা। দ্রহরিভাইর্য্যাহি ময়ূরা ৩ রোমাভা ৩ ইঃ।
মাত্বা কাইচীৎ। নিয়েমু ২ ৩ রীৎ। নপাশিনাঃ।
অতিধান্বে ২। বতাঁ ২ ৩। আ ৩ ইহা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
বা ২ ৩ ৪ স্বাঃ ॥ ৪ ॥

২। আমন্দ্রৈরিন্দ্র। হা ৫ রিভাইঃ। যাহিময়ূররোমভাইঃ।
মাত্বা কা ২ ৩ ইচীৎ। নাইয়েমুরিৎ। নপাশা ২ ৩ ইনা।
অতাইধা ২ ৩ ন্বে। বতা ঁ ২ ৩। আ ২ ইহা ২
৩ ৪ ঔহোবা। বয়ো ৩ ভী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ৪ ॥

৩। আমন্দ্রৈরিন্দ্র। হা ৫ রিভীঃ। যাহিময়ূররোমভাউ। বা ২।
মাত্বা ২। কেচিন্নিয়েমুরিন্নপাশিনাও। বা ২। আতী ২।
ধন্বেবতা ৩ ১ ও বা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ হো ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! ) 'মন্দ্রৈঃ' ( সৎকর্ম্মসাধকৈঃ, সদানন্দদায়কৈঃ ) 'ময়ূররোমভিঃ' ( ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শনৈঃ, চিত্তাকর্ষকৈঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা— বিচিত্রসামর্থ্যোপেতৈঃ, বিবিধপ্রকারেণ অসদ্বৃত্তিনাশকৈঃ ইতি ভাবঃ ) হরিভিঃ' ( জ্ঞানকিরণৈঃ যুক্তঃ ত্বং ইতি যাবৎ ) 'আ যাহি' ( আগচ্ছ, অস্মাকং কর্ম্মণি হৃদি বা ইতি ভাবঃ )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্। নিখিলাঃ জ্ঞানকিরণাঃ ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু; ভবৎকৃপয়া যথাহং প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ ভবামি, অপিচ জ্ঞানকর্ম্মপ্রভাবেন যথাহং ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি, তৎ বিধেহি। হে ইন্দ্র! 'পাশিনঃ ন' ( ব্যাধাঃ ইব, পাশহস্তাঃ ব্যাধাঃ যথা বন্ধনসাধকেন পাশেন পক্ষিণঃ গমনপ্রতিবন্ধং সাধয়িত্বা তান্ নিহন্তি, তদ্বৎ ) 'যে কেচিৎ' ( কোঽপি শত্রবঃ ইত্যর্থঃ ) 'ত্বা' ( ত্বাং ) 'মা নিয়েমুঃ ইৎ' ( মা নিযচ্ছন্তু এব, গমনপ্রতিবন্ধং সাধয়িত্বা মা নিহন্তু ইত্যর্থঃ ); পরন্তু 'ধন্বেব' ( মরুদেশঃ ইব, পান্থ যথা মরুপ্রদেশং প্রাপ্য শীঘ্রং তং অতিক্রম্য আগচ্ছতি, তদ্বৎ ত্বমপি গমনপ্রতিবন্ধকান্ শত্রূন ইতি যাবৎ ) 'অতিতাং' ( অতিতান্, অতিক্রম্য, তেষাং পরাভবং সাধয়িত্বা ইতি ভাবঃ ) 'ইহি' ( এহি, আগচ্ছ— অস্মাকং অনুষ্ঠিতে কর্ম্মণি হৃদি বা ইত্যর্থঃ )। মন্ত্রাংশেন অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুনাশায় প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ ত্বয়ি সংযোজয় অপিচ অস্মান্ সমুদ্ধারয়। ( ৩অ—১খ—২দ—৪সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্ম্মসাধক সদানন্দদায়ক ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শন অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক অথবা বিচিত্রসামর্থ্যোপেত অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে অসদ্বৃত্তির নাশক জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা যুক্ত আপনি আমাদিগের কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে আগমন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! নিখিলজ্ঞান-কিরণ-সমূহ আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক। আপনার কৃপায় যাহাতে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারি এবং সেই প্রজ্ঞানপ্রভাবে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা বিহিত করুন)। হে ইন্দ্র! পাশহস্ত ব্যাধ যেমন বন্ধনসাধক পাশের দ্বারা পক্ষিগণের গমনপ্রতিবন্ধক জন্মাইয়া তাহাদিগকে নিহত করে, সেইরূপ কোনও শত্রুই যেন আপনার গমনপ্রতিবন্ধক উৎপন্ন করিয়া নিহত না করে; পরন্তু, মরুপ্রদেশ প্রাপ্ত হইলে পান্থ যেমন শীঘ্র তাহা অতিক্রম করিয়া আগমন করে, সেইরূপ আপনি গমনপ্রতিবন্ধক শত্রুগণকে

অতিক্রম (অর্থাৎ পরাভূত) করিয়া, আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন। (এই মন্ত্রাংশে অন্তঃশত্রু বাহ্যশত্রু-নাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদের সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন এবং আমাদিগকে উদ্ধার করুন।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।— অথ চতুর্থী। বিশ্বামিত্রো যজমানমন্ত্রমাহ্বয়তি। হে 'ইন্দ্র'! 'মন্দ্রৈঃ' মাদয়িতৃভিঃ 'ময়ূররোমভিঃ' ময়ূররোম-সদৃশ-রোমযুক্তৈঃ 'হরিভিঃ' অশ্বৈরুপেতস্বম্ 'আ যাহি' যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। কেচিদপি জনাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মা নিয়েমুঃ' মা নিয়চ্ছন্তু। গমন-প্রতিবন্ধং মা কুর্বন্তু ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'পাশিনো ন' পাশিনঃ ইব, যথা পাশহস্তাঃ ব্যাধাঃ পক্ষিণং 'বিং' তথা নিয়চ্ছন্তি। কিঞ্চ 'ধন্ব' যথা পান্থাঃ ধন্বং মরুদেশং শীঘ্রমতিগচ্ছন্তি তদ্বৎ নিয়মনকারিণস্তানতীত্য শীঘ্রম্ 'এহি' আগচ্ছ॥ (৩অ—১খ—২দ—৪সা)॥

• • •

# চতুর্থ (২৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—•: × :•—

মন্ত্রের অন্তর্গত 'মন্দ্রৈঃ', 'হরিভিঃ' ও 'ময়ূররোমভিঃ' পদ-কয়টী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যে 'মন্দ্রৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাদয়িতৃভিঃ' অর্থাৎ মাদকতাসম্পাদক; 'হরিভিঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'অশ্বৈঃ'; এবং 'ময়ূররোমভিঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তৈঃ' অর্থাৎ ময়ূরের রোমের ন্যায় রোমযুক্ত। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'তুমি মাদকতাসম্পাদক এবং ময়ূরের রোমের ন্যায় রোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর।' ইহাতে যেন মনে হয়,—মন্ত্রপাঠী মন্ত্রের আরাধ্য দেবতাকে উন্মাদনাদায়ক বাহন-সমভিব্যাহারে আসিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এইরূপে, মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে এবং ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এই,—

"হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেইরূপ তোমাকে যেন কেহ বাধা না দেয়। (পথিক) যেরূপ মরুদেশ (অতিক্রম করিয়া গমন করে), সেইরূপ তুমি শীঘ্র ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আগমন কর।"

কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। আমরা মনে করি, 'মন্দ্রৈঃ' পদে সেই পরমানন্দের প্রতি লক্ষ্য আছে। সে আনন্দ তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য-পানের আনন্দ নহে। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনাশ-জনিত যে আনন্দ—অন্তর্গতি-বোধে যে নিত্যানন্দ,

এখানে 'মন্দ্রৈঃ' পদে সেই সদানন্দ—পরমানন্দের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'হরিভিঃ' পদে আমরা 'অশ্বসমূহের সহিত' অর্থ গ্রহণ করি না। দেবতাকে মানুষ-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেও একযোগে একাধিক অশ্বে কেমন করিয়া তিনি আরোহণ করিতে পারিবেন,—তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। 'হরিভিঃ' পদে সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান-কিরণসমূহ', 'জ্ঞানরশ্মি সমূহ' অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। রূপকে 'হরি' 'ইন্দ্রের অশ্ব' বলিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু ঐ পদের মর্ম্ম অন্যরূপ। ঐ পদে 'জ্ঞানরশ্মি' বুঝায়। দেবতা সংযোজিত হন,—দেবতা আগমন করেন—কিসে? অশ্ব-সংযোজিত রথে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন দেখি—সে অশ্বই বা কি, আর সে রথই বা কি? আমরা মনে করি, অশ্ব জ্ঞানরূপ, আর রথ—আমাদের কর্ম্মরূপ। জ্ঞানরূপ অশ্ব সংযোজিত কর্ম্মরূপ রথে আরোহণ করিয়াই দেবগণ এ মর্ত্যভূমে আগমন করেন। 'হরিভিঃ' পদে, আমাদের মতে, সেই ভাবই উপলব্ধ হইয়াছে। এই কর্ম্মরূপ রথের আরোহী যিনি—সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মের নেতা যিনি জ্ঞান-প্রদাতা যিনি, এখানে 'হরিভিঃ' পদে তাঁহারই স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। তার পর, 'ময়ূররোমভিঃ' পদের 'ময়ূররোমসদৃশরোমযুক্তৈঃ' অর্থও আমরা গ্রহণ করি না। আমাদের মতে 'ময়ূররোমভিঃ' পদের অর্থ -'ময়ূররোমবৎ বিচিত্রদর্শনৈঃ, চিত্তাকর্ষকৈঃ যথা—বিচিত্রসামর্থ্যোপেতৈঃ, বিবিধপ্রকারেণ অসদ্বৃত্তিনাশকৈঃ।' সত্ত্ব-সমন্বিত হইলে, বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলেই 'জ্ঞান' বিচিত্রদর্শন হয়। তদ্ভিন্ন তাহাকে 'অজ্ঞানতা' ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। তখনই জ্ঞান নানাদিকে প্রধাবিত হয়, তখনই সে বিচিত্র সামর্থ্য লাভ করে, তখনই বিবিধ প্রকারে অসদ্বৃত্তি-নাশে তাহার সামর্থ্য জন্মে; সেই অবস্থায়ই জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হয়। যখন মানুষের সেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে, যখনই মানুষ সেইভাবে আপনার কর্ম্মসমূহ ভগবানে সমর্পণ করিতে পারিবে, তখনই ভগবান্ অযাচিতভাবে আসিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন প্রদান করিবেন। সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হইলে, তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন—এই জ্ঞান, এই বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, কর্ম্মের সহিত আত্মসুখের বা আত্মস্বার্থের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ভাবনার আর কোনই কারণ থাকে না। ভগবান স্বয়ংই তখন বিশ্বের সকল ধনের সার ধন পরমধন, মোক্ষ-ধন—আনিয়া উপস্থিত করেন। এই ভাবেই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ময়ূররোমভিঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'আমাদিগকে সত্ত্ব-সমন্বিত প্রজ্ঞান-সম্পন্ন করুন, আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হউক; অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিস্ফুরিত হইয়া আমাদিগের কর্ম্মকে বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন করুক। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-বশে আমরা যেন কোনও অপকর্ম্ম করিয়া না ফেলি।' এইরূপে, সত্-জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, আপনাকে সৎকর্ম্মে লীন করিয়া, আপনার মধ্যে ভগবানকে পাইবার কামনা—এই মন্ত্রাংশে করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। ভগবানকে বলা হইতেছে,—'আপনি যে আসিবেন, হৃদয়ে যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিব, তাহারও বিবিধ অন্তরায় আছে। আমার হৃদয়ে যে সকল শত্রু আছে, তাহারা আপনার আগমনে প্রতিবন্ধক হইবে। পাশ-হস্ত ব্যাধের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদা সতর্কিত হইয়াছে। ব্যাধ যেমন পাশ বিস্তার করিয়া পক্ষিগণের গমনের প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে, আমার অন্তরের শত্রুরাও আপনাকে সেইরূপে বাধা প্রদান করিবে। কিন্তু আপনি সে ক্ষেত্রে এমন করুন, যেন তাহারা আপনার আগমনের অন্তরায় না হইতে পারে। তাহারা আমার হৃদয় মরুভূমি সদৃশ করিয়া রাখিয়াছে। গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে পথিক যেমন দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, আপনি সেইরূপ আমার হৃদয়রূপ মরুভূমি অতিক্রম করুন এবং আমাতে প্রতিষ্ঠিত হউন।' অন্তরের বিবিধ শত্রু—মায়া মোহ প্রভৃতি বিবিধ-বন্ধনে মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। তাহাদেরই প্রভাবে মানুষ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহারাই মানুষের মনে অহঙ্কার আনয়ন করে, তাহারাই মানুষকে স্বার্থান্ধ করিয়া রাখে। যতদিন আত্মস্বার্থ, যতদিন আত্মসুখের কামনা, যতদিন অহঙ্কার,—ততদিন মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র।' এখানে, এই মন্ত্রাংশে—সেই অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞানের স্ফুরণই প্রার্থনাকারীর একমাত্র কামনার সামগ্রী। মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা-বাক্যদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আসুন, আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের কর্ম্মে আপনি সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত হউন; আপনার প্রতি আমরা যেন সর্ব্বদা অনুরাগ-সম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ থাকি। আমার অসদ্বৃত্তি-সমূহ অবরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হউক। আমার হৃদয়ে সৎ জ্ঞানের সমুজ্জ্বল মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হউক; আমার কর্ম্মের দ্বারা আমি যেন আপনাকে লাভ করিতে সমর্থ হই।' ( ১অ ১খ—২দ সা )॥

---

## চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক্ ( তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত )।

২। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান তিনটী; গানত্রয়ের নাম-সম্বন্ধে "অগ্নেঃ সাম্রাণি ত্রীণি" উক্ত হয়।

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতার সহিত এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের একটু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'কেচিন্নিয়েমুরিন্ন' স্থলে 'কেচিন্নিয়মন্বিং' পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'বিং' পদে পক্ষী অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

৪। 'মন্দ্রৈঃ' পদের অর্থ ভাষ্যকার করেন 'মদয়িতৃভিঃ'। কিন্তু বিবরণ-গ্রাহ্য মতে 'মদমত্তৈঃ, গভীরশব্দৈঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

৫। 'নিয়েমুঃ' পদ 'যমি' ( যম্ ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যমি' ( যম ) ধাতু এখানে বন্ধনার্থ-বোধক।

দন্ প্রশংসনীয়াং শ্রেষ্ঠাং গতিং প্রাপ্নোমি ত্বং কুরু ইতি প্রার্থনা। 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বৎ অন্যঃ' (ত্বত্তঃ অন্যঃ) 'মর্ডিতা' (সুখয়িতা) 'ন অস্তি' (ন বিদ্যতে); অতঃ 'তে' (তুভ্যং) 'বচঃ' (স্তোত্রং) 'ব্রবীমি' (উচ্চারয়ামি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবৎপরায়ণঃ সন্ যেন অহং প্রশংসনীয়ঃ ভবামি; তথা ভগবতঃ উপাসনা-প্রভাবেন সুখশান্তিং লভামি, হে ভগবন্, ত্বং বিধেহি। (৩অ ১খ—২দ—৫সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে বলবত্তম! দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ আপনি, এই মানুষকে—অর্চনাপরায়ণ আমাকে—স্বীয় আপনার উপাসনা-পরায়ণত্ব-হেতু প্রশংসনীয় করুন; (প্রার্থনা এই যে,—আমি যেন আপনার উপাসনা-পরায়ণ হইয়া প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ-গতি প্রাপ্ত হই)। হে পরমধনশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অপেক্ষা অন্য কেহই সুখদাতা নাই; অতএব, আপনার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া আমি যেন প্রশংসনীয় হই এবং ভগবানের উপাসনার প্রভাবে যেন সুখশান্তি লাভ করি। হে ভগবন্! তাহাই বিধান করুন।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৫সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। গোতম ঋষিঃ। অঙ্গেত্যভিমুখীকরণে 'অঙ্গ' 'শবিষ্ঠ'! হে বলবত্তম ইন্দ্র! 'দেবঃ' দ্যোতমানস্ত্বং 'মর্ত্তং' মরণধর্ম্মাণং মাং অনন্তরং পুরুষং 'প্রশংসিষঃ' সমাগমেন স্তুতমিতি প্রশংস। হে 'মঘবন্' ধনবন্ 'ইন্দ্র'! 'ত্বদন্যঃ' ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'মর্ডিতা' সুখয়িতা নাস্তি। অতঃ কারণাৎ 'তে' তুভ্যমিদং স্তুতিলক্ষণং বচো 'ব্রবীমি' উচ্চারয়ামি॥ (৩অ—১খ ২দ ৫সা)॥

## পঞ্চম (২৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রশংসিষঃ' পদ সমস্যামূলক। উহার অর্থ—'প্রশংসা কর।' তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়ায়,—'হে অতিশয়তম বলবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি মরণশীল মনুষ্যের প্রশংসা করুন।' দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এরূপ বলার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কোনও সদ্ভাব প্রকাশ পায় না বলিয়া, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে মনুষ্যার্থক 'মর্ত্তং' পদের একটী বিশেষণ অধ্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'যে

মরণশীল পুরুষ ভগবানের স্তব-পরায়ণ', ভাষ্যে বলা হইয়াছে, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। আমরাও সেই ভাবেরই অনুসরণ করি। আমাদিগের মতে, প্রার্থনার ভাবার্থ এই যে,-'হে ভগবন্! আমায় এরূপভাবে স্তুতিপরায়ণ ও কর্ম্মানুরক্ত করুন—আমি যেন আপনার নিকট প্রশংসনীয় হই অর্থাৎ প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ-গতি প্রাপ্ত হই।' এতদংশের 'অঙ্গ' পদে আমরা পূর্ব্ববৎ 'ক্ষিপ্র বা ত্বরায়' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশে যথাক্রমে ভগবানের মহিমা এবং আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। যিনি অদ্বিতীয় সুখদাতা যাঁহার সমকক্ষ সুখদাতা দ্বিতীয় কেহই নাই, তাঁহারই সম্বন্ধে আমি স্তোত্র উচ্চারণ করি--তাঁহারই প্রতি আমার যেন মতি-গতি-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হয়,—তাঁহারই কর্ম্মে আমি যেন আত্মনিয়োগ করিতে পারি—এবম্বিধ সঙ্কল্প এখানে মন্ত্রের শেষাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। ( ৩অ—১খ—২দ—৫সা )॥

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

১ ৬ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ২২৩ ১ ২
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
ত্বং বৃত্রাণি হ৺স্যপ্রতীন্যেক
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইৎ পূর্ব্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ॥ ৬॥

---

পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের একোনবিংশ ঋক্ ( প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত )। ইহার গেয়-গান একটী; গানের নাম—'গৌতমস্য সাম' অথবা 'গৌঙ্গবং'।

২। ভাষ্যে 'অঙ্গ শবিষ্ঠ' পদদ্বয়ের অর্থ 'বলবত্তম' পরিগৃহীত হইয়াছে। বিবরণ-গ্রন্থে 'অঙ্গ' শব্দের 'ক্ষিপ্রং' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়।

৩। 'প্রশংসিষ' পদের বিবরণ-সম্মত অর্থ—'প্রশস্তং করোমি'।

৪। মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ; -"হে জিতেন্দ্রিয়োঁমে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! প্রকাশিত হোতে হুএ তুম্ অপনী স্তুতি করনেবালে মনুষ্যকো ইসনে ভলেপ্রকার স্তুতিকী ইসপ্রকার প্রশংসা করতে হো। হে মঘবন্ ইন্দ্র! তুমসে অন্য কোই সুখদেনেবালে নহীঁ হৈ। ইসকারণ তুমহারে অর্থ যহ স্তুতিরূপ বচন উচ্চারণ করতা হুঁ।"

গেয়-গানং।

১। ত্বমিন্দ্রা। যশাঃ। অসাই ঔকাইসশবসঃ। পত্তাইঃ।
ত্বং বৃত্রাণী ৩ হ৬ সিয়া। প্রতীনা এ২। ক ইৎ পুরূ২।
অনূ২ যো১। ভশ্চ। যা২ পা২ ৩৪ ঔ
হোবা। ধা২৩৪ র্ত্তাঃ॥ ৬॥

২। ত্বমা৩ইন্দ্রাযশা অসাই। ঋজা ইষীশা২। বসা৩৪৫ঃ।
পা৩৪ তীঃ। ত্বং বৃত্রাণি হ৬ স্যাপ্রতীন্যেক ইৎ পু। রূ।
আনা ও২৩৪বা। ভাশ্চাও২৩৪বা।
যশা৫ ই ধৃতীঃ। হো৫ই। ডা॥ ৬॥

৩। হাউ ত্বমিন্দ্রা। যাশাআ২৩৪ সাঁ৬। হোউঋজাইষী২৩৪
শা। বাসম্পা২৩৫তীঃ। হাউ। ত্বং বৃত্রা। ণী
হ৬সিয়া। হাউ। প্রতীনা২৩৪ এ। কইৎপু
২৩৪ রূ৬। হাউ। অমুত্তা২৩৪ শ্চা৬।
হাউ। যা২পা২৩৪ঔ হো বা।
ধা২৩১ র্ত্তা॥ ৬॥

৪। হাউত্বমিন্দ্রা। যশা অসি। হোই। হোয়ে ৩৪। হা উহা

উহাউ। ঋজীষীশবসস্পাতিঃ। হোই। হোই। হোয়ে

৩৪। হাউহাউহাউ। ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ই-

ৎপুরু। হোই। হোই হোয়ে ৩৪। হাউহাউ-

হাউ। অনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ। হোই। হোই।

হোয়ে ৩৪। হাউহাউহাউ বা।

সুবর্জ্যোহা ২৩৪৫ঃ॥ ৬॥

৫। হোত্বমিন্দ্রা। যশাঅসি। হোয়ে ৩। হো ২৩৪৫।

ঋজীষীশবসস্পাতিঃ। হোয়ে ৩। হো ২৩৪৫। ত্বং

বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেকইৎ পুরু। হোয়ে ৩। হো

২৩৪৫। অনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ। হোয়ে ৩।

হো ২৩৪পা ৪ হাউ বা। সুবর্জ্যোমা

২৩৪৫ঃ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন ভগবন ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'যশা' (যশস্বী, অশেষকীর্ত্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋজীষী' (ভক্তজনস্য সঞ্চারকঃ) 'শবসস্পতিঃ' (সর্ব্বেষাং শক্তেঃ আধারভূতঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি শেষঃ); ত্বং 'অপ্রতীনি' (অপ্রতিগতানি) 'অনুত্তঃ' (অন্যৈঃ অপরাজেয়ানি) 'পুরু' (বহুনি, নিখিলানি) 'বৃত্রাণি' (নিখিলজ্ঞানাবরোধকানি অজ্ঞানানি) 'হংসি'

(সম্যক্ বিনাশয়সি ইত্যর্থঃ) 'চর্ষণীধৃতিঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং বিশিষ্টরূপেণ ধারকঃ রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয়ঃ এব) ভবসি ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনাসূচকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অদ্বিতীয়ত্বং অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়, অসদ্বৃত্তেঃ প্রভাবঞ্চ বিদূরয়; অপিচ অস্মাকং আত্মোৎকর্ষসাধনেন অস্মান্ সমুদ্ধারয়॥ (৩অ—১খ—২দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষকীর্ত্তি-সম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চারক ও সকল শক্তির আধারভূত হয়েন। আপনি অপ্রতিগত (অবাধগতি), শত্রুর অপরাজেয়, নিখিলজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতারূপ শত্রুগণকে সম্যক্-রূপে বিনাশ করেন। আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণের বিবিধরূপে ধারনকর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষক আপনি অদ্বিতীয় হয়েন। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অদ্বিতীয় আপনি আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন, অসদ্বৃত্তির প্রভাব নাশ করুন এবং আমাদিগের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। নৃমেধপুরুমেধাবৃষী। হে ইন্দ্র! 'সনসম্পীতঃ' বলস্য পালয়িতা 'ঋজীষী' ঋজীষো অপাকিভোঽহাভিষুতঃ সোমঃ তদ্বান্ 'ত্বং' 'যশঃ' যশস্বী 'অসি' ভবসি। কথমস্য যশস্বিত্বম্? উচ্যতে—'অপ্রতীনি' সংগ্রামেষু প্রতিগন্তৄণি 'পুরু' পুরূণি। যে শত্রূণাং বলানি হতি শেবোপিঃ। বৃত্রাণি 'বৃত্রাণি' রক্ষাংসি 'অপ্রতঃ' ন কেনাপি প্রেরিতঃ 'চর্ষণীধৃতিঃ' চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধারকঃ 'এক ইৎ' একাকী এব ত্বং 'হংসি' সম্প্রহরসি অত এতস্য যশস্বিত্বম্। (৩অ—১খ—২দ—৬সা)॥

# ষষ্ঠ (২৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ভাব-পূর্ণ। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'ঋজীষী' পদ একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ 'ঋজীষী' পদের অর্থ,—'অপাচতোঽভিষুত সোমঃ।' ভাষ্যের অনুসরণে উহার অর্থ হইয়াছে,—'উপার্জ্জিত সোমবান্।' আর ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের ব্যাখ্যা হয়,—'হে বলপালক ইন্দ্র। তুমি উপার্জ্জিত সোমবান্ হইয়া যশস্বী হইয়াছ। তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং শত্রুদিগের অসংখ্য, বৃত্রগণকে মনুষ্যদিগের রক্ষক হইয়া হনন করিয়াছ।'

আমরা ব্যাখ্যার ঐ ভাব অনুমোদন করি না। আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহা আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে।

ভাষ্যে শত্রু-শব্দের প্রয়োগ নাই। মন্ত্রেও তাহা দেখিতে পাই না। যাহা হউক, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব যে একটু স্বতন্ত্র প্রকারের তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের ত্রিবিধ বিভাগে ত্রিবিধ প্রার্থনার ভাব বর্ত্তমান। প্রথম অংশে 'ত্বমিন্দ্র' হইতে 'শবসস্পতি' পর্য্যন্ত অংশে, ভগবানের নিকট শুদ্ধসত্ত্ব ও শক্তি-সামর্থ্য লাভের প্রার্থনা বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে ভগবানকে ধারণার সামর্থ্য জন্মে। তাহাই প্রকৃত শক্তি। দ্বিতীয় অংশে, 'ত্বং অপ্রতীনি অপ্রুতঃ পুরু বৃত্রাণি জংঘন' অংশে, শত্রুনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ের শত্রু, কামক্রোধাদি, বিদূরিত না হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয় না; শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত না হইলে, হৃদয়ে শক্তির—ভগবানকে হৃদয়ে বসাইবার সামর্থ্যের উপজয় হয় না। সেইজন্যই শত্রুনাশের প্রার্থনা। 'চর্ষণীধৃতি এক ইৎ' অংশে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে,—'আপনি আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন সাধকগণের উদ্ধার-কর্ত্তা। আমি যাহাতে আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন হইতে পারি, আপনি বিধান করুন। আপনি ভিন্ন সে সাধনা সাধন আর কেহ করিতে পারেন না। তাই প্রার্থনা,—আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন; আমাদিগের অন্তরের শত্রু-সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক; আত্মোৎকর্ষ-সাধনে আমরা আপনাতে লীন হই।' (৩অ-১খ-২দ-৫সা)॥

---

## ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান পাঁচটী। তাহার প্রথমটীর নাম ঐন্দ্রং যশঃ সাম; দ্বিতীয়টীর নাম ইন্দ্রস্য যশঃ সাম, সমীচীনং বা; তৃতীয়টীর নাম—ইন্দ্রস্য যশঃ সাম, প্রাচীনং বা; চতুর্থটীর নাম—'যৌক্ত স্রুচম্'। পঞ্চমটীর নাম সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই।

২। বিবরণ-কারের মতে এই মন্ত্রের ঋষি একমাত্র পুরুমেধ।

৩। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের শেষ চরণে একটু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'এক ইৎ পুর্ব্বষ্টুতশ্চর্ষণীধৃতিং' অংশের পরিবর্ত্তে 'এক ইদপুরুষ্টুতশ্চর্ষণীধৃতা' দেখিতে পাই।

৪। 'শবসস্পতিঃ' পদে 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু' (৮।৩।৫৩) বিধান অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

৫। 'অপ্রতীতি' পদের 'প্রতিগন্তুং কর্ত্তুং ন শক্যন্তি' অর্থ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়।

৬। বিবরণ কারের মতে 'জংঘন' পদের অর্থ—'বৃত্রাণি শত্রুকুলানি মেঘবৃন্দানি বা।' নিরুক্তে মেঘনাম-সমূহের মধ্যে 'বৃত্র' অষ্টাবিংশতিতম।

৭। 'অপ্রুতঃ' পদের বিবরণ-সম্মত অর্থ 'অপ্রতিহতঃ'।

৮। নিরুক্তে 'চর্ষণী' পদ মনুষ্য-নাম-সমূহের মধ্যে অষ্টম। এই জন্যই ভাষ্যে 'চর্ষণীনাং' পদের 'যজমান-মনুষ্যাণাং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১

ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং

১ ২ ৩ ১ ২

ধনস্য সাতয়ে ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫র ৪ ১ ২ ১ ২

ওম্। ইন্দ্রমিদ্দেবতা। তয়াই। ইন্দ্রং প্রযতিয়াধ্বা ২ ৩ রাই।

১ — ৪ ১র ৪ ২ ১র ২ ১

আইন্দ্রা ২ ম্। সমীকে বনিনো হবামা ২ ৩ হাই। আইন্দ্রা

১ ২ ১

২ ম্। ধানস্য সো ২ ৩ ৪ বা। তা ২ ৩ ৪ য়ে ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবতাতয়ে' (দেবপূজনায়, সর্ব্বাসু সৎকর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রমিৎ' (অদ্বিতীয়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, হৃদি ধারয়ামঃ ইতি ভাবঃ); তথা 'প্রযত্যধ্বরে' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য প্রারম্ভে, সৎকর্ম্মসাধনকল্পনায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) আহ্বয়ামহে ইতি শেষঃ; অপিচ, 'সমীকে' (সংগ্রামে, সদসদ্বৃত্তীনাং সংঘর্ষে, সম্পূর্ণে কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'বনিনঃ' (সৎকর্ম্মাণি ভজিতাঃ সৎভাবকামিনঃ বা বয়ং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, হৃদি ধারয়ামঃ ইতি ভাবঃ); তথা 'ধনস্য' (সৎকর্ম্মফলস্য চতুর্ব্বর্গরূপস্য পরমধনস্য) 'সাতয়ে' (লাভায়) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) হবামহে ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মণাং প্রারম্ভে কর্ম্মণাং

---

৯। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ; যথা,—"হে ইন্দ্র! সবকো পালন করনেবালে পূজিত লোগোঁকো প্রাপ্ত হোনেবালে তুম যশস্বী হো। কৌশিক বড়ে বড়ে বলবান জো তিনকে সম্মুখ ন আবৈঁ ঐসে সহস্রোঁ রাক্ষসোঁকো বিনা প্রেরণা কিয়ে জো যজমানোঁকে রক্ষক তুম অকেলে হী নষ্ট কর দেতে হো।"

১০। 'ভজিষ্ঠ' পদের অর্থ সম্বন্ধে বিবরণ-কারের অভিমত,—"যৎ লোকস্য প্রয়াসম্যাভিবিচ্যতে, তৎ ভজীয়ম্; তেন ভবাম। অথবা পুরয়লো যেন ভবামো উচ্যতে —সবসম্পত্তিঃ।"

সম্পাদনকালে তথা কর্ম্মণাং সম্পূর্ণে—সর্ব্বকালে ভগবদনুস্মরণং অবশ্যকর্ত্তব্যং। ভগবতি সংন্যস্তচিত্তে সতি সুফললাভঃ অবশ্যম্ভাবী। অস্মাকং অনুষ্ঠিতেষু সর্ব্বকর্ম্মসু বয়ং ভগবতি সন্ন্যস্তচিত্তাঃ, ভবামঃ—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে ॥ (৩অ—১খ—২দ—৭সা)॥

•  •  •

বঙ্গানুবাদ।

দেবপূজন-জন্য অর্থাৎ সকল সৎকার্য্যে, অদ্বিতীয় ভগবানকে আহ্বান করি; সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের কল্পনায় ভগবানকে আহ্বান করি; অপিচ সদসদ্বৃত্তির পরস্পর সংঘর্ষে অথবা কর্ম্ম-সম্পূর্ণে সৎকর্ম্মে ব্রতী আমরা ভগবানকে আহ্বান করি (হৃদয়ে ধারণ করি); এবং সৎকর্ম্মের ফল চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন লাভের নিমিত্ত ভগবানকে আহ্বান করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও প্রার্থনাত্মক। সকল কার্য্যে—কর্ম্মপ্রারম্ভে কর্ম্মসম্পাদনকালে এবং কর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণে—সকল সময়ে ভগবানের অনুস্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইলে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে আমরা ভগবানের প্রতি যেন সন্ন্যস্তচিত্ত হইতে পারি—এইরূপ সঙ্কল্প এখানে বিদ্যমান আছে।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৭সা)॥

•  •  •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। একাদশীনাং তিসৃণাং মেধাতিথি ঋষিঃ। 'দেবতাতয়ে' দেবৈঃ যোতৃভিঃ তায়তে বিস্তার্য্যতে ইতি দেবতাতির্যজ্ঞ তদর্থং। 'ইন্দ্রমিৎ' 'দেবেষু' মধ্যে ইন্দ্রমেব 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'প্রযতি' প্রগচ্ছতি উপক্রান্তে সতি ইন্দ্রং হবামহে। তথা 'সমীকে' সম্যাগতাত্তে সম্পূর্ণে চ যাগে 'বনিনঃ' সম্ভজমানাঃ বয়ম্ ইন্দ্রমেবাহ্বয়ামহে। যথা। সমীকমিতি সংগ্রাম নাম (নি০ ২।১৭।১১)। সমীকে সংগ্রামে ॥ (৩অ-১খ-২দ-৭সা)॥

•  •  •

# সপ্তম (২৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:×•×:—

এই সাম-মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-মূলক। ইহাতে সরল প্রার্থনার ভাবও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান যে গীতায় বলিয়াছেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" এই সাম মন্ত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। আমরা, আমাদিগের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত করিয়া, আমাদিগের

অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে যেন কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হই',—এবম্বিধ সঙ্কল্পই এই মন্ত্রের মেরুদণ্ড-স্থানীয়।

প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কর্ম্মারম্ভের কল্পনায়, প্রতি কর্ম্মারম্ভের সময়, এবং প্রতি কর্ম্মকালে, ভগবানের প্রতি চিত্ত সন্ন্যস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সহিত অসৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অহরহ সংঘর্ষ চলিয়াছে। সর্ব্বদাই উহারা পরস্পর পরস্পরের বৈরী হইয়া রহিয়াছে। সত্তের উপর অসত্তের প্রভাব চারিদিক হইতেই বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। সে সংঘর্ষ নিবারণের—সে দ্বন্দ্ব নিবারণের—একমাত্র উপায় ভগবৎ-করুণা। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ যদি কৃপাকটাক্ষ পাত করেন, তিনি যদি একবার সহায় হন, তবেই সে সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে সদ্বৃত্তি কেমন করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্দেশে মন্ত্র বলিতেছেন,—'ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহে।' প্রতি কর্ম্ম তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধযুক্ত হউক; সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম-মাঝেই সৎকর্ম্মের সাধনা-মাঝেই তোমরা আত্ম-রক্ষার কামনায় তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনিই স্বয়ং রক্ষা করিবেন।

মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমাদিগের কার্য্যে, কার্য্যের-কল্পনায়, কার্য্যের আরম্ভে, কার্য্য সম্পাদন-কালে এবং কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, সকল সময়েই আমরা যেন তাঁহাকে আহ্বান করি।' কার্য্য মাত্রই যদি তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়; প্রতি কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তের জীবন-সংগ্রামে যদি তাঁহাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হই; তাহা হইলেই তিনি মূর্ত্তি-প্রবেশে সহস্রার বিন্দুমাঝে অধিষ্ঠিত হইবেন; তাহা হইলেই তাঁহার সামীপ্য-লাভ সুলভ হইয়া আসিবে। তখনই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই,—"আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, আমরা স্তবমান হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।" (৩অ—১খ—২দ—৭সা)।

---

## সপ্তম সামের টীপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চম ঋক (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান একটী; গানের নাম—'বাতক্রচং।'

২। মন্ত্রে 'বনিনঃ' পদ আছে। বিবরণকার তাহার অর্থ করিয়াছেন,—'বনম্ উদকং সোমলক্ষণম্, তেন তদ্বন্তঃ সোমবন্ত ইত্যর্থঃ।'

৩। মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ; যথা,—"দেবতাওঁকো নিমিত্ত দিয়ে জানেবালে যজ্ঞকে অর্থ হম দেবতাওঁমে ইন্দ্রকো হী আহ্বান করতে হৈঁ। যজ্ঞকে হোতে মেঁ ইন্দ্রকো আহ্বান করতে হৈঁ। যজ্ঞকে সম্পূর্ণ হোনপর অথবা সংগ্রামকে সময় আরাধনা করনেবালে হম ইন্দ্রকো আহ্বান করতে হৈঁ। ধনকে লাভকে নিমিত্ত ইন্দ্রকা হী আহ্বান করতে হৈঁ। ইসকারণ হে ইন্দ্র! শীঘ্র আইয়ে।"

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ইমা উত্বা পুরূবসো গিরো বর্দ্ধন্তু যা মম।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি
২র
স্তোমৈরনূষত ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

১। ইমাউত্বাপুরূবসো গিরঃ। এ৫। গিরাঃ। বার্দ্ধং তুয়াামমা ২ ৩। পাবকবর্ণাঃ। শুচয়োবী ৩ পা। হু ৩ম্। হুম্। চা ২ ৩ ৪ ইতাঃ। অভিস্তোমৈরনৌ ২। হুবাই। হো ৩ বা। ষতা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥

২। ইমাউত্বাপুরূবসো ৩উ। গিরোবর্দ্ধ। তুয়া ১ মমা ২। ইহা-হাহোই। ইহো ২ ৩ ৪ বা। পাবকবর্ণাঃ শুচয়ঃ। ইহাহাহোই। ইহো ২ ৩ ৪ বা। বিপশ্চি। তো। অভিস্তোমৈঃ। ইহা-হাহোই। ইহো ২ ৩ ৪ বা। অনূ ২ ৩। ষা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৮ ॥

৩। ইমাউত্বাপুরূ। বসা ৩ উ। গা ২ ৩ ৪ ই। রোবর্দ্ধন্তুযাঃ। মমা। পাবকবর্ণাঃ শুচয়োবিপশ্চি। তা। ঔ ৩ হো। আ ঔ ৩ হো। অভিস্তোমৈরনৌ ২। হুবাই। হো ৩ বা। ষতা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুবসো' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্, যদ্বা—বহূনাং আশ্রয়স্থল হে ভগবন্!) 'মম' (মদীয়াঃ) 'ইমাঃ যাঃ গিরঃ' (যাঃ প্রাণস্থাঃ বেদমন্ত্ররূপাঃ বাচঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্দ্ধন্ত' (তুষ্যন্তু, মম হৃদি ত্বাং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু ইত্যর্থঃ)। 'পাবকবর্ণাঃ' (আত্মোৎকর্ষ-সাধনেন অগ্নিসমানতেজস্কাঃ) অতএব 'শুচয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (জ্ঞানিনঃ ইতি ভাবঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ ইত্যর্থঃ) 'অভ্যনূষত' (ত্বাং অভ্যস্তুবন্তি, কেন কর্ম্মণা ত্বাং প্রাপ্নুবাং তদুপদেশং দদতি—ইতি ভাবঃ)। বিশুদ্ধভাবেন সৎকর্ম্মণা সহ বা উচ্চারিতাঃ বেদমন্ত্রাঃ হি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। অতঃ প্রার্থনাঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়, অপিচ সৎবৃত্তীনাং উৎকর্ষসাধনেন অস্মান্ ত্বয়ি সম্মিলয় ইতি ভাবঃ। (৩অ—১খ—২দ—৮সা)।

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্, হে বহুজনের আশ্রয়স্থল ভগবন্! আমার (উচ্চারিত) এই প্রাণস্থ বেদমন্ত্ররূপ বাক্যসকল আপনাকে তুষ্ট করুক অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। আত্মোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজোযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা আপনার স্তব করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদুপদেশ প্রদান করেন। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—বিশুদ্ধভাবে অথবা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত উচ্চারিত বেদ-মন্ত্রসমূহই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন এবং সদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা আমাদিগকে আপনাতে সম্মিলিত করুন।)। (৩অ—১খ—২দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। হে 'পুরুবসো' বহুধনেন্দ্র! 'মম' মদীয়াঃ 'ইমাঃ' 'গিরঃ' মন্ত্ররূপা বাচঃ 'ত্বা' ত্বাং 'বর্দ্ধন্ত'। তথা 'পাবকবর্ণাঃ' অগ্নিসমানতেজস্কাঃ অতএব শুচয়ঃ শুদ্ধাঃ 'বিপশ্চিতো' বিদ্বাংসঃ উদ্গাতারশ্চ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃশস্ত্রৈশ্চ-সাধনৈঃ 'অভ্যনূষত' অভিষ্টুবন্তি। নু ভক্তৌ কুটাদিঃ। (৩অ—১খ—২দ—৮সা)।

• • •

## অষ্টম (২৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাব—প্রার্থনাকারী যেন আকুলিতভাবে কহিতেছেন—'হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্! হে বহুজনের আশ্রয়-স্থল! আমার

কর্ম্ম-সামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আপনাকে সম্যক্ প্রকারে আহ্বান করিতে পারি। কিন্তু দেব। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানিগণ আপনাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, কোন্ কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদন করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বদা আপনার গুণগান করিতেছেন। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনি আগমন করিলে, আমাদের ন্যায় অভাজনের মনেও দেবভাবের সঞ্চার হইবে, আমরাও সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব।'

দ্বিতীয়তঃ এই ভাবের অধ্যাস হয়,—সাধু সজ্জনের কর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেন আমরা সমাগমরূপে আত্মোৎকর্ষ-সাধনে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হই।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দুইরূপ ভাবেরই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায়, পূর্ব্বোক্ত ভাব তাদৃশ পরিস্ফুট না হইলেও, অনেকটা এই ভাবেরই দ্যোতনা লক্ষিত হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাহা এই; যথা,—"হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এই বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিপ্রগণ, স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করে।'

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের পূজা আপনি গ্রহণ করুন; আমাদিগের কর্ম্ম আপনার সহিত যুক্ত হউক; আর সেই কর্ম্মরূপ যানে সংবাহিত হইয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' আর প্রার্থনা এই যে,—'সাধু-সজ্জনের ক্রিয়া-কলাপে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার পূজায় যেন আমরা সমর্থ হই।' (৩অ—১খ—২দ—৮সা)।

---

## অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋক (পঞ্চম অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গান—তিনটী; গানত্রয়ের নাম—'বাভ্রাণি ত্রীণি, বাসিষ্ঠানি বা।'

২। 'বাচঃ' পদের 'স্ত অপ্রগীত মন্ত্রাঃ' অর্থ আর 'স্তোমৈঃ' পদের 'প্রগীতমন্ত্রৈঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'স্তোমৈঃ' পদ-সম্বন্ধে টীকাকারের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"প্রগীতমন্ত্রৈঃ উপাস্যৈ গায়ত্রা সহঃ" ইত্যেবমাদিষু ঋক্ষু ত্যাত্তোক্তপ্রকারৈর্গীয়মানৈঃ উদ্গাতারস্তে এব স্তোতৃভিস্তোর্থঃ। বাহুল্যবমানাদিস্তোত্রিত্যাদিপদাৎ আর্ষ্যাস্তোত্রো মাধ্যন্দিনপবমানঃ ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে।"

৩। মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ,—"হে সহস্তধনবালে ইন্দ্র! মেরী যহ যো স্তুতিরূপ বাণি হৈ তুমহৈঁ বঢ়াবৈ অগ্নিকে সমান তেজস্বী শুভ বিপ্র স্তোত্রোঁসে স্তুতি করতে হৈঁ।"

নবমং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমা স ঈরতে।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো
১ ২
রথা ইব ॥ ৯ ॥

গৌর-সামং।

১। উদু ত্যেমা। ধুমত্তমা ২ ৩ ৪। গাইরস্তো ২ ৩ ৪ মা। সাঈরতারে
৩। সাত্রাজা ২ ৩ ৪ ইতাঃ। ধানাসা ২ ৩ ৪ আ। ক্ষীতোয়া ২
৩ঃ। বাজায়া ২ ৩ ৪ স্তাঃ। রথা আ ৫ ইবা ৬ ৫ ৬ ॥ ১ ॥

২। উদুত্যেমা ৫ ধুমত্তমাঃ। গিরস্তোমাসআ ২ ইরাতা ২ ই।
সত্রাজিতোধনা ২ সাক্ষ। ক্ষিতোতায়া ২ ঃ। বা
জয়ন্তোরথা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ২ ৩ ৪ বা ॥ ২ ॥

৩। হুম্ ২ ৩ ৪ ৫। উদুত্যোমধুম। ত্তমা ২ ৩ ৪ হাই। গাইরা ২
স্তোমা ২। সআ ৩ ৪ ৫ ই। রা ২ ৩ ৪ তে। সত্রাজিতো ২
ধনসা অক্ষিতো তয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হুম্ ২ ৩ ৪ ৫। বাজয়ন্তো-
রথাঃ। ইবো ২ ৩ ৪ হাই। বাজয়ন্তো রথাই। বা। ঊ ৩
হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'স্তোমাসঃ' (ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, অসাধারণ-শক্তিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অতিশয়েন মধুরাঃ, অত্যন্তপ্রীতিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (বেদমন্ত্ররূপাঃ স্তুতয়ঃ) 'উৎ ঈরতে' (উচ্চারয়ন্তি); তাঃ গিরঃ 'সত্রাজিতঃ' (সদৈব শত্রূন্ নাশয়ন্তঃ) 'ধনসা' (পরমং ধনং সাধয়ন্তঃ, শ্রেষ্ঠধনান্ প্রেরয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'অক্ষিতোতয়ঃ' (অখণ্ডমাশ্রয়ং কাময়ন্তঃ, সদৈব রক্ষাং ইচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজয়ন্তঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং কাময়ন্তঃ, শুদ্ধসত্ত্বসংবাহকাঃ ইতি ভাবঃ) 'রথা ইব' (বাহকাঃ ইব, রথাঃ যথা অভীষ্টং প্রাপয়ন্তি আনয়ন্তি বা তদ্বৎ)। মন্ত্রোঽয়ং স্তোত্রমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। ভাবার্থঃ— সুবুদ্ধ্যা সৎকর্ম্মণা চ যদা বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবামঃ, তদা অস্মাকং শ্রেয়ঃ ভবতি; তদা হি অস্মাকং কর্ম্মাণি অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়ন্তি ॥ (৩অ—১খ—২দ—৯সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন অতিশয়-মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিদায়ক বেদমন্ত্ররূপ স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করেন; সেই স্তুতিমন্ত্রসকল,—সদা-শত্রুনাশক, শ্রেষ্ঠধনসাধক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের প্রেরক, অখণ্ড-আশ্রয়প্রদাতা অর্থাৎ সর্ব্বদা রক্ষাকারী, শুদ্ধসত্ত্ব-সংবাহক রথসমূহের ন্যায় অর্থাৎ রথ যেমন অভীষ্টকে প্রাপ্ত করায় বা আনয়ন করে, সেইরূপ অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়। (এই মন্ত্রটী স্তোত্রমাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাবার্থ,—সুবুদ্ধির এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা যখন আমরা ভগবদনুসারী হই, তখন আমাদিগের অশেষ শ্রেয়ঃ সাধিত হয়; তখনই আমাদিগের কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে ভগবৎসামীপ্য লাভ করায়।) ॥ (৩অ—১খ—২দ—৯সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। 'ত্যে' তে প্রসিদ্ধাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মধুরাঃ 'গিরঃ' অপ্রগীতাঃ শস্ত্র-রূপা বাচঃ। 'স্তোমাসঃ' প্রগীতানি বহিষ্পবমানাদীনি স্তোত্রাণি চ 'উদীরতে'। ইন্দ্র! ত্বামুদ্দিশ্যোদগচ্ছন্তি উর্দ্ধং প্রসরন্তি। ঈর গতৌ আদাদিকঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সত্রাজিতঃ' সদৈব শত্রূন্ জয়ন্তঃ অতএব 'ধনসা' ধনানি সম্ভজন্তঃ। ষণু ষণু সম্ভক্তৌ। 'জন-সন-খন-ক্রম-গমো বিট্' (৩।২।৬৭)। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ (৬।৪।৪১) ইত্যাত্বম্। অক্ষিতোতয়ঃ' ক্তিয়ো ভাবে নিষ্ঠায়াং মন্ত্রে (৩।৩।৯৬) ইতি সর্ব্বাদানাদ্দীর্ঘাভাবঃ এতএব ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ (৮।২।৪৬) ইতি নিষ্ঠা নত্বাভাবশ্চ। অক্ষিতাঃ ক্ষয়রহিতাঃ উতয়ো রক্ষা যেষাং তে তথোক্তাঃ। 'বাজয়ন্তং' বাজমন্নমিচ্ছন্তঃ। ক্যচি

মহন্মস্ত পুত্রস্তেতি ইব দীর্ঘয়োঃ প্রতিবেনঃ। এবং গুণ-বিশিষ্টা [illegible] ইব, তে যথা বিবিধ নিতম্ভ উত্তিষ্ঠন্তি তদ্বদীরত ইত্যর্থঃ। (৩অ—১খ—২দ—৯সা)।

• . •

# নবম (২৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

—•‡§×§‡•—

মন্ত্রটী সরলভাব দ্যোতক। কিন্তু ভাষ্যের অন্বয়ে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব কথঞ্চিৎ দুরধিগম্য হইয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যার ভাব হইয়াছে,—"প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয়-রক্ষাবিশিষ্ট, অস্খলিতগামী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।" তাহাতে "রথা ইব" এই উপমা বাক্যের অর্থ—হইয়াছে,—'রথের ন্যায় উদীরিত হইয়াছে।' ভাষ্যের অর্থ—"রথাঃ যথা নিবিধনিতম্ভ উত্তিষ্ঠন্তি তদ্বদীরত ইত্যর্থঃ।" তার পর 'রথাঃ' পদের যে সকল বিশেষণ মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 'রথাঃ ইব' উপমা-বাক্যের পূর্ব্বোক্ত-প্রকার অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ের ভাব মনে আসে। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় উপমার যে অর্থ হইয়াছে এবং তাহাতে মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। 'বাক্য রথের ন্যায় উদীরিত বা উচ্চারিত হইতেছে অথবা রথের ন্যায় উত্থিত হইতেছে,—ইহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হওয়া কঠিন। যাহা হউক, উপমার তাৎপর্য্য যে অন্যরূপ একটু আলোচনাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রে 'স্তোমাসঃ' পদ আছে। ভাষ্যের মতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'প্রগীতানি বহিষ্পবমানাদীনি স্তোত্রাণি' অর্থাৎ 'প্রগীত বহিষ্পবমানাদি স্তোত্রসমূহ।' আমরা কিন্তু এ অর্থ স্বীকার করি নাই।

মন্ত্রার্থে আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। 'স্তোমাসঃ' পদের অর্থ—আমাদিগের মতে 'ভগবৎ পরায়ণাঃ সাধকাঃ।' বেদের বহুত্র 'সোমঃ' 'সর্ব্বাসঃ' 'স্তোমাসঃ' 'বাজিনাসঃ' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদের অর্থে আমরা 'অর্চ্চকাঃ সাধকাঃ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসরণে এখানেও আমরা 'স্তোমাসঃ' পদের অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রহণ করিয়াছি। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যে আমরা 'রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে' অথবা 'রথের ন্যায় উত্থিত হইতেছে' অর্থ গ্রহণ করি না। উপমার ভাব, আমরা মনে করি, অন্যরূপ। সত্যার্থ-প্রকাশ পক্ষেই 'রথাঃ' পদ ব্যবহৃত হয়। রথে সংবাহন করিবার ভাবই 'রথাঃ ইব' পদের প্রয়োগে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহাতে ঐ পদে 'আরোহণপূর্ব্বক আগমন করার' অথবা 'আরোহণ করাইয়া সংবাহনের' ভাবই উপলব্ধ হয়। সুতরাং ঐ 'রথা ইব' উপমার ভাবার্থ এই যে,—'রথ যেমন আরোহীকে সংবাহিত করিয়া আনে, তেমনই সাধকগণের উচ্চারিত স্তোত্রাদি ভগবানকে সংবাহিত করিয়া আনে।' এইরূপে মন্ত্রের ভাব হইতেছে এই যে, 'ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ আপনার প্রীতিপ্রদ যে সকল স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ করেন অর্থাৎ আপনার প্রীতিদায়ক যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই স্তোত্রকর্ম্ম-রূপ যান আপনাকে সংসারে সংবাহিত করিয়া আনে।'

এখানে, মন্ত্রে 'রথাঃ' পদের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষিত হয়। আমাদিগের স্তোত্রকর্ম্মরূপ যে আপনাকে আনয়ন করিবে, সে রথ কিরূপ ?—'সত্রাজিতঃ' অর্থাৎ 'সর্ব্বেষাং শক্রূন্ নাশয়ন্তঃ'। ভাব এই যে, আমাদিগের কর্ম্ম এমন হউক যে, সেই কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের সকল শত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় সত্তের সামীপ্য-লাভ-পক্ষে অজ্ঞানতাদি শত্রু যে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করে, বেদমন্ত্রে সর্ব্বত্রই তাহা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মে, সাচ্চন্তায়, সদ্ভাবে—শত্রু নাশ প্রাপ্ত না হইলে, ভগবান্ কি সে হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেন ? তাই 'সত্রাজিতঃ' পদের লক্ষ্য এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক।' 'রথাঃ' পদের আর একটী বিশেষণ—'অক্ষিতোতয়ঃ'। 'অক্ষিত' এবং 'ঊতি' শব্দদ্বয়ের সংযোগে 'অক্ষিতোতিঃ পদ নিষ্পন্ন। তাহারই বহুবচনে 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদ পাওয়া যায়। 'অক্ষিতঃ' পদের অর্থ—'ক্ষয়রহিতঃ অখণ্ডঃ'; আর 'ঊতিঃ' পদে 'রক্ষা' অর্থ পরিগৃহীত হয়। তাহাতে 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, 'অখণ্ডং আশ্রয়ং কাময়ন্তঃ, সদৈব রক্ষাং ইচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ অখণ্ড আশ্রয় কাময়মান, সর্ব্বদা রক্ষা-কামী।' এইরূপ বিশেষণের লক্ষ্য—সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম প্রাপ্তি। তিনি ক্ষয়রহিত, তিনি ক্ষরণশীল অর্থাৎ তাঁহার করুণাধারা অজস্রধারে ক্ষরিত হয়; তিনি সর্ব্বদা বিবিধ প্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই রক্ষা-কারীকে সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতাকে কামনাই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ"। ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন, "ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং', "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ইত্যাদি। তিনি অখণ্ড রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা; তাঁহার আশ্রয়দানের, তাঁহার রক্ষণ-কার্য্যের বিচার নাই। তাঁহার করুণাধারা যদি ক্ষণমাত্র বর্ষিত না হয়, জগৎ তিষ্ঠিতে পারে কি ? ক্ষণমাত্র তাঁহার করুণা-কণা বর্ষিত না হইলে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বদা সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন ও রক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার করুণা-ধারা সর্ব্বদা বর্ষিত হইয়া জীবের কল্যাণ-সাধন করিতেছে। বারিরূপে তাঁহার করুণাধারা বর্ষিত হইতেছে; মাতৃস্তন্যরূপে তাঁহার করুণা-ধারা বর্ষিত হইতেছে, সূর্য্যের রশ্মিরূপে। স্নিগ্ধ চন্দ্রমারূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, বরুণরূপে—তাঁহার করুণাধারা নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। সেই করুণাই এখানে প্রার্থনাকারীর কামনার সামগ্রী; কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সেই করুণা কণা-লাভের আকাঙ্ক্ষাই 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'ধনদা' পদের লক্ষ্য—শ্রেষ্ঠধনের কামনা। আমাদিগের অর্থ,—"পরমধনং দাপয়ন্তঃ, শ্রেষ্ঠধন প্রেরয়ন্তঃ।' তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের কর্ম্ম, এমন কর্ম্ম হউক, আমরা যেন এমনভাবে আপনার স্তবারাধনা করিতে পারি; যাহাতে আমরা শ্রেষ্ঠধন পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। 'বাজয়ন্তঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের কামনা প্রকাশ পাইতেছে। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে যেন শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়।' মানুষ কর্ম্ম করে—আত্মসুখ-লাভের জন্য। আত্মসুখের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্বলাভ

পরমধনপ্রাপ্তি, সেই সুখলাভের কামনাই মন্ত্রমধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত বলিয়া মনে করি। এইরূপে এই মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথাঃ' পদে যে কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা আমরা বহুস্থলেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদিগের কর্ম্মরূপ-যানে যে ভগবান্ আমাদিগের নিকট সংবাহিত হন,—এ তত্ত্বও নানা স্থানে বিশদীকৃত হইয়াছে। সৎকর্ম্মই সেই রথস্বরূপ। একমাত্র মানুষের সৎকর্ম্মসমূহই ভগবানকে আকৃষ্ট করিতে পারে। সেই রথেই ভগবান আসিয়া মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'সদা সৎকর্ম্মশীল হও, ভগবান্ আসিয়া তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেন; তুমি মরণ-ধর্ম্মী মানুষ হইয়াও অমরত্ব-লাভে সমর্থ হইবে। কেন হতাশ হও? কেন পাপের সংসারে পড়িয়াছ বলিয়া ম্রিয়মাণ হও? সর্ব্বব্যাপী ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন; তাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম কর—সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও; হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ কর। শত্রু-সংহারক তিনি; তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয়ের সকল শত্রু বিদূরিত হইবে। শুদ্ধসত্ত্বময় তিনি; তাঁহার উদয়ে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইবে—হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। তাঁহারই কৃপায় তুমি পরমধন পরাগতি লাভে সমর্থ হইবে। তোমার মুক্তিদানের জন্য ঐ দেখ, তাঁহার স্নেহকর চিরপ্রসারিত রহিয়াছে।' এ সংসারে সাধুগণ স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা ও সৎকর্ম্মের দ্বারা সে আদর্শ সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য—ভাষ্যের অন্বয় অপেক্ষা আমাদিগের অন্বয় একটু বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। অন্বয়মুখে আমরা 'সাঃ গিরঃ' পদ অধ্যাহার করিয়া লইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ-পদ-সমূহের এবং অন্যান্য পদের যে ভাব-সঙ্গতি দাঁড়াইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। (৩অ—১খ—২দ—৯সা)।

---

## নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান—তিনটী। গান-ত্রয়ের নাম-সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে,—"বার্সিষ্ঠানি ত্রীণি, আত্রেয়ং বা।"

২। বিবরণকারের মতে 'সাজরন্তঃ' পদের দ্বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে,—(১) 'পূজয়ন্তঃ', অথবা (২) "সাজসানো সেবাচমঃ সেবন্তঃ।"

৩। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"সদা শত্রুওঁকো জীতনেবালে আনন্দদানেবালে ক্ষয়রহিত হৈ রক্ষা জিনকী ঐসে আপকী ইচ্ছাবালে রথ জৈসে ইধর উধর জাতে হৈঁ ঐসে হী প্রশংসা অত্যন্ত মধুর শ্রেষ্ঠ বচন সহিতবান আদি স্তোত্র জো তুম্হারে নিমিত্ত উচ্চারণ কিয়ে হয় উপরকে কেলত হৈঁ।"

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ৪ ২র
যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মাগহি কণ্বেষু
৩ ২উ ৩ ১ ২
সুসচাপিব॥ ১০॥

গেয়-গানং।

২ ১র ৪র ৫র ১ র ২ ১র ২
১। যথাগৌ ২ ৩ রো অপাকৃতাম। তৃষ্যন্নেতিয়বেরা ২ ৩ ইণাম্।
র ১র ১র ২র ১র ২ ১ — ১ ১
আপিত্বেনঃ প্রপিত্বেতূয়মাগা ২ ৩ হী। কণ্বে ২ ষুসু ২ ৩। সা
৫র র ৩ ৫
২ চা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। পী ২ ৩ ৪ বা॥ ১০॥

২ ৩ ৫ ৪ ৫ ২র র ১ ৭ ২
২। ঔ হা ঔ ২ ৩ ৪ বা। যথা। গৌরোঅ ৩ পাকৃতম্। ঔ ৩ ৪।
৩র ২ র ১ ৭ ২ ৩র ২
হাহোই। তৃষ্যন্নেতিয়া ৩ বাইরিণম্। ঔ ৩ ৪। হাহোই।
৩ ৫ ১র র ২ ৩ ২
আ ২ ৩ পী। ত্বেনঃ প্রপিত্বেতূয়ামা ১ গাহি। ঔ ৩ ৪।
৩র ২ ৪ — ১ ১ ৩ ৫র
হাহোই। কণ্বে ২ ষুসু ২ ৩। সা ৩ চা ২ ৩ ৪ ঔ
র ২ ১ ১ ১ ১ ১
হোবা। পিবা ৩ ঔ ২ ৩ ৪ ৫॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৌরঃ' (গৌরমৃগঃ) 'তৃষ্যন্' (পিপাসিতঃ সন্) 'অপা কৃতং' (উদকৈঃ সম্পূর্ণব্যাপ্তং, জলপরিপূর্ণং ইত্যর্থঃ) 'ইরিণং' (জলাশয়দেশং) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অবৈতি' (অভিগচ্ছতি, অভিমুখঃ সন্, শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ); তথা 'আপিত্বে' (অস্মাকং বন্ধুত্বে) 'প্রপিত্বে' (মিলনার্থং, ত্বয়ি অস্মান্ সম্মিলনার্থং ইতি ভাবঃ). হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং সমীপে ইতি যাবৎ) 'তূয়ং' (শীঘ্রং) 'আগহি' (আগচ্ছ, আবির্ভূতঃ ভব ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'কণ্বেষু' (অস্মৎসদৃশেষু অকিঞ্চনেষু জনেষু ইত্যর্থঃ)

'সচা' (সহ, অভিন্নত্বেন ইতি যাবৎ) 'সু' (সুষ্ঠু, প্রকৃষ্টরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'পিব' (পানং কুরু, অস্মাকং হৃদি সঞ্জাতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা গৃহাণ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অকিঞ্চনানাং অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা গৃহীত্বা অস্মান্ স্বস্মিন্ সম্মিলয়,—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১ম—২স্থ—১০সা)॥

• • •

অথবা,

'গৌরঃ' (চন্দ্রঃ) 'তৃষ্যন্' (তৃষ্ণার্ত্তঃ সন, সূর্য্যরশ্মিসম্মিলনাকাঙ্ক্ষী সন্ ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অপা কৃতং' (অপগতাবরকং, তেজোভিঃ পরিপূর্ণং ইত্যর্থঃ) 'ইরিণং' (ইরবন্তং, পূর্ণতেজঃসম্পন্নং সূর্য্যরশ্মিং প্রতি ইতি ভাবঃ) 'অবৈতি' (অভিগচ্ছতি); তথা 'আপিত্বে' (ত্বদীয়ে সখিত্বে) 'প্রপিত্বে' (ত্বয়ি সম্যাক্তচিত্তে সতি ইতি ভাবঃ) হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'তূয়ং' (শীঘ্রং) 'আগহি' (আগচ্ছসি, আবির্ভূতঃ ভবসি ইতি ভাবঃ); তথা 'কণ্বেষু' (অস্মৎসদৃশেষু অকিঞ্চনেষু ইত্যর্থঃ) 'সচা' (সহ, অভিন্নত্বেন ইতি ভাবঃ) 'সু' (সুষ্ঠু, প্রকৃষ্টরূপেণ সম্মিলিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'পিব' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা গৃহাণ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রস্য ভাবঃ—অস্মৎসদৃশানাং অকিঞ্চনানাং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা গৃহীত্বা অস্মান্ স্বস্মিন্ সম্মিলয়, অস্মাসু চ তিষ্ঠ। চন্দ্রঃ যথা কদাচিদপি সূর্য্যকিরণসম্বন্ধং পরিত্যজতি, হে দেব! তথা ত্বমপি অস্মাভিঃ সহ চিরসম্বন্ধযুক্তঃ ভব—ইতি প্রার্থনা॥ (৩অ—১ম—২স্থ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

গৌরমৃগ পিপাসিত হইয়া জলপরিপূর্ণ তড়াগের প্রতি যেরূপভাবে শীঘ্র প্রধাবিত হয়; সেইরূপ ভাবে আপনার সহিত বন্ধুত্বে মিলনের জন্য অর্থাৎ আপনাতে আমাদিগকে সম্যক্ত করিবার জন্য, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকটে শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের সহিত অভিন্নভাবে অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তি-সুধা পান করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; অকিঞ্চন আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিয়া লউন।)॥ (৩অ—১ম—২স্থ—১০সা)॥

• • •

অথবা,

চন্দ্র তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসম্মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, যে প্রকারে অপগতাবরক অর্থাৎ তেজসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ণতেজঃসম্পন্ন সূর্য্যরশ্মির

প্রতি গমন করে ; সেইরূপ, আপনার সপিত্বে অর্থাৎ আপনাতে সম্যক্তচিত্ত হইলে, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করেন অর্থাৎ আবির্ভূত হয়েন ; এবং আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলিত হইয়া আমাদিগের হৃদি-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করেন। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব ;—আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনের শুদ্ধসত্ত্বকে বা ভক্তিসুধাকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আপনাতে সম্মিলিত করুন, অথবা আমাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করুন। চন্দ্র যেমন কখনও সূর্য্যরশ্মি-সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করেন না, হে ভগবন্! আপনিও সেইরূপে আমাদিগের সহিত চির-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহুন।)॥ (৩অ—৭খ—২দ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। দেবাতিথিঃ কাণ্ব ঋষিঃ। 'গৌরঃ' গৌরমৃগঃ 'তৃষ্যন্' পিপাসিতঃ সন্ 'অপা' অভিরুদকৈঃ। ব্যত্যয়েনৈকবচনম্। উটিদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। 'কৃতং' সম্পূর্ণমুৎ কৃতম্ 'ইরিণং' নিস্তৃণং তটাক-দেশং 'যথা' যেন প্রকারেণ 'অবৈতি' অভিগচ্ছতি। অবশব্দোহভিশব্দস্যার্থে। অভিমুখং সন্ শীঘ্রং গচ্ছতি। তথা 'আপিত্বে' বন্ধুত্বে 'প্রপিত্বে' প্রাপ্তে সতি, হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'তূয়ং'। ক্ষিপ্রনামৈতৎ। শীঘ্রং 'আগহি' আগচ্ছ। আগত্য চ 'কণ্বেষু' কণ্ব-পুত্রেষস্মাসু 'সচা' সহ একপ্রযত্নেনৈব বিদ্যমানং সর্ব্বং সোমং 'সু' সুষ্ঠু 'পিব'। (৩অ—১খ—২দ—১০সা)॥

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

## দশম (২৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:×:০—

এই মন্ত্রটী একটু জটিল ভাবাপন্ন। মন্ত্রের প্রথম চরণই সেই জটিলতার মূল বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গৌরঃ' এবং 'ইরিণং' পদদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে যেন সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। 'গৌরঃ' পদের অর্থে, ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'গৌরমৃগঃ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করা হয় ; আর 'ইরিণং' পদের অর্থ হয়,—নিস্তৃণং তড়াগদেশং' অর্থাৎ তৃণশূন্য তড়াগদেশ। 'অপা কৃতং' পদদ্বয়ের অর্থ—'উদকৈঃ সম্পূর্ণমুৎ কৃতং' অর্থাৎ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাহাতে 'অপা কৃতং ইরিণং' বাক্যাংশের অর্থ হয়—'জলপরিপূর্ণ তৃণশূন্য তড়াগদেশ।' মন্ত্রে 'পিব' পদ আছে। তাহাতে সোমের সম্বন্ধ অধ্যাহৃত হইয়াছে। মন্ত্রে 'কণ্বেষু' পদ আছে। তাহার অর্থ করা হয়—কণ্ব-পুত্রগণ। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই,—

এইরূপে পদ-সমূহের অর্থ গ্রহণান্তর মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"গৌরমৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণশূন্য (স্থান) জানিতে পারে; সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান কর।"

মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়,—ইন্দ্র যেন একজন সোমরসপায়ী; তিনি যেন সোম-রসপানের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকেন; আর তিনি যেন যজমানগণের সহিত একসঙ্গে বসিয়া সোম-রস পান করেন। কিন্তু, এই কি বেদমন্ত্রের ভাব?—এই কি বেদ-মন্ত্রের লক্ষ্য? পরমার্থ-লোকের নিদান, পরমার্থপথপ্রদর্শক অপৌরুষেয় নিত্য-সনাতন বেদমন্ত্র কি মদ্যপানের উৎসাহ দিয়া মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিবেন? এ ভাব কদাচ মনে স্থান পাইতে পারে না। বেদমন্ত্রের এইরূপ কদর্থে এবং কু-ব্যাখ্যায়ই বেদের প্রতি মানুষের মনে ভিন্ন ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এ সকল ব্যাখ্যা অনুমোদন করি না। আমাদিগের মতে অপৌরুষেয় বেদমন্ত্র মানুষের গতি-মুক্তির পথই প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিসে মানুষ সৎপথে পরিচালিত হইয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠানে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়,—বেদমন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকটিত করিতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সংসারে দুঃখের অন্ত নাই। নানা বিভীষিকা মানুষকে সর্বদা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সংসারের সেই দারুণ দুঃখনাশ এবং লক্ষ্য স্থির করিয়া মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করাই বেদমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই অনুপ্রাণনা, সেই লক্ষ্য লইয়া, বেদমন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত এবং পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক নিগূঢ় অর্থ উদ্ঘাটন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

আমরা বিবিধ ভাবে মন্ত্রটীর অর্থ প্রকটনের প্রয়াস পাইয়াছি। আমাদিগের প্রকাশিত মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুইটীতে তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগের প্রকাশিত প্রথম অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'গৌরঃ' পদে যদি 'গৌরমৃগঃ' অর্থই গ্রহণ করা যায়, আর 'ইরিণং' পদে যদি 'তৃণশূন্য জলাশয়দেশ' অর্থই স্বীকার করি, তাহাতেও মন্ত্রে এক সঙ্গত ভাব আসিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবৈতি' ক্রিয়া পদের অর্থ ভাষ্যে 'অভিগচ্ছতি' অথবা 'অভিমুখঃ সন্ শীঘ্রং গচ্ছতি'—এইরূপ লিখিত আছে। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকার কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অর্থ—'জানিতে পারে'। ধাত্বর্থের অনুসরণেও ঐ ক্রিয়াপদের এ অর্থ আসিতে পারে না। আমরা ভাষ্যকারের অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে শ্লোকের স্থলে সটীক প্রতিবাক্য গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'কণ্বেষু' পদ সমতামূলক। ঐ পদের অর্থ করা হয়,—'কণ্বপুত্রেষস্মাসু।' কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে 'কণ্ব' শব্দের এক স্বতন্ত্র অর্থ প্রকটিত হয়। 'কণ্ব' শব্দে 'পাপ' বুঝায়, ক্ষুদ্র বুঝায়। তাহা হইতে 'কণ্বেষু' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি,—'অকিঞ্চনেষু।' বেদমন্ত্র অপৌরুষেয়; ইহার সহিত সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ থাকার বিষয় স্বীকার করা হয় না। সুতরাং 'কণ্বেষু' পদে আমরা

'অকিঞ্চনেষু' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ, 'গৌরমৃগঃ' পদের উপলক্ষে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার ভাব এই যে,—'আমাদিগের মধ্যে পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিসুধা লক্ষিত হউক; তাহা হইলেই আপনার সহিত আমাদের সখিত্ব বা বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন আর আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। সূর্য্যরশ্মির সহিত চন্দ্রের যেমন চিরসম্বন্ধ, আমাদের সহিত আপনি সেইরূপ চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহুন,—ইহাই আমাদিগের আকিঞ্চন।

এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যয়ে পরিগৃহীত মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে বুঝা যায়,—দেবতাকে বলা হইতেছে,—'তৃষ্ণার্ত্ত গৌরমৃগের ন্যায় আসিয়া আপনি সোমরস পান করুন। দেবতা যেন সোমরস-রূপ মদ্য পানের জন্য জিহ্বা লেহন করিতেছেন; অর্চ্চনাকারী যেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতেছেন,— 'তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছেন; আসুন, সোমরস প্রস্তুত; তৃষ্ণানিবারণকামী মৃগের ন্যায় আসিয়া, আমাদিগের সঙ্গে বসিয়া তাহা পান করুন।'

যাহা হউক, আমরা এতৎসম্বন্ধে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা এই,—'গৌরঃ' শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। অভিধানে 'গৌরঃ' পদের প্রতিবাক্য 'চন্দ্রঃ' পদই দেখিতে পাই—"রশ্ময়ো যস্য (চন্দ্রস্য) গৌরাঃ।" কিন্তু 'গৌরঃ' পদের 'মৃগঃ' অর্থ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। 'গৌরঃ' পদের 'চন্দ্রঃ' অর্থই প্রসিদ্ধ। 'ইরিণং' পদের অর্থ অভিধান-মতে, উষর-ভূমি। কেহ কেহ 'ইরিণং' পদের সহিত ইরাণ-দেশের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, 'ইরিণং' পদের অর্থ আমরা 'পূর্ণতেজস্ক সূর্য্যরশ্মি' ভাব গ্রহণ করি। 'ইরিণং' পদে শূন্য বুঝায়; আর গত্যর্থক 'ইন্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তেজের বা জ্যোতির অপেক্ষা ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট সামগ্রী এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তেজঃ বা জ্যোতিঃ শূন্যপথেই প্রধাবিত হয়। সূর্য্যের কিরণ অতি বেগশালী। সেই তেজেই সকলের তেজ। এই হইতে আমরা 'ইরিণং' পদের অর্থে আমরা পূর্ণতেজস্ক সূর্য্যরশ্মির ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—'তৃষিত চন্দ্রের ন্যায় আপনি সুধা পান করুন।'

পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে উপমায় দুই ভাব ব্যক্ত হয়। প্রথমতঃ, সূর্য্যের জ্যোতিতে চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্, সূর্য্যের সহিত চন্দ্র একসূত্রে নিত্য-সম্বন্ধ আছেন; জলপানে যেমন পিপাসার অভাব দূর হয়, সূর্য্যের জ্যোতিঃ-গ্রহণে সেইরূপ চন্দ্রের অন্ধকার (অভাব) দূর হয়। এই দৃষ্টিতে তৃষিতের ভাব এখানে পূর্ণ-প্রকটিত দেখি; জ্যোতিঃ-লাভ পক্ষে চন্দ্র চিরতৃষিত। সুতরাং সূর্য্যের সহিত চন্দ্র চিরসম্বন্ধযুক্ত (ভাবে-চিরপানরত)। তদনুসারে এখানে, এই সাম-মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'যেন আপনি আমাদিগকে আর পরিত্যাগ না করেন। আপনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন, যাহা হইতে পারিলে আপনার প্রিয় হওয়া যায়, তেমন অবস্থা যেন আমাদিগের সঞ্জাত হয়। আর, তাহার ফলে, আপনি আমাদিগের সঙ্গে চিরতৃষিতের ন্যায় চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিরাজ করুন; অথবা, পক্ষান্তরে, আমরা যেন আপনার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ থাকিতে পাই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ।

আর এক দিয়াও ঠিক এই ভাবেরই আর এক অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে। সুধাপানে সুধার আধার হইয়া আছেন বলিয়াই চন্দ্রের নাম—সুধাকর। সুধার আধার হইয়াও যেন তাঁহার পিপাসা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান রহিয়াছে; সংসারের সকল সুধা পানের জন্য—সকল সৌন্দর্য্য গ্রাসের জন্য, তিনি যেন সদা ব্যাকুল হইয়া আছেন। জলাধিপতি মহা-সমুদ্রের জলের কোনই অভাব নাই। তথাপি তিনি যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর সলিলরাশিকে উদরে পুরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। সে পক্ষে তাঁহার তৃষ্ণার অবধি আছে কি? এখানে উপমায় চন্দ্র-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইলে, এই মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সুধাকর সুধার আধার হইয়াও যেমন সুধাপানে সদা তৃষিত হইয়া আছেন, হে ভগবন্, আপনিও সেইরূপ, সকল জ্যোতির সকল সুধার সকল সত্তাবের আধার-স্থানীয় হইয়াও, আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর ভক্তিসুধার উৎসবের প্রতি চিরতৃষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।' ফলতঃ, ভগবান্ যেন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অনুগ্রহ পরায়ণ থাকেন, উপমায় এই কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রটি যে জটিল ভাবাপন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। নিরুক্ত-ভাষ্যে দুর্গাচার্য্য তাই এই মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এই মন্ত্রে আর এক অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে তাঁহার সেই ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ঐন্দ্রেত্যেষা। বৃহতী। দেবাতপে কাশ্যপার্ষম্। মহাব্রতে বৃহতীসহস্রে শস্যতে। হে ইন্দ্র! 'যথা' যেন প্রকারেণ 'গৌরঃ' গৌরমৃগঃ 'অপোরিণম্' অপগতার্ণম্ অপগতোদকং মরুদেশং গত্বা 'তৃষ্যন্' তৃষা বাধ্যমানঃ 'অপাকৃতং' আপানীয়ং পানং যোগ্যং যত্র নাস্তি স্বল্পোদকত্বাৎ, তত্র কৃতং উদকেন বা কৃতং জলাশয়স্থানম্ তড়াগমড্ড্ বা শীঘ্রম্ 'এতি' এবং ত্বমপ্যেতস্মিন্ 'আপিত্বে' আপানকালে 'প্রপিত্বে' প্রাপ্তে 'তূয়ং' শীঘ্রং 'আগহি' আগচ্ছ। আগত্য চ ন এবং সোমঃ 'কণ্বেষু' এষ্বস্মদৃত্বিক্ষু বর্ত্ততে ভবেশ্চিদ্রেন ঋত্বিগ্ভিঃ 'সচা' সাকং 'সু' সুষ্ঠু সহ স্থিত্বা 'পিব' (সংযোগেন তুষ্টম) ইতি। (নিরুক্ত-ভাষ্যে ৩।২৯)।

এরূপ ব্যাখ্যায়ও মন্ত্রের ভাব সুস্পষ্ট হইতে পারে। এ সংসারে অভক্ত নাস্তিকের সংখ্যাই অধিক। ভগবানে প্রীতিসম্পন্ন জন সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে যদি সামান্য একটু ভক্তিপরও হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে, ভগবান্ তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। মৃগ যেমন, মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া, পানীয় জলের অভাবে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া, পরিশেষে পঙ্কিল-সলিল-বিশিষ্ট অতিক্ষুদ্র তড়াগেই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে প্রলুব্ধ হয়; ভগবান্ সেইরূপ সংসারের চারিদিকে পাপের ও অভক্তের প্রাধান্য দেখিয়া, পরিশেষে সামান্য ভক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্রজনের হৃদয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে মন্ত্রার্থে এইরূপ একটা ভাবেরই দ্যোতনা দেখা যায়।

অভক্ত নাস্তিকের হৃদয় মরুসদৃশ। সে হৃদয়ে ভগবানের স্থান নাই। ভগবান্ সেখানে অবস্থিতি করিতে পারেন না। তাই যেন ভগবানকে বলা হইতেছে—আপনি

অভক্তের নিকট অনাবৃত হইয়াছেন ; ভক্তি-কামী আপনি ; তাহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাই আপনি তৃষিত। আমিও পাষণ্ড পাপাচারী বটে ; আমারও হৃদয় মরুস্থলীবৎ বিশুষ্ক সত্য ; কিন্তু কি জানি কেন কাহার অনুকম্পায়, পঙ্কিল জলাশয়-স্বরূপ একটু ভক্তি আমাতে সঞ্চিত হইয়াছে। তাই ডাকিতেছি। আসুন,—আমার হৃদয়ে আসুন। আমি আপনার জন্য হৃদয়-আসন বিস্তৃত রাখিয়াছি। আমাতে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ করুন ; ভক্তিরসে হৃদয় একটু আপ্লুত হউক। আসুন,—এই হৃদয়ে সমাসীন থাকিয়া আমার অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা পান করুন। তাহা হইলে, আপনারও তৃষ্ণা নিবারণ হইবে ; এ অভাজন আমিও তরিয়া যাইব। এখানে ভক্তের আকুল আবাহন। ভগবানকে যে একমাত্র ভক্তিডোরেই বাঁধিতে পারা যায়, ভগবান্ যে কেবলমাত্র ভক্তিরসেরই প্রয়াসী, এতদ্দ্বারা সেই তত্ত্বই প্রকটিত।

মন্ত্রে 'হরিণং' পদ আছে। ঐ পদের সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। 'হরিণং' পদের যে সূর্য্য অর্থ আসিতে পারে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি। নিঘণ্টু-নিরুক্তে ( ১।৪ ) আছে,—"স্বরাদিত্যো ভবতি সু অরণঃ, সু ঈরণঃ" ইত্যাদি। ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে,—"সু অরণঃ সুগমন" ইত্যর্থঃ। অথবা 'সু ঈরণঃ।' সুষ্ঠু তমাংসি ঈরয়তীত্যর্থঃ।" সুষ্ঠুরূপে অন্ধকার-সমূহ নাশ করেন যিনি, তিনি 'সু ঈরণঃ'। 'সু' পদের অর্থ 'সুষ্ঠুরূপেণ প্রকৃষ্টরূপেণ বা আর 'ঈরণঃ' পদের অর্থ 'তমাংসি ঈরয়তি।' প্রকৃষ্টরূপে অন্ধকার নাশ করিতে পারেন,—একমাত্র সূর্য্য। তাঁহার জ্যোতিতেই সংসার জ্যোতিষ্মান্ ; চন্দ্র-তারকা-নক্ষত্রাদি সকলেই সূর্য্যেরআলোকে আলোকিত। তাই 'হরিণং' পদের সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, 'হরিণং' পদ 'ঈরণঃ' পদের অপভ্রংশ অথবা ঐ অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ॥ ( ৩অ—১খ—২দ—১০সা ) ॥

— • —

---

## দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত )। ইহার গেয়-গান—দুইটী। গান-দুইটীর নাম-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"গৌরাঙ্গিরসস্য সাম্নী দ্বে ; গোত্তমস্য মনোজ্যো বা।"

২। গৌর শব্দের অর্থ গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—'গৌরমৃগঃ সিংহঃ ব্যাঘ্রো বা ইতি।

৩। 'আপিবে' পদের অর্থ বিবরণ মতে 'আপানকালে'।

৪। 'কণ্বেষু' পদের এইরূপ নির্ব্বাচন দৃষ্ট হয় ; যথা—"কণ্বেষু সপ্তম্যা বহুবচনমিদম্ তৃতীয়া বহুবচনস্থানে দ্রষ্টব্যম্। স্তুবের্ঘঞ্‌ণাদিভিরস্মদীয়ৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সচা সহ পিব সোমং ইতি। কণ্ব ইতি নিঘণ্টৌ মেধাবিনামসু সপ্তমং পদম্ ( ৩।১৫ ) ॥"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব (দ্বিতীয় পর্ব্ব) তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয় দশতি।

## তৃতীয়া দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শগ্ধ্যূ৺ ষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।

৩ ১ ২ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি॥ ১॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ২ ১ ২র ৩ ৩ ২ ২ ১ ২র

১। শগ্ধ্যূষু। শচাইপতাই। ঔ ২ ৩ ৪ স্ত্রা। বিশ্বাভী ৩ রূতিভাইঃ।

৩ ৩ ২ ২ ১ ২র ৩ ৩

ভা ২ ৩ ৪ গাম্। নহিত্বাযশা ৩ সাংবসু। বী ২ ৩ ৪ দাম্।

১ ১ র ৩ ৩২ ২ ১ ২র

অনু ২ ৩। শূ ২ রা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। চরা ২

১ ৩

ম্সী ২ ৩ ৪ ৫। ১॥

৪ র র র ৩ ১ র র
২। শগ্ধ্যূ৩হো হো ৫ ইশ্চচীপতাই। আইন্দ্রবিশ্বা ভরূতিভিঃ।
২ ২ ২ ২ ২ ২
ভগান্না ৩ হো। ঘাযশসাম্। বসু ৩ হাইবাইদ ২ ম্।
১ র ২ ১ ২
অনুশূরচরো৩বা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫
মা ৫ সো ৬ হাই॥ ২॥

• • •

৪ ২র ৪ ৫র ৩২৪ ৩৪র ৫ ২ ১ ২র ১ ৩
৩। শগ্ধ্যূম্শচী। পতাই। শগ্ধ্যূ। শচাইপতে। আ ২ ইহিমা
২ ১ ২র ১ ২ ১ ৩
২ ৩ ৪ হাঃ। আইন্দ্রবিশ্বা। ভিরুতিভিঃ। আ ২ ইহিমা ২
২ ১ ২ র ২ ২ ১ ৩
৩ ৪ হাঃ। ভাগন্নহিত্বা যশসম্ বসুবিদম্। আ ২ ইহিমা
২ ১ ৩ ১ ৩
২ ৩ ৪ হাঃ। অনুশূ ১ রা ২ ৩। আ ২ ৩ ইহিমা
২ ১ ১র ২
২ ৩ ৪ হাঃ। চরা। ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩
১
ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শচীপতে' (নিখিলকর্ম্মাধার) 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ সহ ইতি যাবৎ) 'উতে' (সর্ব্বথা) 'শগ্ধি' (দেহি—অভীষ্টফলং পরমার্থধনং দেহি ইতি যাবৎ); 'শূর' (সৎকর্মসক্তেঃ আধার হে ইন্দ্রদেব) 'ভগং ন' (ধনং ইব, রজতকাঞ্চনাদীনি ধনানি যথা লোকানাং প্রিয়তমানি কাম্যানি চ, অপিচ যথা লোকাঃ তানি রজতকাঞ্চনাদিধনানি লভন্তে, তদ্বৎ) 'যশসং' (অশেষমাহাত্ম্যযুক্তং, সর্ব্বেষাং যশসাং আধারং ইত্যর্থঃ) 'বসুবিদং' (নিখিলানাং ধনানাং প্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুচরামসি' (পরিচরেম, অনুসরণং করবাম)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকপ্রার্থনাত্মকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—দেব! অস্মান্ রক্ষ, অস্মাকং পরমং মঙ্গলং সাধয়, অস্মভ্যং পরমার্থধনং চ প্রযচ্ছ। (৩অ-১খ-৩ব-১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নিখিলকর্ম্মাধার হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত অভীষ্টফল পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। হে সর্ব্বশক্তির আধার ইন্দ্রদেব! ধনের ন্যায় অর্থাৎ রজতকাঞ্চনাদি ধনসমূহ যেমন লোকের অতি প্রিয়তম এবং কামনার সামগ্রী, অপিচ লোকে সেই রজতকাঞ্চনাদি যেমন ভজনা করে—সেইরূপ, অশেষমহিমান্বিত অর্থাৎ সর্ব্ববিধ যশের আধার এবং নিখিল ধনের প্রাপক আপনাকে যেন পরিচর্য্যা করি—অনুসরণ করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন, এবং আমাদিগকে পরমার্থ ধন প্রদান করুন। (৩অ—১খ—৩দ—১সা) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অত্র তৃতীয়ে পাদে দৈবী প্রথমা। অর্থ বদিঃ। হে 'শচীপতে' 'ইন্দ্র'! 'শগ্ধি' দেহ্যস্মভ্যং। 'বিশ্বাভিঃ' সর্ব্বাভিঃ সহ হে 'শূর'! 'ভগং ন' ভাগমিব 'যশসং' যশস্বিনং। 'বসুবিদং' ধনস্য লম্ভকং 'ত্বা' ত্বাম্ 'অনুচরামসি' পরিচরাম ইত্যর্থঃ। ১॥

• . •

## প্রথম (২৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———

মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্চ্চনাকারী ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন এবং পরমধন-রূপ অভীষ্টফল প্রদান করুন।' এই অংশের 'শগ্ধি' ক্রিয়াপদে মন্ত্রের এক উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'শক্' ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'শক্' ধাতুর অর্থ—সমর্থ হওয়া। তাহাতে 'শগ্ধি' ক্রিয়াপদের অর্থ হয়,—'সমর্থ হউন।' দেবতার নিকট প্রার্থনা—'আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন।'—এরূপ প্রার্থনার এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে করি। দেবতা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন—কখন? তখনই নহে কি—যখন আমরা তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের উপযোগী সৎকর্ম্মশীল হইতে পারি? আমরা যদি কুকর্ম্মী কদাচারী হই,—আমরা যদি অসৎপথে বিচরণ করি, ভগবান্ কেমন করিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে পারিবেন? সুতরাং 'আপনি আমাদিগের

প্রতি অনুগ্রহ করিতে শক্ত বা সমর্থ হউন'—এরূপ প্রার্থনার মর্ম্মই এই যে,—'আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন। কেন-না, আমরা সৎকর্ম্মশীল সৎপথাবলম্বী হইলেই আপনি আমাদিগকে সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন।' শক্ত বা সমর্থ হইতে বলায় তাৎপর্য এই যে,—'আমরা পাপী, কুকর্ম্মকারী, কদাচারী; আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করা আয়াস-সাপেক্ষ; তাই প্রার্থনা, আপনি তদ্বিষয়ে যেন সমর্থ হয়েন,—তৎপ্রতি যেন আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।' ভাব এই যে,—আপনার দয়াতেই সৎকর্ম্মশীল হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। সৎকর্ম্মশীল হইলেই আমরা আপনার রক্ষার অধিকারী হইব; অর্থাৎ, তখনই আমাদিগের সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আর, সেই অবস্থাতেই, আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমরা পরম ধন মোক্ষের অধিকারী হইতে পারিব।' মন্ত্রের প্রথমাংশে আমরা মনে করি,—এই ভাবই পরিব্যক্ত। 'শগ্ধ্যূষু' পদের অন্তর্গত 'উষু' অংশের কোনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার ঐ পদটিকে পাদপূরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ 'উষু' পদে 'সর্ব্বথা' অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অন্যান্য স্থলে 'উষু' পদের এইরূপ অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'ভগং ন' উপমা-বাক্য, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাব-মূলে একটু সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যে ঐ উপমার অর্থ হইয়াছে,—'ভাগ্যমিব'; ব্যাখ্যাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'ভাগ্যের ন্যায়'; আর হিন্দী অনুবাদে উহার ব্যাখ্যা হইয়াছে, 'হমারে ভাগ্যকী সমান'। কোনও অর্থেই উপমার ভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি উপলব্ধ হয় না। 'ভাগ্যের ন্যায় তোমার আরাধনা করি', 'আমার ভাগ্যের সমান তোমার আরাধনা করি',—এরূপ বলিলে কি কোনও ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধ হয়? তাহা মনে হয় না। তাই আমাদিগের অর্থ একটু অন্য পথে প্রধাবিত হইয়াছে। 'ভগঃ' পদ নিরুক্তে 'ধন'-নাম-সমূহের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। মানুষ মাত্রেই ধনলাভের কামনা করে। রজত-কাঞ্চনাদি ধন যেমন মানুষের প্রিয়তম ও কামনার সামগ্রী, 'ভগং ন' উপমায় আমরা সেই অর্থই পরিগ্রহণ করি। তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয় এই যে,—'ধনলুব্ধ মানুষ যেমন রজতকাঞ্চনাদি ধনলাভের কামনা করে, ধন যেমন তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাম্য; ভগবানও তেমনই পরমার্থকামী ভক্তের সেইরূপ কাম্য ও প্রিয়।' এইভাবে মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'ধনলুব্ধ মানুষের ধন যেমন প্রিয় ও কাম্য; হে ভগবন্! আপনিও সেইরূপ আমাদিগের প্রিয় ও কামনার সামগ্রী। তাহারা যেমন ধনকে ভজনা করে, আমরাও তেমনি আপনাকে ভজনা করি।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'রণনং' এবং 'বহুবিদং' বিশেষণ-পদদ্বয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ববিধ ধনের আধার; আপনি আমাদিগকে যশোযুক্ত করুন। হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের স্বরূপ; আপনি আমাদিগকে পরমধন মোক্ষধন প্রদান করুন।' ( ৩অ—১খ—৩দ—১সা )।

—:•:—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৱ ২২ ৩ ১ ২
**যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ সর্ব্বা৺ অসুরেভ্যঃ।**
৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ১ ২
**স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্দ্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ২ ॥**

গেয়-গানং।

৩র ২র ৩ ৫ ২ ১ ২ —
১। যা হোই। ঈ ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। ভুজা ৩ আভা ১ রা ২ ঃ।
১ ২ ২র ১ ২ — ১ ২
স্বা ২ ৩ হা। র্ব্বা৺অসু ৩ রাই৩। ১ ভ্যা ২ ঃ। স্তোতা ৩ হা।
১ ১ — ২ ২ ২ র ১
রমিন্মঘবন্নস্যাবর্দ্ধায়া ২। যাইচা ৩ হাই। ত্বেবৃক্তবর্হা।
১ ১
২ ৩ ইষা ৩ ৪ ৩ ৫। ও ২ ৩ ৪ ই। ডা ॥ ২ ॥

---

## প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায় ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়গান—তিনটী ইন্দ্রদেবতাক। গান-তিনটীর নাম—'হারায়ণানি হারায়ণানি বা ত্রীণি।'

২। এই সাম-মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করি।"

৩। 'শচী' পদ কর্ম্মনামের মধ্যে পঠিত হয়। তদনুসারে 'শচীপতে' পদের অর্থ জ্যোতিষ্টোমাদি সৎকর্ম্মের অধিপতিভূত হে দেব!

৪। 'ভগং ন' বাক্যের অর্থ কোনও কোনও মতে 'পালনসহিতং ধনং' পরিগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে 'ন' পদ পাদপূরণ। এতৎসম্বন্ধে যে হেতুবাদ লক্ষিত হয়, তাহা এই,—"ন শব্দ উপরিষ্টাদুপমার্থীয়ঃ। অত্রপদার্থস্য সম্প্রত্যার্থ প্রয়োগ ইতি পাদপূরণঃ। পালনসহিতধনমিত্যর্থঃ ইতি।" 'ভগং ন' পদের এ অর্থেও মন্ত্রের ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়। তাহাতে তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে,—'আপনার অনুগ্রহে আমরা পরম ধনের অধিকারী হইলে, সে ধন যাহাতে আমাদের চিরকাল অধিগত থাকে, সেইরূপ ভাবে আমাদিগকে পালন করুন।' কুকর্ম্মপরায়ণ অসৎপথাবলম্বী হইলে সে ধনের অধিকারী হইতে পারা যায় না। আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ সদাচাররত থাকিয়া, যেন আপনার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ থাকি,—আপনি আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে রক্ষা করুন, 'ভগং ন' বাক্যের এ অর্থে এবম্বিধ ভাবই উপলব্ধ হয়।

২। যা ইন্দ্রভুজআভা ৬ রা। সুবর্বাঁ৬ অ। সুরে ২ ভা ২ ৩ ৪ যা।
হা ঔহো ২ ৩ ৪ বা। স্তোতারমাইৎ। মাঘবম্না। স্থবা ২ র্দ্ধা ২
৩ ৪ যা। হা। ওহো ২ ৩ ৪ বা। যে চত্বা ২ ৩ ই
বৃ ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ক্তবর্হা ২ ৩ ইষা
৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ই। ডা ॥ ২ ॥

৩। যা ইন্দ্রভুজআভরঃ। উহুবাহাই। সুবর্ব্বাঁ৬ অসুরেভ্যঃ। উহুবা
২ ৩ হাই। স্তোতারমিন্মঘবন্। স্থাবর্দ্ধায়া ২। উহুবা ২ ৩
হাই। যে চত্বা ২ ৩ ইব। উহুবা ২ ৩ হা। ক্তবর্হা ৩
৩ ইষা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ইন্দ্রদেব) 'স্বর্ব্বান্' (সর্ব্বসুখমিলয়ঃ, সর্ব্বভূতাত্মা ইত্যর্থঃ) এবং 'অসুরেভ্যঃ' (শত্রুভ্যঃ, যথা—তান্ হত্বা ইতি ভাবঃ) 'যা' (যানি) 'ভুজো' (ভোক্তব্যানি ধনানি) 'আভর' (আহর, আসুরভাবং নাশয়িত্বা হৃদি শুদ্ধসত্ত্বরূপং ধনং উৎপাদয় ইত্যর্থঃ); 'মঘবন্' (হে সর্ব্বধনাধার) 'অস্ত' (এতত্র—দানেন ইতি যাবৎ, তেন ধনেন ইত্যর্থঃ) 'স্তোতারমিৎ' (অর্চ্চনাকারিণঃ অস্মান্) 'বর্দ্ধয়' (বৃদ্ধিং প্রাপয়); অপিচ 'যে চ' (যে চ অর্চ্চনাকারিণঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, ত্বৎপ্রীণনায় ইত্যর্থঃ) 'বৃক্তবর্হিষঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) তান্ অপি তেন ধনেন বর্দ্ধয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং আসুরভাবান্ নাশয়িত্বা অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্ কুরু, তেন যৎ বয়ং ত্বয়ি সম্যক্‌চিত্তান্ ভবামঃ তথা বিধেহি। (৩অ—১৭—৩দ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! সর্ব্বসুখনিলয় অর্থাৎ সর্ব্বসুখাত্মক আপনি অসুরগণকে নিহত করিয়া যে ধনসমূহ আহরণ করেন অর্থাৎ অন্তরের অসুর-ভাব নাশ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ যে ধন উৎপাদন করেন; হে সর্ব্ব-ধনাধার! সেই ধনের দ্বারা অর্চ্চনাকারী আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; অপিচ, যাঁহারা আপনার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদিগকেও সেই ধনের দ্বারা বর্দ্ধিত করুন। ( মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের আসুরভাব নাশ করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করুন; আর তদ্দ্বারা যাহাতে আমরা আপনাতে সম্যস্তচিত্ত হইতে পারি, তাহার বিধান করুন। ) ॥ (৩অ—১খ—৩দ—২সা) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। রেভঃ কাশ্যপ ঋষিরিন্দ্রং প্রার্থয়তে। হে 'ইন্দ্র'! 'সর্ব্বাম্' সুধবান্ স্বর্গবাসা। অথবা স্বঃশব্দঃ সর্ব্বপর্য্যায়ঃ সর্ব্বভূত-জাতম্ আত্মন এবোৎপন্নত্বাৎ তথান্। এবং গুণস্ত্বং 'যাঃ' যানি 'ভুজো' ভোক্তব্যানি ধনানি 'অসুরেভ্যো' বলবদ্ভ্যো রাক্ষসেভ্যঃ 'আভরঃ' আহরঃ তান্ ত্বয়া আহৃতবানসি। হৃগ্রহোরিতি ভকারাদেশঃ। অতএব হে 'মঘবন্'! ধনবন্নিন্দ্র! 'অস্ম'। অস্মাকেশে অধ্যাদেশঃ। এতস্য আহৃতস্য ধনস্য দানেন 'স্তোতারমিৎ' তব স্তোত্রকারিণমেব 'বর্দ্ধয়' বৃদ্ধিমন্তং কুরু। 'যে চ' অস্মে অস্মদীয়াঃ 'যে' যজমানাঃ 'বৃক্তবর্হিষঃ' স্তীর্ণবর্হিষো ভবন্তি তাংশ্চ ধনেন বর্দ্ধয়। (৩অ—১খ—৩দ—২সা)।

• . •

## দ্বিতীয় ( ২৫৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ছোট বড় নির্ব্বিশেষে, পাপী নিষ্পাপ নির্ব্বিশেষে, সকলের প্রতিই যেন ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষিত হয়,—মন্ত্রে সেই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—অন্তরের আসুর ভাব বিদূরিত হউক, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হউক, আর তদ্দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞান সকলেই পরম পদ লাভ করুক।

কেহ কেহ এই মন্ত্রের সহিত আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের সম্বন্ধ টানিয়া আনেন। 'অসুরেভ্যঃ' পদের অর্থে তাঁহারা 'বলবান অনার্য্যগণ' বুঝিয়া থাকেন। "অনার্য্যগণের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া তোমার উপাসক আর্য্যগণকে দেও"—মন্ত্রে তাঁহারা এই ভাবই উপলব্ধি করেন। এতদনুসারী অর্থ;—"হে ইন্দ্র! তুমি সুধবান্। তুমি অসুরগণের নিকট হইতে যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করিয়াছ, হে ধনবান্!

তাহার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্দ্ধিত কর, উহারা বর্হি আস্তীর্ণ করিয়াছে।" ভাষ্যের ভাবও এইরূপই বটে।

আমরা কিন্তু এই অর্থ এই ভাব গ্রহণ করি না। মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বঙ্গানুবাদে এবং এই মর্ম্মার্থের প্রথমেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অসুরেভ্যঃ' পদে, আমরা মনে করি, 'অন্তরের অসুরভাবের' প্রতি লক্ষ্য আছে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত যিনি, তিনিই দেবতা; আবার যাহাতে শুদ্ধসত্ত্ব নাই, তাহাই 'অসুর' পদবাচ্য। অসুর যেমন দেববিরোধী; আসুর ভাবও তেমন দেবভাবের বিরোধী। অসুর যেমন সদসৎ বিচার-বিমূঢ়; আসুর ভাবও তেমনি সদসৎ বিচারে অসমর্থ। অসুর-বিনাশে যেমন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়; হৃদয়ের আসুর ভাব বিনাশেও তেমনিই দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতা-জনিত কামক্রোধাদি-রিপুগণ মানুষকে নিয়ত বিপথে পরিচালিত করে। তাহাদের প্রভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত নানা কুকর্ম্মে রত হয়। অজ্ঞানতা প্রভৃতি হৃদয়ের আসুর ভাব বিনাশ করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্ফুরণে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার প্রার্থনাই মন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'অসুরেভ্যঃ বা ভুজ আভর' মন্ত্রাংশে এই ভাবই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। হৃদয়ে অসুর ভাব থাকিলে—অজ্ঞানতাদির অসৎ-সংস্রব বর্ত্তমান থাকিলে, সে হৃদয়ে সৎস্বরূপ ভগবানের স্থান হয় কি? তাই এখানে অসুর-নাশে হৃদয়ে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার কামনা।

মন্ত্রে 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদ আছে। ঐ পদের ভাষ্যের অর্থ—'স্তীর্ণবর্হিষঃ'। তাহা হইতে 'যে চ বৃক্তবর্হিষঃ' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—'উহারা বর্হি আস্তীর্ণ করিয়া আছেন।' আমাদিগের অর্থ কিন্তু অন্যরূপ। 'বৃক্তানি ছিন্নানি কুশানি যেষাং তে বৃক্তবর্হিষঃ'—এই প্রতিবাক্য হইতে আমাদিগের অর্থ যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি। 'বর্হিঃ' অর্থাৎ কুশ-পদে এখানে আমরা কামনা-বাসনাদি রিপু-সম্বন্ধ পরিকল্পনা করি। কুশাঙ্কুর যেমন বিদ্ধকারী, কামনা বাসনাদিও সেইরূপ হৃদয়ের যন্ত্রণাদায়ক। যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন, যাঁহাদের হৃদয় হইতে কামনা-বাসনাদি রিপুসমূহ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, যাঁহারা পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকেই 'বৃক্তবর্হিষঃ' বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলেই ভগবানের জন্য হৃদয়-রূপ দর্ভাসন আস্তৃত করা যায়। মন্ত্রের 'স্তোতারং' এবং 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদদ্বয়, জ্ঞানী অজ্ঞান ছোট বড় পাপী নিষ্পাপ সকলকেই ভগবানের করুণাধারা লাভের কামনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। (৩অ—১খ—৩স—২সা)।

---

## দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, বট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান তিনটী; তিনটীরই নাম "আভ্রাণ জৌব" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

তৃতীয়ং সাম।

২　৩ ১ ২ ৩　২ ৩　১　২ ক ২র

প্র মিত্রায় প্রার্য্যম্ণো সচথ্যমৃতাবসো।

৩　২　১ ২　৩ ২ ৩　১ ২　৩ ১র

বরূথ্যে৩ বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং-

২র

রাজসু গায়ত ॥ ৩ ॥

গেয়-গানং।

৫　২　র　— ১　— ২　২　— ১

১। প্রমিত্রায়প্রাহাউ। আ ২ র্য্যম্ণাই। সচা ২ হো। থিয়ো ২। হুবাই।

২র ১র　— ১　২　—　২　র

আর্ত্তাবসাউ। বরা ২ হো। থিয়ো ২। হুবাই। বরুণেচ্ছা।

২র ১　র　—　১　২র —

দীয়ংবচাঃ। স্তো'ত্রা ২ ৬ হোই। রাজো ২। হুবা।

১ ২র ১র ২　২　৫

মুগায়তা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ প॥ ৩॥

---

২। 'স্বর্ব্বান্' পদ নিঘণ্টু-নিরুক্তে (১।৪) 'দিনঃ' ও 'আদিত্য' পদের সাধারণ নামসমূহের মধ্যে পঠিত হয়। 'স্বঃ' শব্দে সুখবাচক বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। এতৎসম্বন্ধে সোপাটিপীর গ্রন্থের টীকায় এইরূপ লিখিত আছে,—"স্বঃশব্দো নিঘণ্টৌ প্রথম-চতুর্থে দিন-আদিত্যয়োশ্চ সাধারণ-নামসু প্রথমং পঠিতম্। স্বঃ সুখমিতি তু প্রসিদ্ধম্। 'স্বর্দৃশে' ইত্যত্র নৈরুক্তে তথৈব ব্যাখ্যানাৎ।"

এ বিষয়ে বিবরণকারের উক্তি,—'স্বঃ-শব্দো ধননচনঃ' তদ্ যস্যাস্তি সঃ স্বর্ব্বান্। প্রথমৈক বচনমিদং পঞ্চমী বহুবচনস্থানে দ্রষ্টব্যম্—স্বর্ব্বদ্ভ্যঃ ধনবদ্ভ্যঃ। কেভ্যঃ পুনঃ স্বর্ব্বদ্ভ্যঃ? উচ্যতে—অসুরেভ্যঃ সকাশাদিত্যর্থঃ।"

কিন্তু 'স্বর্ব্বান্' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'সর্ব্বং ভূতজাতম্ আত্মন এবোৎপন্নত্বাৎ তদ্বান্।' সকল ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যাঁহাতে অবস্থিত—এই ভাব হইতেই আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—"সর্ব্বভূতাত্মা।" আবার 'স্বঃ' পদের 'সুখ' অর্থ গ্রহণে উহার অর্থ করিয়াছি,—'সর্ব্বসুখনিলয়ঃ।'

৩। 'বে' পদে সপ্তমী বিভক্তি। কিন্তু উহাতে চতুর্থীর অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে হেতু—'বে ইতি "সপ্ত ঙ্যাদেশ আবলক্ষণম্ (২৩৩১) ইতি সপ্তমী।"

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ,—"হে ইন্দ্র! স্বর্গমে তুমনে জিন্ লোগোকো হটায়া : সকান্ আক্রেমিসে উনকো মারকর দিয়া হৈ, ইসকারণ হে সকাল ইন্দ্র! জব মাধে হুত্র সবকে মারনে অগস্তী আঁত করনেবালে হো তো তী পুঁহিমালা করো উন লো ধনমকভ্রস্থেবালে তুম্হারে অর্থ সুখাদন বিহাতে হৈঁ উনকো তী সবসে বড়াও।"

বঙ্গানুবাদ।

হে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্ররূপে প্রকটিত সুহৃৎস্বরূপ দেবতার উদ্দেশে পরমপ্রীতিপ্রদ অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল অবশ্য উচ্চারিতব্য নিত্যসত্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ কর। মোক্ষমার্গে গতিকারক দেবতার উদ্দেশে এবং সৎকর্ম্মে সদা বিদ্যমান অর্থাৎ সৎকর্ম্মের আধারভূত অভীষ্টবর্ধক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিসমূহ উচ্চারণ কর। হৃদয়ে দীপ্যমান সুপ্রকাশ মিত্রাদি দেবগণের উদ্দেশে, অভীষ্ট স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবতাব আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত করুক এবং পরমার্থ প্রদান করুক।)॥ (৬অ—১খ—৩দ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া অমহীয়ব ঋষিঃ। হে 'ঋতাবসে' যজ্ঞ-ধন! 'মিত্রায়' 'সত্যাং' দেবার্হং 'ছন্দং' যজ্ঞগৃহভবং অভিপ্রায়াহ্লাদং বা 'বচঃ' স্তোত্রং 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ পঠত। "অর্য্যমৃণে" চ প্রগায়ত। 'বরুণো' যজ্ঞগৃহাবস্থিতে বরুণে চ প্রগায়ত। প্রগায়তেতি বহুবচনং পূজার্থম্। এতদেব দর্শয়তি 'রাজসু' রাজমানেষু মিত্রাদিষু স্তোত্রং গায়ত পঠত। মিত্রাদীন্ ত্রীন্ রাজ্ঞং স্তোতুং সমুদায়ার্থ। (৩অ—১খ—৩দ—৩সা)।

• • •

## তৃতীয় (২৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:×:•—

মন্ত্রটীতে এক সরল প্রার্থনার অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রার্থনাকারী আপনার চিত্তবৃত্তি-সমূহকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কহিতেছেন,—'তোমরা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেবতাকে, মোক্ষপথ প্রদর্শক অর্য্যমা দেবতাকে এবং সৎকর্ম্মের আধারভূত বরুণ দেবতাকে প্রসন্ন কর। তাঁহারা তোমাদিগের মধ্যেই বিরাজমান আছেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইলেই তোমাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তোমরা পরমার্থ-লাভে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রে প্রধানতঃ এই ভাবই পরিব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মূলাধার জ্ঞান। জ্ঞানেই মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি ভগবানের বিভূতি-সমূহের স্বরূপ উপলব্ধ হয়। জ্ঞানেই ভগবানের সহিত সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। জ্ঞানেই ভগবানের করুণাধারা সার্থক হয়। আবার জ্ঞানেই গতিমুক্তির পথ পরিষ্কার করে। বরুণ—বৃষ্টির দেবতা; বর্ষণ তাঁহার কার্য্য; বারি-বর্ষণে শান্তিশীতলতা-দানে তিনি কাহারও প্রতি কদাচ কার্পণ্য করেন না। যাঁহার আত্মোৎকর্ষ-লাভ হইয়াছে, যাঁহার হৃদয় জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; ভগবান্ বরুণ-রূপে তাঁহার প্রতি করুণা-ধারা

বর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি যেমন ভগবানের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হইতে থাকেন; তেমনই তাঁহার স্নেহধারাও সকলের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হইতে থাকে। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন যিনি, তিনি তো সমদৃষ্টিসম্পন্ন! তাঁহার দৃষ্টিতে পাপী বা পুণ্যবান্, সৎ বা অসৎ—সকলেই সমান। তিনিই ভগবানের বরুণ-ভাবের দ্বারা উদ্ভাসিত হন। মিত্র ও অর্য্যমা সম্বন্ধে, যথাক্রমে ভগবানের সুহৃদোচিত কার্য্যের ও করুণার বিষয় মনে আসে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শত্রু কেহ নাই। ভগবান্ তাঁহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করেন; তিনিও মিত্রভাবেই সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। 'অর্য্যমার স্তুতি কর' বলিতে 'তোমার গতি-মুক্তির পথ পরিষ্কার কর'—এই ভাব উপলব্ধ হয়। ভগবানের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, তাঁহার করুণাও কোথাও প্রতিহত হয় না। মিত্র বরুণ অর্য্যমা—এই তিন দেবতার প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হওয়ায়, আত্মজ্ঞানের দ্বারা ঐ সকল ভাবের বিকাশ হওয়ার বিষয়ই বুঝিতে পারা যায়।

তার পর মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ—এই তিন দেবতার অর্চনার বিষয় প্রখ্যাত হইয়াও একটু নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে করি। দেবতা যখন মিত্ররূপে প্রকাশ পান, দেবতাকে যখন গতিমুক্তির প্রাপক বলিয়া বুঝিতে পারি, দেবতা যখন অভীষ্টবর্ষণশীল হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হন; তখন তাঁহাদিগের প্রাপ্তির উপায় তাঁহাদিগের নিকটই অবগত হওয়া যায়,—তাঁহারাই তখন হৃদয়ে উদয় হইয়া সকল পথ দেখাইয়া দেন।

মানুষ!—তুমি মিত্ররূপে দেবগণকে অবগত হও! তদ্ভাবে তাঁহাদিগের অর্চনা কর। বিশ্বাস কর—দেবতা বা দেবভাবই মিত্র। মানুষ!—তুমি তোমার গতিকারক বলিয়া অর্য্যমা দেবতাকে অবগত হও; দেবতার বা দেবভাবের দ্বারাই তোমার গতি হইবে। মানুষ! তুমি দেবতাকে অভীষ্টবর্ষক বরুণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর; সেই দেবতা বা দেবভাবই তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন। আত্মোৎকর্ষ দ্বারা সকল দেবভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই তোমার গতি মুক্তির উপায় হইবে,—পরমার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারিবে। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম—ইহাই উপদেশ—ইহাই শিক্ষা।

মন্ত্রের প্রচলিত ভাষ্যানুসারী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে যজমান! মিত্রের উদ্দেশে দেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর, অর্য্যমার উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর।" আমাদিগের ব্যাখ্যাদি কতকটা ভাষ্যানুসারী হইলেও ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে ও ভাষ্যে মিত্রবরুণাদি যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ রাজা, 'রাজসু' পদের ব্যাখ্যায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে তাঁহাদিগকে দেবতার আসন প্রদত্ত হয় নাই। সে দৃষ্টিতে রাজার অর্থাৎ মনুষ্যের সম্বন্ধ পরিকল্পিত। কিন্তু হিন্দু যে দৃষ্টিতে বেদকে নিরীক্ষণ করেন, সে দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের সহিত কোনও মনুষ্য-সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। নিত্য সনাতন অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের সহিত নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাই 'রাজসু' পদে মিত্রাদি রাজগণকে বুঝায় না। ঐ পদে দীপ্তিমন্ত স্বঃপ্রকাশশীল দেবতাসমূহের প্রতিই লক্ষ্য আসে! ইহাই আমাদিগের

সিদ্ধান্ত। 'রাজন্' পদে, অভীষ্টপূরক ইষ্টসাধক দেবতার সত্তা যে স্বতঃপ্রকাশমান, তাহাই বুঝা যায়। এই ভাব হইতেই 'রাজন্' পদের অর্থ করিয়াছি,—'রাজমানেষু, হৃদি দীপ্যমানেষু। স্বপ্রকাশেষু।'

মন্ত্রের সম্বোধ্য, আমরা মনে করি,—'চিত্তবৃত্তিসমূহ'। 'ঋতাবনো' সম্বোধন পদের তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। 'ঋতে' যজ্ঞে যাহা বাস করে বা নিবিষ্ট হয়, তাহাই 'ঋতাবন্'। চিত্তবৃত্তিই সকল সৎকর্ম্মের হেতুভূত। প্রবৃত্তি না থাকিলে, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। এই ভাবেই 'ঋতাবনো' পদে 'ঋতে' অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মে 'নিবসতঃ' অর্থাৎ নিবিষ্ট চিত্তবৃত্তিসমূহকে বুঝাইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। ঐ 'ঋতাবনো' পদে একবচন; কিন্তু ক্রিয়াপদ 'প্রগায়ত' বহুবচন। তাই ভাষ্যকার 'বহুবচনং পূজার্থম্' বলিয়াছেন। আমরা উহার সহিত অন্বয়ে 'যূয়ং' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। (৩অ—১খ—৩দ—৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

০ ১ ২ ০ ১ ২ ০ ২ ০ ১ ২ ০ ১ ২

অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।

০ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২

সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্ব্যম্ ॥ ৪ ॥

---

তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান তিনটী; গানত্রয়ের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"সক্রুণসামানি ত্রীণি'।

২। ঋগ্বেদে 'বক্রুণো' পদের পরিবর্ত্তে 'সক্রুধাং'—পদ দৃষ্ট হয়। এতৎ সম্বন্ধে বিবরণকার বলেন,—'সক্রুধাং' ইতি ঋক্পাঠঃ।

৩। ঋগ্বেদেও 'ঋতাবনো' পদ আছে। ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া; যথা,—'ঋতো যজ্ঞঃ তত্র বসন্তো যত্র স ঋতবন্ঃ। ঋতশব্দস্য ছান্দসং দীর্ঘত্বম্, তস্য সম্বোধনম্ ঋতাবনো ইতি।

৪। 'ছন্দঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নিম্নরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—"ছর্দ্দিছি গৃহনামসু উনবিংশতিতমম্ পদম্ (নি০ ৩৪)। ছন্দ্যাং ছন্দঃ শব্দেন ব্যক্তিরুচ্যতে। তস্যা বক্তো ভবিতার্থঃ। কিং পুনস্তৎ? সচঃ সচনম্ স্তোত্রলক্ষণং ইতি। অত্র মাবং—'ছন্দস্তেবর্ষ্টোঽন্ত কর্ম্মণ্য পাঠঃ (৩।১৪)। স্তোতৃনামসু ছন্দ ইতি চ। (৩।১৬)।'

৫। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে যজমান! 'মত্ত দেবতাকে অর্ঘ দেনাবোগ্য যজ্ঞশালামে স্তোমেখাসে 'স্তোত্রকো অর্থাৎ দেবতাকে অর্ঘ যজ্ঞশালামে স্থিতবরুণকে অর্ঘ ইন্দ্রকে বিরাজমান দেবেশের গাও।"

গেয়-গানং।

৫ ৩ ৪র র ৩ ৪র ৫ র ২ ৪র ৫ ৪ র ৫ ২ র র
১। অভিত্বাপূৰ্ব্বপীতয়ে। অভি ত্বা ৩ পূৰ্ব্বপীতয়াই ইন্দ্রস্তোমেভী ৩

১ ২ — ১ ২ ১র S ২ র র র
রায়বা ২ ঃ। ভিরায়া ১ বা ২ ৩ঃ। ওমো ৩ বা। সমীচীনাস-

১ ২ — ১ ২ ১র S
ঋভবঃ সা ৩ মা স্বরা ২ ন্। সমাস্বা ১ রা ২ ৩ ন্। ওমো-

২ র ১ ২ — ১ ২
৩ বা। রুদ্রাগৃণন্তা ৩ পূর্ব্বিয়া ২ ম্। ত্পূর্ব্বা ১ য়া-

১র ০
২ ৩ ম্। ওম্। ও ২। বা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'আয়বঃ' (শ্রেয়ঃকামিনঃ দেবত্বাভিলাষিণঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বপীতয়ে' (প্রথমপানার্থং, চিরং ভক্তিসুধাগ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'স্তোমেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিষ্টুবন্তি, অনুসরন্তি ইত্যর্থঃ); তথা 'সমীচীনাসঃ' (সম্যগ্‌জ্ঞানসম্পন্নাঃ আত্মতত্ত্বদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) 'ঋভবঃ' (মেধাবিনঃ, সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ নরদেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'সমস্বরন' (সম্যগ্‌রূপেণ স্তবন্, অনুসরণং কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ); 'রুদ্রাঃ' (রৌদ্রভাবাপন্নাঃ, দেবাঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্ব্যং' (পুরাতনং, চিরনূতনং, আত্মস্বরূপিতং ত্বাং) 'গৃণন্তে' (স্তবন্তি)। অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়মপি ভগবৎপরায়ণো ভব ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবদারাধনা সর্ব্বেষাং সুখদায়িকা। জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানতাং দূরীকরণায়, ধর্ম্মমার্গানুসারিণঃ সৎপথপ্রদর্শনায়, মদরহিতানাং জনানাং করুণাং বিতরণায়, তথা কর্ম্মসামর্থ্যহীনস্য জনস্য পরিচালনায়, ভগবান্ সদৈব নিরতঃ অস্তি। অতঃ হে জীব! শ্রেয়লাভায় সদৈব ভগবদারাধনাপরঃ ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ॥ (৩অ—১খ—৩দ—৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেব! শ্রেয়ঃকামী অর্থাৎ দেবত্বাভিলাষী সাধুগণ চিরকাল ভক্তিসুধা গ্রহণের নিমিত্ত স্তোত্রের দ্বারা আপনাকে অনুসরণ করিতেছেন; সম্যক্ জ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বদর্শী মেধাবিগণ

অর্থাৎ সংসার-সাগরোত্তীর্ণ নরদেবগণ সম্যক্-রূপে আপনার স্তুতি করিয়াছেন—অনুসরণ করিয়াছেন; রৌদ্রভাবাপন্ন দেবগণ অর্থাৎ বিবেক-রূপী দেবগণ ( বিবেকানুসারী জনগণ ) আদিঅন্তরহিত চিরনূতন আপনাকে স্তব করিতেছেন। অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরাও ভগবৎপরায়ণ হও। ইহাই মর্ম্মার্থ। ( ভাব এই যে,—ভগবদারাধনা সকলেরই সুখদায়ক। অজ্ঞানতা-দূরীকরণে জ্ঞানীকে, সৎপথ-প্রদর্শনে ধর্ম্মমার্গানুসারিগণকে, করুণা-বিতরণে নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্ম্ম-সামর্থ্যহীন জনের পরিচালনায়, ভগবান্ সর্ব্বদা নিরত আছেন। অতএব হে জীব! শ্রেয়ঃ-লাভের জন্য সদাই ভগবদারাধনা পরায়ণ হও। মন্ত্রটি এইরূপ আত্মোদ্বোধনা-মূলক।)॥ ( ৫অ—১খ—৫দ—৪সা )॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। মেধাতিথিঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'আয়বো' মনুষ্যাঃ ত্বে ত্বয়ি 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ 'ধামাভিঃ' স্তুবন্তি। কিমর্থং? 'পূর্ব্বপীতয়ে'। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রথমত এব সোমস্য পানায় সবন-মুখে হি চমসগণৈ ইন্দ্রস্যৈব সোমো হূয়তে। তথা 'সমীচীনাসঃ' সঙ্গতাঃ 'ঋভবঃ' প্রথমবাচকেন শব্দেন ত্রয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইত্যেতে চ 'সমস্বরন্' বাসেব সম্যক্ স্তবন্ ( স্বৃ শব্দো পতাপয়ো ) 'রুদ্রাঃ' রুদ্র-পুত্রা মরুতশ্চ 'পূর্ব্ব্যং' পুরাতনং বৃদ্ধং ত্বামেব 'গৃণন্তে' অস্তাবুঃন্ ( রুদ্র-বধ-সময়ে প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবং রূপয়া বাচা ত্বাং স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪॥

## চতুর্থ ( ২৫৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——• x •——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-মূলক সরলভাবপূর্ণ। কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঋভবঃ' 'রুদ্রাঃ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' এবং 'পূর্ব্ব্যং' প্রভৃতি পদের ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। 'ঋভবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—ঋভুগণ, 'রুদ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে,—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপানের জন্য' এবং 'পূর্ব্ব্যং' পদের অর্থ হইয়াছে—'বৃদ্ধ' বা 'পুরাতন'। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! প্রথম সোমার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্র দ্বারা তোমায় স্তব করিতেছে, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করিয়াছে।"

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত 'ঋভবঃ', 'রুদ্রাঃ', 'পূর্ব্বপীতয়ে' এবং 'পূর্ব্ব্যং' প্রভৃতি পদে আমরা যে অর্থ উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। নিরুক্ত-গ্রন্থে 'ঋভু' শব্দের নানা পর্য্যায় এবং নানা অর্থ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'ঋভব উরু ভাস্তীতি, ঋতেন ভাস্তীতি বা, ঋতেন

ভবতীতি বা।" কোনও কোনও স্থলে 'ঋভবঃ' পদে মরুদ্গণ অর্থও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যে 'ঋভবঃ' পদের অর্থে আছে,—'ঋভবঃ প্রথমবাচকেন শব্দেন রেয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে ঋভুর্বিভ্বাবাজ ইত্যেতে।" আমরা ঐ 'ঋভবঃ' পদে 'মেধাবিনঃ, সংসার-সাগরোত্তীর্ণা নরদেবাঃ" অর্থ গ্রহণ করি। এই জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়াও, কর্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই 'ঋভবঃ' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে, আমরা মনে করি, 'ঋভবঃ' পদে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই ভাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রার্থ অনুসন্ধান করিলে, কোনও গণ্ডগোলই আসিতে পারে না। *

'রুদ্রাঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—'রুদ্রপুত্রাঃ মরুতশ্চ।' এরূপ অর্থে এক উপাখ্যানের অবতারণা হয়। সে উপাখ্যান,—বৃত্রাসুর-বধের সময় অন্যান্য সকল দেবতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তখন, একমাত্র মরুদ্দেবগণই ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তদবধি মরুদ্গণ ইন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন; এবং সোমপানে ইন্দ্রের সহকারিত্ব লাভ করেন; অর্থাৎ, সেখানেই ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব হয়, সেইখানেই মরুদ্গণ সোমের অংশভাগী হয়েন। 'রুদ্রাঃ' পদে আরও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে একাদশ রুদ্রের অথবা বিভিন্নসংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক স্থলের বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নানারূপ জটিলতা আনয়ন করে। আমরা 'রুদ্রাঃ' পদে বুঝি,—যাঁহারা কঠোর তপঃ-রূপ রৌদ্রভাবের দ্বারা আপনাদের অন্তরস্থ শত্রুগণের বিনাশ-সাধন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা নির্মল-হৃদয় ভগবৎপরায়ণ, তাঁহাদিগকেই 'রুদ্রাঃ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই মানুষই যে, কর্ম প্রভাবে দেবতা হইতে পারে, ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইতে পারে, 'রুদ্রাঃ' পদে, সেই এক ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। 'ঋভবঃ' এবং 'রুদ্রাঃ' সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের স্তোত্রমন্ত্র ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতেই 'রুদ্রাঃ' পদে বিবেকরূপী দেবত্ব অর্থাৎ বিবেকানুসারী নরদেবগণ অর্থ আসিয়া থাকে। দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা হইতেছে,—'মানুষ, তোমরাও তো দেবতা হইতে পার! একবার

---

* ঋভুগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে বিংশ সূক্তের আলোচনায় পরিদৃষ্ট হইবে। এই ঋভুদেবগণ সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটী পৌরাণিক উপাখ্যান,—'আঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিনটী পুত্র ছিল। সেই তিন পুত্রের নাম,—ঋভু, বিভ্ব, বাজ। জ্যেষ্ঠের নামানুসারে তাঁহারা একযোগে ঋভুগণ নামে পরিচিত হয়েন। ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহারা বহুশ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা পূজার্হ হয়েন। কথিত হয়, এখন তাঁহারা তিন জন সূর্যলোকে বসতি করিতেছেন; সূর্যের রশ্মির মধ্যে তাঁহাদিগের অস্ফুট পরিচয়-চিহ্ন বর্তমান আছে। ঋভুদেবগণ ইন্দ্রের ঘোটকদিগকে ইন্দ্রের জন্য শিক্ষিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ঋভুগণ ইন্দ্রের ঘোটকের শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর, তাঁহারা চমসাদি যজ্ঞীয় পাত্র নির্মাণ করিতেন এবং সেইজন্যই যজ্ঞীয়ত্ব (দেবত্ব) প্রাপ্ত হন।

ভগবানের আরাধনা পর হও। একবার তাঁহার গুণ-গানে নিরত হও। মনের মালিন্য দূর কর, হৃদয় নির্ম্মল কর। একবার ঋভুদেবগণের এবং রুদ্র দেবগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও।' ফলতঃ নরদেবগণের অনুসরণে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। •

'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থে, ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রথমত্ব এব সোমস্য পানায়, সবনমুখে হি চমসগণৈঃ ইন্দ্রস্যৈব সোমো হূয়তে।' অর্থাৎ,—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপানের জন্য সবনমুখে চমসগণের দ্বারা ইন্দ্রের সোম অভিষুত হয়।' বৃত্র-বধে মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, মরুদ্গণ ইন্দ্রের সোমের অংশভাগী হন; ইন্দ্র সোমপান করিবার পর, মরুদ্গণ সোমপান করেন, এই ভাব হইতেই সম্ভবতঃ 'পূর্ব্ব-পীতয়ে' পদের অর্থ হইয়াছে—'সকল দেবতার প্রথমে সোমপান করিবার জন্য।' কিন্তু আমরা এ অর্থ স্বীকার করি না। আমরা বলি, পূর্ব্ব পদের অর্থ অন্যরূপ। ঐ পদে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অর্থাৎ 'সর্ব্বকালের' ভাব বুঝাইতেছে। আর 'পীতয়ে' পদে সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য অর্থ বুঝায় না। 'সোম' শব্দের যাহা শিষ্ট সঙ্গত অর্থ 'সোম' বলিতে যে অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তি-সুধা বুঝায়, তাহা আমরা বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহুস্থলে সপ্রমাণ করিয়াছি। এইরূপে 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থ, আমাদিগের মতে, 'চিরকাল অর্থাৎ সর্ব্বদা ভক্তি-সুধা শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য।' এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থ হয়,—'স্তুতি মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে প্রীত করিতেছেন অর্থাৎ,আপনার অনুসারী হইয়াছেন। তারপর 'পূর্ব্ব্যং' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হয় 'পুরাতনং বৃদ্ধং'। আমরাও প্রকারান্তরে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ঋগ্বেদের (প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থে) 'পূর্ব্বেভিঃ' পদে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যে পূর্ব্ব ধ্যান-ধারণার অতীত, যে পূর্ব্ব কল্পনার অতীত, 'পূর্ব্ব্যং' পদে তাহাকেই বুঝাইতেছে। ঐ 'পূর্ব্ব্যং' পদে সেই চিরপুরাতনের সেই চিরনবীনের নিত্যত্বই অনুভূত হইতেছে। এই ভাবেই আমরা 'পূর্ব্ব্যং' পদের অর্থ করিয়াছি, -'চিরনূতনং, আত্মস্বরূপিতং।' গীতায়ও এই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুন তাই বলিয়াছিলেন,— "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ" ইত্যাদি। এই অর্থেই 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের ভাব বেশ সুস্পষ্ট হইয়া আসে। উহার অর্থ হয়,—'অনন্ত অতীত কাল হইতে অর্থাৎ চিরকাল হইতে যে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধা আপনি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, সেই সুধা অনুক্ষণ পানের জন্য।'

এইরূপ আলোচনায় মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা আমরা মন্ত্রার্থ আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলে, তাঁহার পূজাপরায়ণ হইলে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে জীবন-মন উৎসর্গ করিলে

---

• 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা 'রুদ্র' নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়।

যে শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী, মন্ত্র সেই আদর্শ সেই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (৩অ—১খ—৩দ—৪সা)॥

---

## চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋক (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। (উত্তর আর্চ্চিক ৭।৩।১।১, আরণ্যক প্র ১৩।১৪ উহে একা০ ১৬-খাবিং ১৬)। এই মন্ত্রের গেয়-গান একটি। গানের নাম—'প্রজাপতেঃ, ষট্কারনিধনম্।'

২। 'ঋভবঃ' পদে মেধাবিগণ অর্থ উপলব্ধ হয়। ইহা বিবরণকারের মত। নিঘণ্টু নিরুক্তে মেধাবী নামসমূহের মধ্যে 'ঋভু' পদ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'ঋভবঃ' পদের ত্রিবিধ নিরুক্ত আছে; যথা,—(১) প্রকৃতিপ্রত্যয়-লব্ধ, (২) ঐতিহাসিক, এবং (৩) যোগরূঢ়িক।

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত; যথা,—'ঋভব উরুভান্তীতি বা ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা (২।৪।১৫)।'

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত;—ঐতিহাসিক নৈরুক্তে একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—"ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুস্তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন। তদেতদৃভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ সংস্তবেন বহূনি দশতয়ীষু সূক্তানি ভবন্তি (২·৫।১৬)।" অর্থাৎ, অঙ্গিরোবংশীয় সুধন্বার তিন পুত্র ছিল। তাহাদের নাম ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। জ্যেষ্ঠ ঋভুর নামানুসারে ভ্রাতৃত্রয় ঋভুগণ নামে পরিচিত। ইত্যাদি। ইহার প্রতিপোষকরূপে বেদমন্ত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে; যথা,—

"বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।"

"কৃত্বা কর্মাণি ক্ষিপ্রত্বেন বোঢারো মেধাবিনো বা মর্তাসঃ সন্তঃ অমৃতত্বমানশিরে সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ।' ইতি যাস্ককৃতং ব্যাখ্যানং।

তৃতীয় প্রকার নিরুক্ত; যথা, সূর্যের রশ্মিসমূহও 'ঋভবঃ' নামে অভিহিত হয়—"আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যৃভব উচ্যন্তে।" পূর্বোক্ত উপাখ্যানানুসারে কথিত হয়,—ভ্রাতৃত্রয় এখন সূর্যের রশ্মির মধ্যে অবস্থিত আছেন।

এই তৃতীয় প্রকারের নিরুক্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানু গচ্ছথ।"

যাস্ক ইহার নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অগোহ্য আদিত্যোঽগূহনীয়স্তস্য যদস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথেতি।"

সায়ণ এস্থলে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যারই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে, মন্ত্রের সহিত মরণধর্মশীল মানবের সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায়, মন্ত্রের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষেয়ত্বে

পঞ্চমং সাম।

৩ ১ ২　৩ ১র　২র ৩　১ ২
প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চ্চত।

৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্ব্বজ্রেণ

৩ ১ ২
শতপর্ব্বণা ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫র　৪র　৫ ৪　২ র　১ ২　১র ২
১। প্রবইন্দ্রায় বৃহতে। প্রবাঃ। ইন্দ্রায়া বৃহা ১ তে ২ ৩। ওমো-

২　র　১ ২　১র ২　২　১
৩ বা। মরুতো ব্রহ্মা ৩ আর্চ্চা ১ তা ২ ৩। ওমো ৩ বা। বৃত্রং-

র ২　১　২র ২　২　১ ২র
হানা। তিবৃ। ত্রাহা ২ ৩। ওমো ৩ বা। শতাক্রতুঃ।

৩　৫　৩ ২　২ ২　৪
বা ২ ৩ ৪ জ্রে। পশা ৩। হা ৩ হা। তপা ৫-

৪
র্ব্বণা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

---

বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বেদমন্ত্রসমূহকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিলে, তাহার সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারা যায় না। সেরূপ ক্ষেত্রে, বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দুর চক্ষে এরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন সিদ্ধান্ত বিসদৃশ। বেদবিশ্বাসী হিন্দু কোনও মতেই তাহা স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ অনুসন্ধানে ও অভিনিবেশে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বই প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের অর্থ তাই ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'ক্রতু' পদের যখন শুদ্ধ সঙ্গত অর্থ বেদাঙ্গ গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বেদের অমর্য্যাদাকর মানব-সম্বন্ধ কেন মন্ত্রের সহিত টানিয়া আনিব? এই জন্যই আমরা ভিন্নপথাবলম্বী।

৩। 'মরুতঃ' পদের অর্থ বিবরণগ্রন্থে 'শোধন-স্বভাবকাঃ জ্ঞানকিরণশীলাঃ' পরিদৃষ্ট হয়। "মরুতো মিতরাবিনঃ" (নি০ ২।৫।১৩)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' ( বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ ) 'বঃ' ( যুষ্মৎসম্বন্ধিনে, যুষ্মাভিঃ সহ অভিন্নত্বেন স্থিতায় ইত্যর্থঃ ) 'বৃহতে' ( মহতে, মহামহিমোপেতায় ) 'ইন্দ্রায়' ( পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে,—তস্য প্রীণনায় ইতি যাবৎ ) 'ব্রহ্ম' ( ভগবদনুগ্রহপ্রাপকং পাপনাশকং বা স্তোত্রং ইত্যর্থঃ ) 'প্র গায়ত' ( প্রকর্ষেণ উচ্চারয়ত সৎকর্ম্মণা সহ অনুধ্যায়ত ) ; অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞাঃ বিমূঢ়া বয়ং যেন কর্ম্মণা মতিমানাঃ বিবেকানুসারিণঃ সন্তঃ তং ভগবন্তং প্রাপ্নুমঃ হে দেবাঃ তৎ বিদধ্বং। ততঃ 'বৃত্রহা' ( অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ পাপস্য বা নাশকঃ ) 'শতক্রতুঃ' ( বহুকর্ম্মাণঃ, অশেষসৎকর্ম্মস্বরূপঃ, অশেষপ্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ ইন্দ্রঃ ) 'শতপর্ব্বণা' ( বহুমুখিনা, পাপস্য বিবিধপ্রাধান্যনাশকেন ইত্যর্থঃ ) 'বজ্রেণ' ( স্বকীয়েন তেন আয়ুধেন, তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন ইতি ভাবঃ ) 'বৃত্রং' ( অজ্ঞানতারূপং অসুরং, পাপং ইতি ভাবঃ ) 'হনত' ( হন্তু, নিঃশেষেণ বিনাশয়তু, নিতরাং বিতাড়য়তু ইত্যর্থঃ )। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! কঠোরেণ বজ্রেণ পাপং ছিন্ধি ; অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিদূরয়। তেন হৃদি শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহঃ প্রবাহিতঃ ভবতু। তেনৈব মহতী সিদ্ধিঃ তথা, অস্মাসু পরমার্থসমাবেশঃ ভবতু। ( ৩অ—১খ—৩দ—৫সা ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আপনাদিগের সহিত অভিন্নভাবে স্থিত, মহামহিমোপেত; পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রীতির জন্য, ভগবদনুগ্রহপ্রাপক অর্থাৎ পাপাদি-নাশক স্তোত্রকে প্রকর্ষের সহিত উচ্চারণ করুন, অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সহিত অনুধ্যান করুন ( ভাব এই যে,—অজ্ঞ বিমূঢ় আমরা যে কর্ম্মের দ্বারা মতিমান এবং বিবেক-মার্গানুসারী হইয়া সেই ভগবানকে পাইতে পারি, হে দেবগণ আপনারা তাহার বিধান করুন ); অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অর্থাৎ পাপের নাশক, বহুকর্ম্মা অর্থাৎ অশেষসৎকর্ম্মস্বরূপ অশেষপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানস্বরূপ ইন্দ্রদেব, বহুমুখী অর্থাৎ পাপের বিবিধ প্রাধান্যনাশক স্বকীয় বজ্রায়ুধের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে অর্থাৎ পাপকে নিঃশেষ-রূপে বিনাশ করুন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করুন। ( ভাব এই যে, —হে ভগবন্! কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে বিচ্ছিন্ন করুন, আমাদিগের অজ্ঞানতা বিদূরিত করুন। তাহাতে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ প্রবাহিত হউক ; এবং তদ্দ্বারা মহতী সিদ্ধি হউক, এবং আমাদিগের মধ্যে পরমার্থ সমাবেশ হউক। ) ॥ ( ৩অ—১খ—৩দ—৫সা ) ॥

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। অস্যাঃ পঙ্‌ক্ত্যাশ্চ নৃমেধ-পুরুমেধৌ ঋষী। হে 'মরুতঃ' মিত্রাবিণঃ স্তোতারঃ! 'বৃহতে' মহতে 'বঃ' যুষ্ম-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন যুষ্মদীয়ায়েন্দ্রায় 'ব্রহ্ম' স্তোম-লক্ষণং স্তোত্রং 'প্রার্চ্চত' প্রোচ্চারয়ত। ততো 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য মেঘস্য পাপস্য বা হন্তা। 'শতক্রতুঃ' শত-বিধ-কর্ম্মা বহুবিধপ্রজ্ঞো বা ইন্দ্রঃ 'শতপর্ব্বণা' শত-সংখ্যাক-ধারেণ বজ্রেণ এতন্নামকেনায়ুধেন বা 'বৃত্রম্' অপামাবরকং বৃত্রাখ্যমসুরং 'হনতি' যুদ্ধাভিমতিভুক্তঃ শপ্ ছন্দ হন্তেলে টাডাগমঃ। (৩অ—১খ—৩দ—৫সা)।

• • •

## পঞ্চম (২৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব এই যে,—মন্ত্রে যেন প্রথমেই মরুদ্গণকে ইন্দ্রের স্তুতি-গান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে মরুদ্গণ! তোমরা তোমাদিগের সম্বন্ধী ইন্দ্রকে স্তব কর' কেন-না, তিনি শতধারবিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে নিহত করিয়াছিলেন।' এই ভাব ও এই অর্থ, কিবা ভাষ্যে, কিবা ব্যাখ্যায়, সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। একজন ব্যাখ্যাকার ভাষ্যের অনুসরণে এই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,—"হে মরুদ্গণ! ইন্দ্র মহান্, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।" বুঝা যাইতেছে,—বৃত্র-বধের জন্যই যেন ইন্দ্রের মহত্ত্ব, আর সেইজন্যই যেন তাঁহার স্তুতিগান করিতে বলা হইয়াছে।

আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। 'মরুদ্গণ ইন্দ্রের স্তব করুন'—ইহার তাৎপর্য্য কি? আমরা বলি, ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মরুদ্গণ আমাদিগকে এমন কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সম্যক্‌রূপে ভগবানের স্তবে সমর্থ হই! অর্থাৎ,—আমরা যেন সৎকর্ম্ম-দ্বারা সৎ-জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করি, আর তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পূজারাধনায় যেন প্রবৃত্ত হই। এই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।* 'মরুতঃ' পদে আমরা 'বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ' অর্থ পরিগ্রহ করি। তাহার কারণ-পরম্পরা বহুত্র বিবৃত হইয়াছে। 'বঃ' পদের যে অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা 'যুষ্মৎ সম্বন্ধিনে, যুষ্মাভিঃ সহ অভিন্নত্বেন স্থিতায়' অর্থ গ্রহণ করি। বৃত্রবধের সময়, অন্যান্য দেবতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলে মরুদ্গণ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তদবধি মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রের সাহচর্য্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই উপাখ্যান অবলম্বনেই ইন্দ্র ও মরুদ্গণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়। আমরা সে সম্বন্ধ অস্বীকার করি না। বিবেকের সহিত ভগবানের অভিন্ন সম্বন্ধ। বিবেকী জনের হৃদয় ভক্তগণ সদ্ভাবে সমাবিষ্ট থাকে। সেই ভক্তগণই ভগবানকে আনিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে বিবেকরূপী দেবগণকে ভগবানের স্তুতির জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—'হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ হউক; তাহাতে ভক্তগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত

থাকুক; তাহা হইলেই ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি করিবার অধিকার বা সামর্থ্য আসিবে।' এতদ্ভিন্ন এস্থলে অন্ত কোনও প্রকৃষ্ট ভাব উপলব্ধ হয় না।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ নিত্যসত্যতত্ত্বজ্ঞাপক। হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। তখনই ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রের নিধন সাধিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বই এই অংশে প্রকটিত। এই অংশের 'বৃত্রং' পদে 'অপামাবরকং বৃত্রাখ্যমসুরং' অর্থ পরিগৃহীত হয়। আর 'শতপর্ব্বণা বজ্রেণ' পদে 'শত সংখ্যাকধারেণ বজ্রেণ এতন্নামকেনায়ুধেন' অর্থাৎ 'শতধারযুক্ত বজ্রনামক অস্ত্র' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে 'বৃত্রং' পদে, বৃত্র যে অসুর, মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহাই উপলব্ধ হয়; আর মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়,—'ইন্দ্র শতধারযুক্ত বজ্রায়ুধের দ্বারা বৃত্র নামক অসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করি না। আমরা মনে করি,—'বৃত্রং' পদে 'অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে' অথবা 'পাপকে' বুঝাইতেছে। 'শতপর্ব্বণা পদে বহুমুখী প্রভাবের অর্থাৎ পাপের বিবিধ প্রাধান্ত-নাশকত্বের ভাব প্রাপ্ত হই। ভগবানের বজ্র বা আয়ুধ কেমন? - না, পাপের বিবিধ প্রকার প্রাধান্ত নাশ করে। 'শতপর্ব্বণা বজ্রেণ' পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করে। সে আয়ুধ কি?—না, শুদ্ধসত্ত্ব। আমরা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারিলে, আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিলে, ভগবান্ আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন-পূর্ব্বক, আমাদিগের হৃদয় হইতে অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট হইতে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে (বৃত্রং) নিতাড়িত করেন। তাহার ফলে আমরা পরমার্থ লাভ করি। মন যদি শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়, মানুষ যদি সৎকর্ম্মের সাধনায় ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে, তাহারই ফলে, ভগবান অজ্ঞানতা দূর করিয়া, পাপকে নাশ করিয়া, তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'মরুতঃ' পদের আরও এক সঙ্গত অর্থ হইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"মিত্রাবিণঃ স্তোতারঃ।' সেই দৃষ্টিতে ঐ পদে 'আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধবঃ' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। দেবপক্ষে ঐ পদে 'বিবেকরূপী দেবতাগণকে' লক্ষ্য করে; লৌকিক হিসাবে 'মরুতঃ' পদে 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণকে' বুঝায়। তাহাতে 'বঃ' পদের পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যাঁহারা, ভগবান্ তাঁহাদিগের সহিত সদা সঙ্গত থাকেন। তিনি তাঁহাদিগের নিত্য-সহচর। তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁহাদিগের আদর্শের অনুসরণে অনুপ্রাণিত হইলে, মানুষ এই সংসারেই স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইতে পারে। তাঁহাদিগের সাহায্যে মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। তাঁহাদিগের অনুকম্পায়, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, মানুষ সৎকর্ম্মশীল হইয়া সজ্‌জ্ঞান-লাভে ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। ফলে, মোক্ষের পথ সুগম হইয়া আসে। এ পক্ষে মন্ত্রের উদ্বোধনার ভাব এই যে,—'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে তোমরাও ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইবে।' প্রার্থনা

এই যে,—'প্রজ্ঞান-সম্পন্ন সাধকগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যাহাতে আপনার পূজার্চ্চনায় সমর্থ হই, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সেইরূপ সামর্থ্য লাভ করি।' (৩অ—১খ—৩দ—৫সা)।

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ র   ২ র   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
৩   ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ৩ ২
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো
৩ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
দেবন্দেবায় জাগৃবি ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

১ র ২   ১   ২   ১ ৫   ০
১। সাম্বাহিম্ব। ভিধাইভাইভী৩ঃ। ভা২ই। ভা২৩৪।
৫র   ১   ২   ১ র ২   ১   ২   ১
ঔহোবা। সত্ শ্রবসে৩। সাম্বারিণ। ভিধাইভাইভী৩ঃ। ভা
৫   ০   ৫র র   ১ ২   ১ র ২
২ই। ভা২৩৪। ঔহোবা। বিশ্রবসে৩। সাম্বাভত।
১   ২   ১   ০
ভূর্দ্ধাইভাইভী৩ঃ। ভা২ই। ভা২৩৪।
৫র র   ১ ১ ২
ঔহোবা। সত্যশ্রবসে৩ ॥ ৬ ॥

---

পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোননবতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ ষষ্ঠ (অষ্টক ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। "আরণ্যকে প্রথম-দ্বিতীয়ে ৫-৬, তৃতীয়ে চ ২৭-২৮ দে"।

২। এই সাম মন্ত্রের গেয়-গান একটী। গানটীর নাম 'ধ্রুবতো মারুতস্য সাম'।

৩। 'মরুতঃ' পদের বিবরণ ব্যাখ্যা নিরুক্ত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—"মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্দ্রবন্তীতি বা ইতি (নৈ° ২।৫)। মন্ত্রটীর অন্বয়ে 'মরুতঃ' সম্বোধনের বিশ্লেষণে, বিবরণকারের অভিমত,—'হে মরুতঃ! যদীয়া ঋত্বিজঃ' ইত্যাদি। এতৎসম্বন্ধে তিনি যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা এই,—"বিষণ্টু তৃতীয়াধ্যায়ে ঋত্বিক্-নামসু মরুত ইতি পদস্য বর্ত্তমান পাঠঃ।' ইত্যাদি মতে 'পুরুমেধা আঙ্গিরসা ঋত্বিজঃ আহ' ইত্যাদি উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১ র ২ ১ ২ — ১ —
২। সাম্রাশিশ। তিধাইতা ১ ইভৌ ২ঃ। তাইতী ২ঃ। বৃহদি-
র ১ ২ — ১ — র ১ ২ —
স্রোয়া ৩ গায়া ১ তা ২। য়াতা ২। মরুতোবত্রা ৩ হাস্তা ১ মা ২
১ — র র ১ ২
মৃ। তামা ২ মৃ। যেনজ্যোতিরজনয়ন্ ৩ তাবাঁ ১ ধা
— ১ — র র র ১ — ১
২ঃ। বার্দ্ধা ২ঃ। দেবং দেবায়া ৩ জাগৃবী ২। গৃবী
— ১ র ২ ১ ২ ১
২। সাম্রাশিশ। তিধাইতাইভৌ ৩ঃ। তা
৫ ৫ র
২ ই। ভা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।
১ ৩ ১ ১ ১ ১
শ্রবসে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধঃ' (সত্যভাবপ্রবর্দ্ধকাঃ, সৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তকাঃ, সদা সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'যেন' (প্রাণশক্তিসঞ্চারকেন যেন স্তোত্রেণ কর্ম্মণা বা) 'দেবং' (দেবন-শীলং, দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'জাগৃবি' (সর্ব্বেষাং জাগরণশীলং, সৎকর্ম্মণি সদা-প্রবুদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানকিরণং, কর্ম্মসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'অজনয়ন্' (উৎপাদয়ন্, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ) 'দেবায়' (দেবভাবনিবহানাং প্রকাশনায়, অস্মাসু সত্ত্বগুণোত্থাপিতায় ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রহন্তমং' (সর্ব্বথা পাপবিনাশনং, অজ্ঞানতানাশকং) 'বৃহৎ' (প্রাণশক্তিসম্পন্নং তৎ স্তোত্রং কর্ম্ম বা) 'গায়ত' (অস্মাসু বর্দ্ধয়ং কুরুত, প্রকর্ষেণ অস্মাভিঃ সম্পাদয়ত ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলক বা অয়ং মন্ত্রঃ। ভাবঃ হি সৎকর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং ভূমি জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধঃ ভবাম; জ্ঞানপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নুম, তথা সত্ত্বসম্বন্ধাঃ ভবাম। (৩অ ১খ—৫ম ছন্দ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সত্যভাবপ্রবর্দ্ধক সৎকর্ম্মসমূহের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ সদা-সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণ, প্রাণশক্তিসঞ্চারক যে স্তোত্রের বা কর্ম্মের দ্বারা, দেবনশীল অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধার, সৎকর্ম্মে সদাপ্রবুদ্ধ, জ্ঞানকিরণকে বা কর্ম্ম-সামর্থ্যকে উৎপাদন করেন; বিবেকরূপী হে দেবগণ! দেবভাবসমূহের

প্রকাশের নিমিত্ত অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব উৎপাদনের জন্য, সর্ব্বথা পাপবিনাশক অজ্ঞানতানাশক প্রাণশক্তিসম্পন্ন সেই স্তোত্রকে বা কর্ম্মকে আমাদিগের মধ্যে বিকৃত করুন, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগের দ্বারা সম্পাদিত করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক বা প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপ্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই; অপিচ, জ্ঞানপ্রভাবে যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ ( ৬অ—১খ—৩দ—৫সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। হে 'মরুতঃ'! ক্রু শব্দে, মিতং রুবন্তীতি মরুতঃ। হে মিতভাষিণঃ স্তোতারঃ। 'বৃত্রহন্তম্' অতিশয়েন পাপবিনাশনং 'বৃহৎ' সাম 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'গায়ত' অস্মদীয়ে যজ্ঞে গানং কুরুত। 'ঋতাবৃধঃ' ঋতস্য সত্যস্য বা বর্দ্ধকা বিশ্বেদেবাঃ অঙ্গিরসো বা ঋষয়ঃ 'দেবায়' স্তোতৃমামায়েন্দ্রায় 'দেবং' দেবনশীলং 'জাগৃবি' সর্ব্বদা জাগরণ-শীলং 'জ্যোতিঃ' সূর্য্যং 'যেন' সাম্না 'অজনয়ন্' ইন্দ্রার্থমুৎপাদয়ন্ তৎসাম গায়তেতি॥ ( ৬অ—১খ—৩দ—৬সা )॥

• • •

# ষষ্ঠ (২৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:×:০—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঋতাবৃধঃ' পদের অর্থে মন্ত্রের অর্থ কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ হইয়াছে। ভাষ্যে ঐ 'ঋতাবৃধঃ' পদের অর্থ আছে,—"ঋতস্য সত্যস্য বা বর্দ্ধকা বিশ্বেদেবাঃ অঙ্গিরসো বা ঋষয়ঃ"; অর্থাৎ সত্যের বর্দ্ধক বিশ্বদেবগণ অথবা অঙ্গিরো-গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ'। ইহাতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'বিশ্বদেবগণ অথবা অঙ্গিরসগণ যে মন্ত্রে তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।' এইরূপে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে যে,—"হে মরুদগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ সাম কর। যজ্ঞবর্দ্ধক (বিশ্বদেবগণ) দ্যুতিমান ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সাম দ্বারা দীপ্ত, সর্ব্বদা জাগরূক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'জ্যোতিঃ অজনয়ন্' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ,—'সূর্য্যং উৎপাদয়ন্' অর্থাৎ সূর্য্যকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।' এইরূপে ভাব উপলব্ধ হয়,—'যে মন্ত্রের দ্বারা বিশ্বদেবগণ সূর্য্যকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।' সূর্য্যকে সৃষ্টি করার বিষয় এবং অঙ্গিরসগণের দ্বারা বা বিশ্বদেবগণের দ্বারা তৎকার্য্য সমাহিত হওয়ার উল্লেখ যে এই মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে, তাহা আমরা অনুমোদন করি না।

সত্যের বর্দ্ধক যাঁহারা, যাঁহাদিগের আদর্শের অনুসরণে মানব সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়, যাঁহাদিগের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় মানব আপনাকে উন্নীত করিতে পারে, আমরা মনে করি, 'ঋতাবৃধঃ' পদে সেই সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সত্যের বর্দ্ধয়িতা সাধু-

সৎকর্ম্মপরায়ণ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়াছে। 'জ্যোতিঃ' পদে এখানে জ্ঞানকিরণের প্রতি—কর্ম্ম-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য আসে। প্রকৃষ্ট-জ্ঞান, মানুষকে সৎকর্ম্মের দিকেই লইয়া যায়। মানুষ তদ্দ্বারা সদা সৎকর্ম্ম-সাধনেই প্রবৃত্ত হয়। 'জাগৃবি' পদে এই ভাবই দ্যোতনা করে। মন্ত্রের ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের প্রার্থনা,—সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে আমরা যেন সদা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত সৎপথের পথিক হইয়া যেন সজ্জ্ঞান লাভে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। (৩অ—১খ—৩দ—৬সা)।

—•—

সপ্তমং সাম।

ইন্দ্র ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষাণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা
জ্যোতিরশীমহি ॥ ৭ ॥

---

ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোননবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত) আরণ্যকে প্র-১৬ (খ)।

২। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান দুইটী। তাহার প্রথমটী 'সংশ্রবসঃ বিশ্রবসঃ সত্যশ্রবসঃ শ্রবসঃ বা' নামে অভিহিত হয়; আর দ্বিতীয়টী 'বাপ্যামাদ্, ইন্দ্রস্য বা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৩। 'মরুতঃ' পদের নিম্নরূপ নির্ব্বচন নিরুক্তগ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—"মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা, মহদ্দ্রবন্তীতি বা' ইতি (নি০ ২।৫।১৩)।

৪। 'জাগৃবি' পদের অর্থ বিবরণকারের মতে—"অতিপ্রীতিকরত্বেন জাগরণকরম্, অত্যন্ত প্রীতিকরমিত্যর্থঃ।"

৫। 'অবসয়ন্' পদের অর্থ বিবরণ গ্রন্থে 'অধিষ্ঠান আরোপিতবান' প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়।

৬। 'যেষাং' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে বিবরণ-কারের মত,—"কীদৃশং পুনঃ ভক্তিরূপম্ উক্তাযবায়ঃ? উচ্যতে—'যেষাং' দ্বিতীয়া তৃতীয়ার্থে দ্রষ্টব্যা, যেষেন সোমেন সংযুক্তম্।" এখানে 'যেষাং' পদ উপলক্ষে সোমরসের সম্বন্ধ প্রখ্যাত দেখি।

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ২ ১ ২ — ১ ২
১। ইন্দ্রা ঔ ৩ হো। ক্রতুম্‌না ০ আভা ১ রা ২। পিতা ঔ ৩ হো।

র ২ — ১ ২ ২ র
পুত্রেভ্যো ৩ য়োথা ১ থা ২। শিক্ষা ঔ ৩ হো। ণোঅস্মিন্

র ১ ২ — ১র ১ ৯ ৩
পুরুহুত যামা ১ নী ২। জীবা ২ ৩ঃ। জ্যো ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ২১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। অশীমহী ২ ৩ ৪ ৫। ৭॥

২ র ৫ ২ ১র ২ ১র ১ ২
২। ইন্দ্রক্রতু ৫ ন্নআভরা পিতাপুত্রে ভিয়ো যথা। শিক্ষাণো ২ ৩ আ।

১ ২ র ১ ২ — — — ১
স্মাইন্ পুরুহু। তয়ামা ১ নী ২। ঔ ২। হো ২। হুবাই।

১ ২ ২র ১র ২
ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। জীবাজ্যো ২ ৩ তীঃ। অশীমা ২

২ ১
৩ হা ৩ ম ৩ ই। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র ৩ ২A ৫ র ২ ১র ৫ ৪র ৫ ৩
৩। ইন্দ্রক্রতুন্নআ। ভরাও ২ ৩ ৪ বা। পিতাপু ৩ ত্রেভিযোযথা। ২৩

১ ১ ১ ১ ৪ ৩র ৪ ৩৫ ৪ ৫ ১ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫। পিতাপুত্রোভ্যঃ। যাথা ২ ৩ ৪ হাই। শাইক্ষাণোআ।

৩ ৪ ৫ র র ৫ ১ ১ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
স্মাইন্‌পুরুহূতয়া। মানো ২ ৩ ৪ হাই। জীবা জ্যোতীঃ।

২ ১ ৫ ৪ ৫
অশো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ হো ৬ হাই॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বা) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পিতা' (জনকঃ) 'পুত্রেভ্যঃ' (স্বসন্তানেভ্যঃ, তেষাং সুখসাধনায় ইতি ভাবঃ) ধনং বিত্তং চ দদাতি তথৎ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শিক্ষ' (সৎপথপ্রদর্শনেন পরমধনং পরাজ্ঞানং চ প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); 'পুরুহূত' (হে সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়!) 'যামনি' (যজ্ঞে অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'জীবা' (প্রাণসম্পন্নভক্তিসাধিনঃ বয়ং) 'জ্যোতিঃ'

( প্রাণশক্তিস্বরূপং জ্ঞানকিরণং ইত্যর্থঃ ) 'অশেমহি' ( প্রতিদিনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ )। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! পিতেব ত্বং অস্মান্ সৎপথি সমানয়, প্রজ্ঞানোদ্ভাসিতেন সদ্ভাবমণ্ডিতেন চিত্তেন যথা বয়ং পরমধনং লভেম, তৎ বিধৎস্ব॥ ( ৩অ—১খ—৩দ—৭সা )॥

• • •

অথবা,

'ইন্দ্র' ( হে ভূতানাং প্রকাশক, সর্ব্বভূতাত্মন ভগবন্ ইন্দ্রদেব ) 'পিতা পুত্রেভ্যঃ যথা' ( যথা পিতা স্বসন্তানানাং মঙ্গলকামনয়া তান্ সৎপন্থানং প্রদর্শয়তি বিদ্যাং ধনং চ প্রযচ্ছতি তদ্বৎ ত্বং ) 'নঃ' ( অস্মভ্যং, অস্মাকং মঙ্গলার্থং ইত্যর্থঃ ) 'ক্রতুং' ( পরমং জ্ঞানং ) 'আভর' ( আহর, প্রযচ্ছ ); তথা 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'শিক্ষ' ( সৎপথি সমানয়, ব্রহ্মবিদ্যাং চ প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ ); হে 'পুরুহূত' ( সর্ব্বৈরাহূত, সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষনীয়! ) 'যামনি' ( সর্ব্বৈঃ অভিলষিতে প্রার্থ্যে বা ) 'অস্মিন্' ( প্রকৃতে, ব্রহ্মণি, ত্বয়ি নিবসন্তঃ ইত্যর্থঃ ) 'জীবা' ( জীবনীশক্তেরাশ্রয়ভূতাঃ বয়ং ) 'জ্যোতিঃ' ( ভগবৎসম্বন্ধিনং প্রজ্ঞানরশ্মিং, পরাজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ ) 'অশেমহি' ( সেবেমহি, প্রাপ্নুয়ামঃ ইতি শেষঃ )। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনায় সাধকঃ উদ্বুদ্ধঃ ভবতি। যেন কর্ম্মণা, যেন জ্ঞানেন বা আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং চ অধিগতঃ ভবতি তৎ পরাতত্ত্বং পরাজ্ঞানং চ লাভায় সাধকঃ অত্র প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে সর্ব্বভূতাত্মন্! ত্বং পিতেব মাং সৎপথি সমানয়, আত্মজ্ঞানং পরাজ্ঞানং চ বিধেহি। তেনাহং পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনায় সমর্থঃ ভবামি। ( ৩অ—১খ—৩দ—৭সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অথবা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন; অপিচ, যে প্রকারে পিতা পুত্রগণের নিমিত্ত অর্থাৎ তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন। হে সকলের আকাঙ্ক্ষনীয় ইন্দ্রদেব! আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা যেন প্রাণশক্তি-স্বরূপ জ্ঞানকিরণকে প্রাপ্ত হই। ( মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পিতার ন্যায় আপনি আমাদিগকে সৎপথে লইয়া চলুন; প্রজ্ঞানোদ্ভাসিত সদ্ভাবমণ্ডিত চিত্তের দ্বারা যাহাতে আমরা পরমধন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা বিধান করুন॥ ( ৩অ—১খ—৩দ—৭সা )॥

• • •

অথবা।

হে ভূতগণের প্রকাশক, সর্ব্বভূতাত্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পিতা যেমন আপনার সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে পরমজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। সকলের পূজনীয় বা সকলের আকাঙ্ক্ষনীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য প্রকৃতি-ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতে স্থিত জীবনীশক্তির অভিলাষী আমরা যেন অহরহ প্রজ্ঞানরশ্মি অর্থাৎ পরম-জ্যোতিঃ সেবা করি অর্থাৎ প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে পরমাত্মায় আত্মসম্মিলন জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। যে কর্ম্মের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা, আত্ম-তত্ত্ব ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হয়, সেই পরাজ্ঞান ও পরাতত্ত্ব লাভের জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনি পিতার ন্যায় আমাকে সৎপথে লইয়া চলুন এবং আমাকে আত্ম-জ্ঞান পরাজ্ঞান প্রদান করুন। তাহা হইলেই আমি পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হইব।)॥ (৩দ—১খ—৩দ—৭সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ সপ্তমী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'নঃ' অস্মভ্যং 'ক্রতুং' কর্ম্ম বা প্রজ্ঞানং বা 'আভর' আহর। অপিচ। 'যথা পিতা পুত্রেভ্যঃ' ধনং প্রযচ্ছতি তথা 'নঃ' অস্মভ্যং 'শিক্ষ' ধনং দেহি। হে 'পুরুহূত'! বহুভিরাহূতেন্দ্র! 'যামনি' যজ্ঞে 'জীবা' বয়ং 'জ্যোতিঃ' সূর্য্যম্ 'অশীমহি' প্রতিদিনং প্রাপ্নুযামঃ। যদ্বা—হে ইন্দ্র! ভূতানি প্রকাশয়িতরিন্দ্র। তথা চ যাস্কঃ—'ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দদাতীতি বেরাং দধাতীতি, বেরাং দারয়ত ইতি, বেরাং ধারয়ত ইতি, বেন্দবে দ্রবতীতি, বেন্দৌ রমত ইতি, বেন্ধে ভূতানীতি বা তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সর্বৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি, বিজ্ঞায়তে (১০।৮) ইতি। এবং গুণবিশিষ্ট! পরমাত্মন্! ত্বং ক্রতুং কর্ম্ম সবিষয়জ্ঞানং বা নঃ অস্মভ্যম্ আভরাহর প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—পিতা পুত্রেভ্যো যথা লোকে বিত্তাং ধনং বা প্রযচ্ছতি তথা নোঽস্মভ্যং শিক্ষ বিত্তাং ধনং বা প্রযচ্ছ। হে পুরুহূত! বহুভিরাহূতেন্দ্র! যামনি সর্ব্বৈ প্রাপ্তব্যে অস্মিন্ প্রকৃতে ব্রহ্মণি জীবা বয়ং জ্যোতিঃ পরং জ্যোতি-রশীমহি সেবেমহি॥ (৩দ—১খ—৩দ—৭সা)॥

• • •

# সপ্তম ( ২৫৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, বিবিধ অথরে, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধনদান কর; হে পুরুহূত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।"

এখানে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—'ক্রতুং' পদ, দ্বিতীয় 'পিতা পুত্রেভ্যো যথা' উপমা বাক্য; তৃতীয়—'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়; চতুর্থ—'অশিম' প্রভৃতি। ঐ সকল পদের ব্যাখ্যার ইতরবিশেষে, মন্ত্রের ও ভাবের পার্থক্য ঘটিয়া যায়। সেই জন্যই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি প্রসঙ্গে উহাদের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশিত, তাহা যেন লৌকিকতা-পূর্ণ।

'ক্রতুং' পদের নানাবিধ পর্য্যায় নিরুক্ত-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কর্ম্ম ও প্রজ্ঞান অন্যতম। 'ক্রতুং ন আভর' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়—'আমাদের জন্য কর্ম্ম বা প্রজ্ঞান আহরণ করুন।' ভগবানকে ঐরূপ বাক্য বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নয় 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন? অথবা, আপনার অনুগ্রহ-বলে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই এবং পরাজ্ঞান লাভ করি। আপনি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' কিরূপ ভাবে? 'পিতা পুত্রেভ্যোঃ যথা'—এই উপমা-বাক্যে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পিতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন সৎশিক্ষা-সদুপদেশ-দানে তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান; পুত্র কুসংসর্গে কুপথে পরিচালিত হইলে, পিতা যেমন, তাড়না করিয়া সদুপদেশ দিয়া, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া, তাহাকে সংশোধিত করেন; সেইরূপ ভাবে সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে বর্ত্তিমান রাখিয়া, কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর অসৎ সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এবং তাহাদের প্রভাব নষ্ট করিয়া, ভগবান্ পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করুন, সজ্জ্ঞান-প্রদানে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের সামর্থ্য প্রদান করুন;—উপমা-বাক্যে এই ভাবই দ্যোতিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই উপমা-বাক্যে 'শিক্ষাণঃ' অংশেও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। 'শিক্ষা' পদ নানা ভাবের দ্যোতনা করে। বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা, কর্ম্ম শিক্ষা, সদাচার শিক্ষা, সত্যধর্ম্ম শিক্ষা—শিক্ষার অবধি আছে কি? ঐ এক 'শিক্ষা' পদের মধ্যে এ সকলই নিহিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, শিক্ষার সময়, সৎশিক্ষা লাভ-কালে বিবিধ পরীক্ষা, বিবিধ বিভীষিকা, বিবিধ তাড়না যে সহ্য করিতে হয় এবং শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে তাহার সুফল-লাভ অর্থ-বিত্তাদি প্রাপ্তি ঘটে; এ সকলই ঐ এক 'শিক্ষা' পদে দ্যোতনা করিতেছে। পিতা যেমন পুত্রকে শিক্ষাদান-কালে পূর্ব্বোক্ত নানা

পন্থা অবলম্বন করিয়া পুত্রের মঙ্গল-সাধন করেন, ভগবানও সেইরূপ করুন,—এইরূপ প্রার্থনাই 'শিক্ষাণঃ' অংশে দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে করি।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া, ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য। পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? পিতার মনোবৃত্তি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত হইয়া আছে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য সম্পদে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসদ্ব্যবহারে অনুতপ্ত হন; সুখে-দুঃখে তেমন সহানুভূতি সংসারে আর কাহারও আছে কি? এই মন্ত্রের উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য হন। এই মন্ত্রের উপমার অভিপ্রায় এই যে,—তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইতে আনন্দ অনুভব করেন। দেবতার সহিত যখন পিতা-পুত্রের এই নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেবতা আর দূরের বস্তু নহেন। তখন দেবতা অতি নিকটেই বিদ্যমান থাকেন। মন্ত্রের প্রথম অংশ তাই উপদেশ দিতেছেন,—'তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন; তবেই তিনি পিতার ন্যায় বলিয়া তোমাকে পরমধন পরমজ্ঞান প্রদান করিবেন। হও—গুণময়, হও—সচ্চরিত্র, হও—সৎকর্ম্মপরায়ণ, হও—সদাচারসম্পন্ন, হও—সত্ত্বভাব বিভূষিত। পিতা তিনি, দেবতা তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানজ্যোতিতে তোমায় মণ্ডিত করিবেন।' দ্বিতীয় অর্থেও মন্ত্রের এবম্বিধ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়,—'যজ্ঞে জীবাঃ বয়ং।' তদনুসারে ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'আমরা যজ্ঞের জীব।' এরূপ অর্থে কোনও সদ্ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করি না। 'যামনি' পদের 'যজ্ঞ' অর্থ গ্রহণ করিলে, আমরা মনে করি, উহার অর্থ হওয়া উচিত,—'অর্থাৎ অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি।' আমরা যে যজ্ঞ করি, তাহা ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নহে কি? ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত সামগ্রী প্রদান করিবেন,—সকল যজ্ঞের সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাহাই। সেই জন্যই প্রথম অর্থে আমরা পূর্ব্বোক্ত 'অর্থাৎ অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এতদর্থে 'জীবাঃ' পদেরও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইয়াছে,—'প্রাণশক্তেরভিলাষিণঃ বয়ম্।' তাহাতে 'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়,—'আপনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা।' এখানে, আমরা মনে করি, সৎকর্ম্মশীল জীবনীশক্তি লাভের প্রার্থনা আছে। বাঁচিবার সুখের জন্য প্রাণশক্তি চাই না; ভোগসুখের জন্যও প্রাণশক্তি লাভের কামনা করি না।

তবে কিসের জন্য প্রাণশক্তি চাই? প্রাণশক্তি চাই—ভগবানের প্রীতির জন্য; প্রাণশক্তি চাই—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, প্রাণশক্তি চাই—বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য। এই তো মানুষের মত প্রার্থনা! এই তো সাধকের মত প্রার্থনা।!

দ্বিতীয় অন্বয়ে 'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়ের অর্থের কথঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভাষ্যে ঐ পদের আর এক অর্থ আছে,—'সর্ব্বৈঃ প্রার্থ্যে।' নিরুক্তে 'যামি' পদের 'যাচ্ঞা' অর্থজ্ঞাপক এক ব্যুৎপত্তি আছে। ঐ 'যাচ্ঞা' অর্থ হইতে আমরা 'যামনি' পদের অর্থ করিয়াছি,—'সর্ব্বৈঃ অভিলষিতে প্রার্থ্যে বা।' ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা কে না করিয়া থাকে? কে না তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? ঐ পদের সহিত 'অস্মিন্' পদের অন্বয় আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমবিধ অন্বয়ে ভাষ্যকার 'অস্মিন্' পদের কোনও অর্থ করেন নাই। দ্বিতীয় অন্বয়ে উহার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রকৃতে ব্রহ্মণি।' আমরাও 'অস্মিন্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে,—'প্রকৃতে ব্রহ্মণি ত্বয়ি নিবসন্তঃ ইত্যর্থঃ।' ইহাতে 'জীবাঃ' পদের সহিত অন্বয়ে এক সুন্দর ভাবের বিকাশ হইয়াছে। 'জীবাঃ' পদের প্রথম অন্বয়ের ব্যাখ্যাই আমরা অব্যাহত রাখিয়াছি। এইরূপে 'যামনি অস্মিন্ জীবাঃ' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সকলের অভিলষিত বা প্রার্থ্য পরব্রহ্ম আপনাতে স্থিত প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা।' আমরা কি চাই—আপনার সম্বন্ধীয় 'জ্যোতিঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞান।

গীতায় যে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্॥"

ভগবান্ যে অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥"

সে সকলই এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার 'অস্মিন্' পদের যে 'প্রকৃতে ব্রহ্মণি' অর্থ করিয়াছেন, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

অর্থাৎ,—'জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই।'

পক্ষান্তরে 'যজ্ঞে জীবাঃ' পদদ্বয়ে আরও এক ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। 'যজ্ঞেতে জীবিত অথবা যজ্ঞের দ্বারা জীবিত'—এ ভাবও আসিতে পারে। "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"। কীর্ত্তিই মানুষকে জীবিত রাখে। সৎকর্ম্মপরায়ণ সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নাম মৃত্যুর পরও বিলুপ্ত হয় না। ইহাতে ভাব এই হয় যে,—"আমরা যেন এমন সৎকর্ম্মপর—এমন

সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন হইতে পারি, যাহাতে আমাদের স্মৃতি মৃত্যুর পরও সংরক্ষিত থাকে। যদিও ইহা লৌকিক কামনা, তথাপি এ ভাব যে 'বয়ং জীবাঃ' পদদ্বয়ে আসিতে পারে, এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করা হইল মাত্র।

'জ্যোতিঃ' পদের সর্ব্বত্রই 'সূর্য্যং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'বামনি জ্যোতিঃ অশেমহি' অংশের তাই অর্থ হয়,—'আমরা প্রতিদিন যেন সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।'

এই হইতে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ আর্য্যগণের উত্তরমেরুবাসের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'সেখানে ছয় মাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে; সূর্য্যের কিরণ আদৌ লক্ষিত হয় না। সেই জন্যই তাঁহাদের এই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।'

আমরা কিন্তু এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। আমরা বলি, এখানে 'জ্যোতিঃ' পদে 'জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেন আমাদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে।' অন্তরস্থ শত্রুর তাড়নায় মানুষ অহরহঃ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়,—পরমার্থ-তত্ত্ব ভুলিয়া যায়। যদিও কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানের রশ্মি বিকাশ পাইবার উপক্রম হয়, অমনই অজ্ঞানতার ঘোর কুয়াশা-জাল আসিয়া সে ক্ষীণ-রেখাকে ডুবাইয়া দেয়। তাই মোক্ষেচ্ছু সাধক কাতরে জানাইতেছেন,— 'হে ভগবন্। আমাদের মধ্যে যেন আপনার বিষয়ক দিব্যজ্ঞান কদাচ বিলুপ্ত না হয়; অজ্ঞানতা আসিয়া যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে। আমাদিগের জ্ঞান যেন প্রতিদিনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আপনি আমাদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।'

মন্ত্রের যে প্রার্থনার ভাব, আমাদের প্রকাশিত বিবিধ অন্বয়ে এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিস্ফুট হইবে। মন্ত্রার্থ আলোচনা-প্রসঙ্গেও তদ্বিষয় বিশদীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার আর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন॥ (৩অ—১খ—৩অ—৭সা)॥

---

## সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তের ষড়বিংশ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। উত্তরার্চিক ৬।৩।১৯, উহ ২।১৭।

২। এই মন্ত্রের গেয়গান তিনটী। গান তিনটীর নাম; যথা,—"ব্যাপানাম্ ইন্দ্রস্য বা; সংশানানি, ত্রাত্রাণি বাসিষ্ঠানি বা।"

৩। বিবরণ-মতে 'শক্তি'ও ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়; যথা,—"শক্তিরিন্দ্রমাহ ইতি।"

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র হমৈঁ কর্ম্ম বা জ্ঞান দো। জৈসে পিতা পুত্রোংকো ধন দেতা হৈ বৈসে হমৈঁ ধন দো। হে ইন্দ্র। বহুতসে হম জীব সূর্য্যকো প্রতিদিন প্রাপ্ত হো।"

—:০:—

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্‌ভবা নঃ সধমাদ্যে।
১২ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
ত্বন্ন উতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরা বৃণক্‌ ॥ ৮ ॥

• • •

গেয়-গানম্‌।

৫র ১ ২ ২ ১র ২ ১ ২
১। মা ন ইন্দ্রা। পরাবা ৩ র্ণাক্‌। ভবা নঃ। সধমাহদী ৩ য়াই।
১ রর ২ ২ ১র র ২
ত্বন্ন উতী ত্বমি আপি ৩ য়াম্‌। মা ন ইন্দ্র পরা বৃণা ৩ ১
২ ৫
উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা ॥ ৮ ॥

• • •

৩র ৪ ৫৪ ৫র ৩২৮ ৩র৪ ৫ ৫১ র ২
২। মা ন ইন্দ্র পরা। বৃণাক্‌। মা ন ইন্দ্রা। পরাবা ২ ৩ র্ণাক্‌।
১র৪ ১র ২ ১ র ১
ভবা ২ নঃ সাধমাদা ২ ৩ য়াই। ত্বন্ন উতী ২। ত্বমিন্না ২
১র ২র১ ২ ১র
আপিয়াম্‌। মানাআ। ২ ৩ ইন্দ্রা। পরাবা ২ ৩
২ ১
র্ণা ৩ ৪ ৩ ক্‌। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ইন্দ্র (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'নঃ' (ভবদনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ অস্মান্‌) 'মা পরাবৃণক' (মা পরিত্যাক্ষীঃ, পরিত্যাগং মা কার্ষী ইত্যর্থঃ); পরন্তু, 'নঃ' (ভবদনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ অস্মান্‌) 'সধমাদে' (সহমাদনহেতুভূতে, ভবতাং প্রীতিদায়কে, যথা—অস্মাকং পরমানন্দদায়কে কর্ম্মণি নিযোজ্য ইত্যর্থঃ, যথা—ভক্তিসুধাগ্রহণায় অস্মাভিরনুষ্ঠিতেষু সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মেষু সদা বিদ্যমানঃ ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বথা) 'ভব' (তিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); হে 'ইন্দ্র' (হে পরমাত্মন্‌) 'ত্বং নঃ' (ত্বং অস্মাকং) 'উতী' (রক্ষিতা ধনু, রক্ষকঃ প্রতিপালকঃ ভব ইত্যর্থঃ); অথবা 'ত্বং নঃ' (ত্বং অস্মান্‌) 'উতী' (ভবৎসম্বন্ধিষু রক্ষাষু স্থাপয়

ইতি শেষঃ, অস্মান্ রক্ষ ইতি ভাবঃ); পরন্তু 'ঘমিৎ' (ত্বং হি, ত্বমেব খলু) 'নঃ' (অস্মাকং) 'আপ্যং' (বন্ধুঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ত্বমেব ত্বাং যাচামহে ইতি ভাবঃ); অতঃ 'ইন্দ্র' হে (ভগবন্) 'নঃ' (ভবদনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ অস্মান্) 'মা পরা বৃণক্' (মা পরিত্যাক্ষীঃ পরিত্যাগং মা কার্ষী ইত্যর্থঃ, অস্মান্ উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মান্ ত্বাং প্রাপয় সংরক্ষ চ। অপিচ, অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নান্ কৃত্বা অস্মাভিঃ সহ মিলিত ভব; অথবা, হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার্য্য অস্মাকং কর্ম্মসু অধিষ্ঠিতঃ ভব। যেন ত্বয়া সহ সখিত্বং ভবতি, অপিচ পরাজ্ঞান প্রভাবেন যেন ভবৎস্বরূপং জানীমঃ, হে ভগবন্, কৃপয়া তদ্বিধেহি। (৩অ—১ব—৫দ—৮সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাদিগকে আপনি পরিত্যাগ করিবেন না; পরন্তু আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমাদিগকে আপনার প্রীতিদায়ক (আমাদিগের পরমানন্দপ্রদ) কর্ম্মে নিযোজিত রাখিয়া সর্ব্বথা, বিদ্যমান রহুন,—আমাদিগের ভক্তিসুধাগ্রহণের জন্য আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মের সহিত অবস্থিতি করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের রক্ষক ও প্রতিপালক হয়েন; অথবা আপনি আমাদিগকে আপনার সম্বন্ধযুত রক্ষাসমূহে স্থাপিত করুন; অর্থাৎ, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনিই আমাদিগের বন্ধু ও আকাঙ্ক্ষণীয়, অথবা, আপনাকেই আমরা প্রার্থনা করি। অতএব, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; পরন্তু আমাদিগকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। অপিচ, আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন করিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। অথবা, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিয়া আমাদিগের সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকুন। যাহাতে আপনার সহিত সখিত্ব সংস্থাপিত হয় এবং পরাজ্ঞানপ্রভাবে যাহাতে আপনার স্বরূপ জানিতে পারি, হে ভগবন্, কৃপাপূর্ব্বক তাহার বিধান করুন।)॥ (৩অ—১ব—৫দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথাষ্টমী। হেতু‌ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'নঃ' হবিষাং প্রদাতৃন্ অস্মান্ 'মা পরাবৃণক্' মা পরিত্যাক্ষী (বৃজী বর্জ্জনে লৌধাদিকঃ লঙিরূপং) ভবেবহি ত্বং সোঽস্মাকং 'সধমাদে, সহমাদহেতুভূতে যজ্ঞে সোমপানায় ভব। কিঞ্চ। হে ইন্দ্র।

নোহস্মান্. ত্বমেব উতী উত্যা স্থাপয়। যদ্বা। উতী। ব্যত্যয়েন কর্ত্তরি ক্তিচা নিপাতিতঃ ত্বমেবাস্মাকং রক্ষিতা খলু। তথা 'ত্বমিৎ' (ইদবধারণে) ত্বমেব মোহস্মাকং 'আপ্যং' জ্ঞাতেয়ং ত্বমেব বন্ধুরিত্যর্থঃ। অতএব মা ন ইন্দ্রঃ পরাবৃণগিতি গত্যর্থঃ। 'সধমাদ্যে' 'সধমাস্তঃ ইতি চ পাঠৌ। (৩অ—১খ—৩৭—৮সা)॥

* * *

## অষ্টম (২৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্। আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। যখন একবার আশ্রয় দিয়াছেন, যখন একবার কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন, তখন আর যেন নিদয় হইবেন না। আপনার আগমনে, আপনার অধিষ্ঠানে, সংসারের সকল পাপ দূর হয়, সংসার-অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদ—হৃদয়ে অন্ধকার-সঞ্চারী কামক্রোধাদি—অচিরে দূরে পলায়ন করে। আপনার অধিষ্ঠানে তাহারা দূরে পলায়ন করিবে, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হইব। তাই প্রার্থনা,—আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। যদি কদাচ মোহবশে কোনও কুকর্ম্মে অগ্রসর হই, সখা আপনি—বন্ধু আপনি—রক্ষক আপনি—প্রতিপালক আপনি, আপনি আসিয়া জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারে চরণে স্থান দিবেন। আমরা আপনাকেই জানি,—আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শ্রীপদে শরণ লইয়াছি। আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। দয়াময় আপনি, নিদয় হইবেন না। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হউক; হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিয়া, সেই সুধা-পানে পরিতৃপ্ত হউন। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্ব-স্বরূপ জানাইয়া দিয়া, আমাদিগকে ঐ রাতুল চরণে আশ্রয় প্রদান করুন। চরণ ধরিলাম—শরণ লইলাম। নিদয় হইবেন না, পরিত্যাগ করিবেন না; আশ্রয় দিউন, রক্ষা করুন—আমাদিগকে উদ্ধার করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই দ্যোতিত হইতেছে;

মন্ত্রের অন্তর্গত 'উতী' পদ সমস্যামূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের বিভক্তিব্যত্যয়ে সপ্তম্যন্ত পদ গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন,—'উত্যা স্থাপয়'। অথবা 'ব্যত্যয়েন কর্ত্তরি ক্তিচা নিপাতনঃ'। অর্থাৎ ব্যত্যয়ে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট হইবে। মন্ত্রের ভাব—মন্ত্রের প্রার্থনা—মন্ত্রের লক্ষ্য—মন্ত্রার্থ আলোচনা প্রারম্ভেই প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সধমাদ্যে' পদে ইন্দ্রদেবের সোমপানে প্রমত্ত হইবার ভাব, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সহমাদনহেতুভূতে যজ্ঞে সোমপানায় ভব। ব্যাখ্যাকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন,—'আমাদের সহিত একত্র

সোমপানে প্রমত্ত হও'। একটি হিন্দী অনুবাদে দেখি 'সধমাদ্যো ভব' মন্ত্রাংশের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে;—হমারে আনন্দকে কারণভূত যজ্ঞমে সোমপানকে অর্থ প্রাপ্ত হোও'। আমরা ঐরূপ কোনও ভাবই গ্রহণ করি নাই। আমাদের মতে, প্রাণের দেবতা যিনি, ভক্ত কি তাঁহাকে কখনও প্রমত্তকর মাদক দ্রব্য প্রদান করে? স্বপ্নেও কি কখনও তাঁহার মনে সে ভাব আসিতে পারে? তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে প্রাণের সামগ্রীই উৎসর্গ করেন। অন্তরের যে ভক্তিসুধা, যে সুধাপানে ভগবান বিভোর হইয়া ভক্তের দুয়ারে বাঁধা থাকেন, সাধক মুমুক্ষু জন, সেই অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য ভগবানকে আহ্বান করেন। তাহাতে উভয়েরই আনন্দ। ভগবানও সে সুধাপানে পরিতৃপ্ত হন; ভক্তও সে সুধাদানে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এই ভাব লইয়াই 'সধমাদ্যো' পদের অর্থের সার্থকতা। এই ভাবেই 'সধমাদ্যো' পদের সার্থক প্রয়োগ। এতদ্ভিন্ন 'সধমাদ্যো' পদে অন্য ভাব আসিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। (৩অ—১খ—৩দ—৮সা)। *

—— • ——

নবমং সাম।

৩ র ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বয়মিন্দ্র ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৫
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরিস্তোতার

আসতে॥ ৯॥

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

২। এই মন্ত্রের গেয়গান দুইটী। গানদ্বয়ের নাম সম্বন্ধে "আঙ্গিরস অঙ্গিরস্য বা সামানি দ্বে" উক্ত হইয়াছে।

৩। বিবরণ-মধ্যেও 'আপ্যং' পদে 'জ্ঞাতব্যং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী হিন্দী অনুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। দুই প্রকারের দুইটী অনুবাদ; যথা,—

(ক) "হে ইন্দ্র! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমাদের সহিত একত্র-সোমপানে প্রমত্ত হও। তুমি আমাদিগকে রক্ষায় স্থাপন কর। তুমিই আমাদিগের বন্ধু। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।"

(খ) "হে ইন্দ্র হবি দেনেবালে হমেঁ মৎ ত্যাগো। তুম্ হমারে আনন্দকে কারণ-ভূত যজ্ঞমেঁ সোমপানকে অর্থ প্রাপ্ত হোও। হে ইন্দ্র হমেঁ তুম্ হী রক্ষামে স্থাপিত করো। তুম্ হমারে বন্ধু হো। হে ইন্দ্র হমেঁ মৎ ত্যাগো।"

গেয়-গানম্।

১। বয়ঙ্খা ৩ ত্বা স্থতাবন্তাঃ। আপোনব্র। ক্তবা ২ ৩ হিষাউ। বা
২ ৩। পবিত্রস্থা। প্রস্রবণাই। যুবৃত্রা ২ ৩ ৪ হান্। পা
২ ৩ রী। স্তোতারঃ। আসা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬
ই। আ ২ ৩ ৪ ৫ য্॥ ৯॥

২। ঔহোবা। বয়ঙ্খত্বাস্থতাবস্তঃ। ঔহোবা। ঔহোই।
আ:পোনবৃক্তবর্হিষঃ। পবাইর্ত্রা ৩ স্যা। প্রস্রবণেযুবা
১ ত্রা ৩ হান্। ঔ হো ৩ ই। ঔ হোই।
পরিস্তোতার আসতে। পরাইস্তো
৩ তা। রআসতা। ঔ ৩ হোবা।
হো ৫ ই। ডা॥ ৯॥

৩। ঔ হো হোহাই। আইহী। বায়াম্। ঘা ২ ৩ ৪ ত্বা। সূতা
বা ২ ৩ ৪ তাঃ। আপোনা ২ ৩ ৪ ব্। ক্তাবর্হিষাঃ। ঐ
হোই। আ ২ ৩ ৪ ইহী। পাবিত্রা ২ ৩ ৪ স্যা।
প্রাস্রাবা ২ ৩ ৪ ণে। যুবৃত্রহান্। ঐহোই।
আ ২ ৩ ৪ ইহো। পারিস্তো ২ ৩ ৪ তা।
রআ ৩ সা ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। আ
২ ৩ ৪ ভৌ॥ ৯॥

৮৪ ৫ ৪　　৫ র　৪ ৫　১ ৪র ২　১ ২

৪। বয়ঞ্চত্বোহাই। সুতাবস্তো বা। আপোনয়ু। ক্তবার্হা ১ ইষা

২　২　১ ২　১ ২র　১ ২

২ ৩ঃ। হোবা ৩ হাই। পবিত্রস্য প্রস্রবণে। যুবাত্র্ত ১ হা

১ ২　২　১ ২

২ ৩ন্। হোবা ৩ হাই। পর্য্যাইস্তো ১ তা ২ ৩।

১ ২　২　১　১ ৯ ৫

হোবা ৩ হা। রআ ২ ৩। সা ২ তা ২ ৩ ৪

৫ র　৫　৫

ঔহোবা। দী ২ ৩ ৪ শাঃ ॥ ৯ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' ( বহিরন্তঃশত্রুনাশক হে ভগবন্! ) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবৎ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'বয়ং' ( তব অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ বয়ং ) ঘ' ( খলু, নিশ্চিতং ) 'সুতবন্তঃ' ( শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং অভিষুতবন্তঃ—ভবেম ইতি যাবৎ, হৃদি সঞ্চয়সমর্থাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ ) ; 'আপো ন' ( সাগর গামিনং জলমিব, জলানি যথা জলাধারেণ বারিনিধিনা সহ মিলনায় তদভিমুখং প্রধাবন্তি অপিচ জলানি যথা সমুদ্রে প্রবিশন্তি তথৎ অস্মাকং হৃদি উপজিতং শুদ্ধসত্ত্বং ( ভক্তিসুধাং বা ) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপেণ ভবতা সহ সম্মিলিতং ভবতু ইত্যর্থঃ ; ভাবঃ কিং,—তেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং সাগরগামিনং জলমিব ভবতা সহ সাম্মিলতাঃ তিষ্ঠেম ; জলানি যথা স্বতএব সাগরসঙ্গমং অভিলষন্ত, তথৎ অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎপরায়ণানি ভবন্ত—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ভবতা সহ সম্মিলনায় 'পবিত্রস্য' ( বিশুদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য, ভক্তিসুধায়াঃ ইত্যর্থঃ ) 'প্রস্রবণেষু' ( প্রস্রবণবৎ স্বতঃপ্রবহমানেষু অপ্রতিহতগমনেষু স্রোতোহভিমুখেষু ইত্যর্থঃ ) 'বৃক্তবর্হিষঃ' ( আত্মোৎকর্ষেণ বন্ধনমুক্তাঃ, যথা—পরমাত্মনি স্বীয় আত্মসম্মিলনাভিলাষিণঃ ইতি ভাবঃ) 'স্তোতারঃ' (উপাসকাঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ ) ত্বাং 'পরি আসতে' ( পর্য্যুপাসতে, উপাসনাং কুর্ব্বন্তি, যথা—ভগবন্তং প্রাপ্তু-কামাঃ সন্তঃ আত্মনঃ প্রেরয়ন্তি ইতি ভাবঃ )। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ ; ভাবঃ কিং—বিশ্ব-বাসিনঃ সর্ব্বে এব আত্মোৎকর্ষলাভায় ভগবৎস্বরূপস্য প্রণতাঃ ভবন্তি ; হে মানব! যদপি বিষয়াসক্তত্বাৎ তাদৃশো ন ; অতঃ যথা বারিনিধিনা সহ সম্মিলনায় জলরূপং আত্মানং প্রেরয়ন্ত, তথৎ ভগবতি আত্মসম্মিলনায় আত্মানং নিয়োজয়। ( ৩ দ—১খ—৩খ—৮সা ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বহিরন্তঃশত্রুনাশক হে ভগবন্! আপনার প্রীতি-সাধনের জন্য ভগবদনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে ( ভক্তিসুধাকে ) নিশ্চিতই যেন অভিষুত করি অর্থাৎ সঞ্চিত করি ; সাগরগামী জলের ন্যায় অর্থাৎ জলসমূহ

যেমন জলাধার বারিনিধির সহিত মিশিবার জন্য তাহার অভিমুখে প্রধাবিত হয় সেইরূপ, আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তিসুধা) শুদ্ধসত্ত্বাধার আপনার সহিত সম্মিলিত হউক; (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে, আমরা সাগরগামী জলের ন্যায় যেন আপনার সহিত সম্মিলিত হই;—জল যেমন স্বতঃই সাগরসঙ্গম অভিলাষ করে, আমাদিগের কর্ম্মসমূহ সেইরূপ ভগবৎপরায়ণ হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা)। আপনার সহিত সম্মিলনের আশায়, বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তিসুধার প্রস্রবণবৎ স্বতঃপ্রবহবান ও অপ্রতিহতগমন স্রোতঃঅভিমুখসমূহে আত্মোৎকর্ষের দ্বারা বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের অভিলাষী সাধকগণ বা উপাসকগণ আপনাকে অর্চ্চনা করিতেছেন—আপনাকে পাইবার কামনায় আপনাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকলেই আত্মোৎকর্ষ-লাভের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হইতেছে। হে আত্ম! বিশ্বান্তর্গত তুমিও সেইরূপ হও। নদীসমূহ যেমন বারিনিধির সহিত মিশিবার জন্য স্বকীয় জলরাশি-রূপ আত্মাকে প্রেরণ করে; সেইরূপ ভগবানে আত্মসম্মিলন জন্য তুমিও তোমার আত্মাকে নিয়োজিত কর)॥ (৩অ—১খ—৩দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ নবমী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। হে 'বৃত্রহন্' 'ত্বা' ত্বাং বয়ং 'ঘ' খলু 'সুতবন্তঃ' সোমমভিযুতবন্তঃ 'আপো ন' আপ ইব প্রবণমভিগচ্ছামঃ। 'পবিত্রস্ত' সোমস্য প্রস্রবণেষু 'বৃক্তবর্হিষঃ' স্তীর্ণবর্হিষঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং পর্য্যাসতে॥ (৩অ—১খ—৩দ—৯সা)॥

• • •

## নবম (২৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী একাধারে দ্বিবিধ ভাব লইয়া অবতীর্ণ। উহাতে এক দিকে যেমন ভগবানের অপার করুণার বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি আত্মার উদ্বোধনার ভাব প্রতীত হইতেছে। মন্ত্র কহিতেছেন,—'বারি হইতে পারিবে কি? বারি হইয়া বারিনিধির সহিত মিশিতে পারিবে কি? যদি পার, প্রস্তুত হও। বারি হইয়া বারিনিধির সহিত মিশিবার জন্য প্রস্তুত হও।' সমুদ্র যেমন এ বিশ্বসংসারের সকল বারিরাশিকে সকল নদনদীকে আপনার সহিত মিশাইতে আপনার ধনে ধনী করিতে—আপনার নিজের মত করিয়া লইতে—তরঙ্গনিকর-কর প্রসারিত করিয়া, কুলুকুলুধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা

করিতেছে,—'হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বারিরাশি। নদী-হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণী—যে রূপেই তোমরা যে যেখানে বিদ্যমান থাক, যদি আমাকে পাইতে চাও, অগ্রসর হও—নত হও। আমি এ বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছি; চারিদিকেই আমায় অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে। দিবারাত্রি অবিরাম গতিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আইস। সংসারের যত কিছু আবর্জ্জনা আছে, যত কিছু পঙ্কিলতা আছে, যত কিছু বাধাবিঘ্ন আছে, একাগ্রতার সহিত ছুটিতে পারিলে সে সকলের মধ্য দিয়াও, সে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও, আমার সহিত মিলিতে পারিবে। অগ্রসর হও—অবিরাম গতিতে ছুটিতে থাক। বাধাবিঘ্ন আপনিই অপসারিত হইবে। তোমাদের অবাধ গতির নিকট সে বাধা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে?'

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতাত্মন ভগবান বলিতেছেন,—'হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি আমার সহিত মিলিতে চাও তাহা হইলে আমাতে আত্মসমর্পণ কর। তোমরা যদি আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, সত্ত্বভাবসম্পন্ন হইতে চাও, আমার দিকে লক্ষ্য কর। সংসারের সকল ব্যস্ততার মধ্য দিয়া—সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া—সংসারের নানা দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া—সংসারের সকল তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া—আমার দিকে ছুটিয়া আইস। যদি তাহা করিতে পার; সংসারের যত কিছু মায়া-মমতা, সংসারের যত-কিছু কামনা-বাসনা, সংসারের যত কিছু লোভ-প্রলোভন,—কেহই তখন আর তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না,— তোমায় কদাচ কেহ লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। যদি আমার সহিত মিলিবার অভিলাষ থাকে দৃঢ়সঙ্কল্প স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অটল অচল মনে অগ্রসর হও;—কেহই তোমার গতিরোধ করিতে পারিবে না।' তাই বলি—হও দৃঢ়সঙ্কল্প, হও অটল, হও অচল, হও আত্মোৎকর্ষ-সাধনে দিবিষ্টচিত্ত। লক্ষ্য কর—ভগবানকে, অর্চ্চনা কর—ভগবানকে, বন্দনা কর— ভগবানকে, শরণ লও—ভগবানকে। তোমার সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, অকূল ভবপারাবারের একমাত্র কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী ভগবান, তোমাকে ভবপারে লইয়া যাইবেন,— অকূলে কূল দিবেন,—তোমার দুঃখতাপজ্বালা দূর করিয়া ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

বক্ষ্যমাণ সাম-মন্ত্রটী পূর্ব্বোক্ত ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই মনে হয়। মন্ত্র আত্মোদ্বোধনার ছলে কহিতেছেন,—'নদীসমূহ, বিশ্বের সমস্ত জলরাশি, যেমন আপনা-আপনিই সাগরের অভিমুখে বারিনিধি-সদনে অগ্রসর হয়; আমাদিগের কর্ম্মসমূহও যেমনি সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া যেন আপনাতেই মিলিত হয়; অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহ—আপনার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্ম-নিবহ—যেন আপনাকেই প্রাপ্ত হয়;—আমরা যেন আপনার প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়ত নিরত থাকি।'

মন্ত্রের অন্তর্গত দুই একটী পদ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। 'সুতাবন্তঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সোমবভিষুতবন্তঃ' অর্থাৎ আমরা সোম অভিযুত করিয়াছি। 'সুত' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সর্ব্বত্রই সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'আমরা আপনার জন্য সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি। আপনি তাহা পান করুন। আমরা জলের

ন্যায় আপনার দিকে অগ্রসর হই।' আমরা মনে করি, 'সুতাসঃ' পদের ও 'আপো ন' উপমার ভাব অনুরূপ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে এবং মন্ত্রার্থ-আলোচনার প্রারম্ভে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। 'পবিত্রস্য' ও 'প্রস্রবণেষু' পদদ্বয়ের ভাবও 'আপো ন' উপমার অনুরূপ। নদী, প্রস্রবণ যেমন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাগরসদনে প্রধাবিত হয়, অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে, হৃদয়ে ভক্তি-রস সঞ্চারিত হইলে, সে শুদ্ধসত্ত্বের ধারা, সে ভক্তির প্রস্রবণ, সংসারের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। (৩অ—১খ—৩প্র—৯সা)॥ •

## * নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। উত্তরার্চ্চিকে (২।২।১২।১), উহে (দ্বিতীয়ে ১৮, চতুর্থে ৮, নবমে ৬) এবং উনে দ্বিতীয়ে ৭ প্রভৃতিতেও এই মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

২। এই সামমন্ত্রের গেয়-গান চারিটী। তন্মধ্যে প্রথম গানের নাম—'আব্‌কারণিধনং কাথং'; দ্বিতীয় ও চতুর্থ গানের নাম—'মহাবৈষ্টভং'; এবং তৃতীয় গানের নাম—'আভিনিধনং কাথং'।

৩। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এবং একটী হিন্দীভাষায় অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

(ক) "হে বৃত্রহা! আমরা সোম অভিষব করিয়াছি, (নিম্নাভিমুখে) জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে (গমন করিব), পবিত্র (সোম) প্রস্রুত হইলে, স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে।"

(খ) "হে ইন্দ্র তুমহে নিশ্চয় সোমকা সম্পাদন কিয়ে হুএ। জলোঁকী সমান নম্র হুএ প্রাপ্ত হোতে হৈঁ। পবিত্র সোমকে রস নিকলতে মেঁ আসনবিছানেবালে স্তোতা ভী তুমহারী উপাসনা করতে হৈঁ"

৪। 'পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু' পদদ্বয়ের অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন—'পবিত্রস্য সোমস্য প্রস্রুতেষু', অর্থাৎ 'সোম প্রস্রুত হইলে।' 'পবিত্রস্য' পদে প্রায় সকল স্থলেই 'সোমস্য' অর্থাৎ 'সোমের' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু' পদদ্বয়ের এবম্বিধ অর্থেও এক সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে। উহাতে এই বুঝা যায়—'হৃদয়ে পবিত্র দেবভাবের সমাবেশ হইলে, ভক্তির অমৃতধারা প্রবাহিত হইলে, ভগবানকে পূজা করিবার, তাঁহাকে বন্দনা করিবার, সামর্থ্য জন্মে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার প্রতি মন সংলগ্ন না হইলে' সে পূজায় সে আয়োজন বৃথা আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অর্থে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'হও সংকল্পশীল, সঞ্চয় কর শুদ্ধসত্ত্ব, প্রবাহিত কর ভক্তির অমৃতধারা; তবে তো তুমি তাঁর পূজার অধিকারী হইতে পারিবে।' সাগরে মিশিতে চাও, জলের ন্যায় নিম্নগামী হও; অর্থাৎ, অহঙ্কারাদি হৃদয়ের পাপপ্রবৃত্তিসমূহকে বিদূরিত কর। নদী যেমন নানা বাধা অতিক্রম করিয়া এক মনে এক প্রাণে সাগরের দিকে

দশমং সাম।

১ ২ ৩  ১ ২ ৩ ১র  ২র  ৩ ১ ২  ৩ ১ ২
যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা ওজো নৃম্ণঞ্চ কৃষ্টিষু।
৩ ১ ২  ৩  ২ ৩ ১র  ২র ৩  ১র ২র ৩ ১ ২
যদ্বা পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নমাভর সত্রা বিশ্বানিপৌংস্যা ॥১০॥

* * *

গেয় গানম্।

৫র র  ৪ ২ ৪র  ৫ র  ৫  ১  ১
১। ঔহাই। যদিন্দ্রনা। হুষীষু ৬ বা। ওজো ২ নাম্ণা ম্। চকৃষ্টি।
—  —  — ১  ২ — ১ —
ষু। ঐ ২ হী ১ আইহী ২। হা ২ উউবাই। বা ১ বা ২ পাঞ্চা ২।
র ;  —  —  —
ক্ষিতীনাম্। ঐ ২ হী ১ আইহী ২। হা ২ উউবাই।
৩ ১ র ২  ১  —  —  — ১
দ্যুম্নমাভ। বা। ঐ ২ হী ১ আইহী ২। হা ২ উউ
২ — ১ —  ১র
বাই। সা ১ ত্রা ২ বাইশ্বা ২। নিপৌংসি।
—  —  — ১
যা। ঐ ২ হী ১ আইহী ২। হা২উ উবা২।
৩  ৫ র  ৩  ৫
যা ২৩৪ ঔহোবা ! উ ২৩৪ পা॥ ১০ ॥

* * *

---

অগ্রসর হয়; সেইরূপ, অন্তরের আবিলতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পবিত্র ভক্তির স্রোতে ভাসিয়া চল। অনন্ত সমুদ্রে মিশিতে পারিবে।'

৫। 'আপো ন' উপমায় বিবরণকার নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন;—"একহুকম্ ভবতি। যথা আপঃ নদী-নির্ঝরেণ স্থানেষু নীপং পরিবাধ্য ব্যবতিষ্ঠন্তে তদ্বৎ এবং স্তোতারশ্চ স্থাং পরিবার্ধ্য ব্যবতিষ্ঠাম ইত্যর্থঃ।"

৬। ঋগ্বেদে 'সুতাবন্তঃ' এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব।) 'নাহুষীষু' (মনুষ্যত্ব-সম্পন্নেষু, সত্ত্বভাবসমন্বিতেষু বন্ধনমুক্তেষু ইতি ভাবঃ) 'কৃষ্টিষু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং, মোক্ষপ্রাপকং ইতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলং, শক্তিঃ, কর্ম্মসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'চ' (অপিচ) 'নৃম্ণং' (ধনং—পরমার্থপ্রাপকং তত্ত্বসত্ত্বরূপং বা ইত্যর্থঃ) বিদ্যতে ইতি শেষঃ; 'যদ্বা' (অপিচ যৎ প্রসিদ্ধং পরমার্থপ্রাপকং ইতি ভাবঃ) পঞ্চক্ষিতীনাং' (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমসম্বন্ধিনাং—শ্রেয়ঃসাধকং ইতি যাবৎ। 'দ্যুম্নং' (দ্যোতমানং অন্নং—প্রজ্ঞানরূপং ইত্যর্থঃ) তৎ সর্ব্বং 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); অপিচ, হে ভগবন্! 'বিশ্বানি' (নিখিলানি, সর্ব্বাণি) 'পৌংস্যা' (পৌংস্যানি, পুরুষসামর্থ্যানি বলানি চ—অস্মাকং শত্রুনাশায় ইতি ভাবঃ) 'সত্রা (সদাকালং, নিরন্তরমেব ইতি যাবৎ—অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। মন্ত্রে সাধকঃ অত্র সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং পরমার্থধনঞ্চ প্রার্থয়তি। হৃদি সঞ্জাতে শুদ্ধসত্ত্বে ভগবৎসম্বন্ধযুতে সতি পরমাত্মস্বরূপজ্ঞানরূপং তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে। জ্ঞানে উদ্দীপিতে, হৃদয়ে চ সত্ত্বভাবে উপজিতে জ্ঞানময়ঃ ভগবান্ তত্র স্বয়মেব আবির্ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যথা অস্মাসু কর্ম্মসামর্থ্যং উপজয়তি, যথা কর্ম্মপ্রভাবেণ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ সঞ্চরতি, অপিচ যথা তেন বয়ং পরমার্থং লভেম, হে ভগবন্ কৃপয়া তদ্বিধেহি। (৩অ—১খ—৩দ—১০সা)॥

• • •

অথবা,—

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'সত্রা (নিরন্তরং, নিত্যকালমেব) 'বিশ্বানি' (নিখিলানি সর্ব্বাণি) 'পৌংস্যা' (পৌরুষসামর্থ্যেন) 'নাহুষীষু কৃষ্টিষু' (মনুষ্যসম্বন্ধিনীষু প্রজাসু, মানবেষু ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ইহলোকসম্বন্ধিষু বন্ধনমূলকেষু কর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং, শ্রেষ্ঠং, যদ্বা—সদ্ভাবনাশকং) 'ওজঃ' (বলং, যদ্বা—অন্তরস্থিতানাং কামাদিরিপুশত্রূণাং প্রভাবং ইতি ভাবঃ) তথা 'নৃম্ণং' বিত্তৈশ্বর্য্যং, যদ্বা—ঐহিকসুখমূলকং পারত্রিকঅমঙ্গল সাধকং মদকরং বিত্তৈশ্বর্য্যং, তেষাং আকর্ষণং ইতি ভাবঃ) 'আভরঃ' (আহর, প্রযচ্ছ, যদ্বা—আকর্ষ সংহর ইতি ভাবঃ); অপিচ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! 'পঞ্চক্ষিতীনাং' (সর্ব্বজীবানাং—শ্রেয়ঃসাধকং ইতি যাবৎ, যদ্বা—বহিরাগতং—নানাসুখিনং সদ্বৃত্তিনাশকং ইতি ভাবঃ) 'যদ্বা' (যচ্চ প্রসিদ্ধং শ্রেষ্ঠং যদ্বা—সদ্ভাবনাশকং বন্ধনহেতুভূতং ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দ্যোতমানং জ্ঞানরূপং অন্নং, যদ্বা—শত্রূণাং প্রভাবঃ ইতি ভাবঃ) তৎ সর্ব্বং অস্মভ্যং অস্মাৎ বা 'আভর' (আহর, যদ্বা আকর্ষ সংহর ইতি ভাবঃ)। অত্র দ্বিবিধা প্রার্থনা বর্ত্ততে। লৌকিকে চ ভোগৈশ্বর্য্যলাভায় আধ্যাত্মিকে চ ভোগৈশ্বর্য্যপরিহারায় কামনা অত্র পরিস্ফুটতে। লৌকিক পক্ষে প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ইহজগতি অস্মাকং দারিদ্র্যং নাশয়, অস্মান্ সমৃদ্ধাংশ্চ কুরু। আধ্যাত্মিকে চ সাধকঃ প্রার্থয়তি—হে ভগবন্ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বহিঃশত্রূংশ্চ নাশয়, অস্মান্ স্বপদে প্রতিষ্ঠাপয় চ। (৩অ—১খ—৩দ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যত্বসম্পন্ন অর্থাৎ সত্বভাবসমন্বিত বন্ধনমুক্ত আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জনসমূহে যে মোক্ষপ্রাপক শক্তি বা কর্ম্মসামর্থ্য এবং পরমার্থ-প্রাপক শুদ্ধসত্ব-রূপ ধন বিদ্যমান আছে; অপিচ, পরমার্থ-প্রাপক ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম-সম্বন্ধীয় শ্রেয়ঃসাধক প্রজ্ঞান-রূপ দ্যোতমান যে অন্ন; সে সকলই আমাদিগকে প্রদান করুন; অপিচ, হে ভগবন্! আমাদিগের শত্রুনাশের জন্য নিখিল পুরুষ-সামর্থ্য বা শক্তিসমূহ আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধক সৎ-কর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং পরমার্থ-ধন প্রার্থনা করিতেছেন। হৃদয়ে সম্প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ব ভগবৎসম্বন্ধযুত হইলে, পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। জ্ঞান উদ্দীপিত হইলে এবং হৃদয়ে সত্বভাব উপজিত হইলে, জ্ঞানাময় ভগবান সেখানে আপনিই আবির্ভূত হয়েন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—যাহাতে আমাদিগের মধ্যে কর্ম্মসামর্থ উপজিত হয়, যাহাতে কর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের এবং তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়, অপিচ তদ্দ্বারা যাহাতে আমরা পরমার্থ লাভ করিতে পারি; হে ভগবন্, কৃপা করিয়া আপনি তাহার বিধান করুন।)॥ (৩অ—১খ—৩দ—১০সা)॥

* * *

অথবা,—

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি নিত্যকাল নিখিল পৌরুষ-সামর্থের দ্বারা মনুষ্য-সমূহে শ্রেষ্ঠ বল ও বিত্তৈশ্বর্য্য প্রদান করুন; ইহলোক-সম্বন্ধীয় বন্ধনমূলক কর্ম্ম-সমূহে সদ্ভাব-নাশক অন্তরস্থিত কামাদিরিপুশত্রুগণের প্রভাবকে এবং ঐহিক সুখমূলক পারত্রিক অমঙ্গলসাধক বিত্তৈশ্বর্য্যের আকর্ষণকে সংহরণ করুন; অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকল জীবের শ্রেয়ঃসাধক যে প্রসিদ্ধ দ্যোতমান জ্ঞান-রূপ অন্ন, সে সকল আমাদিগকে প্রদান করুন; অথবা, বহিরাগত নানামুখী সদ্বৃত্তিনাশক শত্রুর প্রভাবকে সংহার বা নষ্ট করুন। (এখানে দ্বিবিধ প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। লৌকিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য্য লাভের জন্য এবং আধ্যাত্মিক-পক্ষে ভোগৈশ্বর্য্য-পরিহারের জন্য কামনা এখানে পরিদৃষ্ট হয়। লৌকিক-পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! ইহজগতে

আমাদিগের দারিদ্র্য নাশ করুন,—আমাদিগকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। আর আধ্যাত্মিক-পক্ষে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—হে ভগবন্! আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করুন এবং আমাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)॥ ৩অ—১খ—৩স—১০সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যম্। অথ দশমী। তত্রাম্বয়িঃ। হে 'ইন্দ্র'! নাহুষীষু (নহুষ ইতি মনুষ্যনাম্ নি, ২।৩।২) তৎসম্বন্ধিনীষু 'কৃষ্টিষু' প্রজাসু (আকারঃ সমুচ্চয়ে) যচ্চ 'ওজো' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ বিদ্যতে। 'যদ্বা' যচ্চ 'পঞ্চ' পঞ্চানাং 'ক্ষিতীনাং' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চক্ষিতয়ঃ তেষাং বসুতৎ 'দ্যুম্নং' তোতমানমন্নং তৎসর্ব্বমস্মভ্যং 'আভর' আহর প্রযচ্ছ। তথা 'সত্রা' সহাভি 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'পৌংস্যা' পৌংস্যানি চাস্মভ্যমাহর। (৩অ—১খ—৩স—১০সা)॥

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

## দশম (২৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—•—

'নাহুষীষু', 'কৃষ্টিষু' এবং 'পঞ্চক্ষিতীনাং'—মন্ত্রের এই পদ-তিনটীই প্রধান সন্দেহমূলক। ঐ পদত্রয়ের অর্থ লইয়াই মন্ত্রে ভাবান্তর এবং অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে 'নাহুষীষু' পদের অর্থ গৃহীত হইয়াছে—'প্রজাসু'। তাহাতে 'নাহুষীষু কৃষ্টিষু' পদদ্বয়ের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'মনুষ্য-সম্বন্ধী প্রজাতে' অর্থাৎ 'মনুষ্যদিগের মধ্যে'। 'পঞ্চক্ষিতীনাং' পদে ভাষ্যের অর্থ,—'নিষাদ পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চক্ষিতয়ঃ তেষাং বসুতম্।' অর্থাৎ,—নিষাদ-পঞ্চম এবং চারি বর্ণ—পঞ্চক্ষিতি, তাহাদের বসুত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চক্ষিতিতে যে কিছু অন্ন আছে, নিখিল মহৎ বলসম্ভারের সহিত তৎসমুদায় আমাদিগকে প্রদান কর।' প্রার্থনাকারী আপনার দুঃখদারিদ্র্য-দুরীকরণের জন্য যেন ভগবানের নিকট অর্থ-সামর্থ্য এবং বিত্তৈশ্বর্য্য কামনা করিতেছেন,—ঐরূপ অর্থে তাহাই উপলব্ধ হয়।

আমাদিগের দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। একবিধ অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক; অন্যবিধ অর্থ—লৌকিকভাবজ্ঞাপক। আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, 'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে যেন কর্ম্মসামর্থ্য উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন সমাজের রক্ষা করিতে পারি, এবং তদ্দ্বারা যেন ভূতস্বার্থ রক্ষে। ফলতঃ যাহাতে পরমার্থ লাভ করিতে পারি, আমাদিগকে সেই কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন' কি প্রকারে এই ভাবের অধ্যাস হইতে পারে, পরবর্তী আলোচনা হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে।

'নাহুষীষু' পদের প্রচলিত অর্থ হয়—'মনুষ্যসমূহে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে।' আমরা ঐ পদের অর্থ করি—'মনুষ্যত্বসম্পন্নেষু, সত্ত্বভাবসমন্বিতেষু' অর্থাৎ 'মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাব-সমন্বিত।' কোষগ্রন্থে দেখিতে পাই,—'নহ্' ধাতুর উত্তর 'উষন্' প্রত্যয়ের দ্বারা, 'নহুষ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহারই অপত্য—মানুষ। 'নহ' ধাতুর অর্থ—'বন্ধন করা,' আর 'উষন্' প্রত্যয়ের অর্থ—'দাহ করা'। এইরূপে অর্থ পাই,—বন্ধনকে যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি 'নহুষ' পদবাচ্য। তাহা হইতেই 'নাহুষীষু' পদের অর্থ আমরা অধ্যাহার করিয়াছি। বন্ধন ছেদন হয়—কখন? যখন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; যখন সৎকর্মের দ্বারা, কর্মসামর্থ্যের প্রভাবে, শত্রুনাশের শক্তি উপজিত হয়। এইরূপে বুঝিতে পারি, মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাবসমন্বিত ব্যক্তিই 'নহুষ' পদবাচ্য। তাহারই বিশেষণে নাহুষী এবং তাহার সপ্তমীর বহুবচনে 'নাহুষীষু।' 'কৃষ্টিষু' পদের অর্থ, আমরা গ্রহণ করিয়াছি, 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু'। 'কৃষ্' ধাতু হইতে কৃষ+ক্তি অথবা কর্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয়ে 'কৃষ্টি' পদ নিষ্পন্ন। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ—কর্ষণ। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, উর্বরতা-সাধনে ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য। আর মানব-জমি কর্ষিত হয়—আত্মার উৎকর্ষ বা উন্নতি-সাধন জন্য। সাধক তাই গাহিয়াছেন,—"এমন মানব-জমিন রৈল পতিত, আবাদ ক'রলে ফল্‌তো সোণা।" যাহার কর্ষণ হইয়াছে, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইয়া যাহার চিত্তক্ষেত্র উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, 'কৃষ্টি' পদে সেইরূপ উন্নতচিত্ত ভগবৎপরায়ণ সাধু ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে। সর্বশক্তিমান ভগবান্ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধককেই প্রাপ্ত হন এবং তাই তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। এইরূপে ঐ মন্ত্রাংশে ভাব প্রাপ্ত হই, সেই 'নাহুষীষু কৃষ্টিষু' অর্থাৎ সেই সত্ত্বভাবান্বিত বন্ধনমুক্ত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের মধ্যে 'যৎ ওজঃ নৃম্ণং চ' আছে; হে ভগবন্, 'আভর' আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। 'ওজঃ' পদে 'বল ও শক্তি' বুঝায় এবং 'নৃম্ণং' পদে ধন, বুঝায়। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের যে শক্তি, তাহা তাঁহাদের সৎকর্মসাধনসামর্থ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আর তাঁহাদের সেই শক্তির ধন, তাঁহাদের পরমার্থপ্রাপ্তি বা ভগবৎ ভিন্ন আর কি বলিতে পারে? সুতরাং মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—'বন্ধনমুক্ত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধুগণ যে সামর্থ্যবলে সৎকর্মসাধনে সক্ষম হন, যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরম ধনের সাহায্যে পরমার্থ লাভ করেন, আমরা যেন সেই কর্মসামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব অর্জন করি; অর্থাৎ আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় নিয়ত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকি, নিয়ত যেন তাঁহাদের ন্যায় সদালোচনায় সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে পারি, এবং তাঁহাদের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে পরমধনলাভে সমর্থ হই।"

মন্ত্রে ভগবানের নিকট আর এক প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নং আভর'; অর্থাৎ পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে জ্যোতিষ্মান্ অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন। 'পঞ্চক্ষিতীনাং' পদের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। 'পঞ্চক্ষিতীনাং পদে, আমরা বলি, 'ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম' এই পঞ্চভূতের প্রতি লক্ষ্য আছে। আমাদিগের এই মন্তব্য পূর্বোক্ত সূক্তদ্বয়ের মন্ত্রার্থে প্রদর্শিত।

এই পঞ্চভূততত্ত্ব অধিগত করার প্রার্থনাই মন্ত্রাংশে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। এই পঞ্চ মহাতত্ত্বে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, মানুষের গতাগতি নিরোধ হয়। এই পঞ্চ মহাতত্ত্ব লইয়া সাংখ্য-দর্শনের অবতারণা। এই নরদেহ কি, কোথা হইতে আসিল; পঞ্চভূত কি, কোথা হইতে আসিল; কিরূপে, ভূতসমষ্টির কিরূপ বিকৃতিতে, এই নরদেহের এবং এই স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের সৃষ্টি হইল;—এই তত্ত্বে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যই মন্ত্রাংশের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। এখানে দেহতত্ত্বে সম্যক জ্ঞানের বিষয় উপলব্ধ হয়। 'দ্যুম্নং' পদের ভাষ্যে 'দ্যোতমানমন্নং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। যে অন্ন দ্যুতিসম্পন্ন, সে অন্ন কি? তাহাকে আমরা প্রজ্ঞান নামে অভিহিত করি। এইরূপে 'পঞ্চক্ষিতীনাং দ্যুম্নং' পদদ্বয়ের অর্থ আমরা অধ্যাহার করি—'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমসম্বন্ধিনং প্রজ্ঞানং।' তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে ভগবন্‌ আমাদিগকে পঞ্চভূততত্ত্বের অর্থাৎ পঞ্চ-মহাতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন; অর্থাৎ, আমরা যেন পঞ্চমহাতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।' পঞ্চমহত্তত্ত্বে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষ বা মুক্তি অধিগত হয়। এখানে সেই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে শেষ প্রার্থনা,—'সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা আভর'; অর্থাৎ, নিত্যকাল আমাদিগকে নিখিল পুরুষ সামর্থ্য বা শত্রুনাশের ক্ষমতা প্রদান করুন। এখানে 'পৌংস্যা' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রাংশের সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ অধ্যাহার করার পক্ষে অন্তরায় ঘটে। মানুষের শত্রুর অবধি নাই। অন্তরে বাহিরে বিবিধ শত্রু নানা দিক হইতে আসিয়া তাহাকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা সজ্‌জ্ঞান লাভের অন্তরায়, তাহারা সদ্ভাব-সঞ্চয়ের অন্তরায়, তাহারা সৎকর্ম্ম-সাধনের অন্তরায়। তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে, আত্মোদ্বোধনার অথবা আত্মোৎকর্ষতা-লাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই। তাই বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার নিকট তো কর্ম্মসামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভের অধিকারী করিবার জন্য বালকের ন্যায় প্রার্থনা জানাইলাম। কিন্তু শত্রুর উপদ্রব অক্ষুণ্ণ থাকিতে তো আমরা সে অধিকার-লাভে সমর্থ হইব না। তাই কাতরে প্রার্থনা করি,—আমাদিগকে শত্রুনাশের সামর্থ্য প্রদান করুন। এমন সামর্থ্য এমন শক্তি প্রদান করুন—যেন আমরা বহিরান্তর সকল শত্রুকেই বিনাশ করিতে পারি।'

অতঃপর, দ্বিতীয় প্রকার অন্বয়ে, মন্ত্রে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়ে, দ্বিবিধ ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে প্রথম—লৌকিক পক্ষে, দ্বিতীয়—আধ্যাত্মিক পক্ষে। এতদুভয় পক্ষেই মন্ত্রের পদসমূহের অর্থ প্রায়ই পূর্ব্ব অর্থের অনুসারী আছে। তবে 'আভর' ক্রিয়াপদের অর্থান্তর ঘটাইয়া আধ্যাত্মিক পক্ষে অর্থ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। কি ভাবে কি সূত্রে আমরা এতদুভয়বিধ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, নিম্নের আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা নিম্নে যথাক্রমে মন্ত্রের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিতেছি। লৌকিক অর্থের মধ্যেও যে উচ্চভাবমূলক আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ আছে, তদ্দৃষ্টে তাহা বেশ উপলব্ধ হইবে।

লৌকিক অর্থ,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'মাহবাযু ক্রতিঃ' পদদ্বয়কে আমরা এ ভাবে এক পদরূপে

গ্রহণ করিয়াছি। 'কৃষ্টিষু' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ 'প্রজাসু'। এ পক্ষে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'মনুষ্যসম্বন্ধিনীষু প্রজাসু, মনুষ্যেষু ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ' 'মনুষ্যগণের মধ্যে'। এই ভাবে 'বৃং' পদের অর্থ হয়,—'শ্রেষ্ঠং' এবং 'ওজঃ' 'নৃম্ণং' ও 'দ্যুম্নং, পদত্রয়ের যথাক্রমে অর্থ হয়, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, বিত্তৈশ্বর্য্য এবং শ্রেষ্ঠ অন্ন বা ভক্ষ্যভোজ্যাদি। ফলতঃ, ঐহিকের যাহা সুখসাধক, মন্ত্রে সেই সকল সামগ্রী লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানুষ কামনার দাস; কামনা মানুষের চিরসহচর। কামনাবিহীন মানুষ এ মর্ত্ত্যভূমে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সংসারের প্রতি কার্য্যে, সংসারের প্রতি সামগ্রীতে কামনা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিত। মানুষের কামনার কি অন্ত আছে? সে চায়—বিত্তৈশ্বর্য্য, সে চায়—সুখসৌভাগ্য, সে চায়—বল আরোগ্য, সে চায়—শ্রেষ্ঠ রূপগুণ, সে চায়—শ্রেষ্ঠ বসনভূষণ। ফলতঃ, মানুষের অনন্ত কামনা, মানুষের অনন্ত বাসনা। সেই কামনা-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, মানুষ ভগবানের নিকট শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন, শ্রেষ্ঠ ভক্ষ্যভোজ্য, শ্রেষ্ঠ বিত্তৈশ্বর্য্য—প্রার্থনা করে। মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের নিকট সেই প্রার্থনাই জানান হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষ বলশালী, আপনি অশেষ বিত্তশালী। আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ বলের দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধনরত্নকে, শ্রেষ্ঠ শক্তিকে এবং শ্রেষ্ঠ ভক্ষ্যভোজ্যকে আহরণ করিয়া আনিয়া তৎসমুদায় আমাদিগকে প্রদান করুন। ঐহিকের সুখকামী যিনি, যিনি ঐহিকের অকিঞ্চিৎকর সুখসাধনই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন, এরূপ কামনা—এরূপ প্রার্থনা তাঁহার পক্ষেই শোভনীয়।

আধ্যাত্মিক ভাব।—কিন্তু যাঁহারা ঐহিকের সুখ সম্পৎকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের জন্য মন্ত্র অন্য ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক অর্থ হইতেই সে ভাবের আভাস হইতে পারে। ইহলৌকিক অর্থাৎ মনুষ্য সম্বন্ধী যে ধনরত্ন, বিত্তৈশ্বর্য্যাদি, তাহা অকিঞ্চিৎকর—ক্ষণস্থায়ী। তাহাতে কেবল সংসারের বন্ধনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দৃঢ়তম করিয়া তুলে। সংসারের প্রতি সামগ্রী, ধনরত্ন বসনভূষণ প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী—সংসারের এক একটি বন্ধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ সকল সামগ্রীর প্রত্যেকটী মায়া—বন্ধনের উৎপত্তি মূল। বিত্তৈশ্বর্য্য—ঐহিকের সুখসাধক বটে, কিন্তু তাহা যে প্রত্যেকটী পারত্রিক অমঙ্গলসাধক, মনীষিগণ তাহা পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিত্তনাশে, দারিদ্র্যক্লেশে মানুষ নানা মনস্তাপ পায়;—ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে মানুষ নানা অপকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। তখন তাহার সদসৎ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়। তখন সে অসৎকেই সদ্ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসে। ফলে, সংসার-বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া আসে। হৃদয়ে সদ্ভাবের অভাব হয়। ক্রমে সে নিরয়-কূপে নিমজ্জিত হইতে থাকে। সে অবস্থা যাহাতে না আসে, তজ্জন্য সকল পাপ-প্রবৃত্তি-নাশের প্রার্থনাই মন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই ভাব হইতে মন্ত্রের বিভিন্ন পদের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

'নাহুষীষু কৃষ্টিষু' পদদ্বয়ের 'মনুষ্য-সম্বন্ধে' অর্থ হইতেই 'ইহলোকসম্বন্ধিনীষু বন্ধনমূলকেষু' অর্থাৎ 'ইহলোকে বন্ধনমূলক' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ওজঃ' পদের 'মানুষী শক্তি' অর্থ

হইতে 'অন্তরস্থিতানাং কামাদিরিপুশত্রূণাং প্রভাবং' অর্থাৎ 'অন্তরস্থিত কামাদি রিপুশত্রুর প্রভাব' অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'বৎ' পদের 'শ্রেষ্ঠং' অর্থাৎ 'ইহজগতে যাহা শ্রেষ্ঠ' এই অর্থ হইতে 'সদ্ভাবনাশকং' অর্থ পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ বিত্তৈশ্বর্য্য লাভের জন্য মানুষ প্রায়শঃই সদসৎবিচারবিমূঢ় হয়। তাই 'বৎ' পদের ঐরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। 'নৃম্ণং' পদের অর্থ—এই দৃষ্টিতেই 'ইহলোকে সুখবোধক কিন্তু পরলোকে অমঙ্গলপ্রদ মদকর বিত্তৈশ্বর্য্য' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'পঙ্ক্তিতীনাং' পদে 'বহিরাগত শত্রুর প্রভাব' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে স্বকীয় এবং পরকীয় রাজ্যের ধন অপহরণের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'পঙ্ক্তিতীনাং' পদে পরকীয় রাজ্যের ভাব মনে আসে; আর, তাহা হইতে 'বহিরাগতানাং শত্রূণাং প্রভাবং' অর্থাৎ 'বহিরাগত কামনা প্রলোভনাদি শত্রুর প্রভাব' এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সকল শত্রুর প্রভাব এবং ইহলোকে সদ্ভাবনাশক ও বন্ধনমূলক সমস্ত সামগ্রীর আকর্ষণ নষ্ট করিবার বিষয় 'আভর' ক্রিয়াপদের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে।

'আভর' ক্রিয়াপদের অর্থ সর্ব্বত্রই 'আভর প্রযচ্ছ' অর্থাৎ 'আহরণ কর বা প্রদান কর' পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে উহার বিশেষ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,—'আ' পদের আমরা 'সর্ব্বতোভাবে' অর্থ গ্রহণ করি। 'ভর' পদ 'ভ্রস্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করা যায়। 'ভ্রস্জ' ধাতুর এক অর্থ দীপ্ত পাওয়া, অপর অর্থ—ভর্জ্জন করা।' ভর্জ্জন শব্দে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করা বা ভাজা বুঝায়। এখানে ঐ দুই অর্থেই 'আভর' পদ প্রয়োগ পরিকল্পনা করিতে পারি। 'জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা শত্রুগণকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ কর, তাহাদিগকে ভর্জ্জন কর'—ঐ 'আভর' ক্রিয়াপদে এই ভাবদ্যোতিত হইতে পারে। যদিও সাধারণতঃ পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া 'আভর' পদের অর্থ 'পালন কর' নিষ্পন্ন করা হয়; কিন্তু আমরা এখানে 'আ' পূর্ব্বক 'ভ্রস্জ' ধাতু হইতে নিপাতনে ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দোহসা' পদের বিভক্তি ব্যত্যয় ভাষ্যে এবং আমাদিগের প্রথমবিধ অন্বয়ে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অন্বয়ে বিভক্তি ব্যত্যয়ের কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

অজ্ঞানতাই মানুষের প্রধান শত্রু। তদ্দ্বারাই মানুষ মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন হয়। অজ্ঞানতা সদ্ভাবকে গ্রাস করে; অজ্ঞানতায় দ্বারাই মানুষের সদ্ভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের কৃপা হইলে, অজ্ঞানতা কর্ত্তৃক সদ্ভাবনাশের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। অজ্ঞানতা বা তৎসহচর শত্রুগণ যেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে অভিভূত করে, ভগবানও সেইরূপ সুকৌশলে সেই শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন। ভগবান অজ্ঞানতাকে এবং তাহার সহকারী কামনা-বাসনা প্রলোভনাদিকে জয় করিয়া, তাহাদের আবাসস্থান বা উৎপত্তিমূল উচ্ছিন্ন করিয়া, সাধুগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবৎ-মহিমা প্রকাশক এই নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রে প্রার্থনা-মুখে প্রকটিত বলিয়া আমরা মনে করি। (৪অ—১৭—৩খ—১০সা)।

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব ( দ্বিতীয় পর্ব্ব ) তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ
প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থী দশতিঃ।

## চতুর্থী দশতি।

### প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবিতা।
র ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্ব্বাবতি শ্রুতঃ ॥ ১ ॥

### গেয়-গানম্।

৫ ৪ ৫ ৪র ৪ ১ র র ১ র
১। সত্যমিত্থাবৃ। ষা ৫ ইদসাই। বৃষজূতির্নোঽবিতা ২। বৃষা-
৭ — র ১ ২ ১
হ্যুগ্রা শৃণ্বিষা ২ ই। পরাবতাই। বৃষো ২ ৩ র্ব্বা। বাতাইশ্রু।
২ ১
২ ৩ তা। ৩ ৪ ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উগ্র' ( হে প্রভূতবলেন্দ্র ! ) ত্বং 'বৃষেৎ' ) কামানাং বর্ষকঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ ) 'অসি' ( ভবসি ) 'ইত্থা' ( 'ইত্থং', ইদং ) 'সত্যং' ( যথার্থমিতং, নিশ্চিতং ); ত্বং 'বৃষজূতিঃ' ( ইষ্টকামবর্ষণানাং ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'অবিতা' ( রক্ষিতা, রক্ষকঃ ইতি যাবৎ )

ভব ইতি শেষঃ; ত্বং হি (সত্যং) 'বৃষা' (কামানাং বর্ষকঃ পূরকঃ) এবং 'শৃণ্বিষে' (শ্রয়সে, বিদিতোঽসি ইত্যর্থঃ); 'পরাবতি' (দূরেঽপি, পরকালে পরলোকে বা ইত্যর্থঃ) তথা অপিচ 'অর্ব্বাবতি' (নিকটেঽপি, ইহলোকে ইহকালে বা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ, মঙ্গলবিধায়কঃ) 'শ্রুতঃ' (এবং বিদিতোঽসি ইত্যর্থঃ); উভয়লোকে ত্বং অস্মাকং রক্ষক ভব—ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশকশ্চ। ভগবান সদ্ভাবসম্পন্নানাং রক্ষকঃ ইহকালে পরকালে চ সর্ব্বেষাং অভীষ্টপূরকঃ মঙ্গলবিধায়কশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু; ইহকালে পরকালে চ কল্যাণং বিধেহি॥ (৩অ—১খ—৪দ—১সা)॥

অথবা।

'উগ্র' (হে প্রভূতবলেন্দ্র) 'সত্যং' (সৎস্বরূপঃ) ত্বং 'বৃষেৎ' (কামানাং বর্ষকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ইত্থা' (ঈদৃশঃ ত্বং) 'বৃষজূতিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং কাময়িতৄণাং, শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষিণাং ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অবিতা' (রক্ষিতা, রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'বৃষা হি' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ এব) 'শৃণ্বিষে' (এবং বিদিতোঽসি); 'অর্ব্বাবতি' (সদ্ভাবসমন্বিতেষু হৃদয়েষু ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বৃষঃ' (অভীষ্টপূরকঃ, সর্ব্বার্থসাধকঃ ইতি যাবৎ) ইতি 'শ্রুতঃ' (বিদিতঃ, স্বতঃসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ); কিন্তু 'পরাবতি' (সদ্ভাবপ্রবশূন্যে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বৃষঃ' (বর্ষণশীলঃ, সদ্ভাবজনকঃ ইত্যর্থঃ) এব অসি। ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞাপকঃ নিত্যসত্য প্রকাশকোঽয়ং। অতি অকিঞ্চনোঽপি যদি ভগবতি সংস্কৃতচিত্তঃ ভবেৎ, সর্ব্বার্থধারকঃ ভগবান্ তামুদ্ধারয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চনোঽহং ভবদনুগ্রহং যাচে; অশেষকরুণাধারস্ত্বং মাং সদ্ভাবসমন্বিতং সৎকর্ম্মপরায়ণঞ্চ কুরু; তেন মামুদ্ধারয়। (৩অ—১খ—৪দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রভূতবল ইন্দ্র! আপনি সর্ব্বাভীষ্টপূরক, ইহা সত্য; আপনি ইষ্টকাময়মান আমাদিগের রক্ষক হউন। আপনি সত্যই সকল কামনার বর্ষণকারী (পূরক) বলিয়া বিদিত আছেন; পরলোকে ও ইহলোকে আপনি অভীষ্টবর্ষণশীল মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া বিদিত হয়েন; প্রার্থনা—উভয়লোকেই আপনি আমদিগের রক্ষক হউন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমুলক ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভগবান্ সদ্ভাবসম্পন্ন জনের রক্ষক; তিনি ইহকালে ও পরকালে অভীষ্টপূরক ও মঙ্গলবিধায়ক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করুন এবং ইহকালে ও পরকালে আমাদিগের মঙ্গল-বিধান করুন)॥ (৩অ—১খ—৪দ—১সা)॥

অথবা,—

হে প্রভূতবল ইন্দ্র! সৎস্বরূপ আপনি সকল অভীষ্ট-পূরক হয়েন; ঈদৃশ আপনি, শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী আমাদিগের রক্ষক হউন। আপনি অভীষ্টবর্ষণশীল বলিয়া বিদিত; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়ে আপনি সর্ব্বার্থসাধক ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু সত্ত্বসংশ্রব শূন্য হৃদয়েও আপনি বর্ষণশীল অর্থাৎ সদ্ভাবজনয়িতা। (এই মন্ত্র ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। অতি অকিঞ্চন জনও যদি ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হয়, সর্ব্বার্থদাতা ভগবান তাহাকে উদ্ধার করেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! অতি অকিঞ্চন আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। অশেষকরুনাধার আপনি আমাকে সদ্ভাবসমন্বিত ও সৎকর্ম্মপরায়ণ করুন,—তদ্দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (৩অ—১খ—৪দ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে 'উগ্র' উদ্গূর্ণেন্দ্র! ত্বং 'সত্যম্' 'ইত্থা' ইত্থং 'বৃষেৎ' কামানাং বর্ষক এবাসি 'বৃষজূতিঃ বৃষভিঃ সেক্তৃভিঃ সোম-রসস্য সোতৃভিশ্চাহূতো 'নঃ' অস্মান্ 'অবিতা' রক্ষিতা ভবসি। 'বৃষাহি' সেচক এব 'শৃণ্বিষে' শ্রূয়সে। 'পরাবতি' দূরেঽপি 'বৃষেব' কামানাং সেচক এবাসি। 'অর্ব্বাবতি' সমীপেঽপি 'বৃষা' সেচক এব 'শ্রুতঃ' অশ্রূয়ত॥ ১॥

'অবিতা' 'অবৃতঃ'—ইতি চ পাঠৌ॥ ১॥

• • •

# প্রথম (২৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, কোনও কোনও স্থলে তাহের অর্থের সহিত তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যখ্যা এই,—"হে উগ্র! তুমি সত্যই এইরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষীগণ কর্ত্তৃক আহূত এবং আমাদের (শত্রুকর্ত্তৃক) অপরিবৃত। তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাতি আছে।" এতদনুসারে বুঝা যায় 'সত্যমিত্থা' পদের অর্থ হইয়াছে—সত্যই এইরূপ; 'বৃষজূতিঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'আমাদের (শত্রু-কর্ত্তৃক) অপরিবৃত।' কিন্তু ভাষ্যে ঐ সকল পদের অর্থ স্বতন্ত্ররূপ পরিদৃষ্ট হয়। তাহানু-সারে, 'সত্যমিত্থা' পদদ্বয়ে অর্থ হয়—'সত্যং ইত্থা ইত্থং।' ত্বং পদের সহিত অন্বয় করিতে হইলে 'ইত্থং' পদকে ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না। নচেৎ,

'ইত্থা' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ের আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার 'ইত্থা' পদকে ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতীত হয়। 'বৃষভ্ভিঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'সোমরসস্ত সেক্তৃভিশ্চাহুতঃ'; অর্থাৎ, সোমরস-সেক্তৃগণের দ্বারা আহূত। ভাষ্যে ঐ পদ 'নঃ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় তাহা হয় নাই। তারপর, ভাষ্যকার 'অবিতা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'রক্ষিতা'; এবং 'ভবসি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া, ঐ 'অবিতা' পদকে তিনি ইন্দ্রের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত ব্যাখ্যায় যদিও সেই ভাবেই 'অবিতা' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহার অর্থ হইয়াছে—অন্যরূপ। এইরূপে ভাষ্যকারের সহিত ব্যাখ্যাকারের মতানৈক্য ঘটিয়াছে।

আমরাও, আমাদিগের ব্যাখ্যাতে কোনও স্থলে, ভাষ্যানুসারী পন্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ, সকল স্থলে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতে গেলে, মন্ত্রের ভাবান্তর ঘটে। আমাদিগের মন্ত্রার্থ তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছে। আমরা দুইটী অন্বয়ে মন্ত্রের দ্বিবিধ ভাব প্রকটন করিয়াছি; কিন্তু মূল লক্ষ্য একই আছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী একাধারে ত্রিবিধ ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে; উহা যেমন নিত্য-সত্য-প্রকাশক, তেমনই ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, আবার তেমনই আত্মোদ্বোধনে প্রার্থনামূলক। ভগবান সৎস্বরূপ, সকল অভীষ্টের পূরক, সকলের রক্ষক, ইহকালে পরকালে গতিমুক্তি-দায়ক। ইহা নিত্যসত্যমূলক এবং ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশক। এই সত্যতত্ত্ব হইতে মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ে এই সঙ্কল্পের উদয় হয় যে,—'তিনি যখন সৎস্বরূপ, সকল অভীষ্টের পূরণকারী এবং ইহকালে পরকালে গতিমুক্তি বিধান করেন; তখন সেই সকল অধিকার লাভ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়াই একান্ত কর্তব্য। এই ভাব হইতেই প্রার্থনা আসে,—'হে ভগবন্! আমরা যেন সদ্ভাবসমন্বিত হই, আমাদিগের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়, আর আমরা যেন গতিমুক্তির অধিকারী হইতে পারি। কৃপা করিয়া হে ভগবন্ আপনি আমাদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।' আমাদিগের মতে—মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

যেরূপে আমরা মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ভাব অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। 'ইত্থা' 'সত্যং' প্রভৃতি পদের বিভক্তি ও লিঙ্গ প্রভৃতির ব্যত্যয় সংসাধিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব গ্রহণ-পক্ষে সেরূপ ব্যত্যয়-সংঘটনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। 'ইত্থা' পদ প্রথম অন্বয়ে ক্রিয়ার বিশেষণ রূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অন্বয়ে উহাকে প্রথমান্ত করিয়া 'ত্বং' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 'সত্যং' পদ উভয়ত্রই পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনে পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'বৃষভ্ভিঃ' পদের যে অর্থ ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। তবে ভাষ্যের অনুসরণে 'নঃ' পদের বিশেষণ-রূপেই উহা পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা 'বৃষভ্ভিঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'শুদ্ধসত্ত্বং কামায়িতৃণাং শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষিণাং।' ভাষ্যে উহার অর্থ আছে—'সোমরসস্ত সেক্তৃভিশ্চাহুতঃ'; অর্থাৎ, সোমরসস্ত-অভিষবকারী দিগের কর্তৃক আহূত। এখানে, সোম বা শুদ্ধসত্ত্বকামী আমরা,—এই ভাবই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এ

সকল বিষয়ের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মন্ত্রের ভাব ব্যাখ্যাবিতেই পরিস্ফুট হইবে। (৩অ—১খ—৪দ—১সা।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ০ ০ ২ ০ ২ ০ ১২০ ১ ২
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্ব্বাবতি বৃত্রহন্।

১২ ০ ২০ ১৩ ০ ১ ২ ০২০
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতবাঁ

১ ২
আ বিবাসতি ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ ২ ৪৪ ৪র ৫ ১ ২র ১ ২ A
১। ওম্। যচ্ছক্রা ৩ সীপরাবতী। যাদর্ব্বাব। তিবাত্রা১ হা২ন।

০২ ৪ ২ ২ ১র র ২
অতা ৩ঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। স্বাগীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্রাকে ১

- ১ ১ •
শিভি ২ঃ। সুতা২৩। বাঁ২ আ২৩৪।

৫র র ১ ১র৪
ঔ হোবা। এ৩। বিবা২

১০ ১ ১ ১ ১
সতী ২৩৪৫॥ ২॥

• • •

---

প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রের গেয়-গান একটী ; গানের নাম—'ইন্দ্রস্য বৃষকং।'

২। বিবরণ-মতে, 'অৃত্তি' পদ গমনার্থক (অবতি গত্যর্থঃ)। বৃষের ন্যায় গমন যাঁহার (বৃষভেব গমনং যস্য সঃ), তাঁহাকেই 'বৃষভৃত্তিঃ' বলা যায়।

৩। নিঘণ্টুক্ত 'পরাবতি পদ দূরনাম-সমূহের মধ্যে পঞ্চম পদভুক্ত।

৪ ৫ ৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ২র ১ ৭
২। যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদোহাই। র্ব্বাব ৩ তাই বৃত্রাহা ২ ৩ ৪ ন্।

৩ ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ —
অতা ৩ ৪ স্ত্বাগাই। ভাইর্দ্দগদি। দ্রাকে ১ শিভা ২ ঃ।

১ ১ ৩ ৫র র
সুতা ২ ৩। বা৺ ২ আ ২ ৩ ৪ ঔ হোবা।

১ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
বিবা ২ সতি ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শক্র' (শত্রূণাং নাশয়িতঃ হে ভগবন্।) 'যদ্' (যদা, যদ্যপি ইত্যর্থঃ) ত্বং 'পরাবতি' (দূরে, হৃদয়াৎ বহিঃপ্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, বিদ্যসে ইত্যর্থঃ); অথবা, 'বৃত্রহন্' (জ্ঞানাবরকানাং শত্রূণাং নাশকঃ হে ভগবন্।) 'যদ্' (যদা, যদ্যপি ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অর্ব্বাবতি' (সমীপে, হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি যাবৎ; হে 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ইন্দ্রদেব।) 'অতঃ' (অস্মাৎ স্থানাৎ, সর্ব্বস্থানাৎ ইত্যর্থঃ সর্ব্বেষু অবস্থাসু ইতি ভাবঃ) 'দ্যুগৎ' (স্বকীয়ৈঃ কান্তিভিঃ, সর্ব্বেষাং উদ্ভাসকৈঃ) 'কেশিভিঃ' (জ্ঞানভক্তিসহযুতৈঃ, সৎপথপ্রদর্শকৈঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রকর্ম্মভিঃ) 'সুতবাং' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন] সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আবিবাসতি' (অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মাণি আগময়তি পরিচরতি অর্চ্চয়তি আকৃষ্যতি বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সদ্ভাবসমন্বিতঃ জনঃ ভগবদনুগ্রহং লভতে। সঃ হি কেবলং ভগবৎপ্রীতিসাধকেন কর্ম্মানুষ্ঠানেন ভগবন্তং পূজয়িতুং সমর্থো ভবতি। অতঃ উপাসকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি,—হে আত্মন্। ত্বং ভগবৎ-পূজোপযোগিনং সৎকর্ম্মপরায়ণং ভব॥ (৩অ—১খ—৪দ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

শক্রগণের নাশক হে ভগবন্! যদিও আপনি দূরে—হৃদয়ের বহিঃপ্রদেশে বিদ্যমান হয়েন; অথবা, জ্ঞানাবরক-শত্রুগণের নাশক আপনি নিকটে হৃদ্দেশে অবস্থিত হয়েন; হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ইন্দ্রদেব! সেই সকল স্থান হইতে, সকল অবস্থাতে, সকলের উদ্ভাসক জ্ঞানভক্তি-সহযুত সৎপথপ্রদর্শক স্তোত্র-কর্ম্মের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধক, আপনাকে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আনয়ন করেন—আকর্ষণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও আত্মোদ্বোধক। সদ্ভাবসমন্বিত

ব্যক্তিই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। তিনিই কেবল ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে পূজা করিতে সমর্থ হন। উপাসক তাই, আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'হে আত্মন্! তুমি ভগবানকে পূজা করিবার উপযোগী সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও'।)॥ ৩অ—১খ—৪দ—২সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ দ্বিতীয়ং সাম। মেধ্যঋষিঃ। হে 'শক্র' শত্রুহননসমর্থেন্দ্র। 'যৎ' যদা 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টে দূরে দ্যুলোকদেশে 'অসি' বিদ্যসে। হে 'বৃত্রহন' বৃত্রস্য হন্তরিন্দ্র। 'যদ্' যদি বা 'অর্ব্বাবতি' অর্ব্বাচীনে তস্মাদধস্তাৎ স্থিতে তদপেক্ষয়া সমীপে দেশেংন্তরিক্ষে ভবসি তস্মাদপি। 'অতঃ' অস্মাদ্ভুলোকাদ্বা হে 'ইন্দ্র'। 'দ্যুগৎ' (গমন স্পৃ গতৌ। ক্বিপ্ 'গমঃ কৌ' বিতি অনুনাসিক লোপঃ। তুক্। 'সুপাং সুলুগিতি' ভিসো লুক্।) দ্যুলোকং প্রতি গচ্ছদ্ভিঃ যত্তাসামর্ব্বতো 'গচ্ছদ্ভিঃ 'কেশিভিঃ' কেশবদ্ভিঃ হরিভিরিবাহিতাভিঃ 'গীর্ভিঃ' 'ত্বা' ত্বাং 'সুতবান্' অভিষুত সোমবান যজমানঃ 'আবিবাসতি' আত্মীয়ং যজ্ঞং প্রতি আগময়তি। ত্বামেতৈঃ স্তোত্রৈঃ পরিচরতি বা॥ (৩অ—১খ—৪দ—২সা)।

• • •

## দ্বিতীয় (২৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

• মন্ত্রটী সরল ভাব-মূলক। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাকারগণের অর্থে মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'কেশিভিঃ' পদে এক উপমার অবতারণা করা হইয়াছে। 'কেশিভিঃ গীর্ভিঃ' পদদ্বয়ের তাই অর্থ দেখিতে পাই,—'কেশিভিঃ হরিভিরিব স্থিতাভিঃ গীর্ভিঃ।' অর্থাৎ হরিসমূহের ন্যায় স্থিত স্তোত্রের দ্বারা। 'দ্যুগৎ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ভূলোক হইতে স্বর্গাভিমুখে।' এইরূপে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"হে শক্র! হে বৃত্রহা! তুমি যে দূরদেশে থাক, বা যে নিকট-দেশেই থাক, তথা হইতে, এই ভূলোক হইতে, স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এই স্তুতি দ্বারা অভিযুত সোমবান্ যজমান যজ্ঞে আনয়ন করিতেছে।' বলা বহুল্য, ইহাতে কোনই ভাব উপলব্ধ হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে আমরা কোনও উপমা স্বীকার করি না। 'দ্যুগৎ' পদেরও ভাষ্যানুসারী বা প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারী অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করি না। সাধারণ ভাবে 'কেশিভিঃ' পদকে 'গীর্ভিঃ' পদের বিশেষণ বলিয়াই মনে করি। 'কেশিভিঃ' পদের অর্থ, আমাদের মতে, 'জ্ঞানভক্তিসংযুক্তৈঃ, সৎপথপ্রদর্শকৈঃ'; অর্থাৎ, জ্ঞানভক্তিসংযুত ও সৎপথপ্রদর্শক। 'গীর্ভিঃ' পদের অর্থ—'স্তোত্রকর্ম্মভিঃ'; অর্থাৎ, স্তোত্রকর্ম্মের দ্বারা। কিরূপ 'গীর্ভিঃ'? না,—'কেশিভিঃ।" অর্থাৎ, কিরূপ স্তোত্রকর্ম্ম?—না, যাহা জ্ঞানভক্তিসমন্বিত ও সৎপথপ্রদর্শক। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে লইয়া যায়, তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়ক হইয়া

থাকে। 'দ্যুগৎ' পদ নিঘণ্টুতে 'ক্ষিপ্র' নামসমূহের মধ্যে পঠিত হয়। তদনুসারে আমরা 'দ্যুগৎ' পদের এক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি—'ক্ষিপ্রগচ্ছন্তিঃ।' আবার 'দ্যুগৎ' পদে 'সর্ব্বতো গচ্ছন্তিঃ' (ভাষ্যানুসারী) এবং 'দ্যুতিমন্তিঃ' অর্থও উপলব্ধি হইতে পারে। এ স্থলে ঐ ত্রিবিধ অর্থেরই উপযোগিতা অনুভূত হয়। প্রথমতঃ 'দ্যুগৎ' পদে নিরুক্তানুসারী 'ক্ষিপ্রগচ্ছন্তিঃ' অর্থ অনুসারে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তির সহিত ভগবৎ প্রীতিসাধক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সে কর্ম্ম যত সত্বর ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। আবার, জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা কর্ম্ম নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইলে, সে কর্ম্মের ন্যায় ভগবৎপ্রীতিসাধক কর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। তখনই কর্ম্ম দীপ্তিমন্ত সমুজ্জ্বল হয়,—যখন সে কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগিতা সংঘটিত হইয়া থাকে। অপিচ, সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্যই চারিদিকে বিঘোষিত হইয়া থাকে,—যে কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ সাধিত হয়; এবং যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এবম্প্রকার ভাব হইতেই আমরা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'দ্যুগৎ কেশিভিঃ পীর্ভিঃ' মন্ত্রাংশের ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ ভাবই মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে সঙ্গত।

ভগবান যেখানেই থাকুন, ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি দূরেই থাকুন আর নিকটেই থাকুন, দ্যুলোকেই থাকুন আর ভূলোকেই থাকুন, স্বর্গেই থাকুন আর অন্তরিক্ষেই থাকুন, অন্তরেই থাকুন আর বাহিরেই থাকুন—যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, করুণাময় তিনি, প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারেন কি? তখন, তিনি আপনিই আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। মন্ত্রে এই আদর্শই প্রকটিত বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'তোমরা ডাকার মত একবার ডাক দেখি। প্রাণ ভরিয়া সেই দয়াল ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন কর দেখি। দেখ দেখি, কেমন করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন।' ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য-সঞ্চয়ের জন্যই, এই মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। (৩অ—১খ—৪দ—২সা)॥ *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান দুইটী। গান দুইটীরই নাম—'তোতে বৈগতে বা।'

২। বিবরণ-কারের মতে 'দ্যুগৎ' পদের অর্থ 'ক্ষিপ্রং।' নিঘণ্টুতে 'দ্যুগৎ' পদ ক্ষিপ্রনামসমূহের মধ্যে সপ্তবিংশতিতম পর্য্যায়ে পঠিত হইয়া থাকে (২১৫)।

৩। 'আবিবাসতি' পদের অর্থ-সম্বন্ধে বিবরণকার বলেন,—'রেভ ঋষি পরোক্ষভাবে রেভ প্রভৃতিই নির্দ্দেশ করিতেছেন। উহার অর্থ—রেভ নামক ঋষি পরিচর্য্যা করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে বিবরণকারের উক্তি,—'রেভ আত্মানমেব পরোক্ষরূপেণ প্রতিনিদ্দিশতি। রেভো নামর্ষিঃ পরিচরতীত্যর্থঃ।'

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১র ২র
অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহা বিচেতসম্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥ ৩ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ ৪ ৫র র৪ ৫ ৪ ২র ১ — ১ ৩ ১২৩
১। অভি বো বীরমন্ধসাঃ। মদেষ ৫ গায়া ২। গিরামা হা ৩। বোচতা
২ ৪৩র৪ ১ ২র১ ৩
২ ৩ ৪ সাম্। ইন্দ্রন্নামা। শ্রুত্যং শাকা ২ ই। না ২ ৩ ৪
৫র র ২র ১৩১১১১
ঔ হোবা। বচো উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, যুষ্মাকং হিতায় ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসঃ মদেষু' (শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদ্যমানেষু, যুষ্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়িত্বা সঞ্চারয়িত্বা বা ইতি ভাবঃ) 'বীরং' (শত্রূণাং নাশয়িতং) 'নাম' (রিপূণাং নময়িতারং, রিপুদময়িতারং ইত্যর্থঃ) 'বিচেতসং' (বিশিষ্টপ্রজ্ঞং, চৈতন্যস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'শ্রুত্যং' (বিশ্ববিশ্রুতং, জগদারাধ্যং ইত্যর্থঃ) 'শাকিনং' (শক্তিমন্তং, শক্তেরাধারং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'বচঃ' (তস্য প্রীতিসাধিকা স্তুতিঃ, তস্য প্রতিসাধকং কর্ম্ম বা) সমর্পয়ত ইতি শেষঃ; 'যথা' (এবং যেন প্রকারেণ—বিহিত অর্চিতেন প্রকারেণ ইত্যর্থঃ) 'মহা' (মহত্যা) 'গিরা' (যেন স্তোত্রেণ) 'গায়ত' (তস্য মহিমানাং গানং কুরুত, তাং অনুসরত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রতিসাধকং কর্ম্ম যেন প্রকারেণ অনুষ্ঠিতং ভবতি, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ, যূয়ং তদেব অনুষ্ঠানং কুরুত—ইতি ভাবঃ। (৩খ—১খ—৪দ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের হিতের জন্য, তোমাদিগের মধ্যে শুদ্ধ-সত্ত্ব উৎপাদন বা সঞ্চার করিয়া, শত্রুগণের নাশক রিপুগণের দমনকারী, বিশিষ্টপ্রজ্ঞ—চৈতন্যস্বরূপ, জগদারাধ্য, শক্তিমন্ত—সকল শক্তির আধার, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, তাঁহার প্রীতিসাধক স্তুতি

অথবা তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সমর্পণ কর; এবং যে প্রকারে বিহিত আছে সেই প্রকারে মহৎ স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার মহিমা গান কর—তাঁহার অনুসরণ কর। ( মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতি-সাধক কর্ম্ম যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, তোমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। )॥ ( ৩অ—১খ—৪দ—৩সা )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ তৃতীয়ং সাম। বৎসঋষিঃ। ইয়ং পিপীলিক মধ্যা বৃহতীতি বহ্বৃচাঃ আছন্দ্যো পাদৌ ত্রয়োদশাক্ষরৌ মধ্যমোঽষ্টাক্ষর ইতি ত্রিপদা। হে উদ্গাত্রাদয়ঃ! 'বঃ' যুয়ম্ অথবা হে যজমানাঃ বো যুষ্মাকং 'হিতায়' 'অন্ধসঃ' সোমস্য 'মদেষু' উৎপাদ্যমানেষু সংসু 'বীরং' শত্রূণাং বীরয়িতারং 'নাম' শত্রূণাং নামকং 'বিচেতসং' বিশিষ্টপ্রজ্ঞং 'শ্রুত্যং' সর্ব্বত্র শ্রোতব্যং স্তুত্যং 'শাকিনং' শক্তিমন্তং ঈদৃশং 'ইন্দ্রং'। 'মহা' মহত্যা 'গিরা' স্তুত্যা বচো বাক্ যুষ্মদীয়া 'যথা' যেন প্রকারেণ প্রবর্ত্ততে গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুভা বা তথা 'গায়' গায়ত স্তুতিং কুরুত। ( ৩অ—১খ—৪দ—৩সা )।

* * *

## তৃতীয় ( ২৬৫ ) সামের মর্ম্মার্থ।

যদি একাগ্রতা থাকে, যদি আকুলতা জন্মে, ভগবৎপ্রীতিসাধক কর্ম্ম, যখন যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ভক্তি মিশ্রিত হইলে, সেই কর্ম্মই গতিমুক্তির কারণ হয়। কর্ম্ম যখন ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, প্রার্থনা যখন ভক্তিবিমিশ্র হয়, প্রাণ খুলিয়া যখন ডাকিবার সামর্থ্য জন্মে, তখনই ভগবানের করুণাধারা বিগলিত হইয়া থাকে। একাগ্রতা না থাকিলে, অঙ্গে অঙ্গে মিশাইবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা না থাকিলে, ভক্তির বিমল আলোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত না হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার সামর্থ্য জন্মিতে পারে কি? তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'একাগ্রচিত্ত হও, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইবার উন্মাদনায় প্রমত্ত হও, আত্মায় আত্মসম্মিলনের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হও, শুদ্ধসত্ত্বের প্রখর জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত কর। সে অবস্থায়, যেমন করিয়াই তাঁহাকে ডাকিবে, সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছিবেই পৌঁছিবে; সে অবস্থায়, তাঁহার উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম, যেমন ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সে কর্ম্ম তাঁহাকে প্রাপ্তির কারণ হইবেই হইবে।'

আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-সম্বন্ধে এই দৃষ্টিতেই মতান্তর ঘটিয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে স্তোতৃগণ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হইলে বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সামর্থ্যবান্, শত্রুগণের অবনতিকর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়, সেইরূপ মহতী স্তুতি

দ্বারা স্তব কর।' এখানে 'মদেষু' পদের অর্থ লইয়া একটু মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। 'মদেষু' পদে, ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায়, সোমপানজনিত মত্ততার ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সে অর্থ স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপস্থিত হইলে, অন্তরে ভক্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইলে, যে পরমানন্দ জন্মে, 'মদেষু' পদের তাহাই লক্ষ্যস্থল। ( ৩অ—১খ—৪দ—৩সা ) ॥]০

—— ০ ——

চতুর্থীং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তয়ে।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যঞ্চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, নবম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান একটী; গানের নাম—'কার্ত্তযশং' অথবা 'কার্ত্তবেশং।'

২। মন্ত্রে আছে,—'শ্রুত্যং বাচো যথা।' বিবরণকারের মতে ঐ বৈদিক অংশের অর্থ,—"কথমিব স্তুহি? উচ্যতে—শ্রুত্যং বচো যথা। শ্রুতৌ ভবং শ্রুত্যং, বচঃ বচনম্। যথা কশ্চিৎ শ্রুতৌ ভবং বচনং সত্যার্থমেব ব্রবীতি তদ্বৎ স্তুহীত্যর্থঃ।" ভাব এই যে,—শ্রুতিসিদ্ধ বাক্য সত্যার্থ-প্রকাশক। সেই শ্রুতিসিদ্ধ সত্য বাক্যের দ্বারা স্তব কর।

৩। 'শাকিনং' পদে যাঁহার শক্তি আছে, তাঁহাকে বুঝায়। আবার যাঁহাতে সকল শক্তি বিদ্যমান, 'শাকিনং' পদে তাঁহাকেও লক্ষ্য করে। এই জন্যই আমরা ঐ 'শাকিনং' পদে 'শক্তিমন্তং শক্তোধারং' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতৎসম্বন্ধে নির্ব্বচন,—"শক্নং শাকঃ শক্তিঃ, সা যস্যাস্তি, তম্।"

৪। মন্ত্রাংশসমূহের মধ্যে 'মহো' পদ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। 'নৃণাং মনুষ'—মন্ত্রানুসারে আছে।

গেয়-গানম্।

১। ইন্দ্রত্রিধা ১ তুশরণাম্। ত্রিবরূথ৺ সুবস্তয়াই। ছর্দির্যা ২ ৩ চ্ছা।
মাঘবস্ত্যঃ। চামহ্যা ২ ৩ ঞ্চা। যাবয়া ২ ৩ দী। দ্যুমে ২ ভিয়া।
ও ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( হে ভগবন্! ) ত্বং 'স্বস্তয়ে' ( অস্মাকং অবিনাশায় মঙ্গলায় ইত্যর্থঃ ) 'ত্রিধাতু' ( কামক্রোধলোভাদিভিঃ বিমুক্তং, যদ্বা—বায়ুপিত্তশ্লেষ্মাত্রিধাতুসম্বন্ধবিরহিতং, যদ্বা—সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতং, যদ্বা—আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক-ত্রিবিধদুঃখনাশকং ইত্যর্থঃ ) তথা 'ত্রিবরূথং' ( জন্মজরামরণরহিতং ইতি ভাবঃ ) 'ছর্দ্দিঃ' ( হৃদয়ং, পরমং সুখং ) 'চ' ( এবং, 'শরণং' ( পরমাশ্রয়ং ) 'মহ্যং' ( মাং ) 'প্রযচ্ছ' ( দেহি ), 'চ' ( অপিচ ) 'মঘবদ্ভ্যঃ' ( শুদ্ধসত্ত্বকাময়মানেভ্যঃ ইত্যর্থঃ ) এভ্যঃ' ( অস্মৎসকাশাৎ ইতি যাবৎ ) 'দিদ্যুং' ( শত্রুণাং প্রেরিতং শাণিতং আয়ুধং ; 'যাবয়া' ( যবয়, দূরীভূতং কুরু, নিবারয় ইত্যর্থঃ )। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! তবানুগ্রহেণ যেন বয়ং পরমসুখং পরমাশ্রয়ঞ্চ লভেম। ( ৩অ—১খ—৪দ—৪সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অবিনাশী অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য, কামক্রোধলোভাদিপরিশূন্য ( অথবা—বায়ুপিত্তশ্লেষ্মাত্রিধাতুসম্বন্ধবিরহিত, অথবা—আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখনাশক, অথবা—সত্ত্বরজস্তমঃ-ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত ) এবং জন্মজরামরণরহিত পরম সুখ ও পরমাশ্রয় আমাকে প্রদান করুন; অপিচ, শুদ্ধসত্ত্বকাময়মান এই আমাদিগের নিকট হইতে শত্রুগণের প্রেরিত শাণিত অস্ত্রকে দূরীভূত করুন। ( মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা পরম সুখ ও পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হই। )॥ ( ৩অ—১খ—৪দ—৪সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ চতুর্থং সাম। ভরদ্বাজঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'ত্রিধাতু' ত্রিপ্রকারং ত্রিভূমিকং 'ত্রিবরূথং' ত্রয়াণাং শীতাতপবর্ষাণাং বারকং 'স্বস্তয়ে' অবিনাশায় 'ছর্দিঃ' ছর্দিষ্মৎ আচ্ছাদনযুক্তং এবংগুণবিশিষ্টং 'শরণং' গৃহং 'মঘবদ্ভ্যশ্চ' মহৎ হবির্লক্ষণং ধনং তদ্বদ্ভ্যশ্চাস্মদীয়েভ্যো যজমানেভ্যঃ 'মহ্যং' স্তোত্রে চ' 'প্রযচ্ছ' দেহি। অপি চ। 'এভ্যঃ' সকাশাৎ 'দিদ্যুং' শক্রপ্রেরিতং দ্যোতমানমায়ুধং 'যবয়' পৃথক্ কুরু ॥ (৩অ—১খ—৪দ—৪সা)॥

• . •

# চতুর্থ ( ২৬৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরলতামূলক; কিন্তু 'ভাষ্যের ভাব জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র। ত্রিভূমির শীতাতপবর্ষার নিবারক অবিনাশ আচ্ছাদনযুক্ত—এইরূপ গুণবিশিষ্ট গৃহকে, হবির্লক্ষণ ধনবান আমাদিগের সম্বন্ধী যজমানদিগের জন্য এবং স্তোত্রকারিদিগের জন্য প্রদান করুন। অপিচ, ইহাদিগের সমীপ হইতে শত্রুপ্রেরিত দ্যোতমান আয়ুধকে পৃথক করুন।' ভাষ্যের অনুসরণে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকারের অর্থ হইতে তাহা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের বলিয়া মনে হয়। নিম্নে সেই ব্যাখ্যা একটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে ইন্দ্র। হব্যরূপধনসম্পন্ন ঋত্বিকগণকে আমাকে এরূপ একটী গৃহ—প্রদান কর, যাহা ত্রিপ্রকার ও ত্রিনিবারক সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন ( শত্রুপ্রেরিত আয়ুধসকল ) দূরীকৃত কর।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায়,—ইন্দ্রের নিকট একটী গৃহ প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে গৃহ ত্রিপ্রকার, ত্রিনিবারক, সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক। যাহা হউক, সে গৃহ যে কি, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। • মন্ত্রের অন্তর্গত 'ত্রিধাতু', 'ত্রিবরূথং', 'ছর্দিঃ', 'শরণং', 'এভ্য', 'মঘবদ্ভ্যঃ' প্রভৃতি পদের অর্থ লইয়াই ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ত্রিধাতু পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন, 'ত্রিভূমিকং ত্রিপ্রকারং'; 'ত্রিবরূথং' পদের অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে,—'ত্রয়াণাং শীতাতপবর্ষাণাং বারকং।' 'ত্রিভূমিকং' বা 'ত্রিপ্রকার' পদে কোন্ সামগ্রীকে লক্ষ্য করে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ত্রিভূমিক বা ত্রিপ্রকার গৃহ যে কি, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। যদি 'ত্রিধাতু' পদের 'ত্রিভূমিকং' অর্থ অনুসারে, ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-সম্পর্কীয় অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেই বা কি সঙ্গত ভাব পাওয়া যায়, তাহাও বোধগম্য হয় না। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-ব্যাপী গৃহ, সে কি গৃহ? অথবা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল সম্বন্ধীয় গৃহই বা কি গৃহ? 'ত্রিবরূথং' পদের যে অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে গৃহ-সম্বন্ধে একটা অনুমান আসে বটে; কিন্তু 'ত্রিধাতু' পদের সংযোগে সে অর্থেরও বিপর্য্যয় ঘটে। 'ত্রিধাতু' পদের কেহ কেহ অর্থ করেন,—কাঠ, ইট ও পাথর; গৃহ-নির্ম্মাণের এই তিনটী উপাদান 'ত্রিধাতু' পদে সে মতে বুঝাইয়া থাকে; আর, 'শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নিবারক'—'ত্রিবরূথং' পদের লক্ষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়। তদনুসারে তৎসম্বন্ধে 'ছর্দিঃ' পদের অর্থ অধ্যাহৃত হয়—'আচ্ছাদনযুক্ত'। এইরূপে 'ত্রিধাতু ত্রিবরূথং ছর্দিঃ শরণং' অংশের অর্থ দাঁড়-

গৃহীত হইয়াছে—ইষ্টক-কাষ্ঠ-প্রস্তর-নির্ম্মিত শীতাতপ-নিবারক আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ।' অর্থাৎ, পাকা কোঠাবাড়ী ইন্দ্রদেব প্রদান করুন,—মন্ত্রে এই প্রার্থনা আছে। এরূপ অর্থ যে আসিতে পারে না, তাহা বলিতেছি না। যে প্রার্থীর এই পর্য্যন্ত কামনা, মন্ত্র তাহাকে এই অর্থই প্রদান করিবে। তবে এরূপ অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি থাকে না।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। সে পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ প্রধানতঃ অনুসরণীয়। 'ত্রিধাতু' পদে ভাষ্যে ত্রিভূমির এবং অন্যান্য স্থলে গৃহ-নির্ম্মাণের ত্রিবিধ উপাদানের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। ভূমি বা গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান বাচক এমন কি ভাব ঐ পদের অন্তর্নিহিত আছে যে, তাহাদের সম্বন্ধ টানিয়া আনিব? আমরা ঐ 'ত্রিধাতু' পদে ত্রিবিধ বন্ধন-রূপ দুঃখের বিষয়ই প্রখ্যাত দেখি। আর, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, ত্রিবিধবন্ধনজনিত সে ত্রিবিধ দুঃখ বলিতে—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ বুঝাইয়া থাকে; অথবা, বায়ু-পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুর সম্বন্ধবন্ধনযুত দেহকেও বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে, 'ত্রিধাতু' পদে সমভাব-প্রকাশক 'সত্ত্বরজস্তমঃ-ত্রিগুণসাধনভূতং' অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। আবার, কামক্রোধ-লোভাদিবিমুক্ত অর্থও ঐ 'ত্রিধাতু' পদে গ্রহণ করা যায়। কামক্রোধলোভাদিমুক্ত হইতে পারিলেই ত্রিবিধ দুঃখ নাশ হয়; বায়ুপিত্তকফ—ত্রিধাতুর সমতা যেমন শারীরিক সুস্থতার নিদর্শন, কামক্রোধলোভাদি হইতে মুক্তিলাভও সেইরূপ আভ্যন্তরিক সুস্থতার পরিচায়ক। তাহাই সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যসাধনমূলক। সাম্য-সাধনই সকল দিকের সকল অবস্থার সকল প্রকার মঙ্গলের মূলীভূত। দেহপক্ষে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ ত্রিধাতুর একটীর ন্যূনাধিক্য ঘটিলে, একটীতে বৈষম্য উপস্থিত হইলে, দেহে বৈকল্য আনয়ন করে, দেহকে পীড়াগ্রস্ত করিয়া ফেলে; অন্তর-পক্ষেও মনঃসম্বন্ধেও সেই ভাব। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই তিনটীর একটীতে যদি বৈষম্য উপস্থিত হয়, একটীতে যদি তারতম্য আসে, হৃদয়ে দারুণ উৎক্ষেপ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, সে হৃদয় দারুণ অশান্তিতে জ্বলিতে থাকে। সে ক্ষেত্রে গুণ-সাম্যসাধন ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে? সংসারের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। কি লৌকিক জগতে কি আধ্যাত্মিক জগতে—সর্ব্বত্রই এই ভাব। এই ভাব হইতেই আমরা 'ত্রিধাতু' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি,—'কামক্রোধলোভাদিভিঃ বিমুক্তং', 'বায়ুপিত্তশ্লেষ্মাত্রিধাতু-সম্বন্ধবিরহিতং' 'আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক-ত্রিবিধদুঃখনাশকং' এবং 'সত্ত্বরজস্তমঃত্রিগুণসাম্য-সাধনভূতং।' এই চতুর্ব্বিধ অর্থই মূলতঃ একই ভাবপ্রকাশক। তার পর, 'ত্রিবরূথং' পদ। 'বরূথং' পদে 'অনিষ্টনিবারণকারী' অর্থ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে 'ত্রিবরূথং' পদে ত্রিবিধ অনিষ্টের নিবারণকারী অর্থ পাওয়া যায়। জন্মজরামৃত্যু অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধনই সেই সকল অনিষ্টের কারণ বলিয়া মনে করি। কর্ম্ম-মাত্রই সাধারণতঃ বন্ধনের কারণ। কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণাত্মক; কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ বায়ুপিত্ত-কফ 'ত্রিধাতুসাম্যসাধনভূত' এই দেহাত্মক। সেই ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের অবসানেই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। জন্মজরামৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এই ভাবেই 'ত্রিবরূথং' পদের অর্থ হইয়াছে—'জন্মজরামরণনিবারকং—ত্রিবিধবরং।'

মন্ত্রের প্রার্থনার সামগ্রী—'ছর্দ্দিঃ' ও 'শরণং'। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ—'গৃহং' এবং 'আশ্রয়ং'। কিন্তু সে 'ছর্দ্দিঃ' কেমন? 'ত্রিধাতু' ও ত্রিবরূথং'—ত্রিগুণসাম্য সাধিত হয় কোথায়? সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিনের আধারভূত হৃদয়ই সেই 'ছর্দ্দিঃ' নহে কি? 'ত্রিধাতু' ও 'ত্রিবরূথং' যে হৃদয়, সে হৃদয়—বিশাল বিস্তৃত; সে হৃদয়—হিংসা-দ্বেষ-পাপশূন্য; সে হৃদয়—প্রেম-ভক্তিতে পরিপ্লুত; সে হৃদয়—লোকানুরাগে পরিপূর্ণ; সে হৃদয়—বিশ্বপ্রেমের অমৃতধারায় নিত্য অভিসিঞ্চিত। এমন যে হৃদয়, সেই হৃদয়-রূপ গৃহই তো পরম সুখের—পরম আনন্দের লীলানিকেতন। ইহা হইতেই 'ছর্দ্দিঃ' পদে ভাব আসে—'পরমসুখং পরমানন্দং।' 'ত্রিধাতু ত্রিবরূথং ছর্দ্দিঃ শরণং' অংশের তাই অর্থ হয়,—'ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত কামক্রোধাবরণ-রহিত হৃদয়-রূপ গৃহ অর্থাৎ পরম সুখ ও পরম আশ্রয়।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'ছর্দ্দিঃ' পদ 'শরণং' পদের বিশেষণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তাহাতে 'ছর্দ্দিঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'আচ্ছাদনযুক্তং'; 'ত্রিবরূথং' পদের অর্থ হইয়াছে,—'শীতাতপবর্ষাণাং বারকং।' ঐ দুই পদের ভাব—'শীতাতপবর্ষার নিবারক আচ্ছাদনযুক্ত।' আমরা কিন্তু ঐ দুইটিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে পরিগ্রহণ করিয়াছি এবং দুইটিকেই কর্ম্মবাচক বিশেষ্যরূপে পরিগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে চেষ্টা পাইয়াছি। আমরা মনে করি, আমাদের পরিগৃহীত অর্থই অধিকতর সমীচীন। তদ্ভিন্ন, শীতাতপনিবারক আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ-লাভে পারলৌকিক কোনও মঙ্গল সাধিত হয় বলিয়া মনে হয় না।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে 'মহ্যং' পদের অর্থ হয়—'ভরদ্বাজায়'; 'মঘবদ্ভ্যঃ, পদের অর্থ হয়—"হবির্লক্ষণং ধনং তদ্বদ্ভ্যশ্চাস্মদীয়েভ্যো যজমানেভ্যঃ।" অর্থাৎ, 'হবির্লক্ষণযুক্ত ধনবান যজমানদিগকে এবং ভরদ্বাজগণকে।' 'এভ্যঃ' পদের সহিত 'শরণং' এবং 'ছর্দ্দিঃ' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়; আবার 'মহ্যং' এবং 'মঘবদ্ভ্যঃ' পদদ্বয়ের সহিতও উহার সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়। ভাষ্যকার শেষোক্ত পদদ্বয়ের সহিতই 'এভ্যঃ' পদের অন্বয় করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণ করি নাই। আমাদের মতে, 'মঘবদ্ভ্যঃ' পদ 'এভ্যঃ' পদের বিশেষণবাচী। তদনুসারে 'মঘবদ্ভ্যঃ এভ্যঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়,—'ধনবদ্ভ্যঃ ভক্তিধনকামযমানেভ্যঃ অস্মৎসকাশাৎ'; অর্থাৎ, ভক্তিধনকামযমান আমাদিগের নিকট হইতে। আমরা ভক্তিধন পাইবার আকাঙ্ক্ষী; অজ্ঞানতা প্রভৃতি শত্রু তাহাদের অন্তরায়। তাহারা বিদ্যমান থাকিতে, আমরা সদ্বস্তু-লাভে সমর্থ হইব না। সুতরাং প্রার্থনা—'হে ভগবন্! সেই সকল শত্রুনাশের সামর্থ্য প্রদান করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহ্যং' পদের সহিত ভাষ্যকার ভরদ্বাজগণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। কিন্তু 'মহ্যং' পদের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ সূচনার কোনও সূত্র পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রের দ্রষ্টা—বার্হস্পত্য শংযু। অতএব শংযু ঋষিকে বৃহস্পতির অপত্য বলা হইয়াছে। ভরদ্বাজ-বংশীয়দিগের সহিত শংযুর কোনও সম্বন্ধ-সূত্র সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্য-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া নিত্যসত্য বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটাইবারই বা আবশ্যকতা কি? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা ভাষ্যকারের অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না। সাধারণ-ভাবে 'মহ্যং'

পদের যে অর্থ হয়, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে আমাদের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। প্রার্থনাকারী সাধক, সদ্ভাবে মণ্ডিত —শুদ্ধসত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষী। তিনি অবিনাশী সুখ এবং পরম আশ্রয়লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধকের সেই রকম প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে — ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। (৩দ—১খ—৪হ—৪সা)॥ ০

— • —

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২ ৩র
শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
২ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১র ২র
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি ভাগন্ন দীধিমঃ ॥ ৫ ॥

• • •

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশৎ সূক্তের নবমী ঋক (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রের গেয়-গান একটী। গানের নাম—'ইন্দ্রস্য শরণং।'

২। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"হে ইন্দ্র! তিন বর্ণে শীত ধূপ ঔর বর্ষাকো বারণ করণেবালে কল্যাণকে লিয়ে ছিপে হুএ গৃহকো হবিরূপধনবালে হমারে যজমানকো সুখ্যে তী দো ইনকে সমীপসে শত্রুওঁকে ছোড়ে হুএ দীপ্তিবান আয়ুধকে অলগ কর দো।"

৩। ত্রিধাতু পদের অন্তর্গত ধাতু-শব্দে রস বুঝায়। তাহাতে ত্রিধাতু পদে, দেব-পিতৃ ও মনুষ্যোপভোগ্য তিনটী রসের বিষয় প্রখ্যাপিত হইতে পারে। 'ত্রিধাতু' পদে 'কাম-ক্রোধ-লোভাদি বিযুক্ত' অর্থও গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ 'ত্রিধাতু' পদে, সুবর্ণ রজত ও মণি-মাণিক্যাদি যুক্ত যে গৃহ, তাহাই নির্দিষ্ট হইলে, ত্রিধাতু শরণং গৃহং' অংশের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয়। 'ত্রিধাতু' পদ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অর্থমূলক বলিয়া বিবরণকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের অনুবাদে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'ত্রিধাতু' পদের অর্থ করিয়াছেন,—

"As if the houses were constructed of more than one material, or wood, brick and stone."

গেয়-গানম্।

৫র ৫র ৫ ১ — ২ —
১। প্রায়ন্তীয়ম্। প্রায়ন্তইবসূ ৪ র্য্যাম্। বিশ্বা ২ ইন্দ্রা ২।

১ — ১ ২র ২র ১র ২র ১ ২ —
স্যভা ২ ক্ষাতা। বাসূনিজাতোজনিমা। নিয়োজা ১ সা ২।

১ ২র ১ ৪র ২ ২ ২ ২ ২
প্রতিভাগন্নদী ২ ধিমঃ। প্রা ২ ৩ ভী। ভাগাম্না ৩ দা।

১র ৩২ ১ ৫
হুম্। ধিমা ৫ঃ। ও২৩৪বা।

৩ ১ ১ ১ ১
হে২৩৪৫॥৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে ইন্দ্রদেবস্য) 'বিশ্বেৎ' (বিশ্বানি, সমগ্রাণি) 'বসূনি' (ধনানি, বিভূতীঃ) 'সূর্য্যং শ্রায়ন্ত ইব' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং সমাশ্রিতা জ্ঞানিজনাঃ ইব, যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ যথা সূর্য্যং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) 'ভক্ষত' (ভজত, অনুসরত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিজনা যথা জ্ঞানমুপাসতে তদ্বৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপতে দেবস্য বলৈশ্বর্য্যরূপাং বিভূতিং উপাধ্বং ইতি ভাবঃ; তেন 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'জাতে জনিমানি' (উৎপন্নে, প্রাপ্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'ভাগং ন প্রতিদীধিমঃ' (পিতৃসম্পত্তেং ইব প্রতিধারয়েম, অধিকারিণঃ ভবেম);] অয়ং ভাবঃ—পিতৃসম্পত্ত্যাং যথা পুত্রস্য অব্যাহতঃ অধিকারঃ অস্তি ভগবদ্বিভূতিষু বয়ং তদধিকারিণঃ ভবেম। (৩অ—২খ—৪দ-৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ, ভজনা কর—অনুসরণ কর; (ভা. এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, সেইরূপ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর); সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই; (ভাব

এই যে,—পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবদ্বিভূতি সমূহে আমরা যেন সেইরূপ অধিকারী হই। )॥ (৩অ—১খ—৪দ—৫সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ পঞ্চমং সাম। নৃমেধঋষিঃ। হে অস্মদীয়া জনাঃ। "শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং" যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ 'সূর্য্যং' ভজন্তে তথা 'ইন্দ্রস্য' 'বিশ্বেৎ' বিশ্বান্যেব ধনানি 'ভক্ষত' ভজত। স চ যান 'বসূনি' ধনানি জাতে' উৎপন্নে 'জনিমানি' জায়মানে জনিষ্যমাণে চ 'ওজসা' বলেন করোতি অতো 'ভাগং ন' পিত্র্যং ভাগমিব তানি ধনানি 'প্রতিদীধিমঃ' প্রতিধারয়েমেতি। যথা। 'শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং' যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ সূর্য্যমুপতিষ্ঠন্তে তথা 'ইন্দ্রস্য' 'বিশ্বা' বিশ্বানি ধনানি বিভক্তুমিচ্ছন্তঃ সমাশ্রিতা মরুতঃ ইন্দ্রমুপতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। উপস্থায় চ মরুতো 'বসূনি' উদকলক্ষণানি ধনানি 'জাতে' জায়মানায় 'জনিমানি' জনিষ্যমাণায় মনুষ্যায় 'ওজসা' বলেন ভক্ষত বিভজধ্বে। তত্র চাস্মাকং যো ভাগঃ তং 'ভাগং' (নেতি সম্প্রত্যর্থে) প্রতীত্যোষঃ অমু ইত্যেতস্য স্থানে। 'অনুদীধিমঃ' বয়মনুধ্যায়েম। তথা চ যাস্কঃ—(নৈ০ ৬।৮) সমাশ্রিতাঃ সূর্য্যমুপতিষ্ঠন্তেঽপি বোপমার্থে স্যাৎ সূর্য্যমিবেন্দ্রমুপতিষ্ঠত ইতি সর্ব্বাণীন্দ্রস্য ধনানি বিভক্ষ্যমাণাঃ স তথা ধনানি বিভজতি জাতে জনিষ্যমাণে চ তং বয়ং ভাগমনুধ্যায়াম-ৌজসা বলেনেতি। 'জনিমানি' 'জনিমানঃ' ইতি চ পাঠৌ। (৩অ—১খ—৪দ—৫সা)॥

* . *

## পঞ্চম (২৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

-———:•:———

এই মন্ত্রটীতে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর। কিরূপে ভজনা করিবে? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইরূপে।' মন্ত্রে 'সূর্য্যং' পদ আছে। আমরা সূর্য্যদেবকে আভ্যন্তর-পক্ষে জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। বাহ্যতঃ সূর্য্যদেবতা যেরূপে জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস করিয়া জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানোদয়ে তেমনই, জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া, হৃৎপ্রদেশ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজন্মান্তর জ্ঞানারাধনায় তৎপর, স্বতঃই তাঁহারা জ্ঞানাধারে বিলীন হয়েন। এখানে তাই উপদেশ আছে,—জ্ঞানী যেমন অনন্তচিত্ত হইয়া জ্ঞানের আশ্রয়েই আশ্রিত থাকে, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-কামনায় ঐশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার আরাধনাতে তৎপর হও; এবং তাঁহার আশ্রয়ে চিরাশ্রিত হইয়া অপেক্ষা কর। তাহা হইলে কোনও না কোনও শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার বিভূতিসকল তোমরা অধিকার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে;—তোমাদের লক্ষ্য সার্থক হইবে। এই শুভপ্রত্যাশায় সেই পরমদয়াল ইন্দ্রদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাক। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান্ ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়াংশে এই ভাবকে আরও.

দৃঢ়তর করিয়া বলা হইয়াছে,—এইরূপ অনুসরণের ফলেই ভগবানের সম্পত্তিতে—তাঁহার বিভূতিতে—অধিকারী হইতে পারিবে। (৩অ—১খ—৪দ—৫সা)।০

—— ০ ——

### ষষ্ঠং সাম।

ন সীমদেব আপতদিষন্দীর্ঘায়ো মর্ত্ত্যঃ।
এতথা চিন্ত্য এতশো যযোজত ইন্দ্র
হরী যুযোজতে ॥ ৬ ॥

গেয়-গানম্।

১। নসীমদেবআ। হা৩হা৩ই। পা২৩৪। তৎপতোবা। ইষ৺
হো২ই। দীর্ঘাওে২। যোমর্ত্ত্যাবা২ঃ। আইতথাচিৎ।
যআইতাশো। যুপা উবা৩। উ৩৪পা। জতা২ই।
আইন্দ্রো২হারী২। যুযো২৩। জা২তা
২৩৪ঔহোবা। উ৩২৩৪পা॥৬॥

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় একোনশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান—একটী; তাহার নাম—'সাবত্রীয়ম্।'

২। কোনও কোনও ঋগ্বেদীয় গ্রন্থে 'দীধিম' পাঠ দৃষ্ট হয়। বিবরণকারের মতে এই মন্ত্রের ঋষি—নৃমেধ মতেন—নৃমেধস্।

সাম—(৩০নং সংখ্যা)—৬৬

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দীর্ঘায়ো' (হে সনাতন পুরুষ।) 'অদেবঃ' (জ্যোতনাদিগুণরহিতঃ, সত্ত্বভাববিরহিতঃ অতঃ ভবদীয়ানুগ্রহবর্জ্জিতঃ) 'মর্ত্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'তৎ' (ভবৎসম্বন্ধিনং শ্রেষ্ঠং) 'ঈষং' (বলৈশ্বর্য্যরূপং ধনং) 'সীং' (কিঞ্চিদপি) 'ন আপ' (ন আপ্নোতি); সৎকর্ম্মহীনঃ মনুষ্যঃ ভগবদনুকম্পালাভায় সমর্থঃ ন ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'এতগ্বাচিৎ' (বহুশক্তিসম্পন্নং) 'এতশঃ' (জ্ঞানজং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'যুযোজতে' (আত্মনি যোজয়তি, একান্তেন জ্ঞানযোগেন ভগবতঃ কর্ম্ম কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'হরী' (বলৈশ্বর্য্যরূপে দ্বে বিভূতী) তস্মিন্ সাধকে যোজয়তি ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণা মুক্তিমার্গঃ প্রশস্তঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১খ—৪দ—৬সা)॥

### বঙ্গানুবাদ।

হে সনাতন পুরুষ! সত্ত্বভাববিরহিত অতএব আপনার অনুগ্রহ-বর্জ্জিত মনুষ্য আপনার সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্য-রূপ ধনকে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হয় না; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মহীন মনুষ্য ভগবদনুকম্পা-লাভে সমর্থ হয় না); যে সাধক বহুশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ কর্ম্মকে আপনাতে যুক্ত করে অর্থাৎ একান্তে জ্ঞানযোগের দ্বারা ভগবানের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব বলৈশ্বর্য্য-রূপ আপনার দুই বিভূতিকে সেই সাধকে যোজনা করিয়া দেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা মুক্তিমার্গ প্রশস্ত হইয়া আসে।)॥ (৩অ—.খ—৪দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ ষষ্ঠং সাম। পুরুহন্মা ঋষিঃ। 'দীর্ঘায়ো' দিত্যোত্র। সঃ 'অদেবঃ' ইন্দ্রাখ্যদেবরহিতঃ 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ 'সীং' সর্ব্বং 'ঈষং' অন্নং 'আপতৎ' ন প্রাপ্নোতি। "যো মর্ত্ত্যঃ" যস্তেন্দ্রস্য "এতগ্বাচিৎ" এতবর্ণাবেবাশ্বৌ ভবতোঽভিমতদেশগমনায় সঃ 'এতশঃ' এতশৌ 'যুযোজতে' যোজয়তি রথে যজ্ঞং গন্তুং। যস্যেন্দ্রো হরী যুযোজতে ন ভোতি স ন প্রাপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ। 'আপতৎ' 'আপদ'—ইতি চ পাঠৌ। 'এতশঃ' 'এতশঃ'—ইতি পাঠৌ। (৩অ—১খ—৪দ—৬সা॥

## ষষ্ঠ (২৬৮) মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটীর এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—'হে সনাতন ইন্দ্রদেব! সেই ইন্দ্রনামক দেবতা-রহিত মরণশীল মনুষ্য সেই প্রসিদ্ধ অন্নসমূহ প্রাপ্ত হয় না; যে মর্ত্ত্য এই ইন্দ্রদেবের বিচিত্র বর্ণ-বিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে আপনার অভিমত দেশে গমন করিবার নিমিত্ত ভবদীয় রথে যোজনা করে, ইন্দ্র তাহার জন্য হরিদ্বয়কে যোজনা করেন।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশ হইতে বুঝা যায়,—সাধক ইন্দ্রদেবতার প্রতি অবিনাশী ভক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে ইন্দ্রদেব! যে ব্যক্তি আপনার কৃপাবর্জ্জিত, সে কখনও সাধন-মার্গে বল ও ঐশ্বর্য্যরূপ ধন প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ, যাহারা ইন্দ্রদেবের আরাধনায় তৎপর নহে, তাহারা ভাগ্যহীন।' দ্বিতীয়াংশের অর্থ,—'যিনি জ্ঞানমার্গে থাকিয়া ইন্দ্রদেবের আরাধনা করেন, ইন্দ্রদেবও তাঁহাকে ভজনা করেন; অর্থাৎ, ইন্দ্রদেব জ্ঞানপন্থী সাধকের হৃৎপ্রদেশ বল ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।' ইহা ভগবানেরই উক্তি,—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তখন, উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া যায়। তখন, সাধ্যই থাকে, আর সাধকই বা কে? মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতিত হইয়াছে। ( ৩অ—১খ—৪দ—৬সা ) ॥ ০

---

সপ্তমং সাম।

আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত।

উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম ॥ ৭ ॥

গেয়-গানম্।

১। আনঃ। এবিশ্ব। সুহাব্যা ২ ম্। আইন্দ্রং সম। ৎসু ১ ষাতা।

উ ২ ৩ ৪ পা। হা ও হাই। ব্রহ্মাণিসবনা। নিবৃত্রহান্। পরমা

২ ৩ জ্যা। অর্চ্চা ৩ হাই। ষমা। ঔ ৩ হোবা।

হো ৫ ই। ডা॥ ৭ ॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত।। ইহার গেয়-গান একটি; তাহার নাম 'আভরং আর্কীনং বা।'

২। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— 'হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র! যে ব্যক্তি সোমবর্ণ অন্নধনকে হবে যোজিত করে; ইন্দ্র তাহারই অন্ন বৃদ্ধি সহ যোজিত করেন; যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না।'

২৩ ২৩১২ ১ ২ ২ ২
২। আনোবিশ্বাসুহাহাব্যাম্। ইন্দ্র৺সমৎসুভূষতো। পত্রা ২ ৩ স্মা।
২১ ২১ ২১ ১ ১ ২ ০
পিসবনা। নিবৃত্রহান্। পরমা ২ ৩ জ্যাঃ। আর্চ্চা ৩ হাই।
১ ২ ৪ ৫ ৫
যমা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥

২৩ ২ ২ ৪৫ ২ ২ ১ ২ —
৩। আনোবিশ্বাসুহাব্যাম্। ইন্দ্রাম্। সমৎসভূষত। উপাত্রা ১ স্মা ২।
২ ৪ ২২ — ১২ ২
পিসবনানিবৃত্রহন্। পরমা ১ জ্যা ২ঃ। ঋচীষা ২ ৩ মা
১
৩৪৩। ঔ২৩৪৫ই। ডা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহাঃ। যূয়ং 'বিশ্বাসু' (সর্ব্বাসু) 'সমৎসু' (কামক্রোধাদিরিপুভিঃ সহ যুদ্ধেষু) 'আহব্যং' (সাধকৈঃআত্মরক্ষার্থমাহ্বাতব্যং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপং দেবং উদ্দিশ্য) 'নঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশে) 'ব্রহ্মাণি' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান) 'উপ ভূষত' (সঞ্চিনুত)। 'ঋচীষম' (হে স্তুত্য) 'পরমজ্যা' (হে শোভনসুর্ব্বাণশালিন্, শত্রুঘাতক ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রহন্' (হে পাপবিধ্বংসিন্) 'সবনানি' (আস্মাকং ত্রৈকালিককর্ম্মাণি—সত্ত্বসমন্বিতানি কুরুত ইতি যাবৎ)। হে দেব! অস্মাকং অনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি দোষরহিতানি কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—১খ—৩দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, কামক্রোধাদি রিপুসমূহের সহিত সকল প্রকার যুদ্ধে, সাধকগণ কর্তৃক আত্মরক্ষার্থ আহ্বানযোগ্য বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করিয়া, আমাদিগের হৃৎপ্রদেশে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকলকে সঞ্চয় কর। হে স্তবনীয়, হে শত্রু-ঘাতক, হে পাপ-বিধ্বংসিন্! আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক কর্ম্মসমুদয়কে সত্ত্বসমন্বিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমুদয়কে দোষশূন্য করুন।)॥ (৩অ—১খ—৪দ—.সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সায়ণ-ভাষ্যম্। সপ্তমং সাম। নৃমেধপুরুমেধাবৃষী। হে স্তোতারঃ। 'বিশ্বাসু' সর্ব্বাসু অসুর-যুদ্ধেষু 'হব্যং' সর্ব্বৈর্দেবৈরাত্মরক্ষার্থমাহ্বাতব্যম্। এতাদৃশং 'ইন্দ্রং' উদ্দিশ্য 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি হবীরূপাণ্যন্নানি বা 'উপভূষত' অলঙ্কুরুত প্রেরয়ত। হে 'বৃত্রহন্' বৃত্রস্যাসুরস্য পাপস্য বা হন্তঃ। 'পরমজ্যাঃ' যুদ্ধেষু শত্রু-হননার্থং পরমা অবিনশ্বরা জ্যা মৌর্ব্বী যস্য তথোক্তঃ। যদ্বা পরমান বলেন প্রকৃষ্টান্ শত্রূন্ জিনাতি হিনস্তীতি পরমজ্যাঃ। হে 'ঋচীষম' স্তুতিভিরভিমুখীকরণীয়েন্দ্র। এতাদৃশস্ত্বং সবনানি প্রাতঃসবনাদীনি ত্রীণি 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি চ 'উপভূষত' অলঙ্কুরুত। 'ভূষতঃ' 'ভূষতু' ইতি পাঠৌ। 'বৃত্রহন্' 'বৃত্রহা' ইতি চ॥ (৩অ—১খ—৪দ—৭সা)॥

• • •

## সপ্তম (২৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা যে কোনরূপ সদনুষ্ঠান করিতে যাই না কেন, প্রত্যেক কর্ম্মই বিঘ্নময়। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র যেরূপ বিঘ্নযুক্ত, আভ্যন্তর যজ্ঞসমূহও তেমনই বিঘ্নবিজড়িত। কামাদি রিপুবৃন্দ সর্ব্বদাই যজ্ঞধ্বংসী রাক্ষসের ন্যায় অন্তরের শুভানুষ্ঠানসমূহকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বীভৎসরূপে মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃৎপ্রদেশে উপচিত কিরূপে হইতে পারে? তাই সাধক ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ-কামনায় স্বীয় চিত্তবৃত্তি-সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানই যে পণ্ড হইতেছে! কামাদি অসুরকুল সর্ব্বদাই দুর্দ্দান্ত প্রতাপে তোমাদিগকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতেছে! তোমরা আত্মত্রাণার্থ ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হও। যদি অসুরজয়ে জয়ী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শত্রুকুলের সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থনা কর। তিনি 'বিশ্বাসু সমৎসু আহব্যং' সর্ব্বপ্রকার অসুরযুদ্ধে আহ্বানযোগ্য। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র নায়ক এবং অতিশয় যুদ্ধনিপুণ। তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপচিত করিতে হইবে। তাঁহার অর্চ্চনার্থ শুদ্ধসত্ত্বচন্দনমাখান ভক্তি-কুসুমরাশি আহৃত কর। তাহা হইলেই তিনি আসিবেন। তোমরা ধন্য হইবে।' মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান্ ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

অনন্তর তিনি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াংশে বলিতেছেন,—'হে শোভনধনা পাপহারী বর্ষাই ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের যজ্ঞকর্ম্মসকলকে দোষশূন্য করুন।' মন্ত্রে আছে—'সবনানি' পদ। সবন-শব্দ যজ্ঞাদ্যঙ্গভূত স্নানের দ্যোতক। স্নানে মলসমূহ বিধৌত হয়। যজ্ঞ বলিতে কি বুঝি? জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ প্রভৃতি অনেক প্রকার যজ্ঞই শ্রুতি-প্রতিপন্ন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তৎসমস্তই যজ্ঞ। সৎকর্ম্মমাত্রই যখন যজ্ঞ, 'সবন' পদ সৎকর্ম্মেরই দ্যোতক। সাধক এক্ষণে চিত্তবৃত্তিনিবহকে উদ্বোধিত করিতেছেন,

অন্তদিকে আবার কাতরভাবে যজ্ঞপতি ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছেন। সাধকের লক্ষ্য—কোন উপায়াবলম্বনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উদ্দীপিত হইবে। তন্নিমিত্তই প্রথমাংশে সাধক চিত্তবৃত্তিনিবহকে বলিতেছেন,—'তোমরা শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চিত কর'; এবং দ্বিতীয়াংশে ইন্দ্রদেবকে প্রার্থনা জানাইতেছেন—'হে প্রভো! আমার কর্ম্মাবর্তনের মালিন্যরাশি বিদূরিত করুন। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সংস্কৃত হইয়া চিরস্থায়ী হইবে, আমিও ভবদীয় কৃপাদাতে সমর্থ হইয়া পরিত্রাণ পাইব।' (৩অ—১খ—৪দ—৭সা)। *

— • —

অষ্টমং সাম।

১র ২র ৩ ২ উ ৩ ১ ২ ৩ ২

তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি ন কিষ্ট্বা

১ ৩

গোষু বৃণ্বতে ॥ ৮ ॥

গেয়-গানম্।

৪ র ৪ ১ ২ ১ ১৮ ৩ ৫

১। তবেদিন্দ্রে ৫ বমং বসু। ত্বংপুষ্যসিমধ্যমম্। সাত্রাবা ২ ৩ ৪ ইশ্বা।

১ ২ ১ ২ র ১ ২ ৩ ৫ ১১

স্যাপরমস্য রাজসি নকিষ্টা ২ ৩ চ গো। ষ্বৃণ্বা

২ ১ ২ ১ ২র

২ ৩ তাই। হোবা ৩ হোই। হো। বাহা

১ ১ ১ ১

৩ ১ উবা ২ ৩৪৫ ॥ ৮ ॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান তিনটী; যথা,—'শাক্কাণি বা, বাসিষ্ঠানি বা, বৈরূপাণি বা, শৌক্তানি বা, আষাণি বা, ঘর্ম্মাণি বা, ছায়ানি বা, পৃষ্ঠানি বা, যৌক্তাশ্বানি বা, গৌষসামানি বা, ইত্যাদি জীণি।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! ) 'অবমং' ( নিকৃষ্টং, তমোগুণজাতং ) 'বসু' ( ধনং, বলং ঐশ্বর্য্যং চ ) 'তবেৎ' ( তবৈব, তমোগুণজাতস্য বলস্য ঐশ্বর্য্যস্য চ ত্বমেব কর্ত্তা ইতি শেষঃ ); 'ত্বং' ( উক্তলক্ষণস্ত্বমেব ) 'মধ্যমং' ( রজোগুণজং বলং ঐশ্বর্য্যঞ্চ ) 'পুষ্যসি' ( পুষ্ণাসি, রজোগুণজাতং বলৈশ্বর্য্যং বৃদ্ধ্যতে ত্বমেবাসেব পালয়সি ইত্যর্থঃ ); তথা 'বিশ্বস্য' ( সমগ্রস্য ) 'পরমস্য' ( উৎকৃষ্টস্য, সত্ত্বোৎপন্নস্য বলৈশ্বর্য্যস্য চ ) 'রাজসি' ( ঈশিষে, প্রভুরসি, সত্ত্বসম্ভূতস্য বলৈশ্বর্য্যস্যাপি ত্বমেব ঈশ্বর ইতি ভাবঃ ); 'ত্বা' ( ত্বাং, এবম্বিধং ভবন্তং ) 'গোষু' ( বলৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদিষু—দানেষু ইতি যাবৎ ) 'নকির্বৃণ্বতে' ( কামাদিরিপবঃ কেঽপি বাধাং প্রদাতুং সমর্থা ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ )—'সত্রা' ( এতদেব সত্যং )। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং বলৈশ্বর্য্যাণাং ত্বমেব প্রতিদ্বন্দ্বিরহিতঃ প্রভুঃ ; অতঃ অস্মাকং পরিত্রাণ-সাধকং বলৈশ্বর্য্যং অস্মভ্যং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনা। ( ৩অ—১খ—৪দ—৮সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে ভগবন ইন্দ্রদেব! তমোগুণজাত বল ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আপনিই কর্ত্তা ; আপনিই রজোগুণোৎপন্ন বলৈশ্বর্য্যের পালক ; এবং সমগ্র উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণজাত বলৈশ্বর্য্যসমূহেরও আপনিই ঈশ্বর ; এবম্বিধ আপনাকে বলৈশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি-দান-বিষয়ে কামাদি-রিপুগণ কেহই বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না,—ইহাই সত্য। ( ভাব এই যে,—সকল বলৈশ্বর্য্যের আপনিই প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত প্রভু ; অতএব আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধক বলৈশ্বর্য্য আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন—এই প্রার্থনা। ) ॥ ( ৩অ—১খ—৪দ—৮সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অষ্টম সাম। বসিষ্ঠঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'অবমং' অবরং মনুষ্যলোকাদিকং 'বসু' ধনং। যদ্বা। ভৌমং বসু অবমং 'তবেৎ' তবৈব। 'ত্বং' ত্বমেব 'মধ্যমং' বসু রজতহিরণ্যাদিকং অন্তরিক্ষং বা 'পুষ্যসি'। 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য পরমস্যোত্তমস্যাপি দ্যুলোকস্থিতস্য বা বসুনো 'রাজসি' ঈশিষে 'সত্রা' সত্যমেব। অপিচ। 'ত্বা' ত্বাং 'গোষু' দিৎসিতেষু ন কির্বৃণ্বতে' কেঽপি ন বারয়ন্তি। ( ৩অ—১খ—৪দ—৮সা )।

• • •

## অষ্টম ( ২৭০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡০‡×——

এই মন্ত্রটী দেবতার গুণদ্যোতক। তাহারই মধ্যে যেন একটী প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। সাধক ইন্দ্রদেবতাকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি

বল ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিপতি; নিখিল বসু (ধন) আপনার করায়ত্ত।' ভাব এই যে,—'তাঁহারই মধ্যের কিছু সার ধন আমায় প্রদান করুন।'

এই পরিদৃশ্যমান চরাচরাত্মক জগৎ গুণময়। সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় আপতিক ভাবৎ বস্তুতেই ওতঃপ্রোতোভাবে বিজড়িত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আছে;—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং॥"

অর্থাৎ,—সত্ব রজঃ ও তমোগুণময় ভাবত্রয়ে এই জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা যখন গুণময়, তখন আমাদিগের কাম্যবস্তুও গুণময় না হইয়া থাকিতে পারে না। ইন্দ্রদেবের নিকট আমরা কামনা করিয়া থাকি—বল ও ঐশ্বর্য্য। কারণ, তিনি সাধন-মার্গে সাধককে বল ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি যে ভাবের সাধক, তিনি দেবতার নিকট সেই ভাবের বস্তুই কামনা করিয়া থাকেন। তুমি তমোগুণী, তমোগুণময় ধনৈশ্বর্য্যই তোমার অভীষ্ট। প্রার্থনা কর—একান্ত বৃত্তিতে দেবতার শরণাপন্ন হইয়া চাহিয়া লও—তমোগুণাত্মক সম্পৎ। প্রাপ্ত হইবে—বঞ্চিত হইবে না। এইরূপ, তুমি যদি রজোগুণী হও অথবা সত্বগুণী হও, যে গুণের প্রার্থনাই তোমার অন্তর্নিহিত থাকুক না কেন, সেই গুণের কাম্য বস্তুই তুমি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই সত্য। মন্ত্র বলিতেছেন —'সাত্রা' অর্থাৎ ইহা ধ্রুব সত্য।

মন্ত্রে 'অবমং' মধ্যমং ও 'পরমস্য' এই তিনটী পদ আছে। ভাষ্যকার 'বসু' অর্থে ধন বলিয়া, উক্ত পদ ত্রয়ের দ্বারা যথাক্রমে নিকৃষ্ট সীসকাদি, স্বর্ণরজতাদি ও রত্নাদি-রূপ অথবা ভৌমাদি অর্থাৎ পার্থিব অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গীয় এই তিন প্রকার ধন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'গোষু' পদে গো-গণকেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। পৌর্ব্বাপর্য্য-সঙ্গতি রক্ষাকল্পে আমরা 'গো' শব্দে বল ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও সত্বসম্ভাবাদি রূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর, অবমাদি পদত্রয়ের লক্ষ্য, আমরা মনে করি, তমঃ রজঃ ও সত্ব-রূপ গুণত্রয়। তিনি পার্থিব গুণময় সমস্ত বস্তুর অধিপতি; তিনি আন্তরিক্ষ ত্রিগুণাত্মক ভাবৎ দ্রব্যেরই ঈশ্বর; স্বর্গীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহার করস্থ। অপিচ, তিনি দিৎসু হইলে কেহই তাঁহার নিবারক হইতে পারিবে না। বাহ্যশত্রুরও সাধ্য নাই এবং আভ্যন্তর কামক্রোধাদি রিপুবর্গেরও সামর্থ্য কুলাইবে না যে, তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। মনঃ! এই দেবতার কৃপালাভার্থ অবহিত হও। মন্ত্র ভাবান্তরে এই উপদেশই বিবোধিত করিতেছেন। (৩অ—১খ—৪দ—৮সা)॥"

---

## * অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান—একটী তাহার নাম,—'প্রজাপতেঃ নিধনকামং।'

নবমং সাম।

১২৩ ৩ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২

কেয়থ কেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎ পুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ॥ ৯॥

গৌর-সামম্।

২। কেয়থা কুবেদসা ২ ই। ঔ হো ২। ঔহোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। পুরুত্রাচাইৎ। হিতেমনা ২ঃ। ঔ হো ২। ঔ হোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। অলর্ষিযূ। ধ্মাখজকৃ ২ ৎ। ঔ হো ২। ঔ হো ই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। পুরন্দরা। প্রগায়াত্রা ২ঃ। ঔহা ২। ঔ হোই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। অগা ৩। সা ২ ইষ, ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। মুশম্। সা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৯॥

২। কুবাকুবা। যথা। কুবেদসাই। উবাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। পুরুত্রচাইৎ। হিতেমনাঃ। উবাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। অলর্ষিযূ। ধ্মাখজকৃৎ। উবাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। পুরন্দরা। প্রগায়ত্রা। উরাই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫। অগা ৩। সা ২ ইষ ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। মুশা ৩ম্। সা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৯॥

২র ১ ২ ২ ২র ১
৩। কেয়থ কূ ৩ বা ইদা ৩ ৩৪ সী। পুরুত্রাচিৎ। হিতাইমা ২ ৩
২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ২
নাঃ। আলর্ষি। যুধ্মাখজক্ৃ ৩ৎ। হাউবা। পুরন্দা ২ ৩ রা।
র২ — ১ ^ ৩ ২র র
প্রগায়াত্রা ২ঃ। অগা ২ ৩। সা ২ ইষ্ৃ ২ ৩ ৩ ঔ হোবা।
৩ ১ ১ ১ ১
সু ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৯ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুধ্মাখজকৃৎ' (যুদ্ধস্য কর্ত্তঃ—রিপুভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'পুরন্দর' (রিপূণাং পুরাং দারয়িতঃ, রিপুমূলবিধ্বংসিন ইত্যর্থঃ হে ভগবন্) 'ক' ) কুত্র ) 'ইয়থ, ( ইয়েথ, গচ্ছসি ) 'ক্বেদসি' (কুত্র বা বর্ত্তসে); 'তে মনঃ' (ভবদীয়ং অন্তঃকরণং) 'পুরুত্রাচিদ্ধি' (বহুষু বিষয়েষু পরিব্যাপ্তং ইত্যর্থঃ) এতৎ বয়ং জানীমঃ ইতি যাবৎ; কিন্তু সাম্প্রতং 'গায়ত্রঃ' (ভবদীয়স্তুতিগানশীলাঃ অনুসরণপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'প্রাগাসিষু' (প্রগায়ন্তি, ভবন্তং স্তুবন্তি, অনুসরন্তি ইত্যর্থঃ) 'অলর্ষি' (ত্বং আগচ্ছ); অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি দেবতায়াঃ দৃষ্টিঃ বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রতি বিন্যস্তা ক্ষুদ্রাণাং অস্মাকং প্রতি তদীয়া দৃষ্টিঃ সঞ্চালিতা ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা॥ (৩অ—৪খ—৪দ—৯সা)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

রিপুগণের সহিত যুদ্ধের কর্ত্তা, রিপুকুলের পুরবিদারক অর্থাৎ রিপু-মূলবিধ্বংসী হে ভগবন্! আপনি কোথায় গমন করেন,—কোথায়ই বা থাকেন আপনার অন্তঃকরণ বহু বিষয়ে পরিব্যাপ্ত—ইহা আমরা জানি; কিন্তু অধুনা, ভবদীয় স্তুতিগানশীল অর্থাৎ আপনার অনুসরণপরায়ণ আমা-দিগের চিত্তবৃত্তিসকল, আপনাকে স্তব করিতেছে—আপনার অনুসারী হইয়াছে; আপনি আগমন করুন (ভাব এই যে,—যদিও দেবতার দৃষ্টি—বিশ্ববাসী সকলের প্রতি বিন্যস্ত; ক্ষুদ্র আমাদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (৩অ—৪খ—৪দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—নামং সাম। মেধাতিথির্মেধ্যাতিথিশ্চ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'ক' কুত্র দেশে 'ইয়থ' গচ্ছসি পুরা। 'কং' কুত্র বা 'অসি' ভবসি ইদানীং বর্ত্তসে। 'পুরু-ত্রাচিদ্ধি' বহুষু হি 'তে' ত্বদীয়ং 'মনঃ' গচ্ছতি। হে 'যুধ্মকৃৎ' যুদ্ধকুশল। 'খজকৃৎ'

বৃত্রস্য কর্ত্তঃ হে 'পুরন্দর' অসুরাণাং পুরাং দারয়িতঃ হে ইন্দ্র! 'অদর্দি' আগচ্ছ। 'গায়ত্রাঃ' গান-কুশলা অস্মদীয়াঃ স্তোতারঃ 'প্রগাসিষুঃ' প্রগায়ন্তি স্তুবন্তি। অদর্দীত্যেতদ দাধর্ত্ত্যাদৌ নিপাত্যতে। (৩ম—৪থ—৪দ—৯সা)॥

## নবম (২৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই মন্ত্রটী দেখিতে গেলে, মনে হয়, ইন্দ্রদেব যেন অতিশয় কোন্দলশীল। 'খজকৃৎ' 'যুধ্ম' মন্ত্রাংশভূত এই পদদ্বয়, ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। ভাষ্যকারও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "যুধ্ম" পদের অর্থ 'যুদ্ধকুশল' এবং "খজকৃৎ" পদের অর্থ 'যুদ্ধের কর্ত্তা' বলিয়াছেন। ইন্দ্রদেব যেন ঝগড়া করিবার জন্যই ব্যস্ত, যুদ্ধ করাই যেন তাঁহার স্বভাব এবং তিনি যেন অতিশয় যোদ্ধা,—মন্ত্রে এইরূপ ভাবই অবভাসিত হয়।

তবে বুঝিতে হইবে, এ যুদ্ধ—কোন্ যুদ্ধ? হইতে পারে,—বাহ্য যুদ্ধে তিনি অসুরকুলের নাশক; হইতে পারে,—পাপিগণের বিনাশে ও ধার্ম্মিকের রক্ষা-ব্যপদেশে যুদ্ধ করাই তাঁহার স্বভাব; হইতে পারে,—তাঁহার সুখময় ক্রীড়াযাগের কণ্টকাদি-রূপ দস্যুতস্করাদির নাশকল্পে তিনি নিয়তই ব্রতস্থ; কিন্তু আভ্যন্তর-যুদ্ধে সাধকমাত্রকেই যে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়, সে যুদ্ধেরও কি তিনি কর্ত্তা নহেন? সেখানেও, তিনি যুদ্ধকুশল ও যুদ্ধের কর্ত্তা না হইলে চলিবে কিরূপে?

জাগতিক জীবমাত্রই যে রিপুযুদ্ধে বিব্রত হইয়া অহরহঃ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতেছে! তিনি যুদ্ধের কর্ত্তা না হইলে, ভক্তের আর উপায় কি? আলোক যেমন অন্ধকারের বিপক্ষে যুদ্ধকর্ত্তা, তিনিও সেইরূপ কামাদি রিপুর বিপক্ষে যুদ্ধকর্ত্তা ও যুদ্ধকুশল। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, কামাদি-শত্রু চিরপরাজিত হইবে; তাই তিনি রিপুকুলের পুরবিদারক পুরন্দর।

মন্ত্রে পদ আছে—'ক্বেয়থ' ও 'ক্বেদসি'। ঐ পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন পূর্ব্বে আপনি কোন্ দেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি কোথায়ই বা অবস্থান করিতেছেন? আমরা ঐ পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছি—'আপনি কোথায় গমন করেন, এবং কোথায়ই বা অবস্থান করেন?' এই অংশের ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার মন বহুবিষয়ে পরিব্যাপ্ত। জাগতিক তাবৎ জীবের কল্যাণ কামনায় আপনি সদাই বিভোর। কোথায় কোন্ সাধক তারস্বরে আপনাকে আহ্বান করিতেছে, কোথায় কোন্ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আপনি সেই যজ্ঞ কৃত-কৃতার্থ করিবেন,—এই ভাবই আপনার অন্তঃকরণকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অথবা আপনি বিশ্বব্যাপী বিরাট্ বিভু। আপনি কোথায় গমন করেন বা কোথায় অবস্থান করেন—কিরূপে জানিব প্রভো!'

'গায়ত্রাঃ' এই পদটিতে সায়ণ গানকুশল ভাবুক-গণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ পদ চিত্তবৃত্তিনিবহের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। সাধক ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া

বলিতেছেন,—"হে দেব! আপনার স্তুতিগাননিপুণ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিনিবহ, আপনার আগমন-ব্যপদেশে ভবদীয় স্তুতিগান করিতেছে; আপনি আগমন করুন।' এ মতে, এ মন্ত্রটীর অর্থ হয় এই যে,—'রিপুযুদ্ধে একমাত্র আশ্রয় হে দেব! আপনি কোথায় আছেন? ভবদীয় চিত্তবৃত্তিকুল সর্ব্বদাই আপনার স্তুতিগানে বিভোর থাকিয়া একমাত্র ভবদীয় গুণরাশিরই সেবক হইয়াছে। তাহারা আপনার আগমন প্রতীক্ষায় সময়াতিবাহিত করিতেছে। অতএব, আপনি শীঘ্রই আগমন করুন।" এ পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'আমাদিগের চিত্তবৃত্তি ভগবানের অনুসারী হউক, তিনি আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ( ৩অ—৪খ—৪দ—৯সা )।

—— • ——

দশমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
বয়মেনমিদা হ্যোহপীপেমেহ বজ্রিণম্।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
তস্মা উ অদ্য সবনে সুতং ভরা নূনং
২ ৩ ২
ভূষত শ্রুতে॥ ১০॥

• • •

গেয়-গানম্।

১। বয়মেনায়্। আ২ইদা২৩৪ঔহোবা। হো২৩য়াঃ।
অপীপেমেহ বজ্রিণম্। তাস্মা২ উবা২। দ্যসবনাই। সূতম্ভারা২।
আনূনা২৩ভু। ষাতশ্রুতে। ইডা২৩ভা৩৪৩।
ও২৩৪৫ই। ডা॥ ১০॥

• • •

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান—তিনটী। প্রথমটীর নাম—'ইন্দ্রস্য', দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের নাম—'বসিষ্ঠস্য বা, প্রিয়াণি ত্রীণি।'

৫ র ১ — ১ ২ ১র ২র ১র ৩
২। বয়মেনাম্। ইদা ২ হ্যাঃ অপোহোই। পেমোহোই। ই।
২র ১ ২ র ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১র
হাবজ্রিণাং। তস্মাউবা। স্যাসবনাই। সুতন্তুরা। আনোহো।
২ ১র ২র ১ ২
নস্তোহো। ষাতশ্রুতা ৩ ১ উবা ২ ৩।
২ ৫
উ ৩ ৪ পা॥ ১০॥

• • •

১০৪র৫ র ৩২১ ৩ ৫ ৫ ৫ ২ ১
৩। বয়মেনমিদা। হিয়। ও ২ ৩ ৪ বা। ইয়াহাই। হুবে
— ১৫ র র ৭ — ১র ৭
হো ২ ই। অপীপেমেহাবাজ্রণা ২ ম্। তস্মাউঅস্তসবনাই। সুতস্তা
— ৪২ র ১৫ ৫ ২১
রা ২। ঈ৩য়া। আনূনা ২ ৩ ৪ ভু। যতাশ্রু ২ ৩
২
৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। শ্রবা ৩
১ ১ ১ ১ ১
সা ২ ৩ ৪ ৫ ই॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'বজ্রিণং' (শত্রুনাশায় বজ্রধারিণং) 'এনং' (প্রসিদ্ধং, শ্রেষ্ঠং দেবং) 'ইদা' (ইদানীং, তন্মাহাত্ম্যং পরিজ্ঞাতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ।) 'হ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, সর্ব্বস্মিন কর্ম্মণি) 'হঃ' (নিশ্চিতং) 'অপীপেম' (আপ্যায়েম, অনুসরেম ইত্যর্থঃ); হে মম মনঃ! তস্মা উ' (তদেবার্থং) 'অস্য সবনে' (অস্মিন্ যজ্ঞে, নিত্যানুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতো-ভাবেন) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং, সত্ত্বভাবং) 'ভর' (সঞ্চয়); তথা হে মম কর্ম্মনিরতাঃ! যূয়ং 'নূনং' ইদানীং, দেবত্বং পরিজ্ঞাতাঃ সন্তঃ) 'শ্রুতে' (শ্রুতায়, বিখ্যাতায়, তস্মৈ দেবায়, দেবানুগ্রহ-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'ভূষত' (সত্ত্বভাবেন আত্মনাং অলঙ্কুরুত)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকং; উপাসকঃ অত্র আত্মানং ভগবদনুসারিণি সৎকর্ম্মণি উদ্বোধয়তি। (৩খ—৪খ—৪দ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী আমরা, শত্রুনাশের নিমিত্ত বজ্রধারী এই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে, ইদানীং অর্থাৎ তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, এই যজ্ঞে (সকল কর্ম্মে) নিশ্চয়ই যেন আপ্যায়ন করি—অনুসরণ করি। হে

আমার মন! সেই দেবতার জন্য, এই যজ্ঞে—নিত্যানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে, সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বভাবকে সঞ্চয় কর; আর, হে আমার কর্ম্মনিবহ! তোমরা অধুনা, দেবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, বিখ্যাত সেই দেবতার উদ্দেশে—দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য, সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কর। (এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; এই মন্ত্রে উপাসক আপনাকে ভগবদনুসারী সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।)॥ (১অ—৪খ—৪দ—১সা।)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—দশমং সাম। কাণ্বর্ষিঃ। 'বয়ং' যজমানাঃ 'এনং' 'বজ্রিণং' বজ্রযুক্তমিন্দ্রং 'ইদা' ইদানীম্। 'হ্যঃ' শ্বঃ অতীতেঽহনি। 'ইৎ' যত্রাহগণে 'অপীপেম' আপ্যায়য়াম সোমেন। 'তস্মা উ' তস্মাদেব 'অদ্য' অত্র 'সবনে' 'সুতম্' অভিষুতং সোমং 'ভর' হর হে অধ্বর্য্যো। 'নূনং' ইদানীং 'শ্রুতে' সতি 'আভূষত' অলঙ্কুরুত। (৩অ—৪খ—৪দ—১০সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

• • •

## দশম ( ২৭২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তদ্দ্বারা আত্মোদ্বোধনমূলক ত্রিবিধ ভাব মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত তিনটী ক্রিয়াপদ (অপীপেম, ভর, ভূষত—পদত্রয়) উপলক্ষেই বিভিন্ন কর্তৃপদের অনুসন্ধানে ভাব-প্রবাহকে লক্ষ্য করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনাকারী সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন,—'আমরা যেন সেই প্রসিদ্ধ বজ্রধারী ভগবানের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সকল কর্ম্মে তাঁহার অনুসরণ করি।' ভাব এই যে,—'আমাদিগের সৎকর্ম্ম ভগবানের অনুসারী হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুইটী ক্রিয়াপদ উপলক্ষে (লোটের একবচনের 'ভর' এবং বহুবচনের 'ভূষত' এই পদদ্বয় উপলক্ষে), আমরা মনে করি, প্রথমে মনকে এবং পরিশেষে কর্ম্মনিবহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমে যেন সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার মন! তোমার সকল কর্ম্মে, ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত প্রতি কর্ম্মে—সত্ত্বভাবের সঞ্চয় কর।' সঙ্গে সঙ্গে, আপনার কর্ম্মনিবহকেও লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে আমার কর্ম্মনিবহ! দেবতত্ত্ব অবগত হইয়া, দেবতার অনুকম্পা-লাভের জন্য, তোমরা সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কর।' মন্ত্রে এইরূপ ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করি।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য, ভাষ্যের অনুসরণেই বোধগম্য হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের শেষ চরণে অধ্বর্য্যুকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইয়াছে,—'হে অধ্বর্য্যু! তুমি এই যজ্ঞে সেই দেবতার জন্য সোমরস সঞ্চয় কর, এবং দেবতাকে স্তোত্র-রূপ অলঙ্কারে ভূষিত কর।' (৩অ—৪খ—৪দ—১০সা)॥

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

## ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্র পর্ব্ব (দ্বিতীয় খণ্ড)। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমী দশতী।

## পঞ্চমী দশতী।

### প্রথমং সাম।

১২ ২২ ৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।

১ ২ ৩ ১২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১

বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠং যো বৃত্রহা গৃণে॥ ১॥

---

দশম (২৭১) সামের টিপ্পনী।

১ ঋগ্বেদ-সংহিতায় (অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের সপ্তমী ঋকে) এই মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে পাঠের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। 'সবনে' স্থলে সেখানে 'সচনা' পাঠ দৃষ্ট হয়। ব্যাখ্যারও সেখানে অন্যরূপ ভাব পরিগৃহীত হইতে দেখি। 'আ ভুবৎ' পদের 'আগচ্ছতু আগচ্ছতু' প্রতিবাক্য সেখানে গৃহীত হইয়াছে। 'কম্ব' 'আগচ্ছতু' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পরে 'দেবতা আগমন করুন' এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। অপিচ, ঋগ্বেদের ভাষ্যে 'ঋষ্ব' শব্দের প্রতিবাক্যে 'ইন্দ্র' পদ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সার্থকতা রক্ষা, 'অশ্বগ্রাবভিঃ' পদ সেখানে সাম্যাদের পদরূপে সংযোজিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা ঋগ্বেদের ভাষ্য এবং প্রচলিত একটি বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

গেয়-গানম্।

১। যো রাজা ৩ চর্ষণাইনাম্। যাতারথে। ভিরাধ্রা ১ ইগূ ২ ঃ।

ধ্রাইগূ ২ ঃ। বাইশ্বাসা ৩ ম্। তরুতা ৩। তরুতা ৩। পার্ত্তানা ২

৩ ৪ নাম্। জ্যা ইন্দ্রয়োবা। ত্রাহাগা ২ ৩ ৪ র্ণাই। ব্রেহা

৫ গৃণাই। হো ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

২। যোরাজাচ। ষণা ৩ ২ ৩ ৪ ইনাম্। যাতারথেভিরধ্রা ২ ৩ ই গুঃ।

বিশ্বাসান্তারুতা পৃতনা ২ ৩ নাম্। জ্যা ২ ৩ ইষ্ঠাম্। যো বৃত্র

হোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। গা ৫ র্ণা ৬ হাই ॥ ১ ॥

---

করিতেছি। তদ্দ্বারা আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। যথা; ঋগ্বেদের সায়ণ-ভাষ্য :—"বয়ং যজমানা এনমিন্দ্রং বজ্রিণং উদা ইদানীং কশ্চ ইহ অত্র অপীপেম আপ্যায়য়াম সোমেন। তস্মাউ তস্মা এ বাম্নাত্র সহনা সহনায় সংগ্রামার্থং সুতমভিযুতং সোমং ভর হরত হে অধ্বর্য্যাদয়ঃ। নূনমিদানীং শ্রুতে স্তোত্রে শ্রুতে সতি আভূষত আভবত্বাগচ্ছতু।" প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করিব। তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।"

২। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কিন্তু কোনও কোনও গ্রন্থে এই মন্ত্রটী অষ্টম মণ্ডলের ষড় ধিক ষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। ইহার গেয় গান তিনটী। প্রথম দুইটী সম্বন্ধে "ইন্দ্রস্য বাসিষ্ঠস্য বা বৈরূপে" এবং তৃতীয়টী সম্বন্ধে "ইহচকেন্দ্রস্য বসিষ্ঠস্য বা বৈরূপং" এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং) 'রাজা' (পালকঃ রক্ষকঃ—ভবতি ইতি যাবৎ), যঃ চ 'রথেভিঃ' (সৎকর্ম্মরূপৈঃ যানৈঃ) 'যাতা' (সংবাহিতঃ—ভবতি ইতি যাবৎ), তথা 'অধ্রিগুঃ' (অপরৈঃ অপকর্ম্মপরায়ণৈঃ জনৈঃ অধৃষ্যঃ অপ্রাপ্যঃ ভবতি ইতি যাবৎ), তথা যঃ দেবঃ 'বিশ্বাসাং' (সর্ব্বাসাং) 'পৃতনানাং' (রিপুরূপাণাং শত্রুসেনানাং) 'তরুতা' (তারকঃ, নাশকঃ ইত্যর্থঃ—ভবতি ইতি যাবৎ), অপিচ 'যঃ' (দেবঃ) 'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ—ভবতি ইতি যাবৎ), তং 'জ্যেষ্ঠং' (মহান্তং শ্রেষ্ঠং দেবং) 'গৃণে' (স্তৌমি, ভজামি, অনুসরণং করবাণি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ; সাধূনাং পালকং পাপিনাং বিমর্দ্দকং তং ভগবন্তং অনুসর্ত্তুং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবানি—ইতি সঙ্কল্পঃ ইত্যেবং ভাবঃ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের পালক রক্ষক হয়েন, এবং যে দেবতা সৎকর্ম্ম-রূপ যান-সমূহের দ্বারা সংবাহিত হয়েন, এবং অপর অপকর্ম্ম পরায়ণ জনগণের দ্বারা অপ্রাপ্য হয়েন; আর, যে দেবতা সকল রিপু-রূপ শত্রুসেনাগণের তারক নাশক হয়েন; অপিচ, যে দেবতা অজ্ঞানতানাশকারী হয়েন; সেই মহান্ শ্রেষ্ঠ দেবতাকে আমি স্তব করি—স্তব করিতে (অনুসরণ করিতে) সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি। এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; ভাব এই যে,—সাধুগণের পালক পাপিগণের বিমর্দ্দক সেই ভগবানকে অনুসরণ করিতে যেন সঙ্কল্পবদ্ধ হই। (১অ—৫খ—৫দ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ প্রথমং সাম। পুরুহন্মা ঋষিঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'রাজা' স্বামী। 'রথেভিঃ যাতা' গন্তা চ। 'অধ্রিগুঃ' অধৃতগমনোঽন্যৈঃ। 'বিশ্বাসাং' 'সর্ব্বাসাং' 'পৃতনানাং' 'সেনানাং' 'তরুতা' তারকঃ। যশ্চ জ্যেষ্ঠঃ [illegible]। 'যঃ' চ 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য হন্তা। তং 'জ্যেষ্ঠং' সর্ব্বৈর্গুণৈঃ প্রশস্যং অধিকং বৃদ্ধং বা মহাভাগমিন্দ্রং 'গৃণে' স্তৌমি॥ (৩অ—৫খ—৫দ—১সা)।

• • •

## প্রথম (২৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——×:০:×——

এই মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতবিরোধের সম্ভাবনা নাই। তবে 'চর্ষণীনাং' 'রথেভিঃ' 'পৃতনানাং' এবং 'বৃত্রহা' পদ উপলক্ষে কেহ কেহ মন্ত্রে ভাবান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে 'চর্ষণীনাং' পদে কৃষকদিগকে বুঝাইয়া থাকে; 'রথেভিঃ' পদে

সাধারণ যানবাহনের প্রতি লক্ষ্য আছে; 'পৃতনানাং' পদে শত্রু-সেনাগণকে নির্দ্দেশ করে; এবং 'বৃত্রহা' পদে বৃত্র-নামক অসুরের হননকারী ইন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য আসে। যাহা হউক, আমরা সে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করি না। ভগবান্ যে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের রক্ষক, সৎকর্ম্ম-রূপ রথসমূহের দ্বারাই যে হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়, এবং কামাদি-রিপুশত্রুগণের বিমর্দ্দন-সাধন যে ভগবানের বা দেবতার কৃপা-সাপেক্ষ, এবং তিনি যে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের সংহারকারী,—মন্ত্রান্তর্গত বিশেষণনিবহে আমরা এইরূপ ভাবই পরিগ্রহণ করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গৃণে' পদে, সাধক যে আপনাকে ভগবানের অনুসরণে নিয়োজিত করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাই মনে আসে॥ (৩অ—৫খ—৫দ—১সা)। *

---

দ্বিতীয় সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো
১ ২র
বি মৃধো জহি॥ ২॥

গেয়-গানম্।

১। যতআ ৩ ইন্দ্রা ভয়া মহাই। ততো নো অভয়ঙ্কা ২ ৩ র্দ্ধী।
মঘবংছগ্ধি তব তন্নউতা ২ ৩ য়াই বিদ্ধাইষো ২ ৩ বী মার্দ্ধোজহি।
ইডা ২ ৩ ভা ৩৪৩। ও ২ ৩৪৫ ই। ডা॥ ২॥

---

* এই প্রথম সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কোনও কোনও ঋগ্বেদ-গ্রন্থে এই সাম-মন্ত্রটীকে অষ্টম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ মধ্যে পরিগণিত। ইহার গেয়-গান দুইটী। তাহার নাম,—'পৌরুহন্মনং' ও 'প্রকার্বং।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব!) 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'ভয়ামহে' (বয়ং ত্রাসপ্রাপ্তাঃ ভবামহে), 'ততঃ' (তস্মাৎ ত্রাসকারণাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অভয়ং' (ভয়শূন্যং) 'কৃধি' (কুরু), অস্মভ্যং, অভয়ং প্রদদ ইত্যর্থঃ; 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্) ত্বং 'শগ্ধি' (শক্তঃ, অশেষসামর্থ্যযুক্তঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'তৎ' (তস্মাৎ, অতএব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারায়) 'তব' (স্বকীয়ৈঃ শক্তিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (অস্মদ্দ্বেষ্টৄন, রিপুশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'বি জহি' (বিনাশয়) তথা 'মৃধঃ' (অস্মদ্ধিংসকান অপকর্ম্মসকলান্ ইত্যর্থঃ) 'বি' (বিনাশয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মভ্যং অভয়ং প্রযচ্ছ, অস্মাকং শত্রূন্ চ নাশয়॥ (৩অ—৫খ—৫দ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যাহা হইতে আমরা ত্রাস প্রাপ্ত হই, সেই ত্রাসের কারণ হইতে আমাদিগকে ভয়শূন্য করুন—অভয়-দান করুন; হে পরমধনশালিন! আপনি অশেষসামর্থ্যযুক্ত হয়েন; অতএব, আমাদিগের দ্বেষ্টৃগণকে অর্থাৎ রিপুশত্রুদিগকে বিনাশ করুন, এবং আমাদিগের হিংসাকারী অপকর্ম্মসকলকে নাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন এবং আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন।)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। অর্থ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'যতঃ' হিংসকাৎ 'ভয়ামহে' বয়ং 'ততঃ' 'নঃ' অস্মভ্যং 'অভয়ং' 'কৃধি' কুরু। হে 'মঘবন্'! 'শগ্ধি' শক্তো ভবসি 'নঃ' অস্মভ্যমভয়ং কর্তুম্। 'তব' 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'বিজহি' 'দ্বিষঃ' অস্মদ্দ্বেষ্টৄন। 'মৃধঃ' অস্মদ্ধিংসকান 'বি' জহি। (৩অ—৫খ—৫দ—২সা)।

• • •

## দ্বিতীয় (২৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ-প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে মনে হয়, এখানে যেন মানুষ, শত্রু হইতে ভয় পাইয়া ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহার নিকট অভয়-প্রার্থনা করিতেছে,—শত্রুনাশের কামনা জানাইতেছে। বাহ্য-দৃষ্টিতে এ ভাব যে অধ্যাহৃত হয় না, তাহা আমরা মনে করি না। দেবাসুরের যুদ্ধ যাঁহারা মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা ঐ দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্কাশন করিতে পারেন। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের সে

সমর অহরহঃ চলিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রিপুগণকে জয় করিবার শক্তি-সামর্থ্যের প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি॥ (৩অ-৫খ-৫দে—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্।
দ্রপ্সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো
মুনীনাং সখা॥ ৩॥

গেয়-গানম্।

১। বাস্তোষ্পতাই। ধ্রুবা। স্থূণা ও ২৩৪ বা। অংসত্রং
সোম্যানা ২ ম্। দ্রপ্সঃ পুরাম্ভেত্তা শশ্বতা ২ ৩ ইনাম্।
আ ২ ৩ ৪ ইন্দ্রোঃ মুনি ২। না ৩ ১ উবা ২ ৩।
সা ২ ৩ ৪ খা॥ ৩॥

২। বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা। স্থূণা ৩। আ২ ৩৪। সত্রংসো। ম্যানাম্।
দ্রপ্সঃ পুরাম্ভেত্তা শশ্বতা ২ ৩ ইনাম্। আ ২। ইন্দ্রা। মুনী ২।
নো ২ ৩৪ বা। সা ২ ৩ ৪ খা॥ ৩॥

* এই তৃতীয় সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কোনও কোনও বেদের গ্রন্থে এই মন্ত্রটী ঐ মণ্ডলের একাধিক দ্বিতীয় সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্। ইহার গেয় গান একটী। তাহার নাম,—'ইন্দ্রস্য, অভ্যাবর্ত্তম্।'

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাস্তোষ্পতে' (গৃহপতে, হৃদি সত্ত্বভাবস্য সংরক্ষক হে দেব!) 'স্থূণাং' (অস্মাকং হৃদয়রূপস্য গৃহস্য আশ্রয়স্তম্ভং, জ্ঞানযুতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবা' (অবিচঞ্চলং, সত্যময়ং—কুরু ইতি শেষঃ); তথা 'সোম্যানাং' (সত্ত্বভাবসমন্বিতানাং সাধকানাং সম্বন্ধযুতং) 'অংসত্রং' (পরিত্রাণসাধকং বলং) অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ; 'দ্রপ্সঃ' (সন্তাপহারিণাং কামাদি-রিপূণাং) 'পুরাং' (আশ্রয়স্থানং—অপকর্ম্মরূপং) 'ভেত্তা' (বিদারয়িতা, নাশকারী ইত্যর্থঃ) যঃ 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'শশ্বতীনাং' (শাশ্বতীনাং, নিত্যসত্যসম্বন্ধযুতানাং) 'মুনীনাং' (আত্মদ্রষ্টৄণাং ঋষীণাং) 'সখা' (সুহৃৎ, আত্মীয়—ভবতি ইতি যাবৎ); সঃ দেবঃ অস্মাকং পরিত্রাণকারী সখা ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। অয়ং ভাবঃ—বয়ং সৎকর্ম্মশীলাঃ সন্তঃ সাধকোচিতাং শক্তিং প্রাপ্নুমঃ ভগবতঃ সখ্যং চ লভেম। (৩অ—৫খ—৫দ—৩সা)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে গৃহপতি (হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সংরক্ষক হে দেব)! আমাদিগের হৃদয়-রূপ গৃহের আশ্রয়-স্তম্ভকে অর্থাৎ জ্ঞানযুত কর্ম্মকে আপনি অবিচঞ্চল সত্যময় করুন; এবং সত্ত্বভাবসমন্বিত সাধকগণের সম্বন্ধযুত পরিত্রাণসাধক বলকে আমাদিগকে প্রদান করুন; সন্তাপহারী কামাদি-রিপুগণের অপকর্ম্ম-রূপ আশ্রয়স্থানকে বিদারণকারী যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিত্যসত্য-সম্বন্ধযুত আত্মদ্রষ্টা ঋষিগণের সখা হয়েন, সেই তিনি আমাদিগের পরিত্রাণকারী সখা হউন—এই প্রার্থনা। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হইয়া সাধকোচিত শক্তি প্রাপ্ত হই, এবং ভগবানের সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই।)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—তৃতীয়ং সাম। হারিবর্ণম্। হে 'বাস্তোষ্পতে' গৃহপতে! 'স্থূণা' গৃহাধারভূতস্তম্ভঃ 'ধ্রুবা' স্থিরা ভবতু। 'সোম্যানাং' সোমার্হাণাং সোমসম্পাদিনাং বাস্মাকং 'অংসত্রং' অংসত্রাণং অংসোপলক্ষিতস্য কৃৎস্নস্য শরীরস্য ত্রাণকং বলং ভবতু। অপিচ। 'দ্রপ্সঃ' দ্রবণশীলঃ সোমঃ ভবান্ (অর্থাদিন্দ্রশ্চ প্রত্যক্ষঃ) 'শশ্বতীনাং' বহ্বীনাং 'পুরাং' অসুরপুরাণাং 'ভেত্তা' বিদারয়িতা এবম্ভূতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'মুনীনাং' অস্মাদীনামস্মাকং 'সখা' মিত্রভূতো ভবতু। (৩অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

• • •

## তৃতীয় (২৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, যেন কোনও মানুষের নিকট—কোনও রাজার নিকট—ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে আশ্রয়দাতা

আপনি আমার গৃহের স্তম্ভগুলি দৃঢ় করিয়া দিউন।' সাদা কথায় বলিতে গেলে, উহার ভাব এই যে,—'আমার ঘরের খুঁটিকয়টি শক্ত করিয়া দিউন,—ঘর যেন না পড়িয়া যায়।' এই এক প্রার্থনা জানান হইয়াছে। আর এক প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে সোমরস-পানকারী। আমরা আপনার জন্ম সোমরস প্রদান করি; আপনি আমাদিগের বলস্বরূপ হউন,—আপনার প্রভাবে আমাদিগের শত্রু বিমর্দ্দিত হউক।' উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্রদেব অনেক মুনি-ঋষিগণের সখা, তিনি শত্রুদিগের পুরী ধ্বংস করিয়া সখাদিগকে রক্ষা করেন।' মর্ম্ম এই যে,—,আমরা যখন মাদক প্রদান করিতেছি, তিনি আমাদিগের সখা হউন এবং আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন।'

আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার ভাব সম্পূর্ণ ভিন্নপথাবলম্বী। মন্ত্রে 'বাস্তোস্পতে' পদ আছে। আমরা মনে করি, ঐ পদে সাধারণ ভূস্বামীকে না বুঝাইয়া হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। মন্ত্রে আছে 'স্থূণাং' পদ। আমরা বলি, ঐ পদে সাধারণ গৃহের স্তম্ভকে না বুঝাইয়া হৃদয়-রূপ গৃহের আশ্রয়-স্তম্ভকে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'দেবতার কৃপায় আমার হৃদয়-রূপ গৃহের সেই আশ্রয়-স্তম্ভ (জ্ঞানযুত কর্ম্ম) অবিচঞ্চল হউক'—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। মন্ত্রে 'সোম্যানাং' পদ আছে। উহা হইতে সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারীর বা প্রদানকারীর সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি, ঐ পদে সত্ত্বভাবসমন্বিত সাধকগণকে লক্ষ্য করিতেছে। সোম—মাদক-দ্রব্য নহে—শুদ্ধসত্ত্ব। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এ পক্ষে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—'সোম্যানাং অংসত্রং' পদদ্বয়ের—প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! সাধকগণকে তাঁহাদিগের পরিত্রাণসাধক যে শক্তি আপনি প্রদান করেন, আমাদিগকে সেই শক্তিতে শক্তিমান করুন।' এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী—ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ভাব স্বতঃই উপলব্ধ হয়। এই অংশের 'দ্রপ্স' এবং 'শশ্বতীনাং' পদদ্বয়ের অর্থ আমরা ভাষ্য হইতে ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছি। সে পক্ষে ভাষ্যেরই অন্যত্র প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ভগবান ইন্দ্রদেব—সর্ব্বাপহারী কামাদিরিপুগণের অপকর্ম্ম-রূপ আশ্রয়-স্থানকে ধ্বংস করেন; আর, তিনি নিত্যসত্যসম্বন্ধযুত সাধুগণের সখা হয়েন। 'শশ্বতীনাং' পদের প্রতিবাক্য 'বহ্বীনাং সৎকর্ম্মশীলানাং' অর্থাৎ 'বহুপ্রকার সৎকর্ম্মশীল' অর্থও গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, এই মন্ত্রে, ভগবানের সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অনুকম্পা-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে আমরা মনে করি, সৎকর্ম্মশীল হইয়া সাধকোচিত শক্তির এবং ভগবানের সখিত্ব লাভের প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকট রহিয়াছে। * (৩অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী,—'বাস্তো দে।'

## চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩১ ২
বণ্‌ মহাঁ২ অসি সূর্য্যবডাদিত্য মহাঁ২ অসি।
৩১ ২ ৩ ১ ১৩১ ২ ২ ৩১
মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহ্না
২৩ ১ ১
দেবমহাঁ২ অসি ॥ ৪ ॥

• • •

### গেয়-গানম্।

৫ ২ ৪ ৫র ১র২ ১ ২
১। বণ্‌মহাঁ২ ৩ অসিসূর্য্যা। বাডাদিত্য মহাঁ২ আ ১ সা ২ ৩ ৪ ই।
৩ ৫র ৫র ৫ ৫র৪৫ ২ ২ ১ ২
মহস্তে সতো মহিমাপনি। ষ্টা ৩ মা। মহ্নাদা ২ ৩ ইবা ৩।
২ ১ ৫ ৪ ৫
মহো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হাই ॥ ৪ ॥

• • •

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (হে জ্ঞানাধার!) ত্বং 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ, জ্ঞানরূপস্য শ্রেষ্ঠৈশ্বর্য্যস্য অধিকারী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) 'বট্' (ইদং সত্যং); 'আদিত্য' (অনন্তস্য অঙ্গীভূত হে দেব!) ত্বং 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ, অনন্তসৎকর্ম্মরূপস্য শ্রেষ্ঠস্য বলস্য অধিকারী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) 'বট্' (ইদং সত্যং); 'মহঃ' (মহতঃ) 'সতঃ' (সৎস্বরূপস্য) 'তে' (তব) 'মহিমা' (মহত্ত্বং—বলৈশ্বর্য্যপ্রদং ইত্যর্থঃ) 'পনিষ্টম' (পনস্তুতি, স্তোতৃভিঃ স্তূয়তে, সাধকৈঃ পরিদৃশ্যতে ইত্যর্থঃ); 'দেব (হে দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত!) ত্বং 'মহ্না' (মহত্ত্বেন—জীবহিতসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'মহান্' (প্রসিদ্ধঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ; অত্র নিহিতা প্রার্থনা—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রতি ভবতঃ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং প্রকটং ভবতু। (৩অ—৫খ—৫দ—৪সা)॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার! আপনি মহত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েন—ইহা সত্য; অনন্তের অঙ্গভূত হে দেব! আপনি মহত্ত্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ অনন্ত-সৎকর্ম্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী হয়েন—ইহা সত্য; মহৎ সৎস্বরূপ আপনার বলৈশ্বর্য্যপ্রদ মহত্ত্ব সাধকগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট

হয়; হে দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত! আপনি মহত্ত্বের দ্বারা—জীবের হিত-সাধনের দ্বারা—মহান্ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হইয়া আছেন। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক; অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—হে ভগবন্, আমাদিগের প্রতি আপনার সকল মহিমা প্রকট হউক।)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৪সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—চতুর্থং সাম। জমদগ্নি ঋষিঃ। (অত্র শৌনকঃ—"বণ্ মহাঁঅসিতিদ্বৃচৌর্ক-সুপর্ণভিরৈবৃচৌ জপন্। বন্ধ্যাপানুত্তাং বার্ত্তিয়ানুত্তেন ন লিপ্যতে" ইতি)। হে 'সূর্য্য' প্রেরকেন্দ্র! ত্বং মহান্ তেজসাধিকো 'অসি'। 'বট্' সত্যম্। নৈতন্মিথ্যেত্যর্থঃ। হে "আদিত্য" অদিতেঃ পুত্র! ত্বং 'মহান্' বলেনাপ্যধিকঃ 'অসি'। 'বট্' সত্যমেব। "মহো" মহতঃ 'সতো' ভবতঃ 'তে' তব 'মহিমা' মহত্বং 'পনিষ্টম' পনস্যতে স্তোতৃভিঃ স্তূয়তে। হে 'দেব' দ্যোতনাদিগুণযুক্ত! সূর্য্য! ত্বং 'মহ্না' মহত্বেন বীর্য্যেণাপ্যধিকো 'অসি' ভবসি ন সংশয় ইত্যর্থ। 'পনিষ্টম' 'বনস্পতে' ইতি পাঠৌ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৪সা)॥

• • •

## চতুর্থ (২৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে যে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহার মধ্যে 'সূর্য্য' ও 'আদিত্য' পদ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐন্দ্র-সূক্তের মধ্যে এই মন্ত্রের সন্নিবেশ দেখি। তাহাতে ইন্দ্রই 'সূর্য্য' সম্বোধনে আহূত হইয়াছেন—প্রতিপন্ন হয়।

এইখানে দেবতত্ত্বের বিষয় প্রণিধান করার আবশ্যক হয়। দেবতাই বা কে, আর ভগবানই—বা কে? ইন্দ্রই বা কে, আর সূর্য্য বরুণ মিত্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতিই বা কে? নাম-রূপ বিভিন্ন হইলেও বস্তুগত যে কোনও পার্থক্য নাই, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। সাগরের জলও জল, নদীর জলও জল, হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণীর জলও জল। নাম-রূপের পার্থক্য হইলেও, জল যে বস্তু, তাহাতে কোনই পার্থক্য নাই। এই জন্যই নদীর জলকেও জল বলে, সমুদ্রের জলকেও জল বলে, হ্রদ-তড়াগ-পুষ্করিণীর জলকেও জল বলে। স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট বস্তুর উপমা-বিন্যাস করিতেছি; সে কেবল আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞেরই বোধোদয়ের জন্য। দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই ইন্দ্রও যে সূর্য্য-সম্বোধনে সম্বোধিত হইতে পারেন, তাহা আপনিই হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হয়। ভগবদ্বিভূতি—সত্ত্বভাব—যতই বিচ্ছিন্ন অবস্থিত হউক না কেন, মূলতঃ সকলই অভিন্ন। এই আলোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয়।

যেমন 'সূর্য্য' ও 'আদিত্য' পদ অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করিতেছে, সেইরূপ মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী 'মহান্' পদ বহির্দৃষ্টি উন্মুক্ত করিতেছে। মন্ত্রে প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে সূর্য্যদেব! তুমি মহান্—ইহা সত্য!' তার পর, আবার বলা হইয়াছে,—'হে আদিত্য! তুমি মহান্—ইহা সত্য।' একই 'মহান্' শব্দ দুইবার প্রয়োগের কি সার্থকতা আছে—এখানে তাহাই বিবেচনার বিষয়। সংসারী মানব প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের কামনা করে। সে চায়—

ঐশ্বর্য্য' সে চায়—শক্তিসামর্থ্য। ঐশ্বর্য্য ও বল—এই দুইটী মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয়। এখানে সূর্য্য সম্বোধনে দেবতাকে যে 'মহান' বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম তিনি শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। একটু বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, সে ঐশ্বর্য্য—জ্ঞান। তাই তাঁহার সম্বোধন—হে সূর্য্য (হে জ্ঞানাধার)। দ্বিতীয়তঃ, 'আদিত্য' সম্বোধনে তাঁহাকে যে 'মহান্' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সে 'মহান্' পদের ভাব—তিনি শ্রেষ্ঠ বলের অধিকারী। বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়—শ্রেষ্ঠ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলের উৎপাদক, অশেষ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মানুষকে অশেষ বলে বলী করে। তাই দেবতার সম্বোধন 'আদিত্য'—অনন্তের অঙ্গীভূত অশেষ কর্ম্মের প্রাপক।

মন্ত্রের উপসংহারে আছে—'মহ্না মহান্'। এখানে সম্বোধন পদ 'দেব'। দেবতার মহান্ মহত্ত্ব দীপ্তিদানাদি। 'দেব' সম্বোধনে এখানে তাঁহার দাতৃত্বের মহিমাই ব্যক্ত করিতেছে। যিনি জ্ঞানের আধার, জ্ঞান-বিতরণেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকটিত। যিনি বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি, বলৈশ্বর্য্য-প্রদানে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যিনি দেব, দীপ্তি-দানাদিই তাঁহার মহত্ত্বের বিদ্যোতক। এইরূপে বিভিন্ন 'মহান্' পদে দেবতার অশেষ জ্ঞানের ও বলৈশ্বর্য্যের এবং জীবহিত-সাধনে তাহা বিনিয়োগের ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্রটী দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশক হইলেও, একটি প্রার্থনার ভাব উহার অন্তর্নিহিত আছে। সে প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের প্রতি আপনার সকল মাহাত্ম্য প্রকট হউক।' (৩অ—৫খ—৫দ ৪সা)॥ *

—•—

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অশ্বী রথী সুরূপ ইৎ গোমা৺ যদিন্দ্র তে সখা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
চন্দ্রৈর্যাতি সভামুপ ॥ ৫ ॥

• • •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান একটী; তাহার নাম 'সুবোলায়'। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহ্না' পদ 'অদ্ধা' রূপ গ্রহণ করিয়া আছে দেখা যায়।

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ৪ ৫   ২র   ১ ২   —   ১ র ২   ১ ২
১। অশ্বো অশ্বী। রথীসু ৩ রূপা ১ ঈ ২ ৎ। গোমাঁ৺ যদিম্। ত্রাতে ১

— ১ — ১ — ১ র ২ ১র   ২ ১ ২
সাখা ২। শ্বাত্রা ২ ভাজা ২। বয়সাসচতেসা ২ ৩ দা। চন্দ্রাইর্যা

২ ১ ৪ ২ ৫
৩ তী ৩। সা ২ ৩ ভা ৩ ম্। উ ৩ ৪ ৫ পো ৬ হাই ॥ ৫ ॥

• • •

২র র র ৫   ১র র   র   ১
২। অশ্বী রথী সুরূপা ৬ ঈত। গোমঁ৺ যদিন্দ্র তে সখাউ বা ২ ৩ হো

— ১   ২র ১র র র   র   র   ১
বা ২ ৩ হা ২ ঈয়া। শ্বাত্রাভাজা রয়সা সচতে সদা উবা ২ ৬ হো

— ১   ২   —   ১ র ২   ১
বা ২ ৩ হা ২ ঈয়া। চন্দ্রাইর্য্যা ১ তী ২। সাভামুপ। ইডা

২   ১
২ ● ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ) 'যৎ' ( যদা কো জনঃ ) 'তে' ( তব ) 'সখা' ( মিত্রং, বন্ধুঃ, অনুসরণকারী—ভবতি ইতি যাবৎ ) তদা স 'অশ্বী ইৎ' ( বহুভিরশ্বৈরুপেত এব, ব্যাপকজ্ঞানবিশিষ্টঃ ) 'রথী' ( রথবান্, সৎকর্ম্মসম্পন্নঃ ) তথা 'সুরূপঃ' ( শোভনরূপঃ, শোভনান্তঃকরণঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'সদা' ( সর্ব্বদা ) 'গোমান্ ইৎ' ( জ্ঞানসম্পন্নঃ ) তথা 'শ্বাত্রভাজা' ( পরমধনসম্পন্নঃ সন্ ) সঃ 'বয়সা' ( অন্নেন, আত্মবলেন ) 'সচতে' ( সঙ্গচ্ছতে —ভগবৎ সামীপ্যং ইতি যাবৎ ), তথা 'চন্দ্রৈঃ' ( পরমানন্দৈঃ—যুক্তঃ সন্ ) 'সভাং' ( দীপ্তিং, জ্ঞানসভ্যং ) 'উপযাতি' ( উপগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ) ; দেবানুসারী জনঃ জ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং পরমানন্দং চ লভতে—ইতি ভাবঃ। ( ৩অ—৫খ—৫দ—৫সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যখন কোনও ব্যক্তি আপনার অনুসরণকারী হন, তখন তিনি ব্যাপকজ্ঞানবিশিষ্ট, সৎকর্ম্মসম্পন্ন এবং শোভনান্তঃকরণ হয়েন ; সর্ব্বদা জ্ঞানসম্পন্ন ও পরমধনযুক্ত হইয়া, তিনি আত্মশক্তিতে

ভগবৎসমীপে গমন করেন; এবং পরমানন্দযুক্ত হইয়া দীপ্তি (জ্ঞানসঙ্গ) প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—দেবানুসারী জন জ্ঞান ও সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং পরমানন্দ লাভ করেন)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৫সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যম্। চতুর্থং সাম। পুরুহন্মা ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'তে' তব 'সখা' মিত্রভূতঃ পুরুষঃ অশ্ব্যাদিগুণবিশিষ্ট এব ভবতি (ইচ্ছব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে) 'অশ্বী ইৎ' বহুভিরশ্বৈরুপেত এব ভবতি ন কদা চিদশ্বৈর্বিযুজ্যতে। 'রথী' রথবান্ ভবতি। 'সুরূপঃ' শোভনরূপঃ শোভনাবয়ব এব স ভবতি। 'গোমানিৎ' বহ্বীভির্গোভির্যুক্ত এব স ভবতি ন কদাচিদ্গোভির্বিযুজ্যত ইত্যর্থঃ। অপিচ 'শাত্রভাজা' (শাত্রমিতি ধননাম তু আত্রং অভনীয়ং শীঘ্রং প্রাপ্তব্যং) শোভনং ধনং সম্ভজতা ঈদৃগ্ধনসংযুক্তেন "বয়সা" (অন্ননামৈতৎ) অন্নেন সদা সর্ব্বদা 'সচতে' সমবৈতি সঙ্গচ্ছতে। অতএব 'চন্দ্রৈঃ' সর্ব্বেষামাহ্লাদকৈঃ স্তোত্রৈর্যুক্তঃ সন্ 'সভাং' জনসংসদং 'উপযাতি' উপগচ্ছতি॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৫সা)॥

• . •

## পঞ্চম (২৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:◌:•—

জগদ্বন্ধু ভগবানের যিনি মিত্রস্বরূপ, যিনি ভগবানের অনুসরণপরায়ণ, জগতে কিছুই তাঁহার অপ্রাপ্য থাকেনা। তিনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন—হৃদয়কে উচ্চভাবাপন্ন করেন। তিনি পরম ধনের অধিকারী হন, আত্মবল-লাভে সাধুগণেরও সমাদর প্রাপ্ত হন,—সাধুগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। ভগবানই সর্ব্বশক্তির ও সর্ব্বজ্ঞানের উৎস; সুতরাং তাঁহার অনুসরণে, ভগবদ্গুণাবলীর অনুধ্যানে, সাধকের হৃদয় ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয়, ভগবানের অসীম শক্তি ও জ্ঞান সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এক কথায় বলা যায়, ভগবানের অনুসরণে সাধক স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন। আর, ভগবৎ-উপাসনার অর্থও তাহাই ভগবানের উপাসনার সর্ব্বোচ্চ স্তর 'সোঽহং' মন্ত্রের সাধনা। তদ্বারা সাধকের হৃদয়ে ভগবানের—ভগবৎশক্তির—'সত্যং জ্ঞানং আনন্দং' তিনেরই আবির্ভাব হয়—সাধক মোক্ষ লাভ করেন। মন্ত্রে এই তত্ত্বই ব্যক্ত। (৩অ—৫খ—৫দ—৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। গেয়-গান দুইটীর বিষয়ে উক্ত আছে—"ঐন্দ্রেণে, আনুপে, বাভ্রাস্তে বা উভে দে।"

### ষষ্ঠং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২র ৩ ২
যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতꣳশতং ভূমীরুত স্যুঃ।
১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
নত্বা বজ্রিন্ৎসহস্রꣳসূর্য্যা অনু ন
৩ ১ ২ ৩ ৩ ২
জাতমষ্ট রোদসী ॥ ৬ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

২ ১র ৪ ৫র ২ ১ র ২ ১ র
১। যদ্দ্যা বা২ ও ইন্দ্র তে শত্যম্ শতং ভূমীরুতস্যুঃ ২৪। ন ত্বা
র র — ১ — ১ ১ ২ ১
বজ্রিন্ৎসহস্রꣳসূর্য্যা অনু ২। নাজা ২ তা মা ২ ৩। ষ্টরো ২ ৩ ৪
৫ ৪ ৫
বা। দা ৫ সো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'যৎ' যদি; 'দ্যাবঃ (দ্যুলোকাঃ) 'শতং' (অসংখ্যাঃ) 'উত' (এবং) 'ভূমীঃ' (ভূম্যঃ) 'শতং' (অসংখ্যাঃ) 'স্যুঃ' (ভবেয়ুঃ) তথাপি 'তে' (তব— পরিমাণায় অসমর্থাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ); 'বজ্রিন' (রিপুবিমর্দনায় বজ্রধারিন হে দেব) 'সহস্র' (অসংখ্যাঃ) 'সূর্য্যাঃ' অপি 'ত্বা' (ত্বাং) 'ন অনু' (নাপ্নুবন্তি ন প্রকাশয়ন্তি); 'জাতং' (পূর্ব্বমুৎপন্নং কিঞ্চিদপি। তথা 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ অপি 'তে' (তব) 'ন অষ্ট' (পরিমাণং নিরূপয়িতুং ন সমর্থাঃ ভবন্তু ইতি শেষঃ); ভগবান্ সর্ব্বেভ্যঃ অতিরিচ্যতে; তৎসৃষ্টং কিমপি বস্তু তং পরিমাতুং ন সমর্থং ভবতি - ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৫দ—৫দে—৬সা)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদি দ্যুলোক অসংখ্য হয় এবং পৃথিবী অসংখ্যা হয়, তথাপি তাহারা আপনার পরিমাণ করিতে অসমর্থ; হে বজ্রধারিন্! অসংখ্য সূর্য্যও আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; পূর্ব্বোৎপন্ন কিছুই এবং স্বর্গমর্ত্ত্যও আপনার পরিমাণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না; (ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার সৃষ্ট কোনও বস্তু তাঁহাকে পরিমাণ করিতে পারে না।) ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। ষষ্ঠং সাম। পুরুহন্মা ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'তে' তব প্রতিমানার্থং 'যৎ' যদি 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'শতং' শত-সংখ্যাকাঃ 'স্যুঃ' তথাপি নাপ্নুবন্তি। 'উত' অপিচ 'ভূমী' ভূম্যঃ তব মূর্ত্তিপ্রতিবিম্বার্থ শতং স্যুঃ তথাপি নাপ্নুবন্তি। হে 'বজ্রিন্'! 'ত্বা' ত্বাং 'সহস্রং' অপরিমিতা অপি সূর্য্যাঃ নানুভবন্তি ন প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি শ্রুতেঃ। কিং বহুনা 'জাতম্' পূর্ব্বমুৎপন্নং কিঞ্চিদপি 'ন অষ্ট' নাপ্নুতে। তথা 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ নাপ্নুবাতে। ত্বং সর্ব্বেভ্যোঽতিরিচ্যসে ইত্যর্থঃ। জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ইতি শ্রুতেঃ। ( ৩অ—৫খ—৫দ—৬সা )॥

* * *

## ষষ্ঠ ( ২৭৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ" সেই অনন্ত অসীম বিরাট্ পুরুষকে পার্থিব কোনও বস্তুর মাপ-কাঠির সাহায্যে পরিমাপ করা কি সম্ভবপর? যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন, যাঁহার "কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতং জগৎ", তাঁহাকে জাগতিক বস্তুর সাহায্যে পরিমাপ করা অসম্ভব, আর পরিমাপ করিতে যাওয়া মানুষের শিশুবুদ্ধির পরিচায়ক। তাই উপনিষৎ 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'সোঽহমস্মি' এ কথা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে বস্তুতঃ আর কিছুই বলা যায় না। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ-স্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া পাছে নিজের অক্ষমতা-বশতঃ তাঁহার গৌরবহানি-জনক কিছু বলিয়া ফেলা হয়, এই ভয়ে প্রাচীন ঋষিগণ কেবল মাত্র 'সঃ অস্তি' বাক্যটীর ব্যবহার নিরাপদ মনে করিতেন। মানব, আপনার হৃদয়বৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া ভগবানকে নিকটে—নিকটতমভাবে পাইতে চায়। তাই তাহার পরিচিত জাগতিক পদার্থসমূহের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করে। সাধক জানেন যে, যতই জাগতিক পদার্থের উপমা ও মানবীয় ভাষা ব্যবহার করা যাউক না কেন, তিনি, সচ্চিদানন্দ ভগবান, এই সমস্তের বহু ঊর্দ্ধে। কিন্তু যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দেয়,—ভগবানকে অন্তরতর অন্তরতম রূপে পাইতে চায়, সেই আকাঙ্ক্ষাই ভগবানকে মানুষের নিত্য-পরিচিত জাগতিক বস্তুর ও সম্বন্ধের মধ্যে টানিয়া আনে। পাছে মানুষ হৃদয়ের পার্থিব প্রেরণাবশে ভগবানের স্বরূপ ভুলিয়া শুদ্ধ জাগতিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখে সেই জন্য ঋষি মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বম্।' ভগবানের সেই অপার মহিমাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ( ৩অ—৫খ—৫দ—৬সা )। *

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত )। ইহার গেয়গান—'বৈরূপম্।'

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ক ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্বা হুয়সে নৃভিঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবে সিপ্রশর্দ্ধ তুর্বশে ॥ ৭ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ৪র ১ ২ র ২ ১র —
১। যদিন্দ্রপ্রাগপাক। উদাক। ন্যগ্বাহুয়সনৃভা ২ ইঃ।
১র র র র ২ ১ ৭ — ১ — ১ —
সিমাপুরুনৃষূতোঅ। সিয়ানবা ২ ই। আসা ২ প্রাশা ২।
১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
ধতোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। র্বা ৫ শো ৬ হাই ॥ ৭ ॥

• • •

৫ র র ৫ ১ ২র র ১ ২
২। যদিন্দ্রপ্রাগপাগুদা ৬ গে। নায়গ্বা হু। যসাইনৃভীঃ।
২৯ ২র ৫ ১২র র র২র র ২ ২ ১ ৩ ২৯
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। সিমা ২ পুরুনৃষূতো অ সিয়ানবে ২ ৩। হা।
৩র ৬ ১ ২ ২৯ ৩র ৫
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। অসাইপ্রাশা ৩। হা। ও হো ২ ৩ ৪ হা।
১৯ ৩ ৫ ২ র ৩ ৫
ধা ২ তু ২ ৩ ৪ ঔহো বা। র্বা ২ ৩ ৪ শে ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ) 'যৎ বা' ( যদ্যপি ) ত্বং 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ন্যক্' ( সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বত্র ) 'নৃভিঃ' ( নেতৃভিঃ, লোকৈঃ ইত্যর্থঃ ) 'হূয়সে' ( আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি ) তথাপি 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া, সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (সাধকৈঃ আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ ) ত্বং 'আনবে' ( লোকে, সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ ) ' সমা' ( রিপুণাং প্রধাতুবাধকঃ, রুদ্ররূপেণ ইত্যর্থঃ ) 'অসি' ( ভবসি, প্রাদুর্ভবসি ) তথা 'তুর্বশে' সৎকর্ম্ম প্রভাবেণ ভগবৎপ্রাপ্তে জনে—ভক্ত হৃদয়ে ইত্যর্থঃ ) 'প্রশর্দ্ধ' ( রিপুসংমর্দ্দকঃ, রুদ্ররূপেণ

ইত্যর্থঃ) 'অসি' (প্রাদুর্ভবসি); যদ্যপি বহুভিঃ আরাধিতঃ তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতসাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৭সা)॥

• • •

অথবা,—

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ক্রক, (সর্ব্বদিক্, সর্ব্বত্র) 'ত্বং নৃভিঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ) 'হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি।; 'বা যৎ' (কিন্তু যদা) 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ) 'নৃষুত্তঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ, সাধকৈঃ আরাধিতঃ) 'অসি' (ভবসি); তদা 'সীর' (রিপুবশকারক হে দেব) 'তুর্ব্বশে আনবে' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে, ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনস্য হিতায় ইত্যর্থঃ) ত্বং তস্য 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'অসি' (ভবসি); বহুভিঃ আরাধিতঃ সন অপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৭সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্ব্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; তথাপি ঐকান্তিকতার সহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হইলে, আপনি সাধক-হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্যবারক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দ্দক রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হয়েন, তথাপি ভগবান সৎকর্ম্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন।)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৭সা।)॥

• • •

অথবা,—

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সর্ব্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সহিত সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়-প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁহার রিপুবিমর্দ্দক হইয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হইলেও ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন।)॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৭সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম দেবাতিথি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'যদ্' যদি 'প্রাক্' প্রাচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ ( সপ্তম্যন্তাদিক্ শব্দাদ্বিহিতস্য অস্তাতেরঞ্চেলু'গিতি লুক )। যদি বা 'অপাক্' প্রতীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ যদি বা 'উদক্' উদীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ। যদ্বা 'ন্যক্' নীচ্যাং দ'শ অধস্তাদ্বর্ত্তমানৈঃ ( অচীচেতি নেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং, উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইত পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বম্। এবং ভূতৈঃ 'নৃ'ভি' স্তোতৃ'ভিঃ 'হূয়সে' স্ব স্ব-কার্য্যায়াহূয়সে হে সিম শ্রে'ষ্ঠ! ( সিম ইতি বৈ শ্রেষ্ঠবাচকস্ত ইতি বাজসনেয়কং ) যদ্যপ্যেবং বহু'ধাহূয়সে তথাপি 'আনবে' অনু নাম-রাজা তস্য পুত্রে রাজর্ষী 'পুরু' বহুলং 'নৃষ্ তঃ' নৃ'ভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃ'ভিঃ প্রেষি তঃ 'অসি' ভবসি। রাজ্ঞোঽভিতকরণে ত্বাং স্তোতারঃ প্রেরয়ন্তীত্যর্থঃ ( যুপেরণে; অস্মাৎকর্ম্মণি নিষ্ঠা; তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং অপিচ হে 'প্রশর্দ্ধ'। প্রকর্ষেণ শর্দ্ধাভিভবিতঃ শত্রু। তুর্ব্বশে এতৎসংজ্ঞে চ রাজনি 'নৃষ্ তঃ' নৃ'ভিঃ প্রেষিতো ভবসি॥ ( ৩অ—৫খ—৫দ—৭সা )॥

• . •

# সপ্তম ( ২৭৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মানুষকে মুক্তি-যাত্রায় সাহায্য করেন। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই তাঁহার কৃপা পায় সত্য, কিন্তু করুণাপ্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকিলেই নিজকে সৎ, পবিত্র করিবার চেষ্টা আসে, এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে।

ভগবান সমদর্শী; তিনি অবারিতভাবে জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণ করিতেছেন। যাহার যতটুকু শক্তি, সে ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়, ভগবৎ-করুণা ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। আমরা অসৎকর্ম্মে অসচ্চিন্তায় নিজেদের শক্তি ক্ষয় করি, আর তাহার ফলভোগ করিবার সময় দোষ দেই ভগবানের। নিজের দোষে 'অশান্ত-সলিলে ডুবে মরি,' আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন বলি—দোষ ভগবানের।

তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা, তাঁহার নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন—ভুল করো না মানব,—ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইলেও 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটী ভুলিও না। সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর—তুমিও ভগবানের কৃপা আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারিবে।' ( ৩অ—৫খ—৫দ—৭সা )॥ •

---

• এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টকের, সপ্তম অধ্যায়ের, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত )। গেয়-গান দুইটী, "দৈবাতিথে দ্বে"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপজ্ঞানদেবৌ—যুবয়োঃ কৃপয়া ইতি যাবৎ ) 'অপাৎ' ( পদবিহীনা সতি অপি—নিরবয়বত্বাৎ ) 'পূর্ব্বা' ( চিরন্তনী ) 'ইয়ং' ( সদ্বৃত্তিঃ ) 'পদ্বতীভ্যঃ' ( জীবেভ্যঃ—তেষাং উদ্ধারায় ) 'আগাৎ' ( আগচ্ছতি—হৃদয়ে আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ ) ; দেবঃ জীবোদ্ধারায় লোকানাং হৃদয়ে সদ্বৃত্তিং দদাতি ইতি ভাবঃ ; 'শিরঃ হিত্বা' ( অশিরস্কা সত্যপি—নিরবয়বত্বাৎ ) সা সদ্বৃত্তিঃ 'জিহ্বয়া' ( জীবমধ্যস্থিতয়া বাগ্‌যন্ত্রসাহায্যেন ) 'রারপৎ' ( প্রার্থয়তি, ভগবন্তং আরাধয়তি ) ; তথা 'পদা চরৎ' ( সদা সৎপথি চলতি, জন· সৎপথি পরিচালয়তি ইত্যর্থঃ ) ; তথা 'ত্রিংশৎ অক্রমীৎ' ( অসংখ্যান রিপূন্ অতিক্রামতি, পরাজয়তে ) ; হৃদিস্থিতয়া সদ্বৃত্ত্যা লোকাঃ সৎপথানুবর্ত্তন্তে, তথা রিপূন্ পরাজিতুং শক্নুবন্তি,—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—৫খ—৫দ—১সা )।

• • •

অথবা—

'ইন্দ্র অগ্নি' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে জ্ঞানদেব ) 'অপাৎ' ( গমনরহিতা পরিবর্ত্তন-রহিতা, নিত্যা ) 'পূর্ব্বা' ( চিরন্তনী ) 'ইয়ং' ( জ্ঞানবৃত্তিঃ ) 'পদ্বতীভ্যঃ' ( অস্থিরচিত্তেভ্যঃ অর্ব্বাচীনেভ্যঃ. তেষাং উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ ) 'আগাৎ' ( আগচ্ছতি, তেষাং হৃদয়ে, প্রাদুর্ভবতি ইতি শেষঃ ) ; সা জ্ঞানবৃত্তিঃ জনানাং 'শিরঃ' ( শ্রেষ্ঠাংশং, সত্ত্বভাবং ) 'হিত্বা' ( বর্দ্ধয়িত্বা ) 'জিহ্বয়া' ( বাগ্‌যন্ত্রব্যবহারেণ, স্তোত্রেণ ) 'রারপৎ' ( প্রার্থয়াত, ভগবন্তং আরাধয়তি ) ; 'চরৎ' ( চঞ্চলং, চিত্তচাঞ্চল্যকারকং ) 'ত্রিংশৎ' ( অসংখ্যান্ রিপূন্ ) 'পদা' ( জ্ঞানকিরণেন ) 'অক্রমিৎ' ( অতিক্রামতি—পরাজয়তে ) ; দেবঃ কৃপয়া লোকানাং হৃদয়ে জ্ঞানং প্রদদাতি, তেন জ্ঞানেন লোকাঃ মোক্ষসাধনভূতং সৎকর্ম্ম সম্পাদিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—৫খ—৫দ—১সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে বলৈশ্বর্য্যাধিপ ও জ্ঞানদেব! আপনাদিগের কৃপায় নিরবয়বহেতু পদবিহীনা হইয়াও চিরন্তনী সদ্বৃত্তি জীবগণের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে আবির্ভূতা হয়েন ; ( ভাব এই যে—দেবতা জীবের উদ্ধারের জন্য হৃদয়ে সদ্বৃত্তি প্রদান করেন ) ; নিরবয়বহেতু অশিরস্ক হইয়াও সেই সদ্বৃত্তি জীব-মধ্যস্থিত বাক্‌-যন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের আরাধনা করেন ; মানুষকে সৎ-পথে পরিচালিত করেন ; এবং অসংখ্য রিপুকে পরাজিত করেন ; ( ভাব এই যে,—হৃদিস্থিতা সদ্বৃত্তি দ্বারা মনুষ্যগণ সৎপথের অনুবর্ত্তন করেন এবং রিপুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। ) ॥ ( ৩অ—৫খ—৫দ—১সা )॥

• • •

অথবা

বহ্বৈশ্বর্য্যাধিপতি হে জ্ঞানদেব! নিত্যা চিরন্তনী জ্ঞান-বৃত্তি অস্থির-চিত্ত লোকগণের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূতা হন; সেই জ্ঞানবৃত্তি লোকগণের সত্ত্বভাবকে বর্দ্ধিত করিয়া, স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করেন; চিত্তচাঞ্চল্যকারক অসংখ্য রিপুকে জ্ঞানকিরণ দ্বারা পরাজিত করেন; (ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা করিয়া লোকগণের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যগণ মোক্ষসাধনভূত সৎকর্ম্ম-সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় ॥ (৩অ—৫খ—৫দ—৯সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ হে 'ইন্দ্রাগ্নী' 'অপাৎ' পাদরহিতা 'ইয়ং' উষাঃ 'পদ্বতীভ্যঃ' পাদযুক্তাভ্যঃ সুপাদ্ভ্যঃ প্রজাভ্যঃ 'পূর্ব্বাঃ' পরবভাবিনী সতী 'আগাৎ' আগচ্ছতি। তথা প্রাণিনাং 'শিরো' 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা স্বয়মশিরস্কাপি 'জিহ্বয়া' প্রাণস্থয়া তদীয়েন বাগিন্দ্রিয়েণ 'রারপৎ' ভৃশং শব্দং কুর্ব্বতী 'চরৎ' এবং চরন্তী উষাঃ 'ত্রিংশৎপদানি' অবয়বভূতান্ 'ত্রিংশন্মুহূর্ত্তান' অক্রমীৎ, একেন দিবসেনাতিক্রামতি (এতচ্চ দ্বয়োঃ কম্পেতি ভাতঃ)। 'হিত্বা শিরো,' 'হিত্বী শিরঃ' ইতি পাঠৌ; 'রারপৎ' 'বাবদৎ'—ইতি চ ॥

• • •

## নবম (২৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

জ্ঞান ও সদ্বৃত্তি মানুষকে আপনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। মানুষকে তাহার অভীষ্ট মোক্ষপথে পরিচালিত করিতে পারে—জ্ঞান ও জ্ঞানসহিত সদ্বৃত্তি। আর, এই জ্ঞান ও সদ্বৃত্তি—ভগবানের অসীম কৃপার দান। তাই দেবতাকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানের ও সদ্বৃত্তির মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভগবানেরই দয়ার মাহাত্ম্য-খ্যাপন ॥

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে উষার উল্লেখ দেখা যায়। 'ইয়ং' পদে ভাষ্যকার উষা অর্থ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের বাঙ্গালা ও হিন্দি অনুবাদে এবং ভাষ্যে অনেক অনৈক্য আছে। সে সকলের বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! পাদরহিতা এই উষা (প্রাণিবর্গের) শিরোদেশ উত্তেজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে জিহ্বা দ্বারা উচ্চ শব্দ করাইয়া পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখবর্ত্তিনী হইতেছেন এবং এইরূপে ত্রিশপদ (ত্রিংশৎমুহূর্ত্ত) অতিক্রম করিতেছেন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই মন্ত্রটী প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রচিত হইয়াছিল, অথবা উহা প্রাতঃকালীন স্তোত্ররূপে পঠিত হইত। কিন্তু তথা এ মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া উষার মহিমা কীর্ত্তন করা হয় কেন,—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার

বিরাট্পুরুষ, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, বিশ্ববাসীর আরাধনীয় মহাদেব,—'অবাঙ্মনসোগোচরঃ'। কিন্তু আমি যে অতি দুর্ব্বল, শক্তিহীন; আমি তোমায় পাইব কিরূপে? ওগো রাজরাজেশ্বর! তুমি কি তোমার ষড়ৈশ্বর্য্য লইয়া আপন মহিমায় আপনি বিভোর থাকিবে? তুমি যদি দীন ভিখারীর দুয়ারে তোমার রাজৈশ্বর্য্য লইয়া আস, আমি তো তোমার নিকটে যাইতে পারিব না প্রভু! না—না, আমি তাহা চাই না, আমি তোমার বিরাট্ মূর্ত্তি চাই না, আমি তোমার বন্ধুরূপে, সখারূপে পাইতে চাই—নিকটতম আত্মীয়রূপে তোমায় পাইতে চাই। আমি চাই তোমাকে—আমার হৃদয়ে—আমার অন্তরের অন্দরে অনুভব করিতে। ওগো মহারাজ, ভিখারীর বন্ধুরূপে আগমন কর, আমি তোমার রূপ উপভোগ করিতে চাই। দূর থেকে তোমায় দেখে আমার সাধ মিটে না, পিপাসা যায় না। নিত্যব্রজধামে শ্রীদাম সুদাম তোমায় যেমন পাইয়াছিল, 'কভু কাঁধে চড়ে কভু বা চড়ায়'—সেই ভাবে পাইতে চাই। 'এস এস নাথ, এসহে দয়িত। নহিলে পিপাসা যাবে না।'

এ যে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আহ্বান—ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা! মানব তাঁহাকে পাইতে চায়—আপনার নিকটতম আত্মীয় বন্ধুরূপে—মাঝখানে কোনও ব্যবধান থাকিবে না। তাই বুঝি, জীবাত্মারূপিণী নিত্যা রাধা বন্ধুমিলনে নিজের গলার হারকেও বাধাস্বরূপ মনে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাই বুঝি, সাধক তাঁহার ধ্যানে তন্ময় হইয়া 'তিনিই আমি' ভাবিয়া তাঁহাতেই আপনহারা হইয়া যান। তাই বুঝি, ভক্ত গাহেন,—

'কবে তোমাতে হয়ে যাবে আমার আমি-হারা,
তোমার নাম নিতে নয়নে ববে ধারা।
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক স্পন্দনে।'

তাঁহাকে পাওয়ার এই যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা চিরন্তন নিজস্ব ধন। ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়া, মহিমার মধ্য দিয়া, তাঁহাকে পাইয়া সাধক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; বরং নিজের ক্ষুদ্রতা এবং ভগবানের অসীমত্ব ও বিরাট মহিমার ব্যবধান সাধককে ভীত ত্রস্ত করিয়া তুলে। তাই, ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "আর না ভগবন্! আমি ত আপনার এই রূপ সহ্য করিতে পারিতেছি না—আপনি কৃপা করিয়া আপনার পূর্ব্বরূপ ধারণ করুন, বন্ধুরূপে আমাকে আলিঙ্গন করুন।"

ভগবান্‌কে এই অন্তরতম বন্ধুরূপে পাইবার ব্যাকুল প্রার্থনাই আমরা এই মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাই। ভাষ্যকারের সহিতও আমাদের বিশেষ মতানৈক্য নাই। তাহা ভাষ্য ও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৩অ—৫খ—১দ—১০সা)। *

—— • ——

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,—"বামস্ত্র, আগ্নীনে বা হবে বে।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্বম্। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ খণ্ডঃ। ষষ্ঠী দশতি।

## ষষ্ঠী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আশুঞ্জেতারং হেতারং
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রথীতমমতূর্ত্তং তুগ্রিয়াবৃধম্ ॥ ১ ॥

গেয়-গানম্।

৫ র ২ ১ ২ ২ ৪ ২ ২ ২ র ১
১। ইতঊতী। বো ৩ ওজা ৩ রাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। প্রহেতারম-
২ ২ ৪ ২ ২ র ২র ১ ৩ ৫
প্রাহী ৩ তাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। আশুঞ্জেতারা ৩ ৮ হাইতা ৩ রাম্।
৪ ২ ২ ১ র ৫ ৩ ২
ঔ ২ হো ৩ বা। রথাইতমমতূর্ত্তা ২ ৩ ৪ স্তু। গ্রিয়া ৩।
১ ৸ ০ ৫র র
বা ২ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্তুষে ১ ॥ ১ ॥

২। ইতউতীবোঅজা ৬ রাম্। প্রহেতারমপ্রহিতমুহুবা ২ ৩ হোই।
আশুঞ্জেতারঙ্ হাইতারমুহুবা ২ ৩ হো। রথী। তমা ২ ম্।
অতূর্ত্তা ২ ৩ ৪ ন্তু। গ্রিয়া ৩। বা ২ র্দ্ধা ২ ৩ ৪
ঔহোবা। স্তৌ ৩ যা ২ ৩ ৪ ৫ ই॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ উতী' (যুষ্মাকং উত্যৈ, রক্ষণায়—পাপকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'অজরং' (জরারহিতং, চিরযৌবনসম্পন্নং, নিত্যং) 'অপ্রহিতং' (কেনাপি অপ্রেরিতং, অপ্রতিহতপ্রভাবং, স্বাধীনং) 'প্রহেতারং' (শত্রূণাং প্রেরকং, রিপুবিমর্দ্দকং) 'আশুং জেতারং' (আশুশত্রুজয়িনং) 'হেতারং' (গন্তারং, মুক্তিদাতারং। 'রথীতমং' (শ্রেষ্ঠসৎকর্ম্ম-প্রাপকং) 'অতূর্ত্তং' (অহিংসিতং, অজাতশত্রুং। তুগ্র্যাবৃধং' (লোকহিতসাধকং—ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (গচ্ছত, প্রাপয়ত; যূয়ং ভগবতঃ শরণং গচ্ছত ইত্যর্থঃ);
পাপকবলাৎ রক্ষণায় মুক্তিলাভায় চ অহং ঐকান্তিকতয়া সহ সর্ব্বশক্তিমন্তঃ ভগবতঃ আশ্রয়ং গচ্ছানি—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৬দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে মমচিত্তবৃত্তিসমূহ! পাপ-কবল হইতে তোমাদিগের রক্ষার জন্য, জরারহিত নিত্য, অপ্রতিহতপ্রভাব স্বাধীন, রিপুবিমর্দ্দক, আশুশত্রুজয়ী, মুক্তিদাতা, শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মপ্রাপক, অজাতশত্রু, লোকহিতসাধক ভগবানের শরণ তোমরা গ্রহণ কর (ভাব এই যে,—পাপ-কবল হইতে রক্ষার জন্য এবং মুক্তিলাভের জন্য আমি যেন ঐকান্তিকতার সহিত সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।)॥ (৬অ—৬খ—৬দ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্। প্রথমং সাম। নৃমেধ ঋষিঃ। হে অস্মদীয়া জনাঃ। 'বঃ' যূয়ং 'অজরং' জরারহিতং 'প্রহেতারং' শত্রূণাং প্রেরকং 'অপ্রহিতং' কেনাপ্যপ্রেরিতং 'আশুং' বেগবন্তং 'জেতারং' শত্রূণাং 'হেতারং' গন্তারং 'রথীতমং' রথিনাং শ্রেষ্ঠং 'অতূর্ত্তং' কেনাপ্য-হিংসিতং 'তুগ্র্যাবৃধং' উদকস্য বর্দ্ধয়িতারমিন্দ্রং 'উতী' উত্যৈ রক্ষণায় 'ইতঃ' কুরুত পুরুস্কুতেতি যাবৎ। (৩অ—৬খ—৬দ—১সা)॥

## প্রথম (২৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধক নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের আশ্রয় লইবার জন্য তাহাকে উপদেশ দিতেছেন; অর্থাৎ, যাহাতে ভগবানের চরণে শরণ লইবার উপযোগী মনোবৃত্তি হয়, সেজন্য পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক হইলেও ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। উহার মধ্যে ভগবানের গুণাবলীর কীর্ত্তন আছে সাধক যেন নিজের মনে তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মাইবার জন্য বলিতেছেন 'এমন ভগবানের প্রতি তুমি আসক্ত হও মন। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ মুক্তিদাতা, রিপুনাশক, মানবের কল্যাণকামী বন্ধু। তুমি যাহা চাহিবে, তাঁহার নিকট তাহাই পাইবে। রিপুযন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাকিতেছ—তাঁহার শরণ লও, তিনি যে শমনদমন ভব-ভয়-নিবারণ। ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিতেছ, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার করুণা-চন্দন লেপনে তোমার জ্বালা চিরতরে দূরীভূত হইবে। তিনি যে সর্ব্বলোক বরণীয়,—

"পশুপাখী তারা তাঁরে, ডাকে প্রহরে প্রহরে,
মানব হয়ে এমন করে (তুমি) রইলে অচেতন।"

উঠ, জাগো, মন। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর, চিরশান্তি লাভ করিবে। তাঁহার আশ্রয়ই শান্তির নিলয়। মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশমান। (৩অ—৮খ—৮দ—১সা)। *

---

### দ্বিতীয়ং সাম।

১র　২র　৩ ১ ২ ৩ ২ উ　৩ ১র ২র
মো ষু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নিরীরমন্।

৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩　১　২ ৩ ২　২
আরাত্তাদ্বা সধমাদন্ন আ গহীহ বা,

১র ২র
সন্নুপশ্রুধি ॥ ২ ॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোনশততিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। গেয়-গান,—"পৌরীবীতে প্রাঁচিবো যো; বাস্তুকে বা ইমে বে।"

গেয়-গানম্।

২র র ১ ৩ ৫ ২র ১র ৪র
১। মোষুত্বাবা। ঘাতা২৩৪৫ঃ। চা২৩৪না। আরেঅস্মন্নিরী২-
১২ — ১ ৭ — ১ র ২
রমন্। আরা১ত্তাদ্বা২। সাধমাদা২ম্। নাআগহি।
১ ৭ — ১ ২ ১ ২
আইহবাসা২ন্। উপশ্রুধি। ইডা২৩ভা৩৪৩।
১
ও২৩৪৫ই। ডা॥২॥

* * *

২র র র ৫ ২র ১র র — — ১
২। মোষুত্বাব ঘতশ্চনা৬এ। আরেঅস্মন্নিরীরমা২ন্। হা২উউবা-
— ১ ২র ১র র র র র — — ১ — ১ ১
২ই। উ। আরাত্তাদ্বাসধমাদা২ম্। হা২উউবা২ই। উহ২।
৩ ৫ ১ ২ ১ ৩ ৫ ২ ১
নআগা২৩৪হো। আইহ। বাসৌরাও২৩৪বা। উপশ্রু-
২ ১
২৩ধা৩৪৩ই। ও২৩৪৫ই। ডা॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বা' বাঘতশ্চন' (তব উপাসকাঃ অপি) 'অস্মৎ মো আরে' (অস্মৎ ন দূরে, অস্মাকং নিকটে ইত্যর্থঃ) 'সু' (সুষ্ঠুপ্রকারেণ) 'নিরীরমন্' (রমন্তু); ভগবৎপরায়ণজনানাং সান্নিধ্যং বয়ং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'বা' (তথা) 'আরাত্তাৎ' (দূরাৎ, স্বর্লোকাৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'সধমাদং' (হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থলং, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'বা' (তথা) 'ইহ' (অত্র, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সন্' (আবির্ভূয়) 'উপশ্রুধি' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং উপশৃণু বিশেষেণ শৃণু); দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভূয় অস্মদীয়াং প্রার্থনাং শৃণু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)॥ (৩অ—৬খ—৬সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার উপাসকগণও যেন আমাদিগের নিকটে সুষ্ঠুভাবে আনন্দ-উপভোগ করেন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সান্নিধ্য লাভ করি); এবং দূর স্বর্লোক হইতে আপনি আমাদিগের হৃদয়-রূপ যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, এবং আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন; (প্রার্থনার

ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করুন।)॥ (৩অ—৮খ—৬দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। অথ দ্বিতীয়ং সাম। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'যাবতস্চন' যজমানা অপি 'অস্মদ্' অস্মত্তঃ 'আরে' দূরে 'মো নিরীরমৎ' নিতরাং মা রময়ন্তু। অতস্ত্বং 'আরাত্তাৎ' দূরেঽপি বর্ত্তমানঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'সধমাদং' যজ্ঞং 'আগহি' আগচ্ছ। 'ইহ বা' যত্রাপি বা 'সন্' বিদ্যমানঃ 'উপশ্রুধি' অস্মদীয়ং স্তোত্রমুপশৃণু। 'আরাত্তাৎ' 'আরাত্তাচ্চিৎ' ইতি চ পাঠৌ। (৩অ—৬খ—৬দ—২সা)।

• • •

# দ্বিতীয় (২৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভক্ত সখেদে গাহিয়াছেন—

"যে যাহাকে ভালবাসে, বাঁধা তার প্রেমপাশে,
আমি যদি বাসতেম ভাল, আস্তেম না আর তোমা বই,
প্রভো! তোমায় ভালবাসি কই?"

আর, এই মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা, করিতেছেন,—'প্রভু! আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তোমাকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারাও যেন আমা হইতে দূরে না যান। আমি যেন ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সন্নিকটে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি। যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন তোমার প্রতি যাঁহারা ভক্তিযুক্ত, তাঁহাদের চরণরেণুও যে পবিত্র! আমি পাপী, আমি তোমার মাহাত্ম্য জানি না, তোমার পূজার উপচার জানি না। যদি ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে থাকিয়া মুক্তিলাভের উপায়ভূত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি—এই মাত্র ভরসা।'

আবার, এই মন্ত্রে ভগবানের প্রতি সাধকের অপূর্ব্ব প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধক ভগবানের প্রেমে বিভোর হইয়া, ভগবানকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদিগকেও নিকটে—আত্মীয়বন্ধুরূপে পাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রেমাস্পদকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই ভক্তিপাত্র। তাঁহাদের সান্নিধ্যও সেই পরম প্রেমাস্পদের অনুভূতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়। তাই সাধক, ভগবৎ-পরায়ণ-ব্যক্তিকেও প্রেমালিঙ্গন দিতে ছুটিয়া যান। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই মহাসত্যটী উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত দেখিতে পাই। অহঙ্কৃতা গোপীদিগের মধ্য হইতে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ তাঁহাদিগের প্রেমাস্পদের ছায়া মনে করিয়া, একে অন্যকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তিনিই ভালবাসার পাত্র। যাহা যাহা হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি জাগে, তাহাই প্রিয়। তাই ভক্ত, ভগবৎপরায়ণা রাধিকার মুখ দিয়া বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাইতে তমাল ভালবাসি।"

এখানেও সাধক বলিতেছেন—

'যো যু ত্বা বাযন্তশ্চনারে অস্মৎ নিরীরমন্'

তুমি যাঁহাদের প্রিয়, তাঁহারাও যেন আমার নিকটে থাকেন—আমি যেন তাঁহাদিগের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হই। (১০ম—৬থ—৬ষ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
স্মুনোত সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ র
পচতা পক্তীরবসে কৃণধ্বমিৎ পৃণন্নিৎ
২র৩ ১র ২র
পৃণতে ময়ঃ ॥ ৩ ॥

গেয়-গানম্।

৫ র র র ৫ ১র ১ ২ ২
১। ওং স্মুনোতসোমপাব্না ৬ এ। সোমমিন্দ্রা ২ ৩। হোবা ৩ হা।
১ ২ ১ ২র ১ ২র ১ ২ ২
যবজ্রা ২ ৩ ইণাই। পচতাপক্তাইরবসেক্। ণ্। ধ্বা ১ মী ২ ৫ দ্ধাই।
১ ২ ২ ১ ২
পৃ। ণান্। আইৎপৃ ৩ হা। ণতাইমা ২ ৩ যা ৩ ৪ ৩ঃ।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ॥

৪ ৩র ৪ ৫র র ৩র ২র৩ ৫ ৪ ৫ ১র —
২। স্মুনোতসোমপা। আব্নাও ২ ৩ ৪ বা। ইয়াহাই। সোমমিন্দ্রা ২।
১ — ১ — ১ ৭ — ১ র ২র ১
হুব ২। হুবে ২ হো। যাবজ্রিণা ২ ই। পচতাপক্তাইরবসেক্। ণ্।
২ ২ ১ ২ ২ ১
ধ্বা ১ মী ২ ৩ দ্ধাই। পৃ। ণান্। আইৎপৃ ৩ হা। ণতাইমা-
২ ১
২ ৩ যা ৩ যা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৩॥

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী,—"আজ্রে যে।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বজ্রিণে' (বজ্রধারিণে, রক্ষাস্ত্রযুক্তায়) 'সোমপাব্নে' (সত্ত্বভাবদাত্রে) 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'সুনোত' (উদ্বোধয়ত); 'অবসে' (রক্ষণায়—পাপাৎ ইতি যাবৎ) 'পক্তীঃ' (সৎকর্ম্মাণি) 'পচত' (কুরুত); 'কৃণুধ্বমিৎ' (কর্ত্তব্যকর্ম্ম, নিত্যকৃত্যং সম্পাদয়ত); তেন প্রীতঃ সন্ দেবঃ 'ময়ঃ' (সুখং, পরমধনং) 'পৃণন্নিৎ' (উপাসকায় প্রযচ্ছতি), তথা সাধকানাং অভীষ্টং 'পৃণতে' (পূরয়তি); সৎকর্ম্মসাধনেন তথা সত্ত্বভাবেন নরঃ মুক্তিং লভতে; অহমপি সত্ত্বভাবস্য উদ্বোধনেন তথা সৎকর্ম্মসাধনেন অহং মুক্তিং লভানি—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৩সা।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রক্ষাস্ত্রযুক্ত সত্ত্বভাবদাতা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উদ্বোধন কর; পাপ হইতে রক্ষার জন্য সৎকর্ম্মসাধন কর; কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর; তদ্দ্বারা প্রীত হইয়া দেবতা উপাসকদিগকে পরমধন প্রদান করেন, এবং সাধকদিগের অভীষ্ট পূর্ণ করেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ও সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে; আমি যেন হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদ্বোধন ও সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারি।)॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৩সা।)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্॥ অথ তৃতীয়ং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে মদীয়াঃ পুরুষাঃ! 'বজ্রিণে' বজ্রবতে 'সোমপাব্নে' সোমস্য পাত্রে 'ইন্দ্রায়' 'সোমং' 'সুনোত' অভিষুণুত। 'অবসে' ইন্দ্রতর্পয়িতুং 'পক্তীঃ' পক্তব্যান পুরোডাশাদীন্ পচতি। 'কৃণুধ্বমিৎ' ইন্দ্রপ্রিয়করাণি কর্ম্মাণি চ কুরুতৈব। ইন্দ্রো হি 'ময়ঃ' সুখং 'পৃণন্নিৎ' যজমানায় প্রযচ্ছন্নেব 'পৃণতে' ভবতীতি শেষঃ॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৩সা।)॥

• • •

# তৃতীয় (২৮৫) সামের মর্ম্মার্থঃ।

———•———

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধক নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'মন! সত্ত্বভাবের অনুসরণ কর। ভগবান্ সত্ত্বভাবের আধার, তিনি সত্ত্বভাবান্বিত মানবকে আপনার প্রেমময় ক্রোড়ে তুলিয়া নেন। সৎকর্ম্মের সাধনে আত্মনিয়োগ কর; তিনি তোমাকে সকল পাপ তাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। জান না কি মন! তিনি ভক্ত-বৎসল, ভক্তের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা রক্ষাস্ত্র হস্তে বিরাজমান। তুমি তাঁহার অনুসরণ করিলে সকল বিপদ হইতে

রক্ষা পাইবে 'অভীঃ' হইবে। তিনি পরমধনের দাতা, তোমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। ভ্রান্তির বশে অচেতন থাকিও না মন,—"কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।"

সাধকের এই আত্মোদ্বোধন মন্ত্র হইতে যেন আমরাও মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ভগবানের অনুসরণ করি সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হই—এই মন্ত্রে ইহারই ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে। ( ৩অ—৬খ—৬দ—৩সা )।

---

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রন্তং হুমহে বয়ম্

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সহস্রমন্যো তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥৪॥

* * *

গেয়-গানম্।

৩ ৪র ৩র ৪ ৫ ২ ৪র৫ ৪র ৫ ১ র২ ১র

যঃ সত্রাহাবিচর্ষণিঃ। ইন্দ্রন্তা ৩ ংহুমহেবয়াম্। ইন্দ্রন্তং হুমহে বা-

২ ১ র ২১ ২ ১র

২ ৫ য়াম্। সহস্রমন্যোতুবিনৃম্ণসৎসৎপা ২ ৩ তাই। ভবাসা

২ ১র ২র ১ ২

২ ৩ মা। ৎসূনোবৃধে। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।

১

ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সত্রাহা' ( যঃ মহারিপূণাং নাশকঃ ) 'বিচর্ষণিঃ' ( বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী ) 'তং ইন্দ্রং' ( তং বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং ) 'বয়ং' ( বয়ং প্রার্থনাকারিণং ) 'হুমহে' ( আহ্বয়াম, অনুসরেম ); বয়ং ভগবতঃ অনুসরণপরায়ণাঃ—ইতি ভাবঃ; 'সহস্রমন্যো' ( হে শত্রু-বিমর্দ্দক, সর্ব্বলোকপূজনীয় বা ) 'তুবিনৃম্ণ' ( হে অতুলধনসম্পন্ন, মোক্ষদাতঃ ইত্যর্থঃ ) 'সৎপতে' ( সতাং পালয়িতঃ হে দেব ) ত্বং 'সমৎসু' ( রিপুসংগ্রামেষু ) 'নঃ বৃধে ভব' ( অস্মাকং বর্দ্ধনায় ভব, অস্মান্ জয়ং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ ); ভগবান কৃপয়া অস্মাকং রিপুনাশং করোতু তথা অস্মান্ মোক্ষং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৩অ—৬খ—৬দ—৪সা )।

---

এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত ) ইহার গেয়গান দুইটী—'গৌরীবীতে দে'।

বঙ্গানুবাদ।

যিনি মহারিপুগণের নাশকারী, সর্ব্বদর্শী সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবকে আমরা যেন অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের অনুসরণপরায়ণ হই); শত্রুবিমর্দ্দক মোক্ষদাতা সকলের পালনকারী হে দেব! আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে জয় প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগের রিপুনাশ করুন এবং আমাদিগকে মোক্ষপ্রদান করুন।)॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। চতুর্থং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। যঃ ইন্দ্রোহ 'সত্রাহা' সহসা শত্রূণাং হন্তা। 'বিচর্ষণিঃ' বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টা তমিন্দ্রং বয়ং 'হুবহে' অভিপন্নৈরাহ্বয়ামঃ। (উত্তরার্দ্ধঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ) হে 'সহস্রমন্যো'। বহুবিধং শত্রুনাশার্থং সহস্রসংখ্যাকোপযুক্ত। যদ্বা মন্যুঃ ক্রতুঃ, সহস্রসংখ্যৈঃ ক্রতুভিঃ পুরোহর। হে 'তুবিনৃম্ণ' বহুধন। 'সৎপতে' সতাং পালয়িতরিন্দ্র। 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় ভব। 'সহস্রমন্যো' 'সংস্রমুষ্ক' ইতি চ পাঠৌ॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৪সা)॥

• • •

## চতুর্থ (২৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

— • —

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি। যাঁহা হইতে আসিয়াছি, তাঁহাতেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। সেই চরমলক্ষ্য স্থির রাখিয়া গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, আর তাহা দ্বারাই মানবজীবনের সার্থকতা বা বিফলতা সূচিত হয়। আমরা এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি কর্ম্মসাধন করিবার জন্য, সেই কর্ম্ম যেন এমন হয়, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি।

ভগবান সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়বিধানও করিয়াছেন। তিনি মানুষকে অকূল সমুদ্রে অসহায় অবস্থায় ভাসাইয়া দেন নাই। সংসার সমুদ্রে দিক নির্ণয় করিবার জন্য ধ্রুবতারাও আছেন, সেই ধ্রুবতারা—ভগবান স্বয়ং। তিনিই মানুষকে তাহার গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'আমি যেন সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারি—তোমাকেই ক'রেছি জীবন ধ্রুবতারা' এ সঙ্গীত যেন আমার দুর্ব্বল কণ্ঠে সার্থক হয়। রিপুর নাশকারী—ভগবান স্বয়ং। তাই বিপদে মানুষ কাতর কণ্ঠে ডাকে—"ত্রাহি মাং মধুসূদন।" মধুসূদন! তুমি ভিন্ন দুর্ব্বলের বল, রিপুকবল হইতে উদ্ধারকারী ত আর কেহ নাই প্রভু, রিপুর আক্রমণে, মায়ামোহের প্রলোভনে আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, বুঝি বা আমি শত্রু হস্তে পরাজিত হই, বুঝি বা আমার জীবনতরি অকূল সমুদ্রে ডুবে, রক্ষা কর প্রভু! 'ভব সমৎসু নো বৃধে।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য হয় নাই। 'বিচর্ষণিঃ' পদের ব্যাখ্যাকালে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। এখানে আর ভাষ্যের রূপকের সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই॥ (৩অ—৮খ—৬দ—৪সা)॥ *

---

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শচীভির্নঃ শচীবসূ দিবানক্তন্দিশস্যতম্।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
মাবাꣳরাতিরুপদসৎ কদাচনাস্মদ্রাতি কদাচন ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানম্।

৪র র ৪ ২ র ২ ১ —
শচীভির্না৩ঃ ৫ শচীবসূ। দিবানক্তন্দিশস্যতাম্। মাবা ২ ম্।

র ১ ২ ১র — ১ ২ ১
রাতিরুপদসৎকদাচনা। আস্মা ২ ৎ। রাতিঃকদো-

৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। চা ৫ নো ৬ হাই ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শচীবসূ' ( সৎকর্ম্ম-পরমার্থ-রূপৌ হে দেবৌ, যদ্বা—জ্ঞান ভক্তিরূপৌ হে দেবৌ ) 'শচীভিঃ' ( সৎকর্ম্মভিঃ, অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'দিবানক্তং' ( অহনি রাত্রৌ চ, সর্ব্বদা, নিত্যকালং ) 'নঃ' ( অস্মভ্যং ) 'দিশস্যতং' ( প্রযচ্ছতং—অভীষ্টং ধনং ইতি যাবৎ ); 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'রাতিঃ' ( দানং, মোক্ষরূপং দানং ) 'কদাচন' ( কদাপি ) 'মা' ( ন ) 'উপদসৎ' ( ক্ষীণং ভবতু )॥ 'রাতি' ( দানং, যুবাং প্রতি শ্রদ্ধারূপং দানং, সর্ব্বজীবেভ্যঃ সেবারূপং দানং ) 'কদাচন' ( কদাপি ) 'অস্মৎ' ( অস্মাসু ) 'মা' ( ন উপদসৎ, ক্ষীণং ভবতু ); হে ভগবন্। জ্ঞানভক্তিযুক্তাঃ সন্তঃ বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম, ততঃ ত্বৎকৃপয়া বয়ং মোক্ষলাভায় সমর্থাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৩অ—৮খ ৬দ—৫সা )।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ ( চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়গান একটী—'বামদেব্যম্'।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম ও পরমার্থ-রূপ হে দেবদ্বয় (অথবা, জ্ঞান-ভক্তি-রূপ হে দেবদ্বয়)! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সমর্থ করিয়া, নিত্যকাল আমাদিগকে অভীষ্ট ধন প্রদান করুন; আমাদিগের দান কখনও যেন ক্ষীণ না হয়; আমাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-রূপ (অথবা—সর্ব্বজীবকে সেবা-রূপ) দান আমাদিগের মধ্যে কখনও যেন ক্ষীণ না হয়; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমরা যেন জ্ঞান-ভক্তিযুত হইয়া সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহাতে তোমার কৃপায় আমরা যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই।)॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৫সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। পরুচ্ছেপ ঋষিঃ। হে 'শচীবসূ'। (শচীতি কর্ম্মনাম) অস্মদনুষ্ঠিত জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মধনৌ। যুবাং 'শচীভিঃ' অস্মদীয়ৈঃ কর্ম্মভির্যাগাদিভিস্ত্রি'দিব-ভূতৈঃ 'দিবানক্তং' অহনি রাত্রৌ চ 'দিশস্যতং' বিসৃজতং অভিমতং দত্তমিত্যর্থঃ। অস্মদত্তং হবিঃ সর্ব্বদা ভক্ষয়তং বা। 'বাং' যুবয়োঃ 'রাতি' দানং 'কদাচন' সর্ব্বদা যাগকালেঽপি অযাগকালেঽপি 'মোপদসৎ' মোপক্ষীণং ভূৎ। (দসু উপক্ষয়ে; লুঙি পুষাদি দ্যুতাদীতি চ্লেরঙ্.) ন কেবলং যুস্মদীয়ং, অপিতু 'অস্মৎ' অস্মাকমপি 'রাতিঃ' দানং হবিরাদিপ্রদানং সর্ব্ববিষয়ং দানং বা অর্থিত্যঃ 'কদাচন' সর্ব্বাবস্থায়ামপি মোপদসৎ উপক্ষীণং মাভূৎ সর্ব্বদা বর্ত্ততাম্। অহমপি সর্ব্বদা যুবাভ্যাং দদ্যাং। যুবামপি মদভিমতং সর্ব্বদা দত্তমিত্যর্থঃ 'দিশস্যতং', 'দশস্যতং' ইতি চ পাঠৌ। (৩অ—৬খ—৬দ—৫সা)।

• . •

# পঞ্চম (২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগে নিত্যকাল সকল লোককেই মোক্ষ-প্রদানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, ভগবানের এ দান যেন অপ্রতিহত-ভাবে আমাদিগের উপর বর্ষিত হয়। তৃতীয় অংশে, আমরা যাহাতে মোক্ষ-লাভের উপযুক্ত হইতে পারি, তাহারই জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ করিবার বিষয়—প্রার্থনার বিরাটত্ব। 'নঃ দিবানক্তং দিশস্যতম্'—নিত্যকাল ধরিয়া সর্ব্বজীবে তোমার করুণাধারা সমভাবে প্রবাহিত হউক। শুধু

আমি বা আমার আত্মীয়পরিজন নয়,—আমরা সকলে যেন মুক্তিলাভ করিতে পারি। শুধু আজ বা কাল নয় অনন্তকাল ধরিয়া তোমার করুণা বর্ষিত হউক।

প্রার্থনার এই বিশ্বজনীনতা যেন আমাদিগকে বলিতেছে—"ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ক্ষুদ্রত্বের মাঝে ডুবিয়া আছ। এ বিশ্ব যে তাঁহারই মহিমা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তুমি নিজকে সামান্ত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ কেন? উঠ, চক্ষু খুলিয়া দেখ, বিশ্বহিতে আত্মনিয়োগ কর; তাহাতে তাঁহারই পূজা হইবে। 'জগদ্ধিতায়' যে তোমারই মন্ত্র। ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া অসীমত্বে—বিরাটত্বে ডুবিয়া যাও; চরমে তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবে।"

এই মন্ত্রের শেষাংশটীও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শুধু ভগবানের করুণা চাহিলেই, 'দেহি' 'দেহি' রবে প্রার্থনা করিলেই, প্রকৃত করুণা পাওয়া হয় না। ভগবানের করুণা পাইলেও, তাহা ধারণ করিবার, রক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলে, সে করুণা কার্য্যকরী হয় না। অন্ধের নিকট গ্রন্থ খুলিয়া রাখিলেও অন্ধের তাহার জ্ঞানলাভ হয় না। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছে—"প্রভু! আমাকে ত কেবল করুণা বিতরণ করিলেই হইবে না। আমি যে দুর্ব্বল; আমাকে তাহা উপভোগ করিবার শক্তিও দিতে হইবে যে। আমায় সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া নেও, আমি তোমাতে আমার 'আমি'-হারা হইয়া যাই।"

ভাষ্যকার দ্বিবচনাত্মক ক্রিয়া-পদ দৃষ্টে অশ্বিদ্বয়কে দেবতা-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। ভগবানের বিভূতি—সৎকর্ম্ম ও পরমার্থ, অথবা জ্ঞান ও ভক্তি। সেই স্থানে ঐ দেবতাদ্বয়কে আমরা মন্ত্রের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অন্ত ভাব ভাষ্যেই অধিগত হইবে॥ (৩অ ৬খ—৬দ—৫সা)॥ *

---

## ষষ্ঠং সাম।

৩২ ৩১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

**যদাকদা চ মীঢুষে স্তোতা জরেত মর্ত্ত্যঃ ॥**

১র ২র ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২

**আদিদ্বন্দেত বরুণং বিপা গিরা**

৩ ২ ৩ ১২

**ধর্ত্তারং বিব্রতানাম্ ॥ ৬॥**

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশত্যধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (উহা দ্বিতীয় অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। উহার শেষ-পাদ,— অশ্বিনোঃ সাধঃ।"

গেয়-গানম্।

৫র　১ ৲ ৩　৫র র　৩　৫　২র ১র
১। যদাকদা। চ ২ মী ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। ঢ়ু ২ ৩ ৪ ষে। স্তোতাজ-
২র ১ ২　১　২　১ ৭ ৪　৩ ২
রেতমর্ত্তিয়া ৩ঃ। আদিদ্বন্দে। তা বরুণা ২ ৩ ৪ ম্। বিপা ৩ ৪
৩ ২　১ ২র ১　১ ৲ ৩　৫র র
গিরা। ধর্ত্তারাংবী ২ ৩। ব্রা ২ তা ২ ৫ ৪ ঔ হোবা।
৩ ১ ১ ১ ১
না ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ ৬॥

৫র র র　৪ — ১ —　১
২। যদাকদাচমাহাউ। ঢ়ুষা ২ ইস্তোতা ২। জরাই। তমর্ত্তিয়ঃ।
র　২A　৩র S　২　১ ৲ ৩　৫
আদিদ্বন্দা। ঔহো ৩ হা ৩। হা ৩ ই। তাবা ২ রু ২ ৩ ৪ ণাম্।
র　র ২A　৩র S　২　২　১ র ২র
বিপাগিরা। ধর্ত্তারংব্যা। ঔহো ৩ হা ৩। হাই। ব্রাতানাম্।
১　২　১
ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৬॥

৪ ৩　৫　৩　৫ র　৩ ২　৪ ৫　২　১ ২
৩। যদা ৪ ক। দা ৪ চমী। ঢ়ুষা ৩ ই। স্তোতা। জরাই। তমার্ত্তায়া
১　২　১ ৲ ৩　৫　র
৩ঃ। অদোইদ্বন্দা ৩ ই। তাবা ২ রু ২ ৩ ৪ ণাম্। বিপা।
৩ ২ ৲ ৩　৫　র　৩ ২ ৲ ৩
গিরৌবাও ২ ৩ ৪ বা। ধর্ত্তা। রংব্যোবাও ২ ৩ ৪
৫　৪　৪
বা। ব্রতা ৫ নাম্। হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদা কদা চ' (যস্মিন্ কালে, যদৈব) 'স্তোতা' (প্রার্থনাকারী) 'মীঢ়ুষে' (সেচনায়, জ্ঞান-বর্ষণায়, জ্ঞানদাতায় ইন্দ্রায়েত্যর্থঃ) 'জরেত্' (স্তুয়াৎ) 'আদিৎ' (তস্মিন্‌কালে, তদৈব) নঃ 'বিপা' (আত্মরক্ষণাদিক্রিয়া) 'গিরা' প্রার্থনায়া) 'বিব্রতানাং' (বিবিধানাং সংকর্ম্মণাং,

সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যানাং) 'ধর্ত্তারং' (ধারকং, প্রদাতারং) 'বরুণং' (অভীষ্টবর্ষকং দেবং এব) 'বন্দেত' (আরাধয়েৎ); ভগবান্ হি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা জ্ঞানং প্রযচ্ছতি, ততঃ কেবলং স হি আরাধনীয়ঃ—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখনই প্রার্থনাকারী জ্ঞান-বর্ধণের অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য স্তুতি করিবেন, তখনই তিনি আত্মরক্ষণাত্মক প্রার্থনা দ্বারা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-প্রদাতা অভীষ্টবর্ষক দেবকেই আরাধনা করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—ভগবানই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং জ্ঞান প্রদান করেন, সুতরাং কেবলমাত্র তিনিই আরাধ্য।)॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠং সাম। বামদেব ঋষিঃ। 'যদা কদা চ' যস্মিন্ কালে 'মীঢ়ুষে' সেক্তে হবিঃপ্রদাত্রে যজমানায় তস্য যাগার্থং 'মর্ত্ত্যো' মরণধর্ম্মা 'স্তোতা' স্তুতিকর্ত্তোদ্গাতা 'জরেত' স্তুয়াৎ। 'আদিৎ' অনন্তরমেব তস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। 'বরুণং' পাপস্ত-বারকং 'বিব্রতানাং' বিবিধানং কর্ম্মণাং 'ধর্ত্তারং' ধারকং বরুণনামানং দেবং 'বিপা' বিশেষেণ রক্ষকয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'বন্দেত' স্তুয়াৎ। যদা যজমানার্থমুদ্গাতা স্তৌতি তদা বরুণমেব স্তৌতীত্যর্থঃ। অথবা 'মীঢ়ুষে' অভিমতবর্ষিত্রে বরুণায় তৎ প্রীতয়ে 'যদা কদা চ' যস্মিন্ কস্মিনংশ্চিৎ কালে স্তুত্যহে 'মর্ত্ত্যঃ' স্তোতোদ্গাতা 'জরেত' স্তুয়াৎ। "আদিদনন্তরমেব" যজমানোঽপি উক্তলক্ষণং স্বয়মপি 'বিপা গিরা' 'বন্দেত' নমস্কুর্য্যাৎ স্তুয়াদ্বা॥ (৩অ—৬খ—৬দ—৬সা)॥

* * *

# ষষ্ঠ (২৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মানুষ যে দিক দিয়া যে উপায়ে যে দেবতার পূজা করুক না কেন, সেই পূজা বিশ্বাত্ম ভগবানের চরণে পৌঁছায়। মানুষ বিবিধ প্রকৃতি ও মনোভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকের কর্ম্মপদ্ধতিও বিভিন্ন জগতে এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য না থাকিলে, জগৎসৃষ্টিই সম্ভবপর হইত না। 'তিনি এক ছিলেন—তিনি বহু হইলেন।' যদি পার্থক্য না থাকে, তবে বহুত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে? আবার এই পার্থক্য—শুধু বাহ্যিক বা শারীরিক নয়—উহা মানসিকও বটে; এবং একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, আপাতঃদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকও বটে। সুতরাং ঈশ্বরসৃষ্ট এই পার্থক্য লইয়া মানুষ যে তাঁহার—ভগবানের—উপাসনায় পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাই মানুষ, নানা উপায়ে নানা ভাবে আপাতঃপ্রতীয়মান বহুত্বের মধ্য দিয়া সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এরই উপাসনা

করে। তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বব্যাপক—এই বিশ্ব তাঁহারই প্রতিবিম্ব। তাই, যে উপায়েই পূজা করা হউক না কেন—তিনিই সেই পূজা গ্রহণ করেন; যে নামেই তাঁহাকে ডাকা হউক না কেন—তিনিই সেই আহ্বান শ্রবণ করেন। তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকেন। সেই জন্যই আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের স্তুতি-প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের বহু নাম পাই। মূলতঃ তাঁহারা সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেরই উপাসনা করিতেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

বহুত্বের মধ্যে একের এই অনুভূতি আর্য্যধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু প্রাচীন কাল হইতে সেই অদ্বিতীয় এককে বহুনামে আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। নাম লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধে নাই। কারণ, সেই বহু নাম ও বহু রূপের পিছনে ছিল এবং আছে—একত্বের অনুভূতি। পৃথিবীর অন্য দেশে তাহা হয় নাই, এবং সেই জন্য পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রণালী বুঝিতে অসমর্থ হন। বৈদিক দেবদেবীকে গ্রীক ও রোমান দেবদেবীর সহিত একাসনে বসাইয়া দেন। এমন কি এই ভারতেরই একশ্রেণীর উপাসক হিন্দুপ্রণালী-সম্মত পূজা-আরাধনার ভুল অর্থ করেন। কিন্তু এই একত্ব ও বহুত্বের মূলে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, জগতের সকল শ্রেণীর লোকের ও সকল প্রকার মানসিক গঠনের উপযোগী উপাসনা-প্রণালীই ইহার মধ্যে আছে। যে যেদিক দিয়া পার, যতটুকু শক্তিতে কুলায়, তাঁহার উপাসনা কর, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। ধর্ম্মের মধ্যে এই যে বিশ্ববাসীর জন্য ভগবানের পূজার ব্যবস্থা, ইহাই সত্যকার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। বিশ্ববাসী বিভিন্ন প্রকারের লোকের উপাসনার উপযুক্ত প্রণালী না দেখাইয়া শুধু তাহাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আহ্বান করিলেই ধর্ম্মে বিশ্বজনীনতা দেখান হয় না।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতানৈক্য হয় নাই। সামান্য যাহা পার্থক্য আছে, ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই তাহা অবগত হওয়া যাইবে॥ (৩অ—৬খ—৮দ—৬সা)॥

—·—

সপ্তমং সাম।

৩ ১র  ২র ১ ৩  ২ ৩  ১ ২
পাহিগা অন্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
১র  ২র ৩ ২ ৩  ১  ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যঃ সম্মিশ্লো হর্য্যোর্যো হিরণ্যয় ইন্দ্রো
৩ ১  ২ ৩ ১ ২
বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ৭॥

গেয়-গানম্।

৪র ৫ র ৪ ২ ১র ২ ১ র ২ র ১র
১। পাতিগাঞা। ধসোমা ২ ৩ দাই। তাইন্দ্রায়মে। ধিয়া । ৩
২ ১ ২র ১ ২র ১ ৭ — ১ ২
ইথাই। যঃ সম্মিশ্লোহরিয়োর্যঃ। হাইরণ্যায়া ২ ঃ। আইন্দ্রোবা
২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
৩ জ্রী ৩। হিরো ২ ৩ ৪ বা। ণ্যা ৫ যো ৬ হাই ॥ ৭ ॥

• • •

৫র ৪ ৫ ২র ১র ২ ১ র ২ র ১র
২। পা। হেপাহী। গাঅন্ধসোমা ২ ৩ দাই। আইন্দ্রায়মে। ধিয়াতা
২ ১ ৪র ১ র ৭ — ১ ২
২ ৩ ইথাই। যঃ। সামিশ্লো ২ হরিযোর্যঃ হাইরণ্যায়া ২ ঃ আইন্দ্রোবা
২ ২ ১ ৫ ৪ ৫ ৫
৩ জ্রী ৩। হিরো ২ ৩ ৪ বা। ণ্যা ৫ য়ো ৬ হাই॥ ৷ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মেধ্যাতিথে' ( মেধো যজ্ঞং তস্মিন্ ভব, মেধ্যঃ মেধ্যশ্চাসৌ অতিথিশ্চেতি মেধ্যাতিথিঃ, সৎকর্ম্মপ্রাপক হে দেব ) 'ইন্দ্রায়' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে বলৈশ্বর্য্যলাভায় ) 'অন্ধসঃ' ( সত্ত্বভাবস্ত ) 'মদে' ( পরমানন্দ লাভায় ) অস্মাকং 'গাঃ' ( জ্ঞানশ্মীন ) 'পাহি' ( রক্ষ বিনাশাৎ ইতি শেষঃ ) ; 'যঃ হিরণ্যয়ঃ' ( যঃ হিতকারী তথা রমণীয়ঃ ) 'হর্য্যোঃ' ( জ্ঞানভক্ত্যোঃ ) 'সম্মিশ্লঃ' ( সংমিশ্রয়িতা, প্রার্থনাকারিণঃ প্রদাযিতা ) 'ইন্দ্রঃ' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ ), 'যঃ হিরণ্যয়ঃ' ( যঃ হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়ঃ ) 'বজ্রী' ( বজ্রাস্ত্রধারী দেবঃ ) বয়ং তং দেবং পূজেম ইতি শেষঃ ; ভগবান্ অস্মাকং সত্ত্বভাবং তথা জ্ঞানং রক্ষতু তথা বয়ং অপি ভগবৎ-পরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৩অ—৬খ—৬দ—৭সা )।

• • •

অথবা,—

'মেধ্যাতিথে' ( হে জ্ঞানাধিপতে ) 'ইন্দ্রায়' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপায়, তং ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ) 'অন্ধসঃ মদে' ( আনন্দে, পরমানন্দে ইত্যর্থঃ ) 'গাঃ' ( অস্মাকং জ্ঞানানি ) 'পাহি' ( প্রতিপালয় ); অয়ং ভাবঃ—ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে অস্মাকং জ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং ভবতু—ইতি ভাবঃ ; 'যঃ' ( দেবঃ ভগবান্ বা ) 'হর্য্যোঃ সম্মিশ্লঃ' ( জ্ঞানভক্ত্যোঃ আধারভূতঃ ) সঃ 'হিরণ্যয়ঃ' ( অস্মাকং হিতকারী রমণীয়ঃ চ ) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'যঃ ইন্দ্রঃ' ( যঃ ভগবান্ ) 'বজ্রী' ( রিপুবিমর্দ্দনায় বজ্রধারী ) সঃ 'হিরণ্যয়' ( অস্মাকং হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়ঃ ) ভবতু ইতি শেষঃ ; জ্ঞানভক্তিপ্রদঃ রিপুবিমর্দ্দকঃ ভগবান্ সর্ব্বথা অস্মাকং প্রিয়ঃ আকর্ষণীয়ঃ চ ভবতু—ইতি ভাবঃ। ( ৩অ—৬খ—৬দ—৭সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মপ্রাপক হে দেব! ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতির উদ্দেশে—ষড়ৈশ্বর্য্য-লাভের জন্য, সত্ত্বভাবের পরমানন্দলাভের জন্য, আমাদিগের জ্ঞানরশ্মি-সমূহকে বিনাশ হইতে রক্ষা করুন; যিনি হিতকারী এবং রমণীয়, প্রার্থনাকারীকে জ্ঞানভক্তির প্রদাতা, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি যিনি হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়, রক্ষাস্ত্রধারী, সেই দেবতাকে যেন আমরা পূজা করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের সত্ত্বভাবকে এবং জ্ঞানকে রক্ষা করুন, এবং আমরাও যেন ভগবৎ-পরায়ণ হই।) (৩অ—৬খ—৬দ—৭সা)।

অথবা,—

হে জ্ঞানাধিপতি! ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, সত্ত্বভাবের আনন্দের মধ্যে আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে প্রতিপালন করুন; (ভাব এই যে,—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হউক); যে ভগবান্ জ্ঞানভক্তির আধারভূত, তিনি আমাদিগের হিতকারী ও রমণীয় হউন; যে ভগবান্ রিপুনির্ম্মর্দ্দনের জন্য বজ্রধারী, তিনি আমাদিগের নিকট হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয় হউন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিপ্রদ রিপুনির্ম্মর্দ্দক ভগবান্ সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের প্রিয় ও আকর্ষণীয় হউন। (৩অ—৬খ—৬দ—৭সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। মেধ্যাতিথির্ঋষিঃ। ইন্দ্রো দেবতা চতুর্বিংশত্যক্ষরবিষম দস্যুহোকষষ্ঠনসা হাসে প্রষ্টব্যং। হে 'ইন্দ্র'! 'মেধ্যাতিথে'! মেধো যজ্ঞঃ তদ্বিষ্ণু ভবো মেধ্যঃ মেধ্যশ্চাসৌ অতিথিশ্চেতি মেধ্যাতিথিঃ, তস্য সম্বোধনং হে মেধ্যাতিথে! যজ্ঞে তব অতিথি-ভূত ইন্দ্র! 'অন্ধসঃ' পীতস্য সোমস্য 'মদে' সতি স্তুবতীঃ 'প্রজাঃ' 'পাহি' রক্ষ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'হর্য্যোঃ' অশ্বয়োঃ 'সম্মিশ্লঃ' যজ্ঞে সম্মিশ্রিতা 'ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ' হিতরমণীয়ঃ বজ্র যস্য হিরণ্ময়ো হিরণ্ময়ঃ। 'হর্য্যোর্যো ঋতস্য ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ'—ইতি চন্দোগাঃ। 'হর্য্যোর্ধঃ হস্তে সচা বজ্রীবধো হিরণ্যয়ঃ' ইতি বহ্বৃচাঃ। (৩অ-৬খ—৬দ—৭সা)।

# সপ্তম (২৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

'ডাক মন তাঁরে নিয়মনে ডাকিছে যাঁরে'। আমরা যেন সেই পরমপিতা বিশ্ববিধাতার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি। যিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং', যাঁহা হইতে নিখিল বিশ্বে জ্ঞান ও বোধ বর্দ্ধিত হয়, তাঁহারই উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ কর মন! যদি ভালবাসতে হয়, যদি

প্রেমে মজিতে হয়, তবে সেই প্রেমাধারের প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দাও। যদি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয়, তবে সেই 'রূপ-সাগরে ডুব রে আমার মন।' অল্পে সুখ নাই—অল্পে তৃপ্ত হইও না, ভূমানন্দে মাতিয়া যাও। তিনি রমণীয়, তিনি সৌন্দর্য্যনিলয়। তুমি তাঁহার রূপের ছায়া দেখিয়াই এত ব্যাকুল হও কেন? তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা কর। আত্মোদ্বোধনমূলক এই প্রার্থনামন্ত্রের মধ্যে আমরা এই সুরই শুনিতে পাই।

মানুষ সত্য। আত্যন্তিক ভাবে সত্য ( Absolutely Real ) নয়, আপেক্ষিক ভাবে সত্য ( Relatively Real ); তাঁহার প্রতিবিম্ব বলিয়াই মানুষ সত্য। শুধু সত্য নয়, এই ক্রমানুসারে—আপেক্ষিক ভাবে, সে অনন্তও বটে। তাই সে চিরদিন অসত্যকে, ক্ষুদ্রকে, অল্পকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাঁহার ভিতরের অনন্ত-সত্তা তাহাকে মহত্ত্বের দিকে ভূমার দিকে পরিচালিত করিবেই। হয় তো মোহবশে সে কিছুকাল অজ্ঞানান্ধ থাকিতে পারে; তাই তাহাকে জাগাইবার জন্য বেদ বলিতেছেন—'তুমি মহৎ হয়ে ক্ষুদ্রকে নিয়া আছ? লক্ষ্য স্থির কর। ঐ দেখ, তাঁহার করুণাধারা প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার বিরাট্ সত্তা প্রাণে অনুভব কর, ক্ষুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুসরণ কর, তিনিই যে তোমার চরমগতি! লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জীবন-যাত্রা আরম্ভ কর; ক্ষুদ্রতা, হীনতা, পাপ-মোহ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, তোমার নিকটেও আসিতে পারিবে না।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কিছু অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যের মধ্যে সমস্ত পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ( ৩অ—৬খ-৮২—৭সা )।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ র ৩র

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র

সত্রাচ্যা মঘবান্ৎসোমপীতয়ে ধিয়া

২র ৩ ১ ২

শবিষ্ঠ আগমৎ ॥ ৮ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ-অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। সামবেদে মেধ্যাতিথি ঋষি আর ঋগ্বেদ-সংহিতায় কণ্বগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি এই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া উক্ত হয়েন। ইহার ছন্দঃ ... গেয়-গান—"গৌতমে বে।"

গেয়-গানং।

৫　　৫　　১　২র —　১র
১। উভয়ং শৃণবচ্চনা ও এ। আইন্দ্রো ২ অর্ব্বাগিদং বচা ২ ও ঃ।

১ ২　২　১র ২র ১ ২র　১　২　২ক
হোবা ৩ হাই। সত্রাচিয়ামঘবা ২ নূ। গো। আপা ৩ হাই।

৩　৫　১র　১　২ ১
ভা ২ ৩ ৪ য়াই। শিষ্ঠা শচিষ্ঠ আ ২ ৩ হোই। গমাৎ।

৪ ৫　৪
ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়ং' (কর্ম্মবাক্যাত্মিকাং) 'ইদং বচঃ' (ইমাং প্রার্থনাং) 'শৃণবৎ' (শৃণোতু); 'চ' (তথা) 'শচিষ্ঠঃ' (বলবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান্) 'মঘবান' (শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ দেবঃ) 'সত্রাচ্যা ধিয়া' (সৎকর্ম্মসাধিকয়া বুদ্ধ্যা—সহ অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধকান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাব আস্বাদনায়, অস্মান্ সত্ত্বভাবং প্রদাতুং ইত্যর্থঃ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু); অস্মাকং সৎকর্ম্ম-সংযুতাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ অস্মান সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ ॥ (৩অ-৮খ-৮দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, আমাদিগের অভিমুখী হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্ব্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠধন-সম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে, সত্ত্বভাব প্রদান করিবার জন্য আগমন করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্ম সংযুক্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)। (৩অ—৮খ—৮দ—৮সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। [illegible] 'উভয়ং' স্তোত্রাত্মকং চোত্তরবিধং 'ইদং বচো' 'অর্ব্বাক্' অস্মদভিমুখং 'ইন্দ্রঃ' 'শৃণবৎ' শৃণোতু। শ্রুত্বা চ 'সত্রাচ্যা' অস্মাকং যজ্ঞং পূর্ব্বয়া

'ধিয়া' যুক্তঃ সন্ 'মঘবান্' ধনবানিন্দ্রঃ 'শবিষ্ঠঃ' অতিশয়েন বলবান্ 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় 'আগমৎ' আগচ্ছতু। 'মঘবান্' 'মঘবা' ইতি চ পাঠৌ। (৩অ—৮খ ৬দ—৮সা)।

৫

# অষ্টম (২৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মে ও ভগবানের দয়ায় নিকট সম্বন্ধ আছে। বেদের ব্যাখ্যাকালে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবানের দয়া অজস্রভাবে বর্ষিত হইলেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে সে দয়া মানুষের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধকও এখানে প্রথমতঃ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও তৎপরে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে হৃদয়কে সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানের দয়ালাভের উপযোগী করিতে হইবে, তারপর তাহাতে ভগবানের দয়া কার্য্যকরী হইবে।

তাই প্রার্থনা—"এস ভগবান্, দীনহীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল! আমরা দুর্ব্বল, তোমার দয়া গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই প্রভু! আমাদিগকে তোমার দয়া লাভ করিবার উপযুক্ত কর। এ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপরোগরূপ আগাছা উৎপাটিত করিয়া দেও; সৎকর্ম্মের দ্বারা এ হৃদয়কে তোমার করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযোগী কর! ওগো প্রভু! আমার মলিন হিয়ায় যে তোমার ছবি প্রতিফলিত হয় না—"নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে।"

একজন কবি গাহিয়াছেন,—

"বিশ্বপতি কর্ম্মময়, হাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।"

ভগবান্ আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহারই অপমান করা হয়। তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি কিরূপে? যতটুকু শক্তিতে কুলায়, ততটুকু কর, আন্তরিকতা প্রকাশ কর; ভগবান্ নিশ্চয়ই হাতে ধরিয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'উভয়ং ইদং বচঃ শৃণুবৎ।' হে দেব! কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা কিরূপ? হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার জন্য, রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য, যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' প্রার্থনা করিয়াছেন। সাধনার ইহাই ক্রম। এই মন্ত্রে এই সাধন-ক্রমই আমরা দেখিতে পাই। (৩অ—৮খ-৬দ-৮সা)। *

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্ঠিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (উহা ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান—"ঐন্দ্রং, বৈরূপম্।"

অপি ন পরিত্যজামি ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! অহং ত্বাং মহাপ্রলোভনায় অপি কদাচ ন ত্যজামি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—৬খ—৬দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! মহৎ পার্থিব সম্পদ্‌লাভের জন্য আপনি আপনাকে পরিত্যাগ না করান, অর্থাৎ আপনাকে যেন আমি পরিত্যাগ না করি; শত্রুনাশে বজ্রধারী হে দেব! সহস্রসংখ্যক ধনের জন্য এবং অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও আমি যেন আপনাকে পরিত্যাগ না করি; হে বহুধনশালী দেব! আমি আপনাকে পার্থিব অপরিমিত ধনের জন্যও যেন পরিত্যাগ না করি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে মহাপ্রলোভনের জন্যও কদাচ যেন পরিত্যাগ না করি।)। (৩অ—৬খ—৬দ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। মেধাতিথি-মেধ্যাতিথী ঋষী। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! (চেনোক্ত নিপাতদ্বয়ং সমুচ্চয়ে বিকল্পে যোজনীয়ঃ) 'মহে চ' মহতেঽপি 'শুল্কায়' মূল্যায় নাহং ত্বাং 'পরাদীয়সে' ন বিক্রীণামি (দদাতেরুত্তমপুরুষস্য কর্মণ্যেব সাধারেন রূপম্)। 'পরাশুল্কায়-দেয়াম্' ইতি বহ্‌বৃচা আমনন্তি। হে 'বজ্রিবঃ' বজ্রিবঃ' বজ্রহস্তেন্দ্র! 'সহস্রায়' সহস্রসংখ্যাকায় ধনায় 'চ ন' 'পরাদীয়সে' 'অযুতায়' দশসহস্রায় শুল্কায় ন পরাদীয়সে। হে 'শতামঘব' বহুধনেন্দ্র! 'শতায়' (বহুনামৈতৎ) অপরিমিতায় ধনায় চ ন পরাদীয়সে ন বিক্রীণামি। উক্ত-সংখ্যাকধনা-দপি ত্বাং ন পরিত্যজামি। কিন্তু বর্ত্তিতভাবার্ত্তঃ পরিচরামীত্যর্থঃ। (৩অ—৬খ—৬দ—১সা)।

## নবম (২৯১) সামের মর্মার্থ।

—০ঃ : ঃ০—

'আমি যেন না ভুলি না তোমায়।'

সাধকের সব চেয়ে বড় ভয় এই যে—পাছে তিনি ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া যান, পাছে মায়া কুহকে বিপদে গিয়া পড়েন, পাছে ধ্রুবতারা দেখিতে না পাইয়া অকূল সমুদ্রে তাঁহার ভরাডুবি হয়। মানুষকে কর্তব্যভ্রষ্ট করিবার জন্য রিপুগণ সর্বদাই তৎপর। যখনই সুবিধা পায়, তখনই মানুষকে আক্রমণ করে। মানুষ দুর্বল, তাহার ভুলভ্রান্তি আছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। সেই ভুলত্রুটির মধ্য দিয়া পাপ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে,—যেমন করিয়া

ফলি মলমাদ্মার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। পাপ আর অন্তর একবার কোথাও প্রবেশ করিলে সহজে আর নিস্তার নাই। তাই যাহাতে পাপ অন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ না পায়, সেই জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'দয়াল প্রভু! আমি দুর্বল, আমি অজ্ঞান, কিন্তু তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আমাকে কৃপা করিয়া তোমার করুণার ছায়ায় আবৃত রাখ,—যাহাতে পাপ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে। আমি ত সদসৎ বিচার করিতে জানি না; কিন্তু প্রভু, তুমি ত জ্ঞানাধার, আমাকে এমন পথে পরিচালিত কর—যাহাতে আমি কেবল তোমার চরণই ধ্যান করিতে পারি। আমায় এমন শক্তি দাও, যেন মোহ প্রলোভনকে জয় করিতে পারি। মোহ আর প্রলোভন আসে, আসুক,—তাহারা আসিবে নিশ্চয়, আক্রমণ করিবে নিশ্চয়, তাহার জন্য আমি অভিযোগ করি না; কিন্তু এই পাপ অসুরগুলিকে জয় করিবার শক্তি যেন পাই। আর, সব চেয়ে আমার বড় কথা এই যে, তোমার পদছায়া হইতে যেন দূরে না যাই, তোমার কাজ, তোমার ধ্যান, তোমার চিন্তনই যেন আমার সর্বস্বধন হয়। আমি চাই না—পার্থিব ধন, তোমার চরণ-রূপ ধন যদি পাই, তবে কোথায় লাগে—স্বর্ণ মণি-কাঞ্চন! আমার যেন মোহ না আসে, 'আমি যেন না ভুলি না তোমায়।'

ভগবানকে পাইবার জন্য সাধকের কি ঐকান্তিক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা! পৃথিবীর যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পৎ, ধন মান যশ প্রতিপত্তি—সব একত্র হইলেও যে সেই অপার্থিব ধনের তুলনা হয় না! তাই বুদ্ধদেব, রাজ্য সুখ-ঐশ্বর্য্য আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন যাহা কিছু সংসারী মানবের কাম্য বস্তু, সমস্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া জগতের দুঃখনাশের উপায় জানিবার জন্য দীনহীন ভিখারীর বেশে যশোধারার গৃহ হইতে রাত্রিযোগে চুপি চুপি পলায়ন করিয়াছিলেন; ভয়,—পাছে মোহ-প্রলোভন আসিয়া আক্রমণ করে! তাই, আমাদিগের দেশেরই একজন ভক্ত মহাপুরুষ ভগবৎলাভের অন্তরায় জানিয়া বহু আয়াসলব্ধ যোগিজনবাঞ্ছিত অষ্টসিদ্ধিকেও অতি ঘৃণ্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

জগতের যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু সুন্দর সৎ মূল্যবান, সমস্তই সেই শ্রীভগবানের চরণ হইতেই আসিয়াছে। তবে মানব সামান্য কাচের জন্য কাঞ্চন ত্যাগ করিবে কেন? মোহ আসে, মায়া জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে; তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন, যেন কোনও প্রলোভনই তাঁহাকে ভগবানের চরণ হইতে বিচলিত করিতে না পারে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য হয় নাই। ভাষ্য ও মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুয়েরই সঙ্গত বলা যাইবে। মন্ত্রোক্ত 'পরাদীয়সে' পদের ভাষ্যের অনুসরণেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৩অ - ৮ম — ৮ষ - ৯সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (উহা পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দশম বর্গের অন্তর্গত)। উহার শেষ পাদ,—"শতময়ুতায়, প্রবাসতঃ মহোবিদীয়সে বা।"

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বস্যাঁ৺ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা, বসো
৩ ২ ৩ ১ ২
বসুত্বনায় রাধসে ॥ ১০ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ২A ৫ ৫
১। বস্যাঁ৺ইন্দ্রাসিমে। হাউপিতুঃ। উতাভ্রা ২ ৩ ৪ তুঃ।
৫ ১ ৫ ৩ ৫ ৫র ১ ২ A ৩
অভুঞ্জ'তৌ। বাও ২ ৩ ৪ বা। মাতাচামৌ। বাও ২ ৩
৫ ৫ ১ ২ A ৩ ৫
৪ বা। ছদয়থঃ। সা ৩ মাবাহো। বাও ২ ৩ বা।
২ ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১
বসুত্বাহো। বাও ২ ৩ ৪ বা। বসো ২ ৩ ৪
৫ ৪ ৫
বা। বা ৫ সো ৬ হাই ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'অভুঞ্জতঃ' (সুধাস্বাদাপ্রাপ্তস্য, সৎসম্বন্ধরহিতস্য ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'পিতুঃ' (জনকাৎ) 'উত' (তথা) 'ভ্রাতুঃ' (সহোদরাৎ) ত্বং 'বস্যান্' (অধিকতরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) 'অসি' (ভবসি); 'বসো' (বাসয়িতঃ আশ্রয়প্রদাতঃ হে দেব) ত্বং 'চ' (তথা) 'মে' (মদীয়া) 'মাতা' (জননী) 'সমা' (সমানসৌ, সমানৌ স্নেহশীলৌ সন্তৌ) 'বসুত্বনায়' (আবাসস্থানপ্রদায়, মোক্ষপ্রাপকায় ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (পরমার্থরূপায় ধনায়, পরাজ্ঞানায়) 'ছদয়থঃ' (মাং কৃপাঃ কুরুতঃ, মাং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতং ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেভ্যঃ লোকানাং অধিকতরঃ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ মাং কৃপাং করোতু— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ-৩খ-৩দ-১০সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সন্তানস্নেহরহিত এই আমার পিতা হইতে এবং সহোদর হইতে আপনি অধিকতর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; আশ্রয়প্রদাতা হে দেব! আপনি আমার জননী-সমান স্নেহশীল হইয়া, মোক্ষলাভের জন্য—পরাজ্ঞান লাভের জন্য, আমাকে কৃপা করুন অর্থাৎ আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—সর্ব্বাপেক্ষা মানুষের অধিকতর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান্ আমাকে কৃপা করুন।)। (৩অ—৬খ—৮দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। মেধাতিথি-মেধ্যাতিথী ঋষী। হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'মে' মদীয়াৎ 'পিতুঃ' জনকাদপি 'বস্যান্' বসীয়ান্ বসুমত্তরোঽসি। 'উত' অপিচ 'অভুঞ্জতঃ' অপালয়তো মম 'ভ্রাতুঃ' অপি ত্বং বসীয়ানসি। হে 'বসো'! বাসয়িতঃ 'মে' মদীয় 'মাতা চ' ত্বং চ 'সমা' সমৌ সমানৌ স্থঃ (পুমান্ স্ত্রিয়েতি পুংসঃ শেষঃ) 'ছদয়থ' (অর্চয়িতুং) মাং পূজিতং কুরুথঃ। কিমর্থং? 'বসুত্বনায়' ধনায় 'রাধসে' অন্নায় চ উভয়োর্লাভায়েত্যর্থঃ। (৩অ—৬খ—৮দ—১০সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে
ছন্দোব্যাখ্যানে তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥ ৬॥

• • •

## দশম ( ২৯২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • § • ——

'কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সখার বন্ধু সকলের তিনি।'

ঈশ্বরই জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি জগতের পিতামাতা, তাঁহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার কৃপায় জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তিনি মাতার মাতা, পিতার পিতা, জগতের সকল বন্ধু হইতে শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। তাঁহার অপার স্নেহের কণামাত্র পাইলে মানুষ মোক্ষ লাভ করে, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্রের অধিকারী হইতে পারিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে। পার্থিব মাতাপিতা মানুষকে জন্ম দিয়া, লালন পালন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, তাঁহাদের তদপেক্ষা বেশী কিছু করিবার শক্তি নাই। কিন্তু জগতের পিতা যিনি, সমস্ত বিশ্ব যাঁহার করুণায় পরিচালিত হয়, কেবল মাত্র তিনিই মানুষকে তাহার চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিতে পারেন। মানুষ, মাতাপিতার বন্ধুবান্ধবের স্নেহ-ভালবাসা পাইয়া তাঁহাদের স্নেহের ছায়া দেখিতে পায় সত্য, কিন্তু এই জাগতিক প্রেম তাহাকে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। বরং মানুষ অজ্ঞানতা ও মোহমায়ায় আবদ্ধ হইয়া আপনার চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যায়—তাহার আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়। কেবলমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানই মানুষকে তাহার গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া

দিতে পারেন,—সেই পথে চলিবার শক্তি দিতে পারেন। তাই তত্ত্বদর্শী সাধক, এই মায়ার সংসার-মোহের আগার পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরম-ধনের সন্ধানে বাহির হইয়া যান। তাই রাজত্ব পার্থিব সম্পৎ পিতা-মাতার স্নেহ প্রেমময়ী পত্নী গোপার প্রেম বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি এমন ধনের, এমন প্রেমের, সন্ধানে বাহির হইলেন,—যে ধন যে প্রেম মানুষকে সত্যিকার শান্তি দিতে পারে; যে প্রেম পাইলে বিশ্ব আপন হইয়া যায়। অনিত্য সংসারের এই অনিত্য প্রেম, ধন-সম্পৎ মান-যশ আত্মীয়স্বজন, তত্ত্বদর্শীকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এই বন্ধুবান্ধবের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এমন বন্ধুর, এমন আপনজনের সন্ধানে বাহির হয়েন, যে আপনজন, অনন্তকাল ধরিয়া আপনার অনন্ত অফুরন্ত প্রেমামৃত মানুষকে পান করাইতেছেন। 'বিন্দুতে কে তৃপ্ত হবে সিন্ধু যদি মিলে?' কিন্তু, সেই আপনজনকে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়—যদি সেই অনন্ত প্রেমময় আপনি আসিয়া না ধরা দেন। সেই আপনজনকে খুঁজিতে গিয়া সাধক জগৎবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"আপন চিনা কঠিন ভবে,
আপন চিনবে যেদিন, বিশ্ব সেদিন, আপন হয়ে যাবে।
চিনিলে আপনজনা, হয়ে যেত খাঁটী সোনা
পেতে তাঁর প্রেমের কণা ভেসে যেতে হবে!"

সে ত আর বিন্দু নয়, সে যে অপার সিন্ধু! তাঁহার সঙ্গে কি পার্থিব পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধুর তুলনা হয়? তাই বলা হইতেছে—'বস্যাং ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ'

তাই, ইঙ্গিত করা হইয়াছে—'মানুষ! এমন জনকে ভালবাস, এমন জনের উপর রক্ষা ও পালনের জন্য নির্ভর কর, যিনি অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি। সাধক গাহিতেছেন—'(মন!) ভালবাসতে যদি হয়, তাঁরেই শুধু ভালবাস যে জন প্রেমময়।"

এমন প্রেমময় দয়াময় যিনি, তাঁহার নিকটে মানুষ প্রার্থনা করিবে না ত কাহার নিকটে করিবে? তাই প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'ছদয়থঃ বসো বসুত্বনায় রাধসে'।

'ওগো জ্ঞানময়, ওগো প্রেমময়, তোমার করুণাধারা আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক। আমরা অজ্ঞান, আমাদিগকে জ্ঞান দাও—যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপায় জানিতে পারি। আমরা দুর্ব্বল, আমাদিগকে এমন শক্তি দাও—যেন সব বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। আমরা প্রেমহীন শুষ্ক-হৃদয়, প্রেম দাও প্রভু—যেন তোমার প্রেম আস্বাদন করিতে পারি। প্রভো! বরিষ দয়া-মাঝে শান্তি-বারি।

মাতৃ-রূপে তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহশীতল-ক্রোড়ে আশ্রয় দাও, পিতৃ-রূপে তুমি আমাদিগকে পালন কর, রক্ষা কর, পাপ-সংস্পর্শে আসিলে শাসন কর ভ্রাতৃ-রূপে সখা রূপে মোহ-বিভ্রান্ত আমাদিগকে হাত ধরিয়া নিয়া যাও প্রভু! (৩অ—৬খ—৬দ—১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—'ঐন্দ্রাগ্নাঃ সাম।'

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা

---

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

---

ঐন্দ্রপর্ব্ব। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ। সপ্তমী দশতি।

## সপ্তমী দশতি।

---

প্রথমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তাঁ৺ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং
৩ ২ ৩ ১
যাহ্যোক আ ॥ ১ ॥

৩ ২ ৫ ৫ ১২ র র র
ইমা ৩৪ ই। ইমই। দ্রায়সুম্ব৷ ৩ ইরাব। সোমাসোদধ্যাশিরাঃ॥
২র ১র র র ১ ২
তা৺ আমদায় বজ্রহস্ত পীতায়াই। হরা ২৩ হো। ভ্যাংয়া
১ ২ ১ ১ ৪ ২
২৩ হো। হিয়ো ২৩। কা ২ আ ২৩৪
৫র র ১ ৫
ঔহোবা। উ ২৩৪ পা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায়' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তৎপ্রাপ্তয়ে) 'ইমে' (অস্মাকং অন্তর্নিহিতাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (স্নেহগুণোপেতাঃ ভক্তিরসবিমিশ্রিতাঃ) তথা 'সুষিরে' (সুসংস্কৃতাঃ, অনন্যভাবাশ্রিতাঃ ভবন্তু); 'বজ্রহস্ত' (রক্ষাস্ত্রধারিন্ হে দেব!) 'তান্' (সত্ত্বভাবান্) 'পীতয়ে' (গ্রহণায়) তথা 'মদায়' (অস্মাকং পরমানন্দদানায়) চ 'হরিভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং) 'আ ওকঃ' (আশ্রয়স্থানং আত্মলক্ষ্য, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'আগহি' (আগচ্ছ); হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং অন্তর্নিহিতং সত্ত্বভাবং রক্ষ তথা অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ-১খ-১দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবসমূহ ভক্তিরসবিমিশ্রিত এবং অনন্যভাবাশ্রিত হউক; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! সত্ত্বভাবসমূহকে গ্রহণ করিবার জন্য এবং আমাদিগকে পরমানন্দ দানের নিমিত্ত, আপনি জ্ঞানভক্তির সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন।)। (৩অ—১খ—১দ—১সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং। অথ প্রথমা। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'বজ্রহস্ত'! 'দধ্যাশিরঃ' দধি-মিশ্রণাঃ 'ইমে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'ইন্দ্রায়' তুভ্যং 'সুষিরে' সুতা অভূবন্। 'তান্' সোমান্ 'মদায়' মদার্থং 'পীতয়ে' পানায় 'ওকো' যজ্ঞসদনং 'আ' অভি 'হরিভ্যাং' অশ্বাভ্যাং 'আয়াহি' আগচ্ছ। (৩অ—১খ—১দ—১সা)।

## প্রথম (২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

স্বর্ণ খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু খনিমধ্যস্থিত স্বর্ণ মানুষের কাজে লাগে না—যে পর্য্যন্ত না সেই স্বর্ণ পরিষ্কৃত হয়। মানুষের হৃদয়ও খনিবিশেষ। উহার মধ্যে বহু মূল্যবান বস্তু নিহিত আছে। একটী প্রবাদ বাক্য আছে—'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'। মানুষ ভগবানেরই ক্ষুদ্র সসীম প্রতিরূপ, মানুষই 'সীমার মাঝে অসীম'। তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম-শক্তি সমস্তই আছে। প্রত্যেক কর্ম্মের, প্রত্যেক ভাবের বীজ মানুষের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে। সেই ভাবকে উপযুক্ত সাধনার দ্বারা অঙ্কুরিত ও প্রবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করা

ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। ভগবান্ যেমন মানবের মধ্যে সদ্‌বৃত্তিসমূহের বীজ দিয়াছেন, তেমনি তিনি বীজকে রক্ষাও করেন। আমাদিগের হৃদয়-নিহিত সদ্ভাবসমূহকে তিনি মলিনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমাদিগের মোক্ষসাধনলাভের উপযোগী করেন। নদীতীরের বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত থাকে, উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সেই বালুকারাশি হইতে স্বর্ণরেণুর উদ্ধার সাধন করিয়া ও তাহাকে পরিষ্কৃত সুসংস্কৃত করিয়া মানবের ধনভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। ভগবান্ সেই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক,—যিনি মানবের হৃদয়-সমুদ্রের সৈকত-ভূমিসঞ্চিত স্বর্ণাদপি শ্রেষ্ঠ সদ্‌বৃত্তিরাজীর উদ্ধার সাধন করিয়া, তাহাদিগকে সুমার্জ্জিত করিয়া মানবকে মোক্ষলাভের পথে সহায়তা করেন।

তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন— ভগবন্! মনুষ্য-জন্ম, শ্রেষ্ঠ-জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। তোমার ছায়ার সহিত মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ সহিত তোমার শ্রেষ্ঠধনের—অমৃতের অধিকারী। প্রভু, যদি এমন দুর্ল্লভ জন্ম কৃপা করিয়া দিয়াছ, তবে তাহাকে সার্থক করিয়া তুল—তোমার অপার মহিমা আমাকে অনুভব করিতে দাও। তুমি আমাকে যে অপার্থিব সম্পৎ দিয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি দাও। আমার হৃদয়স্থিত অমূল্য ভাবরাশিকে তুমি তোমার পূজার উপযোগিতা প্রদান কর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার কৃপা ব্যতীত তাহা তোমার পূজায় ব্যবহার করিতে পারি। আমার হৃদয়ে তোমার যে আলোক-রশ্মি দিয়াছ, তাহাকে ঘন-কৃষ্ণ-তমসার আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। চারিদিকের মোহ ও পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া তোমার দেওয়া সরলধন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে; তাহাকে নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর। হৃদয় শুষ্ক কঠিন হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রেমধারা সিঞ্চন কর, শুষ্ক হৃদয় সরল হইয়া উঠুক। জ্ঞান দাও প্রভু!—যেন তোমায় জানিতে পারি। প্রেমময় সমরসাধার তুমি—আর আমরা হৃদয়ে মরুভূমির সৃজন করিতেছি। তোমার রসধারা আমার কঠিন হৃদয়ে বর্ষিত হউক, আমি তোমাকে উপভোগ-জনিত পরমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাই। অনন্ত জ্ঞানময়, তোমার সন্তান কি অজ্ঞানতায় ডুবিয়া থাকিবে প্রভো! 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' তুমি; দেহ জ্ঞান প্রেম দেহ, শুষ্ক চক্ষে বারিধারা বহুক, এ পাপী অজ্ঞান ধন্য হইয়া যাউক।"

প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের—হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতি-লাভের ব্যাকুল কামনা এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। সাধক চিরদিনই ভগবানের স্পর্শ প্রাণে পাইবার জন্য লালায়িত। জাগতিক কোনও সম্পদই তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারে না। পার্থিব মান-যশ ধনসম্পৎ তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। তিনি সেই অনন্ত অপার সুসম্পৎ-সাগরে ভাসিয়া যাইতে চান,—যে সাগরে ডুব দিলে মানুষ অমর হয়, অমৃত হয়। সেই সম্পৎ—হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ। এই সান্নিধ্য পাইবার জন্য সাধক সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ইহার একটা উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। সেই অনন্তপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ আত্মহারা হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যমুনাকূলে উপস্থিত হইলেন। এখানে ভক্তের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাসেশ্বর অতিশয় বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা ভাল ত?" গোপীগণ এই অনাত্মীয়তাসূচক প্রশ্নে বিস্মিত ক্ষুব্ধ হইলেন। শোক! যিনি প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা, যাঁহার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ

করিয়া আসিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে এই বাহ্য-ব্যাপারসূচক প্রশ্ন! তারপর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে একে একে তাঁহাদের পার্থিব ধন মান যশ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নিকটে আসিলে পার্থিব বিষয় সব জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে। গোপীগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তখন তাহাদিগকে বলিলেন—'ওহো! তোমরা ভাবিয়াছ আমার নিকটে আসিলে স্বর্গভোগ করিবে? না—তা হইবার নয়। এই কর্মনাশা নদী স্পর্শ করিলে স্বর্গমর্ত্ত্যের বিষয়ে আগুন ধরিয়া উঠে। সে আশা ত্যাগ কর—এখনও সংসার আছে, সম্পৎ আছে, মান আছে, যশ আছে, পরিবার-পরিজন আছে—এখনও ফিরিয়া যাও।'

কিন্তু এই সব শুনিয়া গোপীগণ কি সত্য সত্যই ফিরিয়া গেলেন? না—সাধক এই সব তুচ্ছ বস্তুর জন্য ঈশ্বর-সান্নিধ্য কামনা করেন না, কাঞ্চন ফেলিয়া তাঁহারা আঁচলে কাচ বাঁধেন না। তাঁহাদের উত্তর—'ওগো, আমি ত সে সব সম্পৎ লাভের জন্য তোমাকে প্রার্থনা করি নাই। আমি চাই, আমার হৃদয়ে তোমার স্পর্শ। সেই পরমধনের জন্য সমস্ত ফেলিয়া তোমার চরণে ছুটিয়া আসিয়াছি।' তাই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই,—'আ মদায় মন্ত্রবস্তু • হরিভ্যাং যাহোক আ।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—'এই সকল দধি-মিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিযুত হইয়াছে, হে বজ্রভৃৎ! আনন্দের জন্য সেই সোম পান-করণার্থ অশ্বের সহিত যজ্ঞ-সদনাভিমুখে আগমন কর।'

আমাদিগের মত ভিন্ন। 'দধ্যাশিরঃ' • 'হরিভ্যাং' 'সোমাসঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে এই অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দৃষ্টেই উপলব্ধ হওয়া যাইবে। (৩অ—১খ—১দ ১সা)॥ †

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইম ইন্দ্র মদায় তে সোমাশ্চিকিত্র উক্থিনঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মধোঃ পপান উপ নো গিরঃ শৃণু রাস্ব

৩ ১ ২

স্তোত্রায় গির্ব্বণঃ ॥ ২ ॥

---

• 'দধ্যাশিরঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ দ্রষ্টব্য।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী 'গৌতমম্'।

গৌর পানং।

৩ ২ ৪ ২র র ২ —
ইমইন্দ্রা ৫ মদায়ভাই।। সোমাশ্চকিত্র উক্থিনাঃ। মা ১ ধো ২ ঃ

১ — ১ র ২ — র ১ ২
পাপা ২। ন উপ নো গিরাঃশা ১ ণুঁ ২। রাস্বস্তো ৫ ৩ ত্রা।

১ ২ ১
বগির্ব্বা ২ ৩ পা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ২॥

• . •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'তে' (তব, তবপ্রসত্ত্যৈ ইত্যর্থঃ) 'ইমে' (অস্মাকং হৃদয়স্থিতাঃ) 'উক্থিনঃ' (প্রশংসনীয়াঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'চিকিত্রে' (জায়ন্তে, অস্মাকং জ্ঞানদায়কাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'পপানঃ' (পানকারিন্, গ্রহণকারিন্) 'গিরণঃ' (স্তবনীয় হে দেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (প্রার্থনাঃ) 'উপশৃণু' (বিশেষেণ শৃণু) তথা 'স্তোত্রে' (উপাসকায়) 'রাস্ব' (অভীষ্টং ধনং প্রযচ্ছ); হে দেব! অস্মাকং অন্তর্নিহিতান্ সত্ত্বভাবান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু, তথা অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—৭খ—৭দ—২সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনার প্রীতির জন্য আমাদিগের হৃদয়স্থিত প্রশংসনীয় সত্ত্বভাবসমূহ পরমানন্দ দানের জন্য আমাদিগের জ্ঞানদায়ক হউক; অমৃতের পানকারী—সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী স্তবনীয় হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন, এবং উপাসককে অভীষ্ট ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাবসমূহকে জ্ঞানসমন্বিত করুন, এবং আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৩অ—৭খ—৭দ—২সা)॥ ,

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। দ্বিতীয়ং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'তে' তব 'মদায়' মদার্থং 'উক্থিনঃ' স্তোত্রযুক্তাঃ 'ইমে' 'সোমাঃ' 'চিকিত্রে' জায়ন্ত সম্পন্নাঃ। (কিত জ্ঞানে; কর্ম্মণি লিট্; ইরয়োরে ইতি রে ইত্যাদেশঃ)। কিঞ্চ 'মধোঃ' মদকরস্য (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) মদকরং সোমং 'পপানঃ' অত্যর্থং পিবন্ অস্মাকং "গিরঃ" স্তোত্ররূপা বাচঃ 'উপশৃণু' সমীপে শৃণু। 'গিরণঃ' গীর্ভিস্তবনীয় হে ইন্দ্র! 'স্তোত্রে' স্তোত্রকর্ত্রে মহ্যং 'রাস্ব' অভীষ্টং দেহি॥ ২॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সবর্দ্দুঘাং' (সর্ব্বফলপ্রদাত্তারং, সত্ত্বভাবদাতারং) 'গায়ত্রবেপসং' (প্রশস্ত-বেগং, আশুমুক্তিদায়কং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অদ্য' (ইদানীং, সাম্প্রতং) 'আহুবে' (আরাধয়ামি, তব অনুসরণ পরায়ণঃ ভবানি ইত্যর্থঃ); 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উরুধারাং' (প্রভূত-পরিমাণং, মুক্তিদানসমর্থং) 'সুদুঘাং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্তং) 'অন্যাং ধেনুং' (এতদ্রূপং জ্ঞানং—জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'অরঙ্কৃতং' (বিশুদ্ধকৃতং প্রভূতপরিমাণং) 'ইষং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং—মহ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ); হে দেব! কৃপয়া মহ্যং মোক্ষদানসমর্থং জ্ঞানং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—৭খ—১দ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সত্ত্বভাবপ্রদাতা আশুমুক্তিদায়ক আপনাকে আমি যেন এখন আরাধনা করিতে পারি, অর্থাৎ আপনার অনুসরণ-পরায়ণ হই; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! মুক্তিদানসমর্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত জ্ঞান এবং বিশুদ্ধীকৃত (অথবা প্রভূতপরিমাণ) সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাকে মোক্ষদানসমর্থ জ্ঞান প্রদান করুন।) (৩অ—৭খ—১দ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। মেধাতিথিমেধ্যাতিথী ঋষিঃ। অনয়েন্দ্রং ধেনুরূপেণ চ বৃষ্টিরূপেণ চ নিরূপয়ন্ স্তৌতি। 'অদ্য' ইদানীং 'ধেনুং' ধেনুরূপমিন্দ্রং 'ত্বা' ক্ষিপ্রং 'আহুবে' আহ্বয়ে। কীদৃশীং ধেনুং? 'সবর্দ্দুঘাং' পয়সোদোগ্ধ্রীং 'গায়ত্রবেপসং' প্রশস্তবেগাং। 'সুদুঘাং' সুখেন দোগ্ধুং শক্যাং। 'অন্যাং' উক্তবিলক্ষণাং 'উরুধারাং' বহুদকধারাং 'ইষং' এষণীয়াং বৃষ্টিং (লিঙ্গব্যত্যয়ঃ)। এতদ্রূপেণ বর্ত্তমানং। 'অরঙ্কৃতং' অলঙ্কর্ত্তারং পর্য্যাপ্ত-কারিণং বেন্দ্রং চাহ্বয়ে। (৩অ—৭খ—১দ—৩সা)।

## তৃতীয় (২৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§ • §:—

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশ আত্মোদ্বোধনমূলক এবং অপরাংশে প্রার্থনা আছে। এই দুই অংশের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধও আছে।

সাধক প্রথমে বলিতেছেন,—'আমি যেন আপনার আরাধনা করি। মানুষ যাহা কিছুর জন্যই প্রার্থনা করুক না কেন, প্রথমে তাহার সেই প্রার্থিত বস্তু পাইবার যোগ্যতা লাভ করা প্রয়োজন। সেই যোগ্যতা লাভ না করিয়া শুধু 'দেহি' 'দেহি' রবে চীৎকার করিলেই পাওয়া যায় না। যদি 'পাওয়া' এত সহজ হইত, তাহা হইলে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকিত না। যখন যে বিষয়ের ইচ্ছা হইল অথবা খেয়াল হইল, অমনি কল্পতরুর নিকটে চাহিলাম আর

প্রার্থিত বস্তু কোঁচড়ে পুরিয়া ঘরে ফিরিলাম! ভগবান্ এত সহজ শ্রেণীর কল্পতরু নহেন—যদিও তিনি অদ্বিতীয় কল্পতরু। সেই কল্পতরুমূলে গিয়া প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে, প্রার্থিত বস্তু লাভের উপযোগিতা লাভ করিতে হইবে—অভীষ্ট বস্তু পাইলে তাহা রক্ষা করিবার শক্তি লাভ করিতে হইবে। নতুবা, সেই চাওয়া অথবা পাওয়া, দুই-ই নিষ্ফল। তাই চাহিবার পূর্ব্বে পাইবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। ভগবান প্রার্থনাকারীর যোগ্যতাই দেখেন। অথবা তাঁহার করুণা এমন ভাবে অপ্রতিহত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে যে, যোগ্য ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় তাঁহার করুণা পাইতেছে আর অযোগ্য মাথা খুঁড়িয়া চীৎকার করিয়াও পাইতেছে না। প্রার্থিত বস্তু না পাইয়া, নিজের দৈন্য দেখিতেছে না, উপরন্তু ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া নিজের অযোগ্যতা ও পাপ বৃদ্ধি করিতেছে।

চাহিবার পূর্ব্বে পাইবার যোগ্যতা লাভের প্রয়োজন জানিয়াই সাধক বলিতেছেন, 'প্রভু, আমি যেন তোমার আরাধনা করি, তোমার অনুসরণপরায়ণ হই।' যে যেরূপ, ভগবানও সেইরূপে তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। অর্থকামীর নিকট তিনি মহাধনশালী, মুক্তিকামীর নিকট তিনি মুক্তিদাতা; আবার ভীত শরণাপন্নের নিকট তিনি ত্রাণকর্ত্তা মধুসূদন, শঙ্কাগ্রস্তের নিকট তিনি শঙ্কর অপার সমুদ্র। তাই 'কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন' প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যটীরও একটা সার্থকতা আছে। এই মন্ত্রে সাধক ভগবানকে যে ভাবে দেখিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিলেই সাধকের প্রার্থনার বিষয়ও অবগত হওয়া যাইবে।

সাধক মুক্তিকামী, তাই ভগবান্ তাঁহার নিকটে 'সবর্দ্ধাং' সদ্ভাবের উৎপাদয়িতা। হৃদয়ে সদ্ভাবের উৎপাদন না হইলে, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল না হইলে, মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তাই সেই সদ্ভাবের আধার, জীবে সদ্ভাবদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে,—'প্রভো! আমি যেন তোমার সদ্ভাবের অনুসরণ করিতে পারি। তুমি আমার হৃদয়ে যে সদ্ভাব দিয়াছ, আমি যেন তাহার সম্যক্ বিকাশ-সাধন করিতে পারি, আমি যেন তোমার দেওয়া চন্দন তোমার চরণে লেপন করিতে পারি। তুমি ও প্রভু সদ্ভাবের আধার, তোমার ধ্যানে, তোমার চিন্তনে আমার হৃদয়স্থ সদ্ভাব যেন বিকশিত হইয়া আমাকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়।'

ভগবানকে আরও একটি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহা 'গায়ত্রবেপসং'- আত্মমুক্তিদায়ক। সাধক মুক্তি চাহেন হৃদয়ে সদ্ভাবের উৎপাদন করিয়া। আর যিনি নিজেকে এমন ভাবে মুক্তিলাভের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট, তিনি ত আত্মমুক্তি পাইবেনই,—ভগবান তাঁহার নিকটে 'গায়ত্রবেপসং' আত্মমুক্তিদায়ক-রূপেই প্রতিভাত হয়েন।

এই আত্মোদ্বোধনের পর প্রার্থনা। এই প্রার্থনাও আত্মোদ্বোধনের অনুরূপ। ভগবান্ সদ্ভাবের আধার, সদ্ভাবদাতা, সাধক ও চাহিতেছেন—'সুতপাং দেশুঃ' শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত জ্ঞান। তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—সদ্ভাব যাহা হৃদয়ে দিয়াছ প্রভু তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দেও, আমার হৃদয়ের মলিনতা পঙ্কিলতার সংস্রব হইতে রক্ষা কর। আমার পাপমোহের আবর্ত্তে পড়িয়া যেন হৃদয়স্থিত সদ্ভাব পাপকলুষিত হইয়া না যায়। তাহা যেন আমাকে টানিয়া তোমার চরণে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।'

অতঃপর সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান সঙ্গে থাকিলে, পাপ-মোহ আক্রমণ করিতে পারে না, মানুষ সহজেই মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই সেই মুক্তিদানসমর্থ শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু সেই জ্ঞানলাভের উপায় কি? জ্ঞানলাভের উপায়—সৎকর্ম্মসাধন। তাই সাধক ভগবানের নিকট প্রভূত পরিমাণ অর্থাৎ মুক্তিদানসমর্থ সৎকর্ম্মসাধনের সামর্থ্য প্রার্থনা করিতেছেন। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হয় আবিলতা দূরে যায়, জ্ঞানজ্যোতিঃ ধারণের শক্তি জন্মে। তাই জ্ঞানলাভের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের জন্যও প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবানের কৃপা না হইলে মানুষ কিছু পায় না সত্য, কিন্তু পাইবার জন্য ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা বিফল হয় না। সাধক সেই মূলের জিনিষ — সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যই প্রার্থনা করিতেছেন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল, 'অস্ত দুগ্ধদায়িনী প্রশংসনীয় বেগ-যুক্তা, সুখে দোহনসমর্থা ধেনুর স্তব করি। এতদ্ভিন্ন বহুধারাযুক্তা বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্য্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি।' এই অনুবাদের টীকায় লিখিত হইয়াছে,—"এই স্থলে ইন্দ্রকে ধেনু ও বৃষ্টিরূপে স্তব করা হইতেছে।" তাহা হইলে প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে, এই মন্ত্রটির সঙ্গে রূপক জড়িত আছে; তাহা আবার একটি নয়—দুইটী; ধেনুরূপে একটী, আবার বৃষ্টিরূপে অন্যটী। কিন্তু এত রূপক সত্ত্বেও অর্থ পরিষ্কার হয় নাই। বিশেষণগুলি নিশ্চয়ই গাভীর অথবা বৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আছে। 'প্রশংসনীয় বেগযুক্তা' গাভী কিরূপ, এবং তাহার গুণই বা কি? ইন্দ্রকে একেবারে 'সুখে দোহনসমর্থা' গাভীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ঐ বিশেষণটী কি ভাবে কি অর্থে ইন্দ্রের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে?

যাহা হউক, আমাদিগের মত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই অনুবাদের উল্লেখ করা হইল। ॥ ৩ ॥ *

---

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১
ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীড়বঃ।
১র ২র ৩ ১ র ২৫ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১র
যচ্ছিক্ষসি স্তুবতে মাবতে বসু নাকিষ্টদা
১র
মিনাতি তে ॥ ৪ ॥

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দশমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী "বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং যঃ' ( যঃ দেবঃ ) 'ওজসা' ( স্বকীয় তেজসা ) 'পুরঃ' ( রিপূণাং আশ্রয়ং, মোহপাপং ইত্যর্থঃ ) 'বিভিনত্তি' ( ধ্বংসং করোতি ) 'অন্ধসঃ' ( সত্ত্বভাবস্য—সন্নিধানেন ইতি যাবৎ ) 'মন্দানঃ' ( আনন্দবর্দ্ধকঃ ) 'শিপ্রী' ( জ্যোতির্ম্ময়ঃ, জ্ঞানদাতা ভবতি ইত্যর্থঃ ) 'সুতে' ( বিশুদ্ধে সৎকর্ম্মণি ) 'সচা' ( সম্মিলিত ) 'ঈং পিবন্তং' ( জ্ঞানং পানকারিণং জ্ঞানেন সহ অভিন্নসম্বন্ধবিশিষ্টং তং দেবং ) 'কঃ বেদ' ( কঃ জ্ঞাতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি শেষঃ ) 'কৎ' ( কঃ দেবঃ বা ) 'বয়ঃ' ( বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ) 'দধে' ( দদাতি ) ; ভগবতঃ কৃপাং বিনা কোঽপি তং জ্ঞাতুং ন সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—৭খ—৭দ—৫সা ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

এই যে দেবতা স্বকীয় তেজে রিপুগণের আশ্রয়কে অর্থাৎ মোহ-পাপকে ধ্বংস করেন ; সত্ত্বভাব-সান্নিধ্যে আনন্দবর্দ্ধক এবং জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ জ্ঞানদাতা হয়েন, বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মে সম্মিলিত জ্ঞান-পানকারী অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অভিন্নসম্বন্ধবিশিষ্ট সেই দেবতাকে কে জানিতে সমর্থ হয় ? কোন্ দেবতাই বা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন ? ( ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। ) ॥ ( ৩অ—৭খ—৭দ—৫সা ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। মেধাতিথিঃ ঋষিঃ। 'সুতে' অভিষুতে সোমে 'সচা' ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ সোমং 'পিবন্তং' এনমিন্দ্রং 'কো বেদ' বেত্তি ন কোঽপি বেত্তীত্যর্থঃ। 'কৎ' কিংবা 'বয়ঃ' অন্নং 'দধে' ধারয়তি। যোঽয়ম্ ইন্দ্রঃ 'শিপ্রী' হনুমান্ 'অন্ধসঃ' সোমেন 'মন্দানঃ' 'ওজসা' বলেন 'পুরো বিভিনত্তি' ॥ ( ৩অ—৭খ—৭দ—৫সা ) ॥

## পঞ্চম ( ২৯৭ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:‡ : ‡:০—

মানুষের হৃদয়ের চিরন্তনী অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের ও সসীমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষের ভিতর ভগবান্ যে জ্ঞানের বীজ দিয়াছেন, জ্ঞান লাভের জন্য যে অনুসন্ধিৎসা মানুষের হৃদয়ে আছে, তাহাই মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যায়। পরিণামে সেই জ্ঞানই মোক্ষ-লাভের সোপান স্বরূপ হয়।

মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব-লাভের প্রধান কারণ ঐ অনুসন্ধিৎসা। মানুষের মনে প্রশ্ন আসে আমি কে ? কোথা হইতে আসিলাম ? যাব কোথায় ? আমার পরিণাম কি ? আমাকে কে সৃষ্টি করিল ? এই জগৎ কি ? এই জগতের সঙ্গে আমার এবং স্রষ্টার কি সম্বন্ধ ?

এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই ধর্ম্ম লাভের প্রথম সোপান। মানুষ সমস্ত বিষয় জানিতে চায়, সমস্ত বিষয় বুঝিতে চায়; চুপ করিয়া শুধু মানিয়া চলিতেই মানুষ জন্মে নাই। আর, মানুষকে সজীব জড় পদার্থ করিয়া সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ও ভগবানের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে জগতে দর্শন-বিজ্ঞানের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইত না, মানুষ মুক্তিপথে চলিতে পারিত না। কিন্তু ভগবান্ মানুষের ভিতর এমন ভাব এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহার সাহায্যে সে আত্ম জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

সেই অনুসন্ধিৎসার ফলেই এই প্রশ্ন—'কঃ বেদ?'—তাঁহাকে কে জানিতে পারে? অতঃপর আরও একটু অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করা হইতেছে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' তিনি কে? কাহাকে পূজা করিব? তিনি কিরূপ?—এই সমস্ত প্রশ্ন হইতে পরাজ্ঞানের আরম্ভ।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'কঃ বেদ?' কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে নানা বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আপত্তিকারিগণ বলিবেন 'অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের মধ্যে আনিয়া আবার তাঁহাকে অজ্ঞেয়-রূপে কল্পনা করায় স্ববিরোধিতা দোষ লক্ষিত হইতেছে।' আমাদিগের মত এই যে,—এখানে স্ব-বিরোধিতা-দোষ-কল্পনার কোনও কারণ নাই। এখানে এই জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, কে সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষ পরমব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিতে পারে? অর্থাৎ কেহই পারেন না—যে পর্য্যন্ত না জ্ঞাতা সেই জ্ঞেয়ের সমভাবাপন্ন হইয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি নিজের অসীমত্বের ও অনন্তত্বের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছেন। সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে সাধক জানিতে সমর্থ হন তখন—যখন তিনি আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন—যখন তিনি ব্রহ্মভূমিতে উপনীত হন। পূর্ণরূপে তাঁহাকে জানিতে না পারিলেও মানুষ তাহার হৃদয়স্থিত ভগবৎ-প্রদত্ত ভাবের সাহায্যে ভগবানের সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারে। তাহা না হইলে পূর্ণ জ্ঞান আর অজ্ঞানতা ব্যতীত মাঝখানের স্তরগুলির অস্তিত্ব থাকিত না।

মানুষ তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে জানিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়। তখন, যতটুকু পারে, তাঁহার সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যক্ত করে। এইরূপে জানিতে জানিতে—বলিতে বলিতে, শেষে জানারও শেষ হয়, বলারও শেষ হয়। ব্রহ্মকে যে 'অবাঙ্-মনসোগোচর' বলা হয়, আবার তাঁহার সম্বন্ধে যে নানা বিশেষণও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; ইহাই তাহার কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি। নচেৎ, বাক্য দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে বাক্য কিরূপে ব্যবহার করা হয়? শ্রুতির অন্যত্রও এ সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আপত্তিকারিগণের ঐ আপত্তি ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনার আর প্রয়োজন নাই।* (৩অ—৭খ—৭দ ৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাশীতি সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—'বাশম্'। সামবেদ-সংহিতায় মেধাতিথি এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় কুসুরুবিন্দু ত্রিশোক এই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া উক্ত আছেন।

কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান আছে। এমন কি বাদরায়ণের 'উত্তর-মীমাংসা' দর্শনের প্রথম লিখিত 'অথ' পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব-মীমাংসাবিহিত অথবা বেদ-বিহিত সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা হৃদয়-মন নির্ম্মল হইলে মানুষ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপযোগিতা লাভ করে।

এই প্রার্থনার মধ্যেও আমরা সেই ক্রম দেখিতে পাই। সৎকর্ম্মবিরোধী রিপুদিগের বিনাশ হইলে মানুষ নির্ব্বিরোধে সৎকর্ম্মে আত্ম-নিবেশ করিতে পারে। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ জ্ঞানলাভের সামর্থ্য পায়; তাই, সৎকর্ম্মবিরোধী শত্রুনাশের প্রার্থনার পর, জ্ঞানলাভের জন্য হৃদয়স্থিত জ্ঞানাঙ্কুরকে প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্য, প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-কালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। এই মতানৈক্যের প্রধান কারণ 'অংশুং' পদ। 'অংশুং' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমং'। এই মন্ত্রের একটী হিন্দি ব্যাখ্যা হইতে নিম্নে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল:—'হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি যজ্ঞের বিঘ্নকারীদিগকে দণ্ড দাও; সেই কারণে আমাদিগের যজ্ঞশালার চারিদিকে বর্ত্তমান যজ্ঞকর্ম্মের বিরোধীদিগকে দূরে বাহির করিয়া দাও এবং হে ধনপতি বহুলোক প্রার্থনীয় আমাদিগের সোমকে নিবাসযোগ্য স্থানে অধিক কর।' যজ্ঞের বিঘ্নকারীকে দণ্ডদাতা ইন্দ্র যেন বাহির করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহার সহিত সোমকে অধিক করিবার জন্য 'ধনপতি' দেবতার নিকট প্রার্থনার মর্ম্ম আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। আমরা 'অংশুং' পদের অর্থ করিয়াছি 'জ্ঞানং'। এই 'অংশুং' পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের সপ্তদশ ঋকের নিষদার্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৩অ—১খ ৭দ—৬সা)॥ *

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বষ্টা নো দৈব্যং বচঃ পর্জ্জন্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্নু পাতু নো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দুষ্টরন্ত্রামণং বচঃ। ৭॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটীর গেয়-গান একটীর নাম 'ত্বাষ্ট্রসাম'।

গেয় গানং।

৩ ২　　র ২ ৫　　৪ ৫　　২ ১ র　　২ ১　　৩

ত্বষ্টা ৩ ন ৪। নোদৈব্যম্। বচাঃ। পর্জ্জন্যো ব্রহ্মা স্পা ১ ৩ তীঃ।

১র র　　২ ১র　　২　　১　　২

পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরদিতির্ পাতু ২ ০ নাঃ। দুষ্টারা ২ ৩ ন্ত্রা।

১　　২　　১

মণং বা ২ ৩ চা ৩ ৪ ঔঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

• •

মন্ত্রার্থশোধিনী-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (সর্বজনতৃপ্তিদায়কঃ) 'ত্বষ্টা' (পরিত্রাণকারী) 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দৈব্যং' (দেবভাবপ্রদং) 'বচঃ' (স্তোত্রসমূহং, তদনুসঙ্গিনঃ সৎকর্ম্ম বা প্রার্থনা-ত্মিকং সৎকর্ম্মনিবহং) 'পাতু' (প্রবর্দ্ধয়তু); 'অদিতিঃ' (অখণ্ডনীয়ঃ, অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'নু' (নিত্যং, ক্ষিপ্রং) 'পুত্রৈঃ ভ্রাতৃভিঃ' (সঙ্গগণসহিতঃ, পুত্রভ্রাতৃস্বরূপৈঃ অন্তরজদেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দুষ্টরং' (শত্রুভিঃ অপরাজেয়ং 'ত্রামণং' (পরিত্রাণকারিণং) 'বচঃ' (প্রার্থনাত্মিকং সৎকর্ম্মনিবহং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, ভগবদনুস্মরণং ইত্যর্থঃ) 'পাতু' (প্রবর্দ্ধয়তু, পালয়তু)। হে দেব! কৃপয়া অস্মাসু দেবভাবপ্রদং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রবর্দ্ধয় - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ - ৭খ — ৭দ — ৭সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজনতৃপ্তিদায়ক পরিত্রাণকারী জ্ঞানদেব আমাদিগের দেবভাবপ্রদ প্রার্থনাত্মক সৎকর্ম্মনিবহকে প্রবর্দ্ধিত করুন; অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ দেব নিত্যকাল সর্ব্বগণ-সহিত (অন্তরজ-দেবভাব-সমূহের সহিত) আমাদিগের শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপরাজেয়, পরিত্রাণকারী, প্রার্থনাত্মক সৎকর্ম্মনিবহকে (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে — ভগবদনুস্মরণকে) প্রবর্দ্ধিত করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে, — হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগের মধ্যে দেবভাবপ্রদ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রবর্দ্ধিত করুন।)। (৩অ—৭খ—৭দ—৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। 'ত্বষ্টা' এতন্নামকো রূপাভিমানী দেবঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বচঃ' পাতু। 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' এতন্নামকো মন্ত্রাভিমানী দেবঃ অস্মদীয়ং বচঃ পাতু। কিঞ্চ 'অদিতিশ্চ' অখণ্ডনীয়া অদীনা বা এতন্নাম্নী দেবমাতা চ 'পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিঃ' স্বকীয়ৈঃ সহিতা 'নঃ' অস্মাকং সম্বন্ধি 'দুষ্টরং' কর্ত্তৃভিরভিভবিতুমশক্যং 'ত্রামণং' রক্ষণীয়ং বচ পাতু। (৩অ—৭খ—৭দ ৭সা)।

• • •

# সপ্তম ( ২১১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত, দুই অংশই প্রার্থনা মূলক। এই উভয় অংশেই প্রায় একভাবের প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই অংশেরই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম অংশের প্রার্থনাতে ভগবানকে কয়েকটী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাষ্যে 'পর্জ্জন্যঃ' পদের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। একখানা হিন্দি ব্যাখ্যাতে 'পর্জ্জন্যঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নিরুক্তের অনুসরণে আমরা 'সর্ব্বজন-তৃপ্তিদায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহার করুণায় মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে, মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়, সেই দেবতা 'সর্ব্বজন তৃপ্তিদায়ক' বই আর কি হইতে পারেন? মানুষ স্বতঃপরতঃ, সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, সেই জ্ঞানদেবতার কৃপার জন্য প্রার্থনা করে। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ 'ত্রিদুঃখং তেম্যং' হইতে উদ্ধার লাভ করে। যিনি জ্ঞানবান, তিনি মুক্তিলাভের অধিকারী। জ্ঞানলাভ না করিলে, জ্ঞানদেবতার কৃপা না পাইলে, মুক্তি সুদূরপরাহত। তাই সেই জ্ঞান-দেবকে 'পরিত্রাণকারী' বলা হইয়াছে।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন - 'এতৎসংজ্ঞকঃ মন্ত্রাভিমানী দেবঃ'। নিরুক্তকার অর্থ করিয়াছেন,— 'ব্রহ্মণঃ ( অন্নস্য ) পাতা বা পালয়িতা বা।' কিন্তু 'ব্রহ্মণঃ' পদে 'বাক্য' 'জ্ঞান' প্রভৃতি প্রতিশব্দ গৃহীত হয়। বিশেষতঃ এখানে 'দিব্যং বচঃ' রক্ষা করিবার জন্য অন্ন-পালয়িতার নিকট কেন প্রার্থনা করা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' পদে আমরা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই বুঝিয়াছি। এস্থলে 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' পদে 'জ্ঞানদেবঃ' অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতিও রক্ষা হয় এবং প্রার্থনার সহিত দেবতার সামঞ্জস্য বিধানও হয়।

তারপর, ভাষ্যে 'দৈব্যং' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। 'দৈব্যং' পদে আমরা 'দেবত্বাব-প্রাদ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যে বাক্য বা কর্ম্ম হৃদয়ে দেবভাবের উপজন করিতে পারে যাহা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়া মানুষকে দেবত্ব-প্রাপ্তির সহায়তা করে, তাহাই 'দৈব্যং'। আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে যে কর্ম্ম-প্রেরণা, যে ঈশ্বরাভিমুখীনতা আছে, তাহা দেবতারই দান। তাই, আমাদিগের মধ্যে যে প্রার্থনা এবং সৎকর্ম্মসাধনের সামর্থ্য দেখা যায়, সেই প্রার্থনান্বিত সৎ-কর্ম্মকেই 'দিব্যং বচঃ' বলা হইয়াছে। আমাদিগের হৃদয়স্থিত এই সমস্ত দেবভাব যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাও এই 'বচঃ' প্রবর্দ্ধনের জন্য। এখানে ভগবানকে অনন্তদেব-রূপে বিশেষিত করিয়া নিত্যকাল আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধানের জন্য প্রার্থনা দেখা যায়। সর্ব্বগণ সহিত আমাদিগের মধ্যে যাহাতে সৎকর্ম্মপরায়ণতা এবং দেবভাব বর্দ্ধিত হয়, এই অংশে তাহার জন্য সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই শেষাংশের মধ্যে প্রার্থিত বিষয়—'বচঃ পাতু'। সেই 'বচঃ' কিরূপ? তাহা 'দুষ্টরং'—রিপুগণ তাহাকে জয় করিতে পারে না, অর্থাৎ সেই 'বচঃ' এমন যে তাহা মানুষের মধ্যে থাকিলে শত্রুগণ তাহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করে। কাজে কাজেই তাহা 'বাধৎ'—আশ্রয়ণীয় হয়।

সুতরাং এই মন্ত্রের মধ্যে আমরা একটু পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভের, মুক্তিলাভের ও রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাই। দেবতা ও প্রার্থনীয় বস্তুর বিশেষণগুলি লক্ষ্য করিলেই এ বিষয় জানা যায়। (৩অ ১খ ১দ ৭সা)।

—— • ——

আর্চিকং সাম।

কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।

উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে

দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৮ ॥

গেয় গানং।

কদাচনাস্তা ও রীরসাই। নেন্দ্রাস ২ ৩ ৪ শ্চা। সাইদাশূ ২ ৩ ৪ ষাই। উপোপেন্নু মঘবন ভূয় ইৎ। ত্তা ২ ইন্নু ২ ৩ ৪ তাই। দানন্দা ২ ৩ ৪ ইবা। স্যপো ২ ৩ ৪ বা। চ্য ৫ তো ৬ হাই ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিগুণযুক্ত হে দেব) ত্বং 'কদাচন' (কদাচিদপি) 'স্তরীঃ' (হিংসকঃ, দ্বেষপূর্ণঃ) 'ন অসি' (ন ভবসি—অস্মান্ ইমান্ জীবান্ বা প্রতি ইতি যাবৎ); ত্বং 'দাশুষে' (ত্যাগশীলায় সৎকর্ম্মসাধনায়) 'সশ্চসি' (প্রাপ্নোষি, মোক্ষং দদাসি ইত্যর্থঃ); 'মঘবন্' (পরমধনশালিন্ হে দেব) 'দেবস্য তু' (দ্যোতনাদিগুণকস্য, জ্যোতির্ম্ময়রূপস্য) 'তে' (তব, ত্বৎপ্রদত্তং ইত্যর্থঃ) 'ভূয়ঃ' (প্রভূতং, প্রকৃষ্টং ইত্যর্থঃ) 'ইৎ দানং' (জ্ঞানরূপং দানং) 'নু' (ক্ষিপ্রং, নিশ্চিতং) 'উপোপেৎ পৃচ্যতে' (অস্মান্ প্রতি আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু); হে দেব! অস্মভ্যং জ্ঞানং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ - ১খ—১দ - ৮সা)।

* ইহার গেয়-গান একটীর নাম "দাশুষীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি কখনও আমাদিগের প্রতি—এবং জীবগণের প্রতি—স্নেহশূন্য হয়েন না; আপনি ত্যাগশীল সৎকর্ম্ম-সাধককে মোক্ষ প্রদান করেন; পরমধনশালী হে দেব! জ্যোতির্ম্ময়-রূপ আপনার প্রদত্ত প্রকৃষ্ট জ্ঞান-রূপ দান ধরায় নিশ্চিতরূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩অ—৭খ—১দ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বালখিল্যা ঋষয়ঃ। হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'কদাচন' কদাচিদপি 'স্তরীঃ' হিংসকঃ 'নাসি'। যথা স্তরীর্নিবৃত্তপ্রসবা গোস্তথাবিধো ন ভবসি। সা যথা বৎসাভাবাৎ গৃহং প্রতি নাগচ্ছতি ন তথা করোষীত্যর্থঃ। কিন্তু 'দাশুষে' হবির্দাত্রে যজমানায় 'সশ্চসি' সঙ্গচ্ছসে অস্মান্। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! 'দেবস্য' দ্যোতনাদিগুণকস্য তব ভূয়ঃ প্রভূতং দানং 'উপোপেৎ পৃচ্যতে' (অপর উপশব্দঃ পূরণঃ), উপপৃচ্যত এব অস্মাভিঃ সম্পৃচ্যত ইত্যর্থঃ॥ (৩অ-৭খ-১দ-৮সা)॥

## অষ্টম (৩০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ ভুলের বশে, মোহের ঘোরে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ভগবান্ কখনও তাঁহার সন্তানকে ভুলেন না। এমন হতভাগ্য সন্তানও আছে, যাহারা সুদূর প্রবাসে নবজীবনের ও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া, নানা ঘটনা পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে, মাকে ভুলিয়া যায়; হয় তো বা জীবনের নূতন সঙ্গীর ও নূতন কর্ম্মোত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া কদাচিৎ মায়ের কথা স্বপ্নবিজড়িত স্মৃতির ন্যায় ক্ষণেকের জন্য তাহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলে। কিন্তু এমন মা নাই যিনি অহরহঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না করেন। সন্তান যে স্থানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মায়ের মন তাহার সঙ্গে থাকে, তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা সন্তানকে অভেদ্য বর্ম্মের মত দুঃখতাপ হইতে রক্ষা করে। ভগবান্ জগতের পিতা ও মাতা। এমন দুর্ভাগ্য মানব হয় তো আছে, যে সেই পরম স্নেহময় ভগবানের কথা ভুলিয়া যায়; কিন্তু মঙ্গলময় তিনি কি তাঁহার দুঃখতাপদগ্ধ মোহান্ধ সন্তানকে ভুলিতে পারেন? তিনি কি কখনও কুসন্তান বলিয়া তাহার প্রতি স্নেহহীন হইতে পারেন? না—তাহা কখনও সম্ভব নয়। যদি ভগবান্ তাঁহার সন্তানের প্রতি স্নেহ-হীন হয়েন, তবে যে জগতে প্রলয় উপস্থিত হবে! তাই সাধক বলিয়াছেন—'কুপুত্র যদি হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

মানুষ মোহ-পাশে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, তাহার হৃদয়স্থিত দেবভাব সুপ্ত থাকে, প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য সে তাহার অন্তরের আলোকে গন্তব্যপথ নির্দেশ করিতে পারে না; সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকে না। কিন্তু ভগবান্

তাঁহার অপার করুণায় মোহান্ধ মানবকে সচেতন করিবার জন্য নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব করুণার পরিচয় পাইয়া সাধক কবি গাহিতেছেন—

"আমি ত তোমায় চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে নিজে এসে ধরা দিয়েছ।"

ভগবানের এই করুণা যিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

এই মন্ত্রের শেষাংশে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। পরমধনশালী দেবতার নিকট মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞানধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই পরমদেবতাই মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়-বিধান করিতে পারেন। এই সত্য জানিয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"দয়াময় প্রভো, আপনি ত অপার ধনের অধিকারী। আপনি 'মঘবন্'—পরমধনসম্পন্ন। আপনার এই দীন সন্তানদিগের প্রতি আপনার করুণা অবিরত বর্ষিত হইতেছে। আপনি ত কখনও তাহাদিগকে ত্যাগ করেন না জানি। তাই আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইবার সাহস হইয়াছে। প্রভো! জ্ঞানদান করুন, হৃদয়ের পাপ-মোহান্ধকার আপনার প্রদত্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা বিনষ্ট হউক। আপনাকে যেন আপনারই কৃপার দান জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি।"

এই মন্ত্রের একটী বিষয় স্পষ্টভাবে আমাদিগের দৃষ্টিতে পড়ে। তাহা ভগবানের দান তিনি দাতা। আমাদিগের যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার দান,—'ভূয়ঃ তে দানং।' জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি, ভক্তি, হৃদয়স্থ সদ্‌বৃত্তি—যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া। এমন যিনি দাতা, তাঁহার নিকট চাহিব না ত কাহার নিকট চাহিব? মন্ত্র যেন বলিতেছেন—'মানুষ! তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাক, অথচ তাঁহার নিকট তুমি তোমার অস্তিত্বের জন্য পর্য্যন্ত ঋণী। তিনি তোমার প্রতি অপার স্নেহশীল, অথচ তুমি তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ নহ। এ অবস্থা তোমার কত কাল থাকিবে? তুমি কি জাগিবে না?' (৩অ—১খ—১দ—৮সা)॥•

— • —

নবমং সাম।

৩　৩র　২র　১ ২　৩ ১ ২
যুঙ্‌ক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ।
৩　৩ ১ ২ ৩ ১　৩ ২
অর্ব্বাচীনো মঘবন্‌ৎসোমপীতয় উগ্র
৩ ২ ৩ ১ ২
ঋষ্বেভিরাগহি ॥ ৯ ॥

---

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। "নাম অদিতে সাম।"

গেয়-গানম্।

১ — ১ ২১ ২ র ২ ৪ ২৩৪ ১র . ২
আইহী ২। আইহিহাই। যুংক্ষ্বা হি বা ৩ র্ত্রা ৬ হস্তম। হারী। ইন্দ্র।

১২ ৩ ২ ৩র২ ১২ ১র
পরাবা ১ তা ২ ৩৪ঃ। অর্কা ৩ ৪ চীনাঃ। মাঘবং৫নো।

২ ৫ ৩২ ৩২ ১
মপাইতা ১ রা ২ ৩ ৪ ই। উগ্রা ৩ ৪ ঋষা ৩ ই। ভিরো

৫ ২ ৫
২ ৩ ৪ বা। গা ৫ হো ৬ হাই॥ ৯॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্তম' (অজ্ঞানতানাশক পাপনাশক) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব) ত্বং 'হি' (এব) 'হরী' (তব বাহনৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ) 'যুঙ্ক্ষ্ব' (সংযোজয়—অস্মাকং হৃদয়ে ইতি যাবৎ); 'উগ্র' (বীর্য্যবন্) 'মঘবন্' (পরমধনশালিন্ হে দেব) 'পরাবতঃ' (তৎ দূরদেশাৎ, দ্যুলোকাৎ ইত্যর্থঃ) 'অর্বাচীনঃ' (অস্মদভিমুখঃ ভূত্বা) 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং সত্ত্বভাব-গ্রহণায়, অস্মাসু সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'ঋষ্বেভিঃ' (দর্শনীয়ৈঃ, দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতৃভিঃ, জ্ঞান-কিরণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'আগহি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ); হে দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং সত্ত্বভাবঃ তথা জ্ঞানভক্তিং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—১খ—১দ—৯সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতা-নাশক (পাপনাশক) বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনিই জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহনদ্বয়কে আমাদিগের হৃদয়ে সংযোজিত করুন; বীর্য্যবান্ পরমধনশালী হে দেব! সেই দূরদেশ হইতে—দ্যুলোক হইতে—আমাদিগের অভিমুখী হইয়া আমাদিগের সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য—আমাদিগের মধ্যে সম্মিলনের জন্য—জ্ঞান-কিরণ-সমূহের সহিত আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব ও জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। নবমং সাম। মেধ্যাতিথি ঋষিঃ। হে 'বৃত্রহন্তম'। বৃত্রং হতবান্ বৃত্রহা অতিশয়েন বৃত্রং হতবান্ বৃত্রহন্তমঃ যথা পুনর্নোত্তিষ্ঠতি তথা হতবানিত্যর্থঃ। (অন্যো দুষ্ট (৮।২।১৬) ইতি তমপো নুট্)। হে ইন্দ্র। 'হরী' অশ্বাবশ্বৌ 'যুঙ্ক্ষ্ব' (হি

ধারণে ) আত্মীয়ে রথে যোজয়েঃ। হে 'মঘবন্' ধনবন্! 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণবলঃ 'সোমপী ভবে' সোমস্য পানার্থং ( দাসীভার্য্যাদিবাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ) 'অর্বাচীনঃ' অস্মদভিমুখঃ 'হর্যেভিঃ' অশ্বৈর্দ্দর্শনীয়ৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' সার্দ্ধং 'পরাবতঃ' ( দূরনামৈতৎ ) দূরে বর্ত্তমানাৎ দ্যুলোকাৎ 'আগহি' আগচ্ছ। ( ৩অ—১খ—১ম—৯সা )।

* * *

## নবম ( ৩০১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—————:•:—————

সাধক ভগবানকে 'বৃত্রহন্তম' পাপনাশক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'বৃত্রহন্তম' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"বৃত্রং হতবান্ বৃত্রহা, অতিশয়েন বৃত্রং হতবান্ বৃত্রহন্তমঃ; যথা পুনর্নোত্তিষ্ঠতি তথা হতবান্ ইত্যর্থঃ।" কিন্তু 'বৃত্র' যদি অসুর হয়, তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বৃত্রকে হত করা হইল, সে মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে, কোন জীবই আর উঠিতে পারে না। তবে 'অতিশয়েন বৃত্রং হতবান্ যথা পুনর্নোত্তিষ্ঠতি' বলার সার্থকতা কি? মৃতকে আবার 'অতিশয়েন' হত করা যায় কিরূপে? সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতেই ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, 'বৃত্র' মানুষ বা পশুর মত দেহধারী সাধারণ অসুর নয়। মানুষের চিরশত্রু মোক্ষপথের বিরোধী অজ্ঞানতা বা পাপই এই মহা অসুর 'বৃত্র'। একখানি হিন্দি গ্রন্থে, পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য না থাকিলেও, এখানে 'বৃত্রহন্তম' পদের ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে—'হে সকল পাপের নাশকারী ইন্দ্র!' আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' বলিতে পাপাসুরকেই বুঝিয়াছি।

পাপাসুরের বিনাশকারী বলিয়া ভগবানকে বিশেষিত করায় সাধক নিজের পাপনাশের জন্য পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। সেই পাপনাশক দেবতার নিকট জ্ঞানভক্তি-প্রদানের জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। পাপমোহ হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিলে, তাহার হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তি স্থায়ী হয়। সন্দেহ মোহ প্রভৃতি অসুরের আক্রমণে তাহাকে আর বিব্রত হইতে হয় না। পূর্ণজ্ঞান ও বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ করিলে, হৃদয়ে দেবভাব উপস্থিত হয়—সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হয়। একটীর সহিত অন্যটীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'উগ্র' 'মঘবন্' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ভগবানের নিকট সত্ত্বভাবের ও জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যিনি পাপের মত ভয়ঙ্কর অসুরকে বিনাশ করিতে পারেন, যিনি কদ্রতেজে পাপমোহকে নিঃশেষে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিতে পারেন, তিনি বীর্য্যবান্ ত নিশ্চয়ই! অজ্ঞানতার বশীভূত দুর্ব্বল মানুষ সেই শক্তিশালী বীর্য্যবান পরমদেবতাকে তাহার উদ্ধারের জন্য ত ডাকিবেই! তাই, মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা দেখিতে পাই 'দয়াল প্রভু, তুমি তো অনন্ত বীর্য্যের আধার। আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণশক্তি, সম্প্রতি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি প্রভু! আমাদিগকে পাপ-মোহের হাত হইতে উদ্ধার কর, দুর্ব্বল আমরা তাহাদের সহিত যে আর পারি না। তাহারা আমাদিগকে যে মোহনিদ্রায় পথহারা করিয়া দেয়। তাহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে তোমার পুণ্যময়

শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও। আমাদিগকে সদ্ভাব—জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া তোমার সেবার অধিকার দান কর। কত দিকে কত প্রলোভন আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

'তুমি বিশ্ববিপদহন্তা,
এসে দাঁড়াও রুধিয়া, পন্থা,
তব শান্তিময় ক্রোড়ে নিয়ে যাও মোরে,
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।'

মানুষ দুর্ব্বল, তাই সে বীর্য্যবানের আশ্রয় ভিক্ষা করে; যে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহার নিকট প্রার্থনা জানায়। মানুষ অজ্ঞান, তাই অজ্ঞানতা-নাশের জন্য জ্ঞানবানের দ্বারস্থ হয়। ভগবানের চেয়ে বড় বীর্য্যবান্ ও জ্ঞানবান্ আর কে আছে? মানুষের অমন বন্ধুই বা আর কে? তাই সাধক সেই পরমপিতার নিকট তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন॥ (৩অ—১খ—১দ—৯সা)॥ *

— • —

দশমং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ৩ ১
ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২
স ইন্দ্র স্তোমবাহস ইহ শ্রুধ্যুপস্বসস্মাগহি॥ ১০॥

গেয়-গানম্।

৩র ৪ ৫র ২^ ৩ ৪র ৫ ৫ ২ ১ ২ ১ ২^৩
ত্বামিদা। হোই। হিয়োনরা ৬ এ। অপাইপ্যন্বা। জ্রাইন্ ভূর্ণা ২ ৩ ৪
৩ ১ ২ ১র ২র ১ ২ ৩র ২ ৩র ২
য়াঃ। স ইন্দ্র স্তোমবাহসঃ। ইহা শ্রুধা। ঔহো ৩ ৪ বাহাই।
৩ ২^ ৩র ২ ৩র ২ ১র ২
উপাস্বাসা। ঔহো ৩ ৪ বাহা। রমাগা ২ ১ হা ৩ ৪ ৩ ই।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন্' (রক্ষাস্ত্রধারিন্ হে দেব) 'ভূর্ণয়ঃ' (তব পূজাপরায়ণাঃ), 'নরঃ' (সৎকর্ম্মাণাং নেতারঃ, সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ সাধকাঃ) 'ইদা হ্যঃ' (পূর্ব্বেদ্যুশ্চ, নিত্যকালং) 'ত্বাং' (ত্বাং-তৎসম্বন্ধিনঃ দেবতাবান্ বা) 'অপীপ্যন' (পিবন্তি, প্রাপ্নুবন্তি); 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্র, বলৈশ্বর্য্যাদি-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—'আজীগর্ত্তম্'।

পতে হে দেব) 'সঃ' (শ্রেষ্ঠং ত্বং) 'স্তোমবাহসঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাকারিণাং স্তোত্রাণি) 'শ্রুধি' (শৃণু) তথা 'ইহ স্বসরং' (অত্র যজ্ঞগৃহং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'উপ' (প্রতি, সমীপং) 'আগহি' (আগচ্ছ, আবির্ভব); হে দেব! অস্মাকং হৃদয়ে দেবভাবং উপজয়— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আপনার পূজাপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকগণ নিত্যকাল আপনাকে (আপনার সম্বন্ধীয় দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্ত হয়েন; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! শ্রেষ্ঠ সেই আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের স্তোত্রসমূহ শ্রবণ করুন এবং আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব উপজন করুন।)॥ (৩অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। দশমং সাম। নৃমেধ ঋষিঃ। হে 'বজ্রিন্'! ইন্দ্র! ত্বাং 'ভূর্ণয়ঃ' হবির্ভরণশীলাঃ 'নরঃ' কর্ম্মণাঃ নেতারো যজমানাঃ 'ইদা' অদ্য 'হ্যঃ' পুরেদ্যুশ্চ 'অপীপ্যন্' সোমমপায়য়ন্। হে ইন্দ্র! স ত্বং 'স্তোমবাহসঃ' (ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা) স্তোমবাহসাং স্তোত্রবাহকানামস্মাকং স্তোত্রং 'ইহ' যজ্ঞে 'শ্রুধি' শৃণু 'স্বসরং' গৃহং চ। (দুর্য্যাঃ স্বসরাণীতি (নৈ০ ৩।৪।১০) গৃহনামসু পাঠাৎ) 'উপাহ্য' উপাগচ্ছ॥ (৩অ—৭খ—৭দ—১০সা)।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥ ৩।৭॥

• • •

## দশম (৩০২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ স্বরূপতঃ সমান হইলেও কর্ম্মই তাহাদিগকে পার্থক্য প্রদান করে। ভগবান সকলের ভিতরেই কর্ম্মশক্তি বৃত্তিবৃত্তি দিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভগবৎ-প্রদত্ত সেই শক্তির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া নিজকে, নিজের বৃত্তিসমূহকে, ঈশ্বরাভিমুখী করেন; তিনি জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারেন; ভগবচ্চরণলাভ তাঁহার ভাগ্যেই ঘটে। হৃদয়াবৃত্ত সদ্বিত্তরাজীর স্ফূর্তিসাধন, তাহাদের চরম-বিকাশ সম্ভবপর হয়—সৎকর্ম্মের সাহায্যে। কর্ম্মই এক মানুষকে অন্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়াছে। কর্ম্মই মানুষকে দেবতা করে; কর্ম্মই মানুষকে পশু করে। যিনি ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, লক্ষ্য প্রাপ্তির উপায়ভূত সৎকর্ম্মে সম্ভিতার তাঁহাকেও আত্মনিয়োগ করিতে হয়। হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলেই হয় না; শুধু ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করা চাই।

মানুষের মনে কত রকমেরই ইচ্ছা অনবরত উঠিতেছে, আবার উপযুক্ত কর্ম্মাভাবে অপূর্ণ

মধ্যান্তেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ'—দরিদ্রাত্মার মনোরথ হৃদয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার কর্ম্মশক্তি নাই, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপযোগী সাধনা নাই, যে মনে মনে কেবল আকাশ-দুর্গ ই নির্ম্মাণ করে, তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে কিরূপে? এখানেই সাধক ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। ভগবানের জন্য ভগবানকে পাইবার জন্য, সকলেই হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কিন্তু কেহ বা তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হন, আর কেহ বা শুধু নিজের অসামর্থ্যজনিত হা-হুতাশ; করিয়াই জীবন কাটাইয়া দেন। কেন?—ইহার কারণ কি? ভগবান্ কি তবে পক্ষপাতিত্ব-দোষ-দুষ্ট? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ভগবান মানুষকে শক্তি দান করেন সত্য, কিন্তু মানুষের কর্ম্মও এই শক্তিলাভের কারণ। ভগবানের নিয়ম মান্য করিয়া তাঁহার বিধিনিষেধানুসারে কর্ম্ম করিবার অধিকার ভগবানই মানুষকেই দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দেওয়া এই অধিকারের সদ্ব্যবহার না করিয়া ফলের আশা করা যায় কিরূপে? তাহা করা যায় না বলিয়াই বেদ বলিতেছেন—'ভূর্ণয়ঃ নরঃ ত্বাং অপীপ্যন্।' সাধকগণই ভগবানকে উপভোগ করিতে পারেন।

মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা—ভগবানকে হৃদয়ে পাইবার জন্য। ভগবান মানুষের হৃদয় দেখেন, হৃদয়ে অবস্থান করেন। তবে হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রার্থনা কেন? ভগবান তো সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছেন; তবে তাঁহাকে আগমন করিবার, জন্য আহ্বান করা যায় কিরূপে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, হৃদয়ে তাঁহার অনুভূতিই লক্ষ্য। এই প্রার্থনারও মর্ম্ম—'আমরা যেন ভগবানের আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি।' তিনি তো আমাদিগের হৃদয়েই বিরাজমান আছেন। মোহ অজ্ঞানতার জন্য, সাংসারিক নানাবিধ প্রলোভনের ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের জন্য, আমরা তাঁহার আবির্ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি না। আমাদিগের হৃদয় পবিত্র হউক, নির্ম্মল হউক; তাঁহার শ্রীচরণ ছায়া হৃদয়ে পতিত হইবে, আর আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিব। সেই জন্য পাতঞ্জল-দর্শন যোগের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' বাহিরের কোলাহল হইতে আত্মাকে সরাইয়া আনিয়া বিশুদ্ধভাবে তাহাকে থাকিতে দাও, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংশ্রব হইতে তাহাকে পৃথক রাখ, সেই নির্ম্মলাত্মায় ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু মুখের কথায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয় না—তজ্জন্য সৎকর্ম্মসাধন চাই। মন্ত্রের নিত্য-সত্য-খ্যাপন ও প্রার্থনার মধ্যে এই সামঞ্জস্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-কালে অনেকস্থলে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যের এক সোমরসের কথা টানিয়া আনা ব্যতীত, ভাষ্যের সহিত অন্যত্র আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই॥ (৩ম—১৭—১৭—১০সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোনসপ্ততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। উত্তরার্চ্চিকেও এই মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ইহার গেয়-গান একটী—'বাধূক্ষসং।'

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ২ ৩ ২
প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যু ৩ চ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২
অপো মহী বৃণুতে চক্ষুষা তমো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥ ১ ॥

গেয়-গানম্।

২ ১ ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ২ ১
প্রত্যাই। ইহা। আই। ইহা। উবদ। শী ৩ আয়তী। উছন্তী।
৩ ২ ১ ৩ ২ ২ ১ ৭ — ১ ৭ —
ইহা। আ। ইহা। ভীদু। হো ৩ তাদিবা ২ঃ। আদিবা ২ঃ।
১ ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ৭ —
অপো। ইহা। ও। ইতামাহীবৃণুতে চ। ক্ষুষাতমা ২ঃ।
১ ৭ — ২ ১ ৩ ২ ১ ৩ ২ ২
আতমা ২ঃ। জ্যোতাই। ইহা। আই। ইহা। কৃণো। ভী ৩
১ ৭ — ১ ১
সূনরী ২। ওনরী ২ ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ দুহিতা' ( দ্যুলোকস্য পুত্রী, জ্ঞানবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ ) 'উচ্ছন্তী' ( তমাংসি দূরং কুর্ব্বন্তী, মম অজ্ঞানতাং দূরং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'অদর্শি উ' ( অজ্ঞানং মাং প্রতি ) 'প্রত্যায়াতি' ( সম্যক্-রূপেণ আগচ্ছতি, মম হৃদয়ে আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ ); সা জ্ঞানবৃত্তিঃ 'চক্ষুষা' (দৃষ্টিশক্ত্যা, জ্যোতি-র্দানেন ইত্যর্থঃ ) 'মহী তমো' ( মহত্তমঃ, অন্ধকারং, অজ্ঞানান্ধকারং ) 'অপোর্ণুতে' ( নিবারয়তু ); 'সূনরী' ( জনানাং সুষ্ঠু নেত্রী সা মোক্ষপথপ্রদর্শয়িত্রী ) 'জ্যোতিঃ' ( জ্ঞানং ) 'কৃণোতি' ( করোতি, মহ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ ); হে ভগবন্! অজ্ঞানায় মহ্যম্ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ ( ৩অ—৮খ—৮দ—১সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানবৃত্তি আমার অজ্ঞানতা দূর করিয়া, অজ্ঞান আমি, আমার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সেই জ্ঞানবৃত্তি জ্যোতিঃ দান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন; সেই মোক্ষপথপ্রদর্শয়িত্রী আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞান আমি আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ( ৩অ—৮খ—৮দ—১সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্॥ প্রথমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'আয়তী' আগচ্ছন্তী 'উচ্ছন্তী' তমাংসি বিবাসয়ন্তী বর্দ্ধয়ন্তী 'দিবো' দ্যুলোকস্য সূর্য্যস্য 'দুহিতা' পুত্রী এবম্ভূতা উষাঃ 'প্রত্যদর্শি' সর্ব্বৈঃ প্রতিদৃশ্যতে ( উ ইতি পূরণঃ ) সৈষা 'মহী' মহতী যদ্বা 'মহী' মহত্তমো নৈশং তমোঽন্ধকারং ( অপ উ ইতি নিপাতদ্বয় সমুদায়ঃ; অপেত্যস্যার্থে ) 'অপোর্ণুতে' অপবৃণোতি কথং? 'চক্ষুসা' দর্শনেন। এবং কৃত্বা 'সূনরী' জনানাং সুষ্ঠু নেত্রী উষাঃ 'জ্যোতিঃ' প্রকাশং 'কৃণোতি' করোতি। 'অপো মহো বৃণুতে চক্ষুষা' ইতি ছন্দোগাঃ। 'অপো মহি ব্যয়তি চক্ষসে'—ইতি বহ্বৃচাঃ। ( ৩অ—৮খ—৮দ—১সা )॥

• • •

# প্রথম ( ৩০৩ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—§—§—

জ্ঞান ভগবানেরই দান। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তাঁহা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। হিন্দুদর্শন এক পরম চৈতন্য সত্তা হইতেই জগতের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি জ্ঞানময়। তাই জ্ঞানকে 'দিবঃ দুহিতা' বলা হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ অজ্ঞানতা তমঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। মানুষ ও অন্য সৃষ্টপদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে—

এই জ্ঞান লইয়া। মানুষ দেবত্বের—অমৃতের অধিকারী। ভগবানের কৃপায় মানুষ জ্ঞানের সাহায্যে সেই অমৃত লাভ করে। তাই সেই জ্ঞানলাভের জন্ত সাধক প্রার্থনা করিতেছেন।

মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী। সেই মোক্ষলাভ হয় জ্ঞান বলে। জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভবপর নয়। সাধক কর্ম্মমার্গ অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রথমে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে জ্ঞানতরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হয়েন। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সাধনমার্গে পথ প্রদর্শন করেন—এই জ্ঞানবৃত্তি। জ্ঞানই মানুষকে মোক্ষপথে নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করিতে পারে।

মানুষের ভিতরে চৈতন্ত-সত্তা আছে বলিয়াই মানুষ চৈতন্তের সন্ধান পায়। তাহার অন্তরস্থ প্রেরণা তাহাকে চরম-চৈতন্তের অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'ওগো জ্ঞানময়। আমরা কিরূপে তোমার সন্ধান পাইব? সম্মুখে দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশি আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্ত আসিতেছে। পথের সন্ধান কিরূপে পাইব? জ্যোতিঃ দাও, যেন পথভ্রান্ত না হই। এই অজ্ঞানতার মধ্যে, এই মোহ-পাপের মধ্যে, আমার মনে ভয় হয়, আমি আর বুঝি বা তোমার সন্ধান পাইব না। ওগো, তোমার স্বর্গ-দ্বার উন্মোচন কর, আমাদিগকে প্রবেশের অধিকার দাও।' সাধক যখন পথভ্রান্ত হইয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে, নিরাশায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন, তখন সেই পরম আশ্রয়ের জন্তই প্রার্থনা করেন—

'উঠগো করুণাময়ী খোলগো কুটির-দ্বার,
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে অনিবার।'

জ্ঞানকে এখানে 'সূনরী'—লোকগণের নেত্রী বলা হইয়াছে। জ্ঞানই মানুষকে প্রকৃত ভাবে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞান সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে। সৎকর্ম্মের দ্বারা পরিণামে মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয় বটে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত সাধককে অবিশ্বাস, সন্দেহ, মোহ প্রভৃতি নানাবিধ রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। সে সংগ্রামে কখনও বা রিপু পরাজিত হয়, কখনও বা সাধক পরাজিত হন। কিন্তু জ্ঞানলাভের পর মোহে বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞান প্রকৃত পথে লইয়া যায়, পথভ্রান্তি ঘটিবার অবকাশ থাকে না। সেই জন্তই জ্ঞানবৃত্তিকে 'সূনরী' বলা হইয়াছে।

ভাষ্যে 'দিবঃ দুহিতা' পদদ্বয়ের অর্থ করা হইয়াছে—'দ্যুলোকস্ত সূর্য্যস্ত বা দুহিতা উষাঃ।' এখানে উষাকে সূর্য্যের দুহিতা বলা হইয়াছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় নাই। তাদের এক টীকায় বলা হইয়াছে,—'আদিত্যস্ত প্রতিদিনমুষসঃ পশ্চাৎ ধাবমানত্বাৎ কন্তাবলাৎ-কারাপবাদঃ।' এ বিষয়ে আর কিছু না বলাই ভাল। বেদের মহান্ উদার ভাবগুলি পরবর্ত্তী কালে কিরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্তই এইটুকুর উল্লেখ করা হইল। ( ৩অ—৮খ—৮দ—১সা )। *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান একটী—উষসঃ"।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইমা উবান্দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
৩১ ২৩ ১ ২ ৩
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ
১ ২ ৩ র ২র
বিশংবিশꣳ হি গচ্ছথঃ ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

২ র র ৩ ৫র ২ র র ৩ ৫র
ইমা উ বান্দিাবষ্টয়া ২ ৩ ৪ ঐহী। উস্রা হবন্তে অশ্বিনা ২ ৩ ৪ ঐহী।
২ র র র ৫র ২
অয়ং বামহ্বেবসে শচীবসূ ২ ৩ ৪ ঐহী। বিশংবিশꣳ হি
৩ ৫র ৫
গচ্ছথা ২ ৩ ৪ ঐহী। হো ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উস্রৌ' ( আশ্রয়দাতারৌ, রক্ষকৌ ) 'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ) 'ইমাঃ' ( অস্মাকং হৃদিস্থিতাঃ ইত্যর্থঃ ) 'দিবিষ্টয়ঃ' ( দিবমিচ্ছন্ত্যঃ, সদ্‌বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ ) 'বাং' ( যুবাং ) 'হবন্তে' ( আহ্বয়ন্তি, অনুসরন্তি ); অতঃ অস্মাসু সদ্‌বৃত্তয়ঃ ক্রিয়াশীলাঃ ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ ; 'শচীবসূ' ( সৎকর্ম্মধনৌ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতারৌ হে দেবৌ ) যুবাং 'হি' ( নিশ্চিতং ) 'বিশং বিশং' ( সর্ব্বান্ প্রার্থনাকারিণঃ প্রতি ) 'গচ্ছথঃ' ( প্রাপ্নুথঃ ); 'অবসে' ( মাং রক্ষণায়—পাপাৎ ইতি যাবৎ ) 'বাং' ( যুবাং ) 'অয়ং' ( পাপী অহং ইত্যর্থঃ ) 'অহ্বে' ( আহ্বয়ামি ); দেবৌ! কৃপয়া যুবাং মাং পাপাৎ রক্ষতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ৩ম—৮খ ৮দ—২সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়দাতা আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের হৃদিস্থিত সদ্‌বৃত্তিসমূহ নিত্যকাল আপনাদিগকে অনুসরণ করে, (ভাব এই যে,—অতঃপর আমাদিগের মধ্যে সদ্‌বৃত্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হউক—এই আকাঙ্ক্ষা); সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রার্থনাকারীদিগের নিকট গমন করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন; পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য, পাপী আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! কৃপা করিয়া আপনারা আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।)॥ (৩অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। দ্বিতীয়ং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'ইমা' 'দিবিষ্টয়ঃ' দিবমিচ্ছন্ত্যঃ প্রজাঃ পশ্বিজোঽপি (উ ইতি তু চার্থে) হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ! 'উস্র' বাসকৌ। 'বাং' যুবাং 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি। অয়মহং বসিষ্ঠোঽপি। হে 'শচীবসূ' কর্ম্মধনৌ! 'বাং' যুবাং 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণায় যুবয়োস্তর্পণায় বা 'অহ্বে' আহ্বয়ামি। কিমর্থমেবং? প্রজাপ্যহমপীত্যা-দরোক্তিরিতি তত্রাহ। 'বিশং বিশং হি গচ্ছথঃ' হি যস্মাৎ সর্ব্বাঃ স্তুতিকর্ত্রীঃ প্রজাঃ প্রতি যুবাং গচ্ছথঃ খলু, তস্মাদেবমুচ্যত ইতি॥ (৩অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

• • •

## দ্বিতীয় (৩০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুইভাগে এক নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং শেষাংশে প্রার্থনা আছে।

এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে যে, সদ্বৃত্তিসমূহ দেবতারই অনুসরণ করে। জগতের একমাত্র উপাস্য সেই অনন্ত পূর্ণ স্বরূপ ভগবান। মানুষ, বিভিন্ন প্রকৃতির বশে, নানা ভাবে নানা উপায়ে, ভগবানের আরাধনা করে। কিন্তু পরিণামে সে পূজা তাঁহার চরণেই পৌঁছায়,—যেহেতু জগতে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' পরমব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নাই। তাই সকল প্রকার সাধকের, নানা উপায়ের সাহায্যে যে পূজা, তাহা তিনিই পান। হৃদিস্থিত সদ্বৃত্তিই সেই উপাসনার প্রবর্তক।

সেই জগৎপিতা ভগবান ব্যতীত মানুষ আর কাহার নিকট যাইবে? কে মানুষের এই দুঃখ-যন্ত্রণা নিবারণ করিবে? মানুষের জন্য জগৎবাসী জীবের জন্য, কার প্রাণ কাঁদে? দয়া করিয়া কে তাহাদিগকে পাপ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে? সেই পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান ব্যতীত মানুষকে ভীষণ শত্রুকবল হইতে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? সাধক জানেন যে, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। তাই তিনি সেই পরম আশ্রয়েরই সন্ধানে বাহির হন। জগতের আশ্রয়দাতা যিনি, নানা রূপে নানা ভাবে নানা বিভূতির মধ্য দিয়া বিশ্বকে যিনি, পালন করিতেছেন, সেই পরম দয়ালের চরণেই তিনি শরণ গ্রহণ করেন।

মানুষ একদিন না একদিন সেই চরম আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইবেই। মানুষ যখন পৃথিবীর মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জগতের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, দুঃখ-তাপে

জর্জ্জরিত হইয়া যখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া যায়। মানুষের প্রতি, জগতের প্রতি যখন তাহার আকর্ষণ থাকে না; যখন দুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাহার ভিতরের খাঁটী সোনা উজ্জ্বল হইয়া উঠে; তখন সেই পরম আশ্রয়দাতার কথাই মনে হয়, তখন মানুষ অবসন্ন শ্রান্ত ক্লান্ত আত্মা লইয়া তাঁহারই দুয়ারে আসিয়া ডাকে,—

'সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারি দুয়ারে এসেছি,
সকলের কাছে বিমুখ হইয়ে তোমারে ভালবেসেছি।
কত যে কাঁটা ফুটেছে পায়, কত যে আঘাত লেগেছে গায়,
এসে অবেলায় অপরাধি প্রায় দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি।'

মানুষকে একদিন তাঁহার নিকটে নিজের অপরাধের বোঝা লইয়া উপস্থিত হইতে হইবেই যে।

দ্বিতীয়াংশে ভগবানের অসীম করুণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে তাঁহাকে ডাকে, তাহার নিকটেই তিনি যান, তাহাকেই সৎ পবিত্র মহৎ করিবার জন্ত ভগবান আপনার শক্তি তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাই ভগবানকে—তাহার আধিব্যাধি-নাশক যুগ্ম বিভূতি-দ্বয়কে—'শচীবসূ' বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মই যাঁহার ধন, তিনিই শচীবসু। তিনি তো নিজে অনন্ত সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ, তবে তাঁহাকে 'শচীবসূ' বলা হয় কেন? পাপী তাপী মানবকে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন, মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং আপন সন্তানের এই উন্নতিতে নিজে আনন্দিত হয়েন। মানবকে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য রূপ মহাধনের অধিকারী করেন। আর সেই ধন আসে তাঁহার নিকট হইতে। তাই তিনি 'শচীবসূ'।

মানবই যে কেবল তাঁহার দুয়ারে যায়, তাহা নয়; বরং মানুষের দুয়ারে তিনি আসেন; অর্গল বদ্ধ হৃদয়-দ্বারে আসিয়া আঘাত করেন। যাহারা তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহাদেরই নিকট তিনি গমন করেন। তিনি যে বিশ্বের পিতা ও মাতা।

এই ভরসা পাইয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—ওগো দীনদুঃখী পাপী তাপীর বন্ধু, তুমি ত সকলের প্রতিই দয়াশীল—তুমি ত কাহাকেও ঘৃণা কর না জানি, তাই তোমাকে ডাকিবার সাহস পাইয়াছি। আমার দিন কি বৃথাই যাইবে? আমি কি তোমায় পাইব না? ওগো!—

'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি তব পথ নিরখিয়ে।
হৃদয় কুটির দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।'

পাপে মলিন হৃদয়, অজ্ঞানতা মোহে আবদ্ধ আমি, তোমাকে ডাকিতে সাহস পাইয়াছি —এই ভরসায় যে, অধম পাপীও তোমার দয়ায় বঞ্চিত হয় না। ওগো অধমতারণ! কৃপা করিয়া কি এই মলিন হিয়ায় তুমি আসিবে?' (৩অ—৮খ—৮স—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি; তাহার নাম;—"আঁখিলোঃ সাম।"

তৃতীয়ং সাম।

২.৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা তপানো দেবা মর্ত্ত্যঃ।
৩১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
ঘ্নতা বামশ্নয়া ক্ষয়মাণো৺ংশুনেত্থমু আদ্বন্যথা ॥ ৩॥

• • •

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ৪র ৫র র ৪ ১ র ২র র ১ ১ ২ ১২ ২
কুষ্ঠঃ কো বামশ্বিনা আ। তাপানো দে। বামর্ত্ত্যায়াঃ ৩। হোবা ৩ হা
৩২ ৩র২ ২ ১ ২ ২
৩ ৪ ই। ঘ্নতা ৩ ৪ বামা ১। শ্নায়া ৩। হোবা ৩ হা ৩ ই।
৩ ২ ৩র২ ১ ২ ১২ ২
ক্ষয়া ৩ ৪ মাণাঃ। আ৺শুনা ৩। হোবা ৩ হা ৩ ৪ ই।
৩ ২ ৩২ ১ ৩২
ইৎথা ৩ ১ মুবা ৩ ৫। উবা ২ ন্। যথা ৩ ৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪। পা ॥ ৩ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' ( আধিব্যাধিনাশকৌ ) 'দেবা' ( হে দেবৌ ) 'কুষ্ঠঃ' ( কৌ পৃথিব্যাঃ বর্ত্তমানঃ ) 'কঃ মর্ত্ত্যঃ' ( কঃ মনুষ্যঃ ) 'বাং' ( যুবয়োঃ ) 'তপানঃ' ( প্রকাশয়িতা, প্রকাশকঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ ; ন কোঽপি শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ ; অশ্নয়া ( পাপেন ) 'ক্ষয়মাণঃ' ( ক্ষীয়মাণঃ, পতিতঃ জনঃ ) 'যথা' ( যদ্রূপেণ ) 'ঘ্নতা' ( পাপবিনাশকেন ) 'অংশুনা' ( সত্ত্বভাবেন ) 'আদ্বন্' ( অভিমতং বস্তুং প্রাপ্নবান্, উদ্ধারং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, 'বাং' ( যুবাং ) তথা 'ইত্থা উ' ( এতদবস্থায়াঃ উদ্ধারমতং পাপিনঃ অস্মান্ ইতি শেষঃ ) ; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানকণিকাং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ ( ৩য়—৮খ—৮দ—৩সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় ! কোন্ পৃথিবীতে বর্তমান কোন্ মনুষ্য আপনাদিগের প্রকাশয়িতা হইতে পারে ? অর্থাৎ, কেহই সমর্থ হয় না। পাপের দ্বারা ক্ষীয়মাণ পতিত ব্যক্তি যেরূপে পাপবিনাশক সত্ত্বভাবের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, আপনারা সেইরূপে পাপী আমাদিগকে এই অবস্থা

হইতে উদ্ধার করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানকর্ম্ম-শক্তি প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১খ—৮দ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্। তৃতীয়ং সাম। অশ্বিনৌ বৈবস্বতাবৃষী। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ। হে 'দেবা' দেবৌ দ্যোতমানৌ। 'বাং' যুবাং 'বৃষ্টঃ' কৌ পৃথিব্যাঃ বর্তমানঃ 'কঃ' মর্ত্যঃ মরণধর্ম্মা-মনুষ্যঃ স্তোতা 'তপানঃ' তাপনঃ প্রকাশকো ভবতি ইতি শেষঃ। স কশ্চিচ্ছক্ন্যাদিত্যর্থঃ। 'বাং' যুবয়োরর্থায় 'অশ্মা' (অশ্মশব্দান্তিসো যাদেশঃ) ব্যাপ্তৈরভিষবসাধনৈরশ্মভিঃ। 'যন্তা' হন্যমানেন 'অভিযুয়মাণেন 'অংশুনা' সোমেন যথা অশ্মা ভবতি যুক্তেন 'যন্তা' যুবামভিগচ্ছতা 'অংশুনা' সোমেন 'ক্ষয়মাণঃ ক্ষীয়মাণো যজমানঃ 'ইত্থম্' ইত্থমেব ভবতি অত্যন্তং সমৃদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ। 'আধন' যথা অভিমতারয়সাধিক্কণবান্ রাজাদিরিব। স যথা প্রবৃদ্ধা দৃষ্টান্তবিষয়ো ভবতি তদ্বদয়মপি ভবতীত্যর্থঃ॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৩সা)।

# তৃতীয় (৩০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার মধ্যে জগৎ অবস্থিত, যাঁহার মহিমা এই বিশ্ব গাহিতেছে, সেই মহান্ বিরাট্ পুরুষকে কে প্রকাশিত করিতে পারে? তিনি স্বতঃ প্রকাশমান্। তাঁহার জ্যোতিঃ হইতে জগৎ আলো পায়, তাঁহার সুরভিত নিশ্বাসে মলয়-বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই প্রাণশক্তি জগৎকে জীবন দিয়াছে। যাঁহা হইতে জ্যোতির উৎপত্তি, তাঁহাকে কোন্ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে? যাঁহা হইতে জগৎ শক্তিলাভ করে, কে তাঁহাকে শক্তিদান করিতে পারে? সেই অসীম অনন্ত মহান্ পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া বাক্য প্রতিহত হয়, চিন্তাশক্তি মূঢ় হইয়া যায়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

'ন তত্র সূর্য্যঃ ভাতি নচন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতঃ ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নিঃ
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

সূর্য্য সেখানে দীপ্তি দিতে পারে না; চন্দ্রতারকা সেখানে জ্যোতিহীন; তাঁহার জ্যোতিতে জগৎ জ্যোতিঃ পায়। কে জ্যোতির আকর, আলোকের আধার, সেই মহানকে প্রকাশিত করিবে? জাগতিক সমস্ত বস্তু যে তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্। তাই বেদ কহিতেছেন 'কুষ্ঠঃ কঃ বাং তপানঃ মর্ত্তঃ?'

এই বিরাট্ মহান্ যিনি, তিনিই আবার জীবের উদ্ধারের জন্য তাহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন,—পাপীর পাপের কালিমা মুছাইয়া দিয়া তাহাকে আবার নবজীবন দান করেন,—পতিত হতভাগ্যকে হাতে ধরিয়া তুলেন। এইখানেই ভগবানের মহত্ব। এত উচ্চ এত মহান্ তিনি, তথাপি অধম হতভাগ্যের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদে! পিতার শাসন-শক্তি, মাতার স্নেহময় পালনী শক্তি সকলই লইয়া তিনি মানুষের নিকট আসেন। তাঁহার অপার দয়া ও জীবপ্রীতির জন্যই এত নীচে থাকিয়াও—মোহ-পাপের আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়াও, তাঁহার

করুণালাভের আশা করিতে পারি। এ না হইলে যে জগৎ শ্মশান হইত—একবার পতিত হইলে, একবার ভ্রমক্রমে পা পিছলাইয়া গেলে, আর উদ্ধারের উপায় থাকিত না। কিন্তু জগতের পিতা জগতের মাতা যিনি, তাঁহার মঙ্গলময় বিধানের বলে মানুষ আবার উঠিতে পারে,—গায়ের ধুলা-কাদা মুছিয়া তাঁহার কোলে যাইবার আশা রাখিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন, 'বিপদের আশ্রয়, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, তোমার শান্তিবারি লইয়া এস প্রভো। জানি আমি পতিত, জানি আমি পাপ-মোহে বিজড়িত; কিন্তু ইহাও জানি যে, যদি কেহ আমাদিগের মত জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিতে পারে, তবে সে—তুমি! শুনিয়াছি প্রভু!—তুমি অধম-তারণ, দীনদয়াল; তাই, তোমার আশায়, তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। তুমি আমার কালিমা মুছাইয়া দেও, আমাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া লও; কত পাপী তোমার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিল,—কত পতিত তোমার অপার করুণাবারি সিঞ্চনে নবজীবন পাইল। আমি কি প্রভু, একাই পড়িয়া থাকিব! ওগো, জীবনের কত ব্যথা, কত দুঃখ, কত পরাজয়ের কাহিনী—এ বুকে আছে; তুমি কি তাহা দেখিবে না? তুমি কি পাপী বলে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে না? জানি, তোমাকে বসাইবার মত পবিত্র হৃদয় আমার নাই; জানি, আমার মলিন হিয়া তোমার আসনের উপযুক্ত নয়। কিন্তু করুণাময় প্রভো, তুমি কি দয়া দানে তোমার আসন তুমিই তৈয়ার করিয়া লইবে না? জান তো প্রভো, আমি কত দুর্ব্বল। আমার শক্তি নাই যে, হৃদয় পবিত্র রাখি! আমার শক্তি নাই যে তোমার অনুসরণ করি। দয়া করে তুমি—

'নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমরসের উল্লেখ আছে। মূলে সোমরসের উল্লেখ না থাকিলেও 'অন্ধ্যা' পদ লক্ষ্য করিয়াই সোমরসের প্রসঙ্গ আনা হইয়াছে। 'অন্ধ' শব্দে পাপ বা অন্ধত্ব বুঝায়। নিরুক্তানুসারে আমরা তাই 'অন্ধ' শব্দে 'পাপ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য॥ (৩অ—৮প—৮দ—৩সা)॥

—•—

চতুর্থং সাম।

৩২　৩ ১২　৩ ২উ　৩　১ ২
অয়ং বাম্মধুমত্তমঃ সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু।
১ ২　৩ ১ ২ ৩
তমশ্বিনা পিবতন্তিরো অহ্নং
১র ২র ৩ ১ ২
ধত্তং রত্নানি দাশুষে॥ ৪॥ *

* এই মন্ত্রের গেয় গান একটী—"অশ্বিনোঃ সংযোজনং।"

গেয়-গানম্।

৩ ২ ৫র ৪ ৫ ৫ ২ ১ র ১র ১ ২
অয়া ৩ ৪ য়্। অয়ংবাম্ম। ধুমন্তা ৬ মাঃ। সুতঃ। সোমো ২ দিবিষ্টিষু।
১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র র ২
ও ৬ হা। ও ৩ হা ৩ ৪। ওহা। তামশ্বিনা পিবতন্তিরো অহ্নিয়ম্।
১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২ —
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ ৪। ওহা। ধৰ্ত্তা৮্রা ১ স্না ২।
১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ ৪। ওহা। নিদা ২ ৩।
১ ৳ ৩ ৫র র ৩ ৫
শূ২ যা ২ ৬ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবান, অমৃতোপমঃ ইতি যাবৎ) 'দিবিষ্টিষু' (দিবএষণেষু যজ্ঞেষু সৎকর্ম্মণি সঞ্জাতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'অয়ং সোমঃ' (অস্মাকং যঃ সত্ত্বভাব) 'তিরোঅহ্ন্যং' (দিনকৃতপাপনাশকং) 'তং' (তং সত্ত্বভাবং) 'বাং' (যুবাং) 'পিবতং' (গৃহ্লীতং, যুবাভ্যাং সহ অস্মাকং সম্মিলনং ভবতু ইত্যর্থঃ); 'দাশুষে' (মাদৃশে প্রার্থনাকারিণে) 'রত্নানি' (পরমার্থরূপং ধনানি) 'ধত্তং' (প্রযচ্ছতং); হে ভগবন্! ত্বাং প্রাপ্তয়ে অস্মভ্যং পরমার্থরূপং জ্ঞানভক্তিকর্ম্মসামর্থ্যং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আধিব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম, সৎকর্ম্মসঞ্জাত বিশুদ্ধ আমাদিগের যে সত্ত্বভাব, দিনকৃত পাপনাশক সেই সত্ত্বভাবকে আপনারা গ্রহণ করুন অর্থাৎ আপনাদিগের সহিত আমাদিগের মিলন হউক; মাদৃশ প্রার্থনাকারীকে পরমধন-রূপ রত্ন প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন।)॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। চতুর্থং সাম। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ। 'বাং' যুবয়োঃ 'দিবিষ্টিষু' দিবএষণেষু যজ্ঞেষু 'অয়ং' পুরোবর্ত্তী 'সোমঃ' 'সুতো' অভিষুতঃ। কীদৃশঃ? 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্। 'তিরো অহ্ন্যং' তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্নহন্যভিষুতং তং

সোমং 'পিবন্তং' 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'দত্তং' প্রযচ্ছতম্। 'বিধিষ্টিষু' 'বতায়তে' ইতি চ পাঠৌ ॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৪সা) ॥

•  •  •

# চতুর্থ ( ৩০৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

মানব-জীবনের চরম কাম্য—মোক্ষ অথবা নিঃশ্রেয়স্। সেই মোক্ষলাভ হয়—মানুষের সর্ব্ববিধ বন্ধন ছিন্ন হইলে পর। যে পর্য্যন্ত মানুষ আশা-কামনা দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি মানসিক এবং শরীর ও তজ্জনিত শারীরিক আকর্ষণকে জয় করিতে না পারিয়াছে, সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। মুক্তিলাভের অর্থ,—মায়া-জনিত যতপ্রকার বন্ধন আত্মবিস্মৃত জীবদেহধারী ব্রহ্মকে ঘেরিয়া আছে, সেই সমস্ত বন্ধনের আত্যন্তিক বিনাশ এই সমস্ত বন্ধনের বিনাশ হইলে মানুষ আবার স্ব স্থ হয়, আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে। মানুষ যে বস্তুতঃ প্রকৃতির হাতের পুতুল নয়, বরং প্রকৃতিই শক্তিলাভের জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী; মায়া তাহার কর্ত্রী নয়, বরং সে-ই মায়ার প্রবর্ত্তয়িতা;—এই সত্য যখন মোহবিভ্রান্ত মানব উপলব্ধি করিতে পারে; তখন সব মায়ার বন্ধন, প্রকৃতির চাতুরী, শূন্যে বিলীন হইয়া যায়,—স্বপ্নের রাজত্ব, আকাশ-দুর্গের মত আকাশেই মিলাইয়া যায়। মানুষ তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; সে যে দেবতা ছিল, সেই দেবতাই হয়। যে পর্য্যন্ত এই নিঃশ্রেয়স লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষকে দ্বিত্বের মধ্য দিয়া 'ত্বং' ও 'অহং'-এর বেড়া জালের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'ওগো হৃদয়ের দেবতা, এত নিকটে থাকিয়া আর কত দিন দূরে থাকিবে। ওগো, আর কত দিন? আর কত দিনে এই 'ত্বং' ও 'অহং'-এর পার্থক্য ঘুচিবে? কত দিনে আমি তোমাতে আমার 'আমি'-হারা হইয়া যাইব—কবে আমি আবার স্ব-প্রতিষ্ঠ হইব? কবে আমাদিগের মহামিলন হইবে? আমি তোমার আশায়, তোমার প্রতীক্ষায় আছি। কবে তোমায় আমায় চিরমিলন হইবে। বহির্জ্জগতের—এই জড় রাজ্যের—বহু ঊর্দ্ধে তোমায় আমায় মহামিলনে মিলিত হইয়া চিরমধুর রজনী যাপন করিব—কবে? এস এস, হৃদয়ে এস, মোহ-দ্বন্দ্বের চির অবসান হউক।'

এই মধুর মিলন অথবা এই একীভূতত্ব লাভের উপায়—বেদ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ভগবানের সঙ্গে মানবের মিলন হয়—সত্যের ভিতর দিয়া। সেই সত্যলাভের প্রধান উপায়—সৎকর্ম্মসাধন। 'সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়, সত্ত্বভাবের উদ্ভব হয়। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্য দিয়াই ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যায়,—তাঁহার সহিত মিলন হয়। সেই মিলনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহাতে আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইতে পারে, তদনুরূপ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। সেই সৎকর্ম্ম হইতে 'মধুমত্তমঃ' সত্ত্বভাব জন্মলাভ করে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সৎকর্ম্মজাত সত্ত্বভাবই যদি মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, তবে আর ভগবানকে ডাকায় প্রয়োজনীয়তা কি? ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আমরা এ প্রশ্নের উত্তর

দিয়াছি। মানুষ সৎকর্ম করে, তজ্জনিত সত্ত্বভাব লাভ করে, কিন্তু প্রেরণা আসে—ভগবানের নিকট হইতে। সৎকর্ম—সে আর কি? তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কর্মই সৎকর্ম। তিনিই মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন করান, আবার তিনি-ই তাহা পান করেন। এ ঠিক,—

'আপনি নাচিয়া যাও, তুমি আপনার ই গান,
আপনা-আপনি আলাপন।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে সোমের (শুধু সোমের নয়—'বাসী' সোমের অর্থাৎ তীব্রতম মাদক দ্রব্যের) রস পান করিবার জন্ম দেবতাকে আহ্বান করা হইতেছে। সাধারণ মদে কি আর দেবতার তৃপ্তি হয়—তাহাকে তীব্রতার মদ দাও। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋকের ব্যাখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৪সা)॥ •

—— :০: ——

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং জ্যা।
১ ২ ৩ ১র ২র ৫ ৩ ১র
ভূর্ণিং মৃগন্ন সবনেষু চুক্রুধং ক
২র ৩ ১ ২
ঈশানং ন যাচিষৎ॥ ৫॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫র র র ২ ১ ^৩ ৫৫র ১১র ১র২১
আ ত্বা সোমা। স্য। গল্দা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সদা ২ যাচন্নহঙ্গিরা
১২৩ ৫ ২১ ২র ১র
২ ৩। ভূর্ণাও ২ ৩ ৪ বা। মৃগন্নসবনেষু চুক্রুধম্ ক ঈশা ২ ৩
২ ১র২ ১ ২
নাম্। নাযাচিষৎ। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫॥

---

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। 'বিবিষ্টিষু' স্থলে ঋগ্বেদে 'ঋতাবৃধা' পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার গেয়-গান একটী—"বাবসোন্ত সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'জ্যা' (জয়প্রদানকারিণ্যা) 'গল্ দয়া' (স্তুত্যা) 'সোমস্ত' (সত্ত্বভাবস্ত—প্রদাতারং. ইতি যাবৎ) 'মৃগং ন ভূর্ণিং' (সিংহং ইব ভর্তারং, পরমপালকং) 'ত্বা (ত্বাং) 'সদা' (সর্ব্বদা) 'যাচন্' (কাময়মানঃ সন্) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'সবনেষু' (সৎকর্ম্মসু, সৎকর্ম্মসাধনেন) 'আ চুক্রুধং' (তব ক্রোধং অপনয়ানি, তব প্রসন্নতালাভং করবাণি ইত্যর্থঃ); 'কঃ' (কঃ মনুষ্যঃ) 'ঈশানং (পরমেশ্বরং) 'ন যাচিষৎ' (ন প্রার্থয়তি কাময়তি বা, সর্ব্বে লোকাঃ ভগবতঃ করুণাং কাময়ন্তি ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন পরমপালকস্ত ভগবতঃ তুষ্টিং সম্পাদয়িতুং অহং শক্নুয়ানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জয়প্রদানকারিণী স্তুতি দ্বারা সত্ত্বভাবপ্রদাতা পরমপালক তোমাকে সর্ব্বদা কাময়মান হইয়া, প্রার্থনাকারী আমি, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তোমার প্রসন্নতা যেন লাভ করিতে পারি; কোন্ মনুষ্য পরমেশ্বরকে না কামনা করে? অর্থাৎ, সকল লোকই ভগবানের করুণা কামনা করে? (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমপালক ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনে যেন আমি সমর্থ হই)॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। পঞ্চমং সাম। মেধাতিথি-মেধাতিথী ঋষী। হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বা' 'সবনেষু' যজ্ঞেষু 'সোমস্ত' 'গল্ দয়া' গালনেন আস্রাবণেন 'জ্যা' জয়শীলয়া স্তুত্যা চ (অতএব গিরেতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি) তয়া যুক্তো 'অহং' সদা সর্ব্বদা 'যাচন্' যাচমানঃ সন্ 'আচুক্রুধং' মা চুক্রুধং ক্রুধমপনয়ানি (আ ইতি প্রতিষেধার্থঃ, নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ, অতএব বহ্বৃচাঃ মা যেভ্যঃ-মনন্তি) বহুশো যাচমানে ত্বয়ি ক্রোধো জায়তে তং সোমপানেন স্তুত্যা চাপনয়ামীত্যর্থঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'ভূর্ণিং' ভর্তারং 'মৃগং' ন' সিংহমিব ভীমং (স্বামিনঃ ইন্দ্রস্ত যাচনে লৌকিকং ন্যায়ং দর্শয়তি)। লোকে কো বা পুরুষঃ 'ঈশানং' ঈশ্বরং স্বামিনং ন 'যাচিষৎ' ন যাচেত। সর্ব্ব এব হি যাচতে। অতোঽহমপি ত্বাং স্বামিনং যাচে ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৫সা)॥

• • •

## পঞ্চম (৬০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

কে না অমৃত পান করিতে চায়! অমৃতের উৎস ভগবানকে আস্বাদন করিতে সকলেই লোলুপ। কিন্তু ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, তদনুরূপ কাজও করা চাই। ভগবান আপনাকে জগতে বিলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে উপভোগ করিলেই হয়। কি

তাঁহাকে উপভোগ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। একদা কোনও দেবসভায় মহাদেব ও তাঁহার শ্বশুর উপস্থিত ছিলেন। দক্ষ অতি মান্য প্রজাপতি। সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মহাদেব তাঁহার শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন না। সকলেই তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন। সেই সভায় একজন শিবকে এই অসঙ্গত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব উত্তর করিলেন—"দক্ষ আমার শ্বশুর এবং আমার পূজনীয় প্রণম্য ব্যক্তি একথা সত্য; কিন্তু তাঁহার শরীরে রুদ্রতেজ নাই, সুতরাং তিনি আমার প্রণাম সহ্য করিতে পারিবেন না। সেই জন্যই আমার পরম মান্য ও প্রণম্য হইলেও আমি তাঁহাকে প্রণাম করি নাই।"

এই পৌরাণিক কাহিনীর বিচার করিবার আমাদিগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা যে সত্যটুকু পাই, তাহাই যথেষ্ট। ভগবান সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছেন, বিশ্ববাসীর জন্য তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাকে উপভোগ করিবার মত রুদ্রশক্তি না থাকিলে মানুষ তাঁহাকে পায় না। ভগবান ত সকলের নিকটেই ধরা দেন, কিন্তু তাঁহাকে ধরিবার শক্তি থাকা চাই তো? বেদ বলিতেছেন—"ক ঈশানং ন যাচিষৎ"—কে না তাঁহাকে পাইতে চায়? চায় তো নিশ্চয় সকলেই, কিন্তু পায় কই? তাই পাইবার উপায়ও বেদ বলিয়া দিয়াছেন।

তাঁহাকে পাইবার উপায়—তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা। কিন্তু তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায় কিরূপে? সেই উপায় সৎকর্ম্ম সাধন—ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার চরণে আশ্রয়-প্রার্থনা। কিরূপ প্রার্থনার দ্বারা তাঁহাকে কামনা করিলে হইবে? 'স্ত্যা শবসুরা'—জয়প্রদানকারিণী স্তুতি দ্বারা। স্তুতি জয়প্রদানকারিণী হয় কিরূপে? 'সবনেষু'—সৎকর্ম্ম-সাধনে। তাঁহার নিকট কেবল প্রার্থনা করিলেই হয় না, সেই প্রার্থনার সঙ্গে সৎকর্ম্মসাধন করা চাই। কর্ম্মের দ্বারা উপযুক্ততা লাভ করিলে, তবে প্রার্থনা কার্য্যকারী হয়। প্রার্থনা, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির একটীর সহিত অন্যটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রার্থনার দ্বারা কর্ম্মশক্তি লাভ হইতে পারে; কিন্তু সৎকর্ম্মে সহায়তা পাইলে হৃদয় সহজেই প্রস্তুত হয়।

এখানে প্রার্থনার ভাব এই যে,—"হে ভগবান! আমি যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপযোগী সৎকর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিতে পারি। সেই সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যেন তোমার প্রসন্নতা লাভ করি। আমাকে এমন কর্ম্মশক্তি দাও প্রভু—যে কর্ম্ম দ্বারা তোমার চরণে পৌঁছান যায়। তুমি জগৎপালক, জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমাকে রক্ষা কর; তুমি সদ্ভাবদাতা—আমাকে সদ্ভাব প্রদান কর। কর্ম্মশক্তি দাও, সদ্ভাব হৃদয়ে উপজন কর; আমাকে তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দাও প্রভো।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় একটী বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল,—"হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম-স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করতঃ আর যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্ত্তা ও সিংহের ন্যায় (ভয়ঙ্কর) কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে।"

"সোমস্ত শবসুরা" পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষেই সোমরসের কথা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'শবসু' শব্দের নিরুক্ত-সঙ্গত অর্থ 'বাক্' 'বক্' 'শ্লোক' ইত্যাদি। তাই

আমরা 'গল্‌দয়া' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'ভক্ত্যা'। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৫সা)॥ •

—:•:—

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অধ্বর্য্যো দ্রাবয়া ত্বꣳ সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উপো নূনং যুযুজে বৃষণা হরী
৩ ১ ২ ৩ ২
আ চ জগাম বৃত্রহা॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানম্।

৪ র র ৪ ১র — ১ ২ —
অধ্বর্য্যো দ্রা ৫ বয়া ত্বুবাম্। সোমমিন্দ্রা ২ ঃ। পিপাসা ১ তী ২।
১ ১র র১ ২ র ১ ২ — র
উপো ২ নূনং যুযুজে ৫ বৃ। ষাণা ১ হারী ২। আচাজা ২ ৩
২A ৩ ২১ ২ ৪ ৫ ৪
গা। মবৃত্রহা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ। 'অধ্বর্য্যো ত্বং' (সৎকর্ম্মণঃ নেতঃ ত্বং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দ্রাবয়' (মযি উপনয়, সঞ্চারয়); 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'পিপাসতি' (তং পাতুমিচ্ছতি, নিত্যং গ্রহীতুং ইচ্ছতি, তেন সহ মিলনাভিলাষী ভবতি ইত্যর্থঃ); 'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ দেবঃ) 'আজগাম' (মযি আগচ্ছতু); 'বৃষণা' (অভিমতফলদাতারৌ, নবজীবনদাতারৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'উপো যুযুজে' (অস্মাভিঃ সহ মিলিতো ভবতাং; বয়ং জ্ঞানভক্তে লভেম ইত্যর্থঃ); পাপনাশক দেবঃ অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তে দত্ত্বা অস্মান্ নবজীবনসম্পন্নান্ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—৮খ—৮দ—৬সা)।

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের বিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী—"সোমসাম।" ঋগ্বেদ-সংহিতার এই মন্ত্রের 'ত্ব্যা' স্থলে 'পিবা' পাঠ দৃষ্ট হয়।

অথবা,—

'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্র, বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'তং স্রাবয়' (প্রাপয়, অস্মভ্যং তং প্রযচ্ছ); 'অধ্বর্য্যো (অধ্বর্য্যুঃ, সৎকর্ম্মান্বিতঃ জনঃ) 'পিপাসতি' (যং গ্রহীতুং নিত্যং ইচ্ছতি); 'বৃত্রহা' (পাপবিনাশকঃ দেবঃ) 'আজগাম' (আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু); 'চ' (তথা) 'বৃষণা' (অভিমতফলবর্ষকৌ, নবজীবনদাতারৌ) 'হরী' (তস্য বাহনৌ, জ্ঞানভক্তি ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (ক্ষিপ্রং, নিশ্চিতং) 'উপো যুযুজে' (অস্মাকং সহ মিলিতবন্তৌ ভবতাং বয়ং জ্ঞানভক্তি লভেম ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবপ্রদাতঃ হে দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তি প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! সৎকর্ম্মের নেতা! তুমি আমাতে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা তাহা গ্রহণ করিতে নিত্য ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাহার সহিত মিলনাভিলাষী রহিয়াছেন; অজ্ঞানতানাশক দেবতা আমাতে আগমন করুন; নবজীবন-দানকারী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় নিশ্চিত-রূপে আমাদিগের সহিত মিলিত হউন, অর্থাৎ আমরা যেন জ্ঞানভক্তি লাভ করি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাপনাশক দেবতা আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি প্রদান করিয়া নবজীবনসম্পন্ন করুন।)॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,—

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করুন—সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি যাহা গ্রহণ করিতে নিত্যকাল ইচ্ছুক রহিয়াছেন; পাপবিনাশক দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; এবং অভিমতফল-বর্ষক তাঁহার বাহনদ্বয় (জ্ঞানভক্তি) ত্বরায় আমাদিগের সহিত মিলিত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবপ্রদানকারী হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন)। (৩অ—৮খ—৮দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। ষষ্ঠং সাম। দেবাতিথি ঋষিঃ। হে 'অধ্বর্য্যো' অধ্বরস্য নেতঃ! 'সোমং' স্রাবয় উত্তরবেদিলক্ষণং স্থানং প্রাপয়। যদ্বা রসাত্মনা স্রবণশীলং কুরু। অভিষুণুইত্যর্থঃ। কিং কারণমিতি চেৎ। 'ইন্দ্রঃ' 'পিপাসতি' সোমং পাতুমিচ্ছতি। অতএবং কথমবগতমিতি চেত্তত্রাহ—'বৃষণা' বর্ষিতারৌ যুবানৌ বা 'হরী' অশ্বৌ 'নূনং' অত্র 'উপো যুযুজে' উপযোজ্যেব

সারথির্যোজিতবান্ রথে। 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য হন্তা ইন্দ্রশ্চ 'আ জগাম' আগতবান্॥ 'উপোনূনং' 'উপনূনং'—ইতি পাঠৌ॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৬সা)॥

## ষষ্ঠ (৩০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীতে দুইটি প্রধান অংশ আছে। আবার প্রত্যেক অংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অংশে ভগবান্ ও সাধকের মধ্যে যে মধুর আদান-প্রদান চলে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ সাধকের বাড়ীতে যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কি দিয়া অভ্যর্থনা করা যায়? কি দিয়া অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়? রাজরাজেশ্বর কাঙ্গালের দুয়ারে উপস্থিত; কি দিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দিবে—কি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে? সাধক বিব্রত ভাবে তাঁহাকেই যেন সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"আমার কুঞ্জকুটীর-দুয়ারে অতিথি এসেছে আজ,
আমি তুলি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা,
শূন্য পড়িয়া কুসুমেরই ডালা,
কি দিয়ে পূজিব অতিথি আমার, ওগো, রাজ অধিরাজ!"

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যেন বলিতেছেন—'ভয় নাই! তোমার হৃদয় শূন্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা ত চিরতরে শূন্য থাকিতে পারে না। তোমার হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার কর, তোমার অতিথিকে তাহাই দাও, তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু চাহেন না।'

অথবা, 'ভয় কর কেন? তুমি দরিদ্র, তাহা ত তিনি জানেন। তোমাকে পরমধনের অধিকারী করিবার জন্য—তোমাকে সদ্ভাব প্রদানে তাঁহার সেবার অধিকারী করিবার জন্যই—তিনি আসিয়াছেন। যিনি বিশ্বের পালক, নিখিল বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার শক্তিই বা তোমার কই? তিনি ত তোমাকে জানেন। তুমি তাঁহার ভাবে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চল, তাঁহার অযাচিত দান গ্রহণ করিয়া জীবনকে সার্থক কর; তাহাতেই তিনি তৃপ্ত হইবেন।'

সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে এই দেনা-পাওনার মধুর সম্বন্ধ আছে, তাহা সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিই উপভোগ করিতে পারেন। সে অমৃতময় সম্বন্ধের সন্ধান যে জন পাইয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। তাহা অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে যে প্রার্থনা আছে,—সে প্রার্থনা পাপনাশকারী দেবতার নিকট। যে জন যে ভাবে ভগবানকে ডাকে, ভগবান সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। পাপনাশের জন্য সাধক ভগবানকে 'বৃত্রহা'—পাপনাশক বলিয়া ডাকিতেছেন। পাপনাশক-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, আমাদিগের পাপ ধ্বংস হইবে, তখন হৃদয় পুণ্যের বিমল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইবে; উচ্চতর শক্তি লাভের উপযোগী হইবে। তাই পাপনাশক দেবতাকে আহ্বান করিয়া অর্থাৎ পরোক্ষভাবে পাপনাশের জন্য প্রার্থনা

করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তি লাভের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন. জ্ঞান ও ভক্তিকে 'বৃষণা' অর্থাৎ অভিমতফলদাতা বলা হইয়াছে। জ্ঞানভক্তি 'বৃষণা' কিরূপে? জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে মানুষ, তাহার যথার্থ কাম্য বস্তু যাহা—যাহা তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য, তাহা লাভ করিতে পারে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান না হইলে মানুষ, মানুষ-পদ-বাচ্যই হয় না। জীবনের যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা লাভ হয়—জ্ঞানের সাহায্যে। মানুষ ভগবানকে জানিতে পারে, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় জানিতে পারে, পরিশেষে তাঁহাকে লাভ করে—এই জ্ঞানের সাহায্যে।

ভক্তি সাধকের হৃদয় মধুময় করিয়া দেয়। জ্ঞান যাঁহাকে জানাইয়া দেয়, যাঁহার বিরাট্ মহিমার কথা জ্ঞান কীর্তন করে, ভক্তি তাঁহাতে ভালবাসা জন্মাইয়া দেয়। আর তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার জ্ঞান জন্মিলে, তাঁহাকে না ভালবাসিয়া কি পারা যায়? সেই অনন্ত মহান্ পুরুষের প্রতি আপনিই ভক্তি উপস্থিত হয়। ভক্তির ফলে তাঁহার সহিত মিলন ঘটে, মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং জ্ঞানভক্তি সত্য সত্যই 'বৃষণা'। (৩ম—৮থ—৮দ—৬সা)॥ *

—— ¸ ——

সপ্তমং সাম।

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ২
অভীষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
পুরূবসুর্হি মঘবন্ বভূবিথ ভরেভরে
৩ ১ ২
চ হব্যঃ॥ ৭॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ র র ১ র ২ ১র ২ র ১
অভীষতস্তদাহাউ। ভরা। ইন্দ্রজ্যায়ঃ কনীয়া ২ ৩ সাঃ। পুরূবসুর্হি
২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১
মঘবন্নভূবা ২ ৩ ইথা। ভরাইভা ২ ৩ রে। চ হব্যঃ। ইডা
২ ১
২ ৩ ভা ৩ ৪ ৬। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের একাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি—"বাজদাবরম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জ্যায়ঃ' ( জ্যায়ন, শ্রেষ্ঠ, পূজার্হ) 'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ) 'ঈবতঃ' ( যাচমানান, প্রার্থনাকারিণঃ ) 'কনীয়সঃ' ( দুর্ব্বলাত্মনঃ—অস্মান্ ইত্যর্থঃ ) 'তৎ' ( প্রসিদ্ধং—পরমার্থ-রূপং ধনং ) 'অভ্যাভর' ( অভ্যাহর, প্রযচ্ছ ); 'মঘবন্' ( পরমধনসম্পন্ন হে দেব ) ত্বং 'হি' ( এব ) 'পুরূবসুঃ' ( সর্ব্বধনসম্পন্নঃ, সর্ব্বার্থপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ ) 'বভূবিথ' ( অসি ), 'চ' ( তথা ) 'ভরে ভরে' ( রিপুসংগ্রামেষু ) ত্বং এব 'হব্যঃ' ( আহ্বাতব্যঃ, শরণগ্রহণার্হঃ ) ভবসি ইতি শেষঃ ; দেবঃ অস্মভ্যং পরমার্থধনং প্রযচ্ছতু তথা রিপুকবলাৎ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি ভাবঃ। ( ৩অ—৮খ—৮দ—৭সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠ পূজার্হ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাকারী দুর্ব্বলাত্মা আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন; পরমধনসম্পন্ন হে দেব! আপনিই সর্ব্বার্থপ্রদায়ক, এবং রিপুসংগ্রামে আপনিই শরণগ্রহণযোগ্য; ( ভাব এই যে,—দেবতা আমাদিগকে পরমার্থ-ধন প্রদান করুন এবং রিপুকবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন )। (৩অ—৮খ—৮দ—৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। সপ্তমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'জ্যায়' জ্যায়ন্নিন্দ্র। ( আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতীন্দ্রপদস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ জ্যায় ইত্যস্য সর্ব্বানুদাত্তত্বাভাবঃ, সকারস্য রুত্বং ব্যত্যয়েন সুমতাবো বা ) 'কনীয়সঃ' সতো মম 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'অভ্যাভর' অভ্যাহর। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র। 'পুরূবসুঃ' বহ্বাভিসম্ভজনীয়ো পুরূবসু 'বভূবিথ' অসি। 'ভরে ভরে' সংগ্রামে 'চ 'হব্যো হোতব্যশ্চ বভূবিথ। "মঘবন্ বভূবিথ" ইতি ছন্দোগাঃ। "মঘবৎ সনাদসি"—ইতি বহ্বৃচাঃ। ( ৩অ—৮খ - ৮দ—৭সা )

• • •

## সপ্তম ( ৩০৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:‡§ × ( : ) × §‡:•—

দ্বৈত ভাবের মধ্য দিয়া মানুষ যখন সাধনা করে, তখন তাহার ও ভগবানের মধ্যে যে বহুদূরবিসারী পার্থক্য অনুভব করে, সেই পার্থক্যের—নিজের ক্ষুদ্রতার—অনুভূতিই মানুষকে তাঁহার চরণে প্রার্থনায় নিয়োজিত করে,—সেই অসীমের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র তুচ্ছ সসীম সত্তাকে ডুবাইয়া দিতে চায়। এখানে এই প্রার্থনার মধ্যে একটা পার্থক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; তাহা 'জ্যায়ঃ' ও 'ঈবতঃ কনীয়সঃ' পদত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান 'জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ পূজার্হ, মহান্। তিনি সমস্ত সৃষ্টি হইতে বড়। অন্য সমস্তই তাঁহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল। কাজেই দুর্ব্বল সবলের নিকট, নির্ধন ধনীর নিকট, প্রার্থনা করিবে। তাহারা

প্রার্থনাকারিরূপেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবে। যাঁহার নিকট পাওয়া যায়, যিনি মাতৃত্বগুণসম্পন্ন, যিনি শ্রেষ্ঠ মহৎ, তাঁহার নিকটই মানুষ চায়, আপনার দৈন্য জানায়। এই লৌকিক ন্যায় ঈশ্বরের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—শতগুণে বেশী প্রযোজ্য। ভগবান—অনন্তকরুণ উদার মহৎ, জীবকে ত্রাণ করিবার জন্য তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত করিয়াছেন। সাধক তাহা জানিয়াই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'হে ভগবন্! তুমি অপার করুণা সিন্ধু আদিপুরুষ, তোমা হইতেই জগৎ জন্মলাভ করিয়াছে। তুমি কি তোমারই হাতে-গড়া আমাদিগকে তোমার পরমধনের অধিকারী করিবে না? আমরা কত দুর্ব্বলাত্মা, কত হীনশক্তি, তাহা ত জান প্রভু! আমরা কত ছোট, আর তুমি কত মহান্! আমরা কি তোমার নিকট তোমার পরমধনের আশা করিতে পারি না?'

ভাষ্যে ও অন্যান্য দু একটী প্রচলিত ব্যাখ্যায়ও এই আবদারের, মহতের নিকট ক্ষুদ্রের দাবীর, সুর-ই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দাবী-দাওয়া—এই আবদার—কত আনন্দপ্রদ! যিনি নিজকে ক্ষুদ্র জানিয়াও সেই পরম মহতের নিকট আপনার দাবী জানাইবার অধিকার রাখেন,—তাঁহার নিকট আবদার করিতে পারেন, সেই সাধকের হৃদয়ও কতখানি প্রশস্ত—বুঝুন। আমাদিগের দেশের সাধকদিগের মধ্যে আবদারের মধ্য দিয়া, স্নেহমমতার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া, সাধনার চিত্র যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এমনতর পৃথিবীর আর কোনও দেশে হয় নাই। এই পুণ্যভূমি ভারতেরই, সাধনক্ষেত্রে পঞ্চরসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভারতের সাধকগণ অসীম অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মকে সসীম মাতৃমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কত প্রাচীন-কালেও এই ভক্তি কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, এই বেদমন্ত্রই তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। জগতে আর কোথাও তাহা হয় নাই। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় সাধকদিগকে 'মিষ্টিক' ( mystic ) নামে অভিহিত করেন—যদি তাঁহাদের দেশে কদাচিৎ 'মিষ্টিক' দেখা যায়। ভগবানের বরপুত্র আর্য্যগণের নিবাসভূমি এই ভারতে—বিশেষভাবে এই বাঙ্গালাতে—ভক্তি যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে এই পতিত অবস্থায়ও মনে হয় যে বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব—অন্ততঃ এই ধর্ম্মসাধনায়—একেবারে হারায় নাই। এই বেদমন্ত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভাবের সাহায্যে যে আব্দারের বা যে স্নেহভক্তির সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালী সাধকের তাহাই বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থে অনুবাদিত হইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি। আমার জন্য যেইধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বহুমূল্যবান......।"

ভগবানকে 'মঘবন্' 'পুরুবসু' বলা হইয়াছে। তিনি রত্নধনের অধিকারী; তাঁহার 'ভগ'—সেই অভিন্ন ধন, যাহা যোগিজনবাঞ্ছিত, তাহাই যে আমরা চাই। ভাষ্যে 'ভদ্রম্' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ( ৩ন—৮অ—৮ব—৭স )। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী—তাহার নাম—"সমুদ্রৈপ্রবহেবৎ।"

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

স্তোতারমিদ্দিধিষে রদাবসো ন

২ ৩ ১ ২ র

পাপত্বায় রং্‌সিষম্॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানম্।

২ ১ ৪র ৫ ২র ১র র র র র ২

১। যদিন্দ্রা২ ৩ যাবতস্ত্বাম্। এতাবদহমীশীয়া। স্তোতারা২ ৩ মীৎ।

২র ১ ২ — ১র ৫ ১ ২

দীধিষে। রদাবা১ সা২ উ। ন পাপা২ ৩ ৪ ত্বা। যারৌবা

৩ ৫ ৪ ৫ ৫

ও২ ৩ ৪ বা। সা৫ ইষো৬ হাই॥ ৮॥

• • •

৫ ৩ ২র৩৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২ —

২। যদিন্দ্র যাবতস্ত্বাম্। আইতা৩। বাদা৩ হামী। শায়া৩ হ১ ২।

১ ২র ১ ৪ ২র ১ ২ ১ ২র ১

স্তোতারামী২ ৩ ৎ। দধিষেরদা। বাসা৩ হ১ ২ উ। নাপাপাত্বা

১ ২ ৩ ৫ ৪ ৫

২ ৩। যারৌবাও২ ৩ ৪ বা। সা৫ ইষো৬ হাই॥ ৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' 'যাবতঃ' (যত পরমধনস্য—স্বামী ভবসি ইতি শেষঃ); 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহমপি) 'এতাবৎ' (তদ্ধনস্য) 'ঈশীয়' (স্বামী, অধিকারী—ভবেয়ং ইতি শেষঃ); 'রদাবসো' (পরমধনদাতঃ হে দেব) 'স্তোতারং' (প্রার্থনাকারিণং, মাং ইতি যাবৎ) ত্বং 'যৎ ইৎ' (যৎ অমং) 'দধিষে' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি) তৎ 'পাপত্বায়' (পাপবর্দ্ধনে) 'ন রংসিষং' (কিঞ্চিদপি অহং ন দদ্যাৎ, কদাং ন করবাণি, পাপিনঃ সহ মম কদাপি সঙ্গং ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! কৃপয়া মাং পরমধনস্য পূর্ণাধিকারিণং কুরু। অহং পাপসম্বন্ধশূন্যঃ ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—৮খ—৮দ—৮সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি যে পরমধনের অধিকারী, প্রার্থনাকারী আমিও সেই ধনের অধিকারী যেন হই; পরমধনদাতা হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনি যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহা যেন আমি পাপকার্য্যে কিছুই ক্ষয় না করি, অর্থাৎ পাপীর সহিত যেন আমার কোনও সম্বন্ধ না হয়; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে পরমধনের পূর্ণ অধিকারী করুন; আমি যেন পাপসম্বন্ধশূন্য হই।)॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৮সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্। অষ্টমং সাম। বসিষ্ঠঃ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। যৎ যত্র 'যাবতঃ' ধনস্য 'ঈশিষে' 'এতাবৎ' (ষষ্ঠ্যালুক্) এতাবতো ধনস্য 'অহমীশীয়' ঈশ্বরো ভবেয়ম্। হে 'রদাবসো'। রদতি দদাতি বসূনীতি রদবসুঃ তাদৃশ হে ইন্দ্র। ততোঽহমস্মদীয়ং 'স্তোতারং 'ইৎ দধিষে' ধনপ্রদানেন ধারয়েয়মেব। 'পাপত্বায়' ক্ষীণত্বায় 'ন রংসিষং' ন দত্তাম্। "স্তোতারমিদ্দধিষে রদাবসো ন পাপত্বায় রংসিষং"—ইতি ছন্দোগাঃ। "দিধিষে য রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয়" ইতি বহ্ব্‌চাঃ॥ (৩অ—৮থ—৮দ—৮সা)।

* . *

## অষ্টম (৩১০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:○:——

মানুষ পরমধনের অধিকারী। অজ্ঞানতা ও মোহ প্রভৃতি দ্বারা তাহার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সে আপনাকে জানিতে পারে না। মানুষ সেই অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। তাহার ভিতরে সেই অনন্ত-সত্তার শক্তিবীজ নিহিত আছে। উপযুক্ত উপায়ে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলে, সে তৎ-সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে। মানুষ যে পর্য্যন্ত আপনাকে ভুলিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত আপনার গৌরবময় অধিকারের কথা তাহার হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সে নিজকে ক্ষুদ্র হীন ভাবে,—তাহার মধ্যে যে সেই পরম পুরুষের শক্তি ও প্রেরণা আছে, তাহা সে ভাবিতেও পারে না। আর, তাহা ভাবিতে পারে না বলিয়াই,—আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে বলিয়াই, সে ক্ষুদ্রতার ও নীচতার দিকে গমন করে,—আপনাকে সত্যসত্যই হীন দুর্ব্বল করিয়া তুলে। কিন্তু সে যদি জানিতে পারে যে,—সে প্রকৃতপক্ষে সিংহ—শৃগাল নয়, তাহা হইলে অমনি আপনার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য—আপনার গৌরবময় অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্য—আত্মনিয়োগ করে। জীবনে এমন সময় আসে, এমন প্রেরণা আসে, যখন মানুষ আপনার সত্য-স্বরূপ কুহেলিকা-বিজড়িত

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় একটু একটু অনুভব করিতে পারে। তখন হয় তো সে এই অর্দ্ধ-সুপ্ত, অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থা হইতে জাগিবার চেষ্টা করে, এবং ভগবানের কৃপায় তাহাতে সফলকামও হয়। জাগরিত হইয়াই সে আপনার পূর্ণ গৌরবের দাবী করে। অথবা ভাগ্যবশে, ভগবানের কৃপায়, কোনও মহাপুরুষ আসিয়া তখন তাহাকে সচেতন করাইতে চেষ্টা করেন, বজ্রগম্ভীর-স্বরে মানুষকে ডাকিয়া বলেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরাও অমৃতের অধিকারী। তোমরা ত ছোট নও, হীন নও, জাগ মানব! আপনার অধিকার পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ কর। অমৃতের সন্তান, তোমরা বিষপান কর কেন? পরমধনের অধিকারী তোমরা—ভিখারীর বেশে আছ কেন? জাগ, উঠ, আত্ম-প্রতিষ্ঠ হও—তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!

অমৃতের এই আহ্বান শুনিয়া মানুষ জাগিয়া উঠে; আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে; আর অমনি প্রার্থনা করে—'ত্বং যাবতঃ অহং এতাবৎ ঈশীয়। তুমি যে ধনের অধিকারী, আমিও তাহা চাই। বটে! তুমি বুঝি তোমার রাজ্যৈশ্বর্য্য লইয়া থাকিবে, আর আমরা দীন ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিব, পরের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিব! না, না—তা হয় না! আমরা কে, তাহা আমরা জানিয়াছি। এবার তোমার ভাণ্ডারের পূর্ণ অধিকার আমরা চাই। ঘুমিয়ে ছিলাম মা, এবার জেগেছি; খেলায় মত্ত ছিলাম, তাই বুঝি তুমি খেল্‌না দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে? কিন্তু আর নয়!' এই অবস্থা যখন সাধক নিজে উপলব্ধি করেন, তখনই গাহেন,—

"আমরা, রাজরাণীর ছেলে কাঙ্গাল সেজে
ঘুরব কোথায় কাহার দ্বারে!"

এই যে মধুর আবদার, এই যে স্নেহ-ভক্তির মান অভিমান, কত মধুর, কত অমৃত-ময়! পূর্ব্বে (৩অ—৮খ—৮দ—৭সা) বলিয়াছি, এই মধুর সম্বন্ধ—ভক্তির এই চরম উৎকর্ষ—ভারতীয় আর্য্যদিগের নিজস্ব-ধন। অন্য কোথাও তাহার ছিটেফোটা পড়িলেও তাহা মানুষের মনকে এমন মধুর ভাবে রঞ্জিত করিতে পারে নাই। ভক্তি-প্রবণতা ভারতের বিশেষত্ব। আবার, প্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাবে, পরে এই বাঙ্গালাতে, এই বৈদিক ভক্তি-স্রোত সহস্রধারায় বিসর্পিত হইয়া ভক্তি-প্লাবনে বাঙ্গালাকে চিরমধুরত্ব দান করিয়াছে। সেই ভক্তি-প্রবাহেই "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।" বাঙ্গালাতে প্রাচীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও তাহার আনুষঙ্গিক এই ভক্তিপ্রবাহেই আমাদিগের সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে।

মানুষ যখন সত্য সত্যই জাগে, তখন তাহার নিকট পাপ আসিতে পারে না, এবং পাপের ছায়া দেখিলেও সাধক ভয় পান। তাই প্রার্থনা করিতেছেন—"পাপত্বায় ন রাসীয়"—আমি যেন পাপের সংস্রবেও না যাই। মন্ত্রের ব্যাখ্যার অধিকাংশ স্থলে ভাষ্যের অনুসরণ করিলেও কোনও কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য আছে। তাহা মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। * (৩অ—৮খ—৮দ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের অষ্টাদশ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী—"বৈরূপে দ্বে।"

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ত্বমিন্দ্র প্রভূর্ত্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অশস্তিহা জনিতা বৃত্রতূরসি ত্বং
২ ২ ৩
তূর্য্য তরুষ্যতঃ ॥ ৯ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ —
ত্বমিন্দ্রোহাই। প্রভূর্ত্তিষোবা। আভিবিশ্বাঃ। অসাইস্পা ১ র্দ্ধা ২ ঃ।
১ ২র র ১ ২ ১ ২ ২
আশস্তিহা জনিতাবৃ। ত্রাতূ ১ রাসা ২ ই। ত্বাংতূ ১ র্য্যা ২।
৩ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪
তরুষ্যতা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' (পূজ্যঃ ত্বং) 'প্রভূর্ত্তিষু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'স্পৃধঃ' (শত্রুসেনাঃ, অস্মাকং সর্ব্বান্ রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অভ্যসি' (অভিভবসি, বিনাশয়সি); 'বৃত্রতূঃ' (অজ্ঞানতানাশক, পাপবারক হে দেব) 'ত্বং' (শ্রেষ্ঠঃ ত্বং) 'অশস্তিহা' (অমঙ্গলনাশকঃ) 'জনিতা' (মঙ্গলোৎপাদকঃ মঙ্গলময়ঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'তরুষ্যতঃ' (বিঘ্নকারিণাং শত্রূণাং) 'তূর্য্য' (তূর্য্যঃ, নিবারণকারী, নাশকঃ) 'অসি' (ভবসি); মঙ্গলময়ঃ ভগবান্ অস্মাকং রিপূন্ নাশয়তি তথা মোক্ষবিঘ্নান্ নিবারয়তি—ইতি ভাবঃ। (৩অ—৮খ—৮দ—৯সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! পূজ্য আপনি রিপুসংগ্রামে আমাদিগের সকল রিপুগণকে বিনাশ করেন; পাপবারক হে দেব! শ্রেষ্ঠ আপনি অমঙ্গলনাশক, মঙ্গলময় এবং শত্রুগণের নাশক হয়েন; (ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান আমাদিগের রিপুগণকে নাশ করেন; এবং মোক্ষলাভের বিঘ্নসমূহ নিবারণ করেন।) ॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৯সা) ॥

• • •

অজ্ঞানতার বশে—মানুষ ভুল করে, পাপ করে, নিজের অমঙ্গল নিজে ডাকিয়া আনে। তাই জগতে এই অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে—মায়ার প্রভাবের ও জীবের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের (Relative Independence) জন্য। মঙ্গলময় ভগবান অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন না,—তাঁহার উপর অসামঞ্জস্যের দোষ আসে না। কিন্তু মানুষ যখন ভুলের বশে, প্রকৃতির চাতুরীতে, পাপের পথে যায়, অমঙ্গলের সৃষ্টি করে; আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া নিজকে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়ার পুতুল করিয়া তুলে; তখন ভগবান রুদ্ররূপে অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ হন,—মানুষকে সচেতন করিয়া দিয়া প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। এই ধ্বংসের মধ্যে পরম মঙ্গল দর্শন করিয়া সাধক প্রার্থনা করেন—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।'

তাই ধ্বংস ও সৃষ্টি এই উভয়ের মধ্য দিয়াই ভগবানের মঙ্গলময় রূপ প্রকাশিত হইতেছে। তিনি একাধারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা, আবার অমঙ্গলের নাশয়িতা,—তাঁহার প্রতি এই অসামঞ্জস্য-দোষ আরোপ করা যায় না।

সেই জন্যই মন্ত্রের মধ্যে, এক সঙ্গে ভগবানকে 'অপস্তিহা' 'জনিত' 'বৃত্রতূঃ' বলা হইয়াছে। 'বৃত্রতূঃ' পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার লিখিতেছেন—'সর্ব্বস্য শত্রুবর্গস্য হিংসিতা।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এবার ভাষ্যকারও 'বৃত্র' শব্দে 'বৃত্রাসুর' অর্থ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্রঃ' পদে 'অজ্ঞানতা' 'পাপ' অর্থ করিয়া আসিতেছি। এবার ভাষ্যকারও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি না থাকিলেও, একখানি হিন্দি গ্রন্থে 'বৃত্র' শব্দে 'পাপ' অর্থ গ্রহণ হইয়াছে। পূর্ব্বে (৩অ—১খ—১৭—৯সা) তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ভাষ্যের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই॥ (৩অ—৮খ—৮দ—৯সা)।

— ৷ —

দশমং সাম।

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র যো রিরিক্ষ ওজসা দিবঃ সদোভ্যস্পরি।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমতি
১ ২
বিশ্বং ববক্ষিথ॥ ১০॥

• • •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোনশততমসূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—"বৈশ্বদেবম্।"

পৌর সামং।

২ র     র     ২     ২ ১     ১র     ১     ৭
প্র বো. রিয়িন্দ ওজসা ৬ এ। দিবঃ। সদো ২ ভ্যস্পরি। ন ত্বা বিব্যা।

২র ১     ২     ১     ২র ১     ২     ১র
ঔহো ৩ বা। চা। রজঃ। ঔহো ৩ বাই। ত্রপার্থিবাম্। অবিতা

২     ১ ২     ১     ২
২ ৩ ইথাম্। বার্গক্ষিথ। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।

১
ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতে হে দেব) 'বঃ' (পূজ্যঃ ত্বং) 'ওজসা' (বীর্য্যেণ, স্বতেজসা) 'দিবঃ সদোভ্যঃ পরি' (দ্যুলোকস্য স্থানেভ্যঃ, দ্যুলোকাৎ অপি) 'প্র রিরিক্ষে' (বিশেষেণ শ্রেষ্ঠঃ ভবসি); 'পার্থিবং' (ইহলোকে সঞ্জাতং) 'রজঃ' (অহঙ্কারাদেঃ মূলং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ন বিব্যাচ' (ন ব্যাপ্নোতি, ন স্পৃশতি ইত্যর্থঃ); ত্বমেব 'বিশ্বং' (সর্ব্বং, সর্ব্বান্ লোকান্ ইত্যর্থঃ) 'অতি' (অতিশয়েন, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'ববক্ষিথ' (বোঢ়ুং রক্ষিতুং বা ইচ্ছসি, রক্ষসি ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ সর্ব্বেভ্যঃ অতিরিচ্যতে; স হি লোকান্ রক্ষতি; কৃপয়া অস্মান্ পরিত্রায়তু—ইতি প্রার্থনা॥ (৩অ ৮খ—৮দ ১০সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাদিপতি হে দেব! পূজ্য যে আপনি স্বতেজে দ্যুলোক হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন; ইহলোকে সঞ্জাত অহঙ্কারাদির মূল আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে অর্থাৎ স্পর্শ করিতে পারে না; আপনিই সমস্ত লোককে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন; (ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল হইতেই শ্রেষ্ঠ; তিনিই লোকগণকে রক্ষা করেন; প্রার্থনা—কৃপা করিয়া আমাদিগকে তিনি পরিত্রাণ করুন।)॥ (৩অ—৮খ—৮দ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। বোধ্যং প্রথং। হে 'ইন্দ্র!' 'বঃ' ত্বং 'দিবো' দ্যুলোকস্য 'সদোভ্যঃ' স্থানেভ্যঃ 'পরি' সর্ব্বেভ্যঃ 'ওজসা' বলেনৈব 'প্র রিরিক্ষে' প্রকর্ষেণাতিরিক্তো ভবসি (রিচেরেতদ্ রূপম্); কিঞ্চ হে ইন্দ্র! 'পার্থিবং' পৃথিব্যাং ভবং 'রজঃ' লোকঃ 'ত্বা' ত্বাং মহত্ত্বা স্বমহিম্না 'ন বিব্যাচ' ন ব্যাপ্নোতি। তথা পৃথিবীভ্যোঽপি

অতঃ স ত্বং বলেন সমর্থোঽসীত্যর্থঃ। এবম্ভূতঃ স ত্বং অস্মান্ 'বিশ্বং' 'অতি' অতিক্রম্য 'বর্হিষ' বোঢ়্ ভিন্ধি ( বহেঃ সম্ভূত ছান্দসেশিটি রূপং, মন্ত্রবাদ্যমভাবঃ )॥ ১০॥

ইতি তৃতীয়স্যাধ্যায়স্যাষ্টমঃ খণ্ডঃ॥ ৩৮॥

• • •

# দশম ( ৩১২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

ভগবান সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব তাঁহার একাংশে অবস্থিত আছে। দ্যুলোক-ভূলোকাদি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে পালন ও রক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রসূর্য্য তাঁহারই জ্যোতির কণামাত্র প্রকাশ করিতেছে। অনাদি কাল, অনন্ত গগন মধ্যে তাঁহারই অনন্তদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। যাঁহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে, 'যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ', সেই মহিমাময় ভগবানকে কে যথার্থ প্রকারে প্রকাশ করিতে পারে? তাঁহার মহিমার এই পরিচয় পাইয়া সাধক ভক্তিবিস্ময়াপ্লুত চিত্তে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন,—

"( তুমি ) আছ, অনল-অনিলে, চির নভোনীলে
ভূধর-সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে।"

প্র রিরিক্ষ ওজসা দিবঃ সদোভ্যস্পরি
ন ত্বা বিব্যাচ পার্থিবং রজঃ।

তাঁহার এই বিরাট্ মহিমা অনুভব করিতে পারিলে, হৃদয় আপনা হইতেই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে; তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে স্বতঃই মানুষ অগ্রসর হয়। মন্ত্রটী এক দৃষ্টিতে ভগবন্মাহাত্ম্য খ্যাপক; পক্ষান্তরে প্রার্থনা মূলক।* সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা—'মহান্ তুমি, বিরাট্ তুমি! আমাদিগকে রক্ষা কর। মহতো মহীয়ান্ তুমি, বিশ্বের আশ্রয়দাতা তুমি, আমাদিগকে রক্ষা কর; বিনাশ হইতে, অধঃপতন হইতে, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমাদিগকে এমন ভাবে তোমার নিকটে লইয়া যাও,—যেন আর কখনও পাপমোহ দুঃখতাপের কবলে পড়িয়া যন্ত্রণা পাইতে না হয়। 'প্র রিরিক্ষ'—প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা কর—চিরশান্তিবিধান কর, মোক্ষপ্রদান কর।' ( ৩অ—৮খ—৮স—১০সা )॥ †

---

* ঋগ্বেদ সংহিতায় এই মন্ত্রের যে পাঠ আছে, তাহা দেখিলে প্রার্থনার ভাবই মনে আসে।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"নৃতীয়ং।"

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽর্দ্ধঃ।
নবমঃ খণ্ডঃ। নবমী দশতি।

• . •

## নবমী দশতি।

অসাবি দেবমেকোনত্রিংশতায়া প্রবোধয়ে।
ত্রিপদোক্তবিরাড়ুগস্ত্রিষ্টুভোঽষ্টৌর্বিংশতিঃ।
ঐন্দ্রীষু তাসু তাস্বপি ভক্তিযোগা ভাবয়ন্তি।
পর্ব্বতেন সহেন্দ্রস্ত গীতিস্ত্রা পর্ব্বতেতাপি।

• . •

প্রথমঃ সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ক ২র ৩ ১ ২
অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধোহন্যস্মিন্নিন্দ্রো
৩ ১ ২
জনুষেমুবোচ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩
বোধামসি ত্বা হর্য্যশ্ব যজ্ঞৈর্ব্বোধানঃ
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তোমমন্ধসো মদেষু ॥ ১ ॥

• . •

গেয়-গানং।

২ র ২ ২৮ ৩ র ১ র ২ ১ ৪ ৫
১। অগো হোবা ৩ হাই। বো ২ ৩ ৪ বে। বাঙ্গোন্থ। জীকমদ্ধাঃ।

২র র ২৮ ৩ ৫ ১ ২৮ ৩ ৪ ৫
শ্রৌহোবা ৩ হা। স্মী ২ ৩ ৪ বী। ত্রৌজসু। বেমুবোচা।

২র র র ২৮ ৩ ৫ ১
বোধৌ হোবা ৩ হাই। মা ২ ৩ ৪ পী। বাহসি।

২ ১ ৪ ৫ ২র র ২ ২৮ ৩
অশ্বযত্তৈঃ। বোধৌ হোবা ৩ হাই। না ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ১ ২ ৪
ল্পো। সমদ্ধ। গো ৩ ৪ ৩। বা ৩ দা ৫ ইযু ৬ ৫ ৬॥ ১॥

* * *

১ ২ ১ ২৮ ৩র ২৮ ৩র ৫ ২ ২
২। আইহো ৩। আইহো। এভি যা। ঔ ২ ৩ ৪ বা। হাই। অগাকি

র র ১ ২ ১ ২৮ ৩ ২৮ ৩ ৫
দেবগোম্বজীকা ৩ বাদ্ধা ৩ ই। আদ্ধাঃ। অদ্ধা। ঔ ২ ৩ ৪ বা।

২ র ৩ ১ ২ ১ ২ ৩র ২৮ ৩
হাই। অগ্নিমিন্দ্রো অসুবেষু ৩ বোচা ৩। বোচা। বোচা। ঔ ২ ৩

৫ ২ র র ২ ১ ২ ১ ২৮
৪ বা। হাই। বোধামগি বা হর্য্যশ্বা ৩ বাজ্ঞে ৩ ই। যাজ্ঞৈঃ।

৩ ২৮ ৩ ১ ২ ৫ ২ র র ৩ ১র র
যজ্ঞা। ঔ ২ ৩ ৪ বা। হাই। বোধানস্তোমসদ্ধগো মা

১ ২ ১ ২৮ ৩ ২৮ ৩ ৫ ২
৩ হাইযু ৩। আইযু। এহুবা ঔ ২ ৩ ৪ বা। হাই।

১ ২ ১ ২ ৩র ২৮ ৩ ৩ ২
আইহী ৩। আইহী। এহি ব। ঔ ২ ৩ ৪ বা। হা

৫ র ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪। ঔহোবা। ঐ ২ ৩ ৪ ৫॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবং' ( দীপ্তিসম্পন্নং, দেবত্বপ্রাপকং ) 'গোঋজীকং' ( জ্ঞানযুক্তং ) 'অন্ধঃ' ( শুদ্ধসত্ত্বং ) 'অস্মিন্' ( অস্মাকং হৃদয়ে ) 'অসাবি' ( আবির্ভূতং, উৎপন্নং ) অস্তু ইতি শেষঃ ; 'ইন্দ্রঃ' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ ) 'জনুষা' ( স্বয়মেব, স্বভাবেন ) 'ঈং' ( তেন সত্ত্বেন সহ ইত্যর্থঃ ) 'ন্যুবোচ' ( সঙ্গতঃ মিলিতঃ ভবতি ) ; 'হর্যশ্ব' ( জ্ঞানভক্তিযুক্ত, জ্ঞানভক্তিদাতঃ হে দেব ) 'যজ্ঞৈঃ' ( সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ) বয়ং 'ত্বা' ( ত্বাং ) 'বোধামসি' ( বোধয়ামঃ, ভবন্তং প্রাপ্নবাম ইত্যর্থঃ ) ; 'অন্ধসঃ' ( সত্ত্বভাবস্য ) 'মদেষু' ( পরমানন্দেষু, অস্মভ্যং পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মাকং ) 'স্তোমং' ( প্রার্থনাং ) 'বোধ' ( বুধ্যস্ব, শৃণু ) ; দেবঃ কৃপয়া অস্মান্ জ্ঞানভক্তিং তথা সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৩অ—২খ-৯দ—১সা )।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিসম্পন্ন ( দেবত্বপ্রাপক ) জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হউক ; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেব স্বতঃই সেই সত্ত্বের সহিত মিলিত হন ; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই ; সত্ত্বভাবের পরমানন্দ আমাদিগকে দান করিবার জন্য আমাদিগের প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবতা কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি ও সত্ত্বভাব প্রদান করুন। ) ॥ ( ৩অ—২খ—৯দ—১সা )।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'দেবং' দীপ্তং 'গোঋজীকং' গোভিঃ সংস্কৃতং গব্যেন মিশ্রিতমিত্যর্থঃ। 'অন্ধঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'অসাবি' অভিষুতং। 'ঈং' এনং 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মিন্' অভিষুতে সোমলক্ষণেঽন্নে 'জনুষা' স্বভাবত এব 'ন্যুবোচ' নিতরাং সক্তো ভবতি ( উচ সমবায়ে )। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ। হে 'হর্যশ্ব!' 'ত্বা' ত্বাং 'যজ্ঞৈঃ' স্তোত্রৈঃ হবির্ভির্বা 'বোধামসি' বোধয়ামঃ। 'অন্ধসঃ' সোমস্য 'মদেষু' 'নঃ' অস্মাকং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'বোধ' বুধ্যস্ব। ( ৩অ—২খ-৯দ-১সা )।

* . *

## প্রথম ( ৩১৩ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——×✝○✝×——

এই মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য-খ্যাপন ও প্রার্থনা মিশ্রিতভাবে আছে। নিত্যসত্য-খ্যাপনে বলা হইয়াছে—ভগবান্ শুদ্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিত হন। তাহার অর্থ এই যে, ভগবান্ জ্ঞানময়; জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিত্যবস্তি। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'—তিনি জ্ঞানময়।

মন্ত্রের প্রার্থনাংশে, প্রার্থনা করা হইয়াছে—'দীপ্তিসম্পন্ন জ্ঞানযুক্ত সত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হউক।' জ্ঞানযুক্ত সত্ত্বভাব—দীপ্তিসম্পন্ন, 'দেবং'—দেবত্বপ্রাপক, কিরূপে হয়? মানুষ জ্ঞান-বলেই দেবত্বের দাবী করিতে পারে; জ্ঞান-বলেই মানুষ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে। যাহা মানুষকে দেবতার আসন প্রদান করিতে পারে, তাহাই দেবত্ব-প্রাপক—'দেবং'। এমন জ্ঞানযুক্ত সত্ত্বভাব যে অতীব দীপ্তিসম্পন্ন দেবত্বপ্রাপক হইবে; তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সত্ত্বভাবই দেবত্বপ্রাপক, শুদ্ধসত্ত্ব ভাব তো দেবতারও কাম্যবস্তু। এমন সত্ত্বভাব, জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইলে, দেবতা-বাঞ্ছিত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'দেবং গো-কাম্যং অন্ধঃ অস্মিন্ অসাবি।'

এই প্রার্থনার পরই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ের কথা বলা হইয়াছে—'যজ্ঞৈঃ ত্বা বোধামসি'—সৎকর্ম সাধনের দ্বারা আপনাকে যেন জানিতে পারি, আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। ভগবৎ-চরণ-প্রাপ্তির প্রাথমিক উপায়—ঐ সৎকর্ম-সাধন। সৎকর্মের দ্বারা, জ্ঞান-ভক্তির সাহায্যে, আমরা মুক্তি লাভ করিতে পারি।

মন্ত্রের শেষাংশে আবার সত্ত্বভাব-লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভগবান্ আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আমাদিগকে বাঞ্ছিত সত্ত্বভাব প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের অনেক স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'গোবয়স' ও ইন্দ্রের 'হরি' নামক অশ্বদ্বয়ের উল্লেখ আছে। আমাদিগের মত মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। (৩অ-১খ-১দ-১সা)।*

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২র

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ

৩ ১ ২

পুরুহূত প্র যাহি।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২

অসো যথা নোঽবিতা বৃধশ্চিদ্দদো বসূনি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মমদশ্চ সোমৈঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্। (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। তাহাদের নাম—"ঐরবর্দ্ধং" এবং "নিধনং।"

তৃতীয়ং সাম।

১ ২৩ ৩ ৩ ১২ ৩ ২উ ৩
অদর্দ্দরুৎসমসৃজো বি খানি

১২৩১ ২ ৩ ১ ২
ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ।

৩১ ২ ৩ ১ ২৩ ২উ ৩২উ ৩ ২৩
মহান্তমিন্দ্র পর্ব্বতং বিয়দ্বঃ সৃজদ্ধারা অব

১২ ৩২
যদ্দানবান্ হন্॥ ৩॥

গেয় গানং।

৪৫ ৪ ২ র ১ ২ ১ ৫ ২ রর
১। অদর্দ্দরুৎ সমসৃজোবিখানি। ত্বমর্ণা ২ ৩ ৪ বান্। বদ্বধানাঁ

১ ২ ১র ৫ ২ ১ ২ ১
অরাম্ণঃ। মহান্তা ২ ০ ৪ মী। ন্দ্রপর্ব্বতং বিয়াদ্বঃ। সৃজাদ্ধা

৫ ১২ ১২র ১ ২
২ ৩ ৪ রাঃ। অব যদ্দান। বা ২ ৩ নৃহা ৩ ৪ ০ ম্।

১
ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৩॥

৪৫ ৪ ৫৪৫৪ ১র র রর ২১
২। অদর্দ্দরুৎ সমসৃজাঃ। বিখানি। ত্বমর্ণবান্ বদ্বধানাঁ অরা ২ -

২ ১র ২১ ২ ১২র
ম্ণাঃ। মহান্তমিন্দ্র পর্ব্বতং বিয়া ২ ০ দ্বাঃ। সৃজাদ্ধারা ২ ঃ।

১১র ১২র ১ ৯ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
অবা ২ যদ্দান। বা ২। বা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। হা ২ ০ ৩ ৪ ৫ ন্॥ ৩॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বং' (হে দেব ত্বং) 'উৎসং' (মূলস্থানং, নিম্নং ইত্যর্থঃ) 'অদর্দ্দঃ' (বিদারয়, বিদারণম্); 'খানি' (আকরং, জলোৎপত্তিস্থানং, কূপং, কুণ্ড ইত্যর্থঃ) 'ব্যসৃজঃ' (বিশেষেণ সৃষ্টবান্ — তাড়াগাদীনি জলানি উৎপাদয় ইত্যর্থঃ); 'বদ্বধানান্' (অপরিস্ফুটান্) 'অর্ণবান্' (সমুদ্রান্) 'অরম্ণাঃ' (বিস্তারয়, পরিস্ফুটান্ কুরু ইত্যর্থঃ); 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে

দেব!) ত্বং 'বৎ' (যদা) 'দানবান্' (অস্মাকং হৃদিস্থিতান্ রিপূন্) 'অহন্' (বিনাশয়সি)। তদা 'বৎ' (প্রসিদ্ধং, তৎ) 'মহান্তং' (কঠোরং) 'পর্ব্বতং' (পাষাণবৎ অস্মাকং হৃদয়ং) 'উৎ' (ভিত্ত্বা)· 'ধারাঃ' (ভক্তিপ্রবাহাঃ) 'বাসৃজৎ' (নির্গময়তি); হে দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তে প্রযচ্ছ; অস্মাকং রিপূন্ নাশয়—ইতি ভাবঃ। (৩খ—১দ—১দ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি রিপুগণকে বিনাশ করুন; (আমাদিগের) হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি রত্ন উৎপাদন করুন; অপরিস্ফুট সত্ত্বভাবসমূহকে পরিস্ফুট করুন; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি যখন আমাদিগের হৃদয়স্থিত রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, তখন সেই কঠোর পাষাণবৎ আমাদিগের হৃদয়কে ভেদ করিয়া ভক্তি প্রবাহ নির্গত হয়; (ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন, আমাদিগের রিপুনাশ করুন।)। (৩খ—১দ—১দ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। পাহুর্ষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'ত্বং' 'উৎসং' উৎস্রবণশীলং মেঘং 'অর্দ্দিঃ' বিদারিতবানসি। তদনন্তরং 'খানি' মেঘস্থোদকনির্গমনদ্বারাণি 'বাসৃজঃ' বিশেষেণ সৃষ্টবানসি। কিঞ্চ। 'বদ্বধানান্' 'অর্ণবান্' উদকবন্তো মেঘান্ 'অরম্ণাঃ' বিসর্জয়সি আবরণীভূতানঃ (অত্র মাধ্যমিকীনির্গমনকর্ম্মা) হে ইন্দ্র! 'যৎ' যদা (যদিতি নিপাতনাৎ) 'মহান্তং' প্রবৃদ্ধং 'পর্ব্বতং' মেঘং বিবৃতবানসি। 'ধারা' অপাং 'বিসৃজৎ' বাসৃজঃ বিসর্জিতবানসি। 'ত্বং' যদা 'দানবান্' দনোঃ পুত্রান্। যদ্বা উদকস্য দাতৄন্ মেঘান্ 'অহন্' অভিহতবানসি। অত্র নিরুক্তং—'অদৃণা উৎসমুৎস উৎসরণাদ্বোৎসদনাদ্বোৎস্যন্দনাদ্বো নত্তের্বা স্যাৎ বাসৃজোহস্য খানি সর্ব্বধানর্ব্বস্য এতানিভ্যানি। 'বিষুঃ সৃজতাত্মা অবধান-ম্যান্'—'বিষুঃ সৃজোবিধারা অবধানমং তন্'—ইতি চ পাঠৌ। (৩খ—১দ—১দ—৩সা)।

• • •

## তৃতীয় (৩১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা ও বিভাসত্তা প্রখ্যাপন আছে। আমাদিগের হৃদয় খনি বিশেষ। ভগবান সেই খনির মালিক। পৃথিবীর খনির মধ্যে যেমন রত্নাদি পাওয়া যায়, আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে ও সেইরূপ জ্ঞানভক্তি, সদ্বৃত্তি প্রভৃতি রত্নরাজী বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত

রত্নের ব্যবহার করিতে পারিলেই মানুষ পরমধনের অধিকারী হইতে পারে। এই প্রার্থনার পরের অংশেই বলা হইয়াছে 'অপরিস্ফুট সদ্ভাব সমূহকে পরিস্ফুট করিয়া প্রদান করুন।' এই বাক্যের মধ্যে নিত্য-সত্যও প্রার্থনা মিশ্রিতভাবে আছে। আমাদিগের হৃদয় রত্নের আকর সত্য, উহাতে রত্নরাজি আছে সত্য; কিন্তু তাহা পরিস্ফুট, বিশুদ্ধ না করিলে ব্যবহারে লাগান যায় না। ভগবান মানুষকে বহুধনের অধিকারী করিয়াছেন,— কিন্তু মানুষ তাহার ব্যবহার জানে না ব'লয়া নিজকে দীন দরিদ্র মনে করে। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'দিয়াছ তো প্রভু অনেক জিনিস, কিন্তু আমি তাহার দ্বারা তো উপকার লাভ করিতে পারিতেছি না। তুমি জ্ঞান দিয়াছ—কিন্তু অজ্ঞানতা তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মশক্তি দিয়াছ—কিন্তু রিপুগণের দৌরাত্ম্যে আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ভক্তি দিয়াছ—কিন্তু পাষাণহৃদয় ভেদ করিয়া সে ভক্তিধারা প্রবাহিত হইতে পারে না। যদি দিয়াছ ধন, তবে তাহা ব্যবহার করিবার শক্তিও দাও। যাহাতে তোমার দেওয়া রত্নগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান কর।'

ইহার পরেই একটী নিত্য-সত্য-খ্যাপিত হইয়াছে। আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিস্রোত আছে কিন্তু প্রবাহ-মুখে পাথর চাপা থাকায় তাহা বাহির হইতে পারে না। সেই পাথরের ধারণকারী —আমাদিগেরই হৃদয়স্থিত রিপুগণ! তাই, যখন ভগবানের কৃপায় মানুষ রিপুকবল হইতে মুক্তি লাভ করে; তখন তাহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ভক্তিস্রোত, বিপুলশক্তিতে বর্ষার বাঁধ-ভাঙ্গা দামোদরের বন্যার ন্যায় সাধকের হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দেয়—তিনি ধন্য হন। (৩অ—১খ—১দ—৩সা)। *

---

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুষাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সনিষ্যন্তশ্চিত্তুবিনৃম্ণ বাজম্।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ
আ নো ভর সুবিতং যস্য কোনা।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তনা ত্মনা সহ্যাম ত্বোতাঃ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী—'ঔক্ষদ্বে ও'

বঙ্গানুবাদ।

ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমরা আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমধনশালী হে দেব! আপনার কর্তৃক জ্ঞান ও সাধনমার্গানুকূলকর্ম্মসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদত্ত হউক; ( ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে জ্ঞান ও সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন ); আমাদিগকে পরমার্থ প্রদান করুন; মোক্ষলাভের জন্য আমরা যে ধনের প্রার্থী, আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পরমার্থ-রূপ সেই ধন আমরা স্বয়ংই যেন আপনার প্রসাদে লাভ করিতে পারি; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন এবং আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন। )। ( ৩অ—১খ—১দ—৪সা )।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। চতুর্থং সাম। পৃথুবৈন্য ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'সুদানবঃ' সোমমভিষুতবন্তো বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'হবামহে' ভজামঃ। হে 'তুবিনৃম্ণ' বহুবল বহুধন বা ইন্দ্র! 'বাজং' চরু-পুরোডাশাদি-লক্ষণমন্নং 'সনিষ্যন্তঃ' দত্তবন্তঃ সম্ভজন্তো বা বয়ং ত্বাং ভজামঃ। যত এবং অতো হেতোঃ 'নো' অস্মভ্যং 'স্থবিরং' স্থূলং প্রাপ্তব্যং শোভনং ধনং 'আভর' আহর প্রযচ্ছ। 'যস্য' যত্ধনমভি-প্রেয়ানেব 'কোনা' ( কনেঃ কান্তিকর্ম্মণ ইদং রূপং; পচাদ্যচ্; আকারস্য ব্যত্যয়েন ওকারঃ; প্রথমৈকবচনস্যাকারঃ ) কাময়মানো ভবসি তদ্ধনমাভরেত্যর্থঃ। বয়ং চ 'যোত্তাঃ' ত্বয়া রক্ষিতাঃ সন্তঃ 'ত্বনা' (ধনমাদৈবতং) বিশ্বভানি ধনানি 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব অন্য-নৈরপেক্ষ্যেণৈব 'সহ্যাম' ( সহ অভিভবে; ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ ) ত্বৎপ্রসাদাল্লভেমহি। 'সনিষ্যন্তশ্চিত্তু বিনৃম্ণ বাজং'—ইতি ছন্দোগাঃ। 'সসবাংসশ্চ' তুবিনৃম্ণ বাজং—ইতি বহ্বৃচাঃ। 'কোনা ত্বনা—ত্মনা সহ্যাম'—'চাকন্ ত্মনা তনা সহ্যাম' ইতি পাঠৌ। ( ৩অ—১খ—১দ—৪সা )।

• • •

## চতুর্থ ( ১১৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——————•:§•§:•—— ——

এই প্রার্থনা মূলক মন্ত্রটীর প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। মন্ত্রটীর শেষভাগে প্রার্থনা করা হইয়াছে—'তনা ত্মনা সহ্যাম যোত্তাঃ।' ইহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিতেছেন—'ত্বয়া রক্ষিতা সন্তঃ ধনানি আত্মনা স্বয়মেব অন্য-নৈরপেক্ষ্যেণৈব সহ্যাম, ত্বৎপ্রসাদাৎ লভেমহি'—আমরা যেন আপনার প্রসাদে স্বয়ংই ধনলাভ করিতে পারি। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন মাত্র। এইখানেই ভগবৎ-প্রাপ্তির চাবিকাঠি আছে। ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—'যে নিজকে সাহায্য করে, ভগবান্ তাহাকে সাহায্য করেন।' এখানে আমরা

সাধকের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা দেখিতে পাই। ধর্ম্ম কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না, উহা প্রত্যেকের নিজস্ব জিনিষ। নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত না হইলে কেহ বাহির হইতে ভক্তি দিতে পারে না। ভগবানের নিকট আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহার অর্থ এই নয় যে, ভগবান্ আসিয়া আমাদিগকে পাকা কলাটির মত মুক্তি বা মোক্ষ প্রদান করিবেন। ঐ সমস্ত প্রার্থনার মূলে রহিয়াছে—প্রবল আত্মোদ্বোধনের ভাব। সাধক, নিজশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা করেন, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন,—যেন তিনি সাধককে তাঁহার অভিলষিত মোক্ষপথে চলিবার শক্তি দেন। অবশ্য, কোন কোনও কৃপাসিদ্ধ সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের এই জীবনে কৃপা লাভের পূর্ব্বে রহিয়াছে—অসংখ্য পূর্ব্ব জীবনের সুকৃতি। বর্ত্তমান মন্ত্রে সাধক এই কথাটাই বিশেষ ভাবে ফোটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষেরই প্রধান প্রার্থনা—'বয় কোর্মা তমা ধনা সহায় বোত্তাঃ—আমরা আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যবাই যেন সেই পরমধন লাভ করিতে পারি।' (৩অ—১খ ১দ—৯সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২

জগৃভ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূয়বো

৩ ১ ২

বসুপতে বসূনাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২

বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ॥ ৫॥

• . •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী—"পার্থে দ্বে।"

গেয়-গানং।

৫ র র র র র ৫ ১ ২ র ১
১। অগৃহ্ণা তে দক্ষিণমাহা ওহা ৬ এ। ইন্দ্রহা ২ ০ স্তাম্। বসূয়বো।

২ ২ ৩৫ ২ ২ ২ ২
বসুপা ৩। ভাইবসূ। নাম্। ও ৩। হা। ও ৩। হা ৩ এ।

১র র ২ ২৩৫ ২
বিদ্মাহিত্বা। গোপতী ০ ম। শূরগো। নাম্। ও ০।

২ ২ ২ ১ ২ ১
হা। ও ০। হা ০ এ। অস্মভ্যঞ্চাই। ত্রা ৩ ০ বৃষ।

২ ৩৫ ২ ২ ২ ২
ণস্ রয়িম্। দাঃ। ও ০। হা। ও ৩। হা ৩ এ।

১ ২ ২ ২ ৫ ২র ১র ২র ১র
দয়াইন্দ্রা ৩ উবা ০। উ ০ ৪ পা। ঔ হো ঔ হো

১ ১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
বা ২ ০ ৩ ৫ উ। বা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

৫ ৪র ৫র ৪ ৫ র ৪র ৫ ২ ৳ ৩ ৫
২। অগৃহ্ণা তে দক্ষিণাম্। ঔহোহোবাহাই। ইন্দ্রাহা ২ ০ ৪ স্তাম্।

২ র ১ ২ ২৳ ৩৫ ২ ৳ ৩ ৫ ২ ২
বসূয়বো। বসুপা ৩। ভাইবসূ। নৌ। বাও ২ ০ ৪ বা। হা ৩

১র র ২ ২৩৫ ২ ৳ ৩
হাই। বিদ্মা হিত্বা। গোপতী ৩ ম্। শূরগো। নৌ। বাও

৫ ২ ২ ১ ২ ১
২ ৩ ৪ বা। হা ৩ হাই। অস্মভ্যঞ্চাই। ত্রা ৩ ০ বৃষ।

২ ৩৫ ২ ৳ ৩ ৫ ২
ণস্ রয়িম্। দৌ। বা ও ২ ৩ ৪ বা। হা ০ ৪।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ঈ ২ ০ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র ১ ২ ১
৩। হোঈ ২। হোঈ ২। হোঈ ২। জগৃহ্মা তে দক্ষিণম্। ইন্দ্রহাস্তা

২ ১ ২ ১ ২ র ১ ১র র ১
২ ম্। হাস্তা ২ ম্। হাস্তা ২ ম্। বসূয়বো ২ বসুপ। তে বসুনা

২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র ১র ২ র
২ ম্। সুনা ২ ম্। সুনা ২ ম্। বিদ্মাহিত্বাগোপতিম্। শূর

১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
গোনা ২। গোনা ২ ম্। গোনা ২ ম্। অস্মভ্যংচিত্রং বৃষ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ণ৺ রয়াইন্দা ২। আইন্দা ২ঃ। আইন্দা ২। হোঈ ২।

১ ২ ১ ৩ ৫র র
হোঈ ২। হোয়া ২। বা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা।

৩ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

• • •

৩ ৫র ৪ ৫র ৪ ৫র ৫ ১ ২ ১
৪। আঔহোই। আঔহোই। আঔহো ৬ বা। ঔ ৩ হোই। ঔ ৩

১ র ২ ১র ২ ২ ৩ ৪ ৫
হোই। ঔ ২ ৩ হোবা। জগৃহ্মা তাই। দক্ষিণা ৩ ম্। ইন্দ্রহস্তম্।

৪ ৫ ৪ ৫ ২ র ১ ২ ২১ ৩ ৪ ৫
ন্দ্রহস্তাম্। দ্রহস্তাম্। বসূয়বো। বসুপা ৩। তাইবসুনাম।

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১র র ২ ২ ৩
বসুনাম্। বসুনাম্। বিদ্মাহি ত্বা। গোপতী ৩ ম্। শূর

৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১
গোনাম্। রগোনাম্। রগোনাম্। অস্মভ্যঞ্চাই।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫
ত্রা ৩ ৩ বৃষ। ণ৺ রয়িন্দাঃ। রয়িন্দাঃ।

৪ ৫ ৪ ৫র ৪ ৫র
রয়িন্দাঃ। আঔহোই। আঔহোই।

৪ ৫র ৫ ১ ২ ১ ২ ১
আঔহো ৬ বা। ঔ ৩ হোই। ঔ ৩ হোই। ঔ ২ ৩

র ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
হোবা ৩ ৪। ঔ হোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

• • •

৫র র র ১ ২ ১ ২ ১র

৫। হাউহাউহাউ। ও। হোহো বা। ও। হো হোবা। অগৃহ্মাতাই।

২ ২৩৪৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র১ .২

দক্ষিণা ওম্। ইন্দ্রহস্তম্। দ্রহস্তম্। দ্রহস্তাম্। বসূয়বো। বসুপা ও।

২ ৩৪৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১র র ২

তাই বসুনাম্। বসুনাম্। বসুনাম্। বিদ্মাহিত্বা। গোপতী

২৩৪৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৫১

ওম্। শূর গোনাম্। রগোনাম্। রগোনাম্। অস্মভ্যম্বাই।

২ ১ ২ ৩৪৫ ৪ ৫ র র র

ত্রা। ও ০ বৃষ। ণম্ রয়িন্দাঃ। রয়িন্দাঃ। হাউহাউহাউ।

১ ২ ১ ২ ১ ৯

ও। হোহোবা। ও। হোহোবা। ও। হো। হো ২।

৩ ৩ ৫র র ৩১১১১

বা ২৩৪। বা ২৩৪। ও হোবা। ঔ ২৩৪৫॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসুপতে' (ধনানাং অধিপতে, পরমধনদাতঃ) 'ইন্দ্র' (পরৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'বসূয়বঃ' (পরমধনকামযমানাঃ বয়ং) 'বসূনাং' (ধনানাং, পরমধনলাভায়, মোক্ষলাভায় ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'দক্ষিণং হস্তং' (মঙ্গলময়ং স্বরূপং, মঙ্গলস্বরূপং) 'অগৃহ্ম' (গ্রহণং উপলব্ধিং বা করবাম); 'শূর' (বীর্য্যবন্ হে দেব) 'গোনাং' (জ্ঞানকিরণানাং—জ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'হি' (এব) 'গোপতিং' (জ্ঞানাধীশং, জ্ঞানপ্রদায়কং) 'বিদ্ম' (জানীমঃ); ত্বং 'অস্মভ্যং' 'চিত্রং' (বিচিত্রং, শ্রেষ্ঠং) 'বৃষণং' (অভীষ্টপ্রদং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (প্রদেহি); হে ভগবন্ বয়ং তব মঙ্গলস্বরূপং উপলব্ধুং সমর্থাঃ ভবেম; কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি। ৩অ—৯খ—১দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা, পরৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! পরমধনকামী আমরা মোক্ষলাভের জন্য আপনার মঙ্গলস্বরূপকে যেন উপলব্ধি করিতে পারি; বীর্য্যবান্ হে দেব! জ্ঞানলাভের জন্য আমরা আপনাকেই জ্ঞানপ্রদায়ক জানি; আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ পরমধন প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্ আমরা আপনার মঙ্গলস্বরূপ যেন

উপলব্ধি করিতে পারি; কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১খ—২দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। সপ্তঋষি। হে 'বসুপতে'! বসূনাং ধনানাং স্বামিন্ 'ইন্দ্র'! 'তে' তব 'দক্ষিণং' হস্তং 'বসূয়বো' ধনকামা বয়ং 'জগৃহ্ম' গৃহ্নীমঃ (যথা বহুপদস্থাবিনোহস্মত্তোমদত্বা ন গন্তব্যমিতি হস্তং গৃহ্ণন্তি তদ্বৎ) হে 'শূর' বিক্রান্তেন্দ্র! ত্বাং 'গোপতিং' অত্র বৃষাবৃক্তভ্যাং স্বামিত্বং বহুত্বং চ প্রতিপাদ্যতে) বহ্বীনাং গবাং গোপতিং 'বিদ্ম' জানীম। অতো 'অস্মভ্যং' 'চিত্রং' পূজনীয়ং 'বৃষণং' বর্ষকং 'রয়িং' ধনং 'দাঃ' দেহি॥ ৫॥

• • •

## পঞ্চম (৫১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———০:❀:০———

এই মন্ত্রের প্রার্থনায় প্রথম এক অংশ এই,—'মোক্ষলাভের জন্য আপনার মঙ্গলস্বরূপকে যেন উপলব্ধি করিতে পারি।' স্বরূপতঃ এই প্রার্থনার লক্ষ্য ও লাভোপায় প্রায় এক জিনিষ। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, মোক্ষলাভের আর কিছু বাকী থাকে না। মোক্ষলাভের অর্থই—ভগবৎচরণ প্রাপ্তি, আত্মায় তাঁহার উপলব্ধি। তবে, মন্ত্রের মধ্যে আমরা পুনরুক্তি দেখিতে পাই কেন?

ভগবানকে পাইবার নানাবিধ পন্থা আছে। নানা সাধক, নানাবিধ উপায়ে, নানা ভাবের মধ্য দিয়া—ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করেন। যদিও সকলেরই লক্ষ্য এক—তথাপি উপায়, ভাব, সাধনপ্রণালী ভিন্ন। এখানে প্রার্থনার মধ্যে পুনরুক্তি অথবা লক্ষ্য ও লাভোপায়ের আপাতঃপ্রতীয়মান একত্ব দেখিতে পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অভেদত্ব নয়।

ভগবান্—'সত্যং শিবং সুন্দরং'। তিনি সত্যস্বরূপ, তাই, কখনও সাধক তাঁহাকে 'সত্য' ভাবের সাধনায় পাইতে চাহেন। জগতের মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলত্বের পরিচয় পাইয়া, মঙ্গলস্বরূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া যান। সাধকের জীবন মঙ্গলময় হইয়া উঠে; জগতের মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাকে উৎসর্গ করেন। আমাদের দেশে মঙ্গলবাদী সাধক যথেষ্ট আছেন,—যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গলত্বের পরিচয় পান। পাশ্চাত্য দেশেও এরূপ সাধক আছেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজীতে Optimist (মঙ্গলবাদী) বলে।

আবার, কোনও সাধক তাঁহার 'সুন্দর' স্বরূপের উপাসনা করেন। জগতে ভগবানের অনন্তসৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইয়া তিনি পরমসুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন হন এবং এই সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার পরশ প্রাণে পাইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রে লক্ষ্য ও লাভোপায়-আপাততঃ এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে—এই সাধকের ভাবধারার বিভিন্নতায়। এখানে শিবপন্থী সাধক, ভগবানকে শিবভাবে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন।

প্রচলিত ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন মতানৈক্য নাই। ভাষ্যে 'গোমতি' এবং 'বজ্রমাং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ( ৩অ—১৭—১দ—৫সো ) *

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ২র
ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎ পার্য্যা

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যুনজতে ধিয়স্তাঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম আ

৩র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥ ৬ ॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ∧ ৩ ৫ ৫ ১ ∧ ৩ ৫ ২ ১ ২
ইন্দ্রম। ২ ৩ ৪ রো। নেমাধা ২ ৩ ৪ ইতা। হবন্তা ২ ৩ ই। যৎ

৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫ ২ ১
পার্য়া ২ ৩ ৪ যাঃ। যুনাজা ২ ৩ ৪ তাই। ধিয়াস্তা ২ ৩ ঃ।

২ ∧ ৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫ ২ ১
শূরোনা ২ ৩ ৪ র্ষা। তাশ্রাবা ২ ৩ ৪ সাঃ। চকামা ২ ৩ ই।

২ ∧ ৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫ ১ ১
আ গোমা ২ ৩ ৪ তো। ব্রজাইভা ২ ৩ ৪ জা। ত্বম্না

২ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ উবা ৩। এ ৩। উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( অষ্টম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ )। ইহার গেয়-গান পাঁচটী - "সৌপর্ণে দ্বে" এবং "বাপশ্রাবি ত্রীণি।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নেমধিতা' (নেমধিতৌ, সংগ্রামে, রিপুসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (যদা) 'পার্য্যাঃ' (রিপুনাশকানি) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধানি) 'ধিয়ঃ' (সৎকর্ম্মাণি) 'বৃনজতে' (প্রযুজ্যন্তে) তদা 'নরঃ' (নেতারঃ, সাধকাঃ) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তে, তৎসাহায্যং প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ); হে দেব! 'শূরঃ' (বীর্য্যবান্) 'নৃষাতা' (নরাণাং পরমার্থদাতা) 'ত্বং' অস্মাকং 'শ্রবসঃ' (পরমমঙ্গলস্য) 'আ চকামে' (কাময়মানে সতি) 'গোমতি' (জ্ঞানসমন্বিতে) 'ব্রজে' (আশ্রয়স্থানে, পথি) 'নঃ' (অস্মান্) 'কৃধি' (প্রেরয়, নয়, অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু ইত্যর্থঃ); ভগবান্ সর্ব্বতঃ হি নরাণাং রিপুসংগ্রামে সহায়ঃ ভবতি; স রিপূন্ বিনাশ্য অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১খ—১দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে যখন রিপুনাশক প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তখন সাধকগণ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে আহ্বান করেন, অর্থাৎ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন; হে দেব! বীর্য্যবান্, মানুষের পরমার্থদাতা আপনি, আমাদিগের পরম মঙ্গলের কামনাকারী হইয়া জ্ঞানসমন্বিত পথে আমাদিগকে লইয়া যাউন, অর্থাৎ আমাদিগকে জ্ঞানসমন্বিত করুন; (ভাব এই যে,—ভগবানই সর্ব্বতোভাবে রিপুসংগ্রামে মানুষের সহায় হয়েন; তিনি রিপু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠং সাম। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। 'যৎ' যদা পার্য্যাঃ যুদ্ধে তরণনিমিত্তভূতাস্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'বৃনজতে' প্রযুজ্যন্তে। তদা 'নরো' নেতারো 'যজমানাঃ' সংগ্রামানাং বা 'নেমধিতা' নেমধিতৌ যজ্ঞে সংগ্রামে বা ধনমিন্দ্রং 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি। হে 'ইন্দ্র!' স ত্বং 'শূরঃ' 'নৃষাতা' নৃণাং সম্ভক্তা। 'শ্রবসঃ' বলস্য অন্নস্য বা 'চকামে' চকানে কাময়মানে সতি 'গোমতি' গোযুক্তে 'ব্রজে' গোষ্ঠে 'নো' অস্মান্ 'কৃধি' ভাগিনঃ কুরু। 'শ্রবসশ্চকামে'—'শ্রবসশ্চকানে' ইতি পাঠৌ। (৩অ—১খ—১দ—৬সা)॥

# ষষ্ঠ (৩১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——×⁝•⁝×——

এই মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রথমাংশে নিত্যসত্য-খ্যাপন ও শেষাংশে প্রার্থনা আছে।

মানুষের সহিত অন্তর্বহিঃস্থিত রিপুগণের সংগ্রাম সর্ব্বদাই চলিতেছে। কখনও বা মানুষ জয়

লাভ করে, অথবা বা রিপু জয়ী হয়। মানুষ যখন আলস্যে ঔদাসীন্যে আপনাকে রিপুর হাতে ছাড়িয়া দেয়, যখন সে আপনার আত্মরক্ষার উপযোগী উপায় বিধান করে না, তখন শত্রুর দ্বারা পরাজিত হয়। আবার, যখন রিপুগণের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী,—হৃদয়স্থ সদ্ভাব সমূহ জাগরিত হয়, তখন সংগ্রামে মানুষ জয় লাভ করে। হৃদয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা, যাহাতে রিপুকুল বাস করে—তাহা সৎকর্ম্মের দ্বারা দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উপজন হইলে, রিপুকুল আপনি পলায়ন করে। সেই সদ্ভাব ও নির্ম্মলতা লাভ হয়—সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা এবং ভগবানের কৃপায়। তাই বলা হইতেছে— রিপুসংগ্রামে যখন রিপুনাশক প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মসমূহ প্রয়োগ করা হয়, তখন সাধকগণ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে আহ্বান করেন। উহার ফল—অবশ্যম্ভাবী জয়। দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিলে অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হইলে, পশুভাব—রিপুর প্রাবল্য আপনাআপনি দূরে যায়।

ভগবান মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি পরম মঙ্গলের আধার, সুতরাং যাহাতে জগতের জীবসমূহের মঙ্গল সাধিত হয়, তিনি তাহার উপায় বিধান করেন। জগতের মঙ্গলের মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। 'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি' জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জগতে আর কিছু নাই। মানুষ প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হয়—এই জ্ঞানের বলে। জগৎসৃষ্টির মূলকারণ জ্ঞান, আবার ঐ মূলকারণে আত্মবিলোপ করাও সম্ভবপর হয় জ্ঞানের সাহায্যে। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ, তাই তাঁহার চরণে পৌঁছিবার উপায় ও জ্ঞানানুমোদিত পন্থায় তাঁহার আরাধনা। জ্ঞানবলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, তাই তিনি মানুষকে মোক্ষলাভের উপায়ভূত জ্ঞান প্রদান করেন। তাই সাধক তাঁহার নিকট সেই জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন "মানুষের পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রভো, আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাও। রিপুগণের আক্রমণে আমরা বিব্রত, আমাদিগকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার কর। আমরা দুর্ব্বল, অজ্ঞান, রিপুদের কবলে পড়িয়া, মায়ার-ছলনায় ভুলিয়া, দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তুমি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে মঙ্গলজনক পথে লইয়া যাও। জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন কর, আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান কর,—যেন আমরা আর মোহ-মায়ার ছলনায় না ভুলি, অজ্ঞানতার বশে বিপথে না যাই।"

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল—'যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হইয়া গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও।' বলা বাহুল্য, মানুষকে গরুর গোষ্ঠে লইয়া যাইবার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৩অ—৯প—৯দ—৬সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—"গৌরীবিতম্।"

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা
১ ২ ৩ ১ ২
ঋষয়ো নাধমানাঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ২
অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্দ্ধি চক্ষুর্ম্মুমুগ্ধ্যা ৩
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
স্মান্নিধয়েব বদ্ধান্॥ ৭॥

গেয়-গানং।

৫ র র ১ র র ২ ১ র র র
বয়ো হাউ। সুপর্ণ উপসেদুরাইন্দ্রম্। প্রিয়মেধা ঋষয়ো
৭ ২ ১ র র র ২ ১ ২
নাধমা২৩নাঃ। অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্দ্ধি চা২৩ক্ষুঃ।
১ ১ ২ — ২ ১ ২
মুমুগ্ধি। ঔ৩হো৩ই। আ২১। স্মা৩নিধা য়ে
২ ৫
৩৪৩। বা৩বা৫দ্ধা ৬৫৬ন্॥ ৭॥

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুপর্ণাঃ' (উর্দ্ধগমনশীলাঃ, মোক্ষাভিলাষিণঃ) 'বয়ঃ' (দেবমুক্তিস্থ গন্তারঃ, ভগবৎ-পরায়ণাঃ) 'প্রিয়মেধাঃ' (সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ) 'নাধমানাঃ' (প্রার্থনা-পরায়ণাঃ) 'ঋষয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'উপসেদুঃ' (প্রাপ্নুবন্তি); সৎকর্ম্মান্বিতঃ জ্ঞানী জনঃ মোক্ষং লভতে ইতি ভাবঃ; হে দেব! অস্মাকং 'ধ্বান্তং' (অন্ধকারং, অজ্ঞানতাং) 'অপোর্ণুহি' (দূরং কুরু); 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিং) 'পূর্দ্ধি' (পূরয়, উন্মীলয়); 'নিধয়া' (মায়া-মোহপাশেন) 'বদ্ধান্ ইব' অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ অস্মান্) 'মুমুগ্ধি' (মোচয়); হে দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষলাভোপায়ং জ্ঞানং দেহি—ইতি ভাবঃ। (ওম্ - ৪থ ১দ—৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষাভিলাষী, ভগবৎ-পরায়ণ, সৎকর্ম্মান্বিত, প্রার্থনা-পরায়ণ জ্ঞানিগণ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—

সৎকর্ম্মান্বিত জ্ঞানীব্যক্তি মোক্ষ-লাভ করেন); হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করুন; জ্ঞান-দৃষ্টি উন্মীলিত করুন; মায়ামোহ-পাশের দ্বারা বদ্ধতুল্য প্রার্থনাকারী আমাদিগকে মুক্ত করুন; (ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩অ—২খ—১দ—৭সা॥)

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। গৌরিবীত ঋষিঃ। 'বয়ো' গন্তারঃ 'সুপর্ণাঃ' সুপতনাঃ আদিত্য-রশ্ময়ঃ 'ইন্দ্রং' 'উপসেদুঃ' উপসন্না অভবন্। কীদৃশাঃ? 'প্রিয়মেধাঃ' প্রিয়যজ্ঞাঃ 'ঋষয়ো' দ্রষ্টারঃ 'নাধমানাঃ' প্রজ্ঞাং যাচমানাঃ (যাচন প্রকার উচ্যতে) হে ইন্দ্র! 'ধ্বান্তং' অন্ধকারং 'অপোর্ণুহি' পরিহর (অপ ধ্বান্তমূর্ণুহীতি যেন তমসা প্রাবৃতো মন্যেত তমনসা গচ্ছেদপৈবাস্মাত্তন্নুদত'—ইত্যেতরেয়ব্রাহ্মণমন্ত্রানুসন্ধেয়ং) 'পূর্দ্ধি' পূরয় 'চক্ষুঃ' তেজশ্চ 'মুমুগ্ধি' মোচয় চ 'অস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্'। 'নিধা' পাশ্যা ভবন্তি পাশ্যা পাশসমূহঃ। পাশসমূহেন বদ্ধান্ যথা মুঞ্চন্তি তদ্বৎ। অত্র বয়ো বেকবচন-মিত্যাদি নিরুক্তং দ্রষ্টব্যং। (৩অ-২খ—১দ—৭সা)॥

• . •

## সপ্তম (৩১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§•§:——

এই মন্ত্রের প্রথমাংশে—নিত্যসত্য-খ্যাপনে—মুক্তিলাভের অধিকারী কে,—তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। মুক্তি সকলেই চায়, কিন্তু তাহা লাভ করিবার পূর্ব্বে সাধককে কিরূপ সাধনা ও অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়,—তাহাই মুক্তিকামী ব্যক্তির কয়েকটী বিশেষণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা 'সুপর্ণাঃ, বয়ঃ, প্রিয়মেধাঃ, ঋষয়ঃ' তাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হন। 'সুপর্ণাঃ'—যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা মুক্তি পাইয়া থাকেন। হৃদয়ে প্রথমতঃ মোক্ষলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। মোক্ষলাভই যে জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই যে মানবজীবনের চরম পরিণতি, মোক্ষলাভ ব্যতীত জীবন যে প্রকৃত জীবন নয়—এই ধারণা সাধকের হৃদয়ে পূর্ণভাবে জাগরিত থাকা চাই। হৃদয়ে মোক্ষলাভের জন্য এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, সাধক সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় অন্বেষণ করেন। মোক্ষদানের কর্ত্তা—ভগবান্ স্বয়ং। সুতরাং যাঁহার নিকট হইতে অভিলষিত বস্তু পাওয়া যাইবে, তাঁহার প্রতি অনুরক্তি হইবেই। ভগবানের উপাসনায়, ধ্যানে, পূজায় সাধক আত্মনিয়োগ করিবেনই। যিনি আমাদিগকে আমাদিগের পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দিবেন, যাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা আমাদিগের জীবনকে সার্থক করিতে পারিব না, বরং অনন্ত দুঃখ নিরাশায় পতিত হইব,—সেই ভগবানের চরণে, মানুষ

আপনা-আপনিই, নিজের প্রাণের টানে, আত্মসমর্পণ করিবে। তাই মুক্তিলাভের অধিকারীকে, 'বস্ব'- ভগবৎ পরায়ণ বলা হইয়াছে।

কিন্তু ভগবৎ-পরায়ণ হওয়া যায় কিরূপে? "হে ভগবন্! আমি তোমায় ভক্তি করি"—এই বলিলেই ভগবৎ-পরায়ণতা হয় না। ভগবান্ যাহা ভালবাসেন, তিনি যাহা মানুষের মঙ্গলের জন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই সৎকার্য্য সম্পাদনে, সৎভাবে ও সচ্চিন্তায় নিজকে নিয়োজিত করাই প্রকৃত ভগবৎ-পরায়ণতা। 'তিনি যাহা ভালবাসেন—আমি তাহাই করিব; তিনি আমাকে যেরূপ দেখিতে চাহেন—আমি তাহাই হইব; জগতের মঙ্গলের জন্ত তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—আমি সেই মঙ্গলময় পথে চলিব।'—সাধকের মনে যখন এই ভাব পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার প্রকৃত ভগবৎ-পরায়ণতা লাভ হয়। ভগবান্ সৎ, মঙ্গলময়; তাই সৎকর্ম্মসাধন ও সৎভাবে সৎপথে বিচরণই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। সেই জন্ত ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, "প্রয়স্বন্তঃ"—সৎকর্ম্মান্বিত হয়েন। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই মোক্ষলাভের পথ পরিষ্কৃত হয়।

মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জন্মিলে, সেই জন্ত সাধক ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন। তিনি জানেন, মোক্ষবিধানের কর্ত্তা—ভগবান্ নিজে। তাই সেই পরমদাতার নিকটে সাধক তাঁহার অভিলষিত ধন পাইবার জন্ত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার আরও একটী বিশেষ শক্তি এই যে,—নিরাশার সময়ে, দুঃখ তাপের নিষ্পীড়নের মধ্যে, সাধকের হৃদয়ে উহা শক্তি প্রদান করে। প্রার্থনার ভিতর দিয়া সাধক ভগবানের চরণে আপনার আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকাশ করেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মচিন্তায়ও নিযুক্ত হইতে হয়। আত্মচিন্তা দ্বারা তিনি নিজের দোষ ত্রুটি সব উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পান,—ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিবার পূর্ব্বে নিজকে সংশোধিত ও পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন। প্রার্থনার ইহাও একটী বিশেষ গুণ।

ভগবানের চরণে প্রার্থনা ও সৎকর্ম্মসাধনের বলে জ্ঞানলাভ হয়। অথবা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎ-পরায়ণ ও প্রার্থনাশীল হইয়া থাকেন। জ্ঞানী সাধক যখন মোক্ষাভিলাষী, ভগবৎ-পরায়ণ, সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনা-পরায়ণ হয়েন, তখনই তিনি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনাও সত্যপালনের অনুরূপ। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করুন; জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করুন; মায়ামোহের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন।' অর্থাৎ, যাহাতে সাধক মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারেন, তাহারই জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাষ্যের সহিত আমাদের বিশেষ কোন মতানৈক্য নাই। বিশেষতঃ প্রার্থনা অংশের ব্যাখ্যা অনেকটা ভাষ্যানুযায়ী হইয়াছে। (৩অ ১প ২দ ৭সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের একাদশী ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। তাহার নাম—"দৈবতম্।"

সাম- ৮৪ ( ৩৪ )

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩২উ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো

৩ ১ ২
অভ্যচক্ষত ত্বা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ

৩ ১ ২ ৩ ২
শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

আ২ যাম্। অযাযম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। নাকে সুপার্ণমুপযাৎপতন্তাম্। পতন্তম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। আ২ যাম্। অযাযম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। হৃদাবেনান্তো অভ্যচাক্ষতত্বা। ক্ষতত্বৌ৩। হো৩ই। আ২ই। উ২। আ২ যাম্। অযাযম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। হিরণ্যপাক্ষং বরুণাস্যদূতাম্। স্যদূতম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। আ২ যাম্। অযাযম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ২। যমস্যযোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্। ভুরণ্যুম্। ঔ৩হো৩ই। আ২ই। উ৩২।

—১ ৫২র১ ১ ২ = ১
আ২ যাম্। অযাযম্। ঔ০হো০ই। আ২ই। উঁহু২।

র ২ ১ ২ ১ ২
বাহা০১ উবা২০। এ৩। দিবম্। এ৩। দিবম্। এ০।

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১
দিবম্। এ০। দিবা২৩৪৫।৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'হৃদা' (সর্ব্বান্তঃকরণেন) 'বেনন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ স্তোতারঃ, সাধকাঃ) 'যৎ' (যদা) 'সুপর্ণং' (ঊর্দ্ধগমনশীলং, ঊর্দ্ধনয়নসমর্থং, মুক্তিদাতারং ইত্যর্থঃ) 'নাকে' (স্বর্গে, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে) 'পতন্তং' (গচ্ছন্তং, নিবসন্তং) 'হিরণ্যপক্ষং' (রমণীয়াং শক্তিং যস্য তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) 'বরুণস্য দূতং' (অভীষ্টবর্ষকস্য দূতং, দেবভাবস্য মিলনসাধকং—সাধকস্য সহ ইতি যাবৎ, দেবভাবপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শকুনং' (স্তোতৃণাং সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারিণং) 'ভুরণ্যুং' (জগৎপালকং) 'যমস্য যোনৌ' (সর্ব্বনিয়ামকস্য উৎপত্তিস্থানে, সর্ব্বনিয়ন্তাং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভ্যচক্ষত' (অভিপশ্যন্তি, আরাধয়ন্তি) তদা ত্বং 'উপ' (উপগচ্ছসি, তান্ সাধকান্ প্রাপ্নোষি); ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১খ—১দ—৮সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে কামনাকারী সাধকগণ যখন মুক্তিদাতা, শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাসকারী সর্ব্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সাধকদিগের আত্মোন্নয়নকারী, জগৎপালক, সর্ব্বনিয়ন্তা আপনাকে আরাধনা করেন, তখন আপনি সেই সাধকদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে—ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ মোক্ষ লাভ করেন।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বেনোভার্গব ঋষিঃ। হে 'বেন'। 'ত্বা' ত্বাং 'হৃদা' হৃদয়েন মনসা 'বেনন্তঃ' কাময়মানাঃ স্তোতারঃ 'নাকে' অন্তরিক্ষে 'অভ্যচক্ষত' অভিপশ্যন্তি। তদানীং ত্বং উপগচ্ছসীতি শেষঃ। কথম্ভূতং। 'সুপর্ণং' শোভন-পতনং 'পতন্তং' অন্তরিক্ষং গচ্ছন্তং। 'হিরণ্যপক্ষং' হিরন্ময়াভ্যাং পক্ষাভ্যামুপেতম্। 'বরুণস্য' জলাভিমানিনো দেবস্য 'দূতং' চারং। 'যমস্য' নিয়ামকস্য বৈবস্বতস্য 'যোনৌ' স্থানে অন্তরিক্ষে 'শকুনং' পক্ষিরূপেণ

বর্ত্তমানং। 'ভুরণ্যুং' ভর্ত্তারং বৃষ্টিদানাদিনা সর্ব্বস্য জগতঃ পোষকং। ভুরণ্ ধারণ পোষণয়োঃ ; কণ্ড্বাদিঃ ; অস্মাদৌণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। ( ৩অ—৯খ—৯দ ৮সা )॥

# অষ্টম ( ৩২০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রে (৩অ—৯খ ৯দ ৭সা) আমরা মুক্তিলাভের অধিকারীর একটা সংজ্ঞা পাইয়াছি। এই মন্ত্রে আমরা ভগবানের কয়েকটী বিশেষণ দেখিতে পাই। এক একটী করিয়া আলোচনা করা যাউক।

তিনি 'সুপর্ণ—ঊর্দ্ধগমনই যাঁহার প্রকৃতি, যিনি সাধকদিগকে ঊর্দ্ধে লইয়া যান। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা যাহাকে ঊর্দ্ধ বা নীচে বলি, সে হিসাবে নিশ্চয়ই এ ঊর্দ্ধ নয়—এ আত্মার ঊর্দ্ধগমন। পতিত পাপ-গ্রস্ত অথবা সাধারণ প্রার্থনাকারীকে তিনি অসার মায়া-মোহের আবাস হইতে ঊর্দ্ধে সত্বলোকে লইয়া যান—তাঁহার চরণে আশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন। মানুষের পক্ষে ইহার অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি স্বর্গে বা শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে লইয়া যান কেন? যেহেতু, তিনি শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে নিবাস করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বধামই তাঁহার আলয়। তাই সাধককেও সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের আশ্রয়ে লইয়া যান, আর তাহাই প্রকৃত পক্ষে আত্মার ঊর্দ্ধ গমন।

তিনি 'হিরণ্যপক্ষ'—হিতকারক ও রমণীয় শক্তির অধিকারী তিনি। জগতের মঙ্গলের মূল রহিয়াছে তাঁহার এই শক্তিতে। প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিয়া, জগতে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা—সর্ব্বশক্তিমানের কাজ। হিরণ্যপক্ষ তিনি—তাঁহার প্রভাবে জগতের অমঙ্গল দূর হইতেছে—বিশ্ব এক চরমমঙ্গলের দিকে চলিতেছে। তাঁহার উপাসনায় চরম-মঙ্গলই লাভ হয়।

তিনি 'বরুণের দূত'—দেবভাবের মিলন-সাধক। কাহার সহিত দেবভাবের সাধন হইবে?—সাধকের সহিত। অর্থাৎ, তিনি সাধকদিগের হৃদয়ে দেবভাব প্রদান করেন। যিনি নিজে সত্বভাবের—দেবভাবের উৎস; যিনি সেই দেবভাব প্রদানের শক্তি ধারণ করেন, তিনি 'বরুণের দূত'—ভগবান স্বয়ং। মুক্তিলাভের প্রধান উপায়—হৃদয়ে সত্বভাবের উপজন। ভগবান মানুষের হৃদয়ে এই দেবভাব সঞ্চার করিতে পারেন—আর সাধকের মঙ্গলের জন্য তাহা করেন; সেই জন্য তাঁহাকে দেবভাব-প্রদাতা বলা হইয়াছে।

তিনি 'শকুন'—সাধকদিগের আত্মোন্নয়ন-বিধায়ক। প্রচলিত ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'শকুনং পক্ষিরূপেণ বর্ত্তমানং।' কিন্তু নিরুক্তে আছে—'শক্নোত্যুন্নেতুমাত্মানং'। তাই আমরা 'শকুনং' পদে 'সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারিণং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

তিনি 'ভুরণ্যু'—জগৎপালক। তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার কৃপায় জগৎ পরিপালিত হইতেছে—জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার শক্তি না হইলে জগৎ নির্জ্জীব, অচল। তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, জগৎ পোষণ করিতেছেন। তিনি জগতের পিতা; জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁহার শক্তিই ক্রিয়াশীল। তাই তিনি 'ভুরণ্যু'।

তিনি 'যমস্ত যোনৌ'—সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বের নিয়ামক। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, । তাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য উদিত হয়, তাঁহার ইঙ্গিতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহারই মঙ্গলনির্দ্দেশে জগৎ পরিচালিত হয়। তাঁহা ভিন্ন অন্য শক্তি জগতে নাই। তাই তিনিই জগতের সর্ব্বনিয়ন্তা।

সেই পরমদেবতাকে কামনাকারী সাধকগণ, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সাধক কিরূপ? তাঁহারা 'হৃদা বেনন্তঃ'—তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে কামনা করেন। শুধু ডাকিলেই হয় না; 'তনুমন প্রাণ সব সমর্পণ' করিয়া তাঁহাকে ডাকা চাই—তবেই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়লাভ ঘটিয়া থাকে। (ঋক্—৯খ ৯দ ৮শা)॥ •

—— • ——

নবমং সাম।

১ ২　৩ ১　২ ৩ ২　৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ২
ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ

৩ ১ ২　৩ ১　২
সুরুচো বেন আবঃ।

ক ২ র　৩ ১　২　৩ ২　৩ ২ ৩
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ

২　৩ ১ ২　৩　১ ২
যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥ ৯॥

গেয়-গানং।

১　২　র　১ ২　১
১। ব্রহ্ম। ব্রা ২ ৩ হ্মা। জজ্ঞানং প্রথমং পুরাস্তাৎ। বিসাই।

২　র র ১ ২　১　২
মা ২ ০ ই সো। মত সুরুচোবেনআবঃ। সবু। ধা ২ ৩ বু।

র　র ১　২　১　২
খ্নিয়া উপমাঅস্যবাইষ্ঠাঃ। সতাঃ। সা ২ ৩ তাঃ।

র　১　২　১
চ যোনিমসতশ্চ বাইবা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—"বামদ্ব"।

১ ১ ২ ১ ১ ২ ১১ ২ ১২ ১
২। হুবে৩হা৫ই। হুবে৩হো৩ই। হিবা৩বা। ব্রহ্মজজ্ঞা।

২ ১ ২ ৩৪৫ ১১র ২১ ২৩৪৫
না৩৫প্রথ। মং পুরস্তাৎ। বিসীমতঃ। সুরুচঃ। বেন আবাঃ।

২ ১ ২১র ২৩ ৪৫ ২১ ২
স বুধ্নিয়াঃ। উপমাঃ। অস্য বিষ্ঠাঃ। সতশ্চযো। নী ৩

১ ২৩ ৪৫ ১১ ২ ১১ ২
মস। তশ্চ বিবাঃ। হুবে৩হা৫ই। হুবে৩হা৫ই।

১ ৩ ৫র ২
হি। বা২ঃ। আ২৩৪। ঔহোবা। এ৩।

২১ ২ ২ ২১ ৩ ১১১১
শতমমৃতম্ এ৩। শতমমৃতা২৩৪৫ম্॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সীমতঃ' (জ্ঞানসমন্বিতঃ) 'সুরুচঃ' (শোভনদীপ্তিযুক্তঃ, সত্ত্বভাবযুক্তঃ) 'বেনঃ' (ভগবদভিলাষী সাধকঃ) 'পুরস্তাৎ' (আদিকালাৎ, নিত্যং) 'প্রথমং' (আদিকারণভূতং, অনাদিদেবং) 'জজ্ঞানং' (জ্ঞানস্বরূপং) 'ব্রহ্ম' (পরমব্রহ্ম) 'আবঃ' (অবতিষ্ঠতে, পূজয়তে); 'অস্য' (জগতঃ) 'উপমাঃ' (উপমাভূতানি, উপাদানভূতানি) 'বুধ্ন্যাঃ' (মূলকারণানি) 'সঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'বিষ্ঠাঃ' (স্থাপিতবান্, নির্ম্মিতবান্) 'চ' (তথা) 'সতঃ' (বিদ্যমানস্য) 'চ' (তথা) 'অসতঃ' (অবিদ্যমানস্য বস্তোঃ, সর্ব্বেষাং বস্তূনাং ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (কারণং, মূলোপাদানং) 'বিবঃ' (সৃজতি, সৃজিতবান্); ভগবান্ হি জগতঃ আদিকারণঃ, জ্ঞানিনঃ তং পূজয়ন্তে; বয়ং অপি তং পূজেম—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১খ—১দ—৯সা)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাবযুক্ত ভগবদভিলাষী সাধক নিত্যকাল অনাদিদেব জ্ঞান-স্বরূপ পরমব্রহ্মকে পূজা করেন; জগতের উপাদানভূত মূলকারণসমূহ, সেই পরম দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং বিদ্যমান ও অবিদ্যমান অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর মূলোপাদান সৃজন করিয়াছেন; (ভাব এই যে,—ভগবানই জগতের আদি-কারণ, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পূজা করেন; আমরাও যেন তাঁহাকে পূজা করিতে পারি।)। (৩অ—১খ—১দ—৯সা)।

সায়ণ ভাষ্যং। নবমং সাম। বৃহস্পতির্নকুলো বা ঋষিঃ। বেনঃ নাম কশ্চিৎ কমনীয়ঃ গন্ধর্ব্বঃ। তথা চ শাখান্তরে—'বেনস্তৎ পশ্যন্নিত্যাদ্যস্যা গন্ধর্ব্বো নাম নিত্যাম্নাতং। স চ 'বেনঃ' 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বস্মিন্‌কালে 'জজ্ঞানং' উৎপন্নং অভিজ্ঞং বা 'ব্রহ্ম' ব্রাহ্মণজাতিরূপং 'প্রথমং' আত্মশরীরং। অতঃ অস্যাঃ সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানায়াঃ 'সুরুচঃ' শোভনায়াঃ কান্তেঃ 'আবো' রক্ষিতবান্ (বস্বেত্যাদ্যনুগ্রহসূচকঃ কশ্চিদনুকরণশব্দঃ তথাবিধং শব্দং মুখেনাভিব্যাহরন্; ব্রাহ্মণশরীর-মহত্যা কান্ত্যা যোজিতবানিত্যর্থঃ)। স বেনঃ 'বুধ্ন্যাঃ' মূলং অন্তরিক্ষং বা বুধ্নঃ, তত্র ভবাঃ 'অস্যোপমাঃ' এতদীয়শরীরকান্তিসদৃশাঃ আদিত্য-প্রকাশাদি-রূপাঃ কান্তীঃ 'বিষ্ঠাঃ' বিশেষেণ স্থাপিতবান্ তথা 'সতশ্চ' ইদানীং বিদ্যমানস্য চ 'অসতশ্চ' তদ্ব্যতিরিক্তস্যেদানীমবিদ্যমানস্য চ 'যোনিং' উৎপত্তিকারণং নিবাসস্থানং বা 'বিবঃ' বিবৃতবান্ নিষ্পাদিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

## নবম (৩২১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ঃ×ঃ ——

'কে সৃজিল এই বিশ্ব সৃজিল কেমনে' জ্ঞানোন্মেষের সময় হইতেই মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগে। সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে প্রত্যেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে। নিজের মনে কেহ হয় তো তাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পায়, কেহ হয় তো পায় না। কিন্তু ইহার চরম মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়াই দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হয়। জগতের মধ্যে এমন কোন জাতি বা মানুষ নাই,—যে জাতি বা যে মানুষ, যতই অস্পষ্টভাবে হউক না কেন, এ বিষয়ে চিন্তা করে নাই, অথবা একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা করে নাই। ভারতের ঋষিগণও এই চিন্তাকে জগৎ আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তাকে-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবানও তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের তপস্যার ফল দান করিয়াছিলেন। সেই ফল—ভারতের দর্শনশাস্ত্র।

কিন্তু এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের জন্মেরও পূর্ব্বে ঋষিগণ এ সম্বন্ধে বেদ হইতে কি মীমাংসা পাইয়াছিলেন, তাহা দেখা যাউক। বেদ বলিতেছেন,—"স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ"—পরমব্রহ্মই জগতের উপাদানভূত মূল কারণের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎসৃষ্টির মূলকারণভূত উপাদানসমূহ, সেই আদি-কারণ হইতে উৎপন্ন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকলের আদি অর্থাৎ তিনিই অনাদিদেব—যাহাকে ইংরেজ দার্শনিকগণ 'Uncaused cause' বলেন কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—এই জগৎ সৃষ্টি হইল কিরূপে? ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জগৎসৃষ্টির উপাদান আসিল কোথা হইতে? বেদ এখানে বলিতেছেন,—তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগতের মূলীভূত উপাদান ও সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এইখানেই প্রশ্নের শেষ হয় নাই। ভগবান্ মূল উপাদান অর্থাৎ যে সমস্ত বা যে কারণ হইতে কার্য্যরূপে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে—সেই উপাদান সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু, উপাদান কি তাঁহাতেই ছিল—না সেই উপাদানকারণ শূন্য হইতে (Out of nothing He created the world) সৃষ্টি করিলেন? এইখানেই জগতের চিন্তা-ধারা বিভিন্ন

মুখে প্রধাবিত হইল। এমন কি, এই ভারতেরও দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে আপাততঃ প্রতীয়মান পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, আমাদিগের সেই সমস্ত আলোচনায় এখন প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—ভগবান হইতে। তিনি আদি-কারণ। আদিতে তিনি এক ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইল, তাই তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল—বহুত্বের সৃষ্টি হইল। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রকাশ মাত্র। সেই পরমচৈতন্যসত্তা হইতে এই স্থূল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যময়। বিবর্ত্তনের ফলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর বস্তুর সৃষ্টি হইতে লাগিল। সাংখ্যদর্শনের কথায় বলিতে গেলে বলা যায়—পুরুষের সান্নিধ্যে সূক্ষ্ম প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হইয়া উঠিলেন; তাহা হইতে ক্রমশঃ মন-বুদ্ধি-তন্মাত্রাদি স্থূল বস্তুর সৃষ্টি হইতে লাগিল, অবশেষে এই তথা-কথিত জড়জগৎ উৎপন্ন হইল।

কিন্তু উৎপত্তি-বিবরণের মধ্যে মূলকথা পুরুষের সান্নিধ্য। 'পুরুষ' না হইলে সৃষ্টি হয় না। তাই মূলতঃ সৃষ্টি-কার্য্য পুরুষের উপরেই গিয়া বর্ত্তে। অথবা ইহাও বলা যায়—সেই আদি-কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই—(The Eternal Idea is realising itself in and through the manifestaion of the world.)

যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, উৎপত্তির মূলে আমরা সেই অনাদি অনন্ত দেবতাকেই পাই। বেদও আমাদিগকে তাহাই বলিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় বেন-নামক এক গন্ধর্ব্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ঐ আখ্যায়িকার মর্ম্ম অবধারণ করিতে আমরা অসমর্থ। কিরূপে "সঃ বেনঃ" সতশ্চ অসতশ্চ যোনিং উৎপত্তিকারণং...নিষ্পাদিতবান" এবম্প্রকার অর্থের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারি নাই। (৩অ-৯খ—৯দ—৯সা)।*

—•—

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অপূর্ব্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায়

১ ১ ২ ৩ ১ ২
তবসে তুরায়।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যস্মৈ

১ ২
স্থবিরায় তক্ষুঃ ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী অথর্ব্ব-বেদের পঞ্চম কাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম সূক্তে দৃষ্ট হয়। ইহার গেয় গান দুইটি—"ঐন্দ্র সামনী বে।"

গেয়-গান।

৫ ২র ৪র ৪ ৫ ৩ ২ ৩ ১ ২৮ ৩ ৪ ৫ ২ ১র র
অপূর্ব্ব্যা ঔহোহোহাই। পুরুত [illegible] মানি বষ্মৈ। মহে বীরা।

২ ১ ২৮ ৩ ৪ ৫ ২ ৮ ৩ ৪ ৫র
য়া ৫ তা। [illegible] যাই তুরায়া। বিরপ্শি। নাইবজ্রিণে।

২ ২ ৩র্ ৫ ২ ১র ২ ১
শা ৩ ৪ ৩ ০ ন্তমানি। বচাংসি য়া। স্মা ০ ইস্থবি।

২৮ ৩ ৪ ৫ ৩ ৪ ৫৮ ২
রায় তক্ষুঃ। স্থবিরায় তক্ষুঃ। স্থবি। রা

২ ৪
৩ ৪ ৩। য়া ০ তা ৫ ক্ষু ০ ৫ ৬ঃ।

১ ২র ০ ১ ১ ১ ১
স্থবিরায় তক্ষ, ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহে' (মহতে) 'বীরায়' (রিপুনাশকায়) 'তবসে' (বলবতে, সর্ব্বশক্তিমতে) 'তুরায়' (ত্বরমাণায়, আশুমুক্তিদায়কায়) 'বিরপ্শিনে' (বিশেষেণ স্তুত্যায়, সর্ব্বলোকারাধ্যায়) 'স্থবিরায়' (প্রবৃদ্ধায়, আদিভূতায়) 'বজ্রিণে' (বজ্রধারিণে) 'অস্মৈ' (পরমদেবায়, তং প্রাপ্তুং ইত্যর্থঃ) সাধকাঃ 'অপূর্ব্ব্যা' (অপূর্ব্বাণি, নূতনানি) 'পুরুতমানি' (প্রভূতপরিমাণানি) 'শন্তমানি' (সুখকৃত্তমানি, সুখদায়কানি) 'বচাংসি' (প্রার্থনারূপাণি বাক্যানি) 'তক্ষুঃ' (কুর্ব্বন্তি, উচ্চারয়ন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ); সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্তুং সর্ব্বতোভাবেন প্রার্থয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৪প্র—১খ ১দ ১০সা)।

বঙ্গানুবাদ।

মহৎ, রিপুনাশক, সর্ব্বশক্তিমান, আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বলোকারাধ্য, আদিভূত, বজ্রধারী, পরমদেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য, সাধকগণ অপূর্ব্ব, প্রভূতপরিমাণ, সুখদায়ক, প্রার্থনা-রূপ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনা করেন; (ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে পাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করেন।)॥ (৪প্র—১খ—১দ—১০সা)॥

কেন—তাহা সেই পরমশক্তির আধার ভগবানের শক্তির প্রকাশ মাত্র। তাঁহা হইতেই সমস্ত শক্তি বিস্ফুরিত হইতেছে—তিনি সর্ব্বশক্তিমান।

তিনি—'আশুমুক্তিদায়ক।' মুক্তিদানের কর্ত্তা ভগবান্‌ তিনিই জগতের ত্রাণ-কর্ত্তা। যে কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণ লয়, তাহাকেই তিনি মুক্ত করেন। যে মুহূর্ত্ত হইতে সাধক আপনাকে তাঁহার চরণে বিসর্জ্জন দেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি মুক্ত। ভগবানের চরণে সত্যিকার আত্ম-বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। তাই তিনি—আশুমুক্তিদায়ক।

তিনি—'সর্ব্বলোকারাধ্য।' এমন যে পতিত-পাবন দয়াল প্রভু, তাঁহাকে সকলেই আরাধনা করেন—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহার নিকট মানুষ সামান্য একটু উপকার পায়, তাহাকেই কত বড় ভাবে, কত আনন্দের সহিত তাহার বিষয় আলোচনা করে। আর এ যে মানুষের একমাত্র, অন্তরের বন্ধু! মানুষ কি তাঁহার আরাধনা না করিয়া থাকিতে পারে!

আর একদিক দিয়া এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়। তিনি সর্ব্বলোকারাধ্য। তিনিই জগতে ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজিত আছেন। জগতের উৎপত্তি হইতে অন্তপর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে, তাঁহার সত্তা বিদ্যমান আছে। অবশ্য এই উৎপত্তি ও অন্ত শব্দ আমরা ব্যবহারিক ভাবেই লিখিলাম। জগতের আদি বা অন্ত প্রকৃতপক্ষে নাই; কারণ তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তাঁহার সত্তায় পূর্ণ।

তাই, মানুষ যে দিক দিয়া, যে ভাবে, যে উপায়ে যাহাকেই পূজা করুক না কেন, স্বরূপতঃ তাহা ভগবানেরই পূজা। এখানে জাতি দেশ কাল হিসাবে কোন পার্থক্য নাই। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে এক অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বিতীয় সত্তা। তাঁহার পূজায়, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি কোন ভেদ নাই, আর্য্য অনার্য্য ভেদ নাই, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্নতা নাই। তিনি যেমন এক অখণ্ড সত্ত্ব—তাঁহার উপাসকও সেইরূপ এক। তিনি হিন্দুর যেমন উপাস্য, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরও তেমনি উপাস্য।

আর্য্যঋষিগণ এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের চিন্তাপ্রণালীতে বিশ্বজনীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই, তাঁহারা বিশ্বের কাছে নিজকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন। সেই মহান্‌ একের বহুধা বিভক্তরূপ অনুভব করিয়াই বিভিন্ন ভাবের উপাসনা প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, জগতে একমাত্র উপাস্য আছেন—এবং সেই উপাস্য পরম দেবতাকে সকলেই আরাধনা করে—যদিও পন্থা বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি সর্ব্বলোকারাধ্য।

তিনি—'স্থবির।' জগতের আদি কারণ তিনি। যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহার চেয়ে বড় আর কে হইতে পারে? এই বিশ্ব,—দৃশ্য ও অদৃশ্য যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে বা থাকিবে বা ছিল—সেই সমস্তই ভগবান্‌ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনি—স্থবির।

তিনি 'রক্ষাস্ত্রধারী।' কিসের জন্য রক্ষাস্ত্র? কাহাকে রক্ষা করিবার জন্য? তিনি ত পূর্ণজ্ঞানশক্তি সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তবে কাহাকে রক্ষা করিতে হইবে? তিনি জগতের এই পাপ-তাপের আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করেন। তিনি মোহপাপ নাশের জন্য সর্ব্বদা সুদর্শন-চক্র হস্তে বিরাজমান আছেন।

তিনি যদি জগৎকে পাপ ও ধ্বংস হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে জগৎ এক মুহূর্ত্ত ও টিকিয়া থাকিতে পারিত না। দুর্ব্বল মানুষ পাপ-মোহের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাহাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করিত—পাপের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য—মানুষকে পাপ ও দুর্ব্বলতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য—সর্ব্বদা সশস্ত্র বিরাজিত। সেইজন্য জগতে পাপ স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না।

এমন যে পরম দেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন। সাধকগণ তাঁহার নিকটে কি ভাবে, কিরূপে, প্রার্থনা করেন? অপূর্ব্ব প্রভূতপরিমাণ সুখজনক স্তুতিবাক্যের দ্বারা সাধকগণ—তাঁহার আরাধনা করেন। যখন মানুষের সমস্ত সত্তা ঈশ্বরাভিমুখী হয়, যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে—শরীর মন আত্মা দিয়া—সাধক তাঁহাকে উপভোগ করিতে চাহেন, তখনই প্রার্থনা, ঈশ্বরারাধনা সুখজনক হয়। কারণ তখন, ঈশ্বর হইতে সাধকের প্রিয়তর আর কিছু থাকে না। ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনা, সমস্তই সাধকের প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ তুলে। যখন প্রেম ও প্রেমিক একীভূত হইয়া যায়, তখনই সাধক মুক্তিলাভের অধিকারী হয়েন। তখনই ঈশ্বরের আরাধনা তাঁহার নিকট সুখজনক।

সাধকগণ প্রভূত পরিমাণ স্তুতিবাক্যের দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। 'প্রভূত পরিমাণ' অর্থে অহর্নিশি সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন—ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সাধক যখন তাঁহার সমস্ত বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করেন, তখন তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই ঈশ্বর সেবায় পর্য্যবসিত হয়। তিনি তখন বলিতে পারেন "যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য হয় নাই। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমি বলশালী, বীর, শক্তিমান্, বেগসম্পন্ন, সম্যক্রূপে স্তবার্হ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ব্ব সুবিস্তীর্ণ সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়াছি।

এই অনুবাদের সহিত, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুবাদ এক সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলেই যাহা পার্থক্য আছে, তাহা অনুভূত হইবে। ভাষ্যে আছে—'তুরায়' ত্বরমাণায়; আর বাঙ্গালা অনুবাদে আছে 'বেগসম্পন্ন'। কিন্তু দেবতা বেগসম্পন্ন হয়েন কিরূপে? তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সাধককে আশু মুক্তিদান করেন। তাই 'তুরায়' পদে আমরা 'আশুমুক্তিদায়কায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৩অ ১খ ১দ ১০)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের বাত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত) ইহার গেয় গান—'বারবন্তীয়ম্।'

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দশমঃ খণ্ডঃ। দশমী দশতি।

## দশমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অব দ্রপ্সঃ অং শুমতীমতিষ্ঠদীয়ানঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।

৩ ১ উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নীহিতিং

৩ ১ ২ ৩ ২
নৃমণা অপদ্রাঃ ॥ ১ ॥

গেয়-গানম্।

২ ৩ ৫ ২ ১ ৩ ৫ ১ ২
১। অবদ্রা ২ ৩ ৪ পং সাঃ। আংশুমা ২ ৩ ৪ তীম্। আতো ৩।

১ ১ ১ ১ ২ ১ ৩ ৫ ২ ১ ৩ ৫
ষ্ঠা ২ ৩ ৪ ৫ ৬। ঐয়ানা ২ ৩ ৪ ৫ কৃ। ষোদাশা ২ ৩ ৪ ভীঃ।

প্রকৃত উপায় একত্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। মানুষ আপনার মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করে—জ্ঞানের সাহায্যে। আলোকের সাহায্যেই মানুষ বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে। যেখানে জ্ঞানের অভাব, যেখানে অজ্ঞানতার রাজত্ব, সেখানে সমস্তই ঘনতমসায় আবৃত; কোন বস্তুরই পরিচয় জানা যায় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়।

শুধু তাই নয়। অজ্ঞানতার প্রকৃতিই এই যে, তাহা মানুষকে নীচতা হীনতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। একে তো সদসদ্বিচারশক্তির অভাব; তদুপরি অজ্ঞানতার স্বাভাবিক আকর্ষণ—অধঃপতনের দিকে। সুতরাং অতি সহজেই বিনা বাধায় মানুষ পাপের কবলে আত্মসমর্পণ করে। এই অধঃপতনের গতি বৃদ্ধি হয়—অজ্ঞানতার সহচর রিপুগণের সহায়তায়। একে তো মানুষ স্বভাবতঃ অজ্ঞানতার দাস, অধোমার্গের যাত্রী, তাহার উপর মানবের চির-শত্রুগণ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। মায়া মোহ প্রভৃতি শত্রুগণ আপাতঃরমণীয় সুখের প্রলোভন দেখাইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে বিমূঢ় করিয়া দেয়। সুতরাং তাহার অধঃপতনের আর কোনও বাধা থাকে না; পাপের, অধঃপতনের, পিচ্ছিল পথে সে অনায়াসেই দ্রুতগতিতে নরকের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারে।

কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, আলোকের আবির্ভাব হইলে, অধঃপতন এত সহজে হয় না। মানুষের ভিতর তখন নৈতিক-সংগ্রাম জাগে, সুতরাং পাপ-প্রলোভন সহজে তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে পারে না।

অজ্ঞানতা—জগৎ-আক্রমণকারী। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই অজ্ঞানতা আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে অন্ধকার নাই। পাপের অনুচরগণ সর্ব্বদাই মানুষকে আপনাদের কবলে আনিবার জন্য ব্যস্ত আছে।

অজ্ঞানতার অনুচর অসংখ্য। কামক্রোধাদি মানুষের স্বাভাবিক রিপুগণ তো আছেই, মায়া মোহ প্রভৃতি বন্ধনের উপাদানভূত শত্রুগণও আছে। কিন্তু অজ্ঞানতার সঙ্গী সূক্ষ্মবিধ অদৃশ্য শত্রু মানুষকে আক্রমণ করে। মিথ্যাজ্ঞান ভ্রম, সদসদ্বিচারের অভাব প্রভৃতি অজ্ঞানতার ফল। আবার সেই অজ্ঞানতাজনিত মিথ্যাজ্ঞান হইতে আত্মম্ভরিতা অহঙ্কার প্রভৃতি আরও অসংখ্য রিপুর জন্ম হয়। অজ্ঞানতা রক্তবীজাসুর। তাহার রক্তের প্রত্যেক ফোঁটা হইতে এক একটী ভীষণ শক্তিশালী অসুরের জন্ম হয়। সুতরাং এক অজ্ঞানতাই মানুষের অধঃপতনকারী হাজার অসুরের জনয়িত্রী।

এই অজ্ঞানতা জগৎ-বিনাশক। জ্ঞানেতে জগতের উৎপত্তি—অজ্ঞানেতে সংহার। তমোগুণে প্রলয়। জগতের মঙ্গলময় নীতি পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে পাঠাইতে পারে এই অজ্ঞানতা। যে মুহূর্ত্তে জগতের জ্ঞানের বন্ধন টুটিয়া যায়, জগতের মূলীভূত চৈতন্যসত্তা জগৎ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান, সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ ধ্বংস হয়। চৈতন্যময় পুরুষের দৃষ্টিবলেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা হয়েন; আবার যে মুহূর্ত্তে তিনি দৃষ্টি সরাইয়া লয়েন, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃতির ক্রিয়া স্থগিত হয়, প্রলয় উপস্থিত হয়। জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞানতা, সুতরাং অজ্ঞানতা জগৎনাশক।

এমন ভীষণ অজ্ঞানতা জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে পাইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত

না। কিন্তু তাহা হয় না। জগতের মঙ্গলের জন্য, ভগবান্ তাঁহার সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য এই ভীষণ অজ্ঞানতা-অসুরকে ধ্বংস করেন। এই ভীষণ অসুরের আক্রমণ হইতে জ্ঞানিগণও উদ্ধার পান না—যদিও সহসা তাঁহাদিগকে অজ্ঞানতা স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু পারুক আর না পারুক—সে আক্রমণ করে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে 'কৃষ্ণ'-নামক অনার্য্য সর্দ্দারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দশ সহস্র সৈন্যসহ সে অংশুমতী নদীতীরে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়। এ বিষয়ে আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য। (২অ—১০খ—১০দ—১সা)।*

—— :০: ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বেদেবা

২ ৩ ১র ২র

অজহুর্যে সখায়ঃ।

৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১উ ৩

মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যন্তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ

১ ২

পৃতনা জয়াসি ॥ ২ ॥

গেয়-গানম্।

৫ ১ ২ S ২ ১ ১ ২ ১ র

১। হা ৩। ও ২ বা ৩। ও ২ বা ৩। হাই। বৃত্রস্যত্বা। শ্বসথাদীও।

২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র র ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১

ঈষমাণাঃ। বিশ্বেদেবাঃ। অজহু ৩ঃ। যেসখায়াঃ। মরুদ্ভিরাই।

২ ১ ১ ৩র ৪ ৫ ২ ১র র ২ ১ ২

ন্দ্রা ৩ সখি। য়স্তে অস্তু। অথেমাবাই। শ্বা ৩ পৃত। না

৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২

জয়াসী। হা ৩। ও ৩ বা ৩। ও ৩ বা ৩।

২ ৫র র ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১

হা ৩ ৫। ঔহোবা। আ ঔ ৩ হোঽ ২ ৩৪৫। ২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান - চারিটী; "ক্ষুরপবিণী দ্বে" এবং "সোমসামনী দ্বে"।

১ ২  ২ ১ ২  ২  ৩র  ৫  ২
২। হো য়ে ৩। হ্বা য়ে ৩। হ্বা। ঔহোবা ২৩৪বা। হাই॥

১  ২ ১ র  ২ ৩ ৪ ৫  ২ ১ র র  ১  ২
বৃত্রস্য। শ্বসথাৎ। ঈষমাণাঃ। বিশ্বেদেবা অজহু ৩ঃ। যে

৩ ৪ ৫  ২ ১  ২ ১  ২ ৩র ৪ ৫  ২ ১ র র
সখায়াঃ। মরুদ্ভিরাই। ন্দ্রা ৩ সাখ্য। যন্তে অস্তু। অথেমাবাই।

২ ১  ২ ৩ ৪ ৫  ১ ২  ২ ১ ২  ২৯
শ্বা ৩ঃ পৃত। নাজয়াসী। হোয়ে ৩। হ্বায়ে ৩। হ্বা।

৩র  ৫  ২  ২৫ র  ১ ২
ঔহোবা ২৩৪বা। বা ৩৪। ঔহোবা। আউ

২  ১ ২  ১ ১ ১ ১ ১
৩ হো। আউ ৩ হো ৩ ৩ ৪ ৫। ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য অসুরস্য) 'শ্বসথাৎ' (শ্বাসাৎ ভীতাঃ সন্তঃ প্রভাবেণ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বেদেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) যদা 'ঈষমাণাঃ' (সর্ব্বতঃ পলায়মানাঃ, বিনির্গতাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অজহুঃ' (রিপুসংগ্রামে পরিত্যক্তবন্তঃ) তদা 'তে' (তব) 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'সখ্যং' (সখিভাবঃ) 'অস্তু' (ভবতু); ত্বং বিবেকানুবর্ত্তি ভব ইত্যর্থঃ; 'অথ' (অনন্তরং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মনসঃ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিতে সতি) 'ইন্দ্র' (হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতে দেব) ত্বমেব ত্বং যদি উপাস্যঃ সন্ 'ইমাঃ' (এতাঃ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'পৃতনাঃ' (শত্রুসেনাঃ, অজ্ঞানতাসহচারিণীঃ অসদ্বৃত্তীঃ) 'জয়াসি' (অভিভবসি)। অয়ং ভাবঃ — অজ্ঞানতায়াঃ প্রভাবেণ বিভ্রান্তঃ উপাসকে সতি বিবেকানুবর্ত্তিতা প্রয়োজনীয়া, ততঃ ভগবতঃ প্রভাবেণৈব রিপবঃ বিমর্দ্দিতাঃ ভবন্তি তথা বৃদ্ধি দেবভাবঃ উপজায়তে। (৩অ—১০খ—১০দ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের প্রভাবে সকল দেবভাব-সমূহ যখন তোমা হইতে বিনির্গত হইয়া তোমাকে রিপুসংগ্রামে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন বিবেকরূপী দেবগণের সহিত তোমার সখ্যতা হউক অর্থাৎ তুমি বিবেকানুবর্ত্তী হও; অনন্তর অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব!

আপনি স্বতঃই হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, এই সকল অজ্ঞানতা-সহচর অসৎবৃত্তিসমূহকে অভিভূত করেন। ( ভাব এই যে,—অজ্ঞানতার প্রভাবে বিভ্রান্তি আসিলে, বিবেকানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন ; তাহাতে ভগবৎ-প্রভাবেই রিপুগণ নির্দ্দিত হয় এবং হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হইয়া থাকে। ) ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—২সা ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং দ্বিতীয়ং সাম। হ্রাভান ঋষিঃ। হে ইন্দ্র ! তব যে 'বিশ্বেদেবাঃ' প্রাক্ সখায়ঃ সংগ্রামে সখিত্বং কুর্য্যামেতি নিত্যোপান্তবন। সর্ব্বে দেবাঃ 'বৃত্রস্য' বৃত্রাসুরস্য 'শ্বসথাৎ' (শ্বসেরৌণাদিকোঽথপ্রত্যয়ঃ। সর্ব্বান আগচ্ছতঃ দৃষ্ট্বা তেষাং ভীত্যুৎপাদনায় বৃত্রাসুরঃ শ্বাসমকার্ষীৎ ) শ্বাসাদ্ভীতাঃ সন্তঃ অতএব 'ঈষমাণাঃ' সর্ব্বতঃ পলায়মানাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'অজহুঃ' সংগ্রামে ত্যক্তবন্তঃ। এবং সতি হে ইন্দ্র ! মরুদ্ভিঃ' সহ 'সখ্যং' সখিভাবঃ 'তে' তবাস্তু। যে মরুতস্ত্বাং ন পরিত্যজন্তি তৈঃ সহেত্যর্থঃ। 'অথ' অনন্তরং 'ইমাঃ' 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'পৃতনাঃ' শত্রুসেনাঃ 'জয়াসি' স্ববলেনাভিভবসি অনেন বৃত্রস্থং তমিন্দ্রমাহ। অত্র মন্ত্রে 'ইন্দ্রঃ বৈ বৃত্রং হনিষ্যন্'—ইত্যাদি ঐতরেয়ব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ং॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—২সা )॥

# দ্বিতীয় ( ৩২৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার ভাব এই যে—ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে ব্রতী ছিলেন, তখন বৃত্রাসুরের শ্বাসে ( প্রভাবে ) তাঁহার সাহায্যকারী সকল দেবতা পলায়ন করিতে বাধ্য হন ; এবং সেই সময় এই মন্ত্রোচ্চারণকারী ঋষি যেন বলিতেছেন—'হে ইন্দ্র ! বৃত্রাসুরের ভয়ে সকল দেবতা আপনাকে পরিত্যাগ করিলেন ; এখন মরুদ্গণ আপনার সহায় হউন ; এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে আপনি সকল শত্রুসেনাগণকে পরাজিত করুন।'

এই যে মন্ত্রের অর্থ প্রচলিত, এতদ্বারা পুরাকালের একটা যুদ্ধবিগ্রহের প্রসঙ্গ মাত্র মনে আসে। ইন্দ্রের সেই দুর্দ্দিনে, তাঁহাকে যেন আশ্বাস-ভরসা প্রদান করা হইতেছিল, অথবা তাঁহার মঙ্গল-কামনা যেন জানান হইতেছিল। ভাষ্য এবং তদনুগ অর্থ হইতে ঐরূপ ভাবই আসে বটে ; তবে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এক্ষেত্রে রূপক পরিকল্পনা করিয়া মেঘের প্রসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। সে দৃষ্টিতে বৃত্র যেন বৃষ্টি-আবরক মেঘ, মরুদ্গণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত ; ইন্দ্র মেঘ হইতে জলবর্ষণকারী। অনাবৃষ্টি হইলে, আর কোনও উপায় না থাকিলে, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের সাহায্যে ইন্দ্র বারিবর্ষণে সমর্থ হউন ;—ইহাই এক পক্ষের কামনা। কিন্তু ঐ দুই অর্থের কোনও অর্থেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা হউক আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে মন্ত্রটীর প্রথমাংশ আত্মোদ্বোধক অর্থাৎ মনঃসম্বোধন-মূলক। এখানে

সাধক যেন আপনাকে ( আপনার মনকে ) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার মন! যখন অজ্ঞানতা আসিয়া সদলবলে তোমায় আক্রমণ করিবে, তখন তুমি বিবেকের সহায়তা গ্রহণ করিও; তাহা হইলে, সকল বৈশ্বর্য্যের অধিপতি যিনি, তিনি আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন,—তোমার রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইবে,—তুমি জ্ঞান-লাভে পরিত্রাণ পাইবে।' অজ্ঞানতায় কেহ মুহ্যমান না হয়েন, জ্ঞানের অনুসরণে সৎকর্ম্মপর হবেন; মন্ত্রের ইহাই মুখ্য লক্ষ্য। ( ৩অ—১০খ—১০দ—২সা )।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩<br>
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং

১ ২ ৩ ১ ২<br>
সন্তং পলিতোজগার।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩<br>
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বা দ্যামমার

১র ২র<br>
স হ্যঃ সমান॥ ৩॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ৭ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫ ১<br>
১। বীধুম্। দদ্রাদদ্রা। ণা ৩ ৬ সম। না হঁবহূনাম্। যুবা। নৎ

৭ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ৭<br>
সানৎসা। ন্তা ৩ ০ পলি। তোজগারা। দেবা। স্যপাস্যপা।

২ ১র ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ৭ ২<br>
শ্যা ৩ কাবি। যম্মহি। আত্বা। মমা মমা। রা ৩

১ ২ ১ ৪ ২<br>
সহি। যা ৩ ৪ ৩ঃ। সা ৩ মা ৫ না ৬ ৫ ৬॥ ৬॥

• • •

৩ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১<br>
২। হৎ ৪। আ ৪ ৫। হৎ। হৎ ১ ০ ৪ ৫। বিধুং দদ্রা।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১<br>
ণা ০ ৬ সম। নাহঁবহূনাম্। যুবানৎসা। ন্তা ০ ০ পলি

২ ৩ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১র ২ ৩ ৪ ৫
স্তোত্রপায়া। দেবস্তপা। শ্ব্যা ০ কাবি। মম্মহিমা।

৬ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১র
হও্‌ম। আ ৪ ৫। হও্‌। হও্‌ ২ ৩ ৪ ৪। আস্থা মমা।

২ ১ ২ ২ ৪
স্না ০ সহি। যা ৩ ৪ ০ঃ। সা ৩ মা ৫ না ৬ ৫ ৬ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমনে' ( রিপুসংগ্রামে ) 'বহুনাং' ( অসংখ্যানাং শত্রূণাং ) 'দদ্রাণং' ( পরাজয়কারিণং ) 'বিধুং' ( বিধাতারং—জগতঃ সৎকর্ম্মাণাং বা ) 'যুবানং' ( চিরযৌবনসম্পন্নং, নিত্যং ) 'সন্তং' ( পুরুষং, দেবং ) 'পলিতঃ' ( জরাগ্রস্তঃ, পাপাৎ জীর্ণাত্মা অহং ইত্যর্থঃ ) 'জগার' ( স্তৌমি, আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ ) ; হে মম মনঃ ! 'দেবস্য' ( ভগবতঃ ) 'মহিত্বা' ( মহত্বপূর্ণং ) 'কাব্যং' ( জ্ঞানং, সৃজন-রক্ষা-সামর্থ্যং ) 'পশ্য' (উপলব্ধিং কুরু) ; 'সঃ' ( সঃ জনঃ ) 'অদ্য' (বর্ত্তমানকালে, এতন্মুহূর্ত্তে ) 'মমার' ( পাপাৎ পতিতঃ ভবতি ) সঃ ভগবতঃ কৃপয়া 'হ্যঃ' ( পরেদ্যুঃ, পরক্ষণং, পরমুহূর্ত্তে ) 'সমান' ( সম্যক্ জীবতি, পাপাৎ মুক্তঃ ভূত্বা নবজীবনং লভতে ইত্যর্থঃ ) ভগবন্তং অহং আরাধয়ামি ; তৎকৃপয়া পাপী অপি পুণ্যজীবনং লভতে ; অহমপি পাপাৎ মুক্তিং প্রার্থয়ামি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৩সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী জগতের ( অথবা সৎকার্য্যের ) বিধাতা নিত্যপুরুষকে পাপবশতঃ জীর্ণাত্মা আমি যেন আরাধনা করিতে পারি ; হে মম মন ! ভগবানের মহত্বপূর্ণ সৃজন ও রক্ষাসামর্থ্য উপলব্ধি কর ; যে জন এই মুহূর্ত্তে পাপবশতঃ পতিত হয়, সে ভগবানের কৃপায়, পরমুহূর্ত্তে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে ; ( ভাব এই যে,—ভগবানকে যেন আমি আরাধনা করি ; তাঁহার কৃপায় পাপীও পুণ্য-জীবন লাভ করে ; আমিও পাপ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। ) ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৩সা ) ॥

• • •

অথবা,—

'সমনে' ( সংগ্রামে ) 'বহুনাং' ( অসংখ্যানাং শত্রূণাং ) 'দদ্রাণং' ( পরাজয়কারিণং ) 'বিধুং' ( বিধাতারং, শক্তিমন্তং ) 'যুবানং' ( যৌবনসম্পন্নং ) 'সন্তং' ( পুরুষং অপি )

'পলিতঃ' ( পলিতবৎ, বার্দ্ধক্যং ) 'জগার' ( নিগিরতি, গ্রাসয়তি ) ; হে মম মনঃ! 'দেবস্য' ( ভগবতঃ ) 'মহিত্বা' ( মহত্ত্বোপেতঃ ) 'কাব্যং' ( সামর্থ্যং ) 'পশ্য' ( উপলব্ধিং কুরু ), 'সঃ' ( সঃ যুবা ) 'অদ্য' ( নিত্যকালং ) 'মমার' ( ম্রিয়তে ) 'হ্যঃ' ( তথা ) 'সমান' ( সম্যগ্ জীবতি, পুনঃ প্রাদুর্ভবতি ইত্যর্থঃ ) ; ইদং জীবনং যৌবনং চঞ্চলং ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বরঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। ( ৩অ -১০খ –১০দ –৩সা )।

• • •

অথবা,—

সংগ্রামে অসংখ্য শত্রুর পরাজয়কারী শক্তিমান্ যৌবনসম্পন্ন পুরুষকেও বার্দ্ধক্য গ্রাস করে ; হে আমার মন! ভগবানের মহত্ত্বযুক্ত সামর্থ্য উপলব্ধি কর ; সেই যুবা নিত্যকাল মরিতেছে ও পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইতেছে ; ( ভাব এই যে,—এই জীবন যৌবন চঞ্চল ; কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর হয়েন। )। ( ৩অ—১০প—১০দ—৩সা )।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। বৃত্তরূপ ঋষিঃ। অনয়া কালাত্মক ইন্দ্রঃ স্তূয়তে—'বিধুং' বিধাতারং সর্ব্বস্য যুদ্ধাদেঃ কর্ত্তারং ( বিপুরেষ ঋষিঃ কালোত্তমে ) তথা 'সমনে' ( অমন মনঃ প্রাণনং। সমাগমনোপেতে ) সংগ্রামে 'বহূনাং' শত্রূণাং 'দদ্রাণং' দ্রাবকং। উরুক্-সামর্থ্যোপেতমপি 'যুবানং' 'সন্তং'। 'পলিতোজগার' নিগরকীর্ত্ত-রূপয়া জরয়াক্রমণপ্রভৃতি বক্ষ্যমাণলক্ষণং চ 'দেবস্য' কালাত্মকস্যেন্দ্রস্য 'মহিত্বা' মহত্ত্বোপেতং 'কাব্যং' সামর্থ্যং 'পশ্য' হে বৃত্তরূপ! ( ঋষিঃ স্বাত্মানমাত্মনা বদতি। তথা যো জরাং প্রাপ্তঃ 'অদ্য 'মমার' ম্রিয়তে 'সঃ', 'হ্যঃ' পরেদ্যুঃ 'সমান' সম্যগ্ জীবতি পুনর্জন্মান্তরে প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ। ৩।

• • •

# তৃতীয় ( ৩২৫ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——— :×: ———

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বীজ আমরা এই মন্ত্রে পাই : আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই জীবনই বা কেন,—মানুষের মনে এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই জাগে। মানুষ তাহার নিজের জীবনকে দুদিনের বলিয়া ভাবিতে রাজী নয়, 'দু'দিনের খেলা দুদিনে ফুরাবে' একথা ভাবিতে মানুষ চায় না তাই, মানুষের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে—আমরা কি তবে সত্য সত্যই দুদিনের জন্য আসিয়া অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইব? আমি কি শুধু আমার এই দেহ-প্রাণ মন মাত্র! এই সকলেরই কি আত্যন্তিক বিনাশ হইবে? দেহ প্রাণ ব্যতীত কি আত্মা নাই? তবে এ দুদিনের ছেলেখেলা কেন?'

মানুষের অন্তরস্থ অমৃতের বীজ তাহাকে বলিয়া দিল—'না মানব, তুমি অমৃতের অধিকারী অনন্তের সন্তান। তোমার জরা নাই, মরণ নাই, ধ্বংস নাই—তুমি অজর অমর শাশ্বত নিত্য। অনুসন্ধান কর মানব! অমৃত লাভে ধন্য হইবে।'

ঋষিগণ সাধনা আরম্ভ করিলেন। জানিতে হইবে—মৃত্যুর পরপারে কি আছে। মানুষের ভাগ্য কোন শৃঙ্খলে বাধা, তাহা জানা চাই-ই চাই। জীবনের ও পরলোকের মাঝখানে যে ঘনতমসাবৃত অজ্ঞাত কাল-যবনিকা রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করিতেই হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির সন্ধান লইতে হইবে। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন—"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

মহাপুরুষদের সেই প্রার্থনা ভগবান্ গ্রহণ করিলেন। বেদ বলিলেন,—

'বিধুং দদ্রাণং সমনে বহুনাং যুবানং সন্তং পলিতঃ জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বা অদ্য মমার স হ্যঃ সমান ॥'

ভয় নাই মানব! তোমরা অনিত্য জলবুদ্বুদ নও। তোমরা নিত্য, তোমরা অমৃতের অধিকারী। এই যে মৃত্যু দেখিতেছ, এ ত মৃত্যু নয়! এ যে নবযৌবন প্রাপ্তিমাত্র। ভয় পাইও না মানব! মৃত্যুর জন্য ভয় নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে তোমরা পৃথিবীর কর্মভার বহিতে যখন অসমর্থ হও, তখন তোমাদিগের জন্য একটু বিশ্রামের আয়োজন মাত্র!"

মৃত্যুভয় ভীত মানবের জন্য কি সান্ত্বনার বাণী! সংসারের মধ্যে থাকিয়া, প্রীতি বন্ধনের মধ্য দিয়া, মানুষ আপনাকে আত্মীয়-স্বজনের সহিত এমনভাবে জড়িত করিয়া ফেলে যে, তাহাদিগের বিচ্ছেদাশঙ্কায় মানুষ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। তারপর মৃত্যু-যবনিকার পরপারে কি আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার—মৃত্যুর—নামে মানুষ শিহরিয়া উঠে। আমার স্বজন প্রেমাস্পদদিগের বা কি অবস্থা হইবে, আবার আমি নিজেই বা কোথায় থাকিব? এই সব প্রশ্ন সাংসারিক মানুষকে আকুল করিয়া তুলে। তাহাদের সান্ত্বনার জন্যই বেদ বলিতেছেন—"অদ্য মমার স হ্যঃ সমান।"

আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই জড়বিজ্ঞানানুসৃত পন্থায় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে। জগতে আজ এমন সভ্যজাতি নাই—যাহারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চর্চা না করেন। প্রাচীন গ্রীসেও আত্মার অবিনশ্বরত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা অনেক হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে যেমন উন্নত অবস্থায় এই অধ্যাত্মজ্ঞান পৌঁছিয়াছিল, এমন আর কোন দেশে হয় নাই।

ভারতের চিন্তা-ধারাকে বৈদিক এই চিন্তা-ধারা পরিচালিত করিতেছে। ভারতের চিন্তা-ধারা অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। পরবর্তিকালের মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রেও আত্মার এই অবিনশ্বরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের দেশের এই রত্নসমূহ সংগ্রহ করিয়া অন্যদেশের লোক সমৃদ্ধ হইতেছে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া উন্নত ও ধন্য হইতেছে। আর আমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধন উপভোগ করিতেও সমর্থ নই। তাঁহাদিগের পবিত্র রক্তধারা আমাদিগের শরীরে প্রবাহিত, তাঁহাদিগের উন্নত চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী আমরা; কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে আমরা আজ অসমর্থ।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। আত্মা সেই নিত্য পরমপুরুষেরই

প্রকাশ। সুতরাং আত্মা মরিতে পারে না,—তাঁহার ধ্বংস নাই। বেদের এই মহতী বাণী আমাদিগকে সঞ্জীবিত করুক!

এই মন্ত্রের আরও একটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহাতে পাপীকে উদ্ধারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যত বড় পাপী হউক না কেন—ভগবান্ কৃপা করিলে সে-ও উদ্ধার পায়, চিরশান্তি লাভ করে॥ (৩অ—১০দ—১০খ—৪সা)॥ *

—— • ——

চতুর্থ সাম।

ত্বꣳহ ত্যৎ সপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো

অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।

গূঢ়ে দ্যাবাপৃথিবী অন্বৰিন্দো বিভুমদ্ভ্যো

ভুবনেভ্যো রণন্ধাঃ॥ ৪॥

* * *

গেয়-গান।

১। ঔ হো ইতুবায়। হত্যৎ সপ্তভ্যো। জায়মানা ২ ৩ ৪ ঃ। ঔ হো

অশা। ক্রভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্রা ২ ৩ ৪। ঔ হোই গূঢ়ে।

দ্যাবাপৃথিবী অনু [illegible] ঔ হোই বিভু। মদ্ভ্যো।

ভুবনেভ্যো রণন্ধা ২ ৩ ৪ [illegible] ৪॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের [illegible] সূক্তের [illegible] ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী—তাঁহাদের নাম,—"সোমসামনী বে।"

৪ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র ১র ২র
২। যোহাই। হভো৷ বা ও২৩৪বা। সপ্তভ্যো জায়মা।

১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৪ ৩ ২
নোবা ৩। ঔ বা ২৩৪৫। ওশো হাই। ক্রভো বা উ

৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২
২৩৪বা। অভবঃ শক্রয়ি। ম্রোবা ৩। ও বা

১ ১ ১ ২ ৪ ২ ৩ ৫
৩৪৫। গঢ়ো হাই। ধৌবা ও২৩৪বা।

২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ৪ ৩ ২
পৃথিবীঅম্বি। ম্রোবা ৩। ও বা ৩৪৫। বিভো হাই। মস্তো

৩ ৫ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১
বা ও২৩৪বা। ভুবনে। ভ্যোরণা ৩। ও বা ৩৪৫।

৪ ৪
রণা ৫ স্কাঃ। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ত্বং হ ত্যৎ' (ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম); 'সপ্তভ্যঃ' (সপ্তলোকেভ্যঃ) 'অশক্রভ্যঃ' (শক্ররহিতেভ্যঃ, কামাদিরিপুপ্রাধান্যরহিতেভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'জায়মানঃ' (প্রকটীভূতঃ—ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'শক্রঃ' (রিপুণাং শাসকঃ) 'অভবঃ' (ভবসি); 'গূঢ়ে' (সংবৃতে, অজ্ঞানান্ধকারাবৃতে) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকে ভূলোকে) ত্বং 'অম্বাবন্দঃ' (জ্যোতিঃরূপেণ প্রকাশিতঃ ভবসি, জ্ঞানালোকং বিকীর্ণয়সি ইত্যর্থঃ); 'বিভুমস্ত্যঃ' (মহত্বযুক্তেভ্যঃ) 'ভুবনেভ্যঃ' (লোকেভ্যঃ) 'রণং' (রমণং, আনন্দং) ত্বং 'ধাঃ' (ধারয়সি, প্রদদাসি); সাধকানাং হিতার্থায় ভগবান্ তেষাং রিপূন্ নাশয়তি, স জগতি জ্ঞানালোকং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ ১০খ ১০দ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনিই পরমব্রহ্ম; সপ্তলোকের সাধকগণের জন্য আপনি প্রকটীভূত হয়েন; আপনি তাঁহাদিগের রিপুনাশক হয়েন; অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত দ্যুলোকে ও ভূলোকে আপনি জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করেন; মহত্বযুক্ত লোকসমূহের জন্য আপনি আনন্দ প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—

সাধকদিগের হিতের জন্য ভগবান্ তাঁহাদিগের রিপুনাশ করেন; তিনি জগতে জ্ঞানালোক প্রদান করেন।)॥ (৩অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। চতুর্থং সাম। দ্যুতান ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং হ' ত্বং খলু 'ত্যৎ' তদেতৎ কর্ম্ম কৃতবানসি। কিং তদুচ্যতে? 'জায়মানঃ' ত্বং প্রাদুর্ভবন্নেব 'অশত্রুভ্যঃ' শত্রুরহিতেভ্যঃ 'সপ্তভ্যঃ' কৃষ্ণবৃত্রনমুচিশম্বরাদিভ্যঃ সপ্তভ্যো বলবদ্ভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ 'শত্রুঃ' 'অভবঃ' সপ্তভ্যঃ পূর্ব্বাঃ শত্রুঃ শাতয়িতা দারয়িতা অভবঃ (সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম্মশারদীর্দর্ত্ত ইতি হি নিগমঃ) অথবা 'সপ্তভ্যঃ' সপ্তহোতৃপ্রভৃতয়ো হোত্রকাঃ তদর্থং যজ্ঞেষু প্রাদুর্ভবন্নেব কর্ম্মবিঘ্নকারিভ্যঃ শত্রুরভবঃ। কিঞ্চ হে ইন্দ্র! ত্বং 'গূঢ়ে' সংবৃতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সূর্য্যাত্মনা প্রকাশ্য অনুক্রমেণ ত্বং 'অবিন্দঃ' অলভথাঃ তথা 'বিভুমদ্ভ্যো' মহত্ত্বযুক্তেভ্যঃ 'ভুবনেভ্যো' লোকেভ্যো 'রণং' রমণং 'ধাঃ' ধারয়সি বিদধাসীত্যর্থঃ॥ (৩অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

• . •

## চতুর্থ (৩২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———×⁑•⁑×———

মন্ত্র বলিতেছেন,—'ত্বং হ ত্যৎ—আপনিই সেই পরমব্রহ্ম।' সত্যই বিভক্ত একত্বে—যিনি মূলতঃ এক কিন্তু অবস্থাভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিরাজিত সেই পরমদেবতাকে—মানুষ আপনার শিক্ষা অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে পূজা করিয়া থাকে। স্বরূপতঃ এক হইলেও দেশ কাল ও পাত্রাদির বিভিন্নতা-হেতু তিনি নানাবিধ উপাসকের নিকট নানাবিধ মূর্ত্তিতে ও ভাবে প্রকাশিত হয়েন। শুভ্র স্ফটিক যেমন, যে বর্ণের বস্তুর নিকটে যায়, সেই বস্তুরই বর্ণ ধারণ করে; নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ সেই পরমপুরুষও বিভিন্ন প্রকৃতির সাধকগণের নিকট তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তদনুরূপ ভাব ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। এই বেদের মধ্যেই আমরা ভগবানের নানাবিধ বিভূতির পরিচয় পাই এবং সাধকগণ নানাভাবে তাঁহার এক বিভূতিরই আরাধনা করিতেছেন বুঝিতে পারি। এমন কি, এক সাধকই ভগবানের নানা বিভূতির নানাবিধ উপাসনায় রত আছেন।

তিনি সাধকগণের শত্রুনাশ করেন। মূলে আছে—"সপ্তভ্যঃ অশত্রুভ্যঃ শত্রুঃ অভবঃ।" তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"অশত্রুভ্যঃ শত্রুরহিতেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ কৃষ্ণবৃত্রনমুচিশম্বরাদিভ্যঃ সপ্তভ্যঃ বলবদ্ভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ শত্রুঃ অভবঃ; যদ্বা সপ্তভ্যঃ পূর্ব্বাঃ শত্রুঃ শাতয়িতা দারয়িতা অভবঃ; অথবা সপ্তভ্যঃ সপ্তহোতৃপ্রভৃতয়ো হোত্রকাঃ তদর্থং যজ্ঞেষু প্রাদুর্ভবন্নেব কর্ম্মবিঘ্নকারিভ্যঃ শত্রুঃ অভবঃ।"

দেখা যাইতেছে যে, 'সপ্তভ্যঃ অশত্রুভ্যঃ' পদদ্বয়ের অর্থ ক্রমান্বয়ে তিনটী ব্যাখ্যা পরিকল্পিত হইয়াছে। একটী পৌরাণিক, অন্যটী ঐতিহাসিক, সর্ব্বশেষটী যজ্ঞাধিকারীয়। অত্র

সমস্ত বিবরণগুলি ঠিক রাখিয়া, কেবলমাত্র 'সপ্তভ্যঃ অশক্রুভ্যঃ' পদদ্বয়ের উপলক্ষেই বিবিধ অর্থকল্পনার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা ভাষ্যকারের কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিতে পারি নাই। অবশ্য, যে যেরূপে পারেন, সেরূপে তিনি সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। আমরা যেভাবে 'সপ্তভ্যঃ অশক্রুভ্যঃ' পদদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রথমতঃ 'অশত্রু' কে? যিনি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন – যিনি ভগবানের উপাসনায় রত থাকেন, তিনিই – 'অশত্রু'। কারণ, সাধারণ মানুষের যে সমস্ত শত্রু থাকে, কামক্রোধাদি বা মোহ-পাপাদি সেই শত্রুগণ সাধককে আক্রমণ করিতে পারে না; অথবা আক্রমণ করিলেও, তাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। তাই প্রকৃতপক্ষে তিনি 'অশত্রু'।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি অশত্রু, তাঁহার শত্রুনাশের অর্থ কি? একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, তিনি অশত্রু নিশ্চয়; কিন্তু ভগবানের রক্ষাশক্তির বাহিরে তিনি যাইতে পারেন না, অর্থাৎ সাধক যে অবস্থারই উপনীত হউন না কেন, ভগবচ্চরণে লীন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে শত্রুগণের আক্রমণে নিরত হইতে হয়। সাধক যখন ভগবদারাধনার সাধু-সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তখন হইতেই ভগবানের রক্ষাশক্তি বিশেষভাবে তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকে। শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, ভগবান সাধককে কার্য্যতঃ 'অশত্রু' করিয়া থাকেন – ইহাই 'সপ্তভ্যঃ' পদের পদসমষ্টির এক অর্থ। নতুবা কুম্ভ নমুচি প্রভৃতি অসুরগণ অশত্রু ছিল এবং ভগবান তাহাদের শত্রু হইলেন – এ কথার বিশেষ কোনও সঙ্গতার্থ আমরা অবধারণ করিতে পারি নাই। আর, পাকশাক্ষ প্রভৃতি অসুর-দিগের শত্রু ছিল না— এ কথারও কোন অর্থ হয় না। বরং ঐ সকল ভয়ানক অসুরদিগের সর্ব্বত্রই শত্রু থাকা সম্ভবপর।

'সপ্তভ্যঃ' পদে আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গ্রহণ করি নাই। ঐরূপ সংখ্যা বস্তুতঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝাইয়া বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। আমরাও বহু অর্থেই 'সপ্তভ্যঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবীর সব দেশেই ঐরূপে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা বহুত্ব প্রকাশ করা হয়। ইংরেজীতে ঐরূপ সংখ্যাকে 'মিষ্টিক্যাল নাম্বার' ( Mistical number ) বলে। যেমন ইতালীয়ান কবি দান্তে ( Dante ) "নয়" ( Nine ) কে বহুত্বের প্রতিরূপ বলিয়া তাঁহার কোনও কোনও কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন। অপিচ, 'সপ্তভ্যঃ' পদে সপ্তলোককে—'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে' বুঝাইয়া থাকে।

ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। তাঁহা হইতে জ্ঞানালোক আসিয়া জগৎকে আলোকিত করে। তাঁহার জ্ঞান না পাইলে মানুষ অচেতন জড়পদার্থই থাকিত।

তিনি আনন্দস্বরূপ, রসো বৈ সঃ। তাঁহার আনন্দেই জগৎ আনন্দময়। প্রকৃত সুখ-শান্তি ও আনন্দের খনি— সেই সর্ব্বসাধার ভগবান। ( ৩অ ১০দ ১০স্, ৪সা )। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতি সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান দুইটী—"ইন্দ্রাগ্ন্যে দ্বে।"

পঞ্চমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মেড়িং ন ত্বা বজ্রিণন্তৃষ্টিমন্তং পুরুধস্মানং

৩ ২ ৩ ১ ২
বৃষভঙ্ স্থিরপস্নুং।

৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ র ২র ৩ ১
করোষ্যর্য্যস্তরুষীর্দ্দুবস্যুরিন্দ্র দ্যুক্ষং

২ ৩ ১ ২
বৃত্রহণং গণীষে ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ১র
১। মেড়ীম্। ন ত্বাবজ্রিণস্তৃষ্টিমা ২ ৩ ন্তাম্। পুরুধস্মানং বৃষভঙ্

২ ১ ২ ১র ৭ ২ ১
স্থিরা ২ ৩ পস্নুম্। করোষ্যর্য্যস্তরুষা ঈর্দ্দুবা ২ ৩ স্যুঃ। আইন্দ্র

২ ১ ১ ৭ ৫র র
দ্যুক্ষম্। বৃত্র ২ ৩। ৩। ণ ২ ৩ ৪ ঔ.হাবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১
গৃণী ৩ ষে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

৪র ৫ ৪ ২ ৫ ১ ২ ১ ২
২। মেড়িমন্বা। বা ৩ ৪ ঔ ২৩ ত্বাই। নজ্রাইণৌ। বা ২ ১ ৩ ৪।

৫ ৩ ২ ২ ৫ ১ ২র ২ ১ ৫
তাম্। পুরা ৩ ৪ ঔ হো। ধস্মানং বৃ। ষভঙ্ স্থাইরৌ।

৫ ৩ ২ ৫ ২ ১
বা ৩ ২ ৩ ৪। পস্নুম্। করা ৩ ঔ হো। মি অর্য্যাস্ত।

২ ৫ ২ ৫
রুষাইর্দ্দুবৌ। বা ৩ ২ ৩ ৪। স্যুঃ। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহো।

২ ১ ১ ৭ ১ ৫র র
দ্যুক্ষম্। বৃত্রা ২ ৩। ৩ ২ ণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২র ৩ ১ ১ ১ ১
গৃণীষে ২ ৩ ৪ ৫। ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বেভিং ন' ( লোকাঃ যথা বৃষ্ট্যর্থং বৃষ্টিপ্রদাং বাচং স্তুবন্তি ) 'বজ্রিণং' ( রক্ষাস্ত্র-ধারিণং ) 'ভৃষ্টিমন্তং' ( শিখরসদৃশং, মহোচ্চং ) 'পুরুধস্মানং' ( বহুশত্রুনাশকং ) 'বৃষভং' ( অভীষ্টবর্ষকং ) 'স্থিরপ্সুং' ( স্থিররূপং, নিত্যং ) 'দ্যুক্ষং' ( দ্যুলোকে বর্ত্তমানং ) 'বৃত্রহণং' ( অজ্ঞানতানাশকং, পাপনাশকং ) 'ত্বা' ( ত্বাং ) অহং তদ্বৎ 'গৃণীষে' ( স্তৌমি, আরাধয়ামি ); 'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ) 'ভুবস্যুঃ' ( পূজাং ইচ্ছয়ন্, আরাধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ ) ত্বং অস্মান্ 'অর্যাঃ' ( অরীন্, শত্রূণাং ইত্যর্থঃ ) 'তরুষীঃ' ( তারকান্, জেতৄন্ ) 'করোষি' ( কুরু ); হে দেব! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৫সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! লোকে যেমন বৃষ্টির জন্য বৃষ্টিপ্রদ বাক্যের স্তব করে, রক্ষাস্ত্রধারী, মহোচ্চ, বহুশত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, নিত্য, দ্যুলোকে বর্ত্তমান, পাপনাশক, আপনাকে আমি যেন সেইরূপ আরাধনা করি। বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগকে শত্রুজয়ী করুন; ( ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন। ) ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৫সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'ভুবস্যুঃ' ভুবঃ পরিচরণং স্তুত্যাদিলক্ষণং তদিচ্ছুস্ত্বং যতঃ 'অর্যাঃ' অরীন্ অস্মদ্বিরোধিনঃ 'তরুষীঃ' তারকান্ জেতৄনস্মান্ করোষি ( যদ্বা তরুষীঃ তরণস্বভাবাৎ। পক্ষদ্বয়েঽপি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। অর্যঃ অরীনস্মাকং শত্রূন্ করোষি উপক্ষীণানিতি শেষঃ) অতঃ 'মেড়িম' ( মেড়্রিতি বাঙ্নাম ) [ নৈ০ ১ ১১।১৯] মাধ্যমিকীং বৃষ্টিপ্রদাং বাচমিব তাং যথা বৃষ্ট্যর্থং স্তুবন্তি তদ্বৎ 'ত্বা' ত্বাং 'গৃণীষে' স্তোত্রমুচ্চারয়ামি স্তৌমি। কীদৃশং ত্বাং? 'বৃত্রহণং' বৃত্রস্যাসুরস্য মেঘস্য বহন্তারং। 'দ্যুক্ষং' দ্যুলোকে বর্ত্তমানং। 'পুরুধস্মানং' বহূনামুদকানাং ধারকং ( যদ্বা। বর্ণ-ব্যত্যয়ঃ। পুরূণাং বহূনাং দাসয়িতারং শত্রূণাং ক্ষপয়িতারং ) 'বৃষভং' কামানাং বর্ষকং। 'স্থিরপ্সুং' স্থিররূপং। সতীস্রুত রূপং ক্ষরা চরণি পচ্যাজং ঋষত। যদ্বা। স্থিরাণাং শত্রূণাং ভক্ষকং বিঘাতিনমিত্যর্থঃ।) 'বজ্রিণং' বজ্রবন্তম্ 'ভৃষ্টিমন্তং' শত্রূণাং ভর্জ্জনবন্তং। ( ৩অ—১০খ—১০দ—৫সা ) ॥

## পঞ্চম ( ৩২৭ ) সামের মর্ম্মার্থ।

————০:§:§:০————

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন ও প্রার্থনামূলক। সাধক, ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য নিজকে সচেষ্ট করিতেছেন। সাধক, ভগবানকে রক্ষাস্ত্রধারী, মহোচ্চ, বহুশত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, নিত্য, দ্যুলোকে বর্ত্তমান ও পাপনাশক বলিয়া আহ্বান করিতেছেন।

সাধক যে ভাবের দ্বারা পরিচালিত হন, ভগবানকেও সেই ভাবে দেখেন। প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবানকে সাধক সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণকর্তা বলিয়া গ্রহণ করেন। 'রক্ষাস্ত্রধারী' ও বহুশত্রুনাশক বলিয়া অভিহিত করিয়া [illegible] পাপ ও রিপুকবল হইতে আত্ম রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

ভগবান্ 'অভীষ্ট-বর্ষক'। সুতরাং সাধক যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা তিনি পূর্ণ করেন। অবশ্য সাধকের প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গল নীতির বিরোধী হইলে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা জগতের মঙ্গলের সহায়ক, যাহা দ্বারা সাধক নিজের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারেন ভগবান্ সেই প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। ছেলে বায়না ধরিল বলিয়া, পিতা মাতা তাহাকে আগুনে হাত দিতে দেন না। তাই ভগবান্ অভীষ্টবর্ষক হইলেও, যাহা মানবের প্রকৃত অভীষ্ট তাহাই তিনি প্রদান করেন।

তিনি নিত্য। ভগবান্ নিত্য, অপরিবর্তনীয় সত্ত্ব। তাঁহার আরাধনায় মানব নিত্য সত্তার ধারণা আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারেন। নিজের মধ্যে যে নিত্যত্বের বীজ আছে, ভগবানের নিত্যত্বের ধ্যানে তাহা বিকাশিত হয়।

ভগবান্ পাপনাশক। মানুষ পাপের আক্রমণে বিব্রত, অনেক সময় পরাজিত হয়। তাই সেই পাপের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধক ভগবানের পাপনাশক বিভূতির আরাধনা করিতেছেন। শেষভাগের প্রার্থনায় এই ভাবটা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

'ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগকে শত্রুজয়ী করুন' - এই প্রার্থনার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে পাপ হইতে উদ্ধার লাভের কথাও আছে। মানুষের অন্তর্বাহিস্থিত যত রকমের শত্রু আছে, পাপ তাহার মধ্যে প্রধান একটী সুতরাং প্রার্থনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও প্রার্থনা আছে

প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বরং অনেক স্থলে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৩অ—১০খ—১০দ—৫সা)।

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

১　২　৩ ১　২ ৩ ১ ২　৩　১ ২ ৩ ১

প্র বো মহে মহেবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে

২ ৩ ১　২

প্র সুমতিং কৃণুধ্বং।

১ ২　৩ ১র　২র　৩　১

বিশঃ পূর্ব্বীঃ প্রচর চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

৫ ৪ ১ র ২ র র ১ ২ ২ ১ ২ ১
১। প্রবাঃ। মাহে মহেবৃধে। ভরাধু ৩ বাম্। প্রচাইতসাই।
২৯৩ ৫ ১ — ৩ ৮ ৫
প্রাসূমা ২ ৩ ৪ ঔম্। কৃণুধ্বম্। ইহা ২ বা ২ ৩ ৪ ইশাঃ।
১ ২ ১ ২ ১
পু ২ ৩ ৰ্বীঃ। প্রচা। য়া ২ ৩ চা। ষণাই। প্রা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥

• • •

৩ ১ ১ ১ ১ ২ র ৯ ৩ ৫ ৩২
২। হু৺২ ৩ ৪ ৫। প্র বো মহা ইমা ২ ৩ ৪ হে। বৃধা ৩ ৪ ৩ ই।
২ ৩ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৯ ৩
ভরা ২ ৩ ৪ ধ্বাম্। হু৺২ ৩ ৪ ৫। প্রচেতসা ইপ্রা ২ ৩ ৪
৫ ৩২ ২৩ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
সূ। মতা ৩ ৪ ৩ ইম্। কৃণ্ ২ ৩ ৪ ধ্বাম্। হু৺২ ৩ ৪ ৫।
২ র ৩ ৫ ৩২ ২৩
বিশঃ পূর্ব্বাইঃ প্রা ২ ৩ ৪ চা। য়চা ৩ ৪ ৩। ষণা ২ ৩ ৪
৫ ৩৫ ১ ১ ১ ১ র র ৪ ৫
ইপ্রাঃ। হু৺২ ৩ ৩ ৫। হাউ হোহো বা ৬।
৫ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউবা। ঈ ২ ২ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' ( যুয়ং ) 'মহেবৃধে' ( মহতাং ধনানাং বর্দ্ধয়িত্রে, পরমধনদাত্রায় ) 'মহে' ( মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ) 'প্র ভরধ্বং' ( প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ত —আরাধনাং ইতি যাবৎ। 'প্রচেতসে' ( প্রকৃষ্টজ্ঞানায়, সর্ব্বজ্ঞায় দেবায়—পরাজ্ঞানদাত্রায় বা ) 'সুমতিং' ( সুষ্ঠু স্তুতিং, সৎকর্ম্মাত্মিকাং প্রার্থনাং ) 'প্রকৃণুধ্বং' ( বিশেষেণ কুরুত, সম্পাদয়ত ); হে দেব। 'চর্ষণিপ্রাঃ' ( সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারী, অভীষ্টপূরকঃ বা ) ত্বং 'পূর্ব্বীঃ' ( প্রার্থনাকারিণঃ ) 'বিশঃ' ( লোকান্, অস্মান্ ইত্যর্থঃ ) 'প্রচর' ( অভ্যাগচ্ছ, প্রাপয় ) হে দেব! ত্বৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন সমর্থাঃ ভবেম; ত্বং কৃপয়া অস্মান্ প্রাপয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ )॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৬সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমধনদাতা মহত্ত্বসম্পন্ন দেবতার জন্য অর্থাৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য, আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন কর; পরাজ্ঞান লাভের জন্য সৎকর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা বিশেষরূপে সম্পন্ন কর; হে দেব! সাধকদিগের আত্মোন্নয়নকারী আপনি, প্রার্থনা-কারী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনাকে পাইবার জন্য আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই; আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন)॥ (৩অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে অস্মদীয়াঃ পুরুষাঃ! 'বো' যূয়ং 'মহেমুধে' মহতাং ধনানাং বর্দ্ধয়িত্রে 'মহে' মহতে ইন্দ্রায় 'প্রভরধ্বং' সোমান্ প্রণয়ত। 'প্রচেতসে' প্রকৃষ্টজ্ঞানায় ইন্দ্রায় 'সুমতিং' স্তুতিং চ 'প্রকৃণুধ্বং' প্রকুরুত। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ। হে ইন্দ্র! 'চর্ষণিপ্রাঃ' কামৈঃ প্রজানাং পূরয়িতা ত্বং 'পূর্ব্বীঃ' বহ্বীঃ পূর্ণয়িত্রীঃ 'বিশঃ' প্রজাঃ 'প্রচর' অভিগচ্ছ॥ (৩অ—১০খ ১০দ—৬সা)॥

* * *

# ষষ্ঠ (৩২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡•‡×——

মন্ত্রটীতে আত্মোদ্বোধন ও প্রার্থনা মিশ্রিতভাবে আছে। মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দুইভাগে আত্মোদ্বোধন আছে এবং শেষাংশে আছে প্রার্থনা।

প্রথমভাগে ভগবানকে পাইবার উপায়ভূত আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য, সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে জাগরিত করিতেছেন। আরাধনা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করার অর্থ কি? ভগবানের আরাধনার অর্থই, চিত্তবৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। যে উপায়ে মানুষের মন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যে ভাবে চলিলে মানুষ ঈশ্বর-সান্নিধ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই ভগবানের আরাধনা। যখন মানুষের মন ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না, ভগবদালোচনা ভগবদুপাসনা ব্যতীত অন্য কোন দিকেই যাইতে চায় না, যখন প্রাণধারণের উপযোগী কর্ম্মসমূহকেও তাঁহারই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করে,—তখনই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের আরাধনা করা হয়। সাধক নিজকে ভগবদনুভূতির সেই উচ্চ স্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশের আলোবোধন আছে। এই অংশে পরাজ্ঞান লাভের উপায়ভূত সৎকর্ম্মাদ্বিকা প্রার্থনায় আত্মনিবেশ করিবার জন্য, সাধক নিজের মনকে উদ্বোধিত করিতেছেন। ভগবান্ প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান লাভ ও ভগবৎ প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। এই পরাজ্ঞান লাভের উপায় সৎকর্ম্মসাধন ও ভগবানের চরণে প্রার্থনা। এই সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা বিশেষরূপে সাধন করার অর্থ—ভগবানের অভিমুখে সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া, ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করা; সৎভাবে সচ্চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করা। শুধু সৎকর্ম্ম করিলেই বা প্রার্থনা করিলেই হয় না, তাহার পিছনে থাকা চাই—সৎসঙ্কল্প, সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা। তবেই সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে। মানুষের উন্নতির প্রকৃত কারণ - ভগবান্ নিজে। তাই তাঁহাকে 'চর্ষণিপ্রাঃ' বলা হইয়াছে। ভাষ্যে 'চর্ষণিপ্রাঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'কামৈঃ প্রজানাং পূরয়িতা।' আমাদিগের পরিগৃহীত 'সাধকানাং আত্মোন্নয়নকারী অভীষ্টপূরকঃ বা' অর্থ তাৎপর্য হইতে ভিন্ন নয়। 'চর্ষণি' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমরা এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলাম। মন্ত্রস্থিত 'বঃ' পদের তাৎপর্য্যানুযায়ী অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি॥ (৩অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥ *

—— • ——

সপ্তমং সাম।

৩ ১   ১   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ   ৩<br>
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে

১ ২ ৩   ১ ২<br>
নৃতমং বাজসাতৌ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২<br>
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি

৩ ২ ৩   ১ ২<br>
সঞ্জিতং ধনানি ॥ ৭ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের—একত্রিংশত্তম সূক্তের দশমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী — উহাদের নাম—"অভুশেবে"।

গেয়-গানং।

৫ ৪ ৫ র ৪ ৫র ৪ ২ ১ ১ র ২ ১
শুনহ্ও হুবেম মঘবানমিন্দ্রম্। অস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসা

২ ১ র র২১ ২ ১
২ ৩ তাউ। শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমা ২ ৩ ৎসু। ঘ্ন। ন্তং বা

২ ১২ ২ ১২ ১
২ ৩ ত্রা। ৩। হোবা ৩ হা। ণি সঞ্জিতম্। ধনা ২ ঙ

২ ১২ ২ ১
নী ৩। হোবা ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্মিন্' (অস্মাকং হৃদয়স্থিতে) 'বাজসাতৌ' (আত্মশক্তিবিধায়কে) 'ভরে' (রিপুসংগ্রামে) 'শুনং' (সুখদায়কং, উৎসাহেন প্রবৃদ্ধং বা) 'নৃতমং' (শ্রেষ্ঠং নেতারং, সৎপথিপরিচালকং) 'মঘবানং' (পরমধনসম্পন্নং, পরমধনদাতারং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'হুবেম' (আহ্বয়েম, তৎসাহায্যং প্রার্থয়েম ইত্যর্থঃ); 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়—পাপকবলাৎ অস্মান্ ইতি যাবৎ) 'শৃণ্বন্তং' (লোকানাং প্রার্থনাং শ্রুতবন্তং) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'উগ্রং' (বীর্য্যবন্তং, শত্রুজয়িনং) 'বৃত্রাণি ঘ্নন্তং' (অজ্ঞানতাদিপাপানাং বিনাশকং) 'ধনানি সঞ্জিতং' (ধনানি সম্যক্ জেতারং, পরমধনপ্রদাতারং বাং) আরাধয়েম—ইতি শেষঃ; হে দেব! কৃপয়া অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষ তথা সৎপথি-পরিচালয় ইতি ভাবঃ। (৩অ—১০৭—১০৮ ৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়স্থিত আত্মশক্তিবিধায়ক রিপু-সংগ্রামে,—সুখদায়ক সৎপথে পরিচালক পরমধনদাতা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে আমরা যেন আহ্বান করি অর্থাৎ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করি; আমাদিগকে পাপ কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, লোকদিগের প্রার্থনা শ্রবণকারী রিপু-সংগ্রামে শত্রুজয়ী অজ্ঞানতাদি পাপ-নাশক পরমধনপ্রদাতা আপনাকে, আমরা যেন আরাধনা করি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে রিপু-কবল হইতে রক্ষা করুন, এবং সৎপথে পরিচালিত করুন।)॥ (৩অ—১০৭—১০৮—৭সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'বাজসাতৌ' বাজস্যান্নস্য সাতির্লাভো যস্মিন্ সোঽয়ং বাজসাতিঃ তস্মিন্ 'ভরে' (বিভ্রতি জয়লক্ষ্মীমনেন যোদ্ধার ইতি ভরঃ সংগ্রামঃ তস্মিন্) সংগ্রামে 'শুনং' শূনম্ উৎসাহেন প্রবৃদ্ধং 'মঘবানং' ধনবন্তম্ অতএব 'ইন্দ্রং' নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নং 'নৃতমং' সর্বস্য জগতোঽতিশয়েন নেতারং ত্বাং 'হুবেম' কুশিকাবয়ং যজ্ঞার্থমাহ্বয়েম। তথা 'শৃণ্বন্ত' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণাং স্তুতিং শৃণ্বন্তম্। 'উগ্রং' শত্রূণামুদ্গূর্ণং। 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'বৃত্রাণি' বৃত্রোপলক্ষিতানি সর্ব্বাণি রক্ষাংসি 'ঘ্নন্তং' হিংসন্তং। 'ধনানি' শত্রুসম্বন্ধীনি 'সঞ্জিতং' সম্যক্ জেতারং ত্বাং 'উতয়ে' রক্ষণায় বয়মাহ্বয়েম।৭

## সপ্তম ( ৩২৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

§ ÷ §

মানুষের ভিতরে যখন নৈতিক-সংগ্রাম জাগে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অন্তরস্থ সুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। দুই প্রকার মানুষের ভিতর এই সংগ্রাম নাই; এক, যাঁহারা সাধারণ মানুষ হইতে বহু ঊর্দ্ধে মানুষের মধ্যস্থিত পাশবিকতার সীমার বাহিরে—গিয়াছেন, আর যাহাদের মধ্যে পশুত্বই পূর্ণতেজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে, যাহাদের মধ্যে দেবত্বের সাড়া জাগে নাই। এতদ্ব্যতীত সমস্ত মানুষের মধ্যেই কোনও না কোনও সময়ে, কোনও উপায়ে এই সংগ্রাম জাগিবেই। আর এই সংগ্রাম, নবজীবনের সংবাদ বহন করিয়া আনে। কেহ হয় তো দুর্ব্বলতাবশে পরাজিত হইয়া পাপকবলে আত্ম-সমর্পণ করে; আর, কেহ হয় তো দেবতার কৃপায় শত্রুজয় করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু যিনি এই রিপুসংগ্রামে শত্রুবিমর্দ্দক ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি অনায়াসে সংগ্রাম-জয়ী হয়েন। এই সংগ্রামে থাকিয়া, মানুষের আত্মশক্তি বৃদ্ধি হয়; কিরূপে রিপুদমন করিতে হয়, কিরূপে পাপের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হয়,—তাহা সাধক বিশেষ ভাবে শিখিতে পারেন,—তাঁহার আত্ম-সংযমের ও রিপুদমনের শক্তি জন্মে। তাই এই রিপুসংগ্রামকে 'আত্মশক্তি-বিধায়ক' বলা হইয়াছে।

ভগবানকে 'নৃতম' —'শ্রেষ্ঠ নেতা' বলা হইয়াছে। ভগবানই মানুষকে প্রকৃত পক্ষে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন। কোন পথে গেলে মানুষ আপনার অভীষ্ট ফল লাভ করিবে তাহা ভগবানই নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

সেই জন্যই সাধকগণ রিপু-সংগ্রামে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা জানেন যে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুসঙ্কুল সংসারে দিগ্‌ভ্রান্ত মানবের একমাত্র পরিচালক—ভগবান্ নিজে। সাধক জানেন, পাপের কবল হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি ধারণ করেন—সেই অপাপবিদ্ধ পুরুষ ভগবান্। তাই মানব, জীবন-সংগ্রামে রিপুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, কাতরকণ্ঠে তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করে,—"বিপদ্‌বারণ, ভবভয়হরণ ভগবন্! তোমার অক্লান্ত দুর্ব্বল সন্তানকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার কর! আমার এমন শক্তি নাই যে, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করি। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তোমারই চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি—রক্ষা কর প্রভো!"

আর ভগবান্ মানবের এই আকুল ক্রন্দন শ্রবণ করেন, তাঁহার মঙ্গলময় অভয়-হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে পাপের অমঙ্গলের কবল হইতে রক্ষা করেন। তাই বেদ, ভগবানের স্বরূপ বর্ণনায় বলিতেছেন,—তিনি মানবের প্রার্থনা শ্রবণকারী, রিপুসংগ্রামে শক্রজয়ী, অজ্ঞানতাদি পাপনাশক। তিনি জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পরশে অজ্ঞানতা আপনিই বিদূরিত হয়।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'বৃত্রাণি হন্তং' পদদ্বয় উপলক্ষেই বিশেষভাবে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপর 'বৃত্রঃ' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এক স্থলেও সেই অর্থে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। ( ৩অ—১০খ—১০দ—৭সা ) ॥ ০

---

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্য্যে মহয়া বসিষ্ঠ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ যো বিশ্বানি শ্রবসা ততানোপশ্রোতা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ম ঈবতো বচাꣳসি ॥ ৮ ॥

* • *

গেয়-গানং।

? ২র ১ ২ S ২ ২ ১ ২ ১র ২ ৩ ৪ ৫

দিবয়া। ওবা। ঔ ৩ হো ০ বা। উদুব্রহ্মা। ণী ৩ ঐর, ত শ্রবস্যা।

২ ১ ৭ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২র ১র ২ ১

ইন্দ্রꣳসম্যা। র্যে ৩ মহ। য়াবাসিষ্ঠা। আযোবিশ্বা। নী ৩ শ্রবা।

২ৎ ৩ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ ১ ৫ ২ ২ র ১

সাততানা দিবয়া ওবা। ঔ ৩ হো ০ বা। উপশ্রোতা।

২ ১র ২ ২ ৪

ম ঈব। তো ০ ৪ ৩। বা ৩ চা ৫ ꣳসা ৬ ৫ ৬ ই ॥ ৮ ॥

• • •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিংশত্তম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ ( তৃতীয় অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান একটী—"ভারদ্বাজম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সমর্য্যে' ( রিপুসংগ্রামে ) 'শ্রবস্যা' ( শক্তীচ্ছয়া, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ ) 'ইন্দ্রং' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং প্রতি ) ব্রহ্মাণি' ( স্তোত্রাণি, প্রার্থনাঃ ) 'উদৈরয়ত' ( উচ্চারয়ত, তস্য সাহায্যলাভায় প্রার্থনাং কুরুত ইত্যর্থঃ ) ; 'বসিষ্ঠ' ( বসিষ্ঠঃ, জিতেন্দ্রিয়ঃ জনঃ ) 'মহয়া' ( স্তোত্রেণ, প্রার্থনয়া ) 'উ' ( উপগচ্ছতি, দেবং প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ ) ; 'যঃ' ( যঃ দেবঃ ) 'শবসা' ( স্ব-শক্ত্যা ) 'বিশ্বানি' ( ভুবনানি, সর্ব্বাণি লোকানি ) 'আততান' ( ব্যাপ্নোতি ) সঃ 'ঈবতঃ' ( প্রার্থনাকারিণঃ ) 'মে' ( মম ) 'বচাংসি' ( বচসঃ, প্রার্থনায়াঃ ) 'উপশ্রোতা' ( শ্রবণকারী ভবতু—ইতি শেষঃ, স প্রার্থনাং শৃণোতু ইত্যর্থঃ ) ; রিপু-সংগ্রামে জয়লাভায় ভগবন্তং অহং আরাধয়ামি ; সঃ কৃপয়া মম প্রার্থনাং শৃণোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৮ ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! রিপু-সংগ্রামে আত্ম-শক্তি লাভের জন্য বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার প্রতি স্তোত্র-সমূহ উচ্চারণ কর, অর্থাৎ তাঁহার সাহায্য-লাভের জন্য প্রার্থনা কর; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রার্থনা দ্বারা দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন; যে দেবতা স্ব-শক্তিতে সকল লোক ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তিনি প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনার শ্রবণকারী হউন; অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য ভগবানকে যেন আমি আরাধনা করি, তিনি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ) ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৮সা ) ॥

• . •

সায়ণ ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'শ্রবস্যা' অন্নেচ্ছয়া 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি হবীংষি চ ইন্দ্রার্থম্ 'উদৈরত' সর্ব্বে ঋষয় ইতি শেষঃ ( উ ইতি পূরণঃ ) হে 'বসিষ্ঠ'। ত্বমপি 'সমর্য্যে' যজ্ঞে 'ইন্দ্রং' 'মহয়' স্তোত্রেণ হবিষা চ পূজয়। অপিচ 'য ইন্দ্রঃ' 'বিশ্বানি' ভুবনানি 'শবসা' অন্নেন কীর্ত্ত্যা বা 'আততান' সঃ 'ঈবতঃ' উপগমনবতো 'মে' মম 'বচাংসি' স্তুতিরূপাণি বাক্যানি 'উপশ্রোতা' ভবতু ॥ ( ৩অ—১০খ—১০দ—৮স ) ॥

• . •

## অষ্টম ( ৩৩০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধন ও প্রার্থনা মূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে, আমরা সাধনার ও সিদ্ধি-লাভের একটা ক্রম দেখিতে পাই। মানুষের জীবনে প্রথমে নৈতিক-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। মানুষের অন্তর-স্থিত দেবত্ব ও পশুত্বের মধ্যে যখন বিরোধ জাগিয়া উঠে, তখনই প্রকৃতভাবে মানুষের নৈতিক জীবন আরম্ভ হয় এবং সাধনার ক্রম অনুসারে ঐ নৈতিক-জীবন ধর্ম্ম-জীবনে পরিণত হয়।

মানুষ যখন সংসারের মায়া-মোহ প্রলোভন প্রভৃতির সম্মুখীন হয়, তখন তাহার পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয় - এই দুইটীর মধ্য হইতে শ্রেয়কে বাছিয়া লওয়া সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। প্রেয় তাহার মোহিনী-মূর্ত্তি লইয়া আপাতঃমধুর পরমসুখজনক প্রলোভনগুলিকে মানুষের সম্মুখে ধরে; যাহাতে তাহার মন ঐ আপাতঃমধুর সুখে তৃপ্তি পায়, তাহার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে না। ঐ সঙ্গে মানুষের নিজের অন্তরস্থ পশু-বৃত্তিও তাহাকে প্রলোভনের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

অন্য পক্ষে, শ্রেয় তাহার আপাতঃপ্রতীয়মান কঠোরতা ও তিক্ততা লইয়া মানবের নিকট উপস্থিত হয়। সে শ্রেয়,—পরিণামে সে মানবের পরম মঙ্গলদায়ক, - ইহা ব্যতীত তাহার পক্ষে বলিবার আর কিছু থাকে না। তাই একদিকে প্রেয়ের আপাতমধুর লোভনীয় মূর্ত্তি ও অন্য দিকে শ্রেয়ের শুষ্ক কঠোর নীরস রূপ, এ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়া মানুষ কাহাকে বরণ করিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না। অনেক সময় প্রবৃত্তির বশে প্রেয়কেই বরণ করিয়া নিজের জীবন নষ্ট করে। কিন্তু যিনি দেবতার কৃপায় মোহ মায়াকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু সাধারণ দুর্ব্বল মানুষ নিজের শক্তিতে, সেই নির্ব্বাচন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। তাই সাধক বলিতেছেন, 'আমার জীবনের সেই মহামুহূর্ত্তে যেন আমি ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত পথে চলিবার শক্তি-লাভ করিতে পারি। সাধু মহাপুরুষগণ তো প্রার্থনার দ্বারাই ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন, তাঁহার চরণে আশ্রয় পান, আমিও তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যেন ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারি।

প্রথমতঃ জীবনে নৈতিক-সংগ্রাম; সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পর ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের চরণে আশ্রয় লাভ;—সাধনার এই ক্রমই আমরা মন্ত্র মধ্যে দেখিতে পাই।

* ভগবান্ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন—"শ্রবসা বিশ্বানি আততান"। তিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাদিগকে চরম লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করুন। আমরা তাঁহার কৃপায় তাঁহারই-দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান হইয়া যেন রিপুজয় করিতে পারি,—চরমে যেন তাঁহারই চরণে আশ্রয় পাই। এই প্রার্থনাই মন্ত্রের শেষাংশে দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রের 'বচাংসি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে 'বচসঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। "বচাংসি, প্রথমাবহুবচনমিদং ষষ্ঠ্যেকবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং, বচসঃ বচনস্তোত্রস্যেত্যর্থঃ"—ইতি। 'বসিষ্ঠ' পদে পূর্ব্ব ব্যাখ্যানুসারে ( ঋগ্বেদ ১ম —১.২৬—৯৭ ) 'জিতেন্দ্রিয়ঃ জনঃ' অর্থগ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (৩অ ১·৭ -১০৭ -৮সা ।০

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান একটি। উহার নাম—"বৈশ্ব দৈবং।"

নবমং সাম।

৩১র ২র৩ ১র ২র ৩ ১র ২ক ৩ ১র ২র
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ।
৩ ১র ২র ৩ ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র৩
পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা
১ ২
ওষধীষু ॥ ৯ ॥

•
• •

গেয়-গানং।

৫ ৪ ৫ র ৪ র ৫ ৪ ১ ১র র ১ ১ ২
চক্রাং যদস্যাপ্সুবা নিষত্তাম্। উ.তো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছা ২ ৩ দ্যাৎ।
১র ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২র
পৃথিব্যামতিষিতং যদূ ২ ৩ ধাঃ। পয়োগো ২ ৩ ষূ। আদধা
১র ২র ১ ২ ১
ওষধীষু। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৯ ॥

•
• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'যৎ চক্রং' (যৎ রক্ষাস্ত্রং, যা রক্ষাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অপ্সু' (অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নিষত্তং' (ব্যাপ্তং—মোক্ষদানায় ইতি যাবৎ) 'তৎ' (তৎ রক্ষাস্ত্রং, তা রক্ষাশক্তিঃ) 'অস্মৈ' (অস্মৈ জগতে, জগতাং লোকেভ্যঃ) 'উতঃ' (অপি) 'মধ্বিৎ' (অমৃতং, মোক্ষং) 'চচ্ছদ্যাৎ' (বশং নয়াত, প্রদদাতি ইত্যর্থঃ); 'পৃথিব্যাং' (জগতি) 'গোষু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানে) তথা 'ওষধীষু' (মোক্ষপ্রাপিকাসু অবস্থাসু, মোক্ষে) 'যদূধঃ (যৎ অমৃতং) 'অতিষিতং' (বিমুক্তং, বর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) তৎ 'পয়ঃ' (অমৃতং) ভগবান্ 'আদধাঃ' (প্রযচ্ছতি); ভগবতঃ রক্ষাশক্তিঃ সর্ব্বত্রং বিদ্যতে; স হি কৃপয়া লোকান্ মোক্ষং প্রদদাতি ইতি ভাবঃ। (৩অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

•
• •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের যে রক্ষাশক্তি দ্যুলোকে সর্ব্বতোভাবে মোক্ষদানের জন্য ব্যাপ্ত আছে, সেই রক্ষাশক্তি এই জগতের লোককেও মোক্ষ প্রদান করে; জগতে জ্ঞানে ও মোক্ষে যে অমৃত বর্ত্তমান আছে, সেই অমৃত

ভগবান্ প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—ভগবানের রক্ষাশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই কৃপা করিয়া লোকদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। (৩অ—১০দ—১০খ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। নবমং সাম। গৌরিবীতি ঋষিঃ। 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'চক্রং' আয়ুধং 'অপ্সু' অন্তরিক্ষে 'আ' সর্ব্বতঃ 'নিষত্তঃ' নিষণ্ণমাসীদ্বেষহননার্থং। 'উতো' তৎ অপিচ 'অস্মৈ' ইন্দ্রায় 'মধ্বিৎ' উদকমপি 'চন্দ্রয়াৎ' বশং নয়তি। 'পৃথিব্যাং' 'অতিষিতং' বিমুক্তং 'ঘৃথঃ' উদকমস্তি তৎ 'পয়োগোঘোষধীষুচ' 'আদধা' আদধাস্তি॥ (৩অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

ইতিশ্রীসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥ ৩।১০॥

* * *

## নবম (৩৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের রক্ষাশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বলোকে তাঁহারই রক্ষাশক্তি বিশ্ববাসীকে ঘিরিয়া আছে। সুদর্শন-চক্র-হস্তে অসুর-নাশের জন্য তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সেই রক্ষাস্ত্রের বলেই মানুষ রক্ষালাভে সমর্থ হয়; জ্ঞান মোক্ষ প্রভৃতি যাহা কিছু কাম্য, ভগবানের এই রক্ষাশক্তির বলেই তাহা লাভ করিতে পারে।

মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তাহার ভিতরে অমৃতের বীজ আছে। কিন্তু চারিদিকের শত্রুর আক্রমণে মানুষ বিব্রত হইয়া পড়ে, অনেক সময় আপনার ইচ্ছা থাকিলেও সে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। দুর্ব্বল মানুষ পদে পদে প্রবল শত্রুর আক্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে,—তাহাদের বিরোধের জন্য মানবের প্রত্যেক কার্য্য প্রতিহত হয়। অনন্তকাল ধরিয়াও যদি মানুষ এই ভাবে চলিতে থাকে, তবুও সে তাহার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না—যদি না সে ভগবানের কৃপা পায়।

ভগবান মানুষের দুর্ব্বলতা জানেন; প্রবল রিপুর আক্রমণে মানুষ যে বিব্রত হয়, তাহাও জানেন। তিনি আরও জানেন যে, মানুষ মায়ামোহের প্রলোভনে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়,—প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্তপথে চলিতে বাধ্য হয়। তাই যাহাতে মানুষ তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে, যাহাতে রিপুগণ সাধককে আপনাদের মোহিনী-মায়ায় আবদ্ধ করিতে না পারে, সেই জন্য তিনি মানবের হিতের জন্য সর্ব্বদাই রক্ষাস্ত্র-হস্তে বিরাজমান আছেন। রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ যখন ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তিনি তাহার রক্ষার জন্য আগমন করেন—মানুষকে তিনি রিপু-কবল হইতে উদ্ধার করেন।

দ্যুলোকে তাঁহার যে রক্ষাশক্তি আছে, ভূলোকেও সেই রক্ষাশক্তি বিদ্যমান। সপ্তলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বত্রই তাঁহার রক্ষাশক্তি বিস্তৃত। মানুষ যে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ না করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত না সে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন হইতে পারিয়াছে,

সে পর্য্যন্ত তাহাকে রিপুর আক্রমণ সহ্য করিতে হইবেই। এ কেবল ভূলোক নয়, অন্যান্য লোকেও এই রিপুর উপদ্রব আছে। তাই হিন্দুদর্শন বলিতেছেন যে,—'মানুষ ভূলোক পিতৃলোক, ও স্বর্লোক তিন লোকে যাতায়াত করে। স্বর্লোকে গিয়াও যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও সাধক উপযুক্ত সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতি বিধান না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বর্লোক হইতেও আবার নীচে আসিতে হয়'—কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই অধঃপতনের কারণ—রিপুগণের আক্রমণ।

যিনি রিপুকবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরাশান্তি লাভ করেন। ভগবান তাঁহাকে মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। শুধু তাই নয়। দ্যুলোকেও ভগবানের যে রক্ষাশক্তি আছে, ভূলোকেও তাই। ইহার এক অর্থ এই যে,—ভগবান যে কেবল সাধকদিগকে—উচ্চস্তরের প্রাণীদিগকে—রক্ষা করেন, তাহা নয়; তিনি পতিত জনকেও, তাঁহার শরণাগত হইলে, বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ভগবানের এই রক্ষাশক্তি বিশ্বে না থাকিলে দুর্ব্বল মানুষ চিরদিন পাপেরই দাসত্ব করিত, কখনও তাহার অভীষ্ট চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারিত না। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—মোক্ষদানের নিমিত্ত ভগবানের রক্ষা শক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে।

মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহৎ, সমস্তই সেই ভগবান হইতে আসিয়াছে। মানুষ অমৃতের অধিকারী। সেই অমৃত লাভ হয়—জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তাহার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে—সেও জ্ঞানের সাহায্যে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—'জ্ঞানে অমৃত আছে'।

মোক্ষলাভ প্রকৃত পক্ষে অমৃতত্ব-লাভ। মোক্ষলাভের অর্থ—ভগবানের চরণে আত্মবিসর্জ্জন—সেই অমৃতসাগরে তলাইয়া যাওয়া। তাই বলা হইয়াছে—'মোক্ষে অমৃত বর্ত্তমান আছে।' এখানে বস্তুতঃ মোক্ষে ও অমৃতে অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। এই মোক্ষ বা জ্ঞান দানের কর্ত্তা—ভগবান। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ পাপ তাপ দুঃখ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। তাঁহার শক্তিতেই বিশ্ব মোক্ষের পথে পরিচালিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য আছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম:—"জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন ইহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র। তুমি তৃণ লতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা গাভীদিগের আপীন হইতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্ত্তিতে নির্গত হয়।" বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যার প্রথমাংশের কোন মর্ম্মই আমরা অবধারণ করিতে পারি নাই। ঐ ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যাদিরও কোন সামঞ্জস্য নাই। 'ওষধীষু' পদের ব্যাখ্যায় আমরা পূর্ব্ববৎ (ঋগ্বেদ ১ম ৩সূ—৫ঋ) 'মোক্ষপ্রাপিকাসু' অবস্থাসু, অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যা মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। (৩অ—১০খ—১০দ—৯সা)।*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী;—উহার নাম—"পুরীষম্"।

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

## ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্বম্। তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

একাদশঃ খণ্ডঃ। একাদশী দশতি।

• • •

## একাদশী দশতি।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্যমূ ষু বাজিনন্দেবজূতꣳ সহোবানম্

৩ ১ ২ ১ ২

তরুতার ꣳরথানাম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুꣳ স্বস্তয়ে

১ ২ ৩ ১ ২

তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ র ২র ১ ১ ১ ১ ২র র ৭

১। ওম্। ত্যমুষূ। বাজি। না ৩ ৪ ৫ য়্। দেবজূতা ২ ৩ ৪ য়্।

৫ র ৩র ২ ১ ২ ২ ৩৪৫ ২ ৩

সহোবানন্তা। রুতা ৬। রꣳরথানাম্। অরিষ্টꣳনা ২ ৩ ৪

৫ ২ ২৩র ৫ ২ ১
ইমীম্। পৃতনা ৩ ৪ ৩ জমাশুম্। স্বস্ত। সাই।
র ২ ৫২ ২ ৪
তার্ক্ষ্যমিহা ৩ ৪ ৩। হু ৩ বা ৫ ইমা ৬ ৫ ৬ ॥ ১ ॥

* * *

২র ২ ২ র র ৪ ৩৩র ৫ ৩ ৫৪৫র
২। ঈয়ইয়া ৩ হাই। ত্যমূষুবাজিনা ৩ ০ দে ৩ বজতম্। ঈ ৪ য়ইয়া।
৩ ৫ র৩র২১ ২ ২ ৩৪৫ ২র
হা ২ ৩ ৪ ই। সহোবানন্তা। রুতা ৩। র৺রথানাম্। ঈয়ইয়া
২ ১ ২ ১ ২৩৪৫
হাই। অরিষ্টা ৩। নাই। মো ৩ ০ পৃত। নাজামাশূম্।
৩ ৫৪৫র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র ২ ৩২
ঈ ৪ য়ইয়া। হা ২ ৩ ৪ ৫ ই। স্বস্ত। যাই। তার্ক্ষ্যমিহা
২ ৪
৩ ৪ ৩। হু ৩ বা ৫ ইমা ৬ ৫ ৬ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজিনং' (শক্তিমন্তং, সৎকর্ম্মবিধায়কং ইত্যর্থঃ) 'সহোবানং' (বলবন্তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'দেবজূতং' (দেবভাবসম্পন্নং, দেবভাবপ্রদায়কং) 'রথানাং তরুতারং' (সৎকর্ম্মনিবহানাং তারকং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতারং) 'পৃতনাজং' (শত্রুজয়িনং, রিপুবিমর্দ্দকং) 'আশুং' (আশুমুক্তিদায়কং) 'তার্ক্ষ্যং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'ত্যম্' (তং) 'অরিষ্টনেমিং' (অপ্রতিহতগতিং, অনন্তজীবনসম্পন্নং, অনন্তস্বরূপদেবং) বয়ং 'স্বস্তয়ে' (পরমমঙ্গলায়, মোক্ষলাভায়) 'ইহ' (অস্মিন্, অস্মাকং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'হুবেম' (আহ্বয়েম); ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ে আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—১১খ—১১দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মবিধায়ক, সর্ব্বশক্তিমান্, দেবভাবপ্রদায়ক, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতা, রিপুবিমর্দ্দক, আশুমুক্তিদায়ক, জ্যোতির্ম্ময়, সেই অনন্তস্বরূপদেবতাকে আমরা পরম-মঙ্গল-লাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে যেন আহ্বান করি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। প্রথমং সাম। তার্ক্ষ্যপুত্রোঽরিষ্টনেমির্ঋষিঃ। 'ত্যম্' তং প্রসিদ্ধমেব 'তার্ক্ষ্যং' তৃক্ষপুত্রং সুপর্ণং ( তৃক্ষপুত্রো গর্গাদিঃ ) 'স্বস্তয়ে' ক্ষেমায় 'ইহ' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'হুবেম' ভৃশমাহ্বয়েমহি॥ 'বহুলং ছন্দসীতি' ( ৬।১।৩৪ ) হ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং; 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' ( ৩।১।৮৬ )। যদ্বা প্রার্থনায়াং লিঙি ব্যত্যয়েন শঃ ( ৩।১।৮৫ )। কীদৃশং? 'বাজিনং' অন্নবন্তং বলবন্তং বা। দেবজূতং' দেবৈঃ সোমাহরণায় প্রেরিতং। জু ইতি গত্যর্থঃ, সৌত্রো ধাতুঃ; অস্মাৎ ক্তঃ; পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং; যদ্বা দেবৈঃ প্রীয়মাণং ভর্গ্যমাণং; যদাহ যাস্কঃ—'জূতির্গতিঃ প্রীতির্ব্বা দেবজূতং দেবপ্রীতং বেতি।' 'সহোবানং' সহস্বন্তং ( সহশ্-শব্দাদ্বনিপ্, মত্বর্থীয়ঃ ) বলবন্তং বা। অতএব 'রথানাং' অস্মদীয়ানাং 'তরুতারং' সংগ্রামে তারকম্। যদ্বা রক্ষণশীলা অমী ইমে লোকা রথাঃ তান্ সোমাহরণ-সময়ে শীঘ্রং তরীতারম্। শ্রূয়তে হি—'এষ ইমান্ লোকান্ সদ্যস্তরতীতি'; তরতে স্তচি প্রসিত-স্বিতিতেত্যাদৌ ( ৭।২।৩৪ ) উড়াগমো নিপাত্যতে। 'অরিষ্টনেমিং' অহিংসিত-রথম্। যদ্বা নেমি নমন-শীলমায়ুধং অহিংসিতায়ুধম্। অথবা উপচারাজ্জনকে জন্যশব্দঃ; অরিষ্টনেমের্জ্জনকম্ 'পৃতনাজং' পৃতনানাং শত্রুসেনানামাজিতারং প্রগময়িতারং জেতারং বা। অজ গতি-ক্ষেপণয়োঃ; অস্মাৎ কিপ্; 'বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্প ইষ্যতে' (২।৪।৫৬ বা০) ইতি বচনাৎ বী ভাবাভাবঃ; যজতে র্ব্বা ঞিপ্-প্রত্যয়ঃ। 'আশু' শীঘ্রগামিনম্॥ ( ৩ঙ্ক—১১খ—১১দ—১সা )॥

* * *

## প্রথম ( ৩৩২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—§—•§—

এই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়া একটী প্রার্থনার সুরও বাজিয়া উঠিয়াছে। সাধক আপনাকে ভগবদনুসারী করিবার জন্য আত্মাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভগবানের অনুধ্যানে, তাঁহার গুণাবলী-কীর্ত্তনে, মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; তাঁহার অপার মহিমার কথা স্মরণ করিলে, আত্মা মন আপনা হইতেই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চায়। এমন মহান্ যিনি, এমন শক্তিমান্ যিনি, তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা—কত আনন্দের, কত মঙ্গলের! এই জন্যই আমাদিগের দেশের মহাপুরুষগণ সাধনার যে সমস্ত অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভগবানের নাম গান ও তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তন জনসাধারণের শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। জপ, মনন, কীর্ত্তন, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি—সাধনার অঙ্গ। এখানে আমরা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি; এবং সেই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভগবানের চরণে একটা প্রার্থনাও করা হইয়াছে।

সাধক এখানে কি ভাবে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, দেখা যাউক। ভগবানের অসংখ্য বিভূতির মধ্যে, যে বিভূতির দিকে সাধকের মন আকৃষ্ট হয়, সেই বিভূতির মধ্য দিয়াই তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহেন। সাধক ভগবানের নির্দিষ্ট কোনও কোনও বিভূতি চিন্তা করেন এই জন্য যে—তদ্দ্বারা তাঁহার মধ্যেও ভগবানের ঐ সকল শক্তির আবির্ভাব হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—আমাকে যে ভাবে যে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই

ভাবে প্রাপ্ত হই।' এই আম্বোধন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া সাধকের কাম্যবস্তুরও পরিচয় আমরা পাইতে পারি।

সাধক ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান আত্মশক্তিবিধায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা তিনি শক্তিলাভের প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রদাতা রিপুবিমর্দ্দক দেবভাব-প্রদায়ক বলিয়া ভগবানকে অভিহিত করাতে, দেবত্ব-লাভের ও মোক্ষলাভের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের কোনও কোনও বিষয়ে মতানৈক্য দৃষ্ট হইবে। এই মন্ত্রে সমস্যামূলক পদ—'তার্ক্ষ্যং'। পূর্ব্বে ( ঋগ্বেদ ১ম—৮৯সূ—৬ঋ ) আমরা উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'জ্যোতির্ম্ময়ং'। ভাষ্যে আছে—'তার্ক্ষ্যং তৃক্ষপুত্রং সুপর্ণম্।' আবার একটী বাঙ্গালা অনুবাদে আছে—তার্ক্ষ্য পক্ষী। এখানে সোমরসের কোনও উল্লেখ মন্ত্রে না থাকিলেও ভাষ্যে সোমরসের প্রসঙ্গ টানিয়া আনা হইয়াছে। 'দেবজূতং' পদের মধ্যে আমরা সোমরসের গন্ধও বহু চেষ্টায় আবিষ্কার করিতে পারি নাই॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং৺ হবেহবে
২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
সুহব৺ শূরমিন্দ্রম্।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদ৺
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
হবির্ম্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥

গেয়-গানম্।

২র ১র ৭ ২ ১ র র
১। ত্রাতারমিন্দ্রমবিতা। রমী ২ ৩ ০ দ্রাম্। হবেহবেসুহব৺ শু।
৭ ২ ১ ৭ ২
রমী ২ ৩ ০ দ্রাম্। হুবাইনুশক্রংপুরুহূ। তমী ২ ৩ ০ দ্রাম্।
১ ২ ১ ২ ১র ২ ৩ ৪
ইদ৺ হ। বাইঃ। মঘবা। বা ২ ৩ ৪ ই। তু ৩ বা ৫
ইন্দ্রা ৬ ৫ ৬ ঃ ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টসপ্তত্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান দুইটী; তাহাদের নাম,—"তার্ক্ষ্য সামনী দ্বে।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রাতারং' ( রিপুকবলাৎ সংসার-সাগরাৎ বা উদ্ধারকারিণং ) 'ইন্দ্রং' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ইন্দ্রদেবং ) অহং 'হুবে' ( আহ্বায়ামি, অনুসরণং করবাণি ); 'অবিতারং' ( অভীষ্টপূরকং ) 'ইন্দ্রং' ( ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং ) আহ্বায়ামি অনুসরাণি বা ইতি শেষঃ; হবেহবে' ( সর্ব্ব-কর্ম্মসু, রিপু-সংগ্রামেষু বা ) 'সুহবং' ( সর্ব্বথা আহ্বাতব্য জয়প্রদাতারং বা ) 'শূরং' ( বীর্য্যবন্তং, শক্তিদায়কং ) 'ইন্দ্রং' ( ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং ) 'নু' ( সর্ব্বথা ) অনুসরাণি ইতি শেষঃ; 'পুরুহূতং' ( বহুভির্ব্বরণীয়ং, সর্ব্বলোকারাধ্যং ) 'শক্রং' ( সর্ব্বকার্য্যসমর্থং, সর্ব্বশক্তিমন্তং ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং ) আহ্বয়ানি ইতিং শেষঃ; 'ইদং' ( মদীয়াং এতাং ) 'হবিঃ' ( পূজাং, আরাধনাং, সর্ব্বকর্ম্ম ইত্যর্থঃ ) 'মঘবা' ( পরমধনদাতা ( 'ইন্দ্রঃ' ( ইন্দ্রদেবঃ ) 'বেতু' ( ভক্ষয়তু, গৃহ্লাতু ); অহং সর্ব্বাভীষ্টপূরকং ভগবন্তং অনুসর্ত্তুং সমর্থঃ ভবানি; স মম পূজাং গৃহ্লাতু—ইতি ভাবঃ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—২সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুকবল হইতে অথবা সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারকারী বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি; অভীষ্টপূরক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন অনুসরণ করি; রিপু সংগ্রামে জয়প্রদাতা শক্তিদায়ক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বথা আমি যেন অনুসরণ করি; সর্ব্বলোকারাধ্য সর্ব্বশক্তিমন্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমি যেন আহ্বান করি; আমার এই পূজা ( সর্ব্বকর্ম্ম ) পরমধনদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব গ্রহণ করুন; ( ভাব এই যে,—আমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক ভগবানকে অনুসরণ করিতে যেন সমর্থ হই; তিনি আমার পূজা গ্রহণ করুন। )॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—২সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। দ্বিতীয়ং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। 'ত্রাতারং, শত্রুভ্যঃ পালয়িতারং 'ইন্দ্রং' 'হুবে' আহ্বয়ামি। তথা 'অবিতারং' কামৈস্তর্পয়িতারমিন্দ্রমাহ্বয়ামি। 'হবেহবে' সর্ব্বেষ্বাহ্বানেষু 'সুহবং সুখেনাহ্বাতুং শক্যং 'শূরং' শৌর্য্যবন্তং 'শক্রং' সর্ব্বকার্য্যেষু শক্তং 'পুরুহূতং' পুরুভির্ব্বহুভিঃ পালনার্থমাহূতং এবম্বিধমিন্দ্রং 'আহ্বে' আহ্বয়ামি। এবমাহূতো 'মঘবা' ধনবান্ স 'ইন্দ্রঃ' 'ইদং পুরোবর্ত্তি হবিঃ 'বেতু' ভক্ষয়তু। ( ৩অ—১১খ—১১দ—২সা )॥

• • •

## দ্বিতীয় (৩৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর বিশেষত্ব এই যে, এই মন্ত্রের মধ্যে পুনঃপুনঃ 'ইন্দ্র' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ ভাবে পুনঃপুনঃ ভগবৎ সূচক পদ ব্যবহার করায় সাধকের আগ্রহাতিশয্য ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক পদক্ষেপে, যাহাতে ভগবানের অনুসরণ করা যায়, জীবনের প্রত্যেক চিন্তায় যাহাতে তাঁহারই চিন্তা জাগে, তাহার জন্যই সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে।

ভগবান্! আমি যেন তোমার চরণের ছায়ায় থাকিতে পারি। আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যেন তোমার মঙ্গলময় হস্তের ইঙ্গিত অনুভব করিতে পারি। রিপু সংগ্রামে তুমিই মানবের একমাত্র বন্ধু; দুর্ব্বল মানুষের হৃদয়ে শত্রুনাশের জন্য অসীম শক্তি তুমিই দাও। রিপুদিগের কবল হইতে তুমিই মানুষকে কর। তুমিই মানুষের 'ত্রাতা।' মানবের চরম কামনা—পরম অভীষ্ট তুমিই পূরণ কর। আমি যেন তোমার কৃপায় জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারি; তোমার নাম-গানে, তোমার ধ্যানে, তোমার চিন্তনে, যেন আমার জীবন মধুময় হইয়া উঠে।

তুমি 'শক্র'—সর্ব্বশক্তিমান। আমি দুর্ব্বল; আমাকে তোমার অফুরন্ত শক্তি-ভাণ্ডারের এক কণা শক্তি-দানে ধন্য কর প্রভো! তুমি ত ত্রাতা; দুর্ব্বল আমাকে তোমার শক্তিসাগরের বিন্দুমাত্র শক্তি দান করিয়া পাপমোহের কবল হইতে উদ্ধার কর।

আমি তোমার পূজা জানি না; কি রূপে, কি মন্ত্রে, কোন্ উপাচারে, তোমার পূজা করিতে হয়, তাহাও জানি না। তোমার মহিমার উপযোগী পূজা করিবার শক্তিও আমার নাই। কিন্তু আমি দুর্ব্বল অসমর্থ বলিয়া কি, তুমি আমার সামান্য এই আত্মনিবেদন গ্রহণ করিবে না?

তুমি 'পুরুহূত'—সকলেই তোমাকে চায়। কত জ্ঞানী, কত সাধক, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তোমাকে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। আমার ত সে শক্তি নাই, সে জ্ঞান নাই, সে সাধন-সামর্থ নাই! তবে কি আমি পতিতই থাকিব? আমার পূজা কি তুমি গ্রহণ করিবে না?

মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধন ও আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবতাকে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা হইয়াছে। সাধক যেন কত ভয়ে ভয়ে, কত শঙ্কা-উদ্বেগের সহিত, হৃদয়ের পূজার ডালি লইয়া দেব চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি কত ছোট, কত দুর্ব্বল নগণ্য, আমি কি দেব পূজার অধিকারী? দেবতা কি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন? পূজকের এই ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যায় বিশেষ মতানৈক্য হয় নাই॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশতম সূক্তের একাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী,—উহার নাম—'ইন্দ্রস্য চ ভাতম্।'

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং

৩ ২ ১ ২
রথ্যা ৩ বিব্রতানাম্।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
প্র শ্মশ্রুভির্দোধুবদূর্দ্ধধা ভুবদ্বি

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
সেনাভির্ভয়মানো বি রাধসা ॥ ৩ ॥

গেয়-গানম্।

৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ১র২র
১। যজামহোবা। আইন্দ্রং বজ্র। দক্ষা ২ ৩ ইণাম্। হরীণাং।

১ ২ ১ ২ ১র২ ১
রথ্যংবি। ব্রতা ২ ৩ নাম্। প্রশ্মশ্রুভির্দোধুবৎ। উ।

২ ৩ ৫ ১ ২ ১
ধ্বাধাভু ২ ৩ ৪ বাৎ। বিসাই। না। ভির্ভয়মানা

১ ২ ২ ৫
২ ৩ঃ। বা ২ ৩ ইরা ৩। ধা ৩ ৪ ৫ সো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিব্রতানাং' ( বিবিধসৎকর্ম্মাণাং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যস্থ ইত্যর্থঃ ) 'হরীণাং' ( জ্ঞানভক্ত্যা-দীনাং ) 'রথ্যং' ( আনেতারং, পালয়িতারং, জ্ঞানভক্তিসৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতারং ইত্যর্থঃ ) 'বজ্রদক্ষিণং' ( রক্ষাস্ত্রধারিণং, ভক্তরক্ষায় অস্ত্রধারিণং ) 'ইন্দ্রং' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং ) 'যজামহে' ( পূজয়েম ); সঃ 'শ্মশ্রুভিঃ' ( শ্মশ্রূন্, শীয়মানানি, অনিত্যবস্তূনি ) 'প্র দোধুবৎ' ( প্রকর্ষেণ ধুন্বানঃ সন্, দূরীকৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'ঊর্দ্ধধাঃ' ( ঊর্দ্ধং, দ্যুলোকে, পূর্ণদেবমহিমা ইত্যর্থঃ ) 'বি ভুবৎ' ( বিশেষেণ প্রাদুর্ভবতু—অস্মাকং হৃদয়ে ইতি যাবৎ ); 'সেনাভিঃ' ( স্বকীয়ৈঃ সৈন্যৈঃ, বিবেকজ্ঞানাদিভিঃ সদ্বৃত্তিভিঃ ) 'ভয়মানঃ' ( শত্রূন্ কম্পয়ন্, রিপূন্ পরাজিত্য ) 'রাধসা' ( রাধঃ, পরমধনং ) 'বি' ( প্রযচ্ছতু—প্রার্থনাকারিণঃ অস্মান্ ইতি যাবৎ ); বয়ং ভগবন্তং অনুসরেম; স অস্মান পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৩অ—১১খ—১১দ—৩সা )।

বঙ্গানুবাদ।

বিবিধ সৎকর্ম্মের ও জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির পালয়িতা অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি-সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতা রক্ষাস্ত্রধারী বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে আমরা যেন পূজা করি; তিনি লীয়মান অনিত্যবস্তুসমূহ দূর করিয়া পূর্ণ দেব-মহিমায় আমাদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হউন; বিবেকজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা রিপুগণকে পরাজিত করিয়া প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা ভগবানকে যেন অনুসরণ করি; তিনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৩সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্। তৃতীয়ং সাম। বসুক্রো বিমদো বা ঋষিঃ। বয়ং 'ইন্দ্রং' 'যজামহে' সোম-লক্ষণৈর্হবির্ভিঃ পূজয়ামঃ। কীদৃশং? 'বজ্রদক্ষিণং' শত্রুবধায় সততং বজ্রো দক্ষিণে হস্তে যস্য তম্। 'বিব্রতানাং' রথ-বাহনাদি-বিবিধ-কর্ম্মণাং 'হরীণাং' এতৎসংজ্ঞকানামশ্বানাং 'রথ্যং' আনেতারম্। স ইন্দ্রঃ সোমপানানন্তরং 'শ্মশ্রুভিঃ' স্বকীয়ৈঃ 'দোধুবৎ' পুনঃপুনঃ ধুন্বানঃ সন্ 'উর্দ্ধ্বথাঃ' উর্দ্ধং 'বি ভুবৎ' বিশেষেণ প্রাদুর্ভবতি। কিঞ্চ 'সেনাভিঃ' মরুদাদিভিঃ স্বকীয়ৈঃ সৈন্যৈঃ 'ভয়মানা' শত্রূন্ কম্পয়ন্ 'রাধসা' দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া (৩।১।৮৫); রাধো ধনং (বীত্যুপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ) বিবিধং স্তোতৃভ্যো দদাতি ॥ ৩ ॥

* . *

## তৃতীয় ( ৩৩৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। শেষের দুই ভাগই প্রার্থনা-মূলক। সমগ্রভাবে দেখিলে এই তিনভাগের মধ্যে একটা ক্রম পরিদৃষ্ট হইবে।

প্রথম ভাগ আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন দেবতাকে আরাধনা করি,—তাঁহার অনুসরণ করি। কে সেই দেবতা? তিনি বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, তিনি জ্ঞান-ভক্তি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতা; তিনি রক্ষাস্ত্রধারী। সেই দেবতাকে অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি?

এই প্রশ্ন সাধকের মনে আসে, বিশেষতঃ যাঁহারা দার্শনিক মতবাদের আবহাওয়ার মধ্যে পরিপালিত তাঁহাদের মনে ঐ প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। আমরা সেই সমস্ত তর্কজালের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শুধু এই বলিতে চাই যে,—দেবতার পূজার অর্থ—সাধকের নিজ হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধন। সাধক ভগবানের অনন্ত বিভূতির মধ্যে যে বিভূতিসমূহকে নিজ ভাব-ধারার উপযোগী মনে করেন, তিনি সেই সমস্ত বিভূতিরই ধারণা করিতে চেষ্টা করেন। ভগবানের মহিমার অনুধ্যানে স্মরণে চিন্তনে, সাধক ক্রমশঃ আপনার ক্ষুদ্রত্বের

গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পৌছেন—আপনার ভিতরে ভগবানের মহিমার প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারেন ; এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ তিনি ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করেন। ভগবানের আরাধনার ইহাই স্থূল মর্ম্ম।

এখানে সাধক বলিতেছেন—আমি যেন জ্ঞান-ভক্তি-সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদাতা বজ্রাস্ত্র-ধারী দেবতার পূজা করি। তাহার ভাব এই যে,—আমি যেন আমার মধ্যে জ্ঞান ভক্তি সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ফুটাইয়া তুলিতে পারি। উহাই আবার প্রকারান্তরে ভগবানের চরণে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি লাভের জন্য প্রার্থনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে দেবতাকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যেন কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে পূর্ণ দেবমহিমায় আবির্ভূত হয়েন। প্রথমতঃ নিজেকে ভগবদনুসারী করিবার জন্য আত্মোদ্বোধন তৎপরে হৃদয় প্রস্তুত হইলে—ভগবানের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগিতা লাভ করিলে—দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রথমতঃ মানসিক সঙ্কল্প, তৎপরে দেবপূজার উপযোগিতা লাভ ও শেষে প্রার্থনা। জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলে তবেই সুফলের আশা করা যায়। মানুষের হৃদয়ই সে জমি।

দেবতাকে আহ্বান করিবার পরই তাঁহার নিকটে বর প্রার্থনা করা হইতেছে—"সেনাভিঃ ভয়মানঃ রাধসা বি"—তোমার সৈন্য দ্বারা শত্রুদিগকে দূরীভূত কর, আমাদিগকে পরমধন দান কর। ভগবানের সৈন্য—যাহারা পাপ-মোহাদি অসুরগণকে বিনাশ করে। জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতিই সেই সৈন্য। তাহাদিগের প্রভাবেই মায়া-মোহাদি শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্যামূলক পদ—'শ্মশ্রু'। ভাষ্যের ভাবে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহার অর্থ করা হইয়াছে—'গোঁপ-দাড়ী'। একটী বাঙ্গালা অনুবাদে আছে—"তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করিয়া বিস্তর সেনা ও অন্ন লইয়া বিপক্ষ সংহার করিতে ঊর্দ্ধে গেলেন।" উহার টীকায় আবার লেখা হইতেছে,—'শ্মশ্রুধারণ করা বোধ হয় সেকালের রীতি ছিল।' বৈদিক প্রত্নতত্ত্বের ইহা একটী নিদর্শন। নিরুক্তে 'শ্মশ্রু' শব্দের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নিরুক্তে আছে—"শ্মশ্রু লোম শ্মনি শ্রিতং ভবতি। লোম লুনাতের্ব্বা লীয়তের্ব্বা।" 'শ্মন্' শব্দে শ্মশান ও মুখ দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হই। শ্মশান যাহার আশ্রয়, শ্মশানে যাহা লয় পায়, এই দৃষ্টিতে ঐ পদে "লীয়মানানি অনিত্যবস্তূনি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বিবরণকারের মতানুসারে "শ্মশ্রুভিঃ" পদের তৃতীয়া স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছি ; "শ্মশ্রুভিঃ তৃতীয়াবহুবচনমিদং দ্বিতীয়াবহুবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং"—ইতি বিবরণকার। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (৩অ—১১৭—১১৮—৩সা)॥ *

———•———

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী ঐ গেয় গানের নাম ; "বাভ্রবম্।"

চতুর্থং সাম।

৩ ২৩ ১২৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং
২৩২ ৩ ১ ২
বৃষভং৺সুবজ্রম্।
২৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
হন্তা যো বৃত্রং৺সনিতোত বাজন্দাতা
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মঘানি মঘবা সুরাধাঃ॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানম্।

৫ র ৫ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ১ ২৳ ৩ ৫
১। সত্রা। হণা ৩ ৪ ঔ হোবা। দাধৃষিন্তু। ম্রমিন্দ্রা ও ২ ৩ ৪ বা।
২ ১র ২র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ৳৩ ৫
মহামপারং বৃষভং৺সুবজ্রা ২ ৩ ম্। হন্তা ২ য়ো ২ ৩ ৪ বৃ।
১ ২ ২ ৪
ত্রাং৺সনি। তো ৩ ৪ ৩। তা ৩ বা ৫ জা ৬ ৫ ৬ ম্।
১র ২র ১র ১ ২ ১র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১
দাতামঘানিমঘবা ২ সুরাধা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৪॥

* * *

৪ র ৩ ৪ ৩র ৪ ৫ ২ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২র ১ ২ ১
২। সত্রাহণং দাধৃষিম্। তূ ৩ ৪ ৩ ম্রমিন্দ্রম্। মহামপারং বৃষভং৺
২ ১ ২ ৳ ৩ ৫ ১ ২
সুবজ্রা ২ ৩ ম্। হন্তায়ো ২ ৩ ৪ বৃ। ত্রাং৺সনি। তো ৩
২ ৪ ১র ২র ১র ২ ১ ১র
৪ ৩। তা ৩ বা ৫ জা ৬ ৫ ৬ ম্। দাতামঘানিমঘবা ২
১র ৩ ১ ১ ১ ১
সুরাধা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্রাহণং (শত্রূণাং হন্তারং, নিঃশেষেণ রিপুনাশকং) 'সুবজ্রং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'দাধৃষিং' (রিপুবিমর্দ্দকং) 'মহাং' (মহান্তং) 'অপারং' (অপরিমাণং, বিনাশরহিতং নিত্যং) 'তুগ্রং' (শক্রনাশকং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) বয়ং আরাধয়েম ইতি শেষঃ; 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'বৃত্রং হন্তা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'বাজং সনিতা' (শক্তিপ্রদাতা) 'উত' (অপিচ) 'মঘানি দাতা' (পরমধনদাতা) সঃ 'মঘবা' (পরম ধনশালী) 'সুরাধাঃ' (সুষ্ঠুধনসম্পন্নঃ দেবঃ) অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ; বয়ং ভগবন্তং অনুসরেম; স অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিঃশেষে রিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রধারী, রিপুবিমর্দ্দক, মহান্, নিত্য, শক্রনাশক, অভীষ্টবর্ষক, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি; যে দেবতা অজ্ঞানতানাশক, শক্তিপ্রদাতা, অপিচ পরমধনদাতা, সেই পরমধনশালী সুষ্ঠুধনসম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে অনুসরণ করি; তিনি আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। চতুর্থং সাম। বামদেব ঋষিঃ। 'সত্রাহণং' বহুনাং শত্রূণাং হন্তারং। 'দাধৃষিং' অতিশয়েন ধর্ষকং॥ 'তুগ্রং' (তুজিঃ প্রেরণ-কর্ম্মা) শত্রূণাং প্রেরকং। 'মহাং' মহান্তং। 'অপারম্' অপরিমাণং বিনাশরহিতমিত্যর্থঃ। 'বৃষভং' কামানাং বর্ষিতারং। 'সুবজ্রং' শোভনেন বজ্রেণোপেতমিন্দ্রং বয়ং স্তোতারাঃ স্তুম ইতি শেষঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃত্রং' বৃত্রনামানমসুরং 'হন্তা' হিংসিতা ভবতি। উতাপিচ যঃ ইন্দ্রঃ 'বাজম্' অন্নং 'সনিতা' দাতা ভবতি। 'সুরাধাঃ' শোভনধনযুক্তো যঃ মঘবেন্দ্রঃ 'মঘানি' ধনানি দাতা ভবতি। তমিন্দ্রং স্তুম ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অত্র সর্ব্বত্র তৃন্নন্তত্বাৎ ন লোকাব্যয়েত্যাদিনা (২।৩।৬৯) ষষ্ঠী প্রতিষেধে সতি দ্বিতীয়ৈব ভবতি॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৪সা)।

* * *

## চতুর্থ (৩৩৫) সামের মর্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের মধ্যে বিশবত্ব এই যে, একার্থবোধক পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেকে বেদের সমালোচনা করিতে যাইয়া প্রশ্ন করেন—বেদে এরূপ পুনরুক্তি দৃষ্ট হয় কেন?

প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত পুনরুক্তি নয়। আবার এইগুলিকে পুনরুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ কোনও বিষয়, বিশেষতঃ উচ্চ অঙ্গের বিষয়, সহজে অবধারণ করিতে পারে না। সেইজন্য কোনও বিষয় মানুষের মনে উত্তমরূপে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার প্রয়োজন হইলে, পুনঃপুনঃ তাহার উল্লেখ করিতে হয়। সাধনার অঙ্গ জপ সম্বন্ধে দেখা যাউক। সহস্রবার 'ওঙ্কার' জপ করিবে, শতবার গায়ত্রী জপ করিবে,—এই সমস্ত অনুশাসনের অর্থই এই যে, ভগবানের নাম, ভগবানের মাহাত্ম্য, সাধকের মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হউক। বিশেষতঃ এরূপ জপ প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎ-চরণে মনঃ-সংযোগ হয়, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি হয়।

মন্ত্রের ভাবের বা মন্ত্রস্থিত পদের বহুবার উল্লেখের দ্বারাও এই এক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির কথা উল্লেখ করিতে যাইয়া বেদ—'সত্রাহণং' 'দাধৃষিং' 'তুম্রং' 'বৃষভ্রং' এই চারিটী পদ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটীর অর্থ অন্যটী হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও মূলের ভাব প্রায় এক। প্রত্যেকটীর দ্বারাই ভগবানের শত্রুনাশিকা শক্তি ও মানবকে পাপ হইতে রক্ষাকারিণী শক্তি—এই উভয় শক্তিই—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বেদ মানুষের মনে এই ভাবটীই বিশেষ-ভাবে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছেন যে,—ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে মানুষের শত্রু নাশ করেন।

বেদ যেন বলিতেছেন,—"ভয় নাই মানব? তোমাদিগের চারিদিকে শত্রুদল আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেজন্য ভীত হইও না। ভগবান্ অসুরদলন, তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমাদিগকে বিপদ হইতে—শত্রুর আক্রমণ হইতে—রক্ষা করিবার জন্য তিনি রক্ষাস্ত্র-হস্তে বিরাজিত আছেন। তোমরা তাঁহারই সন্তান। ভয় পাও কেন মানব! তিনি তোমাদিগকে বিপদের মাঝে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার চরণে শরণ লও।"

কোন বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ উল্লেখ সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এস্থলে এই বিষয়ের আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ পরম ধনদাতা—তাঁহার কৃপাতেই মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে, অনন্ত সম্পদের অধিকারী হয়। তাই ভগবানের সেই মহিমার প্রতি মানুষের বিশেষ অবধান আকর্ষণ করিবার জন্য, একই মাহাত্ম্য-সূচক—'মঘানি দাতা' 'মঘবা' 'সুরাধাঃ', এই তিনটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি শুধু পরমধনের অধিকারী নন, তিনি পরম ধনের পরম দাতাও বটেন।

মানুষ! তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ কর; পরম ধনলাভে—অনন্ত ঐশ্বর্য্য লাভে—ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে—সর্ব্বার্থই লাভ করিতে পারিবে॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৪সা)। *

---

* ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম,—"ধ্রবতো মারুতস্য সামনী দ্বে।"

পঞ্চমং সাম।

১　২　৩১২　৩২　৩　২৩　১২　৩
যো নো বনুষ্যন্নভিদাতি মর্ত্ত উগণা বা
১২　৩১　২
মন্যমানস্তুরো বা।
৩২　৩১　২র　৩　১২৩১২
ক্ষিধী যুধা শবসা বা তমিন্দ্রাভীষ্যাম
৩১২
বৃষমণস্ত্বোতাঃ ॥ ৫ ॥

গেয়-গানম্।

৩র ৪র　৩৪৫র　৩২　৫　১র　র　র　২　১
যোনোবনুষ্যন্নভিদা। তিমা ৩ ২ ৩ ৪ র্ত্তাঃ। উগণা বামন্যমানস্তুরো
২　১র র　র র ২ ১　১　১　২　২
২ ৩ বা। ক্ষিধীয়ুধাশবসাবাতমা ২ ৩ ইন্দ্রা। অভাইষ্যা ৩ মা।
১　২　২　১　২
বৃষামা ৩ ণা ৩ঃ। ত্বো ২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ঃ।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্তঃ' ( যঃ জনঃ, শত্রুঃ ) 'বনুষ্যন্' ( হন্তুমিচ্ছন্, অস্মাকং অধঃপতনং ইচ্ছন্ ) 'নঃ' অস্মান্ ) 'অভিদাতি' ( আভিমুখ্যেন আগচ্ছতি, আক্রামতি ) 'বা' ( অথবা )' যঃ 'মন্যমানঃ' ( আত্মাভিমানী ) 'বা' ( অথবা ) 'উগণাঃ' ( উৎকৃষ্টগণাঃ, শক্তিশালী ) 'তুরঃ' ( হিংসকঃ ) 'ক্ষিধী' ( ক্ষয়করণেন, অধঃপতনকারকেণ ) 'যুধা, ( আয়ুধেন, উপায়েন অস্ত্রেণ ) 'বা' ( এবং ) 'শবসা' ( বেগেন, বলেন ) নঃ অভিদাতি; 'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব ) ত্বয়া 'ত্বোতাঃ' ( রক্ষিতাঃ সন্তঃ ) 'বৃষমণঃ' ( বৃষা ইব আচরন্তঃ শক্তিং লব্ধা ইত্যর্থঃ ) বয়ং 'তং' ( রিপুং এব ) 'অভিষ্যাম' ( অভিভবেম ); হে ভগবন্! রিপুজয়ায় অস্মভ্যং সর্ব্বথা শক্তিং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। ( ৩অ—১১খ—১১দ—৫সো )॥

বঙ্গানুবাদ।

যে শত্রু আমাদিগের অধঃপতন কামনা করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা যে আত্মাভিমানী বা শক্তিশালী হিংসক অধঃপতনকারক উপায়ের দ্বারা এবং বলের সহিত আমাদিগকে আক্রমণ করে, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! আপনার কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, শক্তিলাভ করিয়া আমরা যেন সেই রিপুকেই অভিভব করিতে পারি; (ভাব এই যে,—হে ভগবান্! রিপু-জয়ের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে ইন্দ্র। 'যঃ' 'মর্ত্তঃ' মনুষ্যঃ 'নঃ' অস্মান্ 'বনুষ্যন্' হন্তুমিচ্ছন্ 'অভিদাতি' আভিমুখ্যেনাগচ্ছতি। যঃ বা 'মন্যমানঃ' আত্মানং বহু মন্যমানঃ মর্ত্তঃ 'উগণা বা' উৎকৃষ্টগণাঃ উদ্গার্ণগণাঃ 'তুরঃ' হিংসিত্রীরস্মদীয়াঃ প্রজাঃ অভিগচ্ছতি। কেন সাধনেন হিংসিষ্যন্? 'ক্ষিধী' (ক্ষিঃ ক্ষয়ো ধীয়তে ক্রিয়তে অনেনেতি ক্ষিধিঃ তৃতীয়ৈকবচনস্য পূর্ব্বসবর্ণঃ) ক্ষয়করণেন 'যুধা' আয়ুধেন 'শবসা' বেগেন বলেন বা আয়াতি। 'ত্বোতাঃ' ত্বয়া রক্ষিতাঃ বৃষমণঃ' বৃষা ইবাচরন্তো বয়ং 'তং' 'অভিষ্যাম' অভিভবেম॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥

* * *

## পঞ্চম (৩৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

একে তো মানুষ দুর্ব্বল, তার উপর আবার রিপুগণ চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। সুতরাং মানুষের যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাকে 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ' বলা যায়। একে তো দুর্ব্বলতা অজ্ঞনতা আছেই, তার উপর আবার নানাবিধ প্রলোভন, পাপের মনভোলান ছলাকলা—মানুষকে নরকের দিকে টানিতে থাকে। অনেক সময় মানুষ আপনার এই দুর্ব্বলতা ও অধঃপতনের কথা বুঝিতে পারে। কিন্তু হস্তপদবদ্ধ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়াও আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে পারে না, পাপের জালে আবদ্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ আপনার উদ্ধারের উপায় বিধান করিতে পারে না। যিনি সৌভাগ্যশালী, তিনি ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার উপায় বিধান করেন—ভগবানের শক্তি লাভ করিয়া রিপুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন।

তাই সাধক বলিতেছেন—"ইন্দ্র, ত্বোতাঃ বৃষমণঃ অভীষ্যাম।" সাধক বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার এমন শক্তি নাই যে, তিনি রিপুদিগকে পরাজয় করিতে পারেন। তাই তিনি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন—"জানি প্রভো, আমি দুর্ব্বল, আমি জানি শত্রুজয় করিবার শক্তি আমার নাই; কিন্তু দুর্ব্বলের বল, সকল শক্তির উৎস তুমি : ( আছ। তাই

তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার চরণে শরণ লইতেছি। তুমি আমাকে শক্তি দাও প্রভো।

বিপদ আসুক, ঝঞ্ঝাবাত আসুক, তাহার জন্য আমি অভিযোগ করি না। আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন তোমার শক্তিলাভে ধন্য হইয়া তোমার বোঝা বহিতে পারি। প্রভো,

"বিপদে মোরে করহ রক্ষা—এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন না করি আমি ভয়;
আমার ভার লাঘব করি—নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি—শকতি যেন রয়।"

যত ইচ্ছা বোঝা আমার উপরে চাপাও না কেন, আমি হাসিমুখে তাহা বহিব, কারণ সে যে তোমার দেওয়া বোঝা। যত বিপদ আসে আসুক না কেন, আমি তাহার সম্মুখীন হইব—যদি জানিতে পারি তুমি আমার পিছনে আছ। তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন নিজে শত্রুজয় করিতে পারি।

প্রকৃত সাধকের ইহাই প্রার্থনা। শক্তি ভগবানের নিকট হইতে আসে; কিন্তু নিজে সেই শক্তি লাভ না করিলে, সেই শক্তির চালনা না করিলে, মানুষ মুক্তি পায় না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

প্রচলিত ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদিতে মানুষের সাধারণ হত্যাকারী শত্রুর কথাই বলা হইয়াছে। আমাদিগের মত ভিন্ন। 'ক্ষিধো' অর্থ ক্ষয়কারী। সেই ক্ষয়কারী অস্ত্র কি? পাপ-মোহের মত ক্ষয়কারক অধঃপতনজনক আর কি হইতে পারে? একটা উদাহরণ দেওয়া গেল মাত্র। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে অনেকে এ পর্য্যন্তও অনুমান করিয়া থাকেন যে,—প্রাচীনকালে যথেষ্ট পরিমাণে কাটাকাটি মারামারি হইত—শুধু আর্য্যে ও অনার্য্যে নয়—আর্য্যদিগের নিজেদের মধ্যেও তাহা খুব চলিত ছিল। (৩অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥ *

---

## ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ১ ২
যং বৃত্রেষু ক্ষিতয় স্পর্দ্ধমানা যং যুক্তেষু
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তুরয়ন্তো হবন্তে।
১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
যং শূরসাতৌ যমপামুপজ্মন্যং বিপ্রাসো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
বাজয়ন্তে স ইন্দ্রঃ॥ ৬॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর গেয়-গান একটী; উহার নাম—"আত্রং"।
সাম—(৩৮ নং সংখ্যা)—৩

গেয় গানম্।

৫র র ২ ১৩৪৫ ১র২ ১
১। হাউয়ং বৃত্রেষ্। ক্ষিতয়া ৩ঃ। স্পৰ্দ্ধমানাঃ। ধম্মানা ৩ঃ। ঈ
র ৫র র ২ ২৲৩৪৫ ১ ২
২ ৩ ৪ ইয়া। হাউয়ংযুক্তেষু। তুরয়া ৩। তোহবন্তাই। হবন্তা ৩ ই।
১ র ৫র র ৪ ২৩ ২৩৪ ৫
ঈ ২ ৩ ৪ ইয়া। হাউয়৺ শূরসা। তা ৩ উয়ম্। পামুপম্মান্।
১ ২ ১ র ৫র র ৪ ২৩
উপম্মা ৩ ন্। ঈ ২ ৩ ৪ য়ইয়া। হাউয়ংবিপ্রাসাঃ। বা ৩ জয়।
২৲ ৩৪৫ ১ ২ ১ ৪ ৫
তাইসইন্দ্রাঃ। স ইন্দ্রা ৩ঃ। ঈ ২ ৩ ৪ য়। ইয়া ৬।
৫ ৩১১১৫
হাউবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

* * *

৫ র র র ২ ২৩৪৫ ১র২র
২। যংযংযা। হাউয়ং বৃত্রেষ্। ক্ষিতয়া ৩ঃ। স্পৰ্দ্ধমানাঃ। ধম্মানাঃ।
১১ ১ ৫ র র র ২ ২৲৩৪৫
যংযংয ২ ০ যাম্। যংযং যা। হাউয়ং যুক্তেষ্। তুরয়া ৩। তোবহন্তাই
১ ২র ১১ ১ ৫ র র র
হবন্তে। যংযং য ২ ০ যাম্। যংযং যা। হাউয়৺ শূরসা।
৪ ২ ২র ৩৪৫ ১ ২ ১ ১ ১ ৫ র
তা ৩ উযম্। পামুপম্মান্। উপম্মান্। যংযংয ২ ০ যাম্। যংযংযা।
র র ৪ ২৩ ২র ৩৪৫ ১ ২
হাউয়ং বিপ্রাসাঃ। বা ৩ জয়। তাইসইন্দ্রাঃ। সইন্দ্র।
১ ১ ১ ৫ ৫
যংযং য ২ ০ যাম্। যংযংযা ৬। হাউবা।
৩১১১১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রেষু' (অজ্ঞানতাসু, রিপুকবলগতেষু ইত্যর্থঃ) 'ক্ষিতয়ঃ' (মনুষ্যাঃ) 'স্পর্দ্ধমানাঃ' (জয়াভিলাষিণঃ সন্তঃ) 'যং' (যং দেবং) 'হবন্তে' (আহ্বয়ন্তে, আরাধয়ন্তি), 'তুরয়ন্তঃ' (রিপুনাশকাময়মানাঃ জনাঃ) 'যুক্তেষু' (আয়ুধযুক্তেষু, সংগ্রামেষু) 'যং' (যং দেবং) আহ্বয়ন্তে, 'শূরসাতৌ' (রিপুসংগ্রামে) লোকাঃ 'যং' (যং দেবং) আহ্বয়ন্তে, তৎসাহায্যং প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ, 'অপাং উপজ্মন্' (জ্ঞানবারিলাভায়) 'যং' (যং দেবং) লোকাঃ প্রার্থয়ন্তি, 'বিপ্রাসঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'যং' (যং দেবং) 'বাজয়ন্তে' (পূজয়ন্তি, আরাধয়ন্তি —মোক্ষলাভায় ইতি যাবৎ) 'সঃ' (স এব) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; ভগবান সর্ব্বলোকারাধ্যঃ স লোকানাং রিপুনাশকঃ অভীষ্টপূরকঃ চ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতার মধ্যে অর্থাৎ রিপুকবলগত ব্যক্তিগণ জয়াভিলাষী হইয়া যে দেবতাকে আরাধনা করেন, রিপুনাশকামনাকারী ব্যক্তিগণ সংগ্রামে যে দেবতাকে আহ্বান করেন, রিপুসংগ্রামে মানুষ যে দেবতাকে আহ্বান করে অর্থাৎ তাঁহার সাহার্য্য-প্রার্থনা করে, জ্ঞানবারিলাভের জন্য যে দেবতার সমীপে মানুষ প্রার্থনা করে, জ্ঞানিগণ যে দেবতাকে মোক্ষ-লাভের জন্য আরাধনা করেন, তিনিই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব; (ভাব-এই যে,—ভগবান সর্ব্বলোকারাধ্য; তিনি মানুষের রিপুনাশক এবং অভীষ্টপূরক।)॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। ষষ্ঠং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'বৃত্রেষু' বয়কেষু 'স্পর্দ্ধমানাঃ' ক্রোধযুক্তাঃ 'ক্ষিতয়ঃ' মনুষ্যাঃ (ক্ষয়ন্তি নিবসন্ত্যত্রেতি ক্ষিতয়ঃ মনুষ্যাঃ) 'যং' ইন্দ্রং 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি 'যুক্তেষু' সন্নদ্ধেষু আয়ুধৈঃ যুক্তেষু সংগ্রামেষু 'তুরয়ন্তঃ' পরস্পরং হিংসন্তঃ জনাঃ যমাহ্বয়ন্তি। 'শূরসাতৌ' শূরাণাং সম্ভজনে যমাহ্বয়ন্তি যুদ্ধজয়ার্থমিতি শেষঃ। কিঞ্চ 'অপাং' উদকানাং সাতৌ লাভে 'যং' 'উপজ্মন্' বৃষ্টি প্রদানার্থং যমুপগচ্ছন্তি আহ্বয়ন্তীত্যর্থঃ। 'বিপ্রাসঃ' বিপ্রাঃ মেধাবিনো যজমানাঃ যমিন্দ্রং 'বাজয়ন্তে' বাজিনং কুর্ব্বন্তি হবির্ভির্ব্বলিনং কুর্ব্বন্তি স তাদৃশ ইন্দ্রঃ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—৬সা)॥

* * *

## ষষ্ঠ (৩৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ব্যক্ত করা হইয়াছে। মানুষ সকল বিষয়েই ভগবানের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত, মানুষ

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না, মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ এত দুর্ব্বল, এত অসহায়, আর তাহার চারিদিকে এত বিপদ ও এত শত্রু যে,—সে ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার চরম লক্ষ্য সাধনের পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ অনেক সময় নিজের অজ্ঞানতাবশে ভাবে যে, সে একাই তাহার অভীষ্টসাধনে সমর্থ, সে-ই সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা। তাই বেদ মানুষকে সাবধান করিয়া দিতেছেন,—'মানুষ, সাবধান! তাঁহাকে ভুলিও না, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে ও তোমার নিজের শক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অমঙ্গল করিও না। ভগবানের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন কর, তৎপরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুই করিতে সমর্থ নও। মূঢ় ব্যক্তিরাই নিজকে কর্ত্তা মনে করে—'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে'। আপাতঃদৃষ্টিতে তুমিই কাজ করিতেছ বটে, তুমি শক্তিলাভের অধিকারীও বটে, কিন্তু পশ্চাতে শক্তির আধার না থাকিলে তুমি কিছুই করিতে সমর্থ নও।

এই ধারণা—এই সত্যটী—মানুষের মনে, বিমূঢ়াত্মার মনে, উত্তমরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই, বেদ কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

মানুষ চারিদিকে রিপুগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিলে মোক্ষলাভ অসম্ভব। কিন্তু সেই সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করিতে পারে—ভগবানের কৃপাবলে। মানুষ ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, যেন সে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে—'তুরয়ঃ বৃত্রেষু যং হবন্তে'।

যাঁহারা জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, অজ্ঞানতা-নাশের জন্য যাঁহারা চেষ্টান্বিত, তাঁহারাই ভগবানেরই চরণে শরণ গ্রহণ করেন। জ্ঞানের আধার তিনি, তাঁহা হইতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, তাঁহার চরণস্পর্শে অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে। সেই জ্ঞানদেবতার জ্ঞানপ্রদাতার কৃপাদৃষ্টি পতিত না হইলে, মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে না। তাই—'বৃত্রেষু ক্ষিতয়ঃ যং হবন্তে'। তিনিই সেই পরম দেবতা, তিনি জ্ঞানময়। জ্ঞানবারিলাভের জন্য মানুষ তাঁহার চরণেই প্রার্থনা করে।

তিনি মোক্ষপ্রদাতা। তাই জ্ঞানিগণ—যাঁহারা ভগবানের কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহারা—ভগবানের আরাধনা করেন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা জানেন যে, জগতের মূলে সেই এক ভগবানই আছেন; তিনি সর্ব্বারাধ্য, মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। একথার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে—"মূঢ় মানব! তাঁহার পূজায় আত্মনিয়োগ করিবার কারণ তুমি দেখিতে না পাইলেও জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তেও তোমার চৈতন্য হওয়া উচিত। যাঁহারা তোমার অনেক ঊর্দ্ধে, যাঁহারা জগতের বিষয় জানেন, তাঁহাদিগের অনুকরণে আপনাকে সৎপথে পরিচালিত কর, ভগবানের পূজায় আত্মনিয়োগ কর। এমন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর ঘুমাইয়া থাকিও না।"

সাধারণ, মূঢ় অহঙ্কারী মানবকে ভগবৎ-পরায়ণ করিবার জন্য, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইতে মানবকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্যসূচক দৃষ্টান্ত সহ এই সত্য খ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যে 'বৃত্রেষু' পদের 'আবরকেষু বৃত্রেষু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে আর অসুরের নাম-গন্ধও নাই। ক্রমশঃই ভাষ্যের মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। (৩অ—১১খ—১১দ—৬সা)॥ *

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ৬ ২র ৩ ২উ ৩
ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ
১ ২ ৩ ১ ২
আ বহতꣳ সুবীরাঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
বীতꣳ হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্দ্ধেথাং
৩ ১ ২র ৩ ১২
গীর্ভিরিড়য়া মদন্তা॥ ৭॥

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ২র ১ র ৲ ৩ ২ ২
ইন্দ্রাহাউ। হাহোই। পর্ব্বতাবৃহতারথা ২ ইনা উবা ৩। উ ৩
৫ ৪র ৫ ২র ১ র ৲ ৩
৪ পা। বামীর্হাউ। হাহোই। ইসআবহতꣳ. সুবা ২ ইরা
২ ২ ৫ ৪র ৫ ২র র র
উবা ৩। উ ৩ ৪ পা। বীতꣳ হাউ। হাহোই। হব্যান্যধ্বরেষুদা
৩ ২ ২ ৫ ৪ ৫ ২র ১ র র
২ ইবাউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। বর্দ্ধাহাউ। হাহো। থাঙ্গার্ভিরি-
র ৲ ৩ ২ ১৲ ৫
ড়য়ামদা ০ ২ তাউবা ৩। উ ৩ ৩ ৩ ৪ পা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাপর্ব্বতা' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে তথা অভীষ্টপূরক হে দেবৌ) 'বৃহতা' (মহতা) 'রথেন' (সৎকর্ম্মণা—অস্মান্ সম্বন্ধযুতান কৃত্বা ইতি যাবৎ) অস্মান্ 'বামী' (প্রার্থনীয়াঃ) 'সুবীরাঃ' (রিপুনাশসমর্থাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধীন) 'আ বহতং' (প্রযচ্ছতং); 'মদন্তা'

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"গাং লপদে দে"।

( পরমানন্দদায়কৌ ) 'দেবা' ( হে দেবৌ ) যুবাং 'অধ্বরেষু' ( সৎকর্ম্মসু, সৎকর্ম্মরূপাণি ইত্যর্থঃ ) 'হব্যানি' ( আরাধনানি ) 'বীতং' ( গৃহ্নীতং ) ; তথা অস্মাকং 'গীর্ভিঃ' ( স্তুতিভিঃ, অনুসরণেন—প্রীতৌ সন্তৌ ইতি যাবৎ ) 'ইড়য়া' ( শক্ত্যা, আত্মশক্তিদানেন ) 'বর্দ্ধেথাং' ( প্রবর্দ্ধয়তং—অস্মান্ ইতি যাবৎ ) হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রযচ্ছ ; অজ্ঞানানাং অস্মাকং পূজাং গৃহাণ—প্রার্থনায়াঃ ইতি ভাবঃ ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—৭সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ও অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয় ! মহৎ সৎকর্ম্মের সহিত আমাদিগকে সম্বন্ধযুত করিয়া, প্রার্থনীয় রিপুনাশসমর্থ সিদ্ধি প্রদান করুন ; পরমানন্দদায়ক হে দেবদ্বয় ! আপনারা সৎকর্ম্ম-রূপ আরাধনা গ্রহণ করুন ; এবং আমাদিগের স্তুতিসমূহে বা অনুসরণে প্রীত হইয়া আত্মশক্তি দান করিয়া আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপা করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান ও আত্মশক্তি প্রদান করুন ; আমরা অজ্ঞান আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। ) ॥ ( ৩অ—১১খ,—১১দ—৭সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। সপ্তমং সাম। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। 'ইন্দ্রাপর্ব্বতা' ( ইন্দ্রশ্চ পর্ব্বতশ্চ ) হে ইন্দ্রাপর্ব্বতৌ ! 'বৃহতা' মহতা রথেনাগত্য 'বামী' বননীয়াঃ 'সুবীরাঃ' শোভন-পুত্রোপেতাঃ 'ইষঃ' অন্নানি 'আবহতং' অস্মদর্থং ধারয়তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে 'দেবা' দেবৌ দ্যোতমানৌ ! হে ইন্দ্রাপর্ব্বতৌ ! 'অধ্বরেষু' অস্মৎসম্বন্ধি যজ্ঞেষু 'হব্যানি' হবনযোগ্যানি পুরোডাশাদীনি হবীংষি 'বীতং' ভক্ষয়তং। তথা 'ইড়য়া' অস্মাভিঃ দত্তেনান্নেন 'মদন্তা' হৃষ্যন্তৌ যুবাং 'গীর্ভিঃ' স্তুতিলক্ষণাভিরস্মদীয়াভির্ব্বাগ্ভিঃ 'বর্দ্ধেথাং' প্রবৃদ্ধৌ ভবতৌ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—৭সা )।

• • •

## সপ্তম ৩৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাটী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ এক এক অংশের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম অংশ—বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ও অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয় ! মহৎ সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য-যুক্ত করিয়া আমাদিগকে প্রার্থনীয় রিপুনাশসমর্থ সিদ্ধি প্রদান করুন।

সাধকের এই প্রার্থনার মধ্যে প্রথম কথা,—আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সমর্থ করুন ;

তারপর রিপুনাশসমর্থ সিদ্ধি প্রদান করুন। প্রথমে সৎকর্ম্ম, তৎপরে রিপুনাশ ও সিদ্ধি। মোক্ষ-সৌধের ভিত্তি—সৎকর্ম্ম। প্রথমে সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা ভিত্তি পত্তন করিতে হয়; সেই ভিত্তি যত দৃঢ় হইবে, মোক্ষ-সৌধের চূড়াও তত উর্দ্ধে উঠিবে। তাই প্রথমেই সৎকর্ম্ম-সাধনের উপযোগী শক্তির জন্য প্রার্থনা। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয়। সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা ভগবানের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। ভগবানের করুণা অবারিতভাবে সকলের জন্যই প্রবাহিত হইতেছে। যিনি সেই করুণা লাভের অধিকারী, তিনিই তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই অধিকার—সেই উপযোগিতা লাভ করিতে হয়। তাই প্রথমে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তির জন্য প্রার্থনা।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সৎকর্ম্মের দ্বারা যদি হৃদয় প্রশস্ত উন্নত হয়, তাঁহার করুণা লাভের উপযোগী হয়, তাহা হইলে আবার সেজন্য প্রার্থনা কেন? হাঁ, সেজন্যও প্রার্থনার দরকার আছে; কর্ম্মশক্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—'পরমানন্দদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মরূপ আরাধনা গ্রহণ করুন।' প্রথম অংশে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য ও রিপুনাশিকা শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সৎকর্ম্মসাধনের শক্তিলাভের পর রিপুনাশের প্রার্থনা। যখন রিপুনাশ হয়, অর্থাৎ ভগবান যখন সাধককে রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তখন সাধক নিশ্চিন্তমনে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। সৎপথে চলিবার—সৎকাজে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিবার—কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না।

এই অবস্থায় সাধকের পক্ষে সৎকর্ম্ম-সাধনই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূজা-আরাধনা হইয়া দাঁড়ায়। তাই সাধক বলিতেছেন—'তোমারি দেওয়া শক্তির ফল তুমিই গ্রহণ কর প্রভো! আমার শক্তি নাই যে, তোমার আরাধনা করি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; তোমার শক্তি পাইয়া তোমার ইঙ্গিতে পরিচালিত হই। তোমার জিনিষ তুমিই গ্রহণ কর'।

তৃতীয় অংশে আছে,—'আমাদিগকে জ্ঞান দান ও আত্মশক্তি দান করিয়া প্রবর্দ্ধিত করুন।' জ্ঞান ও আত্মশক্তি প্রায় অভেদার্থক জ্ঞান-লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য। এই জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ হয়। তাই সর্ব্বশেষে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন ও রিপুজয়ের পর, জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের দেবতা—ইন্দ্র ও পর্ব্বত ভাষ্যকার 'পর্ব্বত' বলিতে কি বুঝেন, জানা না। তিনি 'পর্ব্বতের' কোনও অর্থ দেন নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—১২২সূ—৩ঋক্) বলিয়াছেন—'পর্ব্ববান্ বৃষ্ট্যাদি পূরণবান্ পর্জ্জন্যঃ।' আমরা পর্ব্বত-শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া (পূর্ব্ব—পূরণ করা) অর্থ করিয়াছি—'অভীষ্টপূরক দেব'। নিরুক্তানুসারেও (পর্ব্ব—প্রীণাতেঃ) ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ (৩অ—১১খ—১১ঘ—৭সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী; সেই গানের নাম,—"বৈশ্বামিত্রং।"

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ

২র ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রৈরয়ৎ সগরস্য বুধ্নাৎ।

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যো অক্ষেণেব চক্রিয়ৌ শচীভির্বিষক্তস্তস্ত

৩ ২ ৩ ২
পৃথিবীমুত দ্যাম॥ ৮॥

* * *

গেয়-গানম্।

২ ২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
১। হা ৩। হাই। ইন্দ্রায়গাই। রা ৩ অনি। শীতসর্গাঃ। ১।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
অসাউ। অসাউ। ইন্দ্রায়গাই। রা ৩ অনি। শীতসর্গাঃ। ২।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
কুবা। কুবা। ইন্দ্রায়গাই। রা ৩ অনি। শীতসর্গাঃ। ৩।

২ ১ র ২ ১
অয়াম্। অয়াম্। অপঃ প্রৈরা। যা ৩ ৎ সগ।

২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ র ১ র
রস্যবুধ্নাৎ। অবিদা ৩ ৎ। অবিদৎ। যো অক্ষেণাই।

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৫
বা ৩ চক্রি। যৌশচীভীঃ। ঈহা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ হা।

২ ১ ২ ১ ২
বিষক্তস্তা। ভা ৩ পৃথি। বী ৩ ৪ ৩ মৃ

২ ৪
উ ৩ তা ৫ দ্যা ৬ ৫ ৬ মৃ॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'ইন্দ্রায়' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তং প্রাপ্তুয়ে ইত্যর্থঃ ) 'অনিশিতসর্গাঃ ( উপর্য্যুপরি বর্ত্তমানাঃ, ঐকান্তিকতয়া সহ ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' ( স্তুতয়ঃ, প্রার্থনাবাক্যানি) উচ্চারয় ইতি শেষঃ, প্রার্থনাং কুরু ইত্যর্থঃ ; ভগবান্ 'সগরস্ত বুধ্নাৎ' ( অন্তরীক্ষস্ত মূলাৎ, স্বর্গাৎ ) 'অপঃ' ( অমৃতং ) 'ঐরয়ৎ' ( প্রেরয়তু—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ ) ; 'অক্ষেণ ইব চক্রিয়ৌ' ( অক্ষেণ যথা রথচক্রাণি ধৃতানি তদ্বৎ ) 'যঃ' ( যঃ দেবঃ ) 'শচীভিঃ' ( স্বকর্ম্মভিঃ, স্বশক্তিভিঃ, বিষক্' ( সর্ব্বতঃ ) 'দ্যাং' ( দ্যুলোকং ) 'উত' ( তথা ) 'পৃথিবীং' ( ভূলোকং ) 'তস্তম্ভ' ( অস্তম্নাৎ, ধারয়তি ) স দেবঃ অস্মান রক্ষতু ইতি শেষঃ ; ভগবান্ অস্মভ্যং অমৃতত্বং প্রযচ্ছতু তথা অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—৮সা ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মম মন! বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা কর ; ভগবান্ স্বর্গ হইতে অমৃত আমাদিগের জন্য প্রেরণ করুন ; অক্ষ যথা রথচক্রকে ধারণ করে, সেইরূপ যে দেবতা স্ব-শক্তিতে সর্ব্বতোভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ; ( প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবান্ আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করুন এবং আমাদিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।) ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—৮সা ) ॥

* * *

* সায়ণ-ভাষ্যম্। অষ্টমং সাম। রেণু ঋষিঃ। 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'অনিশিতসর্গাঃ' অতনুকৃত-বিসর্গাঃ উপর্য্যুপরি বর্ত্তমানাঃ যাঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ তাভির্গীভিঃ 'সগরস্ত' অন্তরীক্ষস্থ 'বুধ্নাৎ' প্রদেশাৎ 'অপঃ' উদকানি 'ঐরয়ৎ' প্রেরয়তি। যঃ ইন্দ্রঃ 'শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ 'পৃথিবীম্' 'উত' অপিচ 'দ্যাং' দিবং চ 'চক্রিয়ৌ' রথচক্রাণি 'অক্ষেণেব' যথা রথাক্ষেণ তদ্বৎ 'বিষক্' সর্ব্বতঃ 'তস্তম্ভ' অস্তভ্নাৎ ॥ ( ৩অ—১১খ—১১দ—৮সা ) ॥

* * *

## অষ্টম ( ৩৩৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক, প্রার্থনা-মূলক ও ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। তত্তত্ত-ব্যাখ্যা ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম ভাগ আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য যাহাতে ঐকান্তিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহার জন্য উদ্বোধন আছে। ঐ অংশের মধ্যে একটী

পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; তাহা—'অনিশিতসর্গাঃ।' যাহা ক্ষয় হয় নাই বা যাহা ক্ষীণতা পায় নাই, এরূপ প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। অবিরত অপ্রতিহত ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—তবে কি এই সংসার সব ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই সংসার কি তাঁহারই দান নহে? তাঁহার দানই ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহারই সন্ধানে আর কোথায় যাইব? এই যে সংসার দেখিতেছি এই বিশ্বের মধ্যে তাঁহারই কত কাজ রহিয়াছে, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কি তবে তাঁহার আরাধনায় আত্মনিবেশ করিতে হইবে?

না, তাহা নয়। এই সংসারও তাঁহারই দান। এই সংসারের ভিতর দিয়াই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সব কর্ত্তব্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া—'হে ভগবান আমাকে মোক্ষ দাও!' এই বলিয়া চীৎকার করাই ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করা নয়। এই সংসারই সব চেয়ে বড় সাধন-ক্ষেত্র,—হিমালয়ের গিরিগুহা হইতেও বড় সাধন-ক্ষেত্র,—ধর্ম্মক্ষেত্র এই সংসার।

ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করার অর্থ এই যে;—তাঁহার দেওয়া এই সংসারের বোঝা বহিতে হইবে নিশ্চয় কিন্তু মন থাকিবে তাঁহার প্রতি। মনে রাখিতে হইবে, আমি তাঁহারই আদেশে তাঁহারাই কাজ করিতেছি। এ সংসার আমার নয়—তাঁহার। এ কাজ আমার নয়—এ তাঁহার সেবা। প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিত দেখিতে হইবে। আমাদের এই পুণ্যভূমিতে এমন সাধক গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ করেন। সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা পদ্মপত্রস্থিত জলের মত নির্লিপ্ত। ভগবানের সাধনায় প্রকৃতপক্ষে যখন ঐকান্তিকতা আসে, তখন আর সাধনায় বেশী ভয়ের কারণ থাকে না। ভগবান্ স্বর্গ হইতে তাঁহার জন্য অমৃত প্রেরণ করেন। সেই অমৃত পানে তিনি ধন্য হন।

মন্ত্রের শেষভাগে ভগবানের মহিমা-সূচক প্রার্থনা আছে। 'যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করিয়া আছেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।' শুধু দ্যুলোক-ভূলোক নয়; সমগ্র বিশ্ব তিনি ধারণ করিয়া আছেন। যাঁহার কৃপায় বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপায় বিশ্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই পরম শক্তির আধার—আমাদিগকে বিপদ হইতে, পাপ-মোহ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে, রক্ষা করুন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইতেছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনয়ন করিয়াছি, যেমন অশ্বারা চক্র ধারিত হয়' তদ্রূপ সেই ইন্দ্র, নিজ কার্য্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন।"

ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, মন্ত্রটী মোটেই প্রার্থনার মত শুনায় না; বরং সাধক যেন ভগবানকে স্তব করিয়া বেশ একটু অহঙ্কৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তার পর ভাষ্যে 'যঃ' পদের নিত্যসম্বন্ধী 'সঃ' পদের কোন উল্লেখ নাই। 'যঃ' পদ একাই রহিয়া গিয়াছে। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা হয় যে, প্রাচীনকালের আর্য্যগণ তাঁহাদিগের কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য বৃষ্টির খবই আবশ্যকতা অনুভব করিতেন।

তাই বৃষ্টিপ্রদাতা দেবতার নিকট পুনঃপুনঃ বৃষ্টির জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদিগের কৃষি-কার্য্যের ইহাও একটী প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। *

—:*:—

নবমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ ত্বা সখায়ঃ সখ্যা বব্বৃত্যুস্তিরঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরূ চিদর্ণবাঞ্জগম্যাঃ।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
পিতুর্ন'পাতমাদধীত বেধা অস্মিন্ ক্ষয়ে

৩ ১ ২র
প্রতরাং দীদ্যানঃ॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানম্।

৪র ৫র ৪ ৫ র ৪র ৫ ৪ ২ ১ র র র
৩। আ ত্বা সখায়ঃ সখ্যাবব্বৃতুঃ। তিরঃ পুরূচিদর্ণব্যাং জগাহ ২

র ২ ১ র র র র
ম্যো। হোহো ৩ বা। পিতুর্ন'পাতমাদধীভবাহ ২ ইধো

২ ১ র র র র
হোহো ২ বা। অস্মিন্‌ক্ষয়ে প্রতরান্দীদিয়াহ ২ নৌ।

র ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
হোহো ৩ বা। ঔ হো ২। ইহা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৯॥

* * *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ঊননবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী; সেই গেয়-গানের নাম;—"সাবিত্রং।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সখায়ঃ' (সখ্যমাপন্নাঃ উপাসকাঃ, একনিষ্ঠাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সখ্যা' (সখিত্বেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ ববৃত্যুঃ' (অভিমুখং কুর্ব্বন্তি, প্রাপয়ন্তি); 'তিরঃ' ('পরিত্রাতা ত্বং) তান্ 'পুরু' (বিস্তীর্ণং অসীমং) 'চিদর্ণবং' (জ্ঞানসমুদ্রং) 'জগম্যাঃ' (প্রাপয়সি); 'দীত্বানঃ' (দীপ্যমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'বেধাঃ' (বিধাতা, সর্ব্বনিয়ন্তা দেবঃ) 'পিতুঃ' (ভগবতঃ, ত্বৎসম্বন্ধিনং ইত্যর্থঃ) 'প্রতরাং' (প্রকৃষ্টং) 'নপাতং' (নাস্তি পতনং যেন, জ্ঞানং) 'অস্মিন্ ক্ষয়ে' (অস্মাকং হৃদয়ে) 'আদধীৎ' প্রযচ্ছতু); হে ভগবন্! অস্মভ্যং কৃপয়া পরাজ্ঞানং দেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—১১খ—১দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সখ্যভাবাপন্ন উপাসকগণ অর্থাৎ একনিষ্ঠ সাধকগণ সাধনের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন; পরিত্রাতা আপনি তাঁহাদিগকে অসীম জ্ঞান-সমুদ্র প্রাপ্ত করান; জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বনিয়ন্তা দেব ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় প্রকৃষ্ট জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান-করুন; প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে কৃপা করিয়া পরাজ্ঞান দান করুন।)॥ (৩অ—১১খ—১দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। নবমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'সখায়ঃ' স্তোতারঃ 'সখ্যা' সখ্যেন স্তুতিভির্ব্বিত্যর্থঃ। তাভিঃ 'আ ববৃত্যুঃ' আভিমুখং কুর্ব্বন্তি। যতস্ত্বং 'তিরঃ' 'তির্য্যঃ' তির্য্যগ্ ভূত্বা পুরু' বিস্তীর্ণং 'অর্ণবং' অন্তরিক্ষং 'জগম্যাঃ' অগচ্ছঃ। চিচ্ছব্দঃ কারণ-পরঃ। অথ পরোক্ষকৃতঃ। 'বেধা' বিধাতা ইন্দ্রঃ 'পিতুঃ' মদীয়স্য 'নপাতং' পৌত্রং মম পুত্র-মিত্যর্থঃ। তমাদধীৎ প্রযচ্ছতু। কীদৃশঃ? অস্মিন্ 'ক্ষয়ে' নিবাসভূতে যজ্ঞে 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টং 'দীত্বানঃ' তেজসা দীপ্যমান ইন্দ্রঃ পুত্রং দদাতু॥ (৩অ—১১খ—১দ—৯সা)॥

• • •

## নবম (৩৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে; অবশিষ্ট দুই অংশে প্রার্থনা আছে।

প্রথম অংশ এই,—হে দেব! সাধকগণ আপনাকে প্রার্থনা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন। এই অংশের মধ্যে দুইটী পদকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। এই দুই পদ 'সখায়ঃ' ও 'সখ্যা'। 'সখায়ঃ' পদের ভাষ্যানুযায়ী অর্থ 'স্তোতারঃ' এবং 'সখ্যা' পদের অর্থ 'সখ্যেন স্তুতিভিঃ'॥ আমরাও ভাষ্যকে ভাষ্যানুসারী অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। উহারা স্তোতা ও স্তুতির অতি

সুন্দর প্রতিশব্দ। প্রার্থনা দ্বারাই মানুষ দেবতার সখ্যতা লাভে সমর্থ হয়। প্রার্থনা মানুষকে নির্ম্মল পবিত্র করে। প্রার্থনাই অন্তরের দীনতা ও হীনতা দূরীভূত করে।

যে প্রার্থনা মানুষকে দেবতার সখিত্বলাভের উপযোগিতা প্রদান করে, সে প্রার্থনা কি? তাহার ঐ শক্তিই বা জন্মে কিরূপে?

প্রকৃতভাবে দেখিতে গেলে, প্রার্থনার জন্ম হয়—মনুষ্যত্বের স্ফুরণে। মানুষ যে পর্য্যন্ত পশুত্বের গণ্ডীর মধ্যে থাকে, অথবা যে পর্য্যন্ত না মানুষ আপনার উচ্চ গৌরবময় অধিকারের কথা বুঝিতে পারে, সে পর্য্যন্ত সে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, নিম্নস্তরের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই, নিমজ্জিত থাকে; এবং তাহাতে সে সন্তুষ্টও থাকে। কারণ সে যাহা পাইয়াছে, বা সে যাহা উপভোগ করিতেছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছুর অনুভূতি তাহার মধ্যে জন্মে নাই। সুতরাং সে সেই পশুত্বের—আহার-নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কর্ম্মসমূহের—মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রাখিতে পারে। উচ্চতর কিছুর অভাবও তাহার নাই; সেইজন্য তাহার প্রার্থনারও কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মানুষ যখন এই অলস নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়; যখন সে বুঝিতে পারে যে, তাহার কোনও একটা জিনিষের অভাব আছে,—যাহা না হইলে তাহার জীবন অনর্থক বোঝা মাত্র বলিয়া মনে হয়; তখনই তাহার ভিতরে সেই উচ্চাবস্থা-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে—অভাব-বোধ হয়। সেই অভাব-বোধ হইলেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে; যে পর্য্যন্ত না সেই অভাব দূর হয়, সে পর্য্যন্ত সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তখন তাহার ভিতরে সেই স্বর্গীয় অসন্তোষের সৃষ্টি হয় যে অসন্তোষ না থাকিলে মানুষ পশুই থাকিয়া যাইত। সেই অসন্তোষ দূর করিবার উপায় খুঁজিতে যাইয়া মানুষ দেখিতে পায় যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা ব্যতীত উপায় নাই। তাহার নিজের শক্তি এত সীমাবদ্ধ যে, সেই শক্তির দ্বারা সে নিজে—ভগবানের কৃপাব্যতীত কিছুতেই আপনার অভীষ্টপূরণ করিতে পারিবে না। তাই তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রার্থনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটী কি? কিসের জন্য মানুষ প্রার্থনায় রত হয়? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রার্থনীয় বস্তু—দেবত্ব। মানুষ আপনার নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া, পশুত্বকে বর্জ্জন করিবার জন্য প্রার্থনায় রত হয়। সুতরাং দেবত্বাভিলাষী ব্যক্তি দেবগণের সখিত্ব লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তাই মনে হয়, স্তোতৃপদের ঠিক প্রতিশব্দই—'সখায়ঃ'।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে একটু আধটু কণা নয়—একেবারে সেই অমৃত-সাগরে তলিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা। 'আপনি আমাদিগকে অসীম জ্ঞানসমুদ্র প্রাপ্ত করান।' বিন্দুতে সাধকের ক্ষুধা মিটিবার নয়,—সিন্ধু চাই। 'নাল্পে সুখমস্তি'। তাই সাধক জ্ঞানসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইতে চাহিয়াছেন। "ওগো, জ্ঞানময়! তোমার সন্তানকে তুচ্ছ ধন দিয়া ভুলাইয়া রাখিও না। মিটাও আশ, সব পিয়াস, অমৃত প্লাবনে।"

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'তিরঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'তিরশ্চীন ভূত্বা।' এই অংশের ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ এই—

"আপনি পক্ষী হইয়া বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন।" প্রথম অংশের ও শেষাংশের সহিত এই মধ্যমাংশের কোনও সম্বন্ধ নাই—যদিও প্রথম অংশ ও শেষাংশ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত আছে। হঠাৎ মাঝখানের এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি? আর ঐ অংশের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার অর্থই বা কি হইতে পারে? ভাষ্যে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার মাঝখানে—ইন্দ্র পাখী হইয়াছিলেন, হঠাৎ এ কথা বলা একটু অসংলগ্ন বলিয়া মনে হয় না কি? আমরা 'তিরঃ' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি (তৃ—ত্রাণ করা) পরিত্রাতা। যিনি মানুষকে পরিত্রাণ করেন। কিরূপে পরিত্রাণ করেন? তাহা প্রার্থনার মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে—"আমাদিগকে অসীম জ্ঞানসমুদ্র প্রাপ্ত করান।"

'পিতুর্নপাতং' পদদ্বয়ের অর্থ করা হইয়াছে—পিতার পৌত্র অর্থাৎ আমার পুত্র। এরূপ কষ্টকল্পনার প্রয়োজন দেখি না। 'নপাতং' পদের অর্থ—যাহা দ্বারা পতন হয় না। পৌত্র পিণ্ডোদক প্রভৃতি দানের দ্বারা পতন হইতে রক্ষা করে। এই অর্থ এখানকার অনুগত কি না, জানি না। সে যাহা হউক, যাহা দ্বারা পতন হয় না অর্থাৎ যাহা দ্বারা পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সে বস্তু পৌত্র বা পুত্র নয়, তাহা—জ্ঞান। তাই 'পিতুর্নপাতং' পদদ্বয়ে আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'ভগবতঃ তৎসম্বন্ধিনং জ্ঞানং।' অন্যান্য বিষয়েও অনৈক্য লক্ষিত হইবে। তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই জানা যাইবে॥ ৯॥ *

—•—

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো

২ ১ ২ ৩ ২
ভামিনো দুর্হ্ণায়ূন্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
আসন্নেষামপ্সু বাহো ময়োভূন্য এষাং

৩ ২ ৩২৩ ১ ২
ভৃত্যামৃণধৎ স জীবাৎ॥ ১০॥

* . *

* এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান একটী; উহার নাম—"কুত্তীপাদ বৈরূপস্য সাম।"

গেয়-গানম্।

০৫র   র   র   ৫   ১র   র   র   র
কো অগ্ন্যযুক্তেধুরিগা ঋতস্যা ৬ এ। শিমীবতো ভামিনো-

২১   ২   র১রর   রর২১   ২
দুর্হ্ণা ২ ৩ য়ূন্। আসন্নেষামপ্সু বাহোময়ো ২ ৩ ভুৎ।

১রর   র   ∧   ২
যএষাভৃত্যামৃণধৎ সজাইবা ৩ উবা ৩।

২   ৫
উ ৩ ৪ পা ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' ( সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ ) 'ধুরি' ( নির্ব্বাহে, সম্পাদনে ) 'কঃ' ( কঃ জনঃ ) 'অদ্য' ( নিত্যকালমেব ) 'শিমীবতঃ' ( প্রতিপাল্যৈঃ কর্ম্মভিঃ যুক্তান ) 'ভামিনঃ' ( তেজসা সমন্বিতান ) 'দুর্হ্ণায়ূন' ( রিপুভিঃ দুঃসহেন কোপেন যুক্তান, শত্রূণাং লজ্জাপ্রদান ইত্যর্থঃ) 'এষাং' (হৃদি-স্থিতানাং ) 'অপ্সু' ( সত্ত্বভাবানাং ) 'বাহঃ' ( বাহকান ) 'আসন' ( মুখনিঃসৃতান, সত্যবাক্য-বিশিষ্টান্ ইত্যর্থঃ ) 'ময়োভূন' ( সুখসাধকস্য অদৃষ্টস্য ভাবয়িতৄন বা ) 'গাঃ' ( জ্ঞানকিরণান ) 'যুঙক্তে' (যোক্তুং শক্নোতি,—হৃদি ইতি শেষঃ) ; ভগবন্তং বিনা কোঽপি হৃদি প্রজ্ঞানসঞ্চারণায় সমর্থঃ ন ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'যঃ' ( যঃ জনঃ ) 'এষাং' ( জ্ঞানকিরণানাং ) 'ভৃত্যাং' ( ভরণ-ক্রিয়াং, অনুসরণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) 'ঋণধৎ' ( ঋদ্ধিমতীং করোতি, আত্মনি তেষাং উৎকর্ষসাধনং করোতি ইত্যর্থঃ ) 'সঃ' (সঃ জনঃ এব) 'জীবৎ' (জীবেৎ, পরাগতিং লভেৎ ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানু-সারী জনঃ চতুর্ব্বর্গস্য ফলস্য অধিকারী ভবতি—ইতি ভাব॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের বা সৎকর্ম্মের সম্পাদনে, কোন্ জন, নিত্যকাল প্রতিপাল্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা যুক্ত, তেজঃসমন্বিত, রিপুগণের লজ্জাপ্রদ, এই হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবসমূহের বাহক সত্যবাক্যবিশিষ্ট, সুখসাধক অদৃষ্টের কারয়িতা, জ্ঞানকিরণসমূহকে হৃদয়ে সংযুক্ত করিতে সমর্থ হয়? (ভাব এই যে—স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন কোনও মনুষ্যই হৃদয়ে প্রজ্ঞান সঞ্চারণে সমর্থ হয় না); যে জন জ্ঞানকিরণ-সমূহের অনুসরণ করিয়া আপনাতে তাহাদিগের উৎকর্ষসাধন করে, সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকে অর্থাৎ

পরাগতি লাভ করে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জনই চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী হয়।) ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১০সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্। দশমং সাম। গোতম ঋষিঃ। 'অস্ত' অস্মিন কর্ম্মণি 'ঋতস্ত' যজ্ঞস্ত গচ্ছত ইন্দ্র-সম্বন্ধিনো রথস্ত 'ধুরি' অশ্ব-বহন-প্রদেশে 'গাঃ' গন্তিমতোঽশ্বান এষামশ্বানাং সম্বন্ধিমঃ প্রগ্রহাদ্বা 'আসন্' আস্তেন তজ্জনিতেন স্তোত্রেণ 'কো ভুঙ্‌ক্তে' কো নাম নিযোক্তুং শক্নোতি ন কোপীত্যর্থঃ। কীদৃশানশ্বান্ 'শিমীবতঃ' বীর্য্যকর্ম্মোপেতান। 'ভামিন' তেজসা যুক্তান। 'হৃদ্বর্ণায়ুন্ পরৈর্দ্দুঃসহেন ক্রোধেন যুক্তান (হৃণীয়তিঃ ক্রুধ্যতিকর্ম্মা নৈ০ ২।১৬)। অপ্সু বাহঃ' আপঃ কর্ম্মাণি তেষু ইন্দ্রং বহন্তীতি তান 'ময়োভুন' ময়সঃ সুখস্ত ভাবয়িতৃন্ স্বকীয়ানাং সুখপ্রদানিত্যর্থঃ। 'যঃ' যজমানঃ 'এষাং ঈদৃশানামশ্বানাং 'ভৃত্যাং' ভরণ-ক্রিয়াং রথ-বহন-ক্রিয়াং 'ঋণধৎ' সমর্দ্ধয়তি স্তৌতীতি যাবৎ 'স' হ যজমানো 'জীবাৎ' জীবনবান্ ভবেৎ॥ যদ্বা 'কঃ' ইতি প্রজাপতিরুচ্যতে (কোহ বৈ নাম প্রজাপতিরিতি শ্রুতেঃ)। 'ঋতস্ত' যজ্ঞস্ত 'ধুরি' নির্ব্বাহে 'গাঃ' বেদরূপান ঋগ্বিশেষান 'অস্ত' ইদানীং 'যুঙ্‌ক্তে' সংযোজয়তি। কীদৃশান্? 'শমীবতঃ' প্রতিপাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তান্ 'ভামিনঃ' উজ্জ্বলান 'হৃদ্বর্ণায়ুন্' হৃণীয়তির্হানি কর্ম্মা। হাতুমশক্যান বেদাধ্যয়নস্ত নিত্যত্বাৎ এষাং শব্দানাং আত্মপ্রতি-পাদকানাং 'আসন্' আস্যানি মুখপ্রদাকরভূতানিত্যর্থঃ। 'অপ্সু বাহঃ' অপ্সু অন্তরিক্ষে তদুপলক্ষিতে স্বর্গে বহাস্তং যজমানং প্রাপয়ন্তি তান। 'ময়োভুন' ময়সঃ অধ্যয়নপ্রভাবস্ত সুখসাধনস্তাদৃষ্টস্ত ভাবয়িতৃন। 'যঃ' যজমানঃ 'এষাং' বচসাং 'ভৃত্যাং' ভরণ-ক্রিয়াং 'ঋণধৎ' ঋদ্ধিমতীং করোতি 'স জীবাৎ' স এব জীবতি। অন্যে জীবন্মৃত ইত্যর্থঃ॥ 'আসন্নেষামপ্সুবাহঃ'—ইতি, 'আসন্নিষূন হৃৎস্বসঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (৩অ—১১খ—১১দ—১০সা)॥

তৃতীয়স্তাধ্যায়স্তৈকাদশঃ খণ্ডঃ॥ ১১॥

* * *

## দশম (৩৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাঃ' পদটীর মর্ম্মার্থ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। 'যুঙ্‌ক্তে' ও 'ধুরি' পদদ্বয়ের সহিত এই 'গাঃ' পদের প্রয়োগ উপলক্ষে মনে নানা বিসদৃশ ভাবের উদয় হয়। শকটাদির যে অংশের দ্বারা গরুর বা ঘোড়ার স্কন্ধদেশ নিয়োজিত হয়, সাধারণতঃ তাহাকেই 'ধুরি' বলিয়া থাকে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে অশ্বগণাদি সংযোজনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে বলিয়াই সাধারণতঃ ব্যাখ্যাদিতে উল্লেখ দেখি। ভাষ্যকার দুই প্রকারে এই মন্ত্রটীর অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যে এবং তাহার বঙ্গানুবাদে সে ভাব উপলব্ধ হইবে। তাঁহার একবিধ ব্যাখ্যায় একটী 'অশ্বান্' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। সে পক্ষে, 'গাঃ' পদটীতে তিনি

'গতিশীল অশ্বসমূহকে' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তার পর, 'শিমীবতঃ,' 'ভামিনঃ' ও 'দুর্হ্ণায়ূন' পদত্রয়ে সেই অশ্বসকল যে বীর্য্যকর্ম্মোপেত, তেজোযুক্ত এবং অপরের পক্ষে দুঃসহ ক্রোধবিশিষ্ট, তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। পরিশেষে "আসন্নেষামপ্সুবাহঃ" বাক্যাংশে উপলক্ষে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, সেই অশ্বসকল ইন্দ্রকে যজ্ঞক্ষেত্রে বহন করিয়া আনে, এবং তাহারা সুখপ্রদান করিতে পারে (ময়োভূন)। এই প্রকারে যে অশ্বগণ, পরিশেষে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে কেহই রথে যোজনা করিতে পারে না; আরও বলা হইয়াছে, সেই অশ্বগণের বা তাহাদিগের রথবাহন-ক্রিয়াকে যাহারা সেবা করিতে পারে, তাহারাই জীবিত থাকে। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৮৪সূ—১৬ঋ) পরিদৃষ্ট হয়; সেখানে একটু পাঠান্তর আছে। 'আসন্নেষামপ্সুবাহঃ' স্থলে সেখানে 'আসন্নিষূন্হৃৎস্বসঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে অর্থেরও সামান্য একটু পার্থক্য দেখা যায়। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রটী কিরূপ বিপরীত ভাবের প্রকাশক হইয়া রহিয়াছে, আরও একটু বিশদভাবে বুঝা যাইবে। যথা—

> 'অদ্য (কে ইন্দ্রের) গমনশীল রথে বীর্য্যযুক্ত তেজোময়, দুঃসহ ক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করিতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে, তাহারা (শত্রুদিগের) হৃদয়ে পা ক্ষেপ করে ও (মিত্রদিগকে) সুখ প্রদান করে। যে অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে তাহারা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়।'

এইরূপ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হইবে, সহসা তাহা বোধগম্য হয় কি? প্রহেলিকা ভিন্ন এরূপ অর্থকে মনে কিছুই করা যায় না। তার পর, ভাষ্যকার যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে 'গাঃ' পদটীতে 'বেদরূপ বাক্যবিশেষকে' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের অর্থে, পূর্ব্বোক্তরূপ ঘোটকসকলকে তাঁহার (ইন্দ্রের) রথে কেহ যোজনা করিতে পারে না—এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, বেদরূপ বাক্যবিশেষকে কেহই যজ্ঞকর্ম্মের নির্ব্বাহে যোজনা করিতে সমর্থ হয় না—এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ভাষ্যের এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আবার 'কঃ' পদের লক্ষ্যস্থল ব্রহ্মপক্ষে মান্য না করিয়া ঋত্বিক্-পক্ষে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে আর এক প্রকার ভাবের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সে ইংরাজী অনুবাদ; যথা—

> "Who yokes to-day unto the pole of Order the strong and passionate steers of checkless spirit,
> With shaft armed mouths, heart piercing health bestowing? Long shall he live who richly pays their service."

ভাষ্যের প্রথম প্রকার অর্থে, ইন্দ্রের ঘোটকগণের সেবকেরা দীর্ঘজীবন লাভ করে—নির্দিষ্ট হইয়াছিল; দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, বেদরূপ বাক্যবিশেষের সেবকগণ দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন—

এইরূপ প্রখ্যাত হইয়াছে। এখানে এই ইংরাজী অনুবাদে আবার দেখিতেছি,—পুরোহিত-গণকে যাঁহারা অর্থাদি প্রদান করেন, তাঁহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। * এ দৃষ্টিতে পুরোহিতগণের উচ্চারিত মন্ত্রই, এই মতে, অশ্বের মুখে সংলগ্ন বাণ। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যায় মর্ম্মার্থ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অথচ, কোনও ব্যাখ্যাতেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় না। 'গাঃ' পদে 'গাভীসমূহকে' অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে, ঐ পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বিশেষণগুলির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। অন্ত অর্থেও নহে।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর যে পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখিতেছি। আমাদিগের মতে, 'গাঃ' পদে জ্ঞানকিরণসমূহকে লক্ষ্য করে। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি যে সহসা প্রতিভাত হয় না, ভগবানের অনুকম্পা ভিন্ন কেহ যে সহসা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না,—এই কথাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। সৎকর্ম্মের সমাধানে, সত্যের পালনে, মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হয়, তাহা ভগবৎকৃপা ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শিমীবতঃ' প্রভৃতি পদ সেই জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। যে কর্ম্ম প্রতিপাদ্য, যাহা শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, তাহারই সহিত জ্ঞান সংযুক্ত হয়। তাই 'গোঃ' পদের দ্যোতক—'শিমীবতঃ'। জ্ঞান যে তেজঃ-সমন্বিত, জ্ঞানের দ্বারাই যে রিপুগণ অভিভূত ও লজ্জা-প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানাধিকারী মানুষই যে কঠোর সত্যভাষণশীল হইয়া থাকেন, হৃদয়ে দীপ্যমান্ থাকিয়া জ্ঞানই যে মানুষের সুখসাধক অদৃষ্টের কারণ হইয়া থাকে, তাহা স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই 'তাম্বিনঃ', 'হৃদ্রপানুন্', 'আসন্নেষামপ্সুবাহঃ' ও 'মযোভুবঃ' প্রভৃতি বিশেষণেরও সার্থকতা দেখিতে পাই। যাঁহারা জ্ঞানের ভৃত্য হয়েন, তর্পণক্রিয়া করেন, হৃদয়ে জ্ঞানকে পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে আয়ু প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন,—মন্ত্রের শেষাংশ সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি,—ভগবানই যে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন; যাঁহারা জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে কৃতার্থতা লাভ করেন;—এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (৩অ—১১খ—১১দ—১০সা)।

——•——

* গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব ঐরূপ ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া অশ্বগণ সম্বন্ধে 'নোটে' যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই;—

"The strong and passionate steers: the zealous and indefatigable priests. Who are yoked to chariot-pole of Order or employed in the performance of sacrifice ordained by eternal Law. The words of the priests are the arrow with which their mouth are armed."

ও

# সামবেদ-সংহিতা।

---§•§---

## ছন্দো আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

---•---

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমঃ (দ্বাদশঃ) খণ্ডঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমী দশতী।

•.•

## দ্বাদশী দশতি।

---•---

উক্তাষ্টাবিংশতির্ঋচো গায়ত্রি দেবতাশ্চতুর্থঃ।
যদীবহস্তীত্যানয়া ত্রিষ্টুমন্তে মরুতোঽত্র হি।
ঔড্ভোঽগ্নির্দধিক্রাবা দধিক্রাবণো ইতি ঋচা ॥
বয়শ্চিদিত্যামন্তেঽং বৈশ্বদেবীত্যাখ্যা ইতি।
ঋকস্য মন্যোঃ স্তুতির্ঋচং সাবেত্যোজোঽপরা শচঃ।
সমাখ্যা প্রাণভূয়্যাম্যাদিতি পূর্ব্বমুদীরিতম্ ॥

•.•

প্রথমং সাম।

১ ২     ০ ১র    ২র ০ ২ ০ ১ ২
গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।

৩ ১ ২    ০    ২ ০ ১ ২
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥ ১ ॥

•.•

গেয়-গানম্।

১। গায়া ৩ ১। ত্রিস্থা ৩ ১ ২ ৩ ৷। গায়। ত্রো ৩ ইণাঃ। অর্চ্চা ৩ ১।

ত্যিয়া ৩ ১ ২ ৩ ৪। কম। কা ৩ ইণাঃ। ব্রহ্মা ৩ ১। ণস্ত্বা

৩ ১ ২ ৩ ৪। শত। ক্রা ১ তাউ। উদ্বা ৩ ১। শম্য ৩

১ ২ ৩ ৪ ই। বয়া ৫ ইমিরাই। হো ৫ ই। ডা॥ ১॥

* * *

২। গায়ন্তিত্বোহাই। গায়াত্রী ২ ৩ ৪ ণাঃ। অর্চ্চন্ত্যর্কমা ১ কা ৩ ণাঃ।

অর্কন্তিয়ো ২ ৩ ৪ হা। কামর্কা ২ ৩ ৪ ণাঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বাশতা ১ ক্রা

৩ তো। ব্রহ্মাণস্ত্বো ২ ৩ ৪ হাই। শতাক্রা ২ ৩ ৪ তাউ।

উদ্বংশমিবয়া ১ ইমো ৩ রে। উদ্বংশমো ২ ৩ ৪ হাই

বয়া ৩ ইমা ৫ ইরা ৬ ৫ ৬ ই॥ ১॥

* * *

৩। গায়ন্তিত্বাগায়াত্রিণঃআ। অর্চন্ত্যর্কমর্ক। ২ ৩ ইণাঃ। ব্রহ্মাণ

স্তা ২ হো ২ ১ ই। শতক্রা ২ ৩ তাউ। উদ্বংশমিবয়া ১ ইমী ৩ রে

উদ্বংশা ২ ৩ ৪ মো বায়া ৩ উবা ৩। উপ্।

মাহ ২ ইরো ৩ ৫ হাই॥ ১॥

* * *

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' ( বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! ) 'গায়ত্রিণঃ' ( উদ্গাতারঃ, সামগায়িনঃ ) 'ত্বা' ( ত্বাং, তব মহিমানং ) 'গায়ন্তি' ( উচ্চৈঃ গানং কুর্ব্বন্তি ), 'অর্কিণঃ' ( ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিণঃ হোতারঃ ) 'অর্কং' ( ঋঙ্মন্ত্রং, তৎসম্বন্ধিনং স্তোত্রং ) 'অর্চ্চন্তি' ( উচ্চারয়ন্তি, মন্ত্রোচ্চারণৈস্ত্বামারাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ ), 'ব্রাহ্মণঃ' ( স্তোত্রপাঠকাঃ ঋত্বিজঃ ) 'ত্বা', ( ত্বাং ) 'বংশমিব' ( উচ্চবংশদণ্ডবৎ, উচ্চকুলসমানং বা ) 'উদ্ যেমিরে' (উন্নতং কুর্ব্বন্তি)। সামগানৈঃ ঋঙ্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈঃ স্তোত্রৈশ্চ ভগবতঃ মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতবন্ত ইতি ভাবঃ॥ ( ৩অ—১১খ—১২দ—১সা )॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! সামগায়িগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারী হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে আপনারই অর্চ্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিক-গণ উচ্চবংশের ন্যায় আপনাকেই উন্নত করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। ( ভাব এই যে,—সামগানে, ঋঙ্মন্ত্রে এবং সর্ব্ববিধ স্তোত্রে সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। )॥ ( ৩অ—১২খ—১২দ—১সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—প্রথমং সাম　মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বেন্দ্র। 'ত্বা' ত্বাং গায়ত্রিণঃ উদ্গাতারঃ 'গায়ন্তি' স্তুবন্তি। 'অর্কিণঃ' অর্চ্চনহেতুমন্ত্রযুক্তা হোতারঃ 'অর্কং' অর্চ্চনীয়মিন্দ্রং 'অর্চন্তি' শস্ত্ররূপৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রশংসন্তি। 'ব্রহ্মাণঃ' ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'উদ্যেমিরে' উন্নতিং প্রাপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বংশমিব'। যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতং কুর্ব্বন্তি যথা বা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ পুত্রাঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। নি০ ৫।৫। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেহর্কমর্কিণো ব্রাহ্মণাস্ত্বা শতক্রত উদ্যেমিরে বংশমিব। বংশো বনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রূয়ত ইতি বা ইতি॥ ১॥

• • •

## প্রথম ( ৩৪২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——— • ———

কিবা সামগানে, কিবা ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে, কিংবা অন্য কোনরূপ স্তোত্রে, যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা যাউক না কেন, সে সকল অর্চ্চনাই সর্ব্বস্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। *

---

* আমরা বলি, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদ অন্যরূপ দেখিতে পাই, যথা—'হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয়

কেহ ইন্দ্রদেবতার পূজা করেন, কেহ বায়ুদেবতার পূজা করেন, কেহ অগ্নিদেবতার পূজা করেন; কেহ বা শিবের, কেহ বা ব্রহ্মার, কেহ বা বিষ্ণুর অর্চনায় ব্রতী আছেন; আবার কেহ বা দুর্গার, কেহ বা কালীর, কেহ বা জগদ্ধাত্রীর, কেহ বা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের অনেকের হৃদয়ে হয় তো ভেদ-ভাবও বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, ভগবান সর্ব্বদেবময়। যিনি যে দেবতারই পূজা-অর্চনা করেন, সকল পূজা-অর্চনাই তাঁহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, যে পথ দিয়াই হউক, অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইবে।

অধুনা নূতন নূতন যুক্তির অবতারণায় নূতন নূতন পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল যুক্তি যে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠঃ, তাহা কখনই মনে করিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণায় বিষয়টী বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অনেকে, পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, আমাদের প্রতিমা-পূজা প্রভৃতিকে নিষ্ফল হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। কেন-না, ঐ প্রতিমা-পূজার মধ্য দিয়াই প্রতিমার যিনি লক্ষ্যস্থল, তাঁহার নিকট পৌঁছান যায়। সমুদ্র যে কি, কখনও দেখি নাই; অথবা সমুদ্র যে কি, তাহা জানি না; কিন্তু যদি আমি জানি, এই নদীতেই সমুদ্রের রূপবর্ণনা আছে, আর এই নদীস্রোতের অনুগমন করিলেই সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে, তদনুরূপ কর্ম্মের ফলে সমুদ্র-দর্শন বা সমুদ্রে মিলন আমার পক্ষে

---

ইন্দ্রকে অর্চনা করে; নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।' ইহাতে দেবতার কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়, বুঝিয়া দেখুন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের অর্থ লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিতণ্ডা দৃষ্ট হয়। সায়ণ 'ব্রহ্মাণঃ' শব্দে 'ব্রহ্মপ্রভৃতয়ঃ ইতরে ব্রাহ্মণাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন।' কিন্তু পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সে অর্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, —'ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ ছিল না।' রমেশ দত্ত বলেন,—"ঋগ্বেদের ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তব;" 'ব্রহ্মা' একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত-বিশেষ; 'ব্রহ্মাণঃ' অর্থে স্তুতিবাদক বা পুরোহিতগণ। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্মাণঃ' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা—

'Brahmani'—Rosen. 'Pretres.'—Langlois.

'The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman by caste.'—Wilson.

'Betendan.'—Roth. 'Brahmanas.'—K. M. Banerjea.

"ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা",—রমানাথ সরস্বতী।

ঋত্বিক, হোতা, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নামে যাজ্ঞিকগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সে পরিচয় স্থানান্তরে প্রদান করা যাইবে। তবে এখানে সাধারণভাবে স্তোত্রপাঠক ব্রাহ্মণগণকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সম্মুখপর হইয়া আসে না কি? এই জন্যই বলিতে হয়,—যাঁহার যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুন; অগ্রসর হইতে হইতেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। এই জন্যই বলি,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতার অমূল্য বাণী মনে স্মরণ করুন। একেবারে পর্ব্বত-লঙ্ঘনের আশা দুরাশা মাত্র। অগ্রসর হউন— ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন।

এ ঋক্ বুঝাইয়া দিতেছেন,—'সংশয়াম্বিত হইও না; যেরূপে যে প্রণালীতে হউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অর্চ্চনাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। ফলতঃ, যে মার্গানুসারীই হও, তুমি ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা কর।' (৩অ—১২খ—১২খ—১সা) ॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধৎসমুদ্রব্যচসঙ্গিরঃ।
রথীতমꣳরথানাং বাজানাꣳসৎপতিং পতিম্ ॥ ২ ॥

• • •

গেয়গানম্।

১। ইন্দ্রং বিশ্বাঃ। আবী ২ বৃধান্। সামুদ্রব্যা। চাসঙ্গিরাঃ। রাথীতমা ৩১ উবা ২। রথাইনা ২ম্। বাজানা ২ ৩ꣳ সাৎ। পাতিংপতিম্। ইডা ২৩ ভা ৪৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

২। ও ইন্দ্রং বিশ্বাঃ। অবী। বৃধান্। সা ১ মু ২ দ্রাব্যা ২। চসম্। গিরাঃ। রা ১ থী ২ তামা ২ ম্। রথী। নাম্। বাজা ২ নাꣳসা ২ ১। পতিংপা ২ ৩ তী ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

৩। ইন্দ্রংবিশ্বাঅবীবৃধন্। সমুদ্রা ২৩৪ব্যা। চা ৩ সাঙ্গী ৩ রাঃ। রাথীতমা২ম্। উ২। হা২ই। উ২। রথাইনাম্। বাজানা৺ সা২৫। উ২। হা২ই। উ২। পতিং পা২৩তী৩৪৩ম্। ও২৩৪৫ই। ডা। ২॥

৪। ইন্দ্রং বিশ্বাঅবীবৃধন্। ঐযাহাই। সমুদ্রা ১ ব্যা২। চসাঙ্গা ১ ইরা ২৩ঃ। ঐযা২৩হাই। রথাইতা১মা২ম্। রথাইনা২৩ম্। ঐযা২৩হাই। বাজনা ১৺সা২১। পাতাইংপা ১তী২২ম্। ঐয়া ২৩হা৩৪৩ই। ও২৩৪৫ই। ডা॥২॥

৫। ইন্দ্রং বিশ্বাঅবীবৃধন্নৈযাদো। হো ৬বা। সমুদ্রব্যচসম্। গাইরা ২৩ঃ। ঐয়া২৩৫। ঔ২৩হোবা। রথাইতম৺র। থাইনা ২৩ম্। ঐযা২৩৫। ঔ ২৩হোবা। বাজানা৺ সৎপতিম্। পাতী২৩ম্। ঐযা২৩৫। ঔ২৩হোবা ৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা॥২॥

২　　৪৫ ৪৫　২　　৪৫ ৪৫
৬। হয়াই। হয়া ৩। ওহা ওহা। হয়াই। হয়া। ওহা ওহা।

২　　৪৫ ৪৫　২ ∧　৩২র১ —
হয়াই। হয়া ৩। ওহা ওহা। ইন্দ্রংবিশ্বাঃ। অবীবার্দ্ধা ২ ন।

∧　২১ —　১　১ —
সমুদ্রব্যা। চসংগাইরা ২ ঃ। রথীতমম্। রথাইনা ২ ম্।

র র র ∧　৩ ২ ১ —　২
বাজানা৺সাৎ। পতিংপাতী ২ ম্। হয়াই। হয়া ৬।

৪৫ ৪৫　২　৪৫ ৪৫
ওহা ওহা। হয়াই। হয়াঃ। ওহা ওহা।

৩ ৫　৩ ৫　৫
হো ৪ ইডা। হো ৪ ইডা। হো ২ ৩

৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

২১২　২১২　১১১১　৩　১
৭। হয়ায়ে ৩। হয়ায়ে ৩। হয়া ২ ৩ ৪ ৫। হ৺২ ৩। আ ২ ৩ ৪ ই।

৩৪র৫র　৩২　১　৩৪৫　৩২
ন্দ্রংবিশ্বাঅবী। বৃধা ৩ ন। সা ২ ৩ ৪। মুদ্রব্যচসম্। গির ৩ঃ।

১　৩র৪৫　র　২　১
রা ২ ৩ ৪। থীতম৺রথী। না ৩ ম্। বা ২ ৩ ৪।

র র ৩ ৪৫　৩২　২১১　২১২
জানা৺সৎপতিম্। পতাংইম্। হয়ায়ে ৩। হয়ায়ে ৩।

১১১১　৩　১১১১　৩　৫
হয়া ২ ৩ ৪ ৫। হ৺২ ৩ ৪ ৫। হো ৪ ইডা।

৩　৫　৩
হো ৪ ইডা। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমুদ্রব্যচসং' (সমুদ্রবদ্ব্যাপকং, সর্ব্বব্যাপিনং) 'রথীনাং' (যোদ্ধৄণাং) 'রথীতমং' (রথি-শ্রেষ্ঠং, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠং) 'বাজানাং' (অন্নানাং, ধনানাং) 'পতিং' (স্বামিনং) 'সৎপতিং' (সজ্জনানাং রক্ষকং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তং দেবং ভগবন্তং প্রতি প্রযুক্তাঃ ইতি যাবৎ)

সাম—(৩৭ নং সংখ্যা)—৯৪

'বিশ্বাঃ' ( সর্ব্বাঃ, বিশ্ববাসিভির্জ্জনৈরুচ্চারিতাঃ ) 'গিরঃ' ( স্তুতয়ঃ ) 'অবীবৃধন্' ( লোকান্ বর্দ্ধয়ন্তি, শ্রেয়াংসি সাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ )। ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ সর্ব্বব্যাপী যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠঃ ধনাধিপতি সজ্জনরক্ষকঃ ; তৎসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বাশ্চ গিরঃ অস্মান্ বর্দ্ধয়ন্তি ; তস্মাৎ স্তোত্রোচ্চারণকারিণঃ শুভমাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। ( ৩অ—১২খ—১২দ—২সা ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই সমুদ্রবদ্ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, ধনাধিপতি, সজ্জনরক্ষক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি প্রযুক্ত বিশ্ববাসী জনগণের উচ্চারিত সকল স্তোত্রমন্ত্র, লোকসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। ( ভাব এই যে,—সেই সর্ব্বব্যাপী সজ্জনপালক ধনাধিপতি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত স্তোত্রমন্ত্রে মনুষ্য শুভফল প্রাপ্ত হয়। )॥ ( ৩অ—১২খ—১২দ—২সা ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—দ্বিতীয়ং সাম। দেবতা মাধুচ্ছন্দসঋষিঃ। 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ 'ইন্দ্রম্' 'অবীবৃধন্' বর্দ্ধিতবত্যঃ। কীদৃশমিন্দ্রম্? 'সমুদ্রব্যচসং' সমুদ্রব্যাপ্তবন্তম্। 'রথীনাং' রথযুক্তানাং যোদ্ধৃণাং মধ্যে 'রথীতমং' অতিশয়েন রথযুক্তম্। 'বাজানাম্' অন্নানাং 'পতিং' স্বামিনং 'সৎপতিং' সতাং সন্মার্গবর্ত্তিনাং পালকম্॥ ( ৩অ—১২খ—১২দ—২সা ) ॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ৩৪৩ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি সমুদ্রবৎ ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তিনি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, তিনি সকল ধনের অধিপতি, তিনি সজ্জনগণের পালক। অথচ, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—বিশ্ববাসী জনগণের স্তুতিবাক্য তাঁহাকে পরিবর্দ্ধন করে। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই ; অথচ, তোমার আমার উচ্চারিত স্তোত্র তাঁহাকে পরিবর্দ্ধন করে! এ বড় বিচিত্র কথা নয় কি?

এ ঋকের "অবীবৃধন্" পদটীই সর্ব্বাপেক্ষা অনুভাবনার বিষয়ীভূত। ঐ পদের অর্থে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন সাধারণ লোকে বুঝিবে,—'সত্যই তো! বিশ্ববাসী জনগণ স্তুতিমন্ত্র-সহযোগে গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকে।' কিন্তু ভাবুক ভক্ত বুঝিয়া থাকেন,—'না—না, সে তো কেবল তাঁহাকে বাড়ান নয়। তাঁহার পরিবর্দ্ধনে এ যে আপনার পরিবর্দ্ধন ঘটে।' সে কিরূপ? বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বব্যাপী ; বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বস্বরূপ সুতরাং তাঁহার আবার পরিবর্দ্ধন কি? এখানে দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রথম—

তাঁহার পরিবর্দ্ধনে জগতের পরিবর্দ্ধন। দ্বিতীয়—তাঁহার উপাসনায় আত্মোৎকর্ষসাধন। বলা হয়,—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ?' তিনি কি বিশ্ব ছাড়া? তিনি কি জগৎ হইতে বিভিন্ন? কখনই নয়। সুতরাং তাঁহার তৃপ্তি, তাঁহার খ্যাতি, তাঁহার পরিবৃদ্ধি, তাঁহার সর্ব্ববিধ অবস্থাই—বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীর অবস্থা মনে করিতে হইবে। ঋক্ তাই যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—'তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর, তাঁহার গুণস্মৃতির অনুধ্যানে রত হও, তাহাতে তোমারই শ্রেয়ঃসাধন হইবে।'

মানুষ মনে করে, ভগবানের স্তবে যেন তাঁহাকে কৃতার্থ করা হয়। কিন্তু সে তাহাদের ভ্রম মাত্র। কেন-না, ভগবানের স্তবার্চ্চনাদির দ্বারা মানুষেরই আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। তিনি "সমুদ্রব্যচসং।" তাঁহার নিকট উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই; সমুদ্রের গর্ভে যেমন কৃমিকীট হইতে মণি-মুক্তাদি সকলেরই স্থান আছে, তাঁহার অনন্ত ক্রোড়েও সেইরূপ অধমাধম সকলেই আশ্রয় পাইতে পারে। তিনি রথিশ্রেষ্ঠ। 'রথীনাং রথীতমং' বলায় তাৎপর্য্য এই যে, যত বড় শত্রুই সংসারে তোমায় ঘিরিয়া থাকুক না কেন, তাঁহার অনুকম্পা পাইলে, তোমার সকল শত্রুই বিমর্দ্দিত হইবে। সকল অন্নের ও সর্ব্বপ্রকার ধনের তিনি অধিপতি। সুতরাং তাঁহার আশ্রয় পাইলে, সে ভাবনা কিছুই থাকিবে না। উপসংহারে বলা হইয়াছে—তিনি 'সৎপতিম্'। ভগবানের এই বিশেষণটির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মানুষের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তিনি 'সৎপতিং' অর্থাৎ সৎপথাবলম্বিগণের প্রতিপালক। ঋকের সার উপদেশ এই একটী বাক্যের মধ্যেই নিহিত দেখি। ঋকের উপদেশ এই যে, 'সৎপথ অবলম্বন কর, তোমার সকল দুর্দ্দৈব দূরীভূত হইবে, তুমি সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইবে—ভগবান্ করুণা করিবেন।' (৩অ—১২খ—১২দ—২সা)॥ *

---

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদম্।

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২'
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্‌ ধারা ঋতস্য সদনে॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার সাতটী গেয়-গান; তাহার প্রথম তিনটী "বৈশ্বজিনানি ত্রীণি", চতুর্থটী "পূর্ব্বমাধবেন্দ্রম্", পঞ্চমটী "উত্তরমাধবেন্দ্রম্" এবং ষষ্ঠ ও সপ্তমটী "মহাবিষাবিন্দে দ্বে" নামে প্রখ্যাত।

গেয়-গানম্।

২ ১ ৫ ২ ১ ৩ ৫র র
১। ইমমা২৩৪ইন্দ্রা। সুতম্। পা৩ইবা২৩৪ঔহোবা।
১র২১৪র ১২ র ১ ১ ৩
জ্যেষ্ঠমমা২র্ত্তিযম্মদম্। শুক্রা। স্যন্নাভী৩যা২৩। ক্ষা২রা
র৫ র ১র৪র ১২১র ৩১১১২
২৩৪ঔহোবা। ধারা২ ঋতস্যসাদনে২৩৪৫॥৩॥

১ ৩২৩৩৫ ২র৩২২ ২১ ৩২ ৩র
২। ইমমিন্দ্রসুতংপিবা। জ্যেষ্ঠামমা। ত্রিযম্মদা২ম্। শুক্রা। ঔহো
৫ ২র১২ ৩র২ ৩র ৫ ৩
২৩৪বা। স্যন্নাভ্যক্ষরন্। ধারা। ঔহো২৩৪বা। ঋতা।
৩র ৫ ৪ ৪
ঔহো২৩৪বা। স্যসা৫দনাই। হো৫ই। ডা॥৩॥

৪ ৪ ২র ১৭
৩। ইমমিন্দ্র৫ সুতংপিবা। জ্যেষ্ঠামা৩র্ত্তিযম্মাদা২ম্। ঔ২।
১ ২ ৫ ২ ৪র ১৭
হো২। হুবাই। ঔ৩হো২৩৪বা। শুক্রস্যন্না৩ভ্যক্ষা
১ ৫ ৫ ১২
রা২ন্। ঔ২। হো২ হুবাই। ঔ৩হো২৩৪বা। ধারা
১ ৩
১ঋতা২। ঔ২। হো২। হুবাই। ঔ৩হো২৩
৫ ২র ২ ১
৪বা। স্যসাদা২৩না৩৪৩ই। ও২৩৪৫
ই। ডা॥৩॥

২১ ৪৫৪৫ ৪৫ ২ ১৭
৪। ইমমী২৩। ন্দ্রসুতংপিব। জ্যেষ্ঠাম্। অমা৩র্ত্তাযম্মাদা২ম্।
১২ ১ ৩ ৫ ২২ ৩ ৫
শুক্রাস্যন্না৩। ভিয়া২ক্ষা২৩৪রান্। ধারা৩২৩৪বা।
২২২ ৫ ৪ ৪
আর্তাও২৩৪বা। স্যসা৫দনাই। হো৫ই। ডা॥৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! ) 'ইমং' ( প্রসিদ্ধং ) 'জ্যেষ্ঠং' ( প্রশংসনীয়ং, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং ) 'অমর্ত্ত্যং' ( অমারকং, অস্মাকং রক্ষাকরং ইত্যর্থঃ ) 'মদং' ( আনন্দপ্রদং ) 'সুতং' ( শুদ্ধসত্বং ) 'পিব' ( পানং কুরু, গৃহাণ ); 'ঋতস্য' ( সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ ) 'সদনে' ( গৃহে, অনুষ্ঠানস্থানে ) 'শুক্রস্য' ( দ্যোতমানস্য—শুদ্ধসত্বস্য ) 'ধারাঃ' ( প্রবাহাঃ ) 'ত্বা' ( ত্বাং ) 'অভি' ( অভিলক্ষ্য ) 'অক্ষরন্' ( সঞ্চরন্তি, গচ্ছন্তি, ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ )। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু তৎ রক্ষাপ্রদং পরমানন্দপ্রদায়কং ত্বাং প্রতি স্বতঃপ্রবাহিতং শুদ্ধসত্বং সঞ্চারয়িত্বা তৎ গৃহাণ। ( ৩অ—১২খ—১২দ—৩সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক অর্থাৎ আমাদিগের রক্ষাকর, আনন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন; সত্যের (সৎকর্ম্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বের ধারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে—আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সেই রক্ষাপ্রদ পরমানন্দদায়ক আপনার প্রতি স্বতঃপ্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহা গ্রহণ করুন।) ॥ ( ৩অ—১২খ—১২দ—৩সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—তৃতীয়ং সাম। গোতম ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'সুতং' অভিষুতং 'ইমং' সোমং 'পিব'। কীদৃশম্? 'জ্যেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং 'মদং' মদকরং 'অমর্ত্ত্যং' অমারকং ( সোমপানজন্যো মদো মদান্তরবন্মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ ) তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি 'সদনে' গৃহে বর্ত্তমানস্য 'শুক্রস্য' দীপ্তস্যাস্য সোমস্য 'ধারাঃ' ত্বাম্ অভ্যক্ষরন্। আভিমুখ্যেন সঞ্চরন্তি ত্বাং প্রাপ্তুং স্বয়মেবাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। ( ৩অ—১২দ—১২খ—৩সা )॥

• • •

# তৃতীয় ( ৩৪৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে একটী 'সুতং' এবং একটী 'মদং' পদ আছে। এইরূপ দ্বিতীয় চরণে একটী 'ধারাঃ' ও একটী 'অক্ষরন্' পদ দৃষ্ট হয়। দুই চরণের অন্তর্গত ঐ পদ চতুষ্টয় উপলক্ষে মন্ত্রার্থ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিয়া আছে; মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্র! তুমি মদকর সোমরস পান কর; সোমরসের ধারাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষরিত হইতেছে।'

এ সকল বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা গিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'সুতং' পদ

উপলক্ষে 'সোমরস মাদকদ্রব্য' পরিকল্পনা করা হয়, ঐ 'সুতং' পদের বিশেষণ-কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। 'সুতং' কেমন? বলা হইয়াছে,—তাহা 'জ্যেষ্ঠং'। তাহার প্রতিবাক্য দেখি—'প্রশস্ততমং'। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও কোনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তু হইতে পারে? তার পর, আরও বলা হইয়াছে,—তাহা 'অমর্ত্ত্যং'। ঐ পদে 'অমারক' অর্থাৎ মরণরহিত অবস্থার কথা মনে আসে। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও অমারক মরণরহিত অবস্থার প্রদাতা হয়? এইরূপ, 'মদং' পদের প্রয়োগ বেদে যেখানেই দেখিয়াছি, সেখানেই ঐ পদে 'আনন্দপ্রদ' অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই 'সুতং' পদের মর্ম্মার্থ অধিগত হয়। উহাতে কখনই মাদকদ্রব্য (সোমলতার রস) অর্থ আসে না। তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'ধারাঃ' ও 'অক্ষরন্' পদদ্বয়—কি ভাবে কোন্ পদের সহিত অন্বিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই ঐ দুই পদের মর্ম্ম প্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থের প্রকাশক হয়। ঐ 'ধারাঃ' পদের সহিত 'ঋতস্য শুক্রস্য' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'ঋত' শব্দে সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে (যজ্ঞকে) বুঝায়। 'শুক্র' শব্দে 'শুভ্র জ্যোতিঃ' অর্থ আসে। তাহার যে ধারা, সে কি? উহার ভাব কি এই নয়—যেখানে অবিরত বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়াছে, সত্যের আলোকে যে স্থান পুলকিত রহিয়াছে, সেইখানেই ভগবান্ গমন করেন। 'অক্ষরন্' পদে 'সঞ্চলন্তি' প্রতিবাক্য ভাষ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং সোমরস মাদক-দ্রব্যের ধারা যেখানে নির্গত হইয়াছে, সেখানে নহে; পরন্তু, যেখানে সৎকর্ম্মের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকেন।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক; আর, সেই অমরত্বপ্রদ চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্ত্বভাবের সমীপে আপনি আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।' (৩অ—১২খ—১২দ—৩সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩২উ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র চিত্রম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ১
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যাভর॥ ৪॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী; তাহাদের নাম,—'বসিষ্ঠস্য প্রিয়াণি চত্বারি।'

গেয়-গানম্।

৪ ৫ ৪ ২ ১ ১ র ৫র ২
১। যদিন্দ্রোহাই। চিত্রমইহনা২ ৩। আ২ ৩৪। স্তিত্বাদা। হা
২ ১ ১ ৩৪ র ৫ ২
৩ ই। তমদ্রাইবা২ ৩ঃ। রা২৩৪। ধন্তমোবিদা। হা৩।
১ র ২ ২
বা। সাউ। উভয়াহা২ ৩। স্তিয়া উবা৩৪৫।
২ ৫
ভা৩৪৫বো৬হাই॥ ৪॥

• • •

৫ র ৪ ৫ ৩ ৫ ১ র র ২
২। যদিন্দ্রচিত্রমোহোবা। হা২ ৩৪না। অস্তিত্বাদাতমোবা৩।
১২^ ৩ ৫ ১র র ২ ১২^ ৩
ওবা। দ্রা২ ৩৪ইবাঃ। রাধস্তমোবিদোবা৩। ওবা। বা
৫ ১ র ২ ১ ১
ঃ ৩৪সাউ। উভয়াহস্তিয়োবা৩। ওবা৩৪৩।
২ ৫
ভা৩৪৫রো৬হাই॥ ৪॥

• • •

২ ১ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ১ — ১র
৩। যদিন্দ্রা২৩চিত্রে। মইহা ২৩৪না। অস্তা২ইত্বাদা।
২ ১ র ২ ১ — ১ ২ ১
তমদ্রাইবো। রাধস্তান্মাঃ২। বিদদ্বসাউ। উভয়াহা২৩।
১ ৪ ২ ৫
স্তা২৩য়া৩। ভা৩৪৫রো৬হাই॥ ৪॥

• • •

৩৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র
৪। যদিন্দ্রচিত্রমই। হনা৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা
২ ১ — ১ ২ ১
২৩ন্মাঃ। বীবী২। দদ্বসাউ। উভয়া২৩হা। স্তায়া২৩।
১ ২ ১
ভা২৩রা৩৪৩। ও২৩৪৫ই ডা॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ' (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান্) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং, পরাজ্ঞানং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ); হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমি পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—চতুর্থং সাম। অত্রিঋষিঃ। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র 'যৎ' ইদং 'ত্বাদাতং' ত্বয়া দাতব্যং যৎ 'রাধঃ' ধনং 'ইহ' অস্মিন্ লোকে 'মে' মম নাস্তি তদ্ধনং হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র 'নঃ' অস্মভ্যং 'উভয়া হস্ত্যা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং 'আভর' আহর। অত্র নিরুক্তম্—'যদিন্দ্র চিত্রং চায়নীয়ং মংহনীয়ং ধনমস্তি যন্ম ইহ নাস্তীতি বেতি দ্রষ্টব্যম্॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

• • •

## চতুর্থ (৩৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সেরা প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান! যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরম ধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর। আমি ত সেই আশায়ই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—ওগো আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি তো তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই, প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্ত যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, জাতিবিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সকল সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্দ্দেশ্য অস্বস্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। মানুষের ভিতরে ভগবান যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া ভূগর্ভস্থ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অস্বস্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায়—সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অনন্তত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চমক বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অন্তরস্থ অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে।

সংসারের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার অপেক্ষা কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছু নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হাঁ নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য এবং আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। (৩অ—১২দ—১২খ—৪সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটী। উহাদের নাম—"বাকে দে" "অকূপার মনা দেশম্" ও "বাজম্"।

পঞ্চমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্দ্ধি মহাঁ অসি॥ ৫॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ ৪ ১ — ১ — ১ ২ ১

১। ওম্॥ শ্রুধী। হাবা ২ ৺ হাবা ২ ম্। তিরশ্চিয়াঃ। ইন্দ্রয়া

২ ১ ২ ১ ৪ ২ ১র র

২ ৩ স্ত্বা। সপো ৩ হো। র্যতো ৩ যা। সুবীর্যস্যগোমতাঃ।

রর ১ ২ ১ ২৩২

রায়াস্পূ ২ ৩ র্দ্ধো। মহা৺ ২ ৩। অসিয়া ৩ ৪ ৩।

১

ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫॥

• • •

৫ র ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৫র

২। শ্রুধীহা ৩ বস্তিরাশ্চয়াঃ। ইন্দ্রায়স্ত্বা। সপর্যতায়ে ৩ ৪। সুবী।

৩ ২ ১ ৩ ৫ ১ — ১ ২ ২ ২

রিয়া স্যা ২ ৩ ৪ গো। মাতা ২ ঃ। রায়াস্পূর্দ্ধো ৬। হা ৫ হাই।

৪ ৪

মহা৺ ৫ অসী। হো ৫ ই ডা॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'তিরশ্চ্যা' (দিগ্ভ্রান্তস্য, বিপথগামিনঃ মম) 'হবং' (প্রার্থনাং) 'শ্রুধী' (শৃণু); 'যঃ' (যঃ জনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সপর্যতি' (আরাধয়তি, অনুসরণং করোতি) 'সুবীর্যস্য' (উত্তমবীর্যস্য, আত্মশক্ত্যাঃ) তথা 'গোমতঃ রায়ঃ' (জ্ঞানসমৃদ্ধিনঃ ধনস্য, পরাজ্ঞানস্য—দানেন ইতি যাবৎ) ত্বং তং 'পূর্দ্ধি' (পরিপূরয়সি); ত্বং 'মহাং' (মহান্) 'অসি' (ভবসি); হে ভগবন্! দিগ্ভ্রান্তং মাং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৩অ—১২খ—১২দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ধনৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! দিগ্‌ভ্রান্ত (বিপথগামী) আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন; যে জন আপনাকে আরাধনা করে—আপনার অনুসরণ করে, আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান দান করিয়া আপনি তাঁহাকে প্রবর্দ্ধিত করেন; আপনি মহান্ হয়েন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্, এই প্রার্থনাকারী দিগ্‌ভ্রান্ত আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৩ গ—১২খ—১২দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্। পঞ্চমং সাম। তিরশ্চী অঙ্গিরসঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! যঃ 'ত্বা' ত্বাং 'সপর্য্যতি' (সপর-শব্দঃ কণ্ড্বাদিঃ) হবির্ভিঃ পরিচরতি তাদৃশস্য 'তিরশ্চ্যা' এতন্নামকস্য ঋষের্ম্মম 'হবং' স্তুতিং 'শ্রুধি' শৃণু। শ্রুত্বা চ হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'সুবীর্য্যস্য' শোভনবীর্য্যোপেতস্য। যদ্বা (বীরে পুত্রে ভবং বীর্য্যং) সুপুত্রবতঃ। 'গোমতঃ' গবাদি-পশুমতঃ। 'রায়ো' ধনস্য দানেন 'পূর্দ্ধি' অস্মান্ পূরয়। এতৎসামর্থ্যং কুত ইত্যত আহ—ত্বং 'মহান্' গুণাধিকঃ দেবানাং শ্রেষ্ঠশ্চ 'অসি' ভবসি খলু॥ (১গ—১২খ—১২দ—৫সা)॥

• • •

## পঞ্চম (৩৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। উভয় অংশে একই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। সকলের প্রার্থনাই তো তিনি শ্রবণ করেন! তবে আমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ কেন? আমি যে পতিত দিগ্‌ভ্রান্ত! তাই মনে হয়—আমার প্রার্থনা বুঝি তাঁহার চরণে পৌঁছিবে না, আমি বুঝি পতিতই থাকিব। তাই আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিতেছি। আমি জানি না—কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়; আমি জানি না—কি উপচারে তাঁহার পূজা করিতে হয়; তাই তাঁহাকে আমার অক্ষমতা জানাইতেছি। আর নিজের অজ্ঞানতার বশে ভাবিতেছি—আমার প্রার্থনা কি তাঁহার চরণে পৌঁছিবে! তাই নিজের ব্যাকুলতায় তাঁহাকে ডাকিতেছি—'হে দেব, আমার প্রার্থনা কি তোমার চরণে পৌঁছায়? পাপীর ক্রন্দন কি তুমি শুনিতে পাও?'

আমার প্রার্থনা কি? আমি দিগ্‌বিভ্রান্ত, পতিত; আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য, আমাকে সেই পরম ধন দাও—যে ধন পাইলে আমি আমার গন্তব্য পথে চলিতে পারিব, আমি আমার চরম লক্ষ্য সাধনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব! আমাকে 'গোমতঃ রায়ঃ'—পরাজ্ঞান দাও; আমি যেন সেই জ্ঞানালোকের সাহায্যে এই অন্ধকারের মধ্যে আমার পথ

চিনিয়া লইতে পারি, চিরদিনের জন্ম যেন আমার ভ্রান্তি টুটিয়া যায়। তাই দিগ্‌ভ্রান্ত আমি তাঁহার চরণে শরণ লইতেছি—সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেন আমি মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারি।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-কালে কোনও কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের অনৈক্য হইয়াছে। প্রথমতঃ 'তিরশ্চ্যা' পদ। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—'এতন্নামকস্য ঋষের্মম'। এই সাম-মন্ত্রের ঋষি 'তিরশ্চী আঙ্গিরস'; তাই ভাষ্যকার 'তিরশ্চ্যা' পদে মন্ত্রের ঋষিকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমাদিগের মত ভিন্ন। 'তিরশ্চী' এখানে কোনও নামবাচক পদ নয়, পরন্তু উহা বিশেষণ পদ। 'তিরশ্চী' পদে 'তির্য্যক্‌ভাবে গমনকারী' বুঝায়; অর্থাৎ সহজপথে যে চলে না বা চলিতে পারে না। ঐ অর্থ হইতে, 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (বিপথগামী)—এই ভাব প্রাপ্ত হই। তাই এই 'তিরশ্চ্যা' পদে আমরা "দিগ্‌ভ্রান্তস্য বিপথগামিনঃ মম" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুবীর্য্যস্য' পদের ভাষ্যকার দুইটি অর্থ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'হবং' পদে ভাষ্যকার এখানে অর্থ করিয়াছেন—'স্তুতিং।' এখানে আর পুরোডাশাদির উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বাপরই 'হবঃ' 'হবিঃ' প্রভৃতি পদের 'পূজা, 'আরাধনা', 'প্রার্থনা' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানে দেখা যাইতেছে যে, ভাষ্যকারও ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। 'গোমতঃ' পদেও আমরা পূর্ব্ব-সঙ্গতির ও অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'জ্ঞানযুক্ত ধন' অর্থাৎ পরাজ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণীর অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। 'যঃ' পদের সহিত এবং 'পরিচরতি' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-রক্ষায় 'পূর্দ্ধি' পদে 'পূরয়সি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে॥ (৩প—১২খ—১২দ—৫সা)।

—— • ——

## ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবাগহি।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যো ন রশ্মিভিঃ॥ ৬॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"ত্বৈরশ্চে দ্বে।"

গেয়-গানম্।

৩৪র ৩র ৫ ৫ র ২ ৩ ৫ ৬ ১ ২ ১

অসাৱিসোমইন্দ্রতে। শাবিষ্ঠা ২ ৩ ৪ ধৃ। ষ্ণো ৩ আগা ৩ হী।

১২র ২ ২ ১ ৬ ১ ৫ ১

আত্বাপৃণা ২ ৩ ক্ত্বা ৩। ক্তু ঈ২০ দ্রা২ ৩ ৪ য়াম্। রজাঃ।

২ ৬ ৫ ৪

সূর্য্যোবা ও২ ৩ ৪ বা। নরা ৫ শ্মিভীঃ।

৪

হো ৫ ই ডা॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব।) 'তে' (ত্বদর্থং) অস্মাসু 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'অসাবি' (উৎপন্নং সঞ্চিতং বা অস্তু); 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্) 'ধৃষ্ণঃ' (শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ, রিপুবিমর্দ্দক হে ভগবন্) 'আ গহি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপ্নুহি); 'ইন্দ্রিয়ং' (অস্মাকং সর্বেন্দ্রিয়ং, সর্ব্বা শক্তিঃ) 'সূর্য্যঃ' (দিবাকরঃ, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'ন' (যথা) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ, জ্যোতির্ভিঃ) 'রজঃ' (অন্তরিক্ষং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ, রজোভাবং অহঙ্কারাদিজন্মকারণং নশ্যতি তদ্বৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃণক্তু' (পূরয়তু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বা শক্তিঃ ত্বয়ি বিনিবিষ্টা ভবতু অস্মাকং হৃদয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বেন পূর্ণঃ অস্তু; অতঃ ত্বং অস্মাসু বিরাজমান্ ভবঃ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হউক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করে, সেই-রূপ (অথবা জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন সেইরূপ) সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হউক—আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ রহুক; আর, আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ রহুন।)॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্।—ষষ্ঠং সাম। গোতম ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র:'। 'তে' ত্বদর্থং 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্। অতএব 'ধৃষ্ণোঃ' শত্রূণাং ধর্ষয়িতরিন্দ্র, 'আ গহি' দেবযজনদেশমাগচ্ছ। আগতঞ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'ইন্দ্রিয়ং' সোম-পানেনোৎপন্নং প্রভূতং সামর্থ্যং 'আ পৃণক্তু' আ পূরয়তু। 'রজঃ' অন্তরিক্ষং 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ 'সূর্য্যঃ ন' যথা সূর্য্যঃ পূরয়তি তদ্বৎ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৬সা)॥

* * *

## ষষ্ঠ (৩৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে দুইটী সমস্যামূলক পদ আছে, এবং একটী সমস্যামূলক উপমা দৃষ্ট হয়। সেই পদ দুইটী—'সোমঃ' ও 'ইন্দ্রিয়ং'। উপমাটী—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। সোম-পদে যথা-পূর্ব্ব সকলেই 'সোমরস মাদক-দ্রব্য' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন; 'অসাবি' ক্রিয়াপদে তদনুসারে অভিষব ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! আপনার জন্য সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে; শত্রুবিমর্দ্দক আপনি আসিয়া তাহা পান করুন।" এইরূপ 'ইন্দ্রিয়ং' পদে সেই সোমরস পানে মত্ততা-জনিত বল-সঞ্চারের ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—সোমরস-পান জনিত শক্তিতে তোমাকে পূর্ণ করুক, অর্থাৎ মত্ততা-জনিত বল তোমাতে সঞ্চিত হউক।' কেমনভাবে সেই বল তোমাতে সঞ্চিত হউক? তাহারই উপমা—'রজঃ সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ।" উহার প্রচলিত অর্থ—'সূর্য্য যেমন অন্তরিক্ষকে আপনার রশ্মিসমূহের দ্বারা পূর্ণ করেন।'

আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থে সঙ্গতি দেখি না। 'সোমঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, আর শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের আশ্রয়-স্থল, তাহা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়াছি। সে পক্ষে, এই মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে সমর্থ হই।' এ পক্ষে, 'অসাবি' ক্রিয়াপদের বিষয় অনুধাবনীয়। ষু (সু) ধাতু 'উৎপাদন' অর্থ প্রকাশ করে। তাহারই লুঙে 'অসাবি' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। আমরা ঐ ক্রিয়াপদে লোট বিভক্তির আরোপ করি। সে পক্ষে, 'অসাবি' স্থলে 'সূনোতু,' 'সুতাং' অথবা 'সূয়তাং' পদ গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, 'উৎপন্ন হউক—সঞ্চিত হউক' এবম্বিধ ভাব ঐ ক্রিয়াপদ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। ভগবানকে আমরা 'আগচ্ছ' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি—কখন? যখন আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয় তখনই নহে কি? এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব স্মরণ করিয়াই, মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হউক; আর, আপনি আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন।'

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'মদ্যপানে আপনি শক্তি লাভ করুন'—এই কি দেবতার নিকট মানুষের কামনা? মনে করিতেও অন্তর কম্পিত হয় না

কি ? কিন্তু এই অংশের 'ইন্দ্রিয়ং' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা বলি, এখানে 'ইন্দ্রিয়ং' পদে—আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে—যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগের সকলকে—আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিকে—অর্থ আসিতেছে। 'আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ং) আপনাকে পূরণ করুক (পৃণক্তু)' এতদ্বাক্যে কি ভাব উপলব্ধ হয় ? ইহার ভাব কি এই নয়—'আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার কার্য্যে বিনিবিষ্ট হইতে পারি।' তাহারই উপমা—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। এই উপমা অংশে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণ-প্রচলিত ভাব—সূর্য্যরশ্মি যেমন অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে। অন্য অর্থ—জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতিঃবিস্তারে রজোভাবকে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি-অন্ধকারণকে নাশ করেন। এ পক্ষে 'সূর্য্যঃ' পদে জ্ঞানদেবতা (প্রজ্ঞান অর্থ) গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং রজঃ' পদে অহঙ্কারাদি অন্ধকারণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। প্রজ্ঞান-লাভে, পরমজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মানুষ যেমন আপনার অন্ধকারভূত অহঙ্কারাদিকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তি—ভগবানে ন্যস্ত হইলে সেইরূপ আমাদিগের সকল বিপদ দূর করিয়া দেয়—আমাদিগকে মোক্ষের পথে আগুয়ান করে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥ (৩য—১২খ—১২দ—৬সা)॥ *

— • —

সপ্তমং সাম।

১ ২　　৩　　১ ২ ৩ ২ ৩　　১ ২　　৩ ২
ঐন্দ্র যাহি হরিভিরূপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
৩ ২　৩ ২ ৩　১ ২　৩　১ ২　৩ ১　২
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয দিবাবসো॥ ৭॥

•.•

গেয়-গানম্।

৫ র ২　৩ ৪ র ৫ ৪ ১　২　১ ২ ৩　৫
১। ঐন্দ্রা ৩ যাহিহরিভাইঃ। উপাকণ্বা ৩। স্যাহুস্টু ২ ৩ ৪ তোম্।
২ র　১ ২ ১ ৩　৫　১　২
দিবোঅমু ৩। ষ্যাশাসা ২ ৩ ৪ তাঃ। দাইবংযযা ৩ ১ উবা ২ ৩।
১　৪　২　৫
দা ২ ৩ ইবা ৩। বা ৩ ৪ ৫ সো ৬ হাই॥ ৭॥

•.•

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী, উহার নাম—"মহাবৈশ্বামিত্রম্।"

৪র ৫র ৪ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
২। এন্দ্রয়াহিহরিভিঃ। উহুবাহাই। উপকণ্বস্যসুষ্টুতিম্। উহুবা
২ ১র ২ ১২ ৩ ৫ ১
২৩হাই। দিবো অমু ৩। ষ্যশাসা ২৩৪তাঃ। দাইবং
৩২ ৫ ৪
যযাউ। বা ৩। দে ২৩৪বা। বসো ৫ হা।
৪
হো ৫ ই। ডা ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ, সদ্বৃত্তিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'কণ্বস্য' (অতিক্ষুদ্রস্য, অভাজনস্য, অজ্ঞানান্ধস্য মম) 'সুষ্টুতিং' (প্রার্থনাং প্রতি) 'উপ আয়াহি' (আগচ্ছ, প্রার্থনাকারিণং মাং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); 'দিবাবসো' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব) 'দিবঃ অমুষ্য' (স্বর্গলোকস্য স্বর্গলোকং ইত্যর্থঃ) 'শাসতঃ' (শাসনং কুর্ব্বতঃ, শাসনকারিণঃ রক্ষকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'দিব্যং' (দেবভাবং) 'যয' (মহ্যং প্রযচ্ছ); হে ভগবন্! অজ্ঞানস্য মম প্রার্থনাং শৃণু, মহ্যং সর্ব্বথা সত্ত্বভাবং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানভক্ত্যাদির সহিত অজ্ঞানান্ধ আমার প্রার্থনার প্রতি আগমন করুন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন; দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হে দেব! স্বর্গলোকের রক্ষক আপনার দেব-ভাব আমাকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সত্ত্বভাব প্রদান করুন!)॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৭সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যম্।—সপ্তমং সাম। কণ্বো নীপাতিথি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'কণ্বস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ 'সুষ্টুতিং' শোভনাং স্তুতিং প্রতি 'হরিভিঃ' অশ্বৈঃ 'উপায়াহি' আগচ্ছ। 'দিবঃ' দ্যুলোকং। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী (৩।১।৮৫)। 'অমুষ্য' অমুষ্মিন্নিন্দ্রে 'শাসতঃ' শাসতি। বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। তত্র বয়ং সুখমাস্মহে। হে 'দিবাবসো' দীপ্তবহিরিন্দ্র, 'দিবং' স্বর্গং 'যয' যূয়ং গচ্ছত (বহুবচনং পূজার্থং) যদ্বা হে 'দিবাবসো' দিবো দ্যু-নামকং 'অমুষ্য' অমুং লোকং 'শাসতঃ' শাসনং কুর্ব্বন্তো যূয়ং 'দিবং' স্বর্গং 'যয' গচ্ছত (অত্র বহুবচনং) পূজার্থমিত্যর্থঃ। (৩অ—১২খ—১২দ—৭সা)।

# সপ্তম (৩৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবান্‌কে আহ্বান করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় ভাগে দেবভাব প্রদানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ যখন আপনার দুর্ব্বলতা হীনতা বুঝিতে পারিয়া সেই হীনতা-দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে; আর সেই প্রার্থনা যদি হৃদয়ের প্রার্থনা হয়, ঐকান্তিক প্রার্থনা হয় তাহা হইলে প্রার্থনাকারী যতই ক্ষুদ্র ও পতিত হউক না কেন, সে উদ্ধার পায়। বিশেষভাবে মানুষ আপনার অসম্পূর্ণতা—আপনার অভাব অনুভব করিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। নিজের এই দৈন্যের জ্ঞান সহজে জন্মে না। মানুষ নিজেকে বড় বলিয়া—জ্ঞানী গুণী বলিয়া, ভাবিতেই অভ্যস্ত। অন্যের নিকট দূরে থাকুক, নিজের নিকটেও মানুষ আপনার দৈন্য স্বীকার করিতে চায় না। সে নিজেকে বড় ভাবিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা নিজেকে অধঃপাতের দিকে প্রেরণ করে। সুতরাং যিনি নিজের দৈন্য বুঝিতে পারেন, তিনি অন্তরের সহিতই ভগবানের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করেন; নিজের অজ্ঞানতা—অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য তিনি ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের যথেষ্ট অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'কণ্ব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মন্ত্রের ঋষি কণ্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কণ্ব' পদে 'অতি ক্ষুদ্র অভাজন' অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

'দিবঃ অমুষ্য শাসতঃ দিবং যয়' পদসমূহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার দুই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছেন—তাহাও আবার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া। ভাষ্যকার 'শাসতঃ' পদে প্রথমা বিভক্তি গ্রহণ করিয়া পুরার্থে বহুবচনান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে, এই সকল কষ্ট-কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যায়ও যে খুব অর্থ-সঙ্গতি আছে, তাহাও মনে করা যায় না। এখানে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র। তুমি অশ্বগণের সহিত রথে সুন্দর যজ্ঞ অভিমুখে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট তুমি দ্যুলোকে যাও।' এখানে 'দীপ্তহব্যবিশিষ্ট' পদ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিতেছে। নতুবা হঠাৎ একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলার অর্থ থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া—একটু সরল ভাষায় বলিতে গেলে—ধুপাপাবেই বিদায় দিবার অর্থ কি? আবার সেই অর্থ করা হইয়াছে—বহু কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইয়া। আমরা এত কষ্ট-কল্পনার কোনও প্রয়োজন মনে করি না। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে।* (৩য়—১২৫—১২৮—৭৭)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী; তাহাদের নাম—"কাণ্বে দ্বে,"

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্ব্বণঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

অভি ত্বা সমনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ৮ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৫ ৫ র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ৫ ২ ৪৫ ১ ১ ৪ ২ ৫

আত্বাগা ৩ ইরোরথীরিব। স্থুঃ সুতে ৩ ষু গির্ব্বাণা ৩ ঃ। ও ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ১ র ১ ২ ২ ১ ৪

ও ৩ ৪ বা। অভিত্বাসা ৫ মনূ ১ সাতা ২। ও ৩ ২ বা।

১ ৫ ১র ২ ২ ২ ১ ৫

ও ৩ ৪ বা। গাবোবা ৩ ৎসা ৩ ম্। নধো ২ ৩ ১ বা।

৪ ৫

না ৫ বো ৬ হাই ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তবনীয় হে দেব) 'রথী ইব' (সৎকর্ম্মান্বিতঃ জনঃ যথা ত্বাং প্রাপ্নোতি তথা) 'সুতেষু' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেষু, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবে উৎপন্নে সতি) 'গিরঃ' (প্রার্থনাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আস্থুঃ' (আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি, প্রাপয়ন্তি); হে দেব! 'গাবঃ' (গমনশীলানি, মোক্ষ প্রাপকানি) 'ধেনবঃ ন বৎসং' (জ্ঞানকিরণানি যথা ভগবদনুসারিণং জনং সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নুবন্তি তথা) 'অভি ত্ব' (ত্বামভিলক্ষ্য, ত্বাং প্রাপ্তুং) সাধকাঃ 'সমনূষত' (সম্যক্‌রূপেণ প্রধাবন্তি); শুদ্ধসত্ত্বভাবেন তথা সৎকর্ম্মণা লোকাঃ ভগবৎকৃপাং লভন্তে; সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ প্রধাবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৩প—১২খ—১২দ—৮সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তবনীয় হে দেব! সৎকর্ম্মান্বিত জন যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপন্ন হইলে প্রার্থনা আপনার অভিমুখে গমন করে; হে দেব! মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন ভগবদনুসারী জনকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আপনাকে পাইবার জন্য সাধকগণ

সম্যক্‌-রূপে প্রধাবিত হন। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাব ও সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধক ভগবৎ-কৃপা লাভ করেন; সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধকগণ প্রধাবিত হন।)॥ (৩অ—২খ—১২দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অষ্টমং সাম। তিরশ্চী ঋষিঃ। 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভির্বননীয় হে ইন্দ্র! 'সুতেষু' সোমেষু অভিষুতেষু সৎসু 'গিরঃ' অস্মাকং স্তুতিলক্ষণা বাচঃ 'ত্বা' ত্বাং 'আশুং' অভিমুখ্যেন শীঘ্রং গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'রথীঃ ইব'। যথা রথবান্ রথেন গচ্ছন্ বীরঃ প্রাপ্যং দেশং ক্ষিপ্রং গচ্ছতি তদ্বৎ। কিঞ্চ, হে ইন্দ্র! অস্মদীয়া গিরঃ 'ত্বা' ত্বাং 'অভি' লক্ষ্য 'সমনূষত' সম্যক্ শব্দায়ন্তে স্তুবন্তীত্যর্থঃ। (ণু স্তবনে। কুটাদিঃ। তস্য লুঙি রূপং)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎসম্' যথা 'ধেনবঃ' প্রীতি-যুক্তা গমনশীলা বা 'গাবঃ' বৎসং লক্ষ্য হম্বারবাদিশব্দং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ॥ (৩অ—১খ—১২দ—৮সা)॥

• • •

## অষ্টম (৩৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:x:——

মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য খ্যাপিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের দ্বারা যেমন ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হইলেও সেইরূপ ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। সৎকর্ম্ম ও শুদ্ধসত্ত্বভাব—এই দুইটীই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। আবার, একটী অন্যটীর অনুসরণীয় বটে।

সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। কর্ম্মের পিছনে মানস প্রেরণা থাকা চাই; তাহা না হইলে কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্তি আসে না। সৎকর্ম্ম সাধনের জন্য প্রেরণাও সৎ হওয়া চাই, অর্থাৎ সেই প্রেরণার মূলভূমি মনও পবিত্রভাবে পূর্ণ হইবে। এই যে মানস পবিত্রতা, যাহা না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম্ম সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে—তাহাই মানুষকে মোক্ষের পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেয়। তার পর সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা মানুষের অন্তরে, মনের আনাচে-কানাচে যত মলিনতা সঞ্চিত থাকে, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সৎকার্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকায় সাধক আপনার অজ্ঞাতসারে পবিত্র হৃদয় হইয়া উঠেন। সুতরাং সৎকর্ম্মই ক্রমশঃ সাধককে মোক্ষপথে অগ্রসর করিয়া দেয়।

আবার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হইলে মানুষ যে কাজ করে, যে বাক্য উচ্চারণ করে, যে চিন্তা করে, সে সমস্তই তাঁহার মোক্ষলাভের সহায় হয়। এরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত সাধকের প্রার্থনা কখনও বিফলে যায় না। তাঁহার প্রার্থনাই যথার্থ প্রার্থনা; কেবলমাত্র তাঁহার প্রার্থনাই তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ, মোক্ষলাভের উপায়ভূত যে সকল সাধনার প্রয়োজন, তাহা তিনি সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন।

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে, অথবা সৎকর্ম্মে ঐকান্তিকতার সহিত আত্মনিয়োজন

ভক্তিতে—এই উভয় অবস্থাতেই সাধক মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এই সত্যটীই প্রখ্যাপিত হইয়াছে

সাধকগণ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিরূপভাবে পাইবার জন্য? জ্ঞান যেরূপভাবে ভগবদনুসারী সাধকের অনুগমন করে, সেইরূপভাবে ভগবানের অনুগমন করিবার জন্য ভগবদনুসারী সাধকের সহিত জ্ঞানের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ, সাধক ভগবানের সহিত সেইরূপ নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করেন।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যানুসারী প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে আমাদিগের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশ্যে শব্দ করে।" এখানেও সোমরসের কথার উল্লেখ আছে। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (৩স—১২খ—১২দ—৮সা।)॥ *

— — • — —

নবমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এতোম্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

শুদ্ধৈরুক্‌থৈর্ব্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধৈরাশীর্ব্বান্মমত্তু॥ ৯॥

গেয়-গানম্।

৪র ৫র ৪ ৫ ৪ ৫র ৪ ২ ১ র ২ ১ ২ ১র র র ২ ১

১। এতোম্বিন্দ্রং স্তবামা। শুদ্ধং শুদ্ধেনসা ২ ৩ ম্না। শুদ্ধৈরুক্‌থৈর্ব্বাবৃধ্বা।

২ ১র ২ ১ৰ ৩ ২

২ ৩ ৪ংসাম। শুদ্ধৈরা ২ ৩ শী ৩। র্ব্বা ২ ন্। মমা ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১

ঔ হোবা। ত্তু ২ ৩ ৪ ৫॥ ৯॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী—"বৈশ্বামিত্রং।"

৫র র ৫ ২১ ২ ২
২। এতোম্বিন্দ্রং স্তবা ৬ মা। শুদ্ধং শুদ্ধে। ন। সাম্না২।

১২ ২ ১র ৩ ৫
শুদ্ধইরূ ৩ কৃথা২ ই ঃ। বাবা২ র্দ্ধা২ ৩ ৪ ৮ সাম্।

২১র ২ ১ ২ ১ ২
শুদ্ধৈরা ২ ৩ শী। র্বাম্মমন্ত্ব। ইডা২ ৩ ভা

১ ৫
৩৪৩। ও২ ৩৪৫ ই। ডা॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'এত উ নু' (ক্ষিপ্রং আগচ্ছত, জাগৃত ইত্যর্থঃ); বয়ং 'শুদ্ধং' (অপাপবিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'শুদ্ধেন' (বিশুদ্ধেন, পবিত্রেণ) 'সাম্না' (স্তোত্রেণ) 'স্তবাম' (আরাধয়েম); 'শুদ্ধৈঃ' (বিশুদ্ধৈঃ, পবিত্রৈঃ) 'উক্থৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'বাবৃধ্বাংসং' (বর্দ্ধমানং, মহান্তং দেবং) বয়ং স্তবেম ইতি শেষঃ; 'আশীর্ব্বান' (পবিত্রঃ, অপাপবিদ্ধঃ) স দেবঃ 'শুদ্ধৈঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবদানেন) অস্মান 'মমত্তু' (মাদয়তু, পরমানন্দং প্রযচ্ছতু); বয়ং ভগবন্তং আরাধয়েম; স অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বভাবং সর্ব্বথা প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শীঘ্র জাগরিত হও। অপাপবিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে পবিত্র স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা করি; বিশুদ্ধ-স্তোত্রসমূহের দ্বারা মহান্ দেবতাকে আমরা যেন আরাধনা করি; পবিত্র অপাপবিদ্ধ সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বভাসমূহের দ্বারা আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করি; তিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যম্ :—নবমং সাম। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। অত্রেতিহাসমাচক্ষতে—পুরা কিলেন্দ্রো বৃত্রাদিকানসুরান হত্বা ব্রহ্মহত্যাদিদোষেণাত্মানমপবিত্রমিত্যমন্যত। তদ্দোষপরিহারায় ইন্দ্র ঋষীনবোচৎ—যূয়ং অপূতং মাং যুষ্মদীয়েন সাম্না শুদ্ধং কুরুতেতি। তচ্ছ্রুত্বা চ ঋষয়ঃ সামদৃষ্ট্বা সাম্না শুদ্ধৈস্তৈ পবিত্রমকার্ষুঃ। পশ্চাৎপূতাত্মেন্দ্রো যাগাদিকর্ম্মণি সোমাদীনি হবীংষি

চ প্রাদুর্ব্বিতি। এষোঽর্থঃ শাট্যায়নক-ব্রাহ্মণে প্রতিপাদিতঃ—'ইন্দ্রো বা অসুরান্ হত্বা পূত ইবামেধ্যো অমন্যত অসৌ অকাময়ত শুদ্ধমেবমাত্মানং শুদ্ধেন সাম্না স্তুয়ুরিত। স এবীনত্রবীৎ স্তুতমেতি। ত এবম সামাপশ্যন তেনাস্তুবন এতোবিন্দুমিতি ততো বা ইন্দ্রঃ পূতঃ শুদ্ধো মেধ্যোঽভবদিতি। তথাচ অস্যা ঋচোঽয়মর্থঃ—ঋষয়ঃ পরস্পরং ব্রুবন্তি। 'নু' ক্ষিপ্রং 'এত' আগচ্ছতৈব। আগত্য চ 'শুদ্ধেন' শুদ্ধ্যুৎপাদকেন সাম্না তথা 'শুদ্ধৈঃ' শুদ্ধিহেতুভিঃ 'উক্থৈঃ' শস্ত্রৈশ্চেন্দ্রং 'শুদ্ধং' অপাপিনং কৃত্বা 'স্তবাম' স্তবাম। ততঃ 'সাম্না' শস্ত্রৈঃ 'বাবৃধ্বাংসং' পাপরাহিত্যেন বর্দ্ধমানং 'শুদ্ধৈঃ' শুদ্ধ্যুৎপাদকৈঃ স্তোত্রৈঃ ক্রিয়াবিশেষৈঃ 'আশীর্ব্বান্' আশ্রয়ণবান পয়্যাদিভিঃ সংস্কৃতঃ সোমঃ 'মমত্তু' ইন্দ্রং মাদয়তু ( মাদ্যতেশ্ছান্দসঃ শ্লুঃ )। 'শুদ্ধৈরাশীর্ব্বান্' 'শুদ্ধ আশীর্ব্বান্'—ইতি পাঠৌ॥ ( ৩অ—১২খ—১২দ—১সা )॥

## নবম ( ৩৫০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। উহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আত্মোদ্বোধন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা। চতুর্থ ভাগে সাধারণ প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে।

প্রথম ভাগে অর্থাৎ আত্মোদ্বোধনে সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলস্য, জড়তা ও মোহের প্রাবল্যে মানুষের বৃত্তিসমূহ অসাড় হইয়া যায়। সাধনার প্রথম অঙ্গ এই মানসিক জড়তা দূর করিয়া সবলভাবে সতেজে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। যে পর্য্যন্ত মানুষের এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ করা অসম্ভব।

এই আত্মোদ্বোধনের পরে আত্মোদ্বোধন মিশ্রিত প্রার্থনা আছে ;—"আমরা যেন তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারি, আমরা যেন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারি। ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহাকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন। আর মন! তুমিও যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ভগবানের সেই কৃপার সদ্ব্যবহার কর, তাঁহার অভিমুখে যেন অগ্রসর হও।"

মন্ত্রের চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ শেষাংশে ভগবানের নিকট শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাব-লাভের জন্য প্রার্থনা আছে,—"অপাপবিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বনিলয় ভগবান সত্ত্ব-ভাবজনিত পরমানন্দ প্রদান করুন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ 'শুদ্ধৈঃ আশীর্ব্বান্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার কোনও প্রকারে সোমরসকে টানিয়া আনিয়াছেন। সোমরসকে আনিবার আমরা কোনও প্রয়োজন অনুভব করি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, 'ইন্দ্রং শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না' পদসমূহের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার এক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—বৃত্রকে হত্যা করায় ইন্দ্রের মনে হইল, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছেন ;

তাই ঋষিদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন,—'আমাকে তোমরা শুদ্ধ করিয়া দাও।' তাঁহারা ইন্দ্রকে সাম মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া বিশিষ্ট স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। 'শুদ্ধং ইন্দ্রং' পদদ্বয়ের জন্য এত কথা বলা হইয়াছে এবং সেই জন্য ভাষ্যকার আপ্তবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইন্দ্রং' পদের সঙ্গে যখন 'শুদ্ধং' আছে, তখন মনে করিতেই হইবে যে—ইন্দ্র নিশ্চয়ই একবার 'অশুদ্ধ' হইয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় ভাষ্যকারের যুক্তি। কিন্তু তিনি যে 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। বেদের মহান্ গভীর ভাবসমূহ পরবর্তিকালে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে ॥ (৩অ—১২খ—১২দ—৯সা)। •

— • —

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যো রয়িং বো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।

১ ২ ৩ ১ ১২৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ১০ ॥

•••

গেয়গানম্।

৫র র র ৬ ৩ ১র র ২

১। যোরয়িবোরয়া হাউ। ৬২ ৩ ৪ মাঃ। যোদ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।

১র ১ ৭ — ৫ ১ র

সোমঃ সুতঃ সআ ২ ৩ হোই। দ্রতা ২ ই। অস্তিস্বধাপতা ২

১ ১

৩ হোসে ৩। মদো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১০ ॥

•••

৩র ৪ ২ ৪ ২ ৫ ৬ ৫ ৩২ ৪ ৩র ৪ ৫ ৬

২। যোরয়িং বোরয়ি। তমো ২ ৩ ৪ হাই। যোদ্যুম্নৈর্দ্যুম্নব। ত্তমো

২ ৩র ৪ ৩ ৪ ৫ ৬ ৫ ৩ ২ ৫ র র

২ ৩ ৪ হাই। সোমঃসুতঃ সই। দ্রতো ২ ৩ ৪ হাই অস্তিস্বধাপতে।

৩ ৫ ৭

মদো ২ ৩ ৪ হা। হো ৫ ই। ডা ॥ ১০ ॥

---

• এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী; উহাদের নাম—"শুক্রশুক্রীয়ম্" এবং "শুক্রাশুক্রীয়োত্তরম্।"

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! ) 'বঃ' 'রয়িন্তমঃ' ( শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ ) 'যঃ' 'দ্যুম্নৈঃ' ( কিরণৈঃ, স্বতেজসা ) 'দ্যুম্নবত্তমঃ' ( জ্যোতিঃসম্পন্নঃ, প্রকাশমান্ ) 'স সোমঃ' ( স সত্ত্বভাবঃ ) 'বঃ' ( তব, তব স্তোতৃভ্যঃ, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ ) 'রয়িং' ( পরমধনং মোক্ষং—প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ ); 'স্বধাপতে' ( সত্ত্বভাবরক্ষক, সত্ত্বভাবপ্রদাতঃ হে দেব! ) তে ( তব, তবপ্রদত্তঃ ইত্যর্থঃ ) 'সুতঃ' ( বিশুদ্ধঃ,—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ ) 'মদঃ' ( অস্মাকং পরমানন্দদায়কঃ ) 'অস্তি' ( ভবতু ); হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমানন্দদায়কং শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ ( ৩অ—.২খ—১২দ—১০সা )॥

• • •

### বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! যে শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন, যে স্বতেজে প্রকাশমান্, সেই সত্ত্বভাব আপনার স্তোতৃগণকে ( আমাদিগকে ) পরম ধন মোক্ষ প্রদান করুক; সত্ত্বভাবপ্রদাতা হে দেব! আপনার প্রদত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হউক; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আমাদিগকে পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন। )॥ ( ৩অ -১২খ—১২দ—১০সা )॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যম্ :—দশমং সাম। শংযুর্বার্হস্পত্য ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'বঃ' বচনব্যত্যয়ঃ—( ৩।১।৮ ) তব পরিচারকেভ্যঃ স্তোতৃভ্যঃ 'যঃ' সোমঃ 'রয়িং' ধনং প্রযচ্ছতীতি শেষঃ। কীদৃশঃ? 'রয়িন্তমঃ' অতিশয়েন রয়িমান। যশ্চ 'দ্যুম্নৈঃ' স্তোত্রমাত্রৈর্যশোভিঃ 'দ্যুম্নবত্তমঃ' অতিশয়েন যশস্বী। হে 'স্বধাপতে' স্বধায়া অন্নস্য সামলক্ষণস্য পালকেন্দ্র! স 'সোমঃ' অভিষুতঃ সন 'তে' তব 'মদঃ মদকরঃ 'অস্তি' ভবতি॥ ( ৩অ—১.খ—১২দ—১০সা )॥

• • •

## দশম ( ৩৫১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং সত্ত্বভাবকে কয়েকটী বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই বিশেষণগুলির মর্ম্মার্থ কি—তাহা দেখা যাউক।

সত্ত্বভাব—শ্রেষ্ঠধনসম্পন্ন। যে ধনের দ্বারা মানুষের সমস্ত অভাব নিঃশেষে দূরীভূত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধনের তুল্য ধন আর কোথায়ও নাই। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপস্থিত হইলে, মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়;—সেই সত্ত্বভাবের প্রভাবেই মানুষের দুঃখ-তাপ-অভাব-দৈন্য চিরদিনের জন্য নিবৃত্তি লাভ করে। মোক্ষলাভে যে সামগ্রী একান্ত প্রয়োজন,—যে সামগ্রীর অভাবে মানব মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না, এবং একমাত্র যে সামগ্রী মানুষকে মোক্ষপ্রদানে সমর্থ,—শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? তাই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে 'রয়িস্তমঃ'—শ্রেষ্ঠধন বলা হইয়াছে।

কিন্তু সেই মোক্ষ বস্তুটী যে কি, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইবে। এই মোক্ষকে বিভিন্ন আর্য্য-দর্শনে 'নিঃশ্রেয়স্' 'নির্ব্বাণ' 'মুক্তি' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

'নিঃশ্রেয়স্' বলিতে,—যাহার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ-সাধক অন্য আর কিছু নাই,—তাহাই বুঝায়। সুতরাং নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ 'রয়িস্তমঃ।' কিন্তু এই নিঃশ্রেয়স কি? নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইবে—এই বাক্যে ইহা উপলক্ষিত হয় যে,—মানুষ এমন অবস্থায় আছে, যে অবস্থা হইতে তাহার আরও ঊর্দ্ধগতি আবশ্যক। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতির কবলে পড়িয়া আপনার স্বরূপ অবস্থা ভুলিয়া আছে। তাহাকে জাগরিত হইতে হইবে, আপনার স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থা ও আদর্শ লভ্য অবস্থার মধ্যে পার্থক্য সৃজন করিয়াছে—মায়া। এই মায়ার জাল ছিন্ন করিতে হইবে, প্রকৃতির চাতুরী দূর করিতে হইবে। মানুষ মূলতঃ অনন্ত সৎস্বরূপ। সেই সৎকে মায়া আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ যখন সেই আবরণ ভেদ করিতে পারিবে,—প্রকৃতির মোহজাল ছিন্ন করিতে পারিবে,—তখনই তাহার স্বরূপাবস্থা লাভ ঘটিবে। সেই অবস্থালাভের অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মানুষ যখন সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়, তখনই তাহার মুক্তিলাভ ঘটে। এই সত্ত্বভাবই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। আপনার স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াই মানুষের একমাত্র কামনার বিষয়। ইহার অপেক্ষা প্রার্থনীয় কাম্য-বস্তু আর কিছু নাই। তাই, যদ্দ্বারা সেই অবস্থালাভ হয়, সেই সত্ত্বভাবকে 'রয়িস্তমঃ' বলা হইয়াছে।

নির্ব্বাণ-লাভের অর্থও আদি শুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া। 'নির্ব্বাণ' শব্দের ব্যাখ্যা যে ভাবেই হউক না কেন, মূলে নির্ব্বাণ পদে সেই শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাকেই বুঝাইত। মানুষ যখন মায়া মোহের বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, যখন রিপুগণ পরাজিত হয়, পাপ [illegible] বাসনা সাধককে বিব্রত করিতে পারে না, পাপ যখন সাধকের নিকট হই[illegible], সেই অবস্থাই শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা,—তাহাই 'নির্ব্বাণ'। তাই শুদ্ধসত্ত্বভাব ও নির্ব্বাণের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনও পার্থক্য নাই।

এই অবস্থা কে না লাভ করিতে চায়? কে না এই 'ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ' হইতে মুক্তিলাভের কামনা করে? কে না জন্ম-জরা-মরণের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে চায়? শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে মোক্ষপথে লইয়া যায়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করিয়া মোক্ষপ্রদান করে; তাই শুদ্ধসত্ত্ব—রয়িস্তমঃ।

সত্ত্বভাব—স্বতেজে প্রকাশমান্। সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবার জন্য যেমন অন্য কোন আলোকের প্রয়োজন হয় না, সূর্য্য আপনার তেজে আপনিই যেমন দীপ্তি পান এবং জগৎকে দীপ্তি দান করেন; সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হইলে তাঁহার হৃদয়ে পাপ-মলিনতা থাকিতে পারে না। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক আপনার চরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন। সত্ত্বভাবকে পরিচালিত করিবার জন্য অন্য কোনও পরিচালকের প্রয়োজন হয় না। তাই সত্ত্বভাব স্বপ্রকাশ—আপনার তেজে আপনি দীপ্তিমান্।

সাধক এই সত্ত্বভাব পাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সত্ত্বভাবজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ যাহা—তাহা ব্রহ্মানন্দ। মোক্ষলাভের ফলে মানুষ ব্রহ্মাস্বাদন করে; সেই আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি-জনিত যে আনন্দ, তাহার তুলনা নাই। ভগবানের নিকট সেই পরমানন্দলাভের জন্যই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাষ্যাদিতে 'সোমঃ' পদের অর্থ 'সোমরস' করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে ধনসম্পন্ন, (সোমরূপ) অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও যাহা দীপ্তি (যশঃ) দ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই সোম অভিষুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে।" এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, 'সোমঃ' বলিতে যদি 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্য বুঝায়, তাহা হইলে উপরোক্ত বিশেষণগুলি তাহার প্রতি কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে? "সোম নিরতিশয় ধনশালী"—ইহার অর্থ কি? 'সোম' পান করিলে কি ধন (তাহা যে প্রকার ধনই হউক না কেন) পাওয়া যায়? না,—'সোম' ধন দান করে? আবার তাহা—'দীপ্তি (যশঃ) দ্বারা সমুজ্জ্বল।' একটা মাদক দ্রব্যের এরূপ বিশেষণ একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না কি? প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে অনেক স্থলে আমরা 'সোমরসের' স্তুতি দেখিতে পাই। সোমরসের নিকট নানাভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই সকল স্তবস্তুতি পাঠ করিলে 'সোম' শব্দে মাদক দ্রব্যের ধারণা হওয়া অসম্ভব। আর যদি সোমকে মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আর্য্যগণ বেদকে যে ভাবে গ্রহণ করেন, সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে—বেদ অনাদি অপৌরুষেয় জ্ঞান-ভাণ্ডার নয়; উহা মদ্যপায়ী জনের বিকৃতভাবের বিজৃম্ভণ মাত্র। কিন্তু ভগবন্মুখনিঃসৃত বেদ যে অনাদি অপৌরুষেয়—তাহার প্রমাণ বেদই প্রকটন করিয়াছেন। আর 'সোম' শব্দে যে অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহারও প্রমাণ বেদেই দেখিতে পাই। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি অন্তরের সারসামগ্রী প্রদান করিয়াই আপনার প্রাণের দেবতাকে পরিতুষ্ট করিবার প্রয়াস পান। তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য—ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে তিনি কদাচ উৎসর্গ করিতে পারেন না। সাধক যখন ভক্তিচিত্তে অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বধারা ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত করিতে সমর্থ হন, তখনই মোক্ষ তাঁহার অধিগত হয়। (৩অ—১২খ—১২দ—১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। তাহাদের নাম—"রয়িষ্ঠে দ্বে।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

## তৃতীয়াধ্যায়স্থ মন্ত্র-সূচী।

### ঐন্দ্রপর্ব্ব।

#### অ।



#### আ।

—•—

শ।



—•—

স।



—•—

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমা দশতি।

## প্রথমা দশতি।

### প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র র ১ ২ ২ ১ ২র ১ ২
১। প্রৎপতৈস্মপিপাহাউ। আইষা ০ তাই। বাইশ্বানিবাই। দুষে ৩
২ ২ ২ ১ ১র ১ ২ ২
হা ৩ হা ৩ ই। ভা ৩ রা। আয়া ২০ গমা। যাজা ৩ হা ৩
২ ২ ২ ১ৼ ৫ র র
ম্মা ০ যাই। অপা ২ ৩। শ্চা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
১ ১র ১ ৩ ১ ১ ১
ধ্বনে ২ নরা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ১॥

৫ র ৫র ১ ২র ১ ২র ১ — ১ ১র
২। প্রংপস্মৈপী ৬ পীষতাই। বাইশ্বানিবাই। দুষেত্তায়া ২। আয়া

১ র ১ ২ ১
২০ গমা। যজ্ঞগ্মা। ষাই। অপশ্চাদধ্বনা ২ ৩ হোই। নরা।

২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

• . •

৩৪ ৫র ৪ ৫র ৩২ ১ র ৫ র ৪ ৫
৩। প্রত্যস্মৈপিপী। সতা ৬ ই। বা ২ ৩ ৪ ই। শ্বানিবিদুষে। ভায়া

৪ ৩র ৪ ৫ ৩ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১
অরঙ্গমায়ক। গ্ময়ো ২ ৩ ৪ হাই। আপশ্চাদা। ধ্বনো

৫ ৫ ৫
২ ৩ ৪ বা। না ৫ য়ো ৬ হাই ॥ ১ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'পিপীষতে' (সত্ত্বভাবৈঃ সহ মিলিতুমিচ্ছতে) 'বিশ্বানি বিদুষে' (সর্ব্বাণি বস্তূনি জানতে সর্ব্বজ্ঞায়) 'অরঙ্গমায়' (মোক্ষ-প্রাপকায়) 'জগ্ময়ে' (সৎকর্ম্মণি গমনশীলায়, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদাত্রে) 'অপশ্চাদধ্বনে' (সর্ব্বেষাং অগ্রগামিনে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়) 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'নরঃ' (নরায়, সৎকর্ম্মণাং নেতৃস্থানীয়ায় দেবায়) 'প্রতি ভর' (হৃদি সত্ত্বভাবং আহর সঞ্চারয় ইত্যর্থঃ); অহং ভগবদনুসারী ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪অ—১খ—১দ—১সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! সত্ত্বভাবের সহিত মিলিতে ইচ্ছুক, সর্ব্বজ্ঞ, মোক্ষ-প্রাপক, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয় সেই দেবতার জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার কর; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—১খ—১দ—১সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। হে অধ্বর্য্যো! 'নরঃ' কর্ম্মণি নেতৃন্ 'অস্মৈ' ইন্দ্রায় 'প্রতিভর' প্রতিহর সোমং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ: কীদৃশায়েন্দ্রায়? 'পিপীষতে' পাতুমিচ্ছতে। 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি বেদ্যানি 'বিদুষে' জানতে। 'অরঙ্গমায়' পর্য্যাপ্তগমনায়।

'অধ্বরে' যাগঞ্চ গমনশীলায়। 'অপশ্চাদ্দঘ্বনে' (অবিলম্বিতকর্ম্মা) অপশ্চাদ্দঘ্ননায় সর্ব্বেষামগ্রগামিনে। অন্বয়ঃ। নু শব্দাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। ভসি বক্তো জ্ঞাপন্হান্মন। মদে কর্ম্মপাত্রেভ্যো। অতএব মহ্যং চা 'অপশ্চাদ্দঘ্বনে মদে' ইতি চতুর্থ্যন্তত্বেনাম্বয়নীয়া। (৪অ ১৭—১৮ ১সা)।

• • •

## প্রথম ( ৩৫২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :×: ——

আত্মোদ্বোধন-মূলক এই মন্ত্রটীতে সাধক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিত্তবৃত্তি-সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন,—ভগবান সৎস্বরূপ। সৎস্বরূপকে যদি পাইতে চাও, তোমরাও সত্ত্বসম্পন্ন হও। তিনি কেমন দেবতা? তিনি আমাদিগের সহিত মিলিতে ইচ্ছুক। শুধু মানুষই যে তাঁহাকে পাইবার জন্ত প্রার্থনা করে তাহা নয়, তিনিও মানুষকে পাইতে ইচ্ছুক। পাপী হউক, পুণ্যাত্মা হউক, মানুষকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বৎসই শুধু মায়ের দিকে ধাবিত হয় না, মা-ও তাহার সন্তানকে বুকে লইবার জন্ত আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ভগবান পাপী মানুষের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক,—যদি সে, সেই মিলনের অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়!

কিন্তু এই বাণীর মধ্যেই মহান সত্য নিহিত আছে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈতের সাড়া পাওয়া যায়, সসীমের মধ্যে যে অসীমের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই আমাদিগকে আমাদিগের গৌরবময় অধিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি যে আমাকে চাহেন, এই সত্যই আমাদের কর্ণে গুঞ্জরিত হয়। তাই সাধক কবি গাহিয়াছেন 'আমায় না হ'লে তোমার প্রেম হয় যে মিছে।' ভগবান আপনার মহিমায় আপনি যদি বিভোর থাকেন, তাঁহার সঙ্গে যদি আমার সংসারের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে তিনি আত্ম-মাত্রেই পর্য্যবসিত হন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—তিনি এই জগতের কথাও চিন্তা করেন। এই জগতে, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলের জন্ত, তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্ত ব্যাকুল—এই মহতী আশার বাণীই আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। একজন সাধারণ লোক কোনও জিনিষ প্রস্তুত করিলে, সে তাহার সমস্ত দ্রব্য-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই জানে। কোথায় কি আছে, কোন্ অংশ কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা যন্ত্র-নির্ম্মাতা জানে। এই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ও তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বের সমস্তই জানেন। কিন্তু লৌকিক জ্ঞানের অপেক্ষাও গভীর সত্য এই যে, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তিনিই মানুষকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞানের বলেই মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে, মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তাই তিনি মোক্ষপ্রাপক।

তাঁহার শক্তি হইতে মানুষ শক্তিলাভ করে। সৎকর্ম্ম-সাধনের শক্তিও তাঁহা হইতে আসে। তিনি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তাই তিনি সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয়।

সেই পরম দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল ত হইবেই! মোহ-মায়া বশে মানুষ মুগ্ধ না থাকিলে চিরদিনই তাঁহার অনুসরণ করিত। এই পাপ মোহের মধ্যে থাকিয়াও মানুষের মধ্যে ভগবানের অনুভূতি যে জাগে, ইহা তাঁহারই কৃপা। এই মন্ত্রে আমরা তাঁহার সেই কৃপারই পরিচয় পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে যে অনৈক্য লক্ষিত হইবে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই জানা যাইবে। মন্ত্রের 'নঃ' পদে বিবরণকারের মতে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছি। "নঃ প্রথমৈক বচনমিদং চতুর্থ্যেকবচনস্থ স্থানে দ্রষ্টব্যং"—ইতি বি। (৩অ—১খ—১দ—১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ নো বয়োবয়ঃশয়ং মহান্তং গহ্বরেষ্ঠাং

৩ ১ ২ ৩ ২

মহান্তং পূর্ব্বিনেষ্ঠাম্।

৩ ২উ ৩ ১ ২

উগ্রং বচো অপাবধীঃ ॥ ২ ॥

গেয়-গানং।

৫র র র ৫ ২র ৩ ৫ ২র

আনোবয়োবয়ঃশা ৬ য়াম্। মহান্তঙ্গহ্বরা ২ ৩ ৪ ইষ্ঠাম্। মহান্তং

র ৩ ৫ ২ ১ ২A

পূর্ব্বিনা ২ ৩ ৪ ইষ্ঠাম্। উগ্রংবা ২ ৩ চাঃ।

৩ ২ ৪

অপা ৩ বা ৫ ধা ৬ ৫ ঔঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটি; উহাদের নাম—"কৌল্মলবর্হিষে দ্বে" এবং "বামদেব্য।"

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বন্ধো' (মিত্রস্বরূপ হে দেব, হে জগদ্বন্ধো) 'মহান্তং' (শ্রেষ্ঠাং) 'পূর্ব্বিনেষ্ঠাং' (মোক্ষলাভায় প্রথমসহায়ভূতাং) 'গহ্বরেষ্ঠাং' (হৃৎকন্দরে সুপ্তাবিতাম, সুপ্তাং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বয়ঃ' (আত্মশক্তিং) 'অয়ং' (ঈদৃশঃ, ত্বং) 'আ' (উদ্বোধয়); তথা 'মহান্তং' (পরমশ্রেষ্ঠাং) অস্মাকং 'উগ্রং' (ভয়ঙ্করীং, ব্যাকুলাং) 'বচঃ' (মুক্তিলাভায় প্রার্থনাং) 'উপাবধীঃ' (চিরং নিবারয়); হে ভগবন্! অস্মভ্যং মহানির্ব্বাণং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—১খ—১দ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জগদ্বন্ধো! শ্রেষ্ঠ, মোক্ষলাভে প্রথমসহায়ভূত, হৃৎকন্দরে সুপ্ত আমাদিগের আত্মশক্তিকে আপনি উদ্বোধিত করুন; এবং পরম-শ্রেষ্ঠ মোক্ষলাভের জন্য আমাদিগের ব্যাকুল প্রার্থনা চিরতরে নিবারণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে মহানির্ব্বাণ প্রদান করুন)॥ (৪অ—১খ—১দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। দ্বিতীয়া সাম। বামদেবঃ শাকপূতো বা ঋষিঃ। হে 'বন্ধো' মিত্রভূতেন্দ্র। 'অয়ং' ঈদৃশস্ত্বং 'মহান্তং' মহৎ প্রভূতং 'গহ্বরেষ্ঠাং' গিরিগুহাদৌ বর্ত্তমানং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বয়ঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'আ' হর (উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ) আহৃত্য 'মহান্তং' মহৎ প্রভূতং 'পূর্ব্বিনেষ্ঠাং' পূর্ব্বং দো সংসারে প্রবর্ত্তমানং 'উগ্রং' ক্ষুৎপিপাসাদিনিমিত্তেন ভয়ঙ্করং 'বচঃ' অস্মদীয়ং বচনং ('অশনায়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ'—ইতি শ্রুতেঃ) 'অপাবধীঃ' অপজহি, দেবত্বং প্রাপয়েত্যর্থঃ। তৎ প্রাপ্তোত্তশনায়াপিপাসে নিবর্ত্তেতে। 'ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি'—ইতি শ্রুতেঃ॥ (৪অ—১খ—১দ—২সা)॥

## দ্বিতীয় (৩৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মধ্যে সমস্ত শক্তির বীজই নিহিত আছে। উপযুক্ত যত্ন ও সাধনার বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও প্রবর্দ্ধিত করিতে হয়; অথবা হৃদয়স্থিত সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করিতে হয়। শক্তির উদ্বোধনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ আরম্ভ হয়। আমাদিগের মধ্যে আছে সমস্তই—মানুষ বিশ্বশক্তির সসীম ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মাত্র। সেই শক্তিকে হঠযোগীদের ভাষায় কুল-কুণ্ডলিনীকে—জাগরিত করিতে পারিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। শক্তিই মোক্ষ-লাভের প্রথম সহায়। আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে—উহাই চরম সহায়। জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই শক্তির বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

আত্মশক্তিকে জাগরিত করিবার জন্ম ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই আত্ম-শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে পারিলে সাধক মোক্ষপদে যাত্রা করিতে পারেন। কিন্তু সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে থাকিলেও ভগবানের কৃপা ব্যতীত, সে শক্তি জাগরিত হয় না,— কার্যকরী হয় না। শক্তির উদ্বোধনের জন্মও সাধনা চাই, সৌভাগ্যবল চাই। তাহা না হইলে প্রত্যেক মানুষই নিজের অন্তরস্থিত শক্তিবলে বিনা আয়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু কৈ, তাহা ত হয় না? তাহা হয় না বলিয়াই সাধক ভগবানের নিকট আত্ম-শক্তি-উদ্বোধনের জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—নির্ব্বাণলাভের জন্ম। মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা—তীব্র পিপাসা—মানুষের মধ্যে আছে। আমরা কোনও সময় তাহা বুঝিতে পারি, কোনও সময় বুঝিতে পারি না। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে এই তৃষ্ণা এত প্রবল হয় যে, তিনি অন্ম সমস্ত তুচ্ছ করিয়া সেই পরশমণির সন্ধানে পাগল হইয়া ছুটিতে থাকেন। এই মহাতৃষ্ণার তাড়নায় তথাগত গৌতম, রাজ্য-ধন-মান ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; এই পিপাসার শান্তির জন্মই মহাপ্রভু চরমে অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই তৃষ্ণাই মানুষকে তাহার চরম-লক্ষ্যের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়; সেই তৃষ্ণার শান্তিই—মোক্ষ, নির্ব্বাণ। সেই তৃষ্ণার চির-নিবৃত্তির জন্ম, নির্ব্বাণলাভের জন্মই, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাষ্যকার এই তৃষ্ণাকে মানুষের পার্থিব ক্ষুধাতৃষ্ণা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দেবতাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। তাই আমাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হওয়ার অর্থ দেবত্বলাভ। ভাষ্যকারের মতে দেবত্বপ্রাপ্তির জন্মই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখানে দুইটী প্রশ্ন উঠে যদি চিরতরে শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিবার জন্মই প্রার্থনা থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে 'সোমরূপ অন্নের' জন্ম প্রার্থনা কেন? ইহা কি পরস্পর-বিরোধী নয়? তার পর দেবতার যদি শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকে, তবে পার্থিব 'সোম' তাঁহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হয় কিরূপে? দেবতাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্ম ভাষ্যকার শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাল কথা।' তবে 'সোম' নিশ্চয়ই সোমলতা হইতে প্রস্তুত মদ্য ব্যতীত অন্ম কোনও বস্তু! সে বস্তু সত্ত্বভাব ভিন্ন অন্ম কিছুই নহে। (৪অ ১খ—১ম—২সা)। *

---

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্ত্তয়ামসি।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২
তুবিকূর্ম্মিমৃতীষহমিন্দ্রং শবিষ্ঠ সৎপতিম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই মন্ত্র-মন্ত্রীর গেয়-গান একটী; নাম "শাকপূতং।"

গেয়-গানং।

৫র র র ৪ ৫ ১ ২৮ ৩ ৫ ১ র
১। আত্বারথংযথোহোব। তাযাইসু২৩৪ম্না। বর্ত্তয়ামসিতুবিকূ-

২ ৩ ৫ ১২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১
র্ম্মীম্। ঋ২৩৪তী। ষহম্। আইন্দ্রা৩শাবী। ষ্ঠসৎপা।

২ ১
২৩তী৩৪৩য়। ও২৩৪৫ই। ডা॥৩॥

• . •

৩র৪র৩ ৪ ৫র ৩ ২৮ ৩র৪র ৫ ২ ১ ২৮ ৩র
২। আত্বারথংযথো। তয়াই। আত্বারথাম্। যথো তায়া। ঔহো

৫ ৩ ৫ ২ র ১ ২৮ ৩র ২
২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। সুম্নায়বর্ত্তা৩য়ামসো। ঔহো৩১ই।

১ ৮ ৩ ৫ ২ র ১ ২৮ ৩র ২
ঔ২হো২৩৪বা। তুবিকূর্ম্মিমৃ৩তীষহম্। ঔহো৩১ই।

৮ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৩র ২
ঔ২হো২৩৪বা। ইন্দ্রশবিষ্ঠা৩সাৎপতিম্। ঔহো

৮৩
৩১ই। ঔ২হো২৩৪৫বা৬৫৬।

৩ ৫
ঈ২৩৪হা॥৩॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ঊতয়ে' (অস্মাকং পরিত্রাণায়) 'রথং যথা' (সৎকর্ম্ম যথা কার্য্যকরং ভবতি, তথা) 'সুম্নায়' (অস্মাকং পরমসুখসাধনায়, মোক্ষায় ইতি যাবৎ) ত্বং 'ত্বা' (ত্বাং, জ্ঞানস্বরূপং ত্বাং) 'আবর্ত্তয়ামসি' (প্রাপয়াম) 'শবিষ্ঠ' (বলবন্, হে সর্ব্বশক্তিমন্ দেব) 'তুবিকূর্ম্মিং' (বহুকর্ম্মাণং) 'ঋতীষহং' (হিংসকানাং অভিভবিতারং, রিপু-মর্দ্দকং) 'সৎপতিং' (সতাং পালকং, রক্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) ত্বাং বয়ং প্রাপয়েম—ইতি শেষঃ; বয়ং ভগবচ্চরণং প্রাপয়েম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ ১খ-১দ-৮সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য সৎকর্ম্ম যেমন কার্য্যকরী হয়; তেমনি আমাদিগের পরমসুখসাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আপনি সুখস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত করান। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। হে সর্ব্বশক্তিমান্ দেব! বহুকর্ম্মা, রিপুনিমর্দ্দক, সজ্জনের রক্ষক, বলৈশ্বর্য্যাদিপতি আপনাকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৪অ—১খ—১দ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। প্রিয়মেধ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'আবর্ত্তয়ামসি' আবর্ত্তয়ামঃ। কিমর্থং? 'ঊতয়ে' অস্মাকং রক্ষণায় 'সুম্নায়' সুখায় চ। কিমিব? 'রথং যথা' ঊতয়ে সুখায় চাবর্ত্তয়ন্তি তদ্বৎ। হে 'শবিষ্ঠ' বলবত্তমেন্দ্র, 'তুবিকূর্ম্মিং' বহু-কর্ম্মাণং 'ঋতীষহং' হিংসকানামভিভবিতারং। 'সৎপতিং' সতাং 'পালকমিন্দ্রং' ত্বামিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

## তৃতীয় (৩৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগেই ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রথম অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রার্থনার সঙ্গে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য স্বরূপ দুইটী বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রথম,—পাপকবল হইতে রক্ষা; দ্বিতীয়—পরমানন্দ লাভ। ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিলে পাপের আক্রমণের ভয় থাকে না। পাপ তখন সাধকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। পাপ মোহ প্রভৃতির যন্ত্রণা সাধককে সহ্য করিতে হয় না। কারণ, মোক্ষ যাত্রার পথেই এই সমস্ত অসুরের উপদ্রব থাকে; গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে আর সেই সকল উপদ্রব থাকে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—পরমানন্দ লাভ। ব্রহ্মানন্দলাভের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখ সম্পদের, কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। সেই অতুলনীয় পরমানন্দলাভ হয়—শুধু তাঁহার চরণপ্রাপ্তি ঘটিলে। তিনি আনন্দস্বরূপ—আনন্দের খনি। সুতরাং তাঁহাকে উপভোগ জনিত যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা আর কোথায় পাইবার উপায় নাই। সাধক সেই অমৃতেরই প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্ত্রে 'রথং যথা' যে উপমা বাক্য আছে, তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলে আর এক তথ্যের বিকাশ হয়। সৎকর্ম্মে সৎস্বরূপকে পাওয়া যায়—বেদমন্ত্র তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার জন্মিলে, তিনি আপনিই আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য তখন আর বিশেষ আয়াস-স্বীকারের আবশ্যক হয় না।

কিন্তু সেই আনন্দ পাওয়া যায় কিরূপে? মুহূর্ত্তের সুখমাত্র নয়; পরিণামে দুঃখদায়ক আপাত মধুর তৃপ্তি নয়;—অনন্ত অবিচ্ছিন্ন অমিশ্রিত নিত্য সুখ পাওয়া যায় কিরূপে? মাধুর্য আনন্দের কণামাত্র অথবা আনন্দের ছায়ামাত্র লইয়া সন্তুষ্ট নয়; সে চায়—ভূমানন্দ। তাই মানুষ সেই ভূমানন্দের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিল; সন্ধানের ফলে, আনন্দ-সাগর আবিষ্কৃত হইল -যেখানে অবিনশ্বর অবিমিশ্র আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সেই আনন্দ-প্রস্রবণ ভগবৎ-চরণ। সুতরাং এই দিক দিয়া—মানুষের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া—দেখিতে গেলে, ভগবৎ-প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্যরূপে কল্পনা করা অন্যায় নয়। কারণ, মানুষের মধ্যে যে আনন্দাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা তো তাঁহারই দান!

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'সৎপতিং' পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত বিশেষণের সার ঐ একটী পদের মধ্যে নিহিত আছে। (৪অ—১খ ১দ—৩সা)। *

—•—

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র<br>
স পূর্ব্ব্যো মহোনাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে।<br>
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২<br>
যস্য দ্বারা মনুঃ পিতা দেবেষু ধিয় আনজে॥ ৪॥

• • •

গেয় গানং।

৫র ২র র ৫ ২র ১ র ২ ২ ২ ১<br>
সপূর্ব্ব্যামহোনা ৬ মে। বেনঃক্রতু ৩ ভাইরা নজে ৭। হা ০ হা ঔ ০<br>
২ ২ ১ — র ১ ২ ২<br>
হো ০ বা। আইহী ২। যস্যাদ্বারা ৬ মানুঃ পিতা ০। হা ৩<br>
২ ১ ২ ২ ১ — ১ ১<br>
হা। ও ০ হো ০ বা। আইহী ২। যথা ২ ৩। না ২<br>
৩ ৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১<br>
জা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মধুশ্চ ভা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৪॥

• • •

* এই সামমন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টষষ্ঠিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী; উহাদের নাম—"কৌল্মবর্হিষে দে"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবেষু' ( দেবভাবেষু, দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ ) 'পিতা' ( পালকঃ, উৎপাদকঃ, অধিকারী ) 'মনুঃ' ( মনুষ্যঃ ) 'যস্য' ( যস্য দেবস্য, যং দেব' ইত্যর্থঃ ) 'দ্বারা' ( দ্বারাণি, প্রাপ্ত্যুপায়ানি ) 'ধিয়ঃ' ( সৎকর্ম্মাণি ) 'আনজে' ( প্রাপ্নোতি, সম্পাদয়তি ), 'বেনঃ' ( জ্যোতির্ম্ময়ঃ ) 'পূর্ব্ব্যঃ' ( আদিভূতঃ ) 'সঃ' ( স দেবঃ ) 'মহোনাং' ( পূজ্যানাং, সাধকানাং ) 'ক্রতুভিঃ' ( সৎকর্ম্মভিঃ—প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ ) 'আনজে' ( আগচ্ছতি, সাধকান প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ); সৎকর্ম্মভিঃ প্রীতঃ সন ভগবান সাধকান্ প্রাপয়তি, তান্ মোক্ষং প্রদদাতি ইত্যর্থঃ—ইতি ভাবঃ। ( ৪অ—১খ—১দ ৪সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের অধিকারী মানব, যে দেবতাকে প্রাপ্তির উপায়ভূত সৎকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন, জ্যোতির্ম্ময় আদিভূত সেই দেবতা সাধকদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া আগমন করেন, অর্থাৎ সাধকদিগকে প্রাপ্ত হন; ( ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা প্রীত হইয়া, ভগবান্ সাধকদিগকে প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে মোক্ষপ্রদান করেন। ) ॥ ( ৪অ—১খ—১দ—৪সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। প্রগাথ ঋষিঃ। 'স' ইন্দ্রঃ 'পূর্ব্ব্যঃ' মুখ্যঃ 'মহোনাং' পূজ্যানাং যজমানানাং 'ক্রতুভিঃ' যজ্ঞৈর্নিমিত্তভূতৈঃ 'বেনঃ' কান্তঃ তেষাং হবিঃ কাময়মানঃ 'আনজে' আগচ্ছতি। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'দ্বারা' দ্বারাণি প্রাপ্ত্যুপায়ানি 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'দেবেষু' এতেষু মধ্যে 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালকঃ 'মনুঃ' 'আনজে' প্রাপয়তি ( নজিঃ প্রাপ্তিকর্ম্মা )। 'মহোনাং' 'মহানাং'—ইতি পাঠৌ ॥ ( ৪অ—১খ—১দ—৪সা ) ॥

• • •

## চতুর্থ ( ৩৫৫ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§:০:§:——

ভগবান্ এক; কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় বিভিন্ন। একই দেবতা যেমন বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েন, তেমনি বিভিন্ন ভাবের সাধক বিভিন্ন উপায়ে তাঁহার আরাধনা করেন। তিনের সাধনে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেকটীর মূল লক্ষ্য এক হইলেও এবং চরমে সকলগুলি একত্র মিলিত হইলেও, সাধক তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী কোনও নির্দ্দিষ্ট এক পন্থাকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করেন।

এই মন্ত্রে কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়—এই সত্যটীই মন্ত্রের মধ্যে আমরা প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেই সৎকর্ম্ম সাধনের পূর্ব্বে অথবা তৎসঙ্গে হৃদয়কে পবিত্র করা চাই। হৃদয়ে সৎভাবের উপজন হইলে সাধক অনায়াসেই কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার পরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন।

আরও একটী কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হৃদয়ে দেবভাবের উপজন হইলে পরও সাধককে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে রত থাকিতে হয়, অথবা তখনই মোক্ষলাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ সাধনের প্রকৃত অধিকার জন্মে। শুদ্ধ পবিত্র হৃদয় লইয়া সাধক আদিভূত জ্যোতির্ম্ময় সেই পরম দেবতার আরাধনায় মগ্ন হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মূলতঃ কোন প্রভেদ না থাকিলেও স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল:—"তিনি প্রধান, তিনি পূজাগণের কর্ম্মযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করিতেছেন। ইন্দ্রকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ কর্ম্মসকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনুবাদের ভাব সহজবোধ্য নয় এবং "পিতা মনু দেবগণের মধ্যে" অংশের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট হয় নাই। আবার ভাষ্যকার 'পিতা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'সর্ব্বেষাং পালকঃ'; কিন্তু 'মনুঃ' পদের কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তাহাতে ভাষ্য আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আমাদিগের মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে॥ (৪অ—১খ—১দ—৪সা)। *

— • —

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ১২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২

যদা বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা রথেষ্বা।

১ ২ ৩২র ৩ ২ ৩ ১ ২

পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে॥ ৫॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্বিংশতি বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি; উহার নাম—"মধুশ্চ্যুন্নিধনং।"

গেয়-গানং ।

৪৫র৪ ৫র ৪৫ র ৫ ১ ৩ — ২ র র র
যদীবহংভ্যাণাঃ। য। স্তুয়াদী। ওইবহংভাআ১শাবা২ঃ। ওইভ্রাজ-
র ২ ১ র ২ — ১
মানারথাইম্ ১ বা ২। ওই পিবন্তোমদিরাম্ম ২ধু২। ওই।
র ১ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
তত্রশ্রবাও্ংসিকৌবা ৩ ও২৩৪বা। ঋা৫তো৬হাই॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যদি' (যদা) 'রথেষু' (সৎকর্ম্মসু,) 'ভ্রাজমানাঃ' (দীপ্যমানাঃ সন্তঃ) 'মদিরং' (মদকরং পরমানন্দদায়কং) 'মধু' (অমৃতং) 'পিবন্তঃ' (পানকারিণঃ), 'আশবঃ' (শীঘ্রগামিনঃ—ভগবন্তং অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ, সাধকাঃ) 'আ বহন্তি' (প্রাপয়ন্তি—ত্বাং ইতি যাবৎ), 'তত্র' (তদা 'শ্রবাংসি' (পরমমঙ্গলানি, বিশ্বমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'কৃণ্বতে' (সাধয়ন্তে); সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপয়ন্তি; তেষাং সৎকর্ম্মভিঃ জগতঃ মঙ্গলং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১খ—১দ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যখন সৎকর্ম্মসমূহের মধ্যে দীপ্যমান হইয়া, পরমানন্দ-দায়ক অমৃতপানকারী সাধকগণ আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন, তখন পরম-মঙ্গল (বিশ্বমঙ্গল) সাধিত হয়; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহাদিগের সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়।)॥ (৪অ—১খ—১দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। সদাবাপ্ত আত্রেয় ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'যদি' যত্র যস্মিন যজ্ঞে 'রথেষু' 'ভ্রাজমানাঃ' দীপ্যমানাঃ 'আশবঃ' ক্ষিপ্রগামিনস্তদীয়া মরুতঃ 'আ বহন্তি' যজ্ঞ অভিমুখ্যেন ত্বাং প্রাপয়ন্তি 'তত্র' তস্মিন যজ্ঞে 'মদিরং' মদকরং 'মধু' উদকাদিরসাবশেষিকং সোমলক্ষণমন্নং বা 'পিবন্তঃ' 'শ্রবাংসি' অন্নানি 'কৃণ্বতে' বৃষ্টিদ্বারা কুর্ব্বন্তু। যদ্বা। অস্মিন যজ্ঞে 'ভ্রাজমানাঃ' দীপ্যমানাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমং 'পিবন্তঃ' পান্তঃ ঋত্বিগ্যজমানাঃ রথেষু সোমং 'আবহন্তি' 'তত্র' তস্মিন যজ্ঞে 'শ্রবাংসি' আভিষবাদিকর্ম্মভিঃ প্রশস্তান্নানি 'কৃণ্বতে' কুর্ব্বন্তু। (৪অ—১খ—১দ—৫সা)॥

• • •

# পঞ্চম ( ৩৫৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণই যে মুক্তিলাভ করেন, আপনার চরম মঙ্গল সাধন করেন, তাহা নয়—তদ্দ্বারা জগতের ও মঙ্গলসাধিত হয়। যাহা সৎ, মহৎ তাহার ফল সুদূরবিসারী হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায় বটে; কিন্তু সৎকর্ম্মের সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, অসৎ বিশ্বমঙ্গল নিয়মের বিরোধী বলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; অন্যপক্ষে যাহা সৎ, তাহা বিশ্বমঙ্গলের পরিপোষণকারী বলিয়া অনন্ত কল্যাণ সাধিত করিতে পারে।

একটী উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক। কোনও সাধুব্যক্তি একটী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য - এই সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তিনি সাধনমার্গে অগ্রসর হইবেন, তদ্দ্বারা তাঁহার নিজের হৃদয় বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবে। সাধারণতঃ সাধুদিগের কার্য্যের মধ্যে জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। কিন্তু এস্থলে যদি ধরা যায় যে, সাধকের নিজের মঙ্গল—মোক্ষ—ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, তথাপি তাহা দ্বারা কিরূপে জগতের হিতসাধন হয় দেখা যাউক: আমাদিগের উদাহরণে গৃহীত সাধক আপনার কর্ম্মসম্পাদনের জন্য তাঁহার সাহায্য-[illegible] গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা সেই সাহায্যকারীদিগের মঙ্গল, ও তৎপরম্পরায় তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণের মঙ্গল সাধিত হয়। ধরা যাউক, কোন সাধক তাঁহার মোক্ষ-লাভের জন্য বেদ-পাঠের অনুষ্ঠান করিলেন। এই বেদ-পাঠস্থলে তিনি ব্যতীত অন্যান্য যাহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদিগেরও তৎসদৃশ ফল লাভ নিশ্চয় ঘটিবে। তাহা ছাড়া যাহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারা নিজে আবার ঐ অনুষ্ঠান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া অন্য লোকও পুণ্যলাভাশায় বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সৎকর্ম্মের ফল অতিদূর বিস্তৃত হয়। এই একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া গেল। প্রত্যেক সৎকার্য্য সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য হইতে পারে।

সৎকর্ম্ম-সাধনকারীদিগকে 'দীপ্যমান' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক যাঁহারা সৎভাবে সৎকার্য্যে সচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদিগের অন্তর-বাহির দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এ যে শুধু বাহিরের বা অন্তরের শোভা [illegible], তাহা নয় এ ভগবৎ-প্রদত্ত তাঁহাদিগের বিজয়-চিহ্ন। কর্ম্মযোগ-সাধনের দ্বারা সাধক যখন তাঁহার অন্তরস্থ মলিনতা দূর করিতে পারেন, যখন তিনি রিপুজয়ে সমর্থ হন, তখন সাধকের বাহ্য শরীরে যে জ্যোতিঃ বিকশিত হয়, তাহার কথা পুণ্যভূমি ভারতে আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু এ জ্যোতিঃ [illegible] নয়। সাধক তাঁহার অন্তরে যে জ্যোতিঃ-বিকাশ অনুভব করেন, সেইটাই আসল জিনিষ। সেই অন্তর্জ্যোতির বলেই সাধক আপনার গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কর্ম্মযোগ সাধনের ফলে তাঁহারা যে অমৃত পানের অধিকারী হয়েন, তাহাই তাঁহাদিগকে অমর করিয়া দেয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"দীপ্যমান, অমৃতের পানকারী সাধকগণ।" সেই জ্যোতিঃ—দিব্যজ্যোতিঃ; সেই অমৃত—ভগবানের কৃপামৃত বা তৎপ্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ অমৃত।

ভাষ্যে সোমরসের উল্লেখ আছে। 'মধু' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোম'। কিন্তু এস্থলে সোমরসের কথা টানিয়া আনার অর্থ আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যে যজ্ঞে সোম আসে, সে যজ্ঞে যে কিরূপে মহামঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বুঝা যায় না। অবশ্য আমাদিগের ব্যাখ্যানুযায়ী, সোম মধু ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু হইলে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, আমাদিগের মত স্বতন্ত্র। তাহা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥ (৪অ ১খ—১দ ৫সা)। *

---

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ত্যমু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরꣳ শাচিষ্ঠং বিশ্ববেদসম্ ॥ ৬ ॥

গেয় গানং।

৩ ৪ ৫র ৩ ২ ৩ ৫ ২ র ১র ২ ১
ত্যমুবোঅ। প্রহা। ণা২৩৪ণাম্। গৃণীষেশবসঃ। পতাইম্।
২ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ৫ ৩ ২
আইন্দ্রা৩ ই বাইশ্বা। সহা২৩ হোয়ে৩৪। নারমো৩ ই।
২ ১ ৫ ১ ২ ১ ৫
শাচিষ্ঠা২৩৪ঔবা। শ্ববা৩ হো২৩৪। বা।
৪ ৫
দা৫ সো৬ হাই ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'অপ্রহণং' (সজ্জনানাং অনুগ্রাহকং, ভক্তবৎসলং) 'শবসস্পতিং' (বলস্য পালকং, সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'বিশ্বাসাহং' (বিশ্বস্য শত্রোঃ অভিভবিতারং, রিপুবিমর্দ্দকং) 'নরং' (সৎকর্ম্মণাং নেতারং) 'শাচিষ্ঠং' (সৎকর্ম্মস্থিতং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাতারং) 'বিশ্ববেদসং' (বিশ্বজ্ঞানসম্পন্নং সর্ব্বজ্ঞং) 'ত্যং উ' (তং এব) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'গৃণীষে' (স্তুত, আরাধয়ত); অহং ভগবদনুসারী ভবেয়ং—ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—১খ—১দ ৬সা)।

---

* এই মন্ত্রের গেয়গান একটী, উহার নাম 'ঐষ সাম'।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভক্তবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান্, রিপুবিমর্দ্দক, সৎকার্য্যের নেতা, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্ব্বজ্ঞ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে আরাধনা কর; (ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—১খ—১দ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠং সাম। শংযু ঋষিঃ। হে ঋত্বিগ্যজমানাঃ! 'বঃ' যুষ্মদর্থং 'তামু' তমেবেন্দ্রং 'গৃণীষে' স্তৌমি (যদ্বা 'বঃ' যূয়ং 'গৃণীত' স্তুত বচনব্যত্যয়ঃ) কীদৃশমিন্দ্রং? 'অপ্রহণং' অপ্রহর্ত্তারং ভক্তানামনুগ্রাহকং। 'প্রবসঃ' বলস্য 'পতিং' পালকং। 'বিশ্বাসাহং' বিশ্বস্য শত্রোরভিভবিতারং 'নরং' নেতারং 'শচিষ্ঠং' যজ্ঞাদিকর্ম্মস্থিতং। 'বিশ্ববেদসং' বিশ্বং বেদো ধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং। (৪অ—১খ—১দ—৬সা)।

• • •

## ষষ্ঠ (৩৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক ভগবদনুসারী হইবার জন্য সাধক তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করিতেছেন। ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভগবান্ ভক্তবৎসল। ভগবানের এই বিশেষণটী বহুপ্রকার তর্কজালের জন্ম দিয়াছে। অনেকে শব্দের আপেক্ষিকত্ব (relativity of terms) গ্রহণ করিয়া বলেন—ভগবান্ ভক্তবৎসল, তবেত অভক্তকে তিনি ভালবাসেন না, অথবা তিনি অভক্তের শত্রু! সাধারণভাবে এই প্রশ্নের এক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কোনও ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহশীল বলিলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার পুত্র ব্যতীত অন্য সকলের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন? যদি তাহা মনে না করা যায়, তবে 'ভগবান্ ভক্তবৎসল' বলিলে তিনি অভক্তের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন—এই সিদ্ধান্তে কিরূপে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে?

সাধারণ লৌকিক এই উত্তর-ব্যতীত আরও গভীরতর সত্য আছে। 'ভগবান্ ভক্তবৎসল' এই কথার প্রকৃত অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। তিনি যদি ভক্তের প্রতি স্নেহসম্পন্ন হয়েন আর জগতের অন্য সকলের প্রতি বিমুখ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষ নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। এই সমদর্শিত্বের ও ভক্তবাৎসল্যের কিরূপে সামঞ্জস্য হয় দেখা যাউক।

প্রথমেই একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ আপেক্ষিক ভাবে সত্য, সুতরাং তাহার আপেক্ষিক স্বাধীনতাও আছে। মানুষ কর্ম্মে তাহার কতক পরিমাণে স্বাধীন—সে প্রকৃতির হাতের পুতুল নয়। মানুষের মধ্যে মূলে একত্ব থাকিলেও সে স্বাধীন কর্ম্মবশে আপনার অদৃষ্ট গড়িয়া লয়, আপনার নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে। এই কর্ম্মের জন্যই জগতে মানুষের মধ্যে এত বিচিত্র পার্থক্য জন্মে। কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ জ্ঞানী কেহ অজ্ঞান কেহ সাধু, কেহ পাপাসক্ত হয় কেন? হিন্দুদর্শন ইহার উত্তর দিয়াছেন—প্রাক্তন। প্রাক্তনবশে মানুষ বিভিন্ন ভাবধারা ও কর্ম্ম সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভুক্ত কর্ম্মফলই প্রাক্তনরূপে মানুষের জীবন গতি নিয়মিত করে, আর কর্ম্মদ্বারাই আবার প্রাক্তনকে জয় করা যায়।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহার জন্য ভগবান্ দায়ী নহেন—দায়ী মানুষ নিজে। ভগবান মানুষকে এই স্বাধীনতা না দিলে চলিত কি না—এ প্রশ্নের উত্থাপন করা চলে না। এই প্রশ্ন তুলিলে বিশ্ব-সৃষ্টি হইল কেন, এ প্রশ্নও উঠে। এই সব প্রশ্নের আলোচনার এখানে কোনও আবশ্যকতা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, মানুষের কতক পরিমাণে স্বাধীনতা আছে এবং সৃষ্টি বিশ্বমঙ্গলকর নিয়মের বশে পরিচালিত হয়। ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের মূল ঐখানে। যিনি তাঁহার বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম মানিয়া চলেন তিনিই চরমে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে নিজকে পরিচালিত করা মানুষের অনেকটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেই মঙ্গলকর নিয়ম অনুসারে চলেন, ভগবান তাঁহাকে সাহায্য করেন—গন্তব্য পথে চলিবার শক্তি দেন। আর যিনি তদ্বিপরীত পথ অবলম্বন করেন, ভগবানের বিশ্বমঙ্গলশক্তি তাঁহাকে বাধা দেয়—মানুষের মঙ্গলেরই জন্য। প্রকৃত পক্ষে তিনি পাপী পুণ্যবান সকলকেই মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য করিতেছেন—এই দুই বিভিন্ন উপায়ে। ভক্তকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন বলিয়া সাধুদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য বেদ ভগবানকে "ভক্তবৎসল" বলিতেছেন—উহা দ্বারা ভগবানের পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না। সেই ভক্তবৎসল ভগবানের চরণে আশ্রয় লইবার জন্যই সাধক নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ যদি অন্য কোনও ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে আশ্রয়দাতা আশ্রিতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যবহারে যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভগবানের সম্বন্ধে তাহা আরও কত অধিক সত্য! সুতরাং আশ্রিতকে—শরণাগতকে—বাৎসল্য প্রদর্শন করিলে তাঁহার পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায় না, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার মঙ্গলময় নীতির মাহাত্ম্যই বিঘোষিত হয়। এই ভাবেই ভক্তবাৎসল্য ও সমদর্শিত্বের সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে। (৪অ—১খ ১দ—৬সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের, চতুঃচত্বারিংশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী, উহার নাম—"ভারদ্বাজং।"

সপ্তমং সাম।

১   ১   ৩     ৩ ১ ২র   ৩ ১ ৩<br>
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।<br>
৩ ১   ৩   ১ ২   ৩ ২   ৩<br>
সুরভি নো মুখা করৎপ্র ণ<br>
১ ২<br>
আয়ূংষি তারিষৎ॥ ৭॥

গেয়-গানং।

র   ৫ ৪র ৫র র   র   ১   র র<br>
ওহাই। দধিক্রাব্ণোঅকারিষম্। ওহাই। ওহাই। জিষ্ণোরশ্বস্য<br>
১   ২ ১ র ২ র   ২   ১<br>
বাজিনা২৩হোই। সুরভিনোমুখাক২৩রাৎ। প্রনা২৩<br>
১   র   ১   ২ ১র   ২<br>
হোই। আয়ু২৩ষো। ষিতারা২৩ইষা৩৪৩৫।<br>
১<br>
ও২৩৪৫ই। ডা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দধিক্রাব্ণঃ' (জগদ্ধারণকারিণঃ) 'জিষ্ণোঃ' (জয়শীলস্য, রিপুজয়িনঃ) 'বাজিনঃ' (বেগবতঃ, আশুমুক্তিদায়কস্য সৎকর্ম্মণঃ সম্বন্ধিনঃ) 'অশ্বস্য' (ব্যাপকজ্ঞানস্য লাভায় ইতি যাবৎ,) 'অকারিষং' (করবাণি—তদুপযোগিনং কর্ম্ম কৃতং যাবৎ); 'তৎ কর্ম্ম নঃ' (অস্মাকং) 'মুখা' (শ্রেষ্ঠাংশানি, সদ্বৃত্তীঃ) 'সুরভি' (শক্তিসম্পন্নাঃ) 'করৎ' (করোতু) তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ূংষি' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যানি) 'প্রতারিষৎ' (প্রবর্দ্ধয়তু); ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১খ—১দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারণকারী রিপুজয়ী আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মের সম্বন্ধীয় ব্যাপক-জ্ঞান লাভের জন্য আমি যেন তদুপযোগী কর্ম্ম করি; সেই কর্ম্ম আমাদিগের সদ্বৃত্তি-সমূহকে শক্তিসম্পন্ন করুক এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্যকে প্রবর্দ্ধিত করুক। (ভাব এই যে,—ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য প্রদান করুন।) ॥ (৪অ—১খ—১দ—৭সা)॥

:: সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাহগ্নি-বিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অগ্নির্দেবেভ্যোনিলীয়ত অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বেত্যাত্তিষ্ঠদিত্যাদিঅধ্বর্যুব্রাহ্মণমন্ত্রসন্দেহম। 'দধিক্রাবাণঃ' দেবস্য স্তুতিং 'অকারিষং' করবাণি। 'জিষ্ণোঃ' জয়শীলস্য 'অশ্বস্য' তুরঙ্গস্য 'বাজিনো' বেগবতঃ। স দেবো 'নঃ' অস্মাকং 'মুখা' মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি 'সুরভী' সুরভীণি 'করৎ' করোতু। নঃ' অস্মাকং 'আয়ূংষি' 'প্র তারিষৎ' প্রবর্দ্ধয়তু (প্র পূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ)। (৪অ—১খ—১দ ৭সাঃ)।

# সপ্তম (৩৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা ও আত্মোদ্বোধনমূলক মন্ত্রটীর মধ্যে কয়েকটী সমস্যা-মূলক পদ আছে; সেইগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই মন্ত্রের দেবতা 'দধিক্রাবাণ' অর্থাৎ এই বিভূতিতে ভগবানের আরাধনা করা হইতেছে। ভাষ্যাদিতে দেখা যায় যে, অশ্বরূপী অগ্নিকে 'দধিক্রা' বা দধিক্রাব' বলা হইয়াছে। নিরুক্তে এইরূপ লিখিত আছে—"দধিক্রাব ইত্যেতদ্ দধৎ ক্রামতীতি বা, দধৎ ক্রন্দতীতি বা, দধদাকারী ভবতীতি বা।" ইহার আবার বিশদ ব্যাখ্যাও দেই হয়। 'দধিক্রাবা' শব্দের বড়্‌বিংশ প্রতিশব্দও আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'দধিক্রাবা' বলিতে ভগবানের কোন বিভূতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ভাষ্যাদিতে তাহা খুব বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

'দধিক্রাবা' শব্দে দুইটী ধাতু আছে—'ধা' এবং 'ক্রাম'। 'ধা' ধাতুর অর্থ ধারণ করা এবং 'ক্রাম' ধাতুর অর্থ গমন করা। নিরুক্তে 'দধৎ ক্রামতীতি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ধারণ করা বলিলেই কি ধারণ করেন—এই প্রশ্ন আসে। 'ক্রাম্' ধাতুর অর্থ গমন করা। যাহা যায়, গমন করে, এই অর্থে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবার 'ক্রাম' ধাতুর 'গমন করা' অর্থ হইতে চরম লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করে,—এই ভাব আসে। 'দধিক্রাবা' পদের নিরুক্ত সম্মতঃ প্রতিশব্দ 'পতঙ্গ' ও 'ঊর্দ্ধগমনশীল' অর্থ প্রকাশ করে। তাই যিনি জগৎকে ঊর্দ্ধগমনের দিকে লইয়া যাইতেছেন এবং জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন এই অর্থে 'জগদ্ধাতৃ' ভাব প্রাপ্ত হই। আমরা তাই 'দধিক্রাব্ণঃ' পদের অর্থ করিয়াছি 'জগদ্ধারণকারিণঃ'।

মন্ত্রাস্থিত 'মুখা সুরভী করৎ' পদসমূহের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভীণি করোতু"—অর্থাৎ আমাদিগের চক্ষু মুখ প্রভৃতিকে সুগন্ধযুক্ত করুন। এ প্রার্থনার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'মুখা' বলিতে আমাদিগের শ্রেষ্ঠাংশ যাহা সেই সদ্‌বৃত্তিনিচয়কে লক্ষ্য করিয়াছি। 'সুরভী' পদে একস্থানে বিবরণকারের মতে 'শক্তিসম্পন্ন' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদিগের মতে তাহা ঠিকই হইয়াছে আমরাও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ঐ পদত্রয়ের অর্থ হইয়াছে "সদ্‌বৃত্তিসমূহকে শক্তিসম্পন্ন করুন।"

'আয়ূংষি' বলিতে আমরা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে লক্ষ্য করিয়াছি। মানুষের জীবন কাল প্রকৃতপক্ষে তাহার কর্ম্মসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। যে হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া কোন সৎকর্ম্ম করিল না, তাহার জীবন প্রকৃতপক্ষে মুহূর্ত্তকালও নয়; আবার বত্রিশ বৎসর পার্থিব

পরমায়ু পাইয়া শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য অনন্তজীবনলাভ করিয়াছেন অবশ্য এই মন্ত্রে যে পার্থিব পরমায়ুর জন্ম প্রার্থনা করা হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমাদিগের ধারণা ব্যক্ত করিলাম মাত্র।

প্রচলিত প্রার্থনার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল, "আমি জয়শীল, ও বেগবান অশ্ব দধিক্রাকে স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করুন।" (৪অ ১খ—১দ—৭সা)। *

—— • ——

অষ্টমং সাম।

৩ ২      ৩ ১      ২র ৩ ১ ২র

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২     ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥ ৮॥

গেয়-গানং।

পুরাংভিন্দর্যুবাক। বীঃ। অমিতৌজা অজায়া ২ ৩ তা। আইন্দ্রো-

বিশ্বা ৩। স্যাকর্ম্মা ২ ৩ ৪ ণাঃ। ধর্ত্তা। বাজ্রোবাশো ২ ৩ ৪-

বা। পুরুষ্টুতাঃ। হো ৫ ই। ডা॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (স ইন্দ্রদেবঃ) 'পুরাং' (শত্রূণাং দুর্গাণাং, রিপুশত্রুপরিবৃতঃ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নং হৃদেশং ইতি ভাবঃ) 'ভিন্দুঃ' (ভেত্তা) 'যুবা' (চিরনবীনঃ, কদাচিদপি যৌবনাদিভাবিবার্দ্ধক্য-রহিতঃ) 'কবিঃ (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'অমিতৌজাঃ' (প্রভূতবলঃ, অত্যধিকবলশালী) 'বিশ্বস্য' (জগতঃ, সর্ব্বস্য) 'কর্ম্মণঃ' (ইষ্টপূর্ত্তযজ্ঞাদিকসর্ব্ববিধসৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য) 'ধর্ত্তা' (পোষকঃ) 'বজ্রী' (প্রার্থনাকারিণাং রক্ষার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ) 'পুরুষ্টুতঃ (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ) 'অজায়ত' (সৎকর্ম্মণা সহ প্রকাশিতবান)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রদেবঃ বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেতঃ; ন হি কর্ম্মার্থং স্বতঃ সন্ কর্ম্মণা প্রকাশিতো ভবতি; তস্মাৎ কর্ম্মসাধনম্ গুণবৃক্তো ভবতীতি শেষঃ। (৪খ—১খ-১দ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের ঊনত্রিংশ পঞ্চম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক (তৃতীয় অষ্টক, সপ্তম অধ্যায় ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি। উহার নাম—"দাধিক্রাবণম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্ম্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্ম সর্ব্বদা বজ্রধারী, সর্ব্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্ম্মের সহিত প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেত; কর্ম্মার্থ স্তুত হইয়া কর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অর্চ্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁহার ন্যায় গুণযুক্ত হয়।)। (৪অ—১খ—১দ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সামং। অস্য মধুচ্ছন্দসঃ ঋষিঃ। অয়ং 'ইন্দ্রঃ' উচ্যমান-গুণ-যুক্তঃ 'অজায়তঃ' সম্পন্নঃ। কীদৃশ গুণক ইতি? তদুচ্যতে—'পুরাং' পুরাণাং 'ভিন্দুঃ' ভেত্তা 'যুবা' সর্বাদা বলী-পলিতাদি-বার্দ্ধক্য রহিতঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অমিতৌজাঃ' প্রভূত-বলঃ 'বিশ্বকর্ম্মণঃ' কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ধর্ত্তা' পোষকঃ 'বজ্রী' যজমান-রক্ষণার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ 'পুরুষ্টুতঃ' বহুভির্হোত্রাদিভি স্তুতঃ কর্ম্মণি স্তুতঃ। (৪অ–১খ ১দ—৮সা)।

## অষ্টম (৩৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুরাং ভিন্দুঃ' শব্দ দুইটী উপলক্ষে নানারূপ অর্থ কল্পনা করা হয়। কাহারও কাহারও মত এই যে, ভারতবর্ষে আগমনকালে আর্য্যগণের নেতৃস্থানীয় ইন্দ্রদেব অসুরদিগের দুর্গাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন—শব্দে সেইরূপ ভাব প্রকাশমান্ আছে। অপিচ, দেবাসুরের সংগ্রামে অসুর-পক্ষের দুর্গ-ধ্বংসের বিষয়ও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ দুই মতের কোনও মতেই আস্থা স্থাপন করি না। শব্দের সহিত পুরাবৃত্তের বা পুরাণকথিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা পরবর্ত্তী কালের কল্পনা মাত্র।

রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়, ইহা অপেক্ষা শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কি হইতে পারে? ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে, সে দুর্গ ভগ্ন হয়। 'পুরাং ভিন্দুঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তিনি 'বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা'; এতদ্বাক্যে 'সকল সৎকর্ম্মের তিনি সহায়' এই ভাব উপলব্ধ হয়। সাধু সজ্জনের রক্ষার জন্য, তাঁহাদিগের শত্রুভয় দূর করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; তাই তিনি বজ্রী।

লোকরক্ষাকর সজ্জন-পালন-রূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার স্তুতিবন্দনা প্রবর্ত্তিত হয়; আর, তাদৃশ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তিনি প্রকাশিত আছেন। কর্ম্মই প্রকাশক; কর্ম্মই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক; কর্ম্ম দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞাত হন। মানুষ! তুমি সৎকর্ম্ম কর; তিনি তোমার পুষ্টপোষক হইবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি তোমার শত্রুনাশ করিবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর; তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে প্রযত্নপর হও; তোমার শ্রেয়োলাভ অবশ্যই হইবে। (৪অ–১খ—১দ—৮সা)।

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

———

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

———

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়া দশতি।

## দ্বিতীয়া দশতি।

———

প্রথমং সাম।

১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং বন্দদ্বীরায়েন্দবে।
৩ ১   ৩   ৩ ১ ২   ৩   ২ ৩ ১   ৩
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫   র র র   ৫   ২ ১ ২   ১ ৭   —
প্রপ্রবস্ত্রিষ্টু ভমিষমোহাওহা ৬এ। বন্দদ্বীরা। যন্নাইন্দবে ২।
১ ২   ৪ ২   ২   ২র র র ১   ২ ৫
ও ০ হা। ও ৩ হা ৩ এ। ধিয়াবোমেধসা ১ তা ৩ য়াই।
১ ২   ১   ২ ২   ১   ২   ২   ২ ১
ও ৬ হা। ও ৩ হা ৩ এ। পুরান্ধী ৩ য়া ৩। বিবা-
৫   ৪   ৫
২ ৩ ৪ বা। সা ৫ তো ৬ হাই। ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুয়ং) 'বন্দদ্বীরায়' (আত্ম-শক্তিসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ আরাধনীয়ায়) 'ইন্দবে' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্রিষ্টুভং' (মন্ত্রোপেতাং, জ্ঞানযুক্তাং) 'ইষং' (সিদ্ধিং শক্তিং) 'প্রপ্র' (প্রকর্ষেণ প্রবুদ্ধয়ত); স দেবঃ 'মেধসাতয়ে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'পুরন্ধ্যা' (প্রজ্ঞাযুক্তয়া) 'ধিয়া' (কর্ম্মশক্ত্যা, কর্ম্মশক্তিং দানেন ইত্যর্থঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'বিবাসতি' (সৎকরোতি, প্রবর্দ্ধয়তি); ভগবান্ সাধকং শক্তিদানেন মোক্ষলাভায় সাহায্যং করোতি ইতি ভাবঃ। (৪অ—২খ ২দ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সাধকগণ-কর্ত্তৃক আরাধনীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানযুক্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ কর; সেই দেবতা সৎকর্ম্মসাধনের জন্য প্রজ্ঞাযুক্ত কর্ম্মশক্তি দান করিয়া তোমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করিবেন; (ভাব এই যে,—সাধকদিগকে ভগবান্ শক্তিদান করিয়া মোক্ষলাভে সাহায্য করেন)॥ (৪অ—২খ—২দ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। প্রিয়মেধা ঋষিঃ। হে অধ্বর্য্যাদয়ঃ! 'বো' যুয়ং (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া) 'ত্রিষ্টুভং' স্তোত্র ত্রয়োপেতং 'ইষং' অন্নং 'প্র প্র' অপরঃ প্র-শব্দঃ পূরণঃ ভবতেতি শেষঃ। উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। কস্মৈ? 'বন্দদ্বীরায়' যো বীরান্ স্তৌতি স বন্দদ্বীরঃ তস্মৈ 'ইন্দবে' ইন্দ্রায়। ইন্দতেরৈশ্বর্য্যকর্ম্মণ ইদং রূপং। অথবা ফলৈর্বৃষ্টিভির্বা উনত্তীতীন্দুরিন্দ্রঃ তস্মৈ। স চেন্দ্রো 'বঃ' যুষ্মান্ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞসম্ভজনায় 'পুরন্ধ্যা' বহু প্রজ্ঞয়া 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'আ বিবাসতি' পরিচরতি অভিমতফলযোজনেন সৎকারোতীত্যর্থঃ। (৪অ-২খ—২দ—১সা)॥

## প্রথম (৩৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§:———

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। সাধক ও ভগবানের মধ্যে কর্ম্মের—সাধনার—মধ্য দিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এখানে তাহার একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবান্ মানুষকে কৃপা করেন এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষ যদি তাঁহার সেই কৃপা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই কৃপা মানুষের উপর কার্য্যকারী হয় না। মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের সাধনবলেই জীবনপথে অগ্রসর হয়; ভগবান্ তাহাকে পথপ্রদর্শন করেন—মোক্ষযাত্রার পথে সাহায্য করেন মাত্র। সাধনার দ্বারা হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে না পারিলে মানুষ ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণ সমভাবেই সকল বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু একমাত্র সূর্য্যকান্তমণিই তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। ভগবানের

করুণাধারাও সমানভাবে মানুষের উপর বর্ষিত হইতেছে ; সাধনার দ্বারা যিনি আপনার হৃদয়কে যে পরিমাণ প্রশস্ত করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ উপকৃত হয়েন।

মন্ত্রটীর মধ্যে আত্মোদ্বোধন-ব্যপদেশে এই সত্যটীই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মানুষ ! তুমি অগ্রসর হও, তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি দাঁড়াইবার চেষ্টা কর, তিনি তোমায় হাতে ধরিয়া তুলিবেন। তুমি একবার হৃদয়ের মলিনতা-কালিমা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর দেখি—তিনি তোমার হৃদয়কে বিমল জ্যোতিতে পূর্ণ করিয়া দিবেন। তাঁহার নিকট ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা কর, তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে এই কর্ম্মসম্বন্ধই মন্ত্রের মধ্যে সূচিত হইয়াছে।

আর একদিক দিয়াও বিষয়টী দেখা যায়। দ্বৈতভাবের মধ্যে থাকিয়া মানুষ, 'আমি' ও 'তুমি'র পার্থক্যের—সেব্যসেবক ভাবের সৃষ্টি করে। মানুষ যতটুকু অগ্রসর হইতে চায়, ভগবানও ততটুকু অগ্রসর হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন করেন। কিন্তু অদ্বৈতভাবে দেখিলেও ঠিক একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। মানুষ মূলতঃ সৎ, পূর্ণ মায়ার জালে বা প্রকৃতির চাতুরীতে সে আপনাকে সসীম বদ্ধজীব মনে করে। মানুষের সাধনার অর্থ তখন হয় নিজেকে মায়াজাল হইতে মুক্ত করা। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া সাধক আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাহেন। সুতরাং নিজের হৃদয়কে যতই নির্ম্মল ও পবিত্র করা হয়, ততই তিনি আপনার স্বরূপ অবস্থা লাভের দিকে অগ্রসর হয়েন। এখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য না থাকিলেও মায়োপাধিযুক্ত ও মায়োপাধি-রহিত 'আমি'ত্বের ধারণাই সাধককে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যায়। আদর্শ 'আমিত্ব'ই তখন সাধকের পক্ষে ঈশ্বরের কাজ করে।

যে দিক দিয়াই হউক না কেন, সাধককে নিজের শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। তাহাতেই তাঁহার নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে। দ্বৈত অদ্বৈত অথবা যে কোন ভাবধারার সাহায্যেই সাধন করা যাউক না কেন, আত্মশক্তির উদ্বোধন প্রত্যেক পন্থাতেই মোক্ষলাভের অপরিহার্য্য অঙ্গ। বেদ এই আত্মোদ্বোধন মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই সত্য মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন। (৪র্থ ১ম—১ম—১সা) । *

---

দ্বিতীয়ং সাম ।

৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ২ ৩ ২　৩ ২ ৩ ১ ২
কশ্যপস্য স্বর্ব্বিদো যাবাহুঃ সযুজাবিতি ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
যয়োর্ব্বিশ্বমপি ব্রতং যজ্ঞং ধীরা নিচায্য ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটি ; উহার নাম—"বামদেব্যং"।

গেয়-গানং।

৫ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ৫ ৪
কশ্যপস্যস্বর্বিদা ২ ৩ । যা২বাহুঃ২ । যুজাবা ১ ইতী ২ ৩ ৪ । যয়ো-

৩ ৪ ৫ ৪ ২ ১ ২ ২ ১
র্বিশ্বমপি । ব্রত৷ ৩ ম্ । যজ্ঞং২ধী ৩ রাঃ । নিচা ২ ৩ ।

১ ৫ ৩ ৫ ২ ২ ৩ ৫
আ ২ য় ২ ৩ ৫ ঔ হো বা । উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কশ্যপস্য' ( সর্ব্বজ্ঞস্য দেবস্য ) 'সযুজৌ' ( সহচরৌ ) 'যৌ' ( ভক্তিজ্ঞানে, ভবতঃ ইতি শেষঃ ) 'যয়োঃ' ( ভক্তিজ্ঞানয়োঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতজনস্য ইত্যর্থঃ ) 'বিশ্বং' ( সর্ব্বং ) 'ব্রতং অপি' ( কর্ম্ম অপি ) 'যজ্ঞং' ( সাধনং, ভগবদারাধনাং ইত্যর্থঃ ) 'ইতি' ( ইদং ) 'নিচায্য' ( নিশ্চিত্য, জ্ঞাত্বা ) 'স্বর্বিদঃ' ( জ্ঞানিনঃ ) 'ধীরাঃ' ( জনাঃ ) 'আহুঃ' ( তৎ বদন্তি, জগতি প্রখ্যাপয়ন্তি ); সাধকাঃ ভগবন্মাহাত্ম্যং জগতি প্রচারয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ দেবতার সহচর ভক্তি ও জ্ঞান; জ্ঞানভক্তিসমন্বিত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্মই ভগবদারাধনা, ইহা জানিয়া জ্ঞানীব্যক্তিগণ তাহা জগতে প্রখ্যাপিত করেন; ( ভাব এই যে, সাধকগণই ভগবন্মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন ) ॥ ( ৪অ—২খ—২দ—২সা ) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। দ্বিতীয়ং সাম। বামদেব ঋষিঃ। পশ্যতীতি কশ্যপঃ। 'কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতীতিশ্রুতাত্তরং'। তস্য 'কশ্যপস্য' সর্ব্বজ্ঞস্যেন্দ্রস্য সখায়ৌ 'যৌ' অশ্বৌ 'যয়োঃ' চ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'অপি' 'ব্রতং' কর্ম্ম 'যজ্ঞং' প্রতি যজনীয় দেবং প্রতীত্যেবং 'নিচায্য' নিশ্চিত্য 'সযুজৌ' সহৈব যুজ্যাতে ইতি 'স্বর্বিদঃ' স্বর্গং লব্ধবন্তো 'ধীরাঃ' জনাঃ 'আহুঃ' অথবা 'কশ্যপঃ' প্রজাপতি কশ্যপোঽহমঃ স মত্যমেকং ন জনাতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ তস্য 'স্বর্বিদঃ' সর্ব্বং পশ্যতঃ 'যৌ' দেবৌ 'সযুজৌ' সহচরৌ জনা আহুঃ বেদবিদ স্তৌ মিত্রাবরুণৌ। 'অহর্বৈ মিত্রো রাত্রির্বরুণঃ' ইতি শ্রুতেরেব ব্রাহ্মণং। সর্ব্বস্য কার্য্যস্য তয়োরেবাযত্তত্বাৎ ইন্দ্রাগ্নী বা দেবৌ তয়োরেব সর্ব্বনির্ব্বাহকত্বাৎ তদর্ভপ্রায়েণেয়মৃক্ ঐন্দ্রাবরুণী ঐন্দ্রাগ্নী বেতি পূর্ব্বমভিহিতং ॥ ( ৪অ—২খ ২দ—২সা ) ॥

* * *

# দ্বিতীয় ( ৩৬১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :×: ——

সাধারণ মানুষ ত্রিগুণের অধীন, তাই তাহাদিগের কার্য্য ভাল বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। সৎকার্য্য করিলে মানুষ তজ্জনিত প্রশংসায় মণ্ডিত হয়, এবং অসৎকার্য্যের জন্য নিন্দা লাঞ্ছনা ভোগ করে। যিনি রজঃ ও তমের অতীত বিশুদ্ধ সত্বলোকে অবস্থান করেন, তিনি রজঃ ও তমের ফলস্বরূপ অসৎকার্য্য হইতে মুক্ত থাকেন। তিনি যাহা করেন, তিনি যাহা ভাবেন, তাহার পশ্চাতে সত্বভাব থাকাতে তাঁহার কার্য্য বা চিন্তা সৎ-ই হয়, অসৎ হইতে পারে না। যিনি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার মন, জ্ঞান ও ভক্তি লাভের ফলে রজঃ ও তমের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তিনি পাপ-কার্য্যে রত হইতে পারেন না; তাঁহার কর্ম্ম-প্রেরণার মুখ্যে বিশুদ্ধ সত্বভাব থাকে বলিয়া তিনি অন্যায় অসৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। সাধকের প্রকৃতিই এমন হইয়া যায় যে, তাঁহার পক্ষে পাপকার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থাই প্রকৃত সাধুর অবস্থা। তখন সাধক যাহা করেন, যাহা ভাবেন, তাহাই ভগবানের আরাধনা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার প্রকৃতিই এমনভাবে ভগবদনুসারী হয়, তাঁহার ভাব-ধারা এমনভাবে বিশ্বমঙ্গল নীতির পরিপোষক হয় যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে ভগবানের আরাধনা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।"

তাহার উপরেও সাধক যাইতে পারেন, তিনি ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তখন তাঁহার কার্য্য ভাল মন্দ বিচারের অতীত হইয়া যায়। কারণ, তখন তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়েন। বাস্তবিকপক্ষে, সাধক তখন কোনও অন্যায় কার্য্য করেন না—করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় আর্য্য-সাধনার এই উচ্চাবস্থা ধারণা করিতে পারেন না বলিয়াই ভারতীয় সাধনার উচ্চ অঙ্গকে নৈতিকতাবর্জ্জিত বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, এই ভাবকে জগতের পক্ষে বিপজ্জনকও বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চভাব—সর্ব্বতোভাবে ভগবদারাধনা—আর্য্য সাধনার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যটীই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মানুষ সাধনবলে কতদূর উন্নত হইতে পারে, সংসারের মায়া মোহ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কিরূপে ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়—তাহাই এ মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—মানুষ! তুমি রিপুর আক্রমণে, মায়ামোহের বন্ধনে বিব্রত হইয়া ভগবদারাধনায় আত্মনিবেশ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু ভয় নাই মানব! তুমি সাধনবলে এমন অবস্থায় পৌঁছিবে, যে অবস্থায় তুমি শুদ্ধসত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নিরুপদ্রবে অভীষ্ট লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। তোমার প্রত্যেক কার্য্য, তোমার প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনা হইবে। উঠ, সেই অবস্থা লাভের জন্য প্রস্তুত হও।"

প্রচলিত ভাষ্যাদি প্রভৃতির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার দুইটী অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু কোনও অর্থই পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে

করা যায় না। এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রসঙ্গক্রমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ভাষ্যকার 'মিত্র' ও 'বরুণের' দিবা ও রাত্রি অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই স্বীকারোক্তিতে সপ্রমাণ হয়,—'মিত্র' ও 'বরুণ' দেবতা রূপক-কল্পনা। সুতরাং ভাষ্যকারের প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যাও আছে এবং তিনি তাহা স্বীকার করেন। এখানে একথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, অনেক-সময়ই আমাদিগকে ভাষ্যকারের মত হইতে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে হয়। ভাষ্যকারের মত যে সর্ব্বত্র সমান নয়, এক নির্দ্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত নয়, এবং তাহা ভিন্ন অন্য সুসঙ্গত অর্থও হওয়া সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এই মন্ত্রের মধ্যে ভাষ্যোল্লিখিত 'কণ্বপ' শব্দের দুইটী অর্থ প্রণিধান-যোগ্য। একটীতে 'কণ্বপ' পদে ব্যক্তি সূচিত হইয়াছে, অন্যপক্ষে 'জ্ঞানী' অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ( ৪অ—২খ—২দ—২সা )। *

---

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্চ্চত প্রার্চ্চত নরঃ প্রিয়মেধাসো অর্চ্চত।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র
অর্চ্চন্তু পুত্রকা উত পুরমিদ্ধৃষ্ণ্বর্চ্চত ॥ ৩ ॥

গেয় গানং।

২ র ৩ ৫ ২ র ৪ ১ ২ ৩ ৫ ২ ১
অর্চ্চতপ্রার্চ্চতানা২৩৪রাঃ। প্রিয়মেধা৩সো৩অর্চ্চত। অর্চ্চন্তুপু
৪ ২র৩৫ ১ ২ ৪
২৩আ৩কাউত। পুরমিদ্ধা২৩। ষ্ণ্বা৩র্চ্চা৫তা৬৫৬।৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'নরঃ' ( সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ সন্তঃ ) 'পুরমিৎ' ( অভীষ্টপূরকং দেবং ) 'অর্চ্চত অর্চ্চত' ( সর্ব্বতোভাবেন পূজয়ত, আরাধয়ত ) 'প্রিয়মেধাসঃ' ( সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ ) তং 'প্রার্চ্চত' ( প্রকর্ষেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন পূজয়ত ) যূয়ং 'ধৃষ্ণু' ( রিপুবিমর্দ্দকং দেবং ) 'অর্চ্চত' ( পূজয়ত, আরাধয়ত ); 'উত' ( অপিচ ) 'পুত্রকাঃ' ( উৎপন্নাঃ, সর্ব্বে জীবাঃ ) তং দেবং 'অর্চ্চন্তু' ( আরাধয়ন্তু ); অহং ভগবদনুসারী ভবেয়ং; সর্ব্বে লোকাঃ ভগবদনুসারিণঃ ভবেযুঃ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৪অ ২খ—২দ—৩সা )।

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর একটী গেয়-গান আছে, উহার নাম "কণ্বপং।"

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মের নেতা হইয়া অভীষ্ট-পূরক দেবতাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর; সৎকর্ম্ম-প্রিয় হইয়া তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে (সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা) পূজা কর; তোমরা রিপু-বিমর্দ্দক দেবতাকে আরাধনা কর; অপিচ, সর্ব্বজীব সেই দেবতাকে যেন আরাধনা করে; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই; সমস্ত লোক যেন ভগবদনুসারী হয়।) ॥ (৪অ—২থ—২দ—৩সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—তৃতীয়ং সাম। প্রিয়মেধা ঋষিঃ। হে 'নরঃ' কর্ম্মণাং নেতারো ঋত্বিগ্যজমানাঃ! যূয়ং ইন্দ্রং 'অর্চত' পূজয়ত স্তুত্যা 'প্রার্চত' প্রকর্ষেণার্চতৈশ্চমেব। হে 'প্রিয়মেধাসঃ' প্রিয়মেধ-সম্বন্ধিনস্তদ্গোত্রাঃ যূয়ং অর্চতেন্দ্রং। 'পুত্রকাঃ' পুত্রা অপ্যর্চন্ত্বেনম্। 'উত' অপিচ 'পুরং' পুরমেব স্তোতৄণামভিমতস্য পূরকং। 'ধৃষ্ণু' ধর্ষণশীলং তাদৃশমিন্দ্রং 'অর্চত'। ৩ ॥

## তৃতীয় (৩৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা ও আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের দুইটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম—প্রার্থনার ব্যাকুলতা, দ্বিতীয়—প্রার্থনার সার্ব্বজনীনতা।

মন্ত্রটীর মধ্যে পূজার্থক পাঁচটী পদ আছে। তন্মধ্যে চারিটীই আত্মোদ্বোধনের জন্য এবং একটী বিশ্ববাসীর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে নিজের মনকে জাগরিত করিয়া, ভগবদারাধনায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। "মন জাগ্রত হও, তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগ কর। তোমার সমস্ত সত্তা তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ধ্যানে পূর্ণ করিয়া দাও। তোমার প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক চিন্তা যেন তাঁহার [illegible] হইয়া যায়। মন! তিনি যে সর্ব্বাভীষ্ট পূরক, মানবের রিপুবিমর্দ্দক দেবতা! তোমার যত কামনা, তাহা তিনিই পূরণ করিবেন। তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য যাহা, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার আরাধনা দ্বারাই লাভ করা সম্ভবপর। তুমি রিপুর আক্রমণে বিব্রত, মোহপাশের প্রভাবে সঙ্কুচিত। কিন্তু তিনি যে রিপুবিমর্দ্দক শ্রীমধুসূদন! তাঁহার আশ্রয় লও, তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ কর, তুমি রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে, মোহপাশের প্রভাব হইতে উদ্ধার পাইবে। তাঁহার আরাধনায় রত হও।

মন্ত্রের শেষ অংশের প্রার্থনা—বিশ্বের সকল জীব তাঁহার আরাধনায় রত হউক। ভগবানের আরাধনায় মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই ভগবানের আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করুক। শুধু আমি বা আমার প্রিয়-পরিজন নয়, বিশ্ববাসী সকলেই মুক্তিলাভ করুক। এই বিরাট মহানুভবতা, এই বিশ্বজনীনতা, আর্য্য সাধকের মুখেই শোভা পায়। ইহাই প্রকৃত বিশ্বপ্রেম। যাহা দ্বারা মানুষের চরম ও পরম মঙ্গল সাধিত হয়, সেই বস্তুর জন্যই প্রার্থনা

করা হইয়াছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব,—আর্য্য ভাবধারার পুণ্যময় প্রবাহ। এই বিশ্বজনীনতা আজিও যে হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে দৃষ্ট হয়; সে কেবল সেই পুণ্যব্রত আর্য্য মহাপুরুষদিগের সাধনলব্ধ উচ্চ ভাবধারা-সংক্রমণের ফল।

এই বিশ্বজনীন প্রার্থনার মূলে আরও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। বিশ্ব এক শৃঙ্খলে বাঁধা। এক অংশকে ফেলিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সুতরাং আমার নিজের মুক্তির জন্যও জগতের মুক্তি কাম্য। নতুবা "তুমি যারে পশ্চাতে ফেলিবে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে।" তুমি একা অগ্রসর হইতে পারিবে না।

এই বিশ্বজনীনতা আর্য্যদিগের নিকট একটা ভাবমাত্র (Sentiment) নয়। উহার মূলে দার্শনিক সত্য আছে। বিশ্বের মূলে এক পরমাত্মা আছেন। জগৎ তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং মূলতঃ, 'আমি' 'তুমি' 'সে'—সমস্তই এক চরম একত্বে পর্য্যবসিত হয়। যাহা 'তাহার' বা 'তোমার' মঙ্গল, প্রকৃত পক্ষে তাহা 'আমার'ও মঙ্গল। জগতের মঙ্গল না হইলে আমার মঙ্গল সম্ভবপর হয় না। তাই আর্য্যদিগের নিকট বিশ্বপ্রেম একটা ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, উহা বাস্তব সত্য বস্তু। আর্য্যগণ এই সত্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে এই বিশ্বজনীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই বিশ্বজনীনতারই বিকাশ দেখি। (৪অ-২খ-২দ-৩সা)। *

---

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্দ্ধনং পুরুনিঃষিধে।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎসখ্যেষু চ॥ ৪॥

গেয় গানং।

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২

উক্থমিন্দ্রা। যশংসা ২ ৩ য়াম্। বার্দ্ধনংপু। রুনিঃ ষা ২ ৩ ইধাই।

১ ২ ২ ১ ২র ৩ ৫ ২র ১ ২

শক্রো। ৩ য়া ৩ থা ৩। সুতেষু ২ ৩ ৪ নাঃ। রারণা ২ ৩ ৎসা।

১ ২ ১

খিয়াইষু ২ ৩ চা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ঃ৫ ই। ডা॥ ৪॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনসপ্ততিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। উহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ঐন্দ্রবেধস।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন হেতুনা) 'শক্রঃ' (পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতেষু' (অভিষুতেষু, ভক্তিসংযুক্তেষু ইত্যর্থঃ) 'সখ্যেষু' (সখিত্বেষু) 'রারণৎ' (অতিশয়েন প্রীতঃ ভবেৎ, অতিপ্রীতিং কুর্য্যাৎ স্বতঃকরুণাপরায়ণত্বাৎ ইতি ভাবঃ), তথা 'পুরুনিঃষিধে' (বহুরিপুনাশকারিণে) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ইন্দ্রদেবায়) 'বর্দ্ধনং' (তৃপ্তিবৃদ্ধিসাধনং) 'উক্থং' (স্তোত্রং, কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'শংস্যং' (শংসনীয়ং, সাধনীয়ং ইতি যাবৎ)। ভক্তিসংযুক্তেষু সখ্যেষু ভগবতো বিদ্যমানত্বাৎ, রিপুনাশকস্য পরমৈশ্বর্য্যশালিন ইন্দ্রস্য তৃপ্তিপ্রদং স্তোত্রকর্ম্ম সংসাধনীয়ং ইতি ভাবার্থঃ। (৪অ—২থ—২দ—৪সাম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সেই পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেব আমাদের ভক্তিসংযুক্ত সখিত্বে অতিশয় প্রীত হয়েন, সেই হেতু, বহুশক্রবিনাশকারী পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে, স্তোত্রাদি মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়। (ভাব এই যে, আমাদিগের ভক্তিসংযুত সখ্যতার সহিত তাঁহার বিদ্যমানত্ব-হেতু শক্রনাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিপ্রদ কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য)॥ (৪অ—২থ—২দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং। চতুর্থং সাম। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'বর্দ্ধনং' বৃদ্ধি-সাধনং 'উক্থং' শস্ত্রং 'শংস্যং' অস্মাভিঃ শংসনীয়ং। কিদৃশায়েন্দ্রায়? 'পুরু নিঃষিধে' পুরূণাং বহুনাং শত্রূণাং নিষেধকারিণে। 'শক্রঃ' ইন্দ্রো 'নঃ' অস্মদীয়েষু 'সুতেষু' পুত্রেষু 'সখ্যেষু' চ সখিত্বেষ্বপি 'যথা' যেন প্রকারেণ 'রারণৎ' অতিশয়েন শব্দং কুর্য্যাৎ তথা শংস্যমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অস্মদীয়েন শস্ত্রেণ পরিতুষ্ট ইন্দ্রঃ নোহস্মাকং পুত্রান্ অস্মৎসখ্যানি চ বহুধা প্রশংসত্বিত্যর্থঃ। (৩অ—২থ—২দ—৪সাঃ)।

• • •

## চতুর্থ (৩৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§•§:——

এই মন্ত্রের যে সকল অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সায়ণের অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা আদৌ আমরা অনুমোদন করি না। পরন্তু সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও সুসঙ্গত এক অর্থ যে উহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বতঃই নয়ন-পথে নিপতিত হয়।

সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ প্রচারিত দেখিতে পাই,—'এমন ভাবে উচ্চৈঃস্বরে সামগান হউক, যেন ইন্দ্রদেব আসিয়া সোমপান করেন এবং আমাদের পুত্র-মিত্রাদির সঙ্গে মিলিত

হইয়া মহানাদ আরম্ভ করিয়া দেন।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যাঁহারা করেন, মন্ত্রের 'সুতেষু' শব্দে তাঁহারা সোমরস মাদক-দ্রব্য অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, মদ্যাদি-পানে হর্ষান্বিত হইয়া ইন্দ্র যেন মদ্যপের ন্যায় আনন্দ-ধ্বনি করিতে থাকেন। সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা তাহাদের 'প্রধানকে' মদ্যপানে আনন্দিত করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজন সহ আপনারাও মদ্যপান করিয়া নৃত্যকোলাহলে আনন্দ প্রকাশ করে। ব্যাখ্যাকার-গণের ব্যাখ্যায় মন্ত্রে সেইরূপ ভাবই মনে আসে।

সায়ণ কিন্তু সেদিক দিয়া যান নাই। এ ক্ষেত্রে তিনি সোমরসের কল্পনাও মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। 'সুতেষু' পদে এখানে তিনি 'পুত্রেষু' এবং সখ্যেষু শব্দে 'সখিষেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্মে প্রীত হইয়া ইন্দ্রদেব যেন আমাদিগের পুত্র-মিত্রাদির প্রশংসাবাদ করেন অর্থাৎ তাহাদের প্রতি প্রীত হয়েন।' মানুষ দেবদ্বারে কোনও কামনা লইয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে সে আপনার মঙ্গল-কামনা করে, পরিশেষে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল-কামনা করে। ইহাই স্বাভাবিক।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও যে আর এক উচ্চভাব মন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে, আমাদের ব্যাখ্যায় তাহা পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন। আমাদের মতে, মন্ত্রে প্রার্থনা আছে—আত্মার আত্ম-সম্মিলনের। ঋকের অন্তর্নিহিত ঐ যে 'সুতেষু' আর ঐ যে 'সখ্যেষু'—এই দুই শব্দে এক অত্যুচ্চ অবস্থার চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয় না কি? আমরা 'সুত' শব্দে 'বিশুদ্ধা ভক্তি' অর্থ অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'সুতেষু সখ্যেষু' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্য, আমাদিগের মতে, 'বিশুদ্ধ-ভক্তিসংযুতেষু সখ্য-ভাবেষু' হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। সখিভাবই সখ্য। ভক্তিমিশ্রিত সখ্য—সে এক উচ্চ-স্তরেরসাধনা। ভক্তির যে নববিধা লক্ষণ ভক্তিশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, সখ্য তন্মধ্যে উচ্চস্তরগত। সখ্যের পরই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনে সাধ্য-সাধকে অভিন্ন মিলন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য প্রভৃতি-ক্রমে সাধক সখ্যে উপনীত হন। সখ্য হইতেই আত্ম-নিবেদন-রূপ সম্মিলন সংঘটিত হয়। কায়মনোবাক্যে ভগবানে প্রীতি-সম্পন্ন হওয়ার পর—'আমি যে কোনও কর্ম্ম করি, সকলই ভগবানের কর্ম্ম' এই ভাবে কর্ম্মতৎপর হইতে পারিলে, সকল কর্ম্মেই অনুরাগ বা বিরাগ-রূপ বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলে সখ্যভাব সঞ্জাত হয়। সখ্যভাবে ভগবানে প্রীতি উদিত হইলে, মুক্তিলাভে শক্তি আসে। সে অবস্থা—জ্ঞানের অবস্থা। আত্মা যত দিন অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাকে জন্ম-জরা মরণ রূপ গতাগতির মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। সখ্যমধ্যে জন্মগতি-রোধে সামর্থ্য সঞ্জাত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, কর্ম্মের ঘোরে সংসারের ফেরে আর বাঁধা পড়িতে হয় না। সে অবস্থায় যে ফল লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি দেখি,—

'এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥'

অবিদ্যার বশে আত্মতত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ না হইয়া মানুষ যদি ভগবানে প্রীতিসম্পন্ন না হয়, তাহার কর্ম্মবিপাক তাহাকে দৃঢ় বন্ধনে ঘেরিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানে প্রীতি

৩ ২ ২ র ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২৮ ৩
২। বিশ্বা ৩ ৪। নরস্যবৌহোস্পাতীম্। অনানতা ৩। স্পাশাবা ২ ৩ ৪
৫ ১ র ২র ১ ৫ ২র ১র ২ ১ ২.
সাঃ। ত্রৈশ্চা। চর্ষণা ২ ৩ ৪ ইনাম্। ঊ তীহ্বাইর।
১ ৫ ৫
বা ২ ৩ ৪ লো ৬ হাই॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বিশ্বানরস্য' (শত্রুজয়কারিণাঃ) 'অনানতস্য' (অপরাজেয়ায়াঃ) 'শবসঃ' (শক্ত্যাঃ) 'পতিং' (স্বামিনং, আধারভূতং দেবং) 'বঃ' (যুয়ং, আরাধয় – ইতি শেষঃ); 'এবৈঃ' (গমনৈঃ, উর্দ্ধগমনৈঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনৈঃ) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষ-সাধিকানাং সদ্বৃত্তীনাং) 'চ' (তথা) 'রণানাং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যানাং) 'ঊতী' (ঊতয়ে, রক্ষণায়) 'হুবে' (আহ্বয়েম ভগবন্তং আরাধয়েম—ইতি ভাবঃ); আত্মোৎকর্ষসাধনায় তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যলাভায় অহং ভগবন্তং আরাধয়েম—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ – ২খ – ২দ – ৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! শত্রুজয়কারিণী, অপরাজেয়া শক্তির আধারভূত দেবতাকে তোমরা আরাধনা কর; ভগবৎপ্রীতি সাধন দ্বারা আত্মোৎকর্ষবিধায়ক সদ্বৃত্তিসমূহের এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের রক্ষার জন্য আমি যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; (ভাব এই যে,— আত্মোৎকর্ষসাধনের ও সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য-লাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা করি।)॥ (৪অ—২খ—২দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। প্রিয়মেধ ঋষিঃ। 'বিশ্বানরস্য' বিশ্বান শত্রূন নৃত্তস্য 'অনানতস্য' শত্রূণামপ্রহ্বস্য 'শবসঃ' বলস্য 'পতিং' স্বামিনমিন্দ্রং বা। অত্র ইন্দ্র সম্বন্ধিনো অপ্যভোহপি সঙ্কীর্ত্তাতে। হে মরুতঃ। 'বঃ' যুষ্মাকমিত্যর্থঃ যদ্যপি মরুৎসং শব্দনং নাস্তি তথাপি ব ইতি সামর্থ্যাল্লভ্যতে যুষ্মাকং 'চর্ষণীনাং' সৈনিকানাং 'এবৈঃ' গমনৈঃ সহ যদ্বা। 'চর্ষণীনামিন্দ্রস্য' সেনারূপাণাং 'বো' যুষ্মাকং গমনৈরিতি সমানাধিকরণ্যং যুষ্মাকং 'রণানাং' চ 'ঊতীঃ' ঊতিভির্গমনৈশ্চ সহ 'হুবে' আহ্বয়ামি। সস্তূতীরবৈর্গন্তৃভির্মরুদ্ভিশ্চ সহেন্দ্রং হুবে ইত্যর্থঃ। যদ্বা। হে যজমানাঃ। যুষ্মদীয় সৈনিকানাং রথা যদা প্রবিশন্তি যুদ্ধায় স্ব সংগ্রামং তদানীং তেষাং সাহায্যায়েন্দ্রং হুবে ইত্যর্থঃ। (৪অ – ২খ – ২দ – ৫সাঃ)॥

• • •

# পঞ্চম (৩৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§•§:•———

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক এবং উহা দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবানের অনুসরণ-পরায়ণ হইবার জন্য আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ 'শবসঃ পতিঃ'—তিনি শক্তির অধিকারী। শুধু শক্তির অধিকারী নহেন, শক্তির আধারভূতও বটেন। জগতে যে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই শক্তি-সমুদ্রের বুদ্বুদ মাত্র। ভগবানের অনুস্মরণে, তাঁহার ধ্যানে ও চিন্তনে মানুষের মধ্যেও শক্তির বিকাশ হয়। মানুষ মূলতঃ যে শক্তির অধিকারী অথবা যে শক্তি তাহার নিজস্ব বস্তু, অজ্ঞানতা ও মোহের আবরণের জন্য সে তাহা হইতে বঞ্চিত হয় মাত্র। আবার পূর্ণশক্তিস্বরূপের ধ্যানে,—'অহং' বা 'ত্বং' যে কোন অবলম্বনেই হউক না কেন—মানুষের মধ্যে সেই শক্তি জাগরিত হয়। তাই সাধক, সেই শক্তিস্বরূপের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য নিজেকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

এখানে শক্তির একটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধক যে ভাবের ভাবুক, ভগবানেরও সেই বিভূতিরই তিনি উপাসনা করেন। এখানে শক্তির 'শত্রুজয়কারিণী' বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধক পরোক্ষভাবে আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়া, রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে। মানুষের মধ্যে দুই প্রকার বৃত্তি আছে,—সদ্বৃত্তি ও অসদ্বৃত্তি। কখনও কখনও উহারা এক প্রকার বৃত্তিরই অবস্থাভেদে বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। মানুষের অন্তরস্থিত বৃত্তিগুলি যখন ঊর্দ্ধমুখী হয়, যখন তাহারা ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে পারে, তখনই মানুষ আপনার চরম লক্ষ্য সাধনের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। ভগবান্ মানুষের সেই আত্মোৎকর্ষ-সাধিকা বৃত্তিকে শক্তি দান করেন, মোহ-মায়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ভগবানের চরণে শরণ লইলে মানুষের এই সদ্বৃত্তি রক্ষা পায়, মানুষ তাহাদের সাহায্যে সাধনার পথে অগ্রসর হয়।

মানুষ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে বটে; কিন্তু শক্তি আসে—সেই শক্তির আধার ভগবান্ হইতে। তাই সেই শক্তি লাভ করিবার জন্য, সৎকর্ম্মের দ্বারা মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার জন্য, সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"শক্তির আধার প্রভো! শক্তি দাও। তুমি আমাদিগের হৃদয়ে যে সদ্বৃত্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছ তাহাদিগকে রক্ষা কর; এমন কর, তাহাদের সাহায্যে যেন আমি তোমায় অনুসরণ করিতে পারি।"

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোন কোনও বিষয়ে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একটীতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মরুদ্গণকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিতেছেন, অন্যটীতে যজমানদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাখ্যার মধ্যেও আবার 'যথা' আছে। হঠাৎ মরুদ্গণকে এই মন্ত্রের মধ্যে আনা হইল কেন, তাহার একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও মন্ত্রার্থ পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে

হয় না। আমাদিগের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক। 'হবে' পদটীর দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। ভাষ্যকার এখানে 'চর্ষণীনাং' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সৈনিকানাং' 'সেনারূপাণাং যুষ্মাকং' ইত্যাদি। 'চর্ষণী' পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এখানেও তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৪অ-২খ—২দ—৫সা)॥ *

---

ষষ্ঠং সাম।

১ ৩   ১ ২   ৩ ১   ২র   ৩ ১   ২র৩   ১ ২
সখা যন্তে দিবো নরো ধিয়া মর্ত্তস্য শমতঃ।
৩ ১   ২র৩ ২   ৩ ২   ৩ ২উ   ৩
ঊতী স বৃহতো দিবো দ্বিষো অংহো
১ ২
ন তরতি ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

২ ১র ২   ২ ১র ২   ২ ১র ২   ২
১। সখায়স্তা ৩ ই। এ দিবোনরা ৩ঃ। এ ধিয়ামর্ত্তা ৩। এ।
১ ৫   ২   র ১   ২   ১   ১র ২   ২
স্যশমতা ৩ঃ। এ। ঊতাইসবৃ ৩। এ। হতোদিবা ৩ঃ। এ।
১র ২   ২ ১ ২   ১   ২
দ্বিষোঅংহা ৩ঃ। এ নাতরতি। ইডা ২ ৩ ভা।
১
৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা॥ ৬॥

৫র   ২ র ১   ১র১ —   ১   ২র র ১ —
২। সখায়স্তাই। দিবোনরাঃ। ধিয়ামার্ত্তা ২। স্যশমতাঃ। ঊতীসাবৃ ২।
র ১   ২ র ১   —   ১ ২   ১   ২
হতোদিবাঃ। দ্বিষোয়াংহা ২ ৪। নাতরতি। ইডা ২ ৩ ভা।
১
৩৪৩। ও২৩৪৫ই। ডা। ৬।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী; উহাদের নাম—"বৈখানসস্য সামনী দ্বে।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শমতঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন শান্তবৃত্তস্ত, শান্তচিত্তানাং ইত্যর্থঃ) 'মর্ত্তস্য' (জনস্য, জনানাং মধ্যে) 'যঃ নরঃ' (যঃ জনঃ) 'ধিয়া' (স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'দিবঃ' (দেবভাবসম্পন্নস্য, দেবস্য ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'সখা' (মিত্রভূতঃ উপাসকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'সঃ' 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'দিবঃ' (দেবস্য—তব ইতি যাবৎ) 'ঊতী' (ঊত্যা, রক্ষাশক্ত্যা) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, রিপূন্) 'ন' (ইব) 'অংহঃ' (পাপং) 'তরতি' (অতিক্রামতি, পরাজয়তে); ভগবদাস্থগামী জনঃ দেবকৃপয়া পাপকবলাৎ মুক্তঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—২খ—২দ—৬সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রার্থনা দ্বারা দেবভাবসম্পন্ন আপনার মিত্রভূত উপাসক হয়েন, তিনি মহৎ দেবতার—আপনার—রক্ষাশক্তি দ্বারা রিপুতুল্য পাপকে পরাজয় করেন; (ভাব এই যে,—ভগবদনুসারী জন দেবতার কৃপায় পাপ-কবল হইতে মুক্ত হয়েন।)। (৪অ—২খ—২দ—৬সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠং সাম। তরদ্বাজ ঋষিঃ। 'শমতঃ' কর্ম্মানুষ্ঠানেন শান্তস্য বৃত্তস্য নিষ্ক-মার্গবর্জ্জিন ইত্যর্থঃ। 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যস্য মধ্যে জাত্যেকবচনং 'দিবো' দ্যোতনাদিগুণকস্য 'তে' তব 'ধিয়া' কর্ম্মণাস্তত্যা 'নরঃ' মনুষ্যঃ 'সখা' স্তোতা ভবতি 'সঃ' নরঃ। 'য.' 'বৃহতো' মহতো 'দিবো' দীপ্তস্য তব সম্বন্ধিন্যা 'ঊতী' ঊত্যা রক্ষয়া 'দ্বিষো' দ্বেষ্টৄন্ 'অংহো ন' আহনন-শীলং পাপমিব 'তরতি' অতিক্রামতি। (৪অ—২খ—২দ—৬সা)।

• . •

## ষষ্ঠ (৩৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——।:*:।——

এই মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানের প্রিয় উপাসক তাঁহার কৃপায় পাপের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করেন—এই তত্ত্বই মন্ত্রের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে উপাসকদিগের স্তরভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মুক্তির জন্য, নানাবিধ প্রাপ্তির জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই প্রাপ্তির উপযুক্ততা লাভ করিবার দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই। ভগবানের নিকট চাহিলেই পাওয়া যায় না। পাইবার যোগ্যতা লাভ করা চাই, এবং যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা রক্ষা করিবার শক্তি থাকা চাই। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রার্থনাকারিগণ,—যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপাসক বলে, তাঁহারা—শুধু প্রার্থনা করিয়াই নিরস্ত হয়েন। দ্বিতীয় স্তর—যাঁহারা প্রার্থনার সঙ্গে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা

তাঁহারা আপনাদিগের প্রার্থিত কাম্য-বস্তু পাইবার উপযুক্ততা লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার, যাঁহারা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদিগের চিত্তকে শান্ত করিতে পারিয়াছেন—কামনা-বাসনার আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—তাঁহারা তৃতীয় স্তরের উপাসক। তাঁহারা কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু সেই কর্ম্মজনিত ফলাফলে, লাভক্ষতিতে, আশা-নিরাশায় তাঁহাদিগের চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। এক কথায়—তাঁহারা স্থিত-ধী। সেই স্থিতপ্রজ্ঞদিগের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের উপাসনা আরাধনার দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন করেন, ভগবানের সখাস্থানীয় সেই উপাসকগণ চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত। এই মন্ত্রে, ভগবানের সখাস্থানীয় এই সাধকগণের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে আপনার স্বর্গীয় রক্ষাশক্তির দ্বারা পাপকবল হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মোহ-পাপ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। কোনও বিপদ তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইতে পারে না। তাঁহারা ভগবানের মিত্রস্থানীয় উপাসক।

ভারতীয় সাধনার মধ্যে পঞ্চরসের স্থান আছে। সেই পঞ্চরসের বিভিন্ন ভাবধারার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা হিন্দুদিগের নিজস্ব সম্পত্তি। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে শান্ত-দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের সাধনার কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। প্রাচীন খৃষ্টীয় সাধকগণের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায়ে অপরিণতভাবে মধুর রস দেখা দিয়াছিল বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ তাহাকে বড় সুনজরে দেখেন নাই। ভগবানকে সখা-রূপে, 'বয়স্য'-রূপে (৪অ—১খ—১দ—২সা) ভাবনা করিবে—সে কেমন কথা! কিন্তু শান্ত ও দাস্য রস যখন গাঢ় হইয়া আসে, তখন সখ্যরস দেখা দেয়। ভগবানকে দূর হইতে সেবা করিয়া সাধকের তৃপ্তি হয় না; তিনি তাঁহাকে নিকটে, আরও নিকটে পাইতে চান। প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা—এই ব্যাকুল সদেচ্ছা হইতে আপনা-আপনি সখ্যরস উৎপন্ন হয়। এই সখ্যরস আরও প্রগাঢ় হইলে 'মধুর' রসে পরিণত হয়।

সাধক সাধনার স্তর অনুসারে ক্রমশঃ উন্নীত হন। যখন সখ্য-রসের সাধনায় তাঁহার অধিকার জন্মে, তখন তিনি ভগবানের সহিত প্রায় অভেদাত্মা হইয়া যান। পাপ মোহ তখন তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। তিনি নিশ্চিন্তমনে ভগবৎ-সঙ্গজনিত পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। (৪অ—২খ—২দ—৬সা)॥ *

— • —

সপ্তমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্নꣳ সুদত্র মꣳহয়॥ ৭॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"শাকপূতে দ্বে।"

গেয়-গানং।

৫ র র ৫ ২ ১র ১র ১ ২ র — ১
বিভোষ্টইন্দ্ররাধা৩সাঃ। বিভ্বীরা২ তিঃ শতক্রতো। শতা২ ক্রাতাউ।

১ র ২র র — ১ ২ ১ ২
আথানোবিশ্বচর্ষণে। ঋচা২ র্ষাণাই। দ্যুম্না৩ংসুদত্র৩ংহয়।

৩ ২ ৪
ওমা ৩৺ হা৫ য়া ৬৫৬।৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বিচিত্রপরাক্রমশালিন্, সর্ব্বশক্তিমন্) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'বিভোঃ' (মহতঃ, পরমস্য) 'রাধসঃ' (ধনস্য) 'বিভ্বী' (মহৎ) 'রাতিঃ' (দানং) 'তে' (তব ইব); কেবলং ত্বমেব পরমধনং প্রযচ্ছসি ইত্যর্থঃ; 'অথ' (অতঃ) 'বিশ্বচর্ষণে' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'সুদত্র' (পরমমঙ্গলদাতঃ হে দেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্যুম্নং' (পরমকল্যাণং, পরমধনং) 'মংহয়' (প্রযচ্ছ); হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমকল্যাণপ্রদং ধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—২খ—২দ—৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! পরম ধনের মহৎ দান আপনার-ই; অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনি-ই পরমধন দান করেন; অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমমঙ্গলদাতা হে দেব! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমকল্যাণপ্রদ ধন প্রদান করুন।)। (৪অ—২খ—২দ—৭সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। অত্রি র্ঋষিঃ। হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! 'বিভোঃ' প্রভূতস্য 'রাধসঃ' ধনস্য 'তে' তব 'রাতিঃ' দানং 'বিভ্বী' মহতী 'অথ' অতঃ কারণাৎ হে 'বিশ্বচর্ষণে' সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ 'সুদত্র' কল্যাণদানেন্দ্র! 'নঃ' অস্মভ্যং 'দ্যুম্নং' ধনং 'মংহয়' প্রযচ্ছ (৪অ—২খ—২দ—৭সাঃ)।

## সপ্তম (৩৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রথম অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—ভগবান-ই মানুষকে পরমধন দিতে পারেন। ঐ ধনের একমাত্র অধিকারী তিনি। তিনি মহান্ সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার দানও সেইরূপ মহৎ। ভগবান্ মানুষকে মোক্ষ দিতে পারেন; তিনিই মোক্ষদানের কর্ত্তা। তাই সাধক তাঁহার নিকটেই সেই পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

মানুষ যা কিছু পায়, মানুষের যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে আসে সত্য, কিন্তু তাঁহার বিশেষ কৃপা না হইলে মানুষ সেই পরমধন লাভ করিতে পারে না—যে ধন মানুষের জীবনকে চরম সার্থকতা দান করে। মঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহার সন্তানগণকে সমস্ত দুঃখ তাপ হইতে রক্ষা করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। মানুষ তাঁহা হইতে আসিয়াছে, তাঁহার নিকটে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার চরম সার্থকতা। সেই সার্থকতা লাভের পথে অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন বর্ত্তমান। পাপ মোহ প্রভৃতি অসংখ্য রিপুগণ মোক্ষপথ-যাত্রীকে আক্রমণ করে, নানারূপ মায়াজালে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। দুর্ব্বল মানুষ ভগবানের সাহায্য ব্যতীত, তাঁহার করুণা ব্যতীত, সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে না। আপনার চেষ্টায় সে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু সফলতা লাভ নির্ভর করে—ভগবানের দয়ার উপর। তাই, ভগবানকে পরমধন-দাতা বলা হইয়াছে।

সাধক এই সত্য জানেন বলিয়াই ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন—"মহান্ প্রভো! আমাদিগকে তোমার সেই মহৎ ধন প্রদান কর—যে ধন লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হইয়া উঠে, অমৃতত্ব লাভ করে। আমাদিগকে সেই ধন দাও - যাহা পাইলে মানুষের আর কাম্য কিছু থাকে না, তাহার সমস্ত বাসনা কামনা চিরদিনের জন্য নিবৃত্তি লাভ করে। তুমিই সেই ধন দিতে পার, তাই তোমার চরণেই প্রার্থনা করিতেছি প্রভো, আমাদিগের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকর, এই পিপাসা নিবারণ কর।"

এই মন্ত্রের কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। 'বিভোঃ রাধসঃ'—পরম ধনের, 'বিভ্বী রাতিঃ'—মহৎ দান। যাহা চরম ও পরম ধন, যাহা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, যাহা জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই ধনের - মোক্ষের—মহৎ দান তাঁহারই। যেমন দাতা, তেমনি ধন, আর তাহার দানও তেমনি মহৎ - যে দান লাভ করিলে চিরদিনের জন্য মানুষের সকল অভাব ঘুচিয়া যায়! মন্ত্র ইঙ্গিত করিতেছেন—মানুষ! তোমার সমস্ত অভাব, সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইলে সেই পরমধনের অধীশ্বর ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর—তোমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। তুমি চির-শান্তি লাভ করিবে। (৪অ—২দ - ২খ - ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বরুণাত্তঃ সাম।"

অষ্টমং সাম।

১ ২　　　　　১ ২　 ৩ ১　 ২র
বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপাচ্চতুষ্পাদর্জ্জুনি।
২ ৩　 ১ ২ ৩ ১　 ১র　 ৩ ১　　 ২র ৩ ১ ২
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি॥ ৮॥

• . •

গেয়-গানং।

৫ ২　　 ৪র ৫　　　　 ১ ২র　 র　 ১　 ২　　　 ৪ ৫ ৪ ৫
বয়শ্চা ৩ ইত্তেপতত্রিণাঃ। দ্বিপাচ্চতুষ্পাদর্জ্জুনায়ে ৩। উষঃপ্রারান্।
২ র　 ১　　 ২ র ১　　　　　 ২　　 ২
ঋতূঁ রনূ। দিবোআন্তে ২ ৩। ভা ২ ৩ য়া ৩ ই।
২　　　　　　 ৫
পা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হোই॥ ৮॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্জ্জুনি' (সংস্কারকারিণি, সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'তে' (তব) 'ঋতূং' (ঋতূন, আগমনানি) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'দ্বিপৎ' (মনুষ্যাদিকং) 'চতুষ্পৎ' (পশ্বাদিকং) 'পতত্রিণঃ' (পক্ষিণঃ) 'চিৎ' (চ, প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'বয়ঃ' (বলং) প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ; অপিচ, তে সর্ব্বে 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'অন্তেভ্যঃ' (সীমান্তাঃ সামীপ্যং ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রারন্' (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি); সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মধ্যে জ্ঞানদেবস্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূতা ভবতি; জ্ঞানপ্রভাবেন প্রাণিনঃ ঊর্দ্ধগতিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৪অ—২খ—২দ—৮সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সংস্কারকারিণি (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! আপনার আগমন অনুসরণ করিলে, মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয়; আরও, তাহারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (নিকটে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। (ভাব এই যে,—সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; জ্ঞানপ্রভাবে প্রাণিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে)। (৪অ-২খ—২দ—৮সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। 'অর্জ্জুনি' শুভ্রবর্ণে। 'উষঃ' উষোদেবতে 'তে' তব 'ঋতূনম্ন' গমনাত্মনুলক্ষ্য 'দ্বিপাৎ' মনুষ্যাদিকং 'চতুষ্পাদ্' গবাদিকং তথা 'পতত্রিণঃ' পতত্রবন্তঃ পক্ষোপেতাঃ 'বয়শ্চিৎ' পক্ষিণশ্চ 'দিবোঅন্তেভ্যঃ' আকাশপ্রান্তেভ্যঃ 'পরি' উপরি 'প্রারন্' প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তদাগমনানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ (৪অ—২খ—২দ—৮সা।

• • •

# অষ্টম (৩৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর পদবিন্যাস একটু জটিলতা-সম্পন্ন। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ আছে—'প্রারন্' অর্থাৎ 'গমন করে'। কিন্তু কোথায় গমন করে? তাহার উত্তর 'দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি'। এখানে 'প্রারন্' পদের পূর্ব্বরূপ (গমন করে) অর্থে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দিবঃ' পদে 'আকাশের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সকলেরই অর্থের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'দ্বিপদ মনুষ্যগণ, চতুষ্পদ পশুগণ, এবং পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ আকাশের সীমান্তে গমন করে। কেবলমাত্র পক্ষীর সম্বন্ধে ঐ উক্তি প্রযুক্ত হইলে, আপত্তির বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্য এবং চতুষ্পদ পশুরা উষার উদয় মাত্র কি করিয়া আকাশের প্রান্তভাগে উঠিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং প্রচলিত ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কেহ কেহ আবার, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সম্বন্ধে একটি 'গচ্ছতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন; এবং 'প্রারন্' ক্রিয়াপদটিকে পক্ষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত করিয়াছেন; আর 'দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি' অংশকে তৎসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ভাব রক্ষা হয় বলিয়া মনে করি না। পক্ষিগণ যে কেবল উষাকালেই আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে, দিবাভাগের অন্য সময়ে যে আকাশে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না, তাহা নহে; সুতরাং ঐ প্রকার অর্থ পরিহার করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পশুপক্ষী ও মনুষ্য—সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞান বিদ্যমান আছে। অদৃষ্ট কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হইলে, কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় অস্বীকার না করিলে, প্রাণিমাত্রের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে; আর, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা মন্ত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'বয়ঃ' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে 'বল' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদিগের মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ('অর্জ্জুনি' হইতে 'বয়ঃ' পর্য্যন্ত অংশে) এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং মন্ত্রের শেষাংশে ('দিবঃ' হইতে 'প্রারন্' পর্য্যন্ত অংশে) আর এক ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে। জ্ঞান যাহারই মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হউক, সেই বল ('বয়ঃ' প্রাপ্ত হয়; আর,

অর্থে, দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টকে বুঝায়। 'দিবঃ' পদটীতে ভাষ্যে 'দ্যোতমান সূর্য্যের' এই অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে স্বর্গের দ্যুলোকের অর্থ সিদ্ধ হয়। 'রোচনে' পদটী দীপ্তি অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। 'দিবঃ' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ হেতু উহাতে 'স্বর্গের জ্যোতিঃ—শুদ্ধসত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হয় এই যে,—'দেবতাগণ যে স্থানে আবির্ভূত হন, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ যেখানে প্রকাশ পায়, সেই স্থানই স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হয়। যেখানেই দেবভাবের উদয়, তাহাই স্বর্গ।'

দ্বিতীয় চরণের প্রথম আলোচ্য পদ 'ঋতং'। ঐ পদটীতে 'সত্য' এবং 'যজ্ঞ' অর্থাৎ সৎকর্ম্ম অর্থ প্রাপ্ত হই। 'অনৃতং' পদটী অসত্য অর্থে গৃহীত হইলেও, উহাতে অসৎকর্ম্মের ভাবও আসিয়া থাকে। এই চরণে দুইটী 'ক্ব' পদ আছে। উহার সাধারণ অর্থ—'কোথায়?' কিন্তু উহার দ্বিতীয় 'ক্ব' পদটীতে আমরা 'কোথা হইতে' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রত্না' পদটীর 'পুরাকালীন' অর্থ হইতে 'চিরকালীন' 'নিত্য' 'সনাতন' ইত্যাদি ভাব আসিয়া থাকে। 'আহুতিঃ' পদ ভাষ্যে 'যাগ' অর্থে প্রযুক্ত করা হইয়াছে। 'যাগ' বলিতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'হে দেবগণ! সত্য আর সৎকর্ম্ম কোথায় গেল? অসত্য আর অসৎকর্ম্মই বা কোথা হইতে আসিল! এই তত্ত্ব আমায় অবগত করুন; আমাকে সত্যের ও সৎকর্ম্মের অনুসারী করিয়া দিউন।'

ভাষ্যের অনুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতে ভাব-পার্থক্য সহজেই উপলব্ধ হইবে;--

"Ye Gods who yonder have your home in the three lucid realms of Heaven.

What count ye truth and what untruth? Where is mine ancient call on you? Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

আমাদিগের মতে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব এই যে, 'হে দেবগণ! যেখানেই আপনার আবির্ভাব হয়, সেইস্থানই স্বর্গের নন্দনকানন। অন্তরে দেবভাবের উদয় হইলেই স্বর্গলাভ হয়। নানা পাপময় প্রলোভনে ও রিপুর তাড়নে এ সংসার অসত্যের ও অসৎকর্ম্মের ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রিপুগণের নিষ্পেষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া, যাহাতে সত্যের ও সৎকর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন। সৎকর্ম্মই ত স্বর্গে যাইবার উপায়। হে দেবগণ! আপনাদের করুণায় আমি যেন সৎকর্ম্মান্বিত হই।' (মণ্ডল—২য়, ২ক, ৯ম)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম—"দেবানাং কাংক্ষ।"

ঋগাম্নং সাম।

২ ০   ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২

ঋচং সাম যজামহে যাভ্যাং কর্ম্মাণি কৃণবতে।

১   ২র   ৩ ২

বি তে সদসি রাজতো যজ্ঞং

৩ ১ ২

দেবেষু বক্ষতঃ॥ ১০॥

গেয়-গানং।

৪৫ ৪র৫ ৪   ১   র র   র ২ ১   ২

১। ঋচং্সামযজা। মহাই। যাভ্যাংকর্ম্মাণিকৃণ্বা ২ ৩ তাই।

১ র ২১র   ২   ১   ২   ১ ২

বিতেসদসিরাজা ২ ৩ তাঃ। যজ্ঞংদা ২ ৩ ইবে। ষুবক্ষতঃ।

১   ২   ১

ইড়া ২ ৩ ভা ৩৪৩। ও ২ ৩৪ ২। ডা॥ ১০॥

৫   ২   ৪,১ ৫ ৪র ৫   ১ র ২ র   ১ ২   —

২। ঋচং সা ৩ মায়জামহাই। যাভ্যাংকর্ম্মা। ণিকার্ণ্বা ১ তা ২ ই।

১ —   ৩ র ২   ১ ২   —   ১ —

ঘা৩। ০২ ই। বাইতেসদ। সিরাজা ১ তা ২ঃ। জা৩। ২ঃ।

১ ২   —   ১ ২   ১   ২

যজ্ঞাংদা ১ ইবে ২। ষুবক্ষতঃ। ইডা ২ ৩ ভা ৩৪৩।

১

ও ২ ৩৪৫ ই। ডা॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যাভ্যাং' (ঋক্সামভ্যাং, ঋক্সামরূপাভ্যাং যাভ্যাং স্তোত্রাভ্যাং) 'কর্ম্মাণি কৃণ্বতে' (মোক্ষপ্রাপকানি সাধনাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি-সাধকাঃ ইতি যাবৎ) 'ঋচং সাম' (ঋক্সামরূপে তে স্তোত্রে, তৈঃ স্তোত্রৈঃ বা) বয়ং 'যজামহে' (পূজয়ামঃ, ভগবন্তং আরাধয়াম বা); 'সদসি' (সৎকর্ম্মণি) 'তে বিরাজতঃ' (ঋক্সামরূপে স্তোত্রে প্রকাশয়তঃ, স্তোত্রাণি দীপ্যন্ত

সেই ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করে। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। পুরাণে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পুরাণে এরূপ দৃষ্টান্তের অবধি নাই যে, কর্ম্মফলে কত জন কত যোনিতে পরিভ্রমণ [illegible] পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জড়ভরত পশুত্বের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা যায়। [illegible]গোকর্ণপুত্র ও রাবণ প্রভৃতির এবং ভগবানের অবতার গ্রহণের বিষয়ও এ পক্ষে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—[illegible] উদ্দেশই সকলের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের হেতু।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত উষাদেবতার সম্বোধনসূচক 'অর্জ্জুনি' পদটি মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ পদ 'অর্জ্জ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার। পাপের ক্লেদ যাহার অঙ্গে অঙ্গে সংলিপ্ত আছে, তাহার সেই ক্লেদকে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অপসারণ করিয়া দেন। তাই তাঁহার নাম—'অর্জ্জুনি' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা। তাঁহাকে শ্বেতবর্ণা বলা হইয়াছে কেন? অজ্ঞানান্ধকার [illegible] হইলে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধেই ঐ পদ প্র[illegible] পাপের ক্লেদ-বশেই, অজ্ঞানতার মোহ-পঙ্কে পড়িয়াই, জীব বিকৃত গতি লাভ করে। 'অর্জ্জুনি'—সেই প্রতিবোধকারিণী। এইরূপই মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দই আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের পোষকতা করে। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (৪অ-১খ—১দ—৮সা)॥ *

—•—

নবমং সাম।

৩ ১ ২র ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ২

অমী যে দেবা স্থন মধ্য আ রোচনে দিবঃ।

১ ১ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২

কদ্ব ঋতং কদমৃতং কা প্রত্না ব আহুতিঃ ॥ ৯ ॥

• • •

গেয় গানং।

৫ র র র র ৫ ৫ ১ র ৫ ৫ ২ ১ ২ ১ —

অমীয়েদেবাস্থানা মধ্যআরোচনেদিবঃ। কদ্বঋতাম্। কদমার্ত্তা২ম্।

১র র২১র ২ ১

কাপ্রত্নাবআহু২৩ভী৩৪৩। ঔ২৩৪৫ই। ডা॥ ৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের [illegible] সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"উষসম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (হে দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ) 'মধ্যে' ( অন্তরীক্ষলোকে ) 'যে অমী' ( প্রসিদ্ধাঃ যূয়ং ) 'স্থন' ( যত্র তিষ্ঠথ ), 'দিবঃ' ( স্বর্গস্য ) 'রোচনে' ( দীপ্তৌ, প্রভায়াং ) তৎ স্থানং দীপ্যতে ইতি শেষঃ। যত্র দেবত্বং বর্ত্ততে তত্রৈব স্বর্গঃ ইত্যভিধীয়তে - ইতি ভাবঃ ; হে দেবাঃ ! 'বঃ' ( যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং ) 'ঋতং' ( সত্যং, সৎকর্ম্ম বা ) 'কৎ' ( কুত্র গতং ) তথা 'অমৃতং' ( অসত্যং অপকর্ম্ম বা ) 'কৎ' ( কুতঃ আগতং ) ; অপিচ, 'বঃ' ( যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং ) 'প্রত্না' ( চিরকালীনং, সনাতনং, নিত্যং ) 'আহুতিঃ' ( সৎকর্ম্ম ) 'ক' ( কুত্র গতং ) ; ইহজগতি অসত্যস্য অপকর্ম্মণঃ চ প্রভাবঃ পরিদৃশ্যতে মাং সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ চ তত্ত্বং বিজ্ঞাপয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৪অ - ২খ—২দ - ৯সা ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ ( দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট ) ! অন্তরীক্ষলোকে প্রসিদ্ধ আপনারা যেখানে অবস্থিতি করেন, স্বর্গের প্রভায় সে স্থান দীপ্তিমান থাকে ; ( ভাব এই যে,—যেখানে দেবত্ব বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানই স্বর্গ বলিয়া অভিহিত হয় ) ; হে দেবগণ। আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সত্য কোথায় ? এবং কোথা হইতেই বা অসত্য আসিল ? অপিচ, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সনাতন নিত্য সৎকর্ম্ম কোথায় গেল ? ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—ইহজগতে অসত্যের ও অপকর্ম্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে ; আমাকে সত্যের ও সৎকর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। ) ॥ ( ৪অ—২খ—২দ—৯সা ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। আপ্ত্যস্ত্রিত ঋষিঃ। হে 'দেবাঃ !' ইন্দ্রাদয়ঃ 'যে' 'অমী যূয়ং' 'দিবো' দীপ্তস্য সূর্য্যস্য 'আরোচনে' দীপ্তিবিষয়ে 'মধ্যে' অন্তরিক্ষলোকে 'স্থ' ভবথ সূর্য্য-প্রকাশ্য-স্থানে ইত্যর্থঃ। তেষাং 'বঃ' যুষ্মাকং সম্বন্ধি স্তোত্রবিষয়ং 'ঋতং' সত্যং 'কৎ' কস্মিন্দেশে বর্ত্ততে ? 'অনৃতং' ( ন কারস্য স্থানে ম-কারঃ ) অমৃতং 'কৎ' কুত্রাস্তি ? 'বঃ' যুষ্মদীয়া 'প্রত্না' পুরাণী—'আহুতিঃ' 'ক' কীদৃশী ? যুষ্মদীয়ং দানং কিমভূদিত্যর্থঃ ইদৃগ্‌ভূত দুঃখানুভবেন ময়া পূর্ব্বমনুষ্ঠিতো যাগ-সমূহো যুষ্মান্ প্রাপ্নোদিত্যনুমিমে। ( ৪অ—২খ—২দ—৯সা ) ॥

• . •

## নবম ( ৩৬৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§:———

মন্ত্রের প্রথম চরণটী ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপক ও দ্বিতীয় চরণটী প্রার্থনা-মূলক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রথমে, প্রথম চরণের কয়েকটী পদ আলোচনা করিতেছি। 'দেবাঃ পদটীতে 'দেবগণ'

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়া দশতি।

## তৃতীয়া দশতি।

একাদশ যা বিশ্বাঃ পৃতনা ইতি সম্মতাঃ।

ক্রমাৎ ঐন্দ্র্যো বোদ্ধব্যাঃ স্বার্থদ্যুতবতী ইতি।

উক্তে যা দশ্যু রোদসী মতাপংক্তিরিতীরিতা॥

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২

বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরঃ সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

জজনুশ্চ রাজসে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ র

ক্রত্বে বরে স্থেমন্যামুরীমুতোগ্রমোজিষ্ঠং

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তরসং তরস্বিনম্॥ ১॥

গেয় গানং।

৫ ৪ ১ ২২ ১ ২ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ২ ২ ১ ২ ১
বিশ্বোহাই। পৃতনাঅভিভু। তরম্বরাঃ। সজূস্তক্ষুবাইক্ষ্রংজজনুঃ।
২ ২ ১ ৫ ২ ২র ১ ১র র
ক্ষত্রাজাসো২৩৪হাই। ক্রত্বোহোই। বরেহোই। স্থেমন্যা
৩ ১ ৫ ৪ ২ ১ ৫
২মু২৩৪রীম্। উতোহাই। উগ্রমো২৩৪জী।
২ ১ ৩ ৫ ২১ ৩২
ষ্ঠন্তারা২৩৪সাম্। হোই। তরা৩৪। স্বিনম্।
৫ ৫ ২১ ৩ ৫
ও৬বা। এষ্টাব২৩৪দী॥ ১॥

মন্ত্রার্থশোধিনী ব্যাখ্যা।

'নরঃ' ( সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ, সাধকাঃ ) 'সজূঃ' ( মিলিতাঃ সন্তঃ ) 'বিশ্বাঃ পৃতনাঃ' ( সর্ব্বব্যাপিনঃ রিপুসংগ্রামং, সর্ব্বান্ রিপুসংগ্রামান্ ) 'অভিভূতরং' ( পরাভবকারিণং, জেতারং ) 'ইন্দ্রং' ( বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং ) 'ততক্ষুঃ' ( প্রার্থনাং কুর্ব্বন্তি, স্তুবন্তি ইত্যর্থঃ ) 'চ' ( তথা ) 'রাজসে' ( জ্যোতিঃলাভায়, আত্মজ্ঞানলাভায় ) তং 'জজনুঃ' ( সাধকাঃ জনয়ন্তি, হৃদি আবির্ভাবয়ন্তি ইত্যর্থঃ ); 'উত' ( ততঃ ) 'ক্রত্বে' ( সৎ-কর্ম্মসাধনায়, বিশ্বমঙ্গলসাধনায় ) 'বরে স্থেমনি' ( শ্রেষ্ঠে, স্থৈর্য্যযুক্তে স্থানে, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং ইত্যর্থঃ ) 'আমুরীং' ( রিপুনাশকং ) 'উগ্রং' ( বীর্য্যবন্তং ) 'ওজিষ্ঠং' ( ওজস্বিতমং ) 'তরসং' ( বলবন্তং ) 'তরস্বিনং' ( বেগবন্তং, আশুমুক্তিদায়কং দেবং ) পরমধনলাভায় বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ; মোক্ষলাভায় বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ—৩খ—৩দ—১সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ মিলিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী রিপুসংগ্রাম-জয়কারী বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে অর্থাৎ দেবতার নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য তাঁহাকে হৃদয়ে আবির্ভূত করেন; সুতরাং, বিশ্বমঙ্গল-সাধনের জন্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, রিপুনাশক, বীর্য্যবন্ত, ওজস্বিতম, বলবান্, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে পরমধন-লাভের জন্য আমরা যেন আরাধনা করি; ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমরা যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ ( ৪অ—৩খ—৩দ—১সা )॥

পারে—সেই বেদ আমাদিগের পরম পূজ্য বস্তু নিশ্চয়ই। ভগবানের জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশ—বেদ। ভগবৎ জ্ঞানের এই প্রকাশ মানব মাত্রেরই পূজ্য। আর বেদের—বেদমন্ত্রের—এই পূজা ভগবানেরই পূজা। তাই 'শচং সাম যজামহে' পদসমূহের আমরা ভিন্ন অর্থ করিলেও ভাষ্যকারের মত গ্রহণেও আমাদিগের কোন আপত্তি নাই।

বেদ - বেদমন্ত্র—সত্যের, জ্ঞানের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বেদ ও ব্রহ্মন্ অভেদার্থক। জগতের প্রকাশ—বেদ হইতে। অনন্ত সত্যের প্রকাশ 'শব্দের'—বেদমন্ত্রের—মধ্য দিয়া মানুষের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই ভগবানের প্রণাম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

'যস্য নিশ্বসিতং বেদাঃ যো বেদেভ্যঃ অখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥'

শ্রুতিতেই উল্লেখ আছে ভগবান্ বেদ হইতে বিশ্ব সৃষ্টি [illegible] কিরূপে সম্ভবপর এবং তাহার অর্থই বা কি? একটা সাধারণ উদাহ[illegible] কথা যাউক। আমরা যখন কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করি, তখন মনে মনে প্রথমে বিষয়টা একবার ভাবিয়া লই। এই যে ভাবনা, ইহা উচ্চারিত অথবা অনুচ্চারিত শব্দের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়। বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ভগবান্ বিশ্ব-সৃষ্টি করিবার সময় প্রথমে এই বিশ্ব-সম্বন্ধীয় চিন্তা করেন, এবং সেই চিন্তা শব্দের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। তাই শ্রুতি [illegible]—"তিনি 'ভূঃ' বলিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" অর্থাৎ শব্দই জগতে ভগবানের আদি [illegible]। যাহা কিছু জগতে আছে তাহার 'শ্রেণী' ( Genus ) শব্দরূপে ভগবানে নিহিত আছে। তাই শব্দ অনন্ত ও অবিনাশী। বেদ সেই শব্দের প্রকাশ। এমন যে বেদ, তাহা নি[illegible] আমাদিগের আরাধনার বস্তু।

মানুষ সৎকর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে—তাহার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে যদি প্রার্থনার সংযোগ হয়, অর্থাৎ প্রার্থনা যদি সৎ-কর্ম্মাত্মিকা হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই গন্তব্য পথে চলিতে পারেন। প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে বল আসে, ভগবানের সামীপ্য উপলব্ধি হয়। কর্ম্মের শক্তি প্রার্থনা দ্বারা বর্দ্ধিত হয়—প্রার্থনা কর্ম্মকে জ্যোতিঃ প্রদান করে।

কর্ম্মের সহিত প্রার্থনার যোগ থাকিলে, সেই কর্ম্মসমূহ দেবত্বাভিমুখী হয়। সাধক সৎকর্ম্ম সাধন করিতেছেন; প্রার্থনা বা বৈদিক স্তোত্র তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎ-প্রাপ্তি। ভগবানের উদ্দেশেই স্তোত্রসমূহ উচ্চারিত হয়; তাই তাহা আমাদিগকে তাঁহার বিরাট্ মহিমার—অনন্ত গৌরবের—কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয়, আমাদিগের কর্ম্মকে ভগবৎ-উদ্দেশে পরিচালিত করে। বেদ সেই স্তোত্ররাজির অনন্ত আকর, বেদই মানুষের ভগবৎ-চরণে পৌঁছিবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন। জগতের আদিভূত অনন্তজ্ঞানের সন্ধান মানুষ এই অনাদি বেদের সাহায্যেই লাভ করে। ( ৪অ—২খ—২দ—১০সা )। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম—"ঋক্সাম্নোঃ সামনী দ্বে।"

সায়ণ-ভাষ্যং।—প্রথমং সাম। রেভ ঋষিঃ। 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ ব্যাপ্তা বা 'পৃতনাঃ'। পৃঙ্ ব্যায়ামে (তুং আঃ) ব্যাপ্রিয়ন্ত ইতি পৃতনাঃ। সেনাঃ 'নরঃ' নেতারঃ 'সমৃ' পরস্পরং সঙ্গতাঃ সত্যঃ 'অভিভূতরং' শত্রূণামত্যর্থমভিভবিতারং 'ইন্দ্রং' 'ততক্ষুঃ' আয়ুধাদিভিস্তীক্ষ্ণী চক্রুঃ আয়ুধবন্তং চক্রিরিত্যর্থঃ। যদ্বা পৃতনা ইতি সংগ্রামনাম (নি০ ২।১৭) ব্যাপ্রিয়ন্তে অত্রেতি 'পৃতনাঃ' সংগ্রামাঃ সর্ব্বানেব সংগ্রামানভিভাবুকমিন্দ্রং 'নরঃ' নেতারোঽস্মে স্তোতারঃ অন্যোন্যং সঙ্গতাঃ স্তুতিভিস্তীক্ষ্ণমকুর্ব্বন। যদ্বা যষ্টারো হবিঃপ্রদানেন বীর্য্যবন্তং কৃতবন্ত ইতি। কিঞ্চ স্তোতারঃ 'রাজসে' (রাজতে স্তুমর্থে অসে প্রত্যয়ঃ) আত্মনো বিরাজনার্থং সূর্য্যাত্মানমিন্দ্রং 'জজনুঃ' জনয়ামাসুঃ স্তোত্রশস্ত্রৈঃ স্বযজ্ঞে প্রাদুরভাবয়ন্নিত্যর্থঃ। 'উত' অপিচ 'ক্রত্বে' স্বকীয়বৃত্রবধাদিকর্ম্মণে 'বরে' শ্রেষ্ঠে 'স্থেমনি'। স্থিরশব্দাদিমনিচ্ (৫।১।১২২)। স্থৈর্য্যযুক্তে স্থানেঽস্থিতং 'আমুরিং' শত্রূণাং মারয়িতারমিন্দ্রং আত্মনাং ধনলাভার্থং স্তোতারঃ স্তুবন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং? 'উগ্রং' উদ্গূর্ণবলং অতএব 'ওজিষ্ঠং' ওজস্বিতমং 'তরঃ' বলং তদ্বন্তং 'তরস্বিনং' সংগ্রামে শত্রুবধার্থং বলবন্তং বেগবন্তং বা॥ (৪অ—৩খ—৩দ—১সা)॥

* * *

## প্রথম ( ৩৭০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

বিশ্বব্যাপী রিপুর বিনাশ করিতে পারেন—ভগবান। আলোর পার্শ্বে ছায়ার ন্যায়, ভগবানের মঙ্গলময় নীতির পার্শ্বে অমঙ্গলের অনুচর রিপুগণও বর্তমান আছে। সুখে দুঃখে, আলো ও অন্ধকারে, পাপে ও পুণ্যে—বিশ্ব জড়িয়া রহিয়াছে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম—ভগবানের বিধান। এই দ্বন্দ্ব না থাকিলে বুঝি বিশ্বসৃষ্টির একটা অংশ অপূর্ণ থাকিত। আদর্শ-স্থাপনের জন্য, মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনকে শক্তিশালী করিবার জন্য, এই অন্ধকারের—অসুরের—প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হইতে পারে না। ভগবানের বিশ্বমঙ্গল-নীতির বশে অমঙ্গল তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু মানুষকে এই রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। মোক্ষলাভের পথে পাপমোহ প্রভৃতি অসুরগণ মানুষকে আক্রমণ করে। দুর্ব্বল মানুষ সকল সময় সেই আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না, কখনও কখনও রিপুর দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা সেই মোক্ষযাত্রার পথে রিপু-সংগ্রামে ভগবানের চরণে শরণ লয়েন, তাঁহারাই সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কারণ, তিনি শত্রু-নিসূদন। সাধকগণ সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—রিপুনাশের জন্য। অনন্ত-বিভূতিসম্পন্ন, অনন্তশক্তির উৎস সেই ভগবানকে মানুষ আপনার প্রয়োজনের অনুরূপ বিভূতিসম্পন্ন দেখিতেই চাহে, এবং তদনুরূপ প্রার্থনা করে। তাই ভগবদ্বাক্য—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভগবান বিশ্ব-মঙ্গল-সাধনের জন্য আত্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত। ভাষ্যকার এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ক্রত্বে স্বকীয়বৃত্রবধাদিকর্ম্মণে বরে শ্রেষ্ঠে স্থেমনি স্থৈর্য্যযুক্তে স্থানে স্থিতং।" বিশ্বের মঙ্গল-সাধনই বিশ্বপালক

ভগবানের আপনার কার্য্য। আত্মজ্ঞান ব্যতীত ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্থান আর কি হইতে পারে? তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞানেতেই জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞান-বলেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাই অনেকটা ভাষ্যেরই অনুসরণে 'বরে স্বেমনি' পদদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি— 'আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং'।

ভাষ্যে 'ততক্ষুঃ' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'আয়ুধাদিভিঃ তীক্ষ্ণী চক্রুঃ যদ্বা হবিঃ-প্রদানেন বীর্য্যবন্তং কুর্ব্বন্তীতি।' সাধকগণ তাঁহাকে আয়ুধ প্রভৃতি দ্বারা তীক্ষ্ণ করে কিরূপে? হবিঃপ্রদানের দ্বারাই বা বীর্য্যবন্ত করে কিরূপে? সাধারণ-দৃষ্টিতে এতদুক্তির ভাব পরিগ্রহ করা কঠিন বটে; কিন্তু ভগবদনুগ্রহই যে বীর্য্য সম্পন্ন করে, ইহাই এতদর্থের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ভগবান তখনই বীর্য্যসম্পন্ন হন, যখন প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়; তখনই তাহাকে তিনি উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন; সদ্ভাবরূপ আয়ুধ তখনই তাঁহাকে তীক্ষ্ণ করে। যাহা হউক, 'ততক্ষুঃ' পদের নিরুক্ত-সম্মত অর্থ—'কুর্ব্বন্তু'। আমরা তাই 'কুর্ব্বন্তু'—'প্রার্থনাং কুর্ব্বন্তু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই মন্ত্রের মধ্যে 'সজূঃ' পদটী লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা—'পরস্পরং সঙ্গতাঃ সন্তঃ।' আমাদিগের মতও তাহাই। এই ব্যাখ্যা হইতে প্রাচীনকালে সমবেত-ভাবে উপাসনার প্রণালী প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (৪অ—৩খ—৩দ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেহহন্যদ্দস্যুং নর্য্যং বিবেরপঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উভে যত্বা রোদসী ধাবতামনু ভ্যসাত্তে শুষ্মাৎ
৩ ১ ২
পৃথিবী চিদদ্রিবঃ॥ ২॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ৪র ৫
১। ওম্॥ শ্রত্তে ৩ হোই। দধা ৩ হো ২ ৩ ৪। মিপ্রথমায়ম।
৪ ৫ ৪ ৫ ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ৪র
ন্যা২ইন্যবা২ই। অহা ৩ ন্‌হোই। যদ্দা ৩ হো ২ ৩ ৪। স্যুমর্য্যংবিবে।
৫ ৪ ৫ ৩ ২ ১ ৩ ২ ১ র ৫ র
অপা অপাঃ। উভে ৩ হোই। যত্বা ৩ হো ২ ৩ ৪। রোদসী-

* এই সাম-মন্ত্রটীর গেয় গান একটী। উহার নাম—"ত্রৈশোকং।"

৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫ ৩ ২ ১ ৩র ২ ১
ধাবত্তাম্। অনূত্নূ। জ্যাগা ৩ ডে়াই। ভেশূ ৩ হো ২ ৩ ৪ন।

র ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫র র ৫
স্বাংপৃথিবীচিদ। দ্রিবোদ্রিবাঃ। দ্রিণআ। অহোবা ৬। হাউবা।

৩ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

৩ ২ ৩ ২ ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
২। শ্রক্তা ৩ ১ ই। দধা ৩ ১ ২ ৩ ৪। মিপ্রথমায়ম্। স্তবাইস্তাই।

৩ ২ ৩ ২৲ ৫ ৪র ৫ ৪ ৫
অহা ৩ ২ ন্। যদ্দা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্ত্যামৰ্য্যংবীবেঃ। অপাঅপাঃ।

৩ ২ ৩ ২ র ৫ র ৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫
উভা ৩ ১ ই। যদ্বা ৩ ১ ২ ৩ ৪। রোদসীধাবত্তাম্। অনূঅনূ।

৩ ২ ৩র ২ র ৫ ৪র ৫ ৪ ৫
জ্যাগা ৩ ১ ৎ। ভেন্ত ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্বাংপৃথিবীচিদ। দ্রিবো-

৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪
দ্রিবাঃ। দ্রিণএ। হিয়া ৬ া। হো ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

৩ ৫ ৩ ২৲ ৩ ৫ ৩ ৫ ১ র
৩। অয়ো ২ ৩ ৪ বা। অযায়ো ২ ৩ ৪ বা। শ্রাক্তাই। দা ২ ৩ ৪ ধা।

৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ২৲ ৩ ৫
মিপ্রথমায়ম। স্তবাইস্তবাই। অয়ো ২ ৩ ৪ বা। অযায়ো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ১ ৫ ৪ ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৩
আহান্। যা ২ ৩ ৪ দ্দ। স্তামৰ্য্যংবিবঃ। অপাঅপাঃ। অয়ো

৫ ৩ ২৲ ৩ ৫ ৪ ৫ ১ র
২ ৩ ৪ বা। অযায়ো ২ ৩ ৪ বা। উভাই। যা ২ ৩ ৪ দ্বা।

র ৫ র ৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫ ৫ ৫ ৩ ২৲ ৩ ৫
রোদসীধাবত্তাম্। অনূঅনূ। অয়ো ২ ৩ ৪ বা। অযায়ো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪র ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫
জ্যাগাৎ। ভা ২ ২ ৪ ইত। স্বাংপৃথিবীচিদ। দ্রিবোদ্রিবাঃ।

৪ ৫ ৪ ৫ র র ৫ ২ র ২
দ্রিবণা। ঐহোবা ৬। হাউবা। দ্রিণইহো ৩ ৫৬ ১ ॥ ২৬

৩ ৫ ৩২৲৩ ৫ ৪ ৫ ১ র
৪। ইয়ো২৩৪ বা।। ইয়ায়ো২৩৪ বা। শ্রোত্তাই। দা২৩৪ খা।

৫ ৪র৫ ৪৫ ৪৫ ৩ ৫ ৩২৲৩ ৫
মিপ্রথমায়ম। সুবাইসুবাই। ইয়ো২৩৪বা। ইয়ায়ো২৩৪বা।

৪৫ ১ ৫৪৫ ৪র ৪৫৪৫ ৩
আহান্। যা২৩৪দ্দ। সুয়ম্বর্য্যংবিবেঃ। অপাঅপাঃ। ইয়ো

৫ ৩২৲৩ ৫ ৪৫ ৪ র
২৩৪ বা। ইয়ায়ো২৩৪ বা। উভাই। যা২৩৪ ম্বা।

র৫র৪র৫র ৪৫৪৫ ৩ ৫ ৩২৲৩ ৫
রোদসীধাবতাম্। অনূঅনূ। ইয়ো২৩৪ বা। ইয়ায়ো২৩৪ বা।

৪ ৫ ১ ৪র ৪র৫ ৪৫৪৫
ভ্যাসাৎ। ভা২৩৪ ইশূ। স্যাৎপৃথিবী চন। দ্রিবোদ্রিবাঃ।

৪৫৪ ৫র র ৫ ২ ২
দ্রিবআ। ঔহোবা ৬। হাউবা। দ্রিবইহো ০হ৺.১॥২॥

* * *

১ ২ ৪৫ ১ র ৫ ৪র৫
৫। আ২৩য়া৩ম্। শ্রোত্তাই। দা২৩৪ধা। মিপ্রথমায়ম।

৪৫ ৪৫ ১ ২ ৪৫ ১
সুবাইসুবাই। আ২৩য়া৩ম্। আহান্। যা২৩৪দ্দ।

৫৮৫ ৪র ৫৪৫ ১ ২ ৪৫ ১
সুয়ম্বর্য্যংবিবেঃ। অপাঅপাঃ। আ২৩য়া৩ম্। উভাই। যা২৩৪

র র৫র৪র৫র ৪৫৪৫ ১ ২ ৪৫
ম্বা। রোদসীধাবতাম। অনূঅনূ। আ২৩য়া৩ম্। ভ্যাসাৎ।

৫র ৪র৫ ৪৫৪৫ ৪৫৪
ভা২৩৪ ইশূ। স্যাৎপৃথিবীচন। দ্রিবোদ্রিবাঃ। দ্রিবআ।

৫র র ৫ ২ ১ ১১১১
ঔহোবা ৬। হাউবা। দ্রিবো ৩ দ্রিবা২৩৪৫॥২॥

* * *

২ ৪৫ ১২ ৫ ৪র৫ ৪৫
৬। অয়ংযা ৩ঃ। শ্রোত্তাই। দধা৩১২৩৪। মিপ্রথমায়ম। সুবাই

৪৫ ২ ৪৫ ১২ ৫ ৪র
সুবাই। অয়য়া ৩ঃ। আহান্। যদ্দা৩১২৩৪। সুয়ম্বর্য্যংবিবেঃ।

৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ ২ র ৫ র
অপাঅপাঃ। অম্রংয়া ৩ঃ। উভাই। যহা ৩ ১ ২ ৩ ৪। রোদসী-

৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ১ ২
খাবতাম্। অনূশনূ। অয়ংয়া ৩ঃ। ভ্যাসাৎ। তাইশূ ৩ ১ ২ ৩ ৪।

র ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ র র ৫
স্মাৎপৃথবীচিদ। দ্রিবোদ্রিবাঃ। দ্রিবশা। ঔহোবা ৬। হাউবা।

১ ১ ১ ১ ১
দ্রিবা ৩ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

• • •

৫র ৪ ৫ ৪ ৫ ৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫
৭। ঔহোহোহাই। শ্রাভাই। দা ২ ৩ ৪ ধা। মিগ্রাণা ২ ৩ ৪ মা।

২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ∧ ৩
যমপ্তা ২ ৩ ৪ বে। যমপ্তা ২ ৩ ৪ বাই। অহা ৩ ১ ২ নূ। যা

৫ ২ ∧ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ∧ ৩
২ ৩ ৪ দা। স্পৃম্রানী ২ ৩ ৪ যাম্। বিবেশ্না ২ ৩ ৪ পো। বিবেরা

৫ ৩ ২র ∧ ৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫
২ ৩ ৪ পাঃ। উভা ৩ ১ ২ ই। যা ২ ৩ ৪ ম্বা। রোদাসো ২ ৩ ৪ ধা।

২ ∧ ৩ ৫ ২∧ ৩ ৫ ৩ ২ ∧ ৩
বভামা ২ ৩ ৪ নূ। বভামা ২ ৩ ৪ নূ। ভ্যসা ৩ ১ ২ তা ২ ৩ ৪

৫ ২ ∧ ৩ ৫ ২ ৩ ৩ ২ ৩
ইশূ। স্মাৎপৃথী ২ ৩ ৪ বী। চিদদ্রী ২ ৩ ৪ বঃ। চিদদ্রি ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ৪ ৫র র ২ ১ ২
ইবাঃ। দ্রিবশা। ঔহোবা ৬। হাউবা। এ ৩। দ্রিবইহা

২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

• • •

৫ র র ৪ ৫ ১ ২ ৪র ৫ ৪ ৫
৮। শ্রভাঔহোহোবাই। বধা ৩ ১ ২ ৩ ৪। মিপ্রথমাসম। স্মৃণাই-

৪ ৫ র র ৪ ৫ ১ ২ ৫ ৪র
স্মৃণাই। অহাঔ হোবাই। যদ্দা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্নুম্নশ্যংবিবেঃ।

৫ র ৪ র ৫ ১ ২ র ৫ র
অপাঅপাঃ। উভাঔহোহোবাই। যহা ৩ ১ ২ ৩ ৪। রোদসী-

৪র ৫ র ৪ ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫ ১ ২
ধাবতাম্। অনূঽনূ। ভ্যসাওহোহোহাই। ভাইশূ৩১২৩৪।

র ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫র র ৫ ১
ষ্মাৎপৃথিবীচিদ। দ্রিবোদ্রি৭াঃ। দ্রিবআ। ওহোবা৬। হাউবা।

১ ১১ ২ ১
দ্রি৭এ৩ দ্রিবা২৩৪৫ঃ॥ র॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাপনাশায় পাষাণ-কঠোর, বজ্রাস্ত্রধারিন্ হে দেব) 'যৎ' (যতঃ) ত্বং 'দস্যুং' (শত্রুং, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'নর্ষাং' (নিঃশেষং) 'অহন' (বিনাশ্য) 'অপঃ বিবেঃ' (জগতি অমৃতং প্রযচ্ছসি); তথা 'যৎ' (যতঃ) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুধাবতাং' (অনুসরতঃ, পূজয়তঃ) তথা তব 'শুষ্মাৎ' (বলাৎ, প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবী চিৎ' (ভূলোকঃ অপি, ত্রিলোকং ইত্যর্থঃ) 'ভ্যসাতে' (ভয়েন কম্পতে); ততঃ 'তে' (তব) 'প্রথমায়' (আদিভূতায়ৈ, অনাদ্যকায়ৈ) 'মন্যবে' (শক্তয়ে, শক্তিলাভায়) অহং ত্বাং 'শ্রদ্দধামি' (পূজয়ামি, পরিচরামি)। সর্ব্বলোকারাধনীয় হে ভগবন্! কৃপয়া মহ্যং জ্ঞানশক্তিং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—৩খ—৩দ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশে পাষাণ-কঠোর হে দেব! যেহেতু আপনি রিপুগণকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া জগতে অমৃত প্রদান করেন, এবং যেহেতু দ্যুলোকভূলোক আপনাকে পূজা করে এবং আপনার প্রভাবে ত্রিলোক ভয়ে কম্পান্বিত হয়; সেই হেতু আপনার আদিভূত অনাদ্যিকা শক্তিলাভের জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-শক্তি প্রদান করুন।)॥ (৪অ—৩খ—৩দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। সুবেদঃ শৈলূষির্ঋষিঃ। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'তে' তব 'মন্যবে' কোপায় তেজসে বা 'প্রথমায়' মুখ্যায় 'শ্রদ্দধামি' শ্রদ্ধামাদরাতিশয়স্তদ্বিষয়ং করোমি। 'যৎ' যেন মন্যুনা 'দস্যুং' কর্ম্মধ্বংসপক্ষপরিত্রাণং অসুরং 'অহন্' অবধীঃ (নর্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং)। ন রহিতং যথা ভবতি তথা তেন হন্ম চ মেঘেনাবৃতাঃ 'অপঃ' উদকানি চ 'বিবেঃ' ইমং লোকং প্রত্যাগময়ঃ (তস্মৈ মন্যব ইত্যন্বয়ঃ)। 'যদ্' যদা 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ত্বা' ত্বাং 'অনুধাবতাং' গচ্ছতাং ত্বদধীনে ভবতঃ ইত্যর্থঃ। তদানীং

'পৃথিবীচিৎ' (পৃথিবীতাস্তরিক্ষনাম—নি০ ১।৩।৬) প্রথিতং বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষমপি 'তস্মাৎ' যদীয়াদ্বলাৎ 'ভাসাতে' বিভেতি ভাস ভয়ে—ভ্বা০ আ০ (পঞ্চম-লকারে রূপং) বিভীয়াৎ ভয়েন কম্পতে ইত্যর্থঃ॥ (৪অ—৩খ—৩দ—১সা)॥

•
• •

# দ্বিতীয় (৩৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—০ঃ‡ : ‡ঃ০—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। সাধক জ্ঞান-শক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়,—সাধক যেন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার একটা হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা হেতু-প্রদর্শন নয়, ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপন মাত্র।

ভগবান্ রিপু নাশ করেন। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইলেই এই রিপুগণ মানুষকে আক্রমণ করে। যে কোনও সৎকর্ম্ম করিতে গেলেই তাহাতে বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিয়া তবে অভীষ্টলাভ করা সম্ভবপর। যে কার্য্য যত উচ্চ, যত মহৎ, সেই কার্য্যে বাধা-বিঘ্নও সেইরূপ প্রবল। সুতরাং মানবের চরম অভীষ্ট মোক্ষলাভের পথে যে তদনুরূপ শক্তিশালী বিঘ্ন থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!

কিন্তু এই রিপুগণ এত শক্তিশালী যে, মানুষের পক্ষে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া যাওয়া সহজসাধ্য হয় না—যদি ভগবান্ মানুষের সাহায্যার্থে তাঁহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত না করেন। বিশ্বমঙ্গলের বিরোধী এই রিপুগণকে, পাপমোহ প্রভৃতি অসুরগণকে, ভগবান্ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। তিনিই অমৃতের উৎস; তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ শক্তিলাভ করিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তাঁহার কৃপা লাভ না করিলে কেবল মানুষের শক্তি নাই যে, প্রবলশক্তিশালী রিপুদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া, তাহাদের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া, অমৃত-প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

জীবের এমন যে পরমমঙ্গলদায়ক দয়াল প্রভু, তাঁহাকে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূজা করিবেই! অসীমপ্রভাবশালী অনন্ত শক্তির আকর সেই মহান্ দেবতার চরণে সকলে তো লুটাইয়া পড়িবেই! তাঁহার এই মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া সাধক বলিতেছেন—'হে প্রণমায় মন্যবে শ্রদ্দধামি।' তোমার সেই জ্ঞানাত্মিকা শক্তি দাও,—যে শক্তির প্রভাবে রিপুগণ পরাজিত হয়, মানুষ অমৃতলাভের অধিকারী হয়।

শক্তিই আদি, শক্তির বিকাশই এই জগৎ। সেই আদিশক্তি জ্ঞান। ভগবান্ জ্ঞান-স্বরূপ। এই জ্ঞান-শক্তির বলেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই জ্ঞানশক্তির বলেই জগৎ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞান না হইলে জগৎ সৃষ্টি হইত না। বিশ্বের মূলে আছেন—চৈতন্যসত্তা। এই চৈতন্যসত্তার দৃষ্টিতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়; আবার সেই দৃষ্টি অপসারিত হইলেই সৃষ্টি বিলয়প্রাপ্ত হয়। তাই জ্ঞান আদিশক্তি।

সাধক এই মূল-শক্তি লাভের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন এই জ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণ হয়। এই জ্ঞান আসে—সেই জ্ঞান-স্বরূপ হইতে; তাই সেই ভগবানেরই নিকট সাধক জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কোনও কোনও স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—'হে ইন্দ্র! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলিয়া মান্য করি। কারণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ।' ভাষ্যে 'দস্যু' পদের অর্থ করা হইয়াছে—অসুর, যাহারা কর্ম্মের বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই মন্ত্রে প্রাচীন অনার্য্যদিগের উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে আমাদিগের মত যথাস্থানেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'পৃথিবী চিৎ' পদদ্বয়ে 'বিবরণকারের' মতানুসারে 'ত্রিলোকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৪অ-৩খ-৩দ-২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
সমেত বিশ্বা ওজসা পতিং দিবো য এক

১ ২র ৩ ১ ২
ইদ্ভূরতিথির্জ্জনানাম্।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
স পূর্ব্ব্যো নূতনমাজিগীষং তং বর্ত্তনীরনু

৩ ২ ৩ ২
বাবৃত এক ইৎ॥ ৩॥

• • •

গেয় গানং।

৪ ৫ ১ ৫ র ২ ১ ২ ১
১। সমাহাউ। আইৎবিশ্বাওজসা ৩। পতিম্বা ৩ ই। দিবা ২ ও ৪ঃ।

৩র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২
হাতেক। যএাইকা ১ঈ ২ ৎ। ভূরাতথিঃ। জনা ২ ওনা ৩৪ম্।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান আটটী। উহাদের নাম—"শৈখণ্ডিনে দ্বে" "অগ্নেৰ্ব্বিবর্ত্তো দ্বৌ," "মহাসাবেতসে দ্বে," "মহাবৈশ্রীবে দ্বে।"

৩র ২　১ ৭ ১　১র ২ র　২　২
হাহোই। সপুর্ব্বিয়া ২ঃ। নূত নমা। জিগা ২ ০ ইবা ০ ৩ ন্।

৩র ২　১ ২　—　১ ২র র　১ ২　২
হাহোই। ভংবার্ত্তা ১ নী ২ঃ। অনুপারুতে। আয়ে ০। কয়া-

২
উবা ৩। রুধে ১॥ ৩॥

॥০॥

৫ ৪র ৫ ৪ ৫র ৪র ৫　৪ ৫　৪ ৫　১ ২র　—　১
২। সমেত্তাবিশ্বা ওজসাপতিম্। এপাতীয়্। দিবয়া। হৌ ২। হৌ ৩

২　১ ১　২　১ ২　—　১র ২　১
হো ৩ বাই ৩ য়া। যথাইকা ১ঈ ২ ৎ। ভুরভিথিঃ। জনা ২ ৩

২　৫ —　১　২　২ ১　১　১ ৭　—　১র ২র
নাম্। হৌ ২। হৌ ৩ হো ৩ বাই ৩ য়া। সপুর্ব্বিয়া ২ঃ। নূতনমা।

১　২　—　১　২　২　১　২
জিগা ২ ৩ ইষান্। হৌ ২। হৌ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ বা। ভং-

১ ২　—　১ ২র র　৩ ২　২　২
বার্ত্তা ১ নী ২ঃ। অনুবারুতে। আয়ে ৩। কয়াউবা ৩। মহে ১॥ ৩॥

॥০॥

৫ ৪র ৫ ৪ ৫র ৪র ৫　৪ ৫　৪ ৫　র ২　—
৩। সমেত্তবিশ্বাওজসাপতিম্। এপাতীয়্। দাইবা ১ য়া ২। ঔ ২।

১　২　২　১ ২　১　২　—　১র ২
হৌ ৩ হো ৩ বা। ওমোবা। যথাইকা ১ঈ ২ ৎ। ভুরভিথিঃ।

১　২　—　১　২　২　১ ২　১ ২
জনা ২ ৩ নাম্। ঔ ২। হৌ ২ হো ৩ বা। ওমোবা। সপুর্ব্বা

—　১র ২র　১র　২　—　১　২
১ যা ৩ঃ। নূতনমা। জিগা ২ ৫ ইষান্। ঔ ২। হৌ ৩ হো ৩

২　১　২　১ ২　—　১ ২র র　১ ২
বা। ওমোবা। ভংবার্ত্তা ১ নী ২ঃ। অনুবারুতে। আয়ে ২।

২　১　৩ ১ ১ ১ ১
কয়াউবা ৩। মংহে ২ ৩ ৪ ৫। ৩॥

॥০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বাঃ' ( হে মম সর্ব্বাঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তয়ঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ বা ) 'দিবঃ' ( দ্যুলোকস্য ) 'পতিং' ( স্বামিনং ) 'ওজসা' ( বলেন, সৎকর্ম্মসাধনেন প্রার্থনয়া চ ) 'সমেত' ( গচ্ছত, প্রাপয়ত, অনুসরত ); 'এক ইৎ' ( একঃ অদ্বিতীয়ঃ এব ) 'যঃ' ( যঃ দেবঃ ) 'জনানাং' ( লোকানাং ) 'অতিথিঃ' ( অতিথিবৎপ্রিয়ঃ ) 'ভূঃ' ( ভবতি ) 'পূর্ব্যঃ' ( পুরাতনঃ, আদিভূতঃ ) 'সঃ' ( সঃ দেবঃ ) 'এক ইৎ' ( একঃ এব ) 'বর্ত্তনিঃ' ( বিজয়মার্গস্বরূপঃ সন্ ) 'আজিগীষন্তং' ( রিপূন্ জেতুমিচ্ছন্তং ) 'নূতনং' ( স্তোতারং ) 'অনুবাবৃত' ( অনুবর্ত্তয়তি, প্রাপ্নোতি ); ভক্তবৎসলং বিশ্বপতিং ভগবন্তং অহং পূজয়ে ইতি ভাবঃ। ( ৪অ—৩খ—৩দ - ৩সা )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তিসমূহ বা চিত্তবৃত্তিসমূহ! দ্যুলোকের স্বামীকে সৎকর্ম্মসাধনের ও প্রার্থনার দ্বারা অনুসরণ কর অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হও। একমাত্র যে দেবতা লোকসমূহের অতিথিবৎ প্রিয় হয়েন, আদিভূত সেই দেবতা একমাত্র বিজয়পথ-স্বরূপ হইয়া রিপুজয়েচ্ছু স্তোতাকে প্রাপ্ত হয়েন; ( ভাব এই যে—ভক্তবৎসল বিশ্বপতি ভগবানকে আমি যেন পূজা করি। )। ( ৪অ—৩খ—৩দ— সা )।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—তৃতীয়া সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ প্রজাঃ! 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'ওজসা' বলেন 'পতিং' স্বামিনমিন্দ্রং 'সমেত' স্তোত্রেণ হবিষা বা সম্যক্ প্রাপ্নুত। ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ' এক এব সন্ 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিঃ' অতিথিবৎ প্রিয়ো 'ভূঃ' ভবতি। 'পূর্ব্যঃ' পুরাতনঃ 'স' ইন্দ্রঃ 'আজিগীষন্তং' স্ব-শত্রূন্ জেতুমিচ্ছন্তং 'নূতনং' অস্মদীয়ং স্তোতারং প্রতি 'এক ইৎ' এক এব 'বর্ত্তনিঃ' মার্গঃ সন্ 'অনুবাবৃতে' অনুবর্ত্তয়তি। ৩।

* * *

## তৃতীয় ( ৩৭২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ তাঁহার সন্তানদিগকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। মানুষ একটুখানি অগ্রসর হইলে—অগ্রসর হইবার জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করিলে, তিনিও অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। মানুষ কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়, নিজের শক্তিতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। মানুষ দুর্ব্বল, মোহ-মায়ায় আচ্ছন্ন, সে চারিদিকে রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত, বিব্রত। প্রতিপদে বাধা-বিঘ্ন আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। সেই বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের নাই। তাহার এই

দুর্ব্বলতা বিশ্বপিতা ভগবান্ বুঝেন। তাই যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তাহাকে তিনি আপনার শক্তিদানে মোক্ষ-মার্গে চলিবার উপযোগী করিয়া তুলেন। ভগবানের এই অসীম করুণা না পাইলে মানুষ পাপের—রিপুর—দাসত্বই করিত। কিন্তু জগৎ-পিতার মঙ্গলময় বিধানে সে অগ্রসর হইতে পারে, আপনার লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু তাঁহার করুণা লাভের জন্য হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা চাই। 'আমাকে উদ্ধার কর', বলিয়া শুধু ডাকিলেই হইবে না। মুক্তি-ফল এত সহজলভ্য নয়। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চাই, হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাগত হওয়া চাই। যাঁহারা সত্যসত্যই রিপুজয় করিতে অভিলাষী, ভগবান্ নিজেই তাঁহাদিগের বিজয়মার্গ স্বরূপ হয়েন। "সঃ পূর্ব্ব্যঃ নূতনং আজিগীষন্তং বর্ত্তনীরনুবাবৃত এক ইৎ।" সেই পরম দেবতা মুমুক্ষু সাধককে নিজে পথপ্রদর্শক হইয়া মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। সুতরাং সাধকের যাত্রা বিজয়-যাত্রাই হয়। এখানে 'আজিগীষন্তং' পদটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধকের মনে পাপকে জয় করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তার পর, তাঁহাকে পাইবার উপায় কি? 'ওজসা সমেত' -শক্তি-দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। সেই শক্তি লাভ হয়—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও আন্তরিক প্রার্থনায়। তাই, যাঁহারা সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ, যাঁহারা রিপুজয়েচ্ছু, তাঁহারাই ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন।

এই মন্ত্রের মধ্যে 'অতিথিঃ' পদটী অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ অতিথির মত প্রিয় হয়েন। ইহার মধ্যে আমরা আর্য্যধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই। সেটা আতিথেয়তা। 'অতিথিঃ নারায়ণঃ স্বয়ং' বাক্যটী আজও হিন্দুমাত্রেই মান্য করেন। এই মন্ত্র হইতে ইতিহাসান্বেষীগণ প্রাচীন আর্য্যসমাজের উচ্চ সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাইয়া থাকেন। (৪অ—৩খ—৩দ—৩সা)।*

—— • ——

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩র ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য

১ ২ ′
চরামসি প্রভূবসো।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ন হি ত্বদন্যো গির্ব্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব

২ ৩ ২ ৩ ৩ ১২
প্রতি তদ্ধর্য্য নো বচঃ ॥ ৪ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটির গেয়গান তিনটী। উহাদের নাম—"ইন্দ্রায় প্রিয়াণি ত্রীণি।"

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১র — ১ ১র র র
১। ইমেত আ। দ্রোত্তেবয়ংপুরূ ২ ষ্টুতা ২। যেস্কাবত্যচরামগিপ্রভু
— ১ — ১৫ র র — ১ — র ১র
২ বাগা ২ উ। নহিস্বদস্যোগির্ব্বণোগিরা ২ঃ। গাঘা ২ হ। ক্ষোণী-
— ১ ৯ ৩২৯৩ ৫
রিবপ্রতিতদ্ধর্য্যনো ২ বাচা ২ঃ। বচাও ২৩৪ বা।
৪
হো ৫ ই। ডা॥ ৪॥

•.•

৫ র ৫ ২ ১র ১ ২ — ১ —
২। ইমেত আ। দ্রোত্তেবয়ংপুরু ষ্টুতা। য। ১ ইবা ২ রাভ্যঃ ২।
১ র ২ ১ র ১ ২ — ১ — ১ ২ র
চারামগিপ্রভু। বগাউ। না ১ হী ২ ম্বাদ ২ ন্। যোগির্ব্বণো-
১ ২ — ৩ — ১ ২ ১ ২
গিরঃ। সঘাৎ। ক্ষো ১ ণী ২ রাইবা ২। প্রতিতদ্ধ।
১র ২ ৩ ২
র্য্যনোবা ২ ৩ চা ২ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫॥

•.•

২ ১র ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ র র —
৩। ইমেতা ২ ৩ ইন্দ্রত্তেবয়ংপুরুষ্টুতোবা। যেস্বারাভ্যঃ ২।
১র ৪ ২র৩৫ ২ ১ —
চরামসী ২ ৩ প্রা ৩ ভুবগাউ। নহিত্বাদা ২ ন্।
৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ —
যোগির্ব্বণো ২ ৩ গৌতরঃ সঘৎ। ক্ষোণীরিবা ২।
১ ৪
প্রতিতদ্ধা ২ ৩। র্য্যনো ৫ বচাঃ।
৪
হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

•.•

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রভূবসো' (প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন) 'পুরুষ্টুত' (সর্ব্বৈঃ সম্পূজিত) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যে' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আরভ্য' (অবলম্ব্য) 'চরামসি' (চরামঃ, কর্ম্মণি প্রবৃত্তাঃ ভবামঃ); 'তে' (সর্ব্বে বয়ং) 'তে' (তব) 'ইমে' (অঙ্গীভূতাঃ, তদাশ্রয়প্রাপ্তাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ; 'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্) 'ত্বদন্যঃ' (ত্বত্তোহন্যঃ কশ্চনাপি) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'ন হি সঘৎ' (ন হি বিদ্যতে—ইহজগতি ইতি শেষঃ); যানি স্তোত্রাণি বয়ং উচ্চারয়ামঃ, তানি সর্ব্বাণি ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ; অতঃ 'ক্ষোণী ইব' (সর্ব্বেষাং ধারয়িত্রী পৃথ্বীমাতেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তৎ' (স্তুতিলক্ষণং ( 'বচঃ' (অস্মদুচ্চারিতং বাক্যং) 'প্রতি হর্য্য' (কাময়স্ব, গৃহাণ, শৃণু) ইতি শেষঃ; অয়ং ভাবঃ,—ভগবৎকর্ম্মণি অস্মাকং আসক্তির্ভবতু; অস্মাকং প্রার্থনা ভগবান্ শৃণোতু। (৪অ—৩খ—৩দ—৪সা)॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন, সকলের পূজ্য, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা যে সকল প্রার্থনাকারী আমরা আপনাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই; সে আমরা সকলেই আপনার অঙ্গীভূত (আশ্রয়প্রাপ্ত) হইয়া থাকি। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্! আপনার ভিন্ন কোনও স্তুতি ইহজগতে নাই; অর্থাৎ যে কোনও স্তুতিমন্ত্রই আমরা উচ্চারণ করি না কেন, সকলেই আপনাকে প্রাপ্ত হয়; অতএব সকলের ধারণকর্ত্রী পৃথ্বীমাতার ন্যায়, আমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিলক্ষণ বাক্যকে, আপনি গ্রহণ (শ্রবণ) করুন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-কর্ম্মে আমাদিগের আসক্তি হউক এবং ভগবান্ আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করুন)॥ (৪অ—৩খ—৩দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। সব্যাঙ্গিরস ঋষিঃ। 'প্রভূবসো' প্রভূতধন হে ইন্দ্র! অতএব 'পুরুষ্টুত' পুরুভির্ব্বহুভির্যজমানৈঃ স্তুত! 'যে' বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'আরভ্য' আশ্রয়ত্বা 'বল' 'বাচরামসি' চরামঃ যাগে সর্ব্বাবহে। 'তে' ইমে বয়ং 'তব' স্বভূতাঃ হে 'গির্ব্বণো' গীর্ভির্ব্বননীয়েন্দ্র! 'ত্বদন্য' ত্বত্তোহন্যঃ কশ্চনাপি 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'ন হি সঘৎ' ন হি প্রাপ্নোতি। অতস্ত্বং 'নোহস্মাকং' 'বচঃ' স্তুতিলক্ষণং 'প্রতিহর্য্য' কাময়স্ব 'ক্ষোণীরিব' যথা ক্ষোণী পৃথিবী স্বকীয়ানি ভূতজাতানি কাময়তে॥ (৪অ—৩খ—৩দ—৪সা)॥

* * *

# চতুর্থ ( ৩৭৩ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——†*†——

ভগবানকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, যাঁহাদের কর্ম্মমাত্র ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হয়, তাঁহারা ভগবানের সহিত অঙ্গীভূত হইয়া থাকেন, ভগবান তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে স্থান দেন। আমরা যখন আমাদিগের কর্ম্মমাত্রকেই ভগবানের অনুসারী করিতে পারিব, আমাদিগের সকল কর্ম্মই যখন ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইবে, তখনই আমরা ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইব, তখনই আমরা তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতে সমর্থ হইব। এ মন্ত্রে এই এক ভাব—এই এক নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রখ্যাত আছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'মানুষ! তুমি যে কিছু কর্ম্ম করিবে, সকলই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া যাও; তাহাই তোমার শ্রেয়ঃ-সাধক হইবে।'

মন্ত্রের আর এক ভাব এই যে,—জগতে যে কিছু স্তুতি মন্ত্র আছে, সকলই সেই ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হয়, সকলই সেই তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। তিনি ছাড়া সংসারে আর স্তুতির পাত্র কেহ নাই; উপাস্য একমাত্র তিনিই আছেন; তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা—উপাসনাই নহে। স্তব করিতে হয়, ভগবানকেই কর; উপাসনা করিতে হয়, ভগবানেরই উপাসনা কর। ভগবানের ভিন্ন অন্যের উপাসনা বৃথা—নিষ্ফল। মন্ত্র তাই বলিতেছেন—'উপাসনা যদি কাহারও থাকে, সে সেই ভগবানেরই উপাসনা; উপাসনা যদি কাহারও করিতে হয়, ভগবানেরই উপাসনা কর। স্তোত্রমন্ত্র যদি উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা উচ্চারিত হউক।' মানুষ যে মানুষের উপাসনা করিয়া বেড়ায়, দরিদ্র যে ধনবানের উপাসনা করিয়া ফেরে, দুর্ব্বল যে বলীয়ানের স্তুতি করিয়া থাকে, সে তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র। কেন-না, মানুষ কখনও কাহারও কোনও উপকার করে না; মানুষে কাহারও কোনও উপকার করিতেও পারে না। মানুষের দ্বারে ভিক্ষার্থী হওয়া—সে কেবল বিড়ম্বনা সার। এখানে এই ভাবে এই ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের উপসংহারে প্রার্থনা জানান হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তোত্র আপনি গ্রহণ করুন; সে স্তোত্র যদি বিকৃত অসম্পূর্ণও হয়, তাহাও উপেক্ষা করিবেন না। পৃথ্বীমাতা যেমন আপন ক্রোড়ে তাঁহার সকল সন্তানকে আশ্রয় দেন; অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, মূক হউক, বধির হউক, তাঁহার সকল সন্তানই যেমন তাঁহার অঙ্কে স্থান পায় শরণাপন্ন হইলে তিনি যেমন কাহারও প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না; আমাদিগের প্রার্থনা, সেইরূপভাবে যেন আপনাতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।' ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করিয়া আপনি সে পূজা গ্রহণ করুন।'

এই মন্ত্রটীতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা, 'হে ভগবন্! আমরা যেন আপনারই কর্ম্মে জীবন ন্যস্ত করিতে পারি,—আপনার জন্য করিয়াই আমরা যেন ধন্য হই।' দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র যেন আপনার উদ্দেশেই বিহিত হয়।' তৃতীয় প্রার্থনা, 'আমাদিগের

( মহনীয়ৈঃ বাক্যৈঃ ) তথা 'সুবৃক্তিভিঃ' ( শোভনস্তুতিবাক্যৈঃ, সৎকর্ম্মসমন্বিতয়া প্রার্থনয়া ) 'দিবে দিবে' ( প্রত্যহং, অনুক্ষণং ) 'অভ্যানূষত' ( অনুসরত, আরাধয়ত ); অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসারী ভবেয়ং ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ-৩খ ৩দ—৫সা )॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! অভীষ্টদায়ক, পরমধনসম্পন্ন, স্তবনীয়, প্রবর্দ্ধমান, সর্ব্বলোকারাধ্য, নিত্য, পূজনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে তোমরা মহনীয় বাক্য এবং সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনার দ্বারা অনুক্ষণ আরাধনা কর; ( ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবদনুসারী হই। )॥ ( ৪অ—৩খ—৩দ—৫সা )॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। 'বৃহতীঃ' প্রভূতাঃ 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতিলক্ষণা বাচঃ 'চর্ষণীধৃতং' চর্ষণীনাং মনুষ্যাণামভিমতফলপ্রদানেন ধারকং পোষকং। যদ্বা আক্রমণেন সর্ব্বামাত্য চর্ষণিবলং তদ্ধারকং 'মঘবানং' 'উক্থ্যং' উকথৈঃ শস্ত্রৈঃ শংসনীয়ং 'বাবৃধানং' বলধনাদিসম্পত্ত্যা প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানং 'পুরুহূতং' বহুভিঃ স্তোতৃভিরাহূতং 'অমর্ত্ত্যং' মরণধর্ম্মরহিতং 'সুবৃক্তিভিঃ' শোভন স্তুতিবাক্যৈঃ 'দিবে দিবে' প্রত্যহং 'জরমাণং' স্তূয়মানং তং ইমং 'ইন্দ্রং' 'অভ্যানূষত' অভিতঃ সর্ব্বে স্তুবন্তু। ( ৪অ-৩খ-৩দ—৫সা )॥

* * *

# পঞ্চম ( ৩৭৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—:Ÿ:—

ভগবান—'চর্ষণীধৃতং।' ঐ পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা—'চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং অভিমতফলপ্রদানেন ধারকং পোষকং।' আমাদিগের মতও তাহাই; তবে 'চর্ষণী' পদে আত্মোৎকর্ষকারী অর্থাৎ সাধক—স্তোতা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেও অনেক আলোচনা হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং 'চর্ষণীধৃত' পদের অর্থ দাঁড়াইল এই যে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অভিলাষপূরণকারী দেবতা। আকাঙ্ক্ষা বাসনা কামনা প্রত্যেকেরই আছে, প্রত্যেকেই আপনার অভিমত পথে চলিতে চায়—আপনার ইচ্ছামত ফল লাভ করিতে সকলেই ব্যগ্র। কিন্তু কাহারও অভিলাষ পূর্ণ হয়, আর কাহারও আকাঙ্ক্ষা যে শুধু অপূর্ণই থাকিয়া যায়, তাহা নহে; তাহা অপার দুঃখেরও সৃষ্টি করে। কিন্তু এমন হয় কেন? আমরা মনে করি, ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত 'চর্ষণীধৃত' বিশেষণটীর আলোচনায় এই 'কেন' এর উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসাধন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত, যাঁহারা সত্যসত্যই নিজেকে উন্নত ও পবিত্র করিবার জন্য তদনুরূপ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়,—তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন। কাহারও ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কাহারও

ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, তাহার কারণ এই যে, যে ইচ্ছা বিশ্বমঙ্গল নিয়মের অনুগত, সেই ইচ্ছাই অনুকূল শক্তির সাহায্যে সফলতা লাভ করে; আর যাহা বিশ্বনীতির পরিপন্থী, তাহা প্রতিকূল সেই প্রবল শক্তির সহিত সঙ্ঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।

আত্মোৎকর্ষকারী সাধকদিগের মনোবাসনা পূর্ণ হয় এই জন্য যে, তাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পান, ভগবানের মঙ্গলময় নীতির অনুসরণ করিতেই মানবের চরম সার্থকতালাভ সম্ভবপর হয়। আত্মোৎকর্ষের চরম অর্থ—সেই পরম চৈতন্যসত্তার উপলব্ধি করা। জগতের মূলে যে বিশ্বচৈতন্য আছেন,—যাঁহার প্রকাশ এই জগৎ, সেই চৈতন্য-সত্তাকে হৃদয়ে অনুভব করাতে তাঁহার সহিত মানবের প্রকৃত সম্বন্ধ অনুভব করাতে মানুষের সকল সাধনার সার্থকতা নিহিত আছে। সুতরাং সাধকগণের কর্ম্ম 'চর্ষণী বাকা'—তাঁহাদিগের সমস্ত সত্তাই ভগবদভিমুখী হয় কাজেই সেই অনুকূল বিশ্বশক্তির সাহায্যে তাঁহারা সহজেই অভীষ্টসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া না হওয়া অনেকটা নির্ভর করে ইচ্ছাকারীর উপরে যাঁহার ভগবানের নিত্যনীতির উপরে তাহার চরম সার্থকতা নির্ভর করে। তাই ভগবান 'চর্ষণী...' পক্ষান্তরে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের কৃপার সামঞ্জস্য-বিধান 'চর্ষণীধৃতং' পদে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহার পরিচালনের জন্য অনন্ত অখণ্ডনীয় নিয়ম সৃষ্টি করিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকেন কিনা—এ প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে। তাহার বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শুধু এই বলিতে পারা যায়, তিনি দুর্বল মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করেন; তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য তিনি তাঁহার স্নেহের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন, মানুষের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদে। মানুষকে তিনি কঠোর নিয়তির প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। দুর্বল ... মানুষকে তিনি জ্ঞানদান করিয়া সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য প্রদানে তাহাকে বিশ্বমঙ্গল-নীতির অনুগত করিয়া লয়েন। তখন মানুষের আকাঙ্ক্ষা কামনা উর্দ্ধাভিমুখী হয়; সুতরাং তাহার অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ঐখানেই ভগবানের কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপেই ভগবানের কৃপার তাঁহার অখণ্ডনীয় নীতির সামঞ্জস্য বিধান হয়।

কিরূপভাবে ভগবানের আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপা লাভ হয়, তাহার উত্তর মন্ত্রমধ্যস্থিত 'দিবে দিবে' পদে পাওয়া যায়। অনুক্ষণ তাঁহার আরাধনা করিব, প্রত্যেক কার্য্য তাঁহার আরাধনা মনে করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রত্যেক নিত্যনৈমিত্তিক সৎ ... তাঁহার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয়, তবেই তাঁহার কৃপালাভ করা যায়। এইরূপভাবে সাধনা করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনই এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। এই স্থলে 'চর্ষণী' পদের 'চাষা' অর্থ কেহই গ্রহণ করেন নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। (৪অ-৩ব—৩দ—৫সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়ে, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান—একটী। উহার নাম—"বাইতকশ্যপম।"

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা ব ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্য্যুবঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সধ্রীচীর্ব্বিশ্বা উশতীরনূষত।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
পরিষজন্ত জনয়ো যথা পতিং মর্য্যং ন

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ৬ ॥

• . •

গেয়-গানং।

৫ র ৫ ২ ১ র র র — ১ —
১। অচ্ছাবইন্দ্রম্মতয়ঃস্বর্য্যুবা ৬ এ। সধ্রীচীর্ব্বিশ্বাউশতীরনূ ২ ষাতা ২।

১ র — ১ — ১ ২
পরিষজন্ত ত জনায়া যথা ২ পাতী ২ মূ। মর্য্যম্না ২ ৩ঃ শু।

১ ২ ১ ^ ৩ ২ ৫ র র
ধ্যুম্ম। ঘবা ২। নমূ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১
তয়া ৩ ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

• . •

১ র ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র ১ ১
২। আ ২ ৩ ৪। চ্ছাবইন্দ্রম্ম। তয়াঃ। সুবর্য্যুবা ২ ৩ঃ। সা ২ ৩ ৪।

র ৫ র ৪ ৫ র ৪ ৫ ২ র ১ র ১
ধ্রীচীর্ব্বিশ্বাউ। শতীঃ। আনূষতা ২ ৩। পা ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫ ২ র ১ র ১
রিষজন্তজ। নয়াঃ। যাথাপতা ২ ৩ ইম্। মা ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র ১ র ২
র্য্যমশুংধ্যুম্ম। ঘবা। নামূতয়া ৩ ১ উ।

১ ১ ১ ১
বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বর্য়ুবঃ' ( মোক্ষদায়িন্যঃ ) 'উশতীঃ' ( মুক্তি-বিধায়িন্যঃ ) 'সধ্রীচীঃ' ( ভগবতি সঙ্গতাঃ ) 'বিশ্বা' ( সর্ব্বতোব্যাপ্তাঃ ) 'মতয়ঃ' ( স্তুতয়ঃ ) 'যথা' ( সর্ব্বতোভাবেন ) 'ইন্দ্রং' ( পরমৈশ্বর্য্য-শালিনঃ ভগবন্তং ) 'অচ্ছানুষত' ( প্রাপ্নুবন্তু ); 'জনয় ন মর্য্যং পতিং' ( জায়াঃ যথা মরণধর্ম্মশীলং পতিং ) 'পরিষজন্ত' ( আলিঙ্গন্তু ) তদ্বৎ মদুচ্চারিতাঃ তাঃ স্তুতয়ঃ 'শুন্ধ্যুং' ( নিত্যপূতং ) 'মঘবানং' ( পরমধনস্বামিনং ) 'ঊতয়ে' ( রক্ষণায়, অস্মাকং মোক্ষপ্রদানায় ইত্যর্থঃ ) প্রাপ্নুবন্তু ইতি শেষঃ; কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুমঃ তদ্বিধেয়ঃ ইতি ভাবঃ ॥ ( ৪অ - ৩খ - ৩দ—৬সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদায়ক মুক্তিবিধায়ক ভগবানে সঙ্গত সর্ব্বব্যাপী স্তুতিসমূহ সর্ব্বতোভাবে পরমৈশ্বর্য্যশালী-ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। জায়া যেমন তাহার মরণধর্ম্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করে, আমার উচ্চারিত সেই স্তুতিসমূহ, আমাদের মোক্ষদানের জন্য, পরমধনস্বামী ভগবানকে প্রাপ্ত হউক। ( ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হই )॥ ( ৪অ—৩খ—৩দ—৬সা )॥

সায়ণ-ভাষ্যং। - ষষ্ঠং সাম। কৃষ্ণ-আঙ্গিরস ঋষিঃ। 'স্বর্য়ুবঃ' স্বর্গেণ মিশ্রয়িত্র্যঃ 'সধ্রীচীঃ' সঙ্গতাঃ বিশ্বা ব্যাপ্তাঃ 'উশতীঃ' কাময়মানাঃ 'মতয়ঃ' স্তুতয়ঃ 'ইন্দ্রং' ঈশ্বরং 'অচ্ছানুষত' অভিষ্টুবন্তি। কিঞ্চ 'জনয়ো' জায়াঃ যথা 'পতিং' ভর্ত্তারং 'মর্য্যং ন' যথাচ 'শুন্ধ্যুং' শুদ্ধং দোষ-রহিতং 'মঘবানং' ধনবন্তং 'ঊতয়ে' রক্ষণায় 'পরিষজন্ত' আলিঙ্গন্তি। ছান্দসো-লোট্। যদ্বিদ্যেং যে স্তুতয়ঃ পরিষজতে। 'পরিষজন্ত', 'পরিষ্বজতে' ইতি চ পাঠৌ ॥ ( ৪অ—৩খ—৩দ—৬সা )॥

## ষষ্ঠ ( ৩৭৫ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সদ্ভাবমণ্ডিত কর্ম্ম ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—আমাদের কর্ম্ম যেন আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়,—সৎকর্ম্ম প্রভাবে আমরা যেন ভগবানে লীন হইতে পারি।

সদ্ভাবমণ্ডিত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত প্রার্থনাই ভগবৎ চরণে পৌঁছে। প্রার্থনার সফলতা-লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। প্রার্থনার উপর কতটুকু বিশ্বাস থাকিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়, ইহা দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। 'আমি ত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ওগো রাজাধিরাজ! এই অধমের প্রার্থনা কি তোমার সিংহাসনতলে পৌঁছায়? তুমি

কি আমার ক্রন্দন শুনিতে পাও? প্রভো! আমার নিবেদন—আমার প্রার্থনা যেন তোমার চরণে পৌঁছে, তোমাকে পূজা করিবার আমার দুর্ব্বল চেষ্টা যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়।'

কিরূপ প্রার্থনা ভগবানের চরণে পৌঁছিবে, উপমায় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'জনয়ো পতিং মর্যাং ন'; অর্থাৎ,—'জায়া যেমন স্বামীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন, তেমন প্রীতি, তেমন ঐকান্তিকতা না থাকিলে কি ভগবানের করুণা লাভ করা যায়?—না, প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে! সাধক তাই কহিতেছেন,—আমি যেন তেমনই প্রার্থনা করিতে পারি,—আমার সে প্রার্থনা যেন আমাকে ভগবানের সহিত মিলাইয়া দেয়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—পার্থিব উপমার দ্বারা কি ঈশ্বরপ্রেমের তুলনা হয়? হয় না সত্য, কিন্তু প্রেমের প্রগাঢ়তা সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ পার্থিব উপমার প্রয়োজন। বিশেষতঃ এখানে উপমার সাহায্যে উপমার অতীত বস্তুকে প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই বস্তু—মধুর রস। ভক্তির চরম অবস্থাই এখানে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধনার পঞ্চপ্রকারের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—সাধকের সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষণীয়। তাই এখানে বলা হইয়াছে—আমি যেন তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া, বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করি এবং তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমার কর্ম্মচেষ্টাকে প্রধাবিত করিতে পারি। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' আমি যেন তেমনি ভাবে তোমার অভিমুখে যাইতে পারি, যেমন করিয়া নিত্যবৃন্দাবনে গোপীগণ ব্যাকুলভাবে তোমার পানে ছুটিয়া যায়। তোমার চেয়ে প্রিয়তর যেন আমার আর কিছু না থাকে, তোমাতেই যেন আমার সমস্ত কামনা-বাসনা পর্য্যবসিত হয়।'

সাধকগণ যোগাভিলাষী হইয়া কিরূপে একত্র মিলিতভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। এই একত্র মিলিত হওয়ার একটা বিশেষ অর্থ আছে। সাধু উদ্দেশ্যে মিলিত লোকদিগের সমবেত প্রার্থনা দ্বারা যে পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা অভীষ্ট-সাধনের পক্ষে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত প্রার্থনা হইতে সমবেত প্রার্থনার শক্তি সেইজন্য অনেক বেশী। সাধারণতঃ মিলিত শক্তির এই ভাবটুকু প্রদর্শন করিবার জন্যই এই উপমার উল্লেখ করা গিয়াছে।

'জনয়োঃ পতিং মর্যাং ন'—এই উপমা বাক্যে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। ঐ বাক্যের আমরা অর্থ করিয়াছি,—'জায়া যেমন মরণধর্ম্মশীল পতিকে আলিঙ্গন করে।' এতদ্বাক্যে সহমরণ-প্রথার আভাষ পাওয়া যায়। তখন যে এই ভারতবর্ষে পতির সহিত চিতারোহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল,—এই বাক্যে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা ভাষ্য ও আমাদিগের মন্ত্রানুসারী ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। (৪অ—৩খ-৩দ-৬সা)॥ *

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রিচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"ক্রোশদশুবে দ্বে।"

সপ্তমং সাম।

১ ২উ　৩১　২ ৩ ২ ২৩১ ২
অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং

৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩২
গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম।

৩ ২ ৩ ২ ৩১২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষং ভুজে

২র ৩ ১র ২র
মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চ্চত ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ২ ১ — ২ ৩ র
অভিত্যা ৩ স্মোষংপুরুহূ। তমৃগ্মায়া ২ মৃ। ইন্দ্রং গীর্ভাইঃ। মদতাবস্বা

১ ৭ ২ ৩র ২ র র
৩ আর্ণবম্। ও ৩ ৪। হাহোই। যস্যদ্যাবো ন বিচরন্তো ৩

১ ৭ ২ ৩র ২ র
মানুষম্। ও ৩ ৪। হাহোই। ভুজে মংহিষ্ঠমভি-

১ ^ ৩ ২ ৫র র
বিপ্রমর্চ্চত। হুবা ২। ভিবা ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫
উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৭ ॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'মেষং' (স্পদ্ধমানং, তেজস্বিনং, শত্রুস্তম্ভনকারকং) 'পুরুহূতং' (সর্ব্বপূজ্যং) 'ঋগ্মিয়ং' (স্তুতিভিঃ স্তূয়মানং) 'বস্বঃ অর্ণবং' (ধনানাং আধারস্থানং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'মদতা' (মদত, হর্ষং প্রাপয়ত); 'যস্য' (ভগবতঃ—অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'মানুষং' (মনুষ্যানাং হিতসাধকানি কর্ম্মাণি) 'দ্যাবো ন' (দিবকরাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ ইব) 'বিচরন্তি' (সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তন্তে); 'ভুজে' (ভোগায়, সুখনিমিত্তায় – আত্মানং অপরেষাং চ ইতি যাবৎ) 'মংহিষ্ঠং' (অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) 'বিপ্রং' (জ্ঞানরূপং জ্ঞানাধারং) 'অভি অর্চ্চত' (সর্ব্বতঃ পূজয়ত, আরাধয়ত)। ভগবদারাধনা সর্ব্বেষাং সুখদায়িকা। অতঃ, হে জীব! ত্বং সদৈব ভগবদারাধনাপরো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৪অ—১খ—৩দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তেজস্বী (শত্রুস্তম্ভনকারী), সকলের পূজনীয়, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান, সকল ধনের আধারস্থান, সেই ভগবানকে তোমরা স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আনন্দ-দান কর। যে ভগবানের অনুকম্পায় মনুষ্যগণের হিতসাধক কর্ম্মসমূহ, হিতকর সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে; আপনার এবং অপর সকলের সুখের নিমিত্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞানাধারকে তোমরা সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক; ভাব এই যে,—'ভগবানের আরাধনা সকলের সুখদায়ক; অতএব, হে জীব! তুমি সদাকাল ভগবদারাধনায় তৎপর হও।') ॥ (৪অ—৩খ—৫দ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। সব্য ঋষিঃ। 'ত্যং' তং প্রসিদ্ধং 'মেষং' শত্রুভিঃ স্পর্দ্ধমানং। যদ্বা কণ্বপুত্রং মেধাতিথিং যজমানমিন্দ্রো মেষরূপেণাগত্য তদীয়ং সোমং পপৌ। স ঋষিস্তং মেষ ইত্যবোচৎ অত ইদানীমপি মেষ ইন্দ্রোবিধীয়তে। মেধাতিথের্মেষেতি সুব্রহ্মণ্যা মন্ত্রৈকদেশস্য ব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে 'মেধাতিথিং হ কাণ্বং মেষো ভূত্বা জহারেতি।' আগত্য সোমং অপহৃতবানিত্যর্থঃ।] 'পুরুহূতং' বহুভির্যাজমানৈরাহূতং 'ঋগ্মিয়ং' ঋগ্‌ভির্ব্বিক্রিয়মাণং স্তূয়মানমিত্যর্থঃ। ঋচা হি দেবতা বিক্রীয়তে (যদ্বা ঋগ্‌ভির্মীয়তে ঋগ্মীঃ তং) 'বস্বো অর্ণবং' ধনানামাবাসভূমিং। এবং শব্দাৎ ইতি গুণবিশিষ্টমিন্দ্রং হে স্তোতারঃ! 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ 'অভিমদত' অভিমুখেন হর্ষং প্রাপয়ত। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'কর্ম্মাণি' মানুষং (জাতোকবচনং) 'মানুষাণি' মনুষ্যাণাং হিতানি 'বিচরন্তি' বিশেষেণ বর্ত্তন্তে। অত্র দৃষ্টান্তঃ—'দ্যাবো ন' যথা সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ সর্ব্বেষাং হিতকরাঃ 'ভুজে' ভোগায় 'মংহিষ্ঠং' অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং 'বিপ্রং' মেধাবিনং। তথাবিধমিন্দ্রং 'অভ্যর্চ্চত' অভিপূজয়ত॥ ৭॥

* * *

## সপ্তম (৩৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:*:†——

ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থসমূহে প্রকাশ,—এই মন্ত্রটী ঋত্বিক-গণকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। যজমান অথবা পুরোহিত যেন তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—'তোমরা স্তবাদির দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট কর। যদি বিষয়-ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও, মনুষ্যদিগের হিতের জন্য তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে।'

এই মন্ত্রের 'মেষং' পদ দৃষ্টে, পুরাণের একটা উপাখ্যানের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ-তত্ত্ব খ্যাপন করা হয়। মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে মেষের আকার ধারণ করিয়া ইন্দ্র সোমপান

করিয়াছিলেন—এবম্বিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ, এই মন্ত্রের 'ভুজে' পদ হইতে 'আমাদিগের ভোগের জন্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া, তদুপযোগী দ্রব্যাদি পাইবার কামনা প্রকাশ পায়। 'মদত' (মদতা) আর 'অর্চত' ক্রিয়াপদ মধ্যমপুরুষের বহুবচনের হওয়ায়, মন্ত্রে ঋত্বিক্-গণের সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

আমরা মন্ত্রান্তর্গত প্রোক্ত পদ-কয়েকটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ্' ধাতু হইতে 'মেষং' পদের ব্যুৎপত্তি। ঐ পদে 'শত্রুস্তম্ভনকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। ভগবানের বা ভগবদ্বিভূতি দেবভাবসমূহের নিকট কামাদি রিপুশত্রুগণ যে স্তম্ভিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মেষং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'ভুজে' পদ ভোগার্থক বলিয়াই স্বীকার করিতেছি; তবে ওখানকার প্রতিবাক্যে 'ভোগায় সুখনিমিত্তায়—আত্মানং অপবেষ্যাঞ্চ' যে পদ ব্যবহার করিয়াছি, তদ্দ্বারাই ভাবসঙ্গতি ও অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইয়া থাকে। তার পর, 'মদত' ক্রিয়াপদদ্বয় দেখিয়া, কেনই বা ঋত্বিকাদিকে আহ্বান করিয়া আনিব? প্রার্থী আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,- ইহাই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ।

আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বেদমন্ত্র ত্রিবিধ লক্ষ্য লইয়া প্রকটিত। সে তিন লক্ষ্য—(১) প্রার্থনা, (২) ভগবন্মহিমা—(নিত্যসত্যতত্ত্ব) প্রকাশ, (৩) আত্মোদ্বোধন। সকল মন্ত্রগুলিকেই এই তিনের অন্তর্গত একের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই দৃষ্টিই শুষ্ঠু সদর্থ আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। এ পক্ষে, এ মন্ত্রে ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত আছে; এবং তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রার্থ-বিষয়ে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৪অ—৩খ—৩দ—৭সা)। *

—•—

অষ্টমং সাম।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৪র
ত্য৺ সু মেষং মহয়া স্বর্বিদ৺ শতং যস্য

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
সুভুবঃ সাকমীরতে।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অত্যং ন বাজ৺ হবনস্যদ৺ রথমেন্দ্রং

৩ ১২ ২ ১ ২
ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সোম সাম।"

গেয়-গানং।

৫॰ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ২ ১ — ১ র ১ ২
ত্যু৺সূ ৩ মেনস্মহয়া। স্তুবর্ব্বাইদা ২ মৃ। শতং যন্ত সুভ্বঃ সাকা ৩ মাইরা

— র ১ ২
১ তা ২ ই। অত্যম্বাজ৺হ্বনস্যা ৩ দা৺রা ১ থা ২ মৃ।

১ ২ ১২র১ ২ ১ ৩
আইন্দ্রং বরুত্যাম। বসায়ে ৩। সূ ২ বু ১ ৩৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ক্তী ২ ৩৪ ভীঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যন্ত' (ভগবতঃ, তমুদ্দিশ্য ইতি যাবৎ) 'শতং' (শতসংখ্যাকাঃ, অসংখ্যা ইতি শেষঃ) 'সুভ্বঃ' (স্তোতারঃ) 'সাকং' (সহৈব, যুগপদেব) 'ঈরতে' (স্তুতৌ প্রবর্ত্তন্তে, স্তুবন্তি), 'তং' (শ্রেষ্ঠং) 'মেহঃ' (মহাপ্রভাবসম্পন্নং) 'স্বর্ব্বিদং' (স্বর্গস্য লম্ভয়িতারং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'সু মংয়া' (সম্যক্ পূজয়ঃ, সর্ব্বতঃ আরাধয়ঃ) ত্বমিতি শেষঃ; 'অবসে' (আত্মরক্ষায়, পরিত্রাণলাভায়) 'অত্যং' (ক্ষিপ্রগতিশীলং, যদ্বা—অতিত্বরয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপকং) 'ন' (ইব, যথা) 'বাজং' (শব্দং, যদ্বা—সৎকর্ম্মজাতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'সুবৃক্তিভিঃ' (সুস্তোত্রৈঃ, সাত্ত্বিকীভিঃ পূজাভিঃ) 'হবনস্যদং' (সদ্ভাবপ্রাপকং, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং) 'রথং' (হৃদয়ং, কর্ম্মরূপং যানং—প্রতি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, ত্বরয়া) 'ববৃত্যাং' (আনয়তাং)। মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকো মনঃসম্বোধনসূচকঃ। অয়ং ভাবঃ,—হে মনঃ! আলস্যং পরিত্যজ; ত্বরয়া সৎকর্ম্মনিরতো ভব; তব সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ ত্বাং ক্ষিপ্রং উদ্ধরেৎ। (৪অ-৩খ-৩দ—৮সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য স্তোতা সর্ব্বদা স্তব করিতেছে; শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, স্বর্গ-প্রদাতা, সেই ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর; আত্মরক্ষার জন্য—পরিত্রাণ-লাভের জন্য, ক্ষিপ্রগতিশীল শব্দের ন্যায় (অথবা, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যেমন অতি-ত্বরায় ভগবৎসান্নিধ্য প্রদান করে, সেইরূপ-ভাবে) সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীল কর্ম্মরূপ যানের প্রতি অথবা হৃদয়ে সেই ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) ত্বরায় আনয়ন কর। মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধন-মূলক; মনঃ-

সম্বোধনসূচক। ভাব এই যে,—'হে মন! তুমি আলস্য পরিত্যাগ কর; শীঘ্র সৎকর্ম্মপরায়ণ হও; তোমার সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান্ ত্বরায় তোমায় উদ্ধার করিবেন।)॥ (৪অ—৩খ—৩দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং॥ অষ্টমং সাম। সপাদবিঃ। 'ত্বাং' ত্বং হে সখে 'মেষং' শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং 'স্বর্বিদং' স্বর্গাদলোকো যোর্ব্বা তস্য বেদিতারং লব্ধারং বা। যথা ধঃ সুষ্টু অরণীয়ং পদং তস্য লম্ভয়িতারং॥ এবংগুণবিশিষ্টমিন্দ্রং হে অধ্বর্য্যো। 'সু মহয়' সম্যক্ পূজয়। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'অত্যং' শতসংখ্যাকাঃ 'আনবোবাং' পতি অংশ্যবামি কীদৃশং? 'বাজং' 'ভবমানং' ভগবমাহ্বানং বাণং বা প্রতি বেগেন গচ্ছন্তং। গমনে দৃষ্টান্তঃ—'অত্যামবাজং' গমনসাধনমশ্বমিব 'মহয়' পূজয়॥ (৪অ—১প . ৩দ—৮সা)॥

• • •

## অষ্টম (৩৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

————•:§•§:•————

এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে তিনটী গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম—মন্ত্রের সম্বোধন। দ্বিতীয়—'মেষং' পদ। তৃতীয়—'অত্যং ন বাজং' উপমা। মন্ত্রের প্রথম পাদে 'মহয়' (মহয়) এই যে ক্রিয়াপদ আছে, উহা লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনান্ত। সুতরাং ভাষ্যকার এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই মন্ত্রে 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করিয়া (পুরোহিতই হউন আর যজমানই হউন) ইন্দ্রদেবের পূজার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি,—প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনকে বা আত্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট হইতে বলিতেছেন। বলিতেছেন,—'হে আমার মন! হে আমার আত্মা! ঐ দেখ, অসংখ্য নরনারী ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কেন এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? যদি শ্রেয়ঃ চাও, যদি স্বর্গাদির অভিলাষ থাকে, এখনও ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। কেন না, তিনিই মহাপ্রভাবসম্পন্ন; তিনিই স্বর্গাদি সুখের প্রদাতা।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এই ভাবই পাইলাম। বলা বাহুল্য, এই অংশের 'মেষং' পদে দেবতাকে মেষ (ভেড়া) বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তিনি যে শত্রুর অভিভবকারী, তিনি যে পরমশক্তিশালী, ঐ পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করা গিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের 'অত্যং ন বাজং' বাক্যাংশ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। সায়ণ বলেন 'অত্যং' পদে, অশ্ব বুঝায়। কিন্তু 'বাজং' পদেও তো অশ্ব বুঝায়! যাহা হউক, ব্যাখ্যাদিতে 'অত্যং' পদটী অশ্বার্থে এবং 'বাজং' পদটী গতিশীল ভাব বুঝাইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় তাঁহাকে যেন আনিতে পারি। মন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় পাদের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়, পাঠকগণই কল্পনা করিয়া লইবেন।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ যথা,—

"সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত শোভন স্তব দ্বারা, অতি বেগে যজ্ঞগামী যে রথ তাহার নিকটে অশ্বের ন্যায়, যেন আনয়ন করিতে পারি।"

এ অনুবাদে কোনও ভাব উপলব্ধ হয় কি? যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে আরও একবিধ অনুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই;—

"তাঁহার রথ গমনশীল অশ্বের ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার হেতু ইন্দ্রকে সেই রথে উঠিবার জন্য অনেক স্তুতি দ্বারা অনুরোধ করিতেছি।"

'অত্যং ন বাজং' উপমায় এবং মন্ত্রাংশে কি ভাব প্রকাশ পাইল, উদ্ধৃত অনুবাদে ও সায়ণ-ভাষ্যেই তাহা প্রতীত হইবে।

আমরা কিন্তু ঐ ভাবে সঙ্গতি দেখি না। গমনশীল অশ্বের ন্যায় রথের আগমন—এতদ্বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। আমরা 'অত্যং' পদে এবং 'বাজং' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহার যৌক্তিকতারই বিষয় কহিতেছি। 'অৎ' ধাতু হইতে 'অত্যং' পদ নিষ্পন্ন। 'অৎ' ধাতু অতিগমনশীলতার ভাব প্রকাশ করে। আমরা তাই ঐ পদে 'ক্ষিপ্রগতিশীলং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দেবতার প্রসঙ্গে, দেবতার উপস্থিতি-সঙ্ঘটন-উপলক্ষে, ঐ পদ প্রযুক্ত বলিয়া উহাতে 'অতিত্বরয়া ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপকং' ভাব আসে। যথা-অভিধানে তাহাই আমরা খ্যাপন করিয়াছি। এইরূপ, 'বাজং' পদে আমরা দুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। ঐ পদে সৎকর্ম্ম সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানকে যে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। পরন্তু, ঐ পদের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—'শব্দ'। সে অর্থও এখানে গ্রহণ করিলে উপমায় সুসঙ্গত ভাব অধ্যাহৃত হয়। শব্দের গতি যে অতি দ্রুত, তাহা বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিদিত। সে পক্ষে, "অত্যং ন বাজং" বাক্যাংশে, 'শব্দের ন্যায় ত্বরিত-গতি-বিশিষ্ট' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে আবার 'বাজং' পদে 'সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিলে, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যে ত্বরিতগতিতে ভগবৎ-প্রাপক হয়—'অত্যং ন বাজং' পদত্রয়ে এই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বেদমন্ত্র এবম্বিধ ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রাংশ ঐ ভাবেরই দ্যোতক।

একণে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে আমরা যে অর্থ, যে ভাব, গ্রহণ করিয়াছি, অবশ্যই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রার্থে আমরা বুঝিতে পারি, সকল ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ, মন্ত্রাংশের লক্ষ্য—ইন্দ্রদেবকে ত্বরিতগতিতে আনয়ন। কি উপায়ে বা কি প্রকারে তিনি সংবাহিত বা আনীত হইবেন, 'সুবৃক্তিভিঃ' পদে তাহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ পদের অর্থ—সুস্তুতির দ্বারা বা সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা। তার পর লক্ষ্য করুন - তিনি আনীত বা সংবাহিত হইবেন কোথায়? উত্তর 'হবনস্যদং রথং' (প্রতি)। 'হবন' এবং (ক্ষরণার্থক বা প্রস্রবণার্থক) 'স্যন্দ্' ধাতু হইতে 'হবনস্যদং' পদ ব্যুৎপন্ন। যাহা ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহাই 'হবন'। সে পক্ষে প্রকৃত 'হবন'—সে কোন্ সামগ্রী? শুদ্ধসত্ত্বই (বিশুদ্ধা ভক্তি প্রভৃতিই) কি প্রকৃষ্ট 'হবন' নহে? এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই 'হবনস্যদং' পদের প্রতিবাক্যে 'শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং' বা 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রস্রবণং' প্রভৃতি পদ পাওয়া যাইতে পারে। এখন 'রথং' পদের সার্থকতা অনুধাবন করুন দেখি। যথা

হইয়াছে—রথ খানি 'হবনস্যাদং'। ঐ বিশেষণেই বুঝা যায়, 'রথং' পদ এখানে রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে রথ শুদ্ধসত্ত্ব-ক্ষরণশীল, যে রথ সত্ত্বভাবের প্রস্রবণ-স্বরূপ, যে রথ ভগবানের আকাঙ্ক্ষণীয়—তাহাই 'হবনস্যাদং রথং'। বিচার করিয়া দেখুন দেখি—চিন্তা-চর্চা করিয়া নির্দ্ধারণ করুন দেখি, সে রথ খানির স্বরূপ কি? 'হবন' অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষরিত হয় কোথা হইতে? সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হইবার স্থানই বা কোথায়? বলা হইল—সে 'রথং'। এখানে এক হৃদয়কে বুঝাইতে পারে, আর এক কর্ম্মকে লক্ষ্য করে। হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হয়—হৃদয়কেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্রবণ বলা যাইতে পারে। অতএব, এখানে 'রথং' পদে কর্ম্ম বা হৃদয় দুই লক্ষ্যই প্রাপ্ত হই।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রে একটা উৎকৃষ্ট প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায় যে,—'আমরা যেন এমন ভাবের সাত্ত্বিকপূজার কর্ত্তা হইতে পারি, যে পূজার ফলে আমাদিগের হৃদয় বা কর্ম্ম-সকল শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং সেই হৃদয় বা কর্ম্ম মধ্যে যেন ভগবান আসিয়া বিরাজ করেন।' মন্ত্রাংশে এমনই উচ্চ-কামনা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৪অ-৩খ-৩দ ৮সা)।*

---

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতবতী ভুবনানাং অভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে

৩ ২ ৩ ১ ১
অজরে ভূরিরেতসা ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৩ ৫ ৪ ২ ৩১র২৫র ২ ১র র র র
১। ঘৃতব। তা ৩ ইভুবনানাম্। আভিশ্রিয়া। উর্ব্বীপৃথ্বীমধুদুঘেসুপেশসা

১ র র র ২র১ ১ ২১
২ ৩ হোই। দ্যাবাপৃথিবীবরুণা। ধর্ম্মণা ১ ৩। হোই। বিষ্কাভা

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি। ইহার নাম—"গৌতমম্।"

২ ১ ২র ১র ২ ২ ২
২ ৩ তে। আজরে। ভূরি। রায়ে ৩। তসাউবা ৩। এ ৩।
১ ২ ১ ২১র ২র৩ ১ ১ ১ ১
ইন্দুঃ সমুদ্রমূর্ব্বিয়াবিভাসী ২ ৩৪৫। ৯॥

* * *

৫ ন ৫ ৪ ৪ ৫ র র ৪ ৪ ১ ১র র র ৫ র র — ১
২। ঘৃতবতীভুবনানাম্। অ ৫ ইশ্রিয়া। উর্ব্বীপৃথ্বীমধুদুঘেসুপেশা ২ সা।
র র র ২র ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১র ১র
স্তাবাপৃথিবীবরুণা। স্তাধর্ম্মা। বাইক্ষভতাই। অজরে ২ ভূরি।
২ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২র ৩ ১ ১ ১ ২
রায়ে ৩। তসাউবা ৩ ইন্দুঃসমুদ্রমূর্ব্বিয়াবিভাতী ২ ৩৪৫। ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতবতী' (দীপ্তিমত্যৌ। 'উর্ব্বী' (বিস্তীর্ণে)) 'পৃথ্বী' (প্রখ্যাতৌ, প্রসিদ্ধে) 'মধুদুঘে' (অমৃতপূর্ণে) 'সুপেশসা' (সুরূপৌ, সৌন্দর্য্যশালিনৌ। 'অজরে' নিত্যা) 'ভূরিরেতসা' (বহুবীর্য্যশালিনৌ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, সর্ব্বে লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বরুণস্য' (সর্ব্বনিয়ামকস্য, অভীষ্টবর্ষকস্য দেবস্য) 'ধর্ম্মণা' (ধারণশক্ত্যা) 'বিষ্কভিতে' (বিশেষেণ ধৃতৌ সন্তৌ) 'ভুবনানাং' (সর্ব্বলোকানাং) 'অভিশ্রিয়া' (আশ্রয়ভূতৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ); ভগবতঃ শক্ত্যা সর্ব্বালোকাঃ বিধৃতাঃ—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৩খ—৩স—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান বিস্তীর্ণ প্রসিদ্ধ অমৃতপূর্ণ সৌন্দর্য্যশালী নিত্য বহুবীর্য্যশালী দ্যুলোকভূলোক সর্ব্বাভীষ্টবর্ষক দেবতার ধারণশক্তিদ্বারা বিশেষরূপে ধৃত হইয়া সর্ব্বলোকের আশ্রয়ভূত হইয়াছে। (ভাব এই যে,—ভগবানের শক্তিদ্বারা সমস্তলোক বিধৃত আছে)। (৪অ—৩খ—৩স—৯সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।—সমং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ঘৃতবতী' দীপ্তিমত্যৌ উদকবত্যৌ বা ভবত ইতি শেষঃ 'ভুবনানাং' ভূতানাং 'অভিশ্রিয়া' অভিশ্রয়ণীয়ে ভবত ইতি—সর্ব্বাশ্রয়ভূতে ইত্যর্থঃ। 'উর্ব্বী' বিস্তীর্ণে 'পৃথ্বী' বহুশাখাত্মকেন প্রথিতে চ 'মধুদুঘে' মধুন উদকস্য দোগ্ধ্র্যৌ 'সুপেশসা' সুরূপে 'বরুণস্য' সর্ব্বনিয়ামকস্য 'ধর্ম্মণা' ধারণে 'বিষ্কভিতে' পৃথক্‌স্থাপিতে 'অজরে' নিত্যে 'ভূরিরেতসা' বহুরেতস্কে বহুকার্য্যে বা ভবতঃ (অত্র সাক্ষাৎ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্তুতিঃ, প্রসঙ্গাদ্ বরুণস্যেতি জ্ঞাতব্যম্।)। (৪অ—৩খ—৩স—৯সা)॥

* * *

# নবম ( ৩৭৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:‡ : ‡:০—

জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে ভগবানের শক্তি নিহিত আছে। তাঁহার শক্তি জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ সুন্দর জগৎ, আকাশ বাতাস তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। অনাদি কাল, অনন্ত গগণ তাঁহারই শক্তির কণামাত্র প্রকাশ করিতেছে। এই মন্ত্রের মধ্যে আমরা তাঁহার সেই মাহাত্ম্যেরই বিকাশ দেখিতে পাই।

ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপন ব্যপদেশে তাঁহার সৃষ্ট জগৎকে যে বিশেষণ সমূহদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে তাহার একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। তদ্দ্বারাই তাঁহার মহিমা উপলব্ধি হইবে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান, তাঁহার জ্যোতিঃতেই জ্যোতিষ্মান।

জগৎ সর্ব্বলোকের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া প্রাণীদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়া আছে। ধরিত্রীর বুকেই জীবগণ আশ্রয় লাভ করে, ধরিত্রীর বুকের অমৃতপান করিয়াই জীবগণ বাঁচিয়া থাকে। তাই জগৎ অমৃত-পূর্ণ। ভগবানের কৃপাবারি সিঞ্চনে জগতে অমৃতের যে প্রবাহ বহে, তাহা দ্বারাই মানুষ বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের চরম-সম্পদ লাভের উপযোগী সাধনায় মানুষ আত্মনিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু ধরিত্রীর এই ধারণশক্তি আসে সেই পরম শক্তির উৎস হইতে। 'বরুণস্য' পর্ষ্ণা বিষ্কম্ভিতে ভুবনানাং অভিশ্রিয়ে।' জগতের এই ধারণশক্তি তাহার নিজস্ব নয়—হইতেও পারে না। সকল শক্তির মূলে সেই শক্তি-স্বরূপ আছেন—যাঁহা হইতে জগতে শক্তির বিকাশ হয়।

এই দ্যুলোকভূলোক—দীপ্তিমান্ ও সৌন্দর্য্যশালী। দীপ্তির পরম আধার সেই ভগবানেরই দীপ্তি তাঁহার সন্তানগণের জন্য ধরায় নামিয়া আসে। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং'—তাঁহার আলোকেই জগৎ আলোক পায়—তাঁহার দীপ্তিতেই দ্যুলোকভূলোক দীপ্যমান হয়। অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি তিনি। 'সত্যং শিবং সুন্দরং' তিনি। সুতরাং তাঁহার জগতে যে সৌন্দর্য্যের খেলা চলিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জগতের সৌন্দর্য্যের মূলে রহিয়াছেন—সেই পরমসুন্দর। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া ইন্দ্রধনু সৌন্দর্য্যের জাল বুনে, তাঁহার মাধুর্য্যে মণ্ডিত বলিয়া 'শিশুর হাসিটী জননীর চুমো' আমাদিগের নিকট এত মিষ্টি লাগে। নীল আকাশে, অভ্রভেদী গিরি শৃঙ্গে, অসীম দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুধি যে সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলে যায়, নববধূটীর প্রণয়ের মধুর মঙ্গলে যে তরঙ্গ খেলা করে, তাহা সেই পরমসুন্দর ভগবানেরই প্রকাশ। যাঁহার সৃষ্ট এই জগৎ এমন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ তিনি না জানি কত সৌন্দর্য্যের আকর।

সৃষ্ট পদার্থের মাহাত্ম্য-খ্যাপন-ব্যপদেশে মন্ত্র সেই সৃষ্টি কর্ত্তারই মাহাত্ম্য-খ্যাপন করিয়া যেন বলিতেছেন—মানব! তুমি সৌন্দর্য্যের কাঙাল, সামান্য রূপ দেখিয়া তুমি মুগ্ধ, একবার সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য সাগরে ডুব দাও দেখি! সে যে সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার! তুমি শক্তি-প্রার্থী, একবার সেই অনন্তশক্তিশালীর চরণে আত্ম-সমর্পণ কর দেখি! তোমার সকল পিপাসা

মিটিবে, চিরদিনের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে। অমৃতের সাগরে আপনাকে নিমজ্জিত কর, অমৃতত্ব লাভ করিবে। একবার তাঁহার অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর, তুমিও মহৎ হইবে, উন্নত হইবে। তাঁহার কৃপায় শান্তিলাভ ক'রয়া ধন্য হইবে।

এই জগৎকে 'নিত্য' বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—এই ধ্বংসশীল জগৎ নিত্য হইবে কিরূপে? এই জগৎ তাঁহার প্রকাশ; সুতরাং নিত্য দেবতার বিকাশ বলিয়াই নিত্য। মহাপ্রলয়েও জগৎ প্রকৃতভাবে ধ্বংস হয়না,—আত্যন্তিক ধ্বংস বলিয়া কিছুই নাই। জগৎ তখন সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে মাত্র। ব্যবহারিক হিসাবে জগতের ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত সত্তা অবিনাশী নিত্য। মানুষের সম্বন্ধে যেমন একথা খাটে, সমগ্র জগতের পক্ষেও সেইরূপ একথা খাটে। আজ জড়বিজ্ঞানও এই সত্য (Indestruotibility of matter) স্বীকার করিতেছেন। (৪অ—৩খ ৩দ—১সা)। ০

— ০ —

জগত্যং সাম।

৩ ১ ১র ২উ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহান্তং ত্বা মহীনাᳬ সংম্রাজং চর্ষণীনাম্।
৩ ১ ২র ২ ৩ ১ ২র
দেবীজনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১০ ॥

০ ০ ০

গেয়-গানং।

৫৪র ৫ ৪র৫৪ ১ ২ ১ ১ ২৩২
উভেয়দিন্দ্ররোদসাই। আ২৩পা। প্রাথউষা৩১উবা২৩। ইবআ।
১র ২ ১ ১ ২ ১ ২ ২
মহান্তংত্বামহাইনাম্। সংম্রো৩জো। চর্ষণা৩১। উবাহে০।
২ ২ ৪১র ২ — ১ ১ ২
না৩মা। দেবীজনিত্র্যাজৗ১জানা২৫। ভদ্রো৩জো।
১ ২ ২ ২
জানিত্র্যজ্ঞা৩১। উবা০০। এ৩। জনৎ৩২॥১০॥

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"বরুণসামনী দ্বে।"

সর্ব্বানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিযুক্ত হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি, তদ্বৎ) 'ত্বং' (যঃ, ত্বং) 'উরু রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি); ততঃ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষ-সাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ—ইতি শেষঃ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি—লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ) 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ); সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (৪ম-৩ষ ৩দ—১০সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাদিযুক্ত হে দেব! জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন; সেইজন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধকদিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে; দেবভাবোৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন; মঙ্গলোৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরমমঙ্গল প্রদান করেন।)॥ (৪ম—৩ষ—৩দ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—দশমং সাম। মেধাতিথি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'উরু' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ত্বং' যস্ত্বং 'আ পপ্রাথ' স্ব-তেজসা আ পূরয়সি প্রা পূরণে ধাতুঃ (প০)। ছান্দসো লিট্ 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ। 'তং' 'মহীনাং' মহতাং দেবানামপি 'মহান্তং' নায়কং। 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধুজনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অজনয়ৎ (জনের্ণ্যন্তাৎ লুঙি চঙি রূপমেতৎ) যথা দেবী জনয়িত্রী ঈদৃশং পুত্রমজীজনৎ অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা জাতা জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন্ (৩ ২ ১৩৫)। "জনিতা মন্ত্রে (৬ ৪ ৫৩)" ইতি ইড়াদি নিপাতনাৎ "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্ (৪ ১ ৫)"—ইতি ঙীপ্॥ ১০॥

# দশম ( ৩৭৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্বের মন্ত্রে ( ৪অ -২খ—২দ ২সা ) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে তাহার হৃদয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন —তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি-তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য; জগতের আদিশক্তি যাহা, ঘনীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান-জ্যোতিঃ ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবভাবের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই! তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি—'চর্ষণীনাং সম্রাজঃ।'

দেবভাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবভাবের উৎপাদিকা শক্তিও তেমনি ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। ( ৪অ—৩খ—৩দ—১০সা )।

---

* এই সাম-মন্ত্রটীর গেয়-গান একটী। উহার নাম—'স্তেনম্।'

একাদশং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মরুত্বন্তꣳ সখ্যায় হুবেমহি ॥ ১১ ॥

গেয়-গানং।

২ ১ ৩ ৫ ২ ৪ ২র৩৫ ১ ২ ১ ৫
প্রমন্দা ২ ৫ ৪ ইনে। পিতুমদা ৩ র্চ্চা ৩ ভাবচঃ। যঃ কা ৫ ও ২ ৫ ৪ বা।

১ ২র ১২ ১ ২ ২ ৩ ১ ৫ ১২ ১
ষ্ণগর্ভানিরহন্নৃজিশ্বনা ৩। অবস্যা ২ ৩ ৪ বাঃ বৃষণং বা।

২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ৩ ৫
জ্রাদক্ষা ২ ৪ ৪ ইণাম্। মারুত্বা ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ র
ন্তꣳ সখ্যায়হুবা ৫ ইম হাউ। বা ॥ ১১ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'ঋজিশ্বনা' (সরলপথাবলম্বিনা, সন্মার্গানুসারিণা সাধুনা সহ, সাধুহৃদয়ে আবির্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' (অজ্ঞানতায়াঃ উৎপাদয়িত্রীঃ মূলীভূতাঃ বা—অসৎপ্রবৃত্তীন ইত্যর্থঃ) 'নিরহন' (নিতরাং হন্তি, বিনাশয়তি); হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং তস্মৈ 'মন্দিনে' (স্তুতিমতে জ্যোতির্ময়ায় দেবায়) 'পিতুমৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'বচঃ' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'প্র অর্চত' (প্রকর্ষেণ উচ্চারয়ত, সৎকর্ম্মণা সহ ভগবানং পূজয়ত ইতি ভাবঃ); 'অবস্যবঃ' (আত্মরক্ষাভিলাষিণঃ সন্তঃ বয়ং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং, কামনাপূরকং) 'বজ্রদক্ষিণং' (আত্মকৃপা বজ্রধারিণং, অস্মাকং রিপুনাশনায় রিপুবিমর্দ্দকং আয়ুধসম্পন্নং) 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সহ বর্ত্তমানং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হুবেমহি' (আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ—দেবার্চ্চ্যাঃ অসৎপ্রবৃত্তিনাশিকা তথা সৎকর্ম্মণা শ্রেয়ঃসাধিকা; অতঃ তস্য দেবস্য অনুসরণং অবশ্যকর্ত্তব্যং ॥ (৪অ—৩খ—৫দ—১১সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা সরলপথাবলম্বী সন্মার্গানুসারী সাধুজনের দ্বারা অর্থাৎ সাধু-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, অজ্ঞানতার উৎপাদক বা মূলীভূত অসৎপ্রবৃত্তি-সমূহকে নিরন্তর নাশ করিতেছেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেই স্তোতব্য দেবতার উদ্দেশে শ্রেষ্ঠস্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) প্রকর্ষের সহিত উচ্চারণ কর অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনার সহিত অনুধ্যান কর; আত্ম-রক্ষাভিলাষী হইয়া আমরা, অভীষ্টপূরক, আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত রিপুবিমর্দ্দক আয়ুধধারী, বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত, সেই দেবতাকে সাখ্য-লাভের জন্য যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—দেবশক্তি অসৎপ্রবৃত্তির নাশক ও সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধক; সুতরাং সেই শক্তির অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।)॥ (৭অ—৫খ—৫দ—১১সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং। একাদশং সাম। এষা গর্ভস্রাবিণ্যুপনিষৎ। হে ঋত্বিজঃ! 'মন্দিনে' স্তুতিমতে স্তোতব্যায়েন্দ্রায় 'পিতুমৎ' হবিলক্ষণেনান্নেনোপেতং 'বচঃ' স্তুতিলক্ষণং বচনং 'প্রার্চত' প্রকর্ষেণোচ্চারয়ত। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ঋজিশ্বনা' এতৎসংজ্ঞকেন রাজর্ষিণা সখ্যা সহিতঃ সন্ 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' কৃষ্ণঃ নাম কশ্চিদসুরঃ, তেন নিষিক্তগর্ভাঃ তদীয়া ভার্য্যাঃ 'নিরহন্' নিতরামবধীৎ। কৃষ্ণমসুরঞ্চ তৎ পুত্রানামনুৎপত্ত্যর্থং গর্ভিণীস্তস্য ভার্য্যা অপি অবধীদিত্যর্থঃ। 'অবস্যবঃ' রক্ষণেচ্ছবো বয়ং 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং 'বজ্রদক্ষিণং' বজ্রযুক্তেন দক্ষিণ-হস্তেন উপেতং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায়' সখ্যুঃ কর্ম্মণে 'হুবেমহি' আহ্বয়ামঃ। 'হুবেমহি'—'হবামহে' - ইতি চ পাঠৌ। (৪অ—৩খ—৩দ—১১সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্য বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে চতুর্থস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

## একাদশ (৩৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই শ্লোকের অর্থ নিষ্কাশন-পক্ষে যে কয়েকটী সমস্যা উপস্থিত হয়, 'অর্চত' ক্রিয়া-পদ তাহার অন্যতম। লোটের বহু বচনের ঐ ক্রিয়াপদ উপলক্ষে নির্দ্ধারণ করা হয় যেন ঋত্বিক-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। যজমান বা পুরোহিত কেহ যেন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন—'হে ঋত্বিক-গণ! তোমরা ইন্দ্রের স্তব কর।' কিন্তু আমাদিগের মত এই যে,—এখানে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যামূলক পদদ্বয় 'ঋজিশ্বনা' ও 'কৃষ্ণগর্ভাঃ।' ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'ঋজিশ্বনা' একজন রাজার নাম; এবং 'কৃষ্ণ' নামক একজন অসুর ছিল; তৎকর্ত্তৃক তাহার যে ভার্য্যাদিগের গর্ভোৎপত্তি হইয়াছিল, সেই ভার্য্যারাই 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' অভিধানে অভিহিত হয়। 'নিরহন' ক্রিয়াপদের অর্থ—'হনন করিয়াছিলেন।' এইরূপে "যঃ কৃষ্ণগর্ভাঃ নিরহন ঋজিশ্বনা" বাক্যাংশে নির্দ্দেশ করা হয়,—যিনি অর্থাৎ যে ইন্দ্র ঋজিশ্বন রাজার পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক কৃষ্ণাসুরের গর্ভবতী পত্নীগণকে হনন করিয়াছিলেন।' এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রের চরিত্র কিরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই, "যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন সেই দুই (ইন্দ্রের) উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছায় সেই অভীষ্টদাতা দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।" এই অনুবাদের সঙ্গে আবার একটী টিপ্পনী সংযোগ করিয়া ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন—'কৃষ্ণনামক একজন অসুর। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া তাহার পুত্র না হয় এইজন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন।' অবশ্য, এই অনুবাদ ও টিপ্পনী ভাষ্যানুমোদিত।

কি বীভৎস দেবচরিত্র অঙ্কন! এ যে প্যালেষ্টাইনের অসুরতুল্য রাজা হেরদের শিশু-হত্যাকাণ্ডের ছায়া! হেরদ ছিল সে দেশবাসীর ঘৃণার বস্তু; কিন্তু আমাদের দেশের বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভগবানের বিভূতি ইন্দ্রকেও হেরদের সহিত এক আসনে বসিতে হইয়াছে! বেদের বা শাস্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে এরূপ কতই না বিকৃতি ঘটিয়াছে! কোথায় দেব চরিত্র, দেব মহিমা, মানুষকে উন্নত পবিত্র করিবে—তাহা না হইয়া ব্যাখ্যার দোষে দেবচরিত্র যেন কালিমায় লিপ্ত হইয়া মানবের মনকে, আত্মাকে নিরয়ের পথে লইয়া যাইবার সহায় স্বরূপ হইয়াছে।

স্ত্রীহত্যা যে দেশে মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত, যে দেশে স্ত্রীজাতীয় পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত হত্যা করা সদাচার ও শাস্ত্রবিরোধী প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই দেশেরই দেবতা কি না স্ত্রীহত্যা করিলেন! একজন দুজন নয়—অনেকজন। আবার সেই কার্য্যের বীভৎসতা পূর্ণ করিবার জন্য বলা হইল—তাহারা গর্ভবতী ছিলেন।

আবার এই স্ত্রী-হত্যাকারী দেবতার সখ্য লাভের জন্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য পূজাদিও দেওয়া হইতেছে! ভিন্ন দেশের 'অন্যজাতীয় লোক' যদি ইহা হইতে ভারতবাসীর চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উত্তর দিবার কি আছে? তাহারা ত স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারে,—'এই তো তোমাদের দেবতা, আর এই দেবতারই তোমরা উপাসনা কর!'

এই উপলক্ষে বেদের বা অন্যান্য শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলসম্বন্ধে একটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'উষা' সূর্য্যের কন্যা। সূর্য্য উষার পশ্চাদ্ধাবন করেন বলিয়া তাঁহার 'কন্যাবলাৎকারাপবাদ'! এরূপ ভাবে ব্যাখ্যার দোষে ধর্ম্মের, জাতির যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত আজন্মব্রহ্মচারী শুকদেব

গোস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা হইয়া হাটে মাঠে আজ যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, উহা সত্য ব্যাখ্যা হইলে জাতির, সমাজের অপরিসীম কলঙ্কের বিষয় হইত।

মন্ত্রের প্রথম চরণ যেরূপ দেবতার কলঙ্ক-খ্যাপক হইয়া আছে, সেই দৃষ্টিতে, দ্বিতীয় চরণটীর অর্থ পরিগ্রহণ করিলে 'সোণায় সোহাগা' সংযোগ হয়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে আর প্রয়োজন নাই। মোটামুটি ঐ চরণের প্রচলিত অর্থ এই যে, সেই দেবতা দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; প্রার্থনা—মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া তিনি আমাদিগের সখার ন্যায় বিরাজ করুন, আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস-পানে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ের মর্ম্ম পরিগ্রহে এইরূপ ভাবেরই অধ্যাস হয়।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত। আমরা মন্ত্রের সম্বোধন-বিষয়ে যে ভিন্ন মতের পোষণ করি, তাহা পূর্ব্বেই খ্যাপন করিয়াছি। পরন্তু 'ঋজিশ্বনা' এবং 'কৃষ্ণ-গর্ভাঃ' পদদ্বয়ের অর্থও আমাদিগের মতে অন্যরূপ। 'ঋজিশ্বনা' পদ পূর্ব্বেও বিভিন্ন স্থানে (১ম—৫৩ সূ—৮ঋ প্রভৃতিতে) প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পদে সরলগতি সন্মার্গাবলম্বী সাধুকে নির্দ্দেশ করে। 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদে অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারের গর্ভকে বা আশ্রয়-স্থানকে অর্থাৎ মূলকে বা উৎপত্তিস্থলকে বুঝায়। তদনুসারে "যঃ কৃষ্ণগর্ভাঃ নিরহন্ ঋজিশ্বনা" বাক্যাংশে অর্থ প্রাপ্ত হই,—"সেই দেবতা, যিনি সাধুগণের সহায় হইয়া অথবা সাধুগণের দ্বারা পাপের মূলকে অর্থাৎ অজ্ঞানতার আধারকে বা উৎপত্তি-ক্ষেত্রকে বিনাশ করেন।' সেই দেবতার উপাসনার জন্য আত্মোদ্বোধনই এই মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পিতুমৎ বচঃ' পদদ্বয়ে শ্রেষ্ঠ স্তোত্র বেদমন্ত্র ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'বজ্রদক্ষিণঃ' পদ উপলক্ষে দেবতাকে মনুষ্যপর্য্যায় মধ্যে গণ্য করা হয়, এবং তাঁহার হস্ত-পদাদির পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু ঐ পদে আমরা 'আনুকূল্যে' অর্থাৎ 'উপাসকের, সাধকের সহায়তার জন্য বজ্রধারণ' অর্থ গ্রহণ করি। পাপকে দূর করিবার জন্য, পুণ্যাত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, দেবতার কঠোরতা প্রকাশ পায়। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। 'সখায়' পদে, সখিত্বের জন্য অর্থাৎ দেবতার মিলন-সাধনের উপযোগী সদ্ভাব হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে,—এইরূপ ভাব আসে। 'অবস্যবঃ' পদে, 'আপনার রক্ষার কামনা করিলে অর্থাৎ উদ্ধারের আশা পোষণ করিলে'—অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে উপাসক হৃদয়ে দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য সঙ্কল্প করিতেছেন। যাহাতে দেবতার সখিত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যাহাতে দেবতার সহিত মিলনের আশা করা যায়, আমি যেন সেই কার্য্যে জীবন নিয়োগ করিতে পারি। ইহাই সেই সঙ্কল্প। (৪অ—৩খ—৩দ—১১সা)।*

—— • ——

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ঔরপদম্।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥
চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থী দশতি।

## চতুর্থী দশতি।

অষ্টাবিংশতিবিরেতি মুখ্যাঃ সপ্তদশোষ্ণিহঃ।
আদ্যা দশান্ত্যাঃ ককুভঃ পিবেত্যাষ্টাদশী বিরাট্॥
ত্রি চে বেথা হ্যপাঙ্গীনামিত্যাদিত্যা পরিষ্টুভিঃ।
আগস্ত্য গাব ইত্যেতে মরুতামিন্দ্রদেবতাঃ॥
অন্ত্যা ঋচোঽন্তিদীয়ন্তে বামদেবস্য তত্র হি॥

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩উ. ২ক
ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীষ উক্থ্যম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিদে বৃধস্য দক্ষস্য মহাꣳহি ষঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২ ১র র র ২ ১ — ১ ২র ১ ১
১। ইন্দ্রা। সুতেষুসোমে। যু হোই ২। হো। বাহোই। ক্রতুম্পুনীষ-

২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১
উক্থিয়াম্। বিদাইবা ১ র্দ্ধা ২ ৩। স্যা ৩ দাক্ষা ৩ স্যা। মহাঁ৬

২ ১
২ ৩ হিষা ৩ ৪ ৫:। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥

৩ ২ ১ ৩ ২ ১ ২ ১র র র র
২। ইন্দ্রা ৩ হোই। হবে ৩ হোই। সুতেষুসোমেষুক্রতুম্পুনীষউক্থিয়াম্।

২ ১ ২ — ১ ২ ৪র ৫
বিদাইবা ১ র্দ্ধা ২। স্যদক্ষস্যা। মা ৩ হাঁ৬হি।

৩ ১ ১ ১ ১
ষা ২ ৩ ৪ ৫:। ১॥

৫ র র ৪ ৫ ১ — ১ ২ ১ ২ র ১
৩। ইন্দ্রসুতেষুসোমেষু। ক্রতু ২ ৩ পুনাই। ষউক্থিয়াম্। বিদেবার্দ্ধি ২।

১ ২ র ১ — ১ ২
স্যদক্ষস্যা। মহাঁ৬হাইষা ২:। মহাঁ৬ ২ ৩ হিষা ৩ ৪ ৫:।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) 'সুতেষু' (বিশুদ্ধেষু) 'সোমেষু' (সত্ত্বভাবেষু, যদ্বা, হৃদি সত্ত্বভাবেষু সঞ্জাতেষু সৎসু ইত্যর্থঃ) 'বৃধস্য' (সত্ত্বভাব-বর্দ্ধকস্য, মোক্ষপ্রাপকস্য) 'দক্ষস্য' (বলস্য, মোক্ষপ্রাপ্তি-সামর্থ্যস্য ইতি ভাবঃ) 'বিদে' (লাভায় প্রাপণায় বা) 'উক্থ্যং' (উক্থ্যমন্ত্রেণ আচরিতং, সত্ত্বভাবসম্ভূতং) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম) ত্বং 'পুনীষে' (প্রাপ্নোষি) অস্য ভাবঃ—সত্ত্বভাবসমন্বিতং সৎকর্ম্ম ভগবন্তং প্রাপ্নোতি। অপিচ, সদ্ভাবং সঞ্চারয়িত্বা ভগবান্ সাধকং তৎকর্ম্ম চ পুনাতি) 'যঃ' (সঃ ভগবান্) 'হি' (নিশ্চিতং) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ ভবতীতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ; সত্ত্বভাবসমন্বিতঃ সাধকঃ ত্বরয়া সত্ত্বাধারং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি অতঃ প্রার্থনা:—হে ভগবন্! মাং সত্ত্বভাবসমন্বিতং কুরু; মোক্ষপদে চ স্থাপয়)। (৪অ—৪খ—৪দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, সদ্ভাব-বর্দ্ধক মোক্ষপ্রাপ্তি-সামর্থ্য প্রদানের জন্য আপনি সদ্ভাব-সংযুক্ত সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্ম ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়; অপিচ সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া ভগবান্ সাধককে ও তাহার কর্ম্মকে পবিত্র করেন); সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই মহান্; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক; সদ্ভাব-সমন্বিত সাধক অবিলম্বে সদ্ভাবাধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন; অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাকে সদ্ভাবসমন্বিত করিয়া মোক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করুন।)॥ (৪অ—৪খ—৪দ—১সা)॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।—প্রথমং সাম। নারদ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'সোমেষু' সুতেষ্বভিষুতেষু সৎসু ত্বান্ পীত্বা 'ক্রতুং' কর্ম্ম-কর্ত্তারং 'উকথ্যং' স্তোতারং চ 'পুনীষে' শোধয়সি। যদ্বা সোমেষ্বভিষুতেষু 'উকথ্যং' 'ক্রতুং' যাগং তৈঃ সোমৈঃ 'পুনীষে' যজমানৈঃ পূতং কারয়সি। কিমর্থং? 'বৃধস্য' বর্দ্ধকস্য 'দক্ষস্য' বলস্য 'বিদে' লাভায়। স ত্বাদৃশ 'ইন্দ্রঃ' 'মহান্ হি' মহান্ খলু অত্র এবংকর্ত্তৃঃ শক্রোভীক্ত ভাবঃ। (৪অ ৪খ-৪দ ১সা)।

• • •

## প্রথম (৩৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:•†——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। মানুষ সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। তিনি যদি প্রসন্ন না হয়েন, তিনি যদি সৎপথে লইয়া না যান, তিনি যদি সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া না দেন, তিনি যদি সৎকর্ম্মে নিয়োজিত না করেন, সাধ্য কি মানুষের যে সে তৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। করুণাপরায়ণ ভগবান, অকৃতী জনকেও যে মোক্ষাধিকারী করেন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব। তাই তিনি মহান। ভগবানই সর্ব্বতোভাবে সাধককে মোক্ষলাভে সমর্থ করেন। মানুষ আপনার শক্তিতে কাজ করিবার চেষ্টা করিতে পারে, নিজকে সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু ফলদানের কর্ত্তা ভগবান্। ভগবানের নিকট হইতে শক্তি আসে বলিয়া মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে; তাঁহার মঙ্গলময়ী নীতি মানুষকে মোক্ষের পথে লইয়া যায় বলিয়াই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। নতুবা শুধু কর্ম্ম করিয়াই ফললাভ সম্ভব নয়। সুতরাং চরমে মোক্ষলাভ ভগবানের কৃপার উপরই নির্ভর করে। সেই কৃপার চিত্রটী এই মন্ত্রে প্রকাশিত দেখি।

আবার যাঁহারা ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। সাধক কর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়ে

সদ্ভাবের উৎপাদন করিয়াছেন—ভগবানও অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মোক্ষলাভের পথ সুগম করিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকার মলিনতা থাকিলে তাহা তিনি দূর করিয়া দেন। মানুষের জন্য এই করুণা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাই বেদ বলিতেছেন—"মহান্ হি সঃ।"

এই মহত্ত্বই লোকগণের আরাধনার বস্তু। মানুষ আপনাকে আপনি যতটুকু পারে চালাইয়া নেয় আর ভগবান্ তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আপনার স্বর্ণসিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ভিখারীকে আপনার স্নেহশান্তির আলিঙ্গনে শুধু বিপদ হইতে রক্ষা করেন না,—তাহাকে চিরশান্তি প্রদান করেন। তাঁহার এই পালকত্ব ও রক্ষা-কর্ত্তৃত্বই মানুষকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করে। মানব একটু অগ্রসর হইয়াছে—যাহাতে আরও অগ্রসর হইতে পারে, ভগবান সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। কোথায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব, আর কোথায় রাজরাজেশ্বর ত্রিভুবনপতি। কিন্তু এই ক্ষুদ্রের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য তাঁহার করুণাধারা প্রবাহিত হইয়া ভোগবতীধারায় মানুষকে পরিতৃপ্ত শীতল করে। ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয়। বেদ তাঁহার সেই মহত্ত্বই প্রখ্যাপিত করিয়াছেন॥ (৪অ—৪প—৪দ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২

তমু অভি প্র গায়ত পুরুহূত পুরুষ্টুতম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত॥ ২॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ২ র ১ ৫র ২ ৮ ৩ ৫ ২ ৮ ১

১। হাউ ৩ যূগভী। প্রগায়তা। হাউ। পুরুহূ ২ ৩ ৪ তাম্। পুরুষ্টুতাম্।

৫র ২ ৮ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৫র

হাউ। ইন্দ্রঙ্গা ২ ৩ ৪ ই র্ভীঃ। তবাইমা ২ ৩ মা ৩ ৪। হাউ।

৩ ২ ৪ ৩ ৫

বিবা ৩ সা ৫ তা ৬ ৫ ৬। দী ১ ৩ ৫ বী॥ ২॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—"কৌশং" "অনুক্রোশং" এবং "কৌসং।"

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্ব্বলোকপূজনীয় সর্ব্বলোকারাধনীয় সকলৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর; প্রার্থনা দ্বারা সেই দেবতাকেই সম্যকরূপে পূজা কর; (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বভাবে ভগবানের আরাধনা করি।)॥ (৮অ—৪খ—৪দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। গোস্বৃক্ত্যশ্বসূক্তিনাবৃষী। 'পুরুহূতং' বহুভিরাহূতং 'পুরুষ্টুতং' বহুভিঃ স্তুতং 'তমু' তমেব ইন্দ্রং হে স্তোতারঃ! অভি প্রগায়ত' অভিমুখং প্রকর্ষেণ স্তুধ্বং। এতদেব স্পষ্টয়তি—'তবিষং' মহান্তং ইন্দ্রং 'গীর্ভিঃ' বাগ্ভিঃ 'আবিবাসত' পরিচরত॥ (৪অ ৪খ—৪দ—২সা)॥

* * *

## দ্বিতীয় ( ৩৮২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :§•§: ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অনুসরণপরায়ণ হইয়া সৎকর্ম্মে, ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন—হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ, সর্ব্বলোকের আরাধনীয় ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কর। 'তমু অভি প্র গায়ত'—তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হও। তিনি-ই জগতের একমাত্র উপাস্য, তিনি-ই মুক্তিদাতা. তুমি যাহা করিবে, যাহা ভাবিবে সমস্তই যেন তাঁহার চরণে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে পার কর তাঁর নাম-গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ। 'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহার আরাধনা পূজা তো শুধু মুখের কথা নয়, ভাবের একটু অভিব্যক্তি মাত্র নয়। মন! তোমার সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা হওয়া চাই।'

মন্ত্রের মধ্যস্থিত 'অভি' ও 'প্র' এই দুইটী অব্যয় পদের মধ্যে উপাসনার প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে। কর্ম্ম করিবে, উপাসনা করিবে, পূজা করিবে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যাহা করি, যাহা ভাবি, সে সকলের মূলে যে তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই কৃপা রহিয়াছে, এই সত্যটী অনুভব করা চাই। এই অনুভূতির সহিত উপাসনা করিলেই প্রকৃতভাবে তাঁহার উপাসনা হয়। নতুবা মুখে মাত্র দুইটী স্তোত্র উচ্চারণ করিলে বা বিধিবদ্ধ নিয়মে একটু প্রার্থনা করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় না। উপাসনার মূলে ভগবানের অস্তিত্বের ও তাঁহার মহিমার ও করুণার অনুভূতি না থাকিলে প্রকৃত উপাসনা হয় না। তাই বলা হইয়াছে—

'অতি প্র গায়ত' তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করা, হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করাই প্রকৃষ্ট উপাসনা।

সেই অনুভূতিলাভের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হয়। হৃদয় প্রস্তুত হয় সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা। তাই বলা হইতেছে—প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার পূজা কর, হৃদয়কে সৎকর্ম্মে, সৎ-চিন্তায় পবিত্র কর। তাঁহার উপযোগী আসন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান কর, তিনি হৃদয়ে সমাসীন হইবেন। তোমার প্রার্থনা সফল হইবে, তাঁহার পূতপদস্পর্শে ধন্য হইবে—পরাশান্তি লাভ করিবে।

তিনি 'তবিষং'—মহান তিনি। তাই তাঁহার কৃপালাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি রাজরাজেশ্বর হইয়াও দীন ভিখারীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাকে তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার এই মহত্ব আছে বলিয়াই মানুষ নিজে ভিখারী অনাথ হইয়াও সেই ত্রিভুবননাথকে ডাকিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে ভগবানের এই মহত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রায়ই কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। (৪অ—৫খ ৪দ—৩সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

২　৩　১২　৩　১২　৩ ১　২ ৩ ২
তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃক্ষু সাসহিম্।
৩　১ ২　৩ ১ ২
উ লোমকৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্॥

* * *

গেয়-গান।

৪　৫　২১　র — ১
১। তম্তে ৫ মদম্। গৃণী ৫ মসি। বৃষা। পাম্পৃক্ষুসাসা ২ হাইম্।
২ ১র　র ১ ২ ১
উলোকা। কৃৎনুমদ্রাই। বোহা ২ ৩ রী ৩। শ্রা ৩ য় ৩
২　১
মা ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ৩ ৩।

---

এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত।) ইহার গেয়-গান চারিটি। উহাদের নাম—"উদ্বংশীয়ানি বে," এবং "প্রতিতোঃ সংযোজনম্।"

৩ ৫ ২র ৩৪ র ৫ ৫ ২ ১ — ২

২। তা৪স্তে হোই। মদঙ্গীণী ৬এ। বৃষাহো। পৃক্ষসা ১ সাহী

— ২ র র র১ ১ ২

২ম্। উলোককৃৎনুমদ্রিবোহা ১ য়ী ২। শ্রিয়াম্। ঔ২৩

৪ ৫ ৪

হীবা। বো৫ই। ড॥ ৩॥

* * *

৫ র র ৫ ২ ১ ২ ২ ৫ ৪ ৫র৪ ৪ ২ ১ ২

৩। তস্তেমদঙ্গৃণীমসী ৩এ। বৃষাঔ ৩ হো ৩৪। পৃক্ষুসাসহীম্। উলাঔ

২ ৫ ৪ ৪- ৪ ২ ১ ৫

৩ হো ৩৪। ককৃৎমাদ্রিবাঃ। হরো ২৩৪ বা।

৪ ৫

শ্রী ৫ য়ো ৬ হাই। ৩॥

* * *

৪ র র৪ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২

৪। তস্তেমদা ৫ ঙ্গৃণীমসাই। বার্ষাংপৃ। ক্ষুসাসা ৩হী ৩ম্। হোবা ৩ হাই।

১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ৩

উলোক। কৃ ৩। হোবা ৩ হা। ক্ষুবা ২ ৩। দ্রা ২ ইবা ২ ৩ ৪

৫ র র ২ ১ ১ ১ ১ ১

ঔ:হোবা। হরিশ্রিয়া। ৩ ৫ ম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাপনাশায় অদ্রিবৎ পাষাণ-কঠোর হে দেব) 'তে' (তব) 'বৃষণং' (অভীষ্ট-বর্ষকং) 'পৃক্ষু' (রিপূণাং সংগ্রামে) 'সাসহিং' (শত্রুজয়িনং) 'লোককৃত্নুং' (লোকস্য কর্ত্তারং ধারকং বা, লোকনাং রক্ষকং) 'উ' (তথা 'হরিশ্রিয়' (জ্ঞানভক্তিসঞ্চারকং) 'তং' (প্রসিদ্ধং, মোক্ষ-সাধকং ইত্যর্থঃ) 'মদং' (পরমানন্দং) 'গৃণীমসি (প্রশংসামঃ, প্রার্থয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ, হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষ-সাধকং পরমানন্দং প্রযচ্ছ। (৪অ-৪খ-৪দ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশে অদ্রিবৎ পাষাণকঠোর হে দেব! আপনার অভীষ্টবর্ষক রিপু-সংগ্রামে শত্রুজয়কারী লোক-সমূহের রক্ষক এবং জ্ঞানভক্তি সঞ্চারকারী,

মোক্ষসাধক সেই পরমানন্দ আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে মোক্ষসাধক পরমানন্দ প্রদান করুন।)। (৮অ—৭থ—৭দ—সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। গোষুক্তাশ্বসূক্তিনাবৃষাঃ হে 'অদ্রিব.' বজ্রবন্নিন্দ্র। 'তে' ত্বদীয়ং 'তং' 'মদং' সোমপানজনিতং হর্ষং গৃণীমসি' গৃণীমঃ প্রশংসামঃ। (গৃ শব্দেক্র্যাদিঃ প্বাদীনাং হ্রস্বঃ ৭, ৪, ৮০)"। "ইদন্তোমসি (৭ ১, ৪৬)" ইতি মস ইকারাগমঃ।) কীদৃশং? 'বৃষণং' বর্ষিতারং কামানাং। 'পৃক্ষু' বৈরিসম্পর্কজনিতেষু সংগ্রামেষু। অতএব বহুচাঃ পৃৎস্বিতি পঠন্তি। পৃৎসু সমৎস্বিতি সংগ্রামনামসু (নি০ ২,১,৭ ২১—২৪) পঠিতম্। 'সাসহিং শত্রূণামভিভবিতারং 'লোককৃত্নুং' লোকস্য স্থানস্য কর্ত্তারং 'হরিশ্রিয়ং' হরিভ্যামশ্বাভ্যাং শ্রয়ণীয়ং সেব্যং। 'উ' শব্দঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয়ে পাদ পূরণে বা। (৮অ ৪থ ৪দ—৩সা)

• • •

## তৃতীয় (৩৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রে পরমানন্দ লাভের প্রার্থনা আছে। ভগবান পরমানন্দের উৎস; তিনি সাধকের হৃদয়ে তাঁহার আনন্দ-স্বরূপের অনুভূতি জাগাইয়া দেন। অথবা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে বলিয়া মানুষের অন্তরে সেই আনন্দের ক্ষীণ স্মৃতি জাগরিত হয়। সংসারের আবর্ত্তে, পাপের প্রলোভনে মানুষ সে পুণ্য-স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হয় না। তাই মানুষ যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাহার হৃদয়ের নিভৃতস্থানে কোন-না-কোনও সময়ে, সেই আনন্দরাগিণীর ক্ষীণ ধ্বনি তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে। সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেও সময় সময় মানুষের মনে স্বপ্নস্মৃতির ন্যায় সেই আনন্দের অনুভূতি জাগিয়া উঠে; দূরাগত মধুর বংশীধ্বনির ন্যায় সেই আনন্দরাগিণী ক্ষীণভাবে হৃদয়ের নিভৃত তারে ঝঙ্কৃত হয়। তাই মানুষ সেই আনন্দের সন্ধানে বাহির হয় কেহ বা ভগবানের কৃপায় তাহা লাভ করে, কেহ বা পথ ভুলিয়া, গোলকধাঁধায় পড়িয়া, ঘোরা-ফিরা করে। কিন্তু পবিত্র নির্ম্মল হৃদয়ে আনন্দের সেই অনুভূতি জাগরূক হইলে, সাধক তাহার উৎসের সন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করেন, সেই আনন্দস্বরূপের চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া সকল চাওয়া-পাওয়ার পরিসমাপ্তি করিয়া দেন। এই মন্ত্রে সাধক আনন্দ-প্রস্রবণ্ সেই ভগবানের নিকট পরমানন্দ লাভের প্রার্থনা করিতেছেন।

এই মন্ত্রের মধ্যে সেই আনন্দের স্বরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেই আনন্দ—অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের চরম অভীষ্ট মুক্তি, মোক্ষ। যিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনি মুক্তির অধিকারী। সুতরাং এক দিক দিয়া মোক্ষ ও আনন্দ অভেদাত্মক। ভগবান 'সচ্চিদানন্দ'; যিনি কেবলমাত্র আনন্দ-স্বরূপের উপাসনায় মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তিনি পরমানন্দকেই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। সুতরাং একদিক দিয়া আনন্দই মুক্তি।

আনন্দ—শক্রজয়কারী। যিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন, শক্র তাঁহাকে আক্রমণ করিবে তো দূরের কথা, শক্রগণ তাঁহার ভয়ে পলায়ন করে। 'আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।' যিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনি অভী। জগতে তাঁহার ভয় করিবার কিছু থাকে না। তাঁহার হৃদয় মন আনন্দে ভরপুর। তাঁহার নিকট বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ আনন্দপূর্ণ। (৪অ—৪ৎ ৪দ—৩সা)।*

—— • ——

চতুর্থং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যৎসোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ॥ ৩॥

গেয়-গানম্।

৫ র ৪ ৫ ১র র ১র
১। ওম্। য়ৎসোমমিন্দ্রবিষ্ণাবী। য়দ্বাঘত্রিতআপ্তিয়াই। য়দ্বামরুৎসুম্না৫
১ ৫ ১৲ ৩ ৫র র ২
ন্দাসো ২ ৩ ৪ হাই। সা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।
১ ৩ ১ ১ ১ ১
দুভী ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ ৪॥

৪ র ৪ ২১র র র — ১ ২১র —
২। য়ৎসোমমা ৫ ইন্দ্রবিষ্ণবাই। য়দ্বাঘাত্রিতআপ্তা ২ য়াই। য়দ্বামা ২
১ ২ ১৲ ৩ ৫র র
রুৎসমা। দামাসে ৩। সা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
৩ ৫
দ ২ ৩ ৪ ভীঃ ৫॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায় সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটি। উহাদের নাম—"হাবিষ্মতানি চত্বারি।"

৫র ৪র র ১ ৩ ৫র র ৩ ৫ ১১র

৩। হাউহাযৎসোমম। দ্রা২বা২৩৪ঔহোবা। ষ্ণা২৩৪বী। যদ্বা

১ ১র ১র র ১ ৭ - ১

২ ঘত্রিতআ২ প্ত্যে। যদ্বামরুৎসবা২৩হো। মন্দা২হি। সমা

১ ২ ২ ৩

২৩হোয়ি৩। ন্দুভিঃ২৩৪৫ইডা॥৪॥

• • •

৩র ২ ৩ ৫ ২ র ৪ ২৩৫

৪। ঔহো৩১ই। ঔ২হো২৩৪বা। যৎসোমমী৩ন্দ্রা ৫বিষ্ণবাই

৩র ২ ১ ৩ ২র ৪ ২র ৩৫

ঔহো৩১ই। ঔ২হো২৩৪বা। যদ্বাঘত্রী৩তা৫আপ্ত্যাই।

৩র ২ ১ ৩ ৫ ২র ৪ ২৩৫

ঔহো২১ই। ঔ২হো২৩৪বা। যদ্বামরুৎসু৩মন্দসাই

৩র ২ ১ ৩ ২র ৪ ২৩৫

ঔহো২১ই। ঔ২হো২৩৪বা। যদ্বামরু৩ৎসু৫মন্দসাই।

৩র ২ ১ ৩

ঔহো২১ই। ঔ২হো২৩৪৫বা৬৫৬।

১ ৩ ১ ১ ১ ১

সমিন্দুভী২৩৪৫ঃ॥৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) যৎ 'বিষ্ণবি' (ভগবৎপরায়ণে জনে ইত্যর্থঃ) 'যদ্বা' (অপিচ) 'ত্রিত আপ্ত্যে' (ত্রিগুণসাম্যপ্রাপ্তে আত্মদর্শিনে) 'যদ্বা' (অপিচ) 'মরুৎসু' (বিবেকসম্পন্নেষু জনেষু) 'যৎ' (পরমার্থসাধকং ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'মন্দসে' (জনয়সি); 'সমিন্দুভিঃ' (দীপ্তিভিঃ; জ্ঞানরশ্মিভিঃ শুদ্ধসত্ত্বাদিভিশ্চ) অস্মান্ তাভিঃ 'মন্দসে' (সম্যক্ দীপয় ইত্যর্থঃ, পরমানন্দং প্রযচ্ছেতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং। বিবেকিনঃ বিবেকপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি। আকাঙ্ক্ষাঃ বয়ং; অস্মাসু জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত্বা অপিচ সত্ত্বাদিভিঃ স্বপাদ স্থাপয়িত্বা অস্মান্ সমুদ্ধারয় পরমানন্দং চ প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র ভাবঃ। (৪অ ৪খ ৪দ ৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন্! আপনি ভগবৎপরায়ণ জনে, অপিচ ত্রিগুণসাম্যপ্রাপ্ত আত্মদর্শী জনে এবং বিবেকসম্পন্ন জনে পরমার্থসাধক শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দেন; আপনি আমাদিগকে জ্ঞানরশ্মি ও

শুদ্ধসত্ত্বাদি দ্বারা সম্যক দীপ্ত করুন এবং পরমানন্দ প্রদান করুন; ( মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। বিবেকী জন বিবেক প্রভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অকিঞ্চন আমরা, আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে অপিচ সত্ত্বাদির দ্বারা আমাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি আমাদিগের উদ্ধার করুন এবং পরমানন্দ প্রদান করুন )। (৪অ—৪খ—৪দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। চতুর্থং সাম। পর্ব্বত ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'বিষ্ণবি' বিষ্ণৌ সোমপানার্থমাগতে সতি অস্মদীয়ে যাগে, সোমং 'যদ্' যদা তেন বিষ্ণুনা সার্দ্ধং পিবসি। 'যদ্বা' যদি বা 'আপ্ত্যে' অপাম্পুত্রে 'ত্রিতে' এতৎসংজ্ঞকে রাজর্ষৌ যজমানে সোমং পিবসি ( যেতিপূরণং ) 'যদ্বা' যদি চ 'মরুৎসু' চ সোমপানায়াগতেষু অস্মদীয়ে যজ্ঞে 'মন্দসে' মাদ্যসি তথাপ্যস্মদীয়ৈরেব 'ইন্দুভিঃ' সোমৈঃ সম্যক্ মাদ্য॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৪সা )॥

• •

## চতুর্থ ( ৩৮৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:‡:‡:•—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভগবান সত্ত্বভাবদাতা। তিনি সাধকদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান করেন। যাঁহারা স্বভাবতঃই সত্ত্বভাব-প্রবণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে আরও উন্নত ভাবে পরিণত করেন। সাধকদিগকে যে সত্ত্বভাব দানে ভগবান্ মোক্ষলাভের অধিকারী করেন, সেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল। ভাষ্যকারও অনেক কষ্ট কল্পনা করিয়া এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল;—"হে ইন্দ্র! বিষ্ণু অথবা আপ্ত্যত্রিত অথবা মরুৎগণ ( আগত হইলে ), যে সোম ( পান করিয়া ) প্রমত্ত হও সেই সোমরসের সহিত আগমন কর।"

এই অনুবাদের শেষের অংশ সায়ণ-ভাষ্যের ঠিক বিপরীতভাব প্রকাশ করিতেছে। এই অনুবাদের সহিতও আমাদিগের মতানৈক্য আছে। ভাষ্য, উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য ও আমাদিগের মত পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিষ্ণবি' মরুৎসু ত্রিত অংশে পদগুলির আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, বেদের আলোচনায় আমরা পূর্ব্বাপর সেই অর্থেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি উপলব্ধি করি। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সেই পূর্ব্বানুসৃত পথেরই পুনরনুসরণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাবসঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৪সা )॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থবর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান চারিটী,—"ত্রৈতানি চত্বারি।"

পঞ্চমং সাম।

২৩　১ ২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩　১ ২
এন্দু মধোর্ম্মদিন্তরং সিঞ্চাধ্বর্য্যো অন্ধসঃ।
৩২উ　৩ ১ ২র　৩ ১ ২
এবা হি বীরস্তবতে সদাবৃধঃ॥ ৫ ॥

•　•　•

গেয় গানং।

৩র৪ ৫র　৩২ ^　৩　৫　২ ১র
১। এন্দুমধোঃ। মদা ৩ ২ ইস্তা ২ ৩ ৪ রাম্। সিঞ্চাধ্বর্য্যোঅন্ধসা ২ ঃ।
৩　৫　২র১র র　^　৩　৫
ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। এবাহিবীরস্তবথা ২ ই। বা ২ ৩ ৪ তাই।
৩২　৪
সদা ৩ বা ৫ র্দ্ধা ৬ ৪ ৬ঃ॥ ৫ ॥

•　•　•

৪র র　৪　২ ১ –　১ ৩ ২ –
২। এন্দুমধোহো ৫ র্ম্মদিস্তরাম্। সিঞ্চাহো ২ ই। অধ্বর্য্যোঅন্ধাসা ২ ঃ।
১ ২　–　– ১　২১র
আইবা ১ ইহিবী ২। রা ২ স্তবতাই। সদাবৃ। ধা।
২　৪ ৫　৫
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৫ ॥

•　•　•

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' ( সৎকর্ম্মণঃ নেতঃ হে মম মনঃ! ) ত্বং 'অন্ধসঃ' ( সত্ত্বভাবজনিতস্য ) 'মধোঃ' ( পরমানন্দদায়কস্য অমৃতোপমস্য ) 'মদিন্তরং' ( মোক্ষপ্রাপকং ইতি ভাবঃ ) 'ইৎ' ( বিশুদ্ধং জ্ঞানং ইত্যর্থঃ ) 'আ সিঞ্চ' ( অভিক্ষর, হৃদি উপজয় ); 'সদাবৃধঃ' ( চিরবর্দ্ধনশীলঃ, – সর্ব্বসিদ্ধিঃ ইতি ভাবঃ ) 'বীরঃ' ( সমর্থঃ, আত্মশক্তিসম্পন্নঃ সাধকঃ ইতি যাবৎ ) 'উ' ( খলু ) 'এব হি' ( কেবলং ) 'স্তবতে' ( পূজয়তি, আরাধয়তি—ভগবন্তং ইতি শেষঃ )। মোক্ষদাতারং ভগবন্তং আরাধয়ানি—ইতি ভাবঃ। ( ৪অ—৪খ—৪দ—৫সা )।

•　•　•

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা হে আমার মন! তুমি সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দ-দায়ক মোক্ষপ্রাপক বিশুদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্চয় কর। সত্ত্বাদির দ্বারা চির-বর্দ্ধনশীল আত্মশক্তি-সম্পন্ন সাধকই কেবল ভগবানের পূজায় সমর্থ হন। (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের জন্য আমি যেন ভগবানের আরাধনা করি।)॥ (৪অ—৪খ—৮দ—৫সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ঋষিঃ। হে 'অধ্বর্য্যো' অধ্বরস্য নেতঃ ঋত্বিক্! 'মধোঃ' মদকরস্য 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য 'মদিন্তরং' অত্যর্থং মা দয়িতৃতমং সোমরসমেব 'আসিঞ্চ' ইন্দ্রার্থমভিক্ষর। ইদু ইত্যবধারণে। 'বীরঃ' সমর্থঃ 'সদাবৃধঃ' সর্ব্বদা হবির্ভির্বর্দ্ধনীয়ঃ। যদ্বা। সর্ব্বদা স্তবনস্য বর্দ্ধকোঽয়মেবেন্দ্রঃ 'স্তবতে হি' স্তোত্রশস্ত্রাদিভিঃ স্তূয়তে খলু। স্তুতায়েন্দ্রায় সোমো দাতব্যঃ তস্মাদাসিঞ্চেত সমন্বয়ঃ॥ (৮অ - ৪খ - ৪দ ৫সা)॥

• . •

## পঞ্চম (৬৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আত্মোদ্বোধন আছে এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মনই কর্ম্মের নেতা। মনের সাহায্যেই অথবা মনের পরিচালনায়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ ক্রিয়াশীল হয়। এই মনের সাহায্যে মানুষ সৎপথে বা অসৎপথে যাইতে পারে। সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'তুমি সৎকর্ম্মের নেতা; সুতরাং সৎকর্ম্মজনিত যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, হৃদয়ে সেই জ্ঞানের সঞ্চার কর। সে জ্ঞান সত্ত্বভাবজনক, পরমানন্দ দায়ক এবং মোক্ষপ্রাপক। যে জ্ঞানের, অধিকারী হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-সাধন হইবে।' মন ইন্দ্রিয়মাত্র; তবে মন জ্ঞানলাভ করিবে কিরূপে? মন ইন্দ্রিয় হইলেও সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মানুষ সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়—তদ্দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়। তারপর, মনের পরিচালনায় মানুষ সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, এবং সৎকর্ম্মজনিত সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারে। সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন করে। তাই সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদনের জন্য মনকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

যিনি মোক্ষলাভে অভিলাষী তিনিই ভগবানের উপাসনায় রত হয়েন। তিনি 'সদাবৃধঃ' সত্ত্বাদির দ্বারা চিরবর্দ্ধনশীল। তিনি ভগবানের উপসনায় আত্ম-নিয়োগ করেন, অথবা যিনি মোক্ষলাভের জন্য তদুপায়সাধনভূত সৎকর্ম্মে রত থাকেন, তিনি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করেন, অবশেষে ভগবৎ-পদে আত্মলীন হয়েন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ভাষ্যাদিতে সোমরসের উল্লেখ আছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—"হে অধ্বর্য্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এই বীর ও বর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে।" যাহা হউক, আমাদিগের মন্ত্র-মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-মুখেই বিবৃত হইয়াছে। (৪অ—৪খ ৪দ—৫সা)॥ •

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২র
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু।
১ ২র ৩ ২
প্র রাধা৺সি চোদয়তে মহিত্বনা॥ ৬॥

* . *

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ১র ৪ ১ ২
এন্দু ৫ ইমি। দ্রা ৩ য়া সিঞ্চতা। পিবা ২ তিসোম্যম্মধু।
১র ২ ১র ২ ২ ২
প্ররাধা ২ ৩ ৺সী। চোদয়াহাইমা ৩ হী। ত্বনা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দুং' (সত্ত্বভাবং) 'আ সিঞ্চত' (অভিক্ষরত, হৃদি উপজয়ত); সঃ তং 'মধু' (অমৃতোপমং) 'সোম্যং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'পিবাতি' (পিবতু, গৃহ্লাতু) তথা 'মহিত্বনা' (স্বমহত্ত্বেন, কৃপয়া) 'রাধাংসি' (ধনানি, পরমধনং) যুষ্মভ্যং 'প্র চোদয়তে' (প্রকর্ষেণ চোদয়তু, প্রযচ্ছতু); ভগবান্ কৃপয়া মহ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—৪খ—৪দ—৬সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজন কর; তিনি সেই অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্বভাব

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"মুরাধসে ক্ষে।"

গ্রহণ করুন এবং কৃপা করিয়া তোমাদিগকে পরম ধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে পরমধন প্রদান করুন। )॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৬সা। )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠং সাম। বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ঋষিঃ। হে ঋত্বিজঃ! 'ইন্দুং' স্পন্দনশীলং সোমং 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'আসিঞ্চত' আভিমুখ্যেন প্রত্যাক্ষারয়ত আশ্রয়ণদ্রব্যেণ সেচনং কুরুত তমভিষুণুতেত্যর্থঃ। ততঃ 'সোম্যং' সোমময়ং 'মধু' মদকরং সোমরসং 'পিবাতি' পিবতু। পীত্বা চ স ইন্দ্রঃ 'মহিত্বনা' স্ব-মহত্ত্বেনৈব 'রাধাংসি' অন্নানি স্তোতৃভ্যঃ 'প্রচোদয়তে' প্রকর্ষেণ চোদয়তু॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৬সা। )॥

• • •

## ষষ্ঠ ( ৩৮৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক ও আত্মোদ্বোধক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধন-মূলক এবং শেষাংশে প্রার্থনা আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। ভগবানের সহিত মানুষের মিলন হয়—শুদ্ধ-সত্ত্বভাবের মধ্য দিয়া। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের আধার। তাই, তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। সমতার মধ্য দিয়াই মিলন সম্ভবপর হয়। মানুষ যতই ভগবানের ভাবে ভাবান্বিত হইবে, ততই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। মানুষের হৃদয় যখন সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, তখন ভগবান সাধক-হৃদয়ের সেই সত্ত্বভাব গ্রহণ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ সাধকের সহিত মিলিত হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনাচ্ছলে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোক্ষ বা মুক্তি লাভের অর্থই স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া। যে শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে মানুষ আসিয়াছে, সেই পূর্ব্বভাবে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার মুক্তি। মুক্তি বলিলেই বন্ধনের অবস্থা মনে আসে। সেই বন্ধন, মায়া মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদি-যাহা মানুষকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াই মুক্তি। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে বন্ধনসমূহ একে একে দূরীভূত হয়, মানুষ আপনার স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তখন ভগবানের সহিত মানুষের মিলন হয়, অথবা মানুষ শুদ্ধ-সত্ত্ব কারণাবস্থাতে বিলীন হয়। যে পর্য্যন্ত না সে সেই সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত অসাম্য হেতু কারণাবস্থাতে আত্মলীন করিতে পারে না—সুতরাং তাহার মুক্তি লাভও হয় না।

মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ সেই সত্ত্বভাব যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেই জন্য সাধক নিজকে সচেষ্ট করিতে যত্ন করিতেছেন। ভাষ্যে, 'ইন্দুং' 'সোম্যং' 'মধু' প্রভৃতি পদে মাদকতা-

গুণবিশিষ্ট সোমরস অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদিগের মতের ও ভাষ্যের পার্থক্য—ভাষ্য ও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। ( ৪অ—৪দ—৪খ-৬সা )॥ *

—•—

সপ্তমং সাম।

২ ৩　২ ৩　১ ২ ৩　১ ২ ৩　২ ৩　১ ২
এতো ন্বিন্দ্রꣳ স্তবাম সখায় স্তোম্যং নরং।

৩ ১　২র　৩ ২উ ৩　২
কৃষ্টীর্য্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ॥ ৭॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র র　৫　১ ২র　১ ^　৩২　১　২ র র
এতোন্বিন্দ্রꣳ স্তবা ৬ মা। সাখায়স্তো ২। মিয়া • ৪ ৫ মৃ। নরমাকৃষ্টীর্যো।-

২র১ ২　১　২　১　^ ৩
বিশ্বাঅভি। আ। স্তিয়ায়ে। কাই ২ দা ২ ৩ ৪

৫র র　৩ ১ ১ ১ ১
ঔ.হাবা। উ ২ ০ ৪ ৫॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' ( সৎকর্ম্মণি মিত্রস্বরূপিণ্যঃ হে চিত্তবৃত্তয়ঃ ) যূয়ং 'নু' ( ক্ষিপ্রমেব একাগ্রেণ ইত্যর্থঃ ) 'এত' ( আগচ্ছত, সৎকর্ম্মণি উদ্বোধিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ ); 'এক ইৎ' ( অদ্বিতীয়ঃ এব ) 'যঃ' (যঃ ভগবান্) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'কৃষ্টীঃ' ( রিপুশত্রূ, যদ্বা—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকং ইত্যর্থঃ ) 'অভ্যস্তি' ( বিনাশয়তি, যদ্বা—সমুদ্ধারয়তি ), 'স্তোম্যং' ( সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ং ) 'নরং' ( নেতারং—সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ ) 'ইন্দ্রং' ( পরমৈশ্বর্য্যশালিনং তং ভগবন্তং ) 'স্তবাম' ( পূজয়েম ) বয়মিতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ,—অহং একাগ্রেণ ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং। ৭।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে মিত্রস্বরূপ হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা একাগ্রভাবে আগমন কর—সৎকর্ম্মে উদ্বোধিত হও। অদ্বিতীয় যে ভগবান্ রিপুশত্রুদিগকে ( অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধককে ) বিনাশ করেন ( অথবা উদ্ধার

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম "যাঙ্কতং।"

করেন ); সকলের আরাধনীয়, সকল সৎকর্ম্মে নেতৃস্থানীয়, পরমৈশ্বর্য্য-শালী সেই ভগবানকে আমরা যেন পূজা করি; ( ভাব এই যে,—আমি যেন একাগ্রভাবে ভগবৎপরায়ণ হই )॥ (২অ—৪খ—৪স—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। হে বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ঋষিঃ। হে 'সখায়ঃ' সমানখ্যানা মিত্রভূতা ঋত্বিজঃ। 'সু' ক্ষিপ্রম্ 'এতো' আগচ্ছতৈব। কিমর্থং? তদাহ—'স্তোমায়' স্তোমার্হং 'নরং' সর্ব্বস্য নেতারং 'তম্' ইন্দ্রং 'স্তবাম' স্তোত্রৈঃ করবাম। য ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ একাকী অসহায় এব সন্ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'কৃষ্টীঃ' শত্রুসেনাঃ 'অভ্যস্তি' অভিভবতি তং স্তবামেতি শেষঃ॥ ৭॥

* * *

# সপ্তম ( ৩৮৭ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:*.† ——

জাগ, মোহমুগ্ধ মন! আর কতদিন ঘুমাইয়া থাকিবে? কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে—তাহা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিরূপে তুমি বাঁচিয়া আছ,—তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উঠ, জাগো!—মন, আপনার স্বরূপ চিন্তা কর;—যাঁহা হইতে আসিয়াছ, তাঁহার চরণে আশ্রয় লও। কেনই বা আসিয়াছ আর কি-ই বা করিতেছ—একবার ভাবিয়াছ কি? আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। মন আর ঘুমাইয়া থাকিও না। সেই জগৎকারণ ভগবানের পূজায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া ধন্য হও।

ভগবান্ শত্রুনসূদন। দুর্ব্বল মানুষ রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনিই মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করেন। তিনি লোকদিগের নেতা। তাঁহার প্রভাবেই মানুষ সৎকর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়;—তাঁহার অনুসরণেই মানুষ পবিত্র ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া মানব-জীবন সার্থক করিতে পারে।

এস্থলে 'কৃষ্টীঃ' পদের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। এক অর্থ—সায়ণের অনুসারী; অপর অর্থ—ধাত্বর্থের অনুসরণে নিষ্পন্ন। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ—কর্ষণ করা। তাহা হইতে আমরা 'কৃষ্টীঃ' পদে 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, ভগবানের করুণাধারা তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই তো প্রবাহিত হয়! তাঁহারা তো আপনাদের সাধনা-বলেই আপনাকে প্রাপ্ত হন! কিন্তু আমাদের উপায় কি? অকৃতী আমরা—সাধনাহীন আমরা! আপনি কৃপা না করিলে, আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইতেছি; আপনাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। আর প্রার্থনা জানাইতেছি,—যেরূপে জ্ঞানিগণের উদ্ধার করেন, সেইরূপভাবে আমাদিগকেও মোক্ষের অধিকার প্রদান করিয়া উদ্ধার করুন।

চিত্তবৃত্তি সমূহ যখন সৎকর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন তাহারাই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তাহারাই তখন হৃদয়ে সদ্ভাব জাগরিত করিয়া দেয়, তাহারাই তখন সৎকর্ম্মের পথ প্রদর্শন করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মোক্ষের পথে লইয়া যাইতে সদ্ভাবপূর্ণ চিত্তবৃত্তিভিন্ন অন্য বন্ধু সংসারে কিছুই নাই। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বন্ধুত্বের কাজ আর কিছু হইতে পারে না। তাই চিত্তবৃত্তি সমূহকে 'সখায়ঃ' বলা হইয়াছে। (৪অ—৪খ—৪দ ৭সা)॥ •

—— • ——

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ৮॥

• . •

গেয়-গানং।

৫ র ১ র ২ ১ ২ ১ — ১ র ২ ৩ ৭ —
১। ইন্দ্রায়গা। মাগায়ত। বাইপ্রা ১ যাবৃ ২। হাতেবৃহৎ। ব্রাহ্মকৃতে ২।
১ ১ ∧ ৩ ৫র র ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
বিপা ২ ৩ঃ। চা ২ ইতা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। পনস্যবে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮॥

• . •

৩ ২ র ৫র ৫ ১ ২র ১∧ ৩ ২
২। ইন্দ্রা ৩ ৪। যসাম। গায়া ৬ তা। বাইপ্রায়বৃ ২। হতা ৩ ৪ ৫ ই।
৩ ৫ ২ ১ র ∧ ১ ১ ১র ১ ২ ২ ∧ ৩
বৃ ২ ৩ ৪ হাৎ। ব্রহ্মকৃতে ২ বিপশ্চিতে ২। ওয়ে ৩। পা ২ না
৫র র ৩ ৫
২ ৩ ৪ ঔ হোবা। স্যা ২ ৩ ৪ বে। ৮॥

• . •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশতিতম সূক্তের উনবিংশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বৈশ্বমনসং।"

২র ১র ২ ১ ২ ১ ১র
৩। ঔহোহোই। ঔ ৩ হো ৩ ই। ও ৩ ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। ইন্দ্রা ২
৮র ২র ১ ১র ১র ২ ১ ২ ১ ১র . ১
য়গায়গায়ত। বিপ্রা ২ য়বৃহতেবৃহৎ। ব্রহ্মকৃতে ২ বিপশ্চিতে ২।
র ১র ২ ৪ ২
ঔহোহোই। ঔ ৩ হো ৩ ই। ও ৩ ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬।
২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
এ ৩। পনস্যবে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে,) 'বৃহতে' (মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায়) 'বিপশ্চিতে' (বিদুষে, সর্ব্বজ্ঞায়) 'পনস্যবে' (স্তুতিমিচ্ছতে, সর্ব্বেষাং স্তবনীয়ায়) 'ব্রহ্মকৃতে' (ব্রহ্মস্বরূপায়, পরমব্রহ্মণে) 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বৃহৎ' (কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং, যথা—সদ্ভাব-সৎকর্ম্মসংযুতং) 'সাম' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'গায়ত' (উচ্চারয়ত)। অহং পরমব্রহ্মানুসারী ভবেয়ং—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৪থ—৪দ-৮সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্ত্বসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে (প্রাপ্তির জন্য) সদ্ভাব-সৎকর্ম্মসংযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ কর। (ভাব এই যে,—আমি যেন পরমব্রহ্মানুসারী হই।)॥ (৪অ—৪থ—৪দ—৮সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। নৃমেধঋষিঃ। হে উদ্গাতারঃ! 'বিপ্রায়' মেধাবিনে 'বৃহতে' মহতে 'ব্রহ্মকৃতে' ব্রহ্মণঃ অন্নস্য কর্ত্রে 'বিপশ্চিতে' বিদুষে 'পনস্যবে' স্তুতিমিচ্ছতে 'ইন্দ্রায়' 'বৃহৎ' বৃহন্নামকং সাম 'গায়ত' পঠত। (৪অ—৪থ—৪দ—৮সা)॥

• • •

## অষ্টম (৩৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§:§:•———

সৎকর্ম্মযুক্ত প্রার্থনা দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা উঠে, তাহা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। প্রার্থনাকে সফল করিবার জন্য, নিজকে প্রার্থনীয় বস্তু লাভের উপযোগী করিবার জন্য, তদুপযোগী সৎকর্ম্ম মানুষ করিবেই। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ পবিত্রতা

লাভ করে, মোক্ষলাভের উপযোগিতা লাভ করে। তাই ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সংকল্পসমন্বিত প্রার্থনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে সাধক নিজকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

পাপী-তাপীর জন্য অপার করুণায় ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশিত। রাজরাজেশ্বর হইয়াও দীন ভিখারীর দুয়ারে তিনি উপস্থিত হয়েন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' তিনি—পাপীকে মুক্তি দিবার জন্য, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, স্নেহময় হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। পরম দয়াল দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ কর মন! (৮অ—৪প্র—৪দ—৮সা)।*

—— • ——

নবমং সাম।

২উ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্তায় দাশুষে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৯ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র র ২ ১ ১ ১র রর
১। য একইদিহাহাউ। বিদয়তাই। বসুম২৩র্ত্তা। যদাশুষাই। ঈশানো
২ র ১ ২ ৫ ১ ২
২৩৪। প্রাতিষ্কু৩। ৩১উবা২৩। ঈ২৩৪ন্দ্রোঃ। অঙ্গা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ৩হোবা। হো৫ই। ডা॥ ৯॥

• • •

৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৲ ৩ ৫ ১ ২ ১
২। যা২৩৪এ। কা২৩৪ঈৎ। বীদায়া২৩৪তাই। বাসুমর্ত্তা২৩
২ ১২৲৩ ৫ ১ ২র র ২৲
হা৩। যাদা২শূ২৩৪ষাই। আইশানোঅ। প্রতা২৩হাই।
৩ ৫ ১ ২র ১ ৲ ৩
ষ্কু২৩৪তাঃ। আইন্দ্রোঅ। পা২। যা২৩৪
৫র র ৩ ৫
ঔ২হোব। ঈ২৩৪দ্রোঃ। ৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—"সৌমিত্রাণি ত্রীণি।"

৫ র র ৫ ১ ২ ২ ১ ৩ ৫
৩। যএকইদ্বিদায়া ৬ ন্তাই। দাসুমর্ত্তায়া ৩ দা। হুম্। শূ ২ ৩ ৪ ষাই।

১ ২র র ১ ২ ১ ২র ৳ ৩র ২ ১ ৩
আইশানোঅপ্রতিস্কুতঃ। আইশা। নোঅপ্রাতাই। স্কু ২ ৩ ৪

৫ ১ ২র ১ ৳ ৩ ৫র র
তাঃ। আইন্দ্রোঅ। গা ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫
ঈ ২ ৩ ৪ ন্দাঃ ১ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঈশানঃ' ( সর্ব্বস্য জগতঃ পতিঃ ) 'অপ্রতিস্কুতঃ' ( প্রতিকূলশব্দবিরহিতঃ, না-প্রতিশব্দ-রহিতঃ, অভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ ) 'একঃ ইৎ' ( একঃ এব, অদ্বিতীয়ঃ ইত্যর্থঃ ), 'যঃ' ( লোকহিতসাধকঃ ) 'ইন্দ্রঃ' ( ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ ) সঃ 'মর্ত্তায়' ( এতস্মৈ মরণধর্ম্মশীলায় ) 'দাশুষে' ( উপাসকায় ) 'অঙ্গ' ( ক্ষিপ্রং এব ) 'বসু' ( ধনং—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপং ) 'বিদয়তে' ( বিশেষেণ দদাতি )। সর্ব্বেষাং অভীষ্টপূরকঃ ভগবান্ উপাসকায় ক্ষিপ্রং পরিত্রায়তি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৪অ ৪খ ৪দ—৯সা ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সকল জগতের পতি, না-প্রতিশব্দরহিত, অভীষ্টপূরক, অদ্বিতীয় লোকহিতসাধক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তিনি এই মরণধর্ম্মশীল উপাসককে শীঘ্রই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-রূপ ধন বিশেষপ্রকারে প্রদান করেন। ( ভাব এই যে,—সকলের অভীষ্টপূরক ভগবান্ উপাসককে শীঘ্রই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ) ॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৯সা ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।—নবমং সাম। গোতম ঋষিঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ' এক এব 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে 'মর্ত্তায়' মনুষ্যায় যজমানায় 'বসু' ধনং 'বিদয়তে' বিশেষেণ দদাতি। অঙ্গেতি ক্ষিপ্র-নাম। 'অপ্রতিস্কুতঃ' পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূল-শব্দ-রহিত ইত্যর্থঃ এবম্ভূতঃ স 'ইন্দ্রঃ' ক্ষিপ্রং 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ স্বামী ভবতি ॥ ( ৪অ—৪খ—৪দ—৯সা ) ॥

• • •

# নবম (৩৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

এই মন্ত্রের সাদাসিধা ভাব এই যে,—'ভগবানের উপাসকগণ ত্বরায় তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে ঐ ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদে প্রকাশ,—"যিনি হব্যদাতা ঋত্বিককে ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের প্রভু হন।" অন্য আর এক অনুবাদে প্রকাশ, "যে ইন্দ্র কেবল হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের শিরোমণি স্বামী।" দুই প্রকার অর্থই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। পার্থক্য—প্রথম অর্থে ঋত্বিককে ধন-দান, দ্বিতীয় অর্থে যজমানকে ধন-দান। যে ইন্দ্র কেবল যজমানকে বা ঋত্বিক্‌কে ধনদান করেন, তিনিই জগতের অধিস্বামী হয়েন,—ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বোধগম্য হয় না। ঋত্বিক্‌কে কিম্বা যজমানকে ধন প্রদান করিলেই কি জগতের স্বামিত্ব লাভ হয়?

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। 'ঈশানকৃৎ অপ্রতিষ্কুতঃ' পদদ্বয়ের যুগ্ম-প্রয়োগ পূর্ব্বেও পাইয়াছি। তিনি যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, তিনি যে না-প্রতিশব্দিত অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর সকল প্রার্থনা তিনি যে পূর্ণ করেন, সেখানেও সেই ভাবই ব্যক্ত দেখিয়াছি। 'একঃ ইৎ' এবং 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদদ্বয়ে প্রায় একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে ভাষ্যকার 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে সে অর্থের ব্যত্যয় দেখিতেছি।* আমরা কিন্তু পূর্ব্বের অর্থই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাব পরিগ্রহণ করিলাম। তিনি লোকহিতসাধক, তিনি সুপ্রসিদ্ধ, তিনি জগৎপতি, তিনি অভীষ্টপূরক, তিনি অদ্বিতীয়; বিশেষণ-কয়টি তাঁহার সেই পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করেন, অথবা ভগবান্ তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। ভগবান্ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ নহেন। তিনি অপক্ষপাতী। তবে তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তদিগকে মুক্তি প্রদান করেন—এ কথার অর্থ কি? মানুষ আপনার সাধনবলে, ভগবদনুসরণের ফলে, নিজেকে উন্নত পবিত্র করে, নিজে মোক্ষলাভের উপযোগিতা লাভ করে। ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্র অবারিতভাবে জগতের উপর বর্ষিত হইতেছে। যিনি সেই করুণাপ্রবাহ ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চয় করেন, তিনি তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। ভগবান্ সকলের প্রতি সমভাবেই করুণাপরায়ণ। তবে তাঁহার করুণা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। সেই সামর্থ্য জন্মে—সৎকর্ম্মের সাধনে, সদ্ভাবে সৎচিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করাতে। সাধক ভগবানের মঙ্গলনীতির অনুকূল মার্গে চলিয়া ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন, ভগবানের বিকাশে তাঁহার চরণে আত্মবিলয় করিবার উপযোগিতা লাভ করেন। তাঁহারা

---

* সেখানে (১ম ৭সূ ৮ঋ) ভাষ্যকার 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদের প্রতিবাক্যে "প্রতিশব্দরহিতঃ যাচ্যমানঃ ন পরিহরতীতিভাবঃ" এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানকার অর্থ—"শত্রুভিরপ্রতিশব্দিতঃ"। পার্থক্য সুতরাং বোধগম্য হইবে।

ভগবদ্পরায়ণ নহেন, তাঁহাদিগকেও একদিন মুক্তিমার্গের পথিক হইতে হইবে। তবে নিজের অসৎকর্ম্মের ফলে তাঁহারা মুক্তিযাত্রায় পশ্চাৎপদ হইয়া যান। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, যাঁহারা ভগবানের উপাসক, ভগবান তাঁহাদিগের প্রতি চিরকৃপা-পরায়ণ আছেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্ব্ববিধ ধন প্রদান করিয়া থাকেন। 'অঙ্গ' পদে 'ক্ষিপ্রং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। যাহারা ভগবৎপরায়ণ নহে, তাহাদিগের উদ্ধারে বিলম্ব ঘটিতে পারে। কিন্তু ভগবৎপরায়ণ জন সত্বর উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন—ইহাই এখানকার মর্ম্ম। এই ভাবই পূর্ব্বে (১ম—৭দ ৮ম) "কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রাংশে প্রকটিত আছে। (৪অ—৪খ ৪দ—৯সা)।০

দশম্যং সাম।

১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২<br>
সখায় আ শিষামহে ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে।<br>
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২<br>
স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ১০ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র র ৩২ ৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১ ১<br>
১। সখায়আওউ। শিষা ৩ মহেওউ। ব্রহ্মা ০ ইন্দ্রাওউ। বজ্রিণাই।<br>
২ ২ ১ ৭ ২ ১ ৴ ৩<br>
স্তুষউষ ৩ ওই। বোনৃতমা ২ ৩ হা। যধা ২ ৩ ষ্ণ্যা ২ বা<br>
৫ র র ৫<br>
২ ৩ ৪ ঔহোব। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ১০ ॥

* * *

র৫র ৪র ৫ র ৪ ৫ র র ৪ ৫ ১ ২ ২<br>
২। সখায়আশিষাম্। হাই। ব্রহ্মেন্দ্রায়বজ্রিণোবা। আঈহো ৩ বা ৩।<br>
১ ২ ২ ২৴ ৩২৫১ ৫ ১ ২<br>
বোবা ৩ হা ৩। হাই। স্তুষউষ, ২ ৩ ৪। বোহোবাই। নার্ত্তা ৩

---

*. এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম— "ত্রৈকুভানি ত্রীণি।"

৫ ৩ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ৯ ৩
ম্না ৩। হোবা ৩ হা ৩। বা। বধা ২ ৩। স্তুয়া ২ বা

৫ র র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১০ ॥

* * *

৩ ৫র ৩র ৪২র ২ র র ৫র র ১ র ১র
৩। সা ৩ থায়ঃ আশিষ। ম ৩ হাই। ব্রহ্মাণ্ডায়াবজ্রিণ হাই। স্তুতউষুবো

১ ২৯ ৩ ৫ ২ ২ ৪ ১ ২৯ ৩
৩ নার্ত্তিয়া। যা ২ ৩ ৪ ধৃ। হা। হাই। গোনার্ত্তিয়া। যা ২ ৩ ৪

৫ ২ ২ ১ ১ ২ ২১ ২র র ২ ১
ধৃ। ষা ৩ হা। স্তুবা ৩ ই ঔ ২ হো। ঔ হাবা। স্তুবা ৩ ই।

১ ২ ৩র ২ ২ ৫ র র ২১ ৯ ৫
ঔ ৩ হো ঔহাবা ৩ ৪। ঔহাবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ১৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থদীপিকা-ব্যাখ্যা

'বজ্রিণে' (রিপুনাশায় বজ্রবৎ কঠোরস্বভাবায়) 'নৃতমায়' (নেতৃতমায়, সর্ব্বেষাং লোকানাং নেতৃরূপায়) 'ধৃষ্ণবে' (বলৈশ্বর্য্যাদিপত্যয়ে) 'ইন্দ্রায়' (পরব্রহ্মণে) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্রং) 'আশিষামহে' (সম্যক্‌ উচ্চারয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি ভাবঃ। 'সথায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি মিত্রস্বরূপাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যূয়ং) 'উ' (অপি) 'সুষ্টুবে' (স্তুধ্বং, প্রকর্ষেণ আরাধয়ত); তং দেবতাং ইতি শেষঃ; অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ানি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৪খ—৮দ—১০সা)।

* * *

মন্ত্রার্থ।

রিপুনাশে বজ্রবৎ কঠোরস্বভাব, সর্ব্বলোকের নেতৃস্থানীয় বলৈশ্বর্য্যাধিপতি পরব্রহ্মের উদ্দেশে আমরা সর্ব্বতোভাবে স্তোত্র উচ্চারণ করি; (ভাবার্থ:—ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি); সৎকর্ম্মে মিত্রস্বরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরাও সেই দেবতাকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর; (ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বভাবে ভগবানকে আরাধনা করি।) (৪অ—৪খ—৮দ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। ক্লিষ্টমনা ঋষিঃ। 'সখায়ঃ' মিত্রভূতা হে ঋত্বিজঃ! 'বজ্রিণে' বজ্রহস্তায়েন্দ্রায় 'ব্রহ্ম' স্তোত্রং 'আশিষামহে' বয়মাশাস্মহে চ। যথা ব্রহ্ম অস্মাভিঃ দীয়মানং হবীরূপমন্নং আশাস্বঃ। শাস্ত্র অনুশিষ্টৌ (অদা০ প০)। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্ (৩, ১, ৮৫)। অতএব 'আশিষামহি'—ইতি বহ্বৃচা আমনন্তি। তত্র 'বঃ' সর্ব্বেষামেব যুষ্মাকমর্থায় 'নৃতমায়' সর্ব্বেষাং নেতৃতমায়। যথা সংগ্রামেষু আয়ুধানাং নেতৃতমায় 'ধৃষ্ণবে' শত্রূণাং ধর্ষণশীলায় তস্মৈ ইন্দ্রায় অহমেব 'সুষ্টুবে' সুষ্ঠু স্তৌমি। (৪অ—৪খ—৪দ—১০সা)।

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে

ছন্দোব্যাখ্যানে চতুর্থস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

• • •

## দশম (৩৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

—০ঃ‡ঃ‡ঃ০—

আত্মোদ্বোধক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে।

তিনি রিপুনাশক। দেবতার কঠোরতার বিকাশ হয়—রিপুদলনে, পাপের উচ্ছেদ-সাধনে। সাধকের প্রতি তিনি যেমন কৃপাপরায়ণ, পাপের বিনাশ করে তেমনি তিনি বজ্রকঠোর তিনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' কোমল কঠোরের অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে মাতার স্নেহ, অপরদিকে রুদ্রের ভীষণ সংহারমূর্ত্তি। আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে তাঁহার এই অপূর্ব্ব রুদ্রমূর্ত্তিরই পরিচয় পাই।

তাঁহার এই রুদ্রমূর্ত্তি জগতের কল্যাণের জন্য। মানুষকে তিনি তাঁহার অভীষ্টপূরণে সহায়তা করেন। মানুষ যদি ভুলবশতঃ অধঃপতনের পথে যায়, তবে তাহাকে তিনি বজ্রকঠোর হস্তে সেই আপাতমধুর অধঃপতনের পথ হইতে টানিয়া আনেন তাঁহার এই মঙ্গলময় রুদ্রমূর্ত্তির পরিচয় পাইয়া সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

সেই সর্ব্বলোকের অধিপতিকে যেন আমি সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করি। আমার হৃদয় মন সমস্ত যেন তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় তাঁহার প্রিয় সৎকর্ম্ম-সাধনে যেন আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করি। রিপুনাশক পরমদেবতার আরাধনায় যেন আমি রিপুগণের উপরে জয়লাভ করিতে পারি। সৎকর্ম্ম-সাধনে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাকে মোক্ষযাত্রায় সাহায্য করুক! এই প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয়। (৪অ—৪খ—৪দ ১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্বিংশতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটি। উহাদের নাম—"ঐন্দ্রো নিধনানি ত্রীণি।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমী দশতি।

## পঞ্চমী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমাং দেবতাতয়ে।

১ ২র ৩ ১ ২র
যদ্ধ৺সি বৃত্রমোজসা শচীপতে॥ ১॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৩২ ৪ ৫ ১ ২
১। হাউগৃণাই। তদা ৩ ইন্দ্রাভাই। শবা ২ ৩ ১ ২ ৩ঃ। উপা ৩

৪ ৫ ২ ১র ২৳ ৩ ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ ২র
মাঙ্দেবতাতয়াই। যদ্ধ৺ সা ২ ৩ ইবা। ত্রমো ৩ জাসা শচী। পতে।

২ র ২ ৫র র ৩ ৫
ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪। ঔ৺হোবা। হু ২ ৩ ৪ ভীঃ॥ ১॥

৫ ৱ ৩২ ৩ৱ ৪ ৱ ৪ ১ ৱ ৱ২১ৱ
২। গৃণে। ঋগ্‌, ৩৪। ঔহো ৫ ইন্দ্রতেশবাঃ। উপমান্দেবতাতা ২ ৩
২ ৩২ ৩২ ৱ ১
যা ৩৪ই। যদ্ধ৩৪ ৬৭নিবা। ত্রমোজসা।
২ ৪ৱ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
সা ৩ চীপ। তা ২৩৪৫ই॥ ১॥

৪ ৱৱ ৱ৫ ১ ৱ ১ৱ ১ৱ ৱ ১ ২ৱ ৱ
৩। গৃণেতদোহো ৫ ইন্দ্রতেশবাঃ। উপমান্দে বতা ২ তয়ে। উপমান্দেব-
১ৱ ২ ১ ২ ১ ৫ ২ ৫
তাতা২ ৩ য়াই। যদ্ধ৬নিব্র ত্রমো ২ ৩জসাউ। বা ৩। সা ২ ৩৪চী।
৩ ৫ ৩
পা ২ ৩৪ ঽাই। হো ২ ৩৪৫ই। ডা॥ ১॥

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শচীপতে' (সৎকর্ম্মণাং নেতঃ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন্) 'তে' (তব) 'শবসঃ' (শবসঃ—বলস্য ইতি যাবৎ) 'উপমাং' (অন্তকঃ) নাস্তি ইতি শেষঃ; ভগবান্ হি শ্রেষ্ঠ-বলসম্পন্নঃ সর্ব্বশক্তেরাধারভূতঃ ইতি ভাবঃ; অপিচ, ত্বং 'ওজসা' (বলেন, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রং' (সত্ত্বাবিনাশকং অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হংসি' (বিনাশয়সি); 'যৎ' (যস্মাৎ ত্বং সর্ব্ববলাধারঃ) 'তৎ' (তস্মাৎ) 'দেবতাতয়ে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'গৃণে' (স্তৌমি, প্রার্থয়ামি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বং শক্তিস্বরূপঃ; মাং শত্রুনাশসামর্থ্যং প্রদেহি; সৎকর্ম্মণি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা মাং সমুদ্ধারয়॥ (৪অ—৫খ—৫দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল সৎকর্ম্মের নেতা পরমৈশ্বর্য্যশালী হে ভগবন্! আপনার বলের অন্ত নাই। (ভাবার্থঃ—ভগবান্ শ্রেষ্ঠবলসম্পন্ন, সকল শক্তির আধার-ভূত); অপিচ, আপনি বলের দ্বারা সত্ত্বাববিনাশক অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন। যেহেতু আপনি সর্ব্ববলাধার, সেই জন্য সৎকর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত আপনাকে স্তুতি করি। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্, আপনি শক্তিস্বরূপ; আমাকে শত্রুনাশ-সামর্থ্য প্রদান করুন; সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (৪অ—৫খ—৫দ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—প্রথমং সাম। প্রগাথ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'তে' তব 'তজ্জবো' বলং 'উপমাং' আস্তিকং 'দেবতাতয়ে' যজমানায় যজ্ঞার্থং বা 'গৃণে' স্তবে। 'যদ্' যস্মাৎ হে 'শচীপতে' 'বৃত্রং' 'ওজসা' বলেন 'হংসি' তস্মাৎ তে শবো গৃণে ইতি সম্বন্ধঃ। (৪অ ৫খ-৫দ-১সা)।

* . *

## প্রথম ( ৩৯১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

ভগবান পাপনাশ করেন। তিনি মানুষকে পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার পুণ্যশক্তি প্রভাবে মানুষ পাপজয় করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের পবিত্রতাকারিণী শক্তি ধরায় নামিয়া আসে বলিয়া পাপের আধিপত্য নষ্ট হয়। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন দূরে পলায়ন করে, ভগবানের পুণ্যশক্তির প্রভাবে পাপও তেমন দূরীভূত হয়। এই সত্যের সন্ধান পাইয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"প্রভো! তুমিই তো পাপকে বিনাশ করিয়া আপনার পুণ্যপ্রভায় সাধকদিগের হৃদয় আলোকিত কর। আমি পাপের আক্রমণে বিব্রত; আমাকে তোমার পাপনাশক শক্তি প্রদান কর—আমি যেন সেই শক্তিবলে চিরদিনের জন্য পাপকে জয় করিতে পারি। তোমার পুণ্যপ্রভা আমার রক্ষা-কবচ হউক।

এই প্রার্থনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পাপকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া সাধক নিজে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি যেন সৎকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া ভগবানের কৃপায় রিপুজয়ে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃত প্রার্থনা। নিজের কার্য্যের দ্বারা—সাধনার দ্বারা তিনি পবিত্রতা লাভের চেষ্টা করিতেছেন। কর্ম্মশক্তির মধ্য দিয়া ভগবানকে প্রেমডোরে বন্ধন করিবার প্রচেষ্টা,—শ্রেষ্ঠ উপাসনা। মন্ত্রে সেই প্রচেষ্টা—সেই উপাসনাই প্রকটিত। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—যদিও তুমি শ্রেষ্ঠ-বলসম্পন্ন যদিও তুমি ভিন্ন শক্তি সঞ্চার করিবার আর কেহ নাই; তথাপি আমি জড় নিষ্ক্রিয় ভাবে কেবল তোমার উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে চাহি না। তোমার শক্তি আমি চাই বটে; কিন্তু আমার কর্ম্মের প্রভাবে আমি সে শক্তি লাভ করিতে চাই। বিল্বমঙ্গলাদি সাধকগণ যদিও তোমার অনুগ্রহ-লাভেই শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সে শক্তিলাভের প্রচেষ্টা ছিল। যদিও তুমি ছিনাইয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে শক্তি উপজাত হইয়াছিল। তাই বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং, হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।" এখানেও প্রার্থনাকারী সেই ভাবেই ভগবানকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। (৪অ—৫খ—৫দ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। তাঁহাদের নাম— "প্রবদ্বৎ", "আঙ্গিরস," এবং "প্রবদ্বৎ।"

দ্বিতীয় সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যস্ত ত্যাচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ন্।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
অয়ꣳ স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ২ ॥

গেয়-গানম্।

৩ ২ ৩ ২ ৫ ২ ২ ৩ ২
১। যস্যা ৩ ১। ত্যাচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। বরম্। মা ৩ দাই। দিবো ৩ ১।

৩র ২ ৫ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২
দাসা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যর। ধা ৩ য়ান্। অয়া ৩ ১ ম্। সসো

৫ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। মই। দ্রা ৩ তাই। সুতা ৩ ১ ঃ। পিবা ৩।

১ ৫ ৩ ৫
ঔ ২ ৩ ৪ বা। উ ২ ৩ ৪ পা। ২।

২ ৪ ১ র র ৭ ২ ৩ ৫
২। যস্তত্যাচ্ছা ৩ ম্বরম্মদাই। দিবোদাসায়রন্ধয়ন্ আয়ꣳ সসো ৩। মই।

৩ ২ ১ ২ ৫ র ৩ ৫
দ্রতা ৩ ই। স ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। পী ২ ৩ ৪ বা। ২।

৫ ২ ৪ ৫৪ ৫ ১ ১ র র১র ২ ১ ৭ ২
৩। যস্তত্যা ৩ চ্ছাম্বরম্মদাই। দিবো ২ দাসায়রন্ধয়ন্। আয়ꣳ সসো ৩।

৪৫ ৩ ২ ১ ২ ১ ১ ৩ ৫ র
মই। দ্রতা ৩ ই। সুতআ ২ ৩ ঃ। পা ২ ইবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫
ই ২ ৩ ৪ ডা। ২।

৩ ৫ ২র ৩৪ ৫ ৫ ২ র র র ২
৪। বা ৪ আত্যৎ। হোই। শম্বরম্মদা ৬এ। দিবোদাসায়রন্ধয়মা৬ৃ সা
৪ ৫ ৩২ ৫র র ৩ ৫
৬ সো। মঈ। ত্রতা ৩৪। ঔহোবা। সূ ২ ০ ৬ তাঃ।
৩
পিবা ২৩৪৫ ই। ডা॥২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) 'দিবোদাসায়' (দেবভাবসম্পন্নায় জনায়—তস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) অপিচ 'যস্য' (সত্ত্বভাবজনিতস্য) 'মদে' (পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) যং 'ত্যং' (তং প্রসিদ্ধং শুদ্ধসত্ত্বনাশকং) 'শম্বরং' (সত্ত্বভাবরোধকং অজ্ঞানতারূপং শত্রুং ইতি ভাবঃ) 'রন্ধয়ন্' (বিনাশয়সি); 'অয়ং' (অস্মাকং হৃদয়স্থিতঃ) 'সঃ' (তথাবিধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, উৎকর্ষং প্রাপ্তঃ ইত্যর্থঃ); অতএব 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদয়স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা মোক্ষং প্রযচ্ছ॥ (৪অ—৫খ-৫দ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! দেবভাবসম্পন্ন জনের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অপিচ সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দদানের উদ্দেশ্যে আপনি শুদ্ধসত্ত্বনাশক সত্ত্বভাবরোধক অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদের হৃদয়স্থিত তথাবিধ শুদ্ধসত্ত্ব অভিষুত—উৎকর্ষ প্রাপ্ত—হইয়াছে; আপনি (তাহা) গ্রহণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)॥ (৪অ—৫খ—৫দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'যং' 'যস্য' সোমস্য 'মদে' পানেন জনিতে হর্ষে সতি 'শম্বরম্' অসুরং 'দিবোদাসায়' রাজ্ঞে 'রন্ধয়ন্' রধ হিংসা সংরাধ্যোঃ (দি০ প০) হত্বা ভবসি ত্যদিতি ক্রিয়াবিশেষণং। তৎ প্রসিদ্ধং যথা ভবতি তথা হে 'ইন্দ্র!' 'সঃ' 'অয়ং' 'সোমঃ' 'তে' ত্বদর্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ অতএব ত্বং 'পিব'। (৪অ—৫খ—৫দ—২সা)॥

## দ্বিতীয় (৩৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মোক্ষলাভের উপায়ভূত সমস্ত সৎকর্ম্মের, সচ্চিন্তার ও সদ্ভাবের বীজ নিহিত আছে। অজ্ঞানতা মোহ প্রভৃতির দ্বারা তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষ পার্থিব বিষয় সংস্রবে ব্যাপৃত

থাকে ; তাই সাধারণ জাগতিক সুখ দুঃখই তাহার হৃদয়কে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। তাই সেই ক্ষণস্থায়ী আপাতঃমধুর পরিণামবিরস সুখের অতীত চিরশাশ্বত সুখের অস্তিত্ব সে সহজে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি তাহার অন্তর অন্তরতঃ এক অনির্দেশ্য অভাব অনুভব করে। সেই অভাবই তাহাকে ক্রমশঃ গভীরতর আনন্দের অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয়,—সেই অভাবই তাহার শ্রেয়ঃসাধনের পথে তাহাকে অগ্রসর করে। ভগবানের কৃপায় যখন মানুষের মোহ অপসারিত হয়, তখনই তাহার অন্তরস্থ সদ্ভাবরাজি জাগরিত হইয়া উঠে ;—তখনই সে মোক্ষের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলে।

কিন্তু মানুষের হৃদয়ে সদ্ভাবরাজি সত্ত্বভাবসমূহ বর্তমান থাকিলেও, পাপের আবরণে তাহা লুক্কায়িত থাকে। ভগবান কৃপা করিয়া সেই পাপাবরণ অপসারিত করিলে সাধক সত্ত্বভাব-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতে পারেন। ভগবানের এই কৃপা লাভ করিতে হইলে সৎকর্ম-সাধনের দ্বারা নিজকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করা প্রয়োজন। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে 'সাধককে সত্ত্বভাবজনিত আনন্দদান করিবার জন্য ভগবান পাপ বিনাশ করেন।' অথবা, 'সৎকর্ম-সম্পাদনের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলে সাধক সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দ লাভ করেন।' অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব তখন পূর্ণতেজে আত্মপ্রকাশ করে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। জ্ঞানোৎকর্ষের দ্বারা তাহাকে পাপাবরণ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই সুফল লাভের সম্ভাবনা। সে পক্ষে ভগবানের করুণাই প্রধান অবলম্বন। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবজনিত আনন্দ প্রদান করিবার জন্য মন্ত্রে তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবান কৃপা করিয়া সাধককে পরমানন্দ দান করিবার জন্য পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। এই সত্য জানিয়া সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"ভগবন্! তোমার দেওয়া সত্ত্বভাবকে তুমিই বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞান পাপী জানি-না কিরূপে তোমার দেওয়া পরমদানের মর্য্যাদা রক্ষা করিব। তুমিই কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দেও ; তুমিই কৃপা করিয়া আমার হৃদয়স্থিত ভাবরাশিকে বিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ কর। তোমাকে আর কি দিব! আমার দিবারই বা কি আছে! তোমার দেওয়া ধন গ্রহণ করিবার জন্য এ পাপীর হৃদয়ে আগমন কর ;—আমাকে ধন্য কর, কৃতার্থ কর।"

ভাষ্যে 'শম্বর' পদে অসুর এবং 'দিবোদাস' পদে দিবোদাস নামক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। 'শম্বর' পদ নিঘণ্টুতে 'মেঘ' পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। মেঘ যেমন আলোকের আবরক ; অজ্ঞানতা সেইরূপ সত্ত্বের আবরণ করে, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে বিনাশ করিয়া ফেলে। মেঘ আলোকের শত্রু, অজ্ঞানতা তেমনি জ্ঞানের শত্রু। আমরা তাই 'শম্বরং' পদে 'সত্ত্বের অবরোধক অজ্ঞানতারূপ শত্রু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয় অন্যত্রও (প্রথম, ১ম—১০১সূ—২ঋ) আলোচনা করা গিয়াছে। "দিবোদাসং" পদের অর্থ সম্বন্ধেও ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১১২সূ—১৪ ঋক দ্রষ্টব্য। (৪অ ৫দ ৫স—২সা)।*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৪র্থ মণ্ডলের ত্রিংশত্তম সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান চারিটি ; উহাদের নাম—"দৈবোদাসানি চত্বারি।"

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল অপিচ বিশ্বব্যাপী সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (৪অ—৫খ—৫দ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—তৃতীয়ং সাম। নৃমেধ ঋষিঃ। হে 'প্রিয়!' সর্ব্বেষাং প্রিয়তম! হে 'সত্রাজিৎ' মহতাং শত্রূণাং জেতঃ! হে 'অগোহ্য' তিরস্কর্ত্তুমশক্য ইন্দ্র! 'গিরিঃ' পর্ব্বত ইব 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পৃথুঃ' পৃথুতমঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'পতিঃ' ঈশ্বরশ্চ ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'আগহি' আগচ্ছ। (৪অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

* . *

## তৃতীয় (৩৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§•§:•———

হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য ভগবানকে এই মন্ত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানের মধ্যে 'প্রিয়' পদটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে—প্রিয়ভাবে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও মহান্ হইলেও তিনি আমাদিগের প্রিয়তম। কেবল আমাদিগের নহে; তিনি বিশ্ববাসী সকলেরই প্রিয়তম। ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তম, মানুষের—জগৎবাসীর—আর কে আছে? জগৎ তাঁহার নিকট হইতে জীবন পাইয়াছে, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছে, এবং চরমে তাঁহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করিবে। তিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণকারী। তাঁহার কৃপায় মানুষ, মোহ পাপ প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে,—চরমে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অপেক্ষা বন্ধুত্বের কাজ আর কি হইতে পারে! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার অনন্ত প্রেমরাশি নানাদিক দিয়া নানাভাবে মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতে আমরা যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা তাঁহার সেই অনন্তপ্রেমপারাবারের বিন্দু মাত্র। তাঁহার প্রেমেরই ছায়া পাইয়া বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা। ভগবানই মানুষের একমাত্র বন্ধু। জন্মজরামরণশীল মানুষের প্রেম—ক্ষণিক আনন্দদায়ক, অধিকাংশ স্থলেই তাহা আবার স্বার্থের সহিত বিজড়িত। নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা—মানুষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি? স্বার্থসাধনের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রেম-ভালবাসা চিরতরে বিনষ্ট হয়। স্থলবিশেষে আবার সে প্রীতির পরিণতি চিরশত্রুতায়

পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং স্বার্থ-বিজড়িত পার্থিব প্রেম-ভালবাসা, নশ্বর বন্ধুত্বের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন পরিণামে অমঙ্গলদায়ক। সে কেবল সংসার-বন্ধন দৃঢ় করে মাত্র। মন্ত্রে তাই ভগবৎপ্রেমে চিরশান্তি-লাভের চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন, যদি বন্ধুত্ব করিতে হয়, ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব কর; যদি প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, ভগবানের সহিত সে বন্ধনে আবদ্ধ হও। মানুষের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই নহে; উহা পরিণামবিরস অশেষক্লেশদায়ক। মন্ত্রের 'প্রিয়' সম্বোধনে প্রেমভাবে ভগবানের উপাসনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

সাধক ভগবানকে বন্ধুরূপে আহ্বান করিতেছেন। দূরে থাকিয়া আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, নিকটে, আরও নিকটে,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁহাকে পাওয়া চাই। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রিয় নহেন, তিনি বিশ্ব-বন্ধু, বিশ্বের সকলের প্রিয়তম। সাধক সেই জগদ্বন্ধু ভগবানকে আপনার হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। (৪অ ৫খ—৫দ-৩সা)। *

---

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২
য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি।

২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
যেনা হ৺সি ন্যা ৩ ত্রিণন্তমীমহে ॥ ৪ ॥

৪ ৫ ১ ২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ২
যইন্দ্রসো। মাপা ৩ তামাঃ। মদাঃশবাই। ষ্ঠাচেততাই। যাইনা ৩

৪ ৫ ২ ১ ২ ৪ র ৫ ৩ ১ ১ ১ ১'
হা৺সী। নিয়াত্রিণাম্। তা ০ মীম হা ২ ৩ ৪ ৫ ই ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"সম্বর্ত্তে দ্বে।"

# চতুর্থ ( ৩১৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

চাই—আনন্দ ; চাই সুখ। সেই সুখ—সেই আনন্দ-লাভের জন্য সংসার দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ পর্য্যন্ত সেই আনন্দের, সেই সুখের অ[illegible] ছুটিতেছে। কিন্তু কোথায় সে আনন্দ—কোথায় সে সুখ,—যে সুখের যে আনন্দের আদি[illegible] পারিলে, আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। জন্মাবধি মানুষের মনে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বতঃ-জাগরূক রহিয়াছে।

মানুষ একদিন পরমানন্দের অধিকারী ছিল ; জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবধানে, অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা-বিপর্য্যয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেও সেই আনন্দ-স্মৃতি মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না। তাই মানুষ তাহার অজ্ঞাতসারেও সেই আনন্দের সন্ধানে ঘুরে, যেখানে সেই আনন্দের ছায়া দেখিতে পায় সেখানেই ছুটিয়া চলে। কিন্তু ছায়া, ছায়ার মতই অন্ধকারে মিলাইয়া যায় ; বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকের ন্যায়, সে ক্ষীণ রশ্মিরেখা নিমিষে দূরে সরিয়া যায়। যে তিমিরে সেই তিমিরেই মানুষ নিমজ্জিত থাকে। অজ্ঞানতার বশে, মোহের কুহকে মজিয়া মানুষ সেই মরীচিকার পশ্চাতে ঘুরিতে থাকে। আর না ঘুরিয়াও উপায় নাই! তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দ-লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে। তাই মানুষ, পার্থিব আনন্দের অসারতা অনুভব করিতে পারিয়া অপার্থিব অবিমিশ্র আনন্দের অনুসন্ধান করে—সেই আনন্দ-প্রস্রবণের চরণে আপনার প্রার্থনা জানায়। ভগবান কৃপা করিয়া তাহাকে সেই পরমানন্দের কণামাত্র প্রদান করিলেও সে কৃতার্থ হয়। ভগবানই একমাত্র আনন্দদাতা,—এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—প্রভো! আমাকে অনন্ত অবিনশ্বর আনন্দ দাও—যাহার বলে পাপ-তাপ হইতে, রিপুর আক্রমণ হইতে, আত্মরক্ষা করিতে পারি। যে আনন্দের কণামাত্র লাভ করিলে জগতে অভী হওয়া যায়, যে আনন্দের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—'আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" ( ৪খ ৫দ—৪সা )। •

—— • ——

পঞ্চমঃ সাম।

৩ ১ ২র ৩ ২উ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২

ত্বচে তুনায় নো তৎসু দ্রাধীয় আয়ুর্জ্জীবসে।

১ ২ ৩ ১ ২

আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন ॥ ৫ ॥

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত ) ইহা গেয়-গান একটী। উহার নাম—"আকারম্"

সাম—১১৩ ( ৪২ )

গেয়-গানং।

৪ ৩র ৪৫র ৩২ ৮ ৩ ৫ ২ ৮ ৩ ৫
স্তুচেস্তুনা। যচা ৩২ ৫ম ২৩৪ না:। ত্রাঘীয়া ২৩৪ য়ুঃ।
২র ১ — ১ ১ — ১২১ ৮
জীবাসা ২ ই। আদী ২ ত্যাসা ২ঃ। সমহসাঃ ২।
৩ ২ ৪ ৩ ১ ১ ১ ১
কৃণো ৩ তা ৫। না ৩৩৪৫॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুমহসঃ' (শোভনতেজস্কাঃ, দীপ্তিমন্তঃ) 'আদিত্যাসঃ' (স্ব-প্রকাশাঃ হে দেবাঃ, দেবতাবাঃ বা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তুচে' (সৎকর্ম্মসম্পাদনায়, যদ্বা পুত্রায়) তুনায়' (পৌত্রায়, যদ্বা পরমধন প্রাপ্তয়ে) 'জীবসে' (অনন্তজীবনলাভায়) 'তৎ' (সৎকর্ম্মসাধনশীলং) 'দ্রাঘীয়ঃ' (দীর্ঘতমং, শ্রেষ্ঠং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'সুকৃণোতন' (সুষ্ঠু কুরুত, প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ); হে দেব! অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ-৫খ—৫দ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ হে দেবগণ! সৎকর্ম্মসম্পাদনের জন্য ও পরমধন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (অথবা আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদির এবং আমাদিগের অনন্তজীবন-লাভের জন্য, সৎকর্ম্মসাধনশীল, শ্রেষ্ঠ জীবন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করুন।)॥ (৪অ—৫খ—৫দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। হরিমিঠি ঋষিঃ। হে 'সুমহসঃ' শোভন-তেজস্কাঃ হে 'আদিত্যাসঃ' অদিতেঃ পুত্রাঃ! 'নঃ' অস্মাকং 'তুচে' পুত্রায় 'তুনায়' [তনোতেন্ুক্। তনোতি কুলমিতি তুনঃ পৌত্রঃ। উকারোপজনশ্ছান্দসঃ। অতএব বহ্বৃচা 'তুনায়' ইতি পঠন্তি। তস্মৈ তুনায়] পৌত্রায় চ 'জীবসে' জীবনায় 'দ্রাঘীয়ঃ' দীর্ঘতমং 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'আয়ুঃ' জীবিতং 'সু' সুষ্ঠু 'কৃণোতন' কুরুত। (৪অ—৫খ—৫দ ৫সা)।

* * *

## পঞ্চম (৩৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ আপনার পরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। সাধনার কোন-না-কোন স্তরে কর্ম্মকে আশ্রয় করিতেই হইবে। মোক্ষলাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা আত্মাকে নির্ম্মল পবিত্র করিতে হয়। জ্ঞানভক্তির মধ্যেও কর্ম্মের প্রেরণা থাকা চাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে অনন্তজীবনলাভের জন্য যে প্রার্থনা আছে, তাহা কেবল নিজের জন্য নয় পুত্রপৌত্রাদি সকলেই যাহাতে সেই পরম সম্পৎ লাভের অধিকারী হইতে পারে, তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ চায় যে, তাহার সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন ভগবৎ-পরায়ণ হউক, মানুষ যে পরম ধনের কাঙ্গাল, তাহারা সেই ধন প্রাপ্ত হউক। তাই সকলের জন্যই প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

'আয়ু' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনশীল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের জীবন সময়ের দ্বারা নিরূপিত হয় না; নিরূপিত হয়—কর্ম্মের দ্বারা। কোন সৎকর্ম্ম না করিয়া হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও তাহার জীবনকে মুহূর্ত্তকাল স্থায়ীও বলা যায় না। তাই 'আয়ু' পদে 'সৎকর্ম্ম সাধনশীল জীবন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য ॥ (৪অ—৫খ ৫দ ৫সা)॥

—— • ——

ষষ্ঠ সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বেত্থ হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥ ৬ ॥

* . *

গেয়-গান।

৪র ৫র ৪ ৫ র ৪ ১ ২ ১ ৪ ১
বেত্থাহিনির্ঋতীনাম্। বাজ্রহস্তপরিবৃ। জাম্। অহর। হাঃ।
২ ১ ২ ১২ ৪
শুন্ধ্যুঃপরি। পদা। ৫ মা। ৫ ইঁ। ৫ না ৬৫৬ ॥ ৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বজ্রহস্ত' (পাপনাশায় বজ্রকঠোরহস্ত হে ভগবন্!) 'অহরহঃ' (সদাকালং) 'শুন্ধ্যুঃ পরিপদাং ইব' (সূর্য্যঃ যথা পক্ষিণঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপতি, যথা সূর্য্যোদয়ে পক্ষিণঃ যথা সর্ব্বতঃ গচ্ছন্তি তদ্বৎ) ত্বং 'হি' (কেবলং) 'নির্ঋতীনাং' (অস্মাকং শত্রূণাং) 'পরিবৃজং' (পরিবর্জ্জনং, বিনাশোপায়ং) 'বেত্থ' (জানীষে)। ভগবান্ হি রিপুনাশকঃ সত্ত্বাবলম্বনকারকঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ। (৪অ—১খ—৫দ—৬সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের অষ্টাদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশতি বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"দীর্ঘায়ুষ্যং।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশে বজ্রকঠোরহস্ত হে ভগবন্! সদাকাল সূর্য্য যেমন পক্ষীদিগকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করেন অথবা সূর্য্যের উদয় হইলে পক্ষিগণ যেমন ইতস্ততঃ গমন করে, সেইরূপ আপনিই কেবল অন্তঃশত্রুগণের পরিবর্জ্জন অর্থাৎ বিনাশোপায় অবগত আছেন। (ভাব এই যে,—হে ভগবান্ রিপুনাশক সৎস্বভাবসঞ্চারক হয়েন।)॥ (৪অ—৫খ—৫দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠং সাম। বিশ্বমনা ঋষিঃ। ইদানীমৃষিরিন্দ্রং সম্বোধ্যাহ—হে 'বজ্রহস্ত' বজ্রযুক্তহস্তেন্দ্র! 'নির্ঋতীনাং' উপদ্রবকারিণাং রক্ষসাং 'পরিবৃজং' পরিবর্জ্জনং (হিংসবধারণে) ত্বমেব 'বেত্থ' জানীষে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অহরহরিত্যাদিঃ। 'শুন্ধ্যুঃ' (অগ্নিম্‌ দিতে সতি ব্রাহ্মণা আত্মীয়ং কর্ম্ম কৃত্বা শুদ্ধা ভবন্তীতি শোধক হেতুত্বাচ্ছুন্ধ্যুরাদিত্যঃ) আদিত্যঃ, 'পরিপদামিব' পরিতঃ পদ্যমানানাং বজমানানাং [ যথা। পরিপদাং সমানাধিকরণঃ পরিতঃ পতভাং পক্ষিণাং বর্জ্জনং স্ব-স্থান-ত্যাগং] 'অহরহঃ' প্রতিদিনং যথা বেত্তি। উদিতে সূর্য্যে পক্ষিণঃ স্বস্থানং পরিত্যজ্য সর্ব্বতো গচ্ছন্তি খলু এবং ত্বমীন্দ্রে ত্বদ্বলেন প্রকাশমানে সতি শত্রবঃ স্বপুরাণি ত্যক্ত্বা পলায়ন্তি ইত্যর্থঃ। (৪অ—৫খ—৫দ—৬সা)॥

* * *

# ষষ্ঠ (৩১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:‡:‡:০—

আলোর সহিত অন্ধকারের যেরূপ বিরোধ, দুইটী যেমন এক সময়ে ঠিক একই স্থান অধিকার করিতে পারে না, সেইরূপ দেবত্ব ও পশুত্ব একাধারে থাকিতে পারে না। দেবত্বের আবির্ভাব হইলেই পশুত্ব পলায়ন করে। তাই সাধক ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'ভগবন্ আপনার প্রভাবে রিপুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' জ্ঞান-স্বরূপ আপনি; আপনার কৃপা হইলে অজ্ঞানতা আপনিই পলায়ন করে। আপনার শক্তিপ্রভাবে রিপুগণ হীনশক্তি হইয়া পরাজিত হয়। আনন্দস্বরূপ আপনি; আপনার আনন্দের কণামাত্র লাভ করিলে মানুষের সকল অবসাদ নিরানন্দ শ্রান্তি ক্লান্তি দূরে যায়। মানুষ নবতেজে নব-শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া আপনার অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে পারে। 'অপাপবিদ্ধং' আপনি; তাই আপনার কৃপাদৃষ্টিমাত্র পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই নিত্যসত্যখ্যাপনে প্রার্থনার ভাব এই হয় যে,—হে প্রভো! আপনি তো মানুষকে

সপ্তমং সাম।

অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্ম্মতিং।
আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ॥ ৭॥

গেয়-গানং।

অপামীবামপা। স্রিধাম্। অপসেধতদুর্ম্মা ২ ৩ তীম্। আদী ২ ত্যাসা ২ ঃ।
যুযোতনানওবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ণা ৫ নো ৬ হাই॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যাসঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপাঃ হে দেবতাবাঃ) যূয়ং 'নঃ' (অস্মাকং) 'অমীবাং' (পাপপ্রবৃত্তিং) 'অপসেধত' (নিবারয়ত); 'স্রিধং' (বাধকং, রিপুং) 'অপসেধত' (নিবারয়ত, বিনাশয়ত) 'দুর্ম্মতিং' (অসদ্বৃত্তিং) 'অপসেধত' (দূরং কুরুত); অস্মান্ 'অংহসঃ' (পাপাৎ, পাপকবলাৎ) 'যুযোতন' (পৃথক্ কুরুত, উদ্ধারয়ত); হে ভগবন্! সদ্বৃত্তিসঞ্চারেণ অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪প—৫খ ৫দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতিঃস্বরূপ হে দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদিগের পাপপ্রবৃত্তি নিবারণ করুন; রিপুগণকে বিনাশ করুন; অসদ্বৃত্তি দূর করুন; আমাদিগকে পাপকবল হইতে উদ্ধার করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সদ্বৃত্তির সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।)॥ (৪প—৫খ—৫দ—৭সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। [illegible] ঋষিঃ। হে 'আদিত্যাসঃ' আদিত্যাঃ! 'অমীবাং' রোগং 'অপসেধত' অস্মত্তোঽপগময়ত। 'স্রিধং' বাধকং শত্রুং চ অপসেধত। 'দুর্ম্মতিং' অস্মাকং দুঃখস্য দাতারং অপসেধত। অপিচ হে আদিত্যাঃ! 'নঃ' অস্মান্ 'অংহসঃ' পাপাৎ 'যুযোতন' পৃথক্ কুরুত॥ (৪প-৫খ-৫দ-৭সা)॥

রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, আমাকে কৃপা করিয়া রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন। অপাপবিদ্ধ আপনি, আমাকে পাপকবল হইতে রক্ষা করুন।' (৪অ—৫খ—৫দ ৬সা)। *

---

# সপ্তম (৩৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§•§:—

জ্যোতিঃ! জ্যোতি-স্বরূপ দেব জগতের সর্ব্ববিধ অন্ধকার নাশ করেন। পাপের, অজ্ঞানতার, অন্ধতামস্রা দূর করিতে পারেন—সেই পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ ভগবান্। বিশ্বব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই পরমদেবতা স্বতেজে প্রকাশিত হয়েন। 'তমসের' পরপারের সেই মহান্ পুরুষই আপনার জ্যোতিঃতে বিশ্বের অন্ধকার নাশ করেন। তাঁহার তেজেই বিশ্ব দীপ্তি পায়। মানুষের যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার, যাহা কিছু কামনার সামগ্রী, তাহা সেই পরম পুরুষ হইতে আসে। মানুষের যাহা কিছু আপদ-বিপদ তাহা হইতে সেই দেবতাই মানুষকে উদ্ধার করেন। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'প্রভু! আমাদিগের অন্তরস্থিত রিপুগণকে বিনাশ করুন। আমাদিগকে পাপকবল হইতে উদ্ধার করুন। তোমার সন্ধানে যাত্রা করিবার পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আছে তাহা দূরীভূত করুন। আমাদিগের হৃদয়স্থিত ভীষণ শত্রুগণের আক্রমণে আমরা বিব্রত। পাপীর বন্ধু দুর্ব্বলের বল, আমাদিগের শক্তি নাই যে, সেই ভীষণ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করি। আমাদিগের অসদ্বৃত্তিসমূহকে বিনাশ করুন, আমাদের হৃদয় নির্ম্মল পবিত্র হউক, আপনার যোগ্য আসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পাপতাপ হইতে রক্ষা করুন।' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। তাহা ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুষ্টেই উপলব্ধ হইবে। (৪অ ৫খ—৫দ ৭সা)॥ †

---

অষ্টমং সাম।

২৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্য্যশ্বাদ্রিঃ।

৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সোতুর্ব্বাহুভ্যাং সুযতো নার্ব্বা॥ ৮॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশতিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশতি ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"শুদ্ধাঃ সাম।"

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"অপাবীবং।"

গেয়-গান।

৫ ৪　১র　—　১র র　১　১র
১। ৷পিবা। সোমমিন্দ্রমন্দতুত্বা২। যস্তেসুষাবহরিয়া। শ্বা২৩

২　১　২　১র ২　২　১　৩
দ্রীঃ। সো২৩তূঃ। বাহূভী৩যা৩ম্। সুযা২তা২৩৪

৫র র　২　১র　১ ১ ১ ১
ঔ২হোবা। এ৩। নার্ব্বা২৩৪৫॥৮॥

• . •

৪　৫　১ ২　১　২　১ ২　১র র
২। হাউপিবা। সোমমিন্দ্র। মা। দতুত্বা৩। দতুত্বা। যস্তেসুসাবহরিয়া।

২　—　—　র ১ র　২　১ ২
শ্বা১দ্রী২ঃ। শ্বাদ্রী২ঃ। সোতুর্ব্বাহুভ্যাম্। সুযতা৩ঃ। সুযতা

১ ∧ ৩　২র র　৩ ১ ১ ১ ১
৩ঃ। না২র্ব্বা২৩৪। ঔ২হোবা। ঈ২৩৪৫॥৮॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে দেব) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং—অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইতি যাবৎ) 'পিব' (গৃহাণ); 'ত্বা' (ত্বাং, ত্বাং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) স সত্ত্বভাবঃ 'মন্দতু' (অস্মান্ পরমানন্দং প্রাপয়তু); 'হর্য্যশ্ব' (জ্ঞানভক্তিদাতঃ হে দেব) 'অর্ব্বা ন' (রশ্মিনা যথা অশ্বঃ সংযতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোতুঃ' (সাধকস্য) 'বাহুভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং) 'সুযতঃ' (পরিগৃহীতং, পরিচালিতং, সংযতং) 'অদ্রিঃ' (কঠোরং তপঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে) 'অয়ং' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'সুষাব' (উৎপাদয়তি); হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং (উৎপাদ্য কৃপয়া অস্মান্ প্রাপয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—৫খ ৫দ-৮সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন; আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই সত্ত্বভাব আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুক; জ্ঞানভক্তিদাতা হে দেব! বল্গা দ্বারা যেমন অশ্ব সংযত হয়, সেইরূপ সাধকের জ্ঞানভক্তি দ্বারা সংযত কঠোর তপ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য এই সত্ত্বভাব উৎপাদন করে; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করতঃ কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (৪অ—৫খ—৫দ—৮সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'সোমং' 'পিব'। স সোম ত্বাং 'মমত্তু' মাদয়তু। হে 'হর্য্যশ্ব'! 'তে' ত্বদর্থং 'সোতুঃ' অভিষবকর্ত্তুঃ 'বাহুভ্যাং' অর্কা ন রশ্মিভ্যামশ্ব ইব 'সুযতঃ' সুষ্ঠু পরিগৃহীতঃ 'অদ্রিঃ' গ্রাবাঃ 'অয়ং' সোমং 'সুষাব'॥ ৮॥

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে

চতুর্থস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

• • •

## অষ্টম ( ৩৭৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানকে লাভ করিবার উপায় তপস্যা। জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত যে সৎকর্ম্ম তাহা সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপাদন করে। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের সামীপ্য লাভ করেন। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ—মানুষের মধ্যে যে দেবভাবসমূহ নিহিত আছে, তাহাদের সম্যক্ বিকাশ সাধন করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। ভগবান সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ। মানুষের মধ্যেও এই সমস্ত শক্তির বীজ আছে। অজ্ঞানতার জন্য, পাপের আক্রমণে, মানুষ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায়। যখন সৎকর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানভক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার হৃদয়স্থিত দেবভাবসমূহকে জাগরিত করে, পূর্ণভাবে বিকাশিত করিয়া থাকে, তখন সে নিজের সহিত সেই পরমদেবতার সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভূতি সাধককে অপার-আনন্দ সাগরে অভিষিক্ত করে। সাধকের হৃদয়ে সেই অনুভূতির জাগরণ হয়—সত্ত্বভাবের সাহায্যে।

সৎকর্ম্মের সাহায্যেই সেই সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়। শুধু কর্ম্ম করিলেই হয় না, তাহাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিবার জন্য জ্ঞান থাকা চাই। জ্ঞানই কর্ম্মকে মোক্ষসাধকরূপে পরিণত করিতে পারে। আবার যেখানে প্রকৃত জ্ঞান থাকে সেখানে ভক্তিরও উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিই সেই পরমপুরুষের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করে। ভক্তিবশেই মানুষ তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিই সাধককে মোক্ষমার্গানুযায়ী কর্ম্মে নিয়োজিত করে। ফলতঃ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম, তিনের সম্মিলনেই মানুষ মোক্ষলাভ করে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-কালে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—'হে ইন্দ্র! সোমপান কর, (সোম) তোমায় মত্ত করুক। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! (রশ্মিদ্বারা সংযত) অশ্বের ন্যায় অভিষব কর্ত্তার বাহুদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর এই সোম অভিষব করিয়াছে।"

'হর্য্যশ্ব' পদে 'জ্ঞানভক্তিবাহন' অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তিই ভগবানের প্রকৃত বাহন। জ্ঞান ও ভক্তিই ভগবানের প্রকৃত বাহন। (৪অ ৫খ ৫দ—৮সা)॥ •

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"সংহোতৈর্ঘতমসং।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠী দশতি।

## ষষ্ঠী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ২. ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যুধে দাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৪ র র ৪ ২ ১ ৪ ২ ১ — ১ ৲ ৩ ২
অভ্রাতৃব্যো ৫ অনাত্বাম্। অনাপিরাইন্দ্রা ২। জ। নুষা ৫। সনা
৩ ৫ ২ র:র
৩ ৪ ৫ ৫। আ ২ ৩ ৪ সী। যুধেধা ২
১ ২ র ৩ ২
পিত্বামিচ্ছসে। যুধা ১ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব ) 'ত্বং' 'অভ্রাতৃব্যঃ' ( সপত্নরহিতঃ, অজাতশত্রুঃ ) 'অপি' ( চ ) 'অনা' ( অনেতৃকঃ, স্ব-তন্ত্রঃ ) 'অসি' ( ভবসি ) ; ত্বং 'জনুষা' ( অনাদিকালাৎ ) 'অনা' ( স্ব-তন্ত্রঃ ) 'সনাৎ' ( চিরং, নিত্যং ) 'যুধেৎ' ( যুদ্ধেনৈব, যঃ রিপুসংগ্রামে ত্বাং আহ্বয়তি তং ইত্যর্থঃ ) ত্বং 'আপিত্বং' ( বন্ধুং ) 'ইচ্ছসে' ( করোষি ) ; অজাতশত্রুঃ অনাদিদেবঃ চিরং রিপুসংগ্রামে সাধকস্য সহায়ঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৪অ - ৬খ ৬দ ১সা )॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি অজাতশত্রু এবং স্ব-তন্ত্র হয়েন ; আপনি অনাদিকাল হইতে স্ব-তন্ত্র ; চিরকাল যে জন রিপু-সংগ্রামে আপনাকে আহ্বান করে, তাহাকে আপনি বন্ধু করেন ; ( ভাব এই যে,—অজাতশত্রু অনাদি দেব চিরকাল রিপুসংগ্রামে সাধকের সহায় হয়েন। ) ( ৪অ—৬খ—৬দ—১সা )॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।—প্রথমা সাম। সৌভরি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' ত্বং 'জনুষা' জন্মনৈব 'অভ্রাতৃব্যঃ' [ "ব্যন্ সপত্নে (৪। ১।১৪৫ " ইতি ব্যন্ প্রত্যয়ঃ সপত্নরহিতঃ 'অনা' অনেতৃকঃ। "ছন্দসি ( ৫।৪।১৪৮ )"—ইতি কপঃ প্রতিষেধঃ ) অনিয়ন্তৃক ইত্যর্থঃ। 'অনাপি' বন্ধুবর্জ্জিতশ্চ 'সনাদসি' চিরাদেব ভ্রাতৃব্যাদি-বর্জ্জিতোঽসি। যস্ত্ব 'আপিত্বং' বান্ধবং 'ইচ্ছসে' ইচ্ছসি তত্র 'যুধেৎ' যুদ্ধেনৈব যুদ্ধং কুর্ব্বাণস্য স্তোতৃণামর্থায় সখা ভবসীতি। ( ৪অ—৬খ ৬দ - ১সা )॥

• • •

## প্রথম ( ৩৯৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

ভগবান্ স্ব তন্ত্র। তিনিই জগতের একমাত্র প্রভু তাঁহার কর্তৃত্বে সকলেই পরিচালিত হয়, তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিবার কেহ নাই। তিনি বিশ্ববিধাতা, তিনিই জগতের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতির মূলকারণ। তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রাণ পাইয়াছে। তাঁহারই বিধানে চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিঃ বিকীরণ করে, তাঁহারই সুরভিত নিশ্বাসে মলয়বায়ু প্রবাহিত হয়। তিনিই জগতের বিধান-কর্ত্তা, বিশ্ব-নিয়ম তাঁহারই বিধান। প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছেন, তাঁহার কটাক্ষ না হইলে জগৎসৃষ্টি বন্ধ হয়—প্রলয় উপস্থিত হয়। অথচ জগতের কিছুই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, আপনার বিধানানুসারেই তিনি চলিয়াছেন, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি 'অনা'।

জগতে কেহ তাঁহার শত্রু নাই। তিনি জগদ্বন্ধু। তিনি যে শুধু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই নয়, তিনি রক্ষাকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তাও বটেন। মানুষকে তাহার চরম বিপদ হইতে পাপ-মোহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন—একমাত্র তিনি। তাই তিনিই জগতের প্রকৃত বন্ধু—সুতরাং তাঁহার শত্রুও কেহ নাই। অধিকন্তু তিনিই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, বিধাতা, তাঁহার শত্রুই বা থাকিবে কে?

কিন্তু অজাতশত্রু হইয়াও মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে রিপুসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ যখন কাতরকণ্ঠে 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' বলিয়া তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিতে থাকে, তখন সেই দয়ালপ্রভু তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য, সুদর্শনচক্র হস্তে তাহাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। রিপুর আক্রমণে, মোহ অজ্ঞানতার বেড়াজালে, নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া যখনই মানুষ তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তিনি আসিয়া তাহাকে তাঁহার অভয়ক্রোড়ে স্থান দান করেন। এ না হইলে দুর্ব্বল মানুষ পাপের আক্রমণ হইতে কখনই নিজকে রক্ষা করিতে পারিত না, জগতে পাপের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু ভগবানের অসীম কৃপায় তাহা হইতে পারে না। পাপ, অন্যায়, কলুষের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিলেও চিরদিন কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না, ভগবানের মঙ্গলময় নীতির বিধানে ধ্বংস হয়।

ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কোন বিশেষ অনৈক্য না থাকিলেও প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করা যায় না। প্রচলিত একটী বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল,—"হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধু-রহিত। তুমি যে বন্ধুর ইচ্ছা কর সে কেবল যুদ্ধ দ্বারা (লাভ করিয়া থাক।)" এই ব্যাখ্যার, বিশেষতঃ শেষাংশের, অর্থ মোটেই স্পষ্ট হয় নাই। (৪প্র-৬দ ৬১—১সা)।

---

দ্বিতীয় সাম।

১ ২ ৩১২ ৩১ ২উ ৩২ ৩ ১২
যো ন ইদমিদং পুরা প্রবস্য আনিনায় তমু ব স্তুষে।

১২ ৩ ১৩১ ২
সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ২ ॥

---

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান দুইটি। উহাদের নাম—"পাকরে বে।"

গেয়-গানং।

৪র ৫ ২ ১ ২ ১
১। যোনোহাউ। ইদাম্। ইদংপুরা ২ ৩ হাউ। প্রবা। প্রবস্যআ ২ ৩
২ ১ র ২ ১ র
হাই। নিনা। নিনায়তমুপা ২ ৩ হাউ। স্তুষাই। সখায়অ ২ ৩
২ ১র ২ ১
হাই। ঔহুবা ২ ৩ বা ৩ ৫ ই। ও ২ ৩৪৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

* * *

৫র ৪ ২৩৪ ৫ ১র ২ ২ ২ ১ র
২। যোনা ৩ ইদমিদংপুরা। যোনইদামিদা ১০ পূ ৩ রা। প্রবস্যআনিনা।
২ ৪ ২৩৫ ১ ২ ৪ ২৩৫ ২১ —
যতা ৩ মু ৩ বস্তুষাই। নিনা। যতা ৩ মু ৩ বস্তুষাই। সখায়াঃ ২ ঃ।
১ ২ ৪
আ ২ ৩ ই। ঔহু ৩ ভা ৫ বা ৬৫ ই। ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি মিত্রস্বরূপাঃ হে চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'পুরা' (পূর্ব্বং, নিত্যং) 'নঃ' (অস্মান্) 'ইদং ইদং' (দর্শনীয়তয়া বিদ্যমানং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'প্রবস্থ' (প্রকৃষ্টং ধনং, পরমধনং) 'আনিনায়' (প্রযচ্ছতি) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়—পাপকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যূয়ং) 'তং ইন্দ্রং উ' (তং পরমৈশ্বর্য্যশালিনং দেবং এব) 'স্তুষে' (স্তুধ্বং স্তুত); পাপকবলাৎ উদ্ধারায় অহং পরমধনদাতারং দেবং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—৬খ—৬দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে মিত্রস্বরূপ হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে দেবতা নিত্যকাল আমাদিগকে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন প্রদান করেন, পাপকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতাকেই স্তুতি কর; (ভাব এই যে,—পাপকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমি যেন পরমধনদাতা দেবতার আরাধনা করি।)॥ (৪অ—৬খ—৬দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। সৌভরি ঋষিঃ। 'সখায়ঃ' সমান-খ্যানা হে ঋত্বিগ্-যজমানাঃ! 'বঃ' ইন্দ্রঃ 'পুরা' পূর্ব্বং 'ইদং ইদং' দর্শনীয়তয়া বিদ্যমানং 'বসু' বসীয়ঃ বসোরীয়সুনীকারলোপশ্ছান্দসঃ। প্রশস্তং বসু 'নঃ' অস্মান্ 'প্রাণিনায়' প্রকর্ষেণানীতবান্। 'তমু' তমেব ধনানামানেতারং ইন্দ্রং 'বঃ' যুষ্মাকং ধনলাভার্থং 'ঊতয়ে' রক্ষণায় চ 'স্তুষে' সৌভরিঃ অহং স্তৌমি॥ (৪অ ৬খ ৬দ ২স)॥

## দ্বিতীয় (৪০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই আত্মোদ্বোধক মন্ত্রে আছে - যে দেবতা পরমধন দান করেন, পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সেই দেবতার স্তুতি কর। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি ধন দান করেন, তাঁহার নিকট পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা কেন?

মানুষ পাপ মোহ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে দুঃখ পায় ততদিন পর্য্যন্ত—যতদিন না সে ভগবানের কৃপায় পরমধনের অধিকারী হয়। সাধনার বলে যখন মানুষ ভগবানের কৃপা পায়, যখন ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাকে মোহপাশের অতীত রাজ্যে লইয়া যান, তখনই মানুষ চিরতরে শান্তিলাভ করে। যিনি মানুষকে সেই পরম ধন—পরাশান্তি দান করেন, তিনিই তাহাকে পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তিনি যদি মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত না করেন, তাহা হইলে মানুষের সাধ্য নাই যে, ভীষণ শক্তিশালী রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে। তিনি মানুষকে আপনার স্নেহপুটে সর্ব্বদা রক্ষা করেন বলিয়াই সে জীবন পথে অগ্রসর হয়, আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই ধনদাতাকেই আরাধনা করিতে বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা নিহিত আছে।

চিত্তবৃত্তিসমূহ যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেবভাবের অধীন থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগের পরম মিত্রের কার্য্য করে। আমাদিগকে তখন তাহারা সৎকর্ম্মে প্রণোদিত করে, মোক্ষমার্গে লইয়া যায়। তাই তাহারা মিত্রস্বরূপ। শুধু তাহা নয়, এর চেয়ে অধিকতর মিত্রতার কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক যে কাম্য বস্তু, তাহা প্রাপ্তির জন্য সাহায্য করা, তদনুরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করাই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল, "হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্ব্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছিলেন; তোমাদের রক্ষার্থ তাঁহাকেই স্তব করিতেছি।" ভাষ্যকার 'সখায়ঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—সমান-খ্যানা ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ'। তারপর 'স্তুষে' পদে পুরুষ ব্যত্যয় করিয়া 'স্তৌমি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠে ঋত্বিক্ ও যজমানের জন্য

প্রার্থনা করিতেছেন—এই তৃতীয় ব্যক্তি কে? অধিকন্তু, ঋত্বিক ও যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া, তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করার কথাটা বিজ্ঞাপিত করা যেন কেমন কেমন ঠেকে। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগকেও ব্যাখ্যাকালে বচনব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। (৪অ ৬খ ৬দ ২সা)।*

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
## আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপস্থাত সমন্যবঃ।

৩ ১ ২
## দৃঢ়া চিদ্যময়িষ্ণবঃ ॥ ৩ ॥

• • •

গেয়-গানম্।

৪র ৫ ৪ ২র ১ ২ ১ র ২র র ১র ২র ১ ৭ —
ওম্॥ আগন্তা। মারিষণ্যা ২ ৩ তা। প্রাস্থাবানোমাপস্থাৎ। সামন্যাবাঃ॥

১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
দৃঢ়াচী ৩ দ্য' ৩। মযোবা। ষ্ণ' ৫ বো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রস্থাবানঃ' (শত্রূণামুপরি যুদ্ধার্থং গন্তারঃ, রিপুনাশকাঃ) 'সমন্যবঃ' (সমান-তেজস্কাঃ, জ্যোতির্ম্ময়াঃ হে দেবাঃ) 'আগন্ত' (আগচ্ছত, অস্মান প্রাপয়ত); 'মা রিষণ্যত' (অনাগমনেন অস্মান ন হিংসিষত, যূয়ং আগত্য অস্মান বিপৎকবলাৎ উদ্ধারয়ত ইত্যর্থঃ); 'দৃঢ়া চিৎ' (কঠোরান রিপূন অপি) 'যমায়িষ্ণবঃ' (নিয়ময়িতারঃ, শাসয়িতারঃ) যূয়ং 'মাপস্থাত' (অস্মত্তোহন্যত্র মা তিষ্ঠত, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবত ইত্যর্থঃ); হে দেব! কৃপয়া হৃদি আবির্ভূয় অস্মাকং রিপূন বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—৬খ—৬দ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক জ্যোতির্ম্ময় হে দেবগণ! আমাদিগকে আপনারা প্রাপ্ত হউন; আপনারা আগমন করিয়া আমাদিগকে বিপৎকবল হইতে উদ্ধার

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহাদের নাম—"বৃহৎকম্।"

করুন; কঠোর রিপুদিগকেও শাসনকারী আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুসমূহ বিনাশ করুন।)॥ (৪অ—৫খ—৬দ—৩সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—তৃতীয়ং সাম। গৌতম ঋষিঃ। হে 'প্রস্থাবানঃ' প্রস্থাতারঃ গমনশীলা মরুতঃ! 'আগন্ত' অস্মানাগচ্ছন্তু। 'মা রিষণ্যত' অনাগমনেন মোহস্মান্ মা হিংসিষ্ট। হে 'সমন্যবঃ' সমানতেজস্কাঃ সমানক্রোধাঃ! বা 'দৃঢ়া চিৎ' দৃঢ়ান্যপি পর্ব্বতাদীনি হে 'যমযিষ্ণবঃ' নিয়মযিতৃশীলাঃ নিয়মযিতারঃ। 'মাপস্থাত' অস্মত্তোহন্যত্র মা তিষ্ঠত অস্মাস্বেবাবতিষ্ঠধ্বমিত্যর্থঃ॥ (৫অ ৬খ ৬দ—৩সা)।

• . •

## তৃতীয় (৪০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এস এস দেব! মোহপাশাক্রান্ত এই দীনের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। রিপুগণের আক্রমণে, মোহের ছলনায় বিভ্রান্ত এ হৃদয়ে আসিয়া হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! তোমার দিব্যজ্যোতিঃবলে আমাকে গন্তব্যপথ প্রদর্শন কর। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমি ডুবিয়া আছি, তোমার স্বর্গীয় জ্যোতি দাও—যেন নিজের লক্ষ্যপথে চলিতে পারি। আমি রিপুর আক্রমণে বিধ্বস্তপ্রায়, তুমি অসুরদলন শক্তি লইয়া আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, তোমার পদস্পর্শে হৃদয় ধন্য হউক, রিপুকুল বিনাশপ্রাপ্ত হউক। আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারি। আমি মোহমায়ার দ্বারা অচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত জ্ঞানশূন্য, মোহের ছলনায় বিপথগামী। তোমার দিব্যজ্ঞান লইয়া এস দেব, আমি যেন তদ্দ্বারা আমার নিজের লক্ষ্য অভিমুখে ধাবিত হইতে পারি। তুমি তো শত্রুনিসূদন, অতিশয় কঠোর-প্রকৃতি শক্তিশালী রিপুগণও তোমার আগমনমাত্র পলায়ন করে, তাই রিপু-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তোমায় ডাকিতেছি প্রভু! একবার কৃপা করিয়া এই দীনহীন পাপীর হৃদয়ে আগমন কর, আমাকে পাপের—রিপুকুলের—দাসত্ব হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত কর।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যাহা পার্থক্য, তাহা এই মন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে স্পষ্ট হইবে। "হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ! তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও না, তোমরা সমানক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতকেও কম্পিত কর; আমাদিগের অন্যত্র থাকিও না।" ভাষ্যকারও 'প্রস্থাবানঃ' পদে 'প্রস্থাতারঃ গমনশীলাঃ মরুতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 'প্রস্থাতার' অথবা 'প্রস্থানশীল' পদের অর্থ মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। 'প্রস্থান করার' অর্থ কি? কোথায় প্রস্থান করেন, কেন প্রস্থান করেন? 'প্রস্থানশীল' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহারও একটু অদ্ভুত। তাই আমরা বিবরণকারের মতে পরাক্রমযুক্তি

বৃত্তার্থং গন্তারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'দৃঢ়া চিৎ' পদদ্বয়ের 'দৃঢ়ান্যপি পর্ব্বতাদীনি' অর্থ দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতের তুল্য কঠোর রিপুগণকেই আমরা ঐ পদদ্বয়ে লক্ষ্য করিয়াছি। 'মা বেষথাত' - না আসিয়া আমাদিগের অনিষ্ট করিবেন না, অর্থাৎ আসিয়া আমাদিগের উপকার করুন। রিপুনাশক দেবগণ! আমাদিগের রিপুনাশ করুন। তাই 'যূয়ং আগত্য অস্মান্ রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়ত' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (৪অ—৬খ—৬দ—৩সা)।*

—— • ——

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩১ট ৩ ১ ২ ১ ১ ২ ৩ ১ ২

আয়াহ্যয়মিন্দবেঽশ্বপতে গোপত উর্ব্বরাপতে।

১ ২

সোমꣳ সোমপতে পিব॥ ৪॥

গেয়-গানং।

৪৫৫৪৪ ২১ র ২ ১ ২ ১ ২

১। আয়াও। আয়মিন্দ ব। শ্বপা ২ ৩ তাই। গোপ৩উ। র্ব্বারা ১ পাতা

৩র ২ ১র ১ ৩

২ ৩ ৪ ই। সোমা ৩ ম্। সোমা ২ ৩। পা ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫

ওতোবা। পী ২ ৩ ৪ বা॥ ৪॥

৪র৫র ৪ ২ ১ ২ ২ ১ ২র ১র ২র ৭

২। আয়াহিয়া। য়া ৩ মাইন্দা ৩ বে। শাশ্বপতেগোপতে। উ। র্ব্বরা ২ ৩

২ ২ ২ ১ ৫ ১ ২

হা ৩ ই। পা ২ তাই। সো ২ ৩ ৪ মꣳ হাই। সো। ম। পতে

২ ১ ১ ৫র ৫

৩ তা ই। পা ২ ৩ ৪ ইবা। এহিয়া ৬ হা।

৪

হো ৭ ই। ডা ৭ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের বিংশতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম— "বৃহৎকম্।"

৫রর ৫ ২১২ — র ২
৩। আয়া ৩ হুয়ামিন্দ্রা ৩ বাই। অশ্বাপা ১ তা ২ ই। গোপাতাউ ৩।
১ ৫ ৩ ৪ ১ ২ ২১ ২
র্বায়া ২ পা ২ ৩ ৪ তাই। সোমস্ (সোমা ৩ ১। পতাই। পিবা
১ ৫ ৩ ৫ ৪৫
৩ও২৩৪বা। উ২৩৪পা। উপা॥ ৪॥

মন্ত্রার্থবোধিনী ব্যাখ্যা।

'অশ্বপতে' (ব্যাপকজ্ঞানস্য পতে, পরাজ্ঞানদাতঃ) 'গোপতে' (জ্ঞানাধীশ) 'উর্ব্বরাপতে' (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানানাং অধিপতে হে দেব) 'ইন্দ্রবে' (সত্ত্বভাবপানায়, সত্ত্বভাবগ্রহণায়) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'সোমপতে' (সত্ত্বভাবস্য অধিপতে সত্ত্বভাবদাতঃ হে দেব) 'অয়ং' (তবপ্রদত্তং অস্মাকং হৃদয়স্থিতং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পিব' (গৃহাণ, অস্মাকং সহ মিলিতঃ ভব ইত্যর্থঃ); হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব, অস্মান্ প্রাপয়— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদাতা, জ্ঞানাধীশ, সকল সত্ত্বের অধিপতি হে দেব! সত্ত্ব-ভাব গ্রহণের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সত্ত্বভাবদাতা হে দেব! আপনার প্রদত্ত আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত মিলিত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৪সা)॥

সায়ণভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। সোভরি ঋষিঃ। 'অশ্বপতে' অশ্বানাং স্বামিন্! 'গোপতে' গবাং পালয়িতঃ 'উর্ব্বরাপতে' সস্য সম্পাদ্যা ভূমিরুর্ব্বরা তস্যাঃ পতে হে ইন্দ্র! 'ইন্দবে' দীপ্তায় তুভ্যং (অয়ং সোমোঽভিষুত ইতি শেষঃ) অস্মাদ্ 'আয়াহি' সোমং প্রত্যাগচ্ছ, 'সোমপতে' হে ইন্দ্র! 'সোমং' 'পিব'॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৪সা)॥

## চতুর্থ (৪০২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

ভগবানের সহিত মিলিত হইবার যোগসূত্র ভগবান নিজেই মানুষের হৃদয়ে দিয়াছেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান—তাঁহার ধনের উত্তরাধিকারী। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে সমস্ত

সদ্ভাবরাজি—সত্ত্বভাব-সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে, তাহা ভগবানেরই দান। এই সদ্ভাবরাজিই মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের যোগসূত্র।

মানুষ ভগবানকে কি দিবে—কি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে? তাহার নিজস্ব এমন কি আছে, যাহা দ্বারা সেই সর্ব্বলোকপতির চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবে? মানুষ তাঁহাকে হৃদয়ে আহ্বান করে সত্য, কিন্তু যখন ত্রিভুবনপতি তাহার হৃদয়ে সাড়া দেন, তখন সে নিজের রিক্ত হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে, সে নিজকেই প্রশ্ন করে "কি দিয়ে পূজিব অতিথি আমার, সে যে রাজ-অধিরাজ! আমার তো কিছুই নাই! শূন্য মন, রিক্ত হৃদয়! আমার বলিতে তো কিছুই নাই—আছে মাত্র গ্লানি কদর্য্যতা, আর পাপের গভীর ছাপ! প্রভো! তোমার উপযুক্ত অর্ঘ্য তো আমার নিজের কিছুই নাই—তোমার দেওয়া সত্ত্বভাবই তুমি গ্রহণ কর।"

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে,—এ যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা! তাহা তো নিশ্চয়ই। তাঁহার দেওয়া বস্তু ব্যতীত আমাদিগের নিজস্ব আর কি আছে যে নূতন অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করিব! তাই তো কবি গাহিয়াছেন—'তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।' মানুষের হৃদয় দিয়াছেন তিনি, আর সেই হৃদয়ের মাঝে ভাবরাশিও দিয়াছেন তিনি—যে ভাবরাশিকে উপযুক্ত সাধনায় বিকশিত করিতে পারিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের দিকে লইয়া যায়।

এখানে সাধক তাঁহার হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহারই দেওয়া মিলনসূত্র অবলম্বন করিয়া ভগবৎ-সমীপে পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। (৫অ—৬থ—৬দ—৪সা)।*

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি।
৩ ১ ২র ৩ ১ ২
সংস্থে জনস্য গোমতঃ ॥ ৫ ॥

• . •

গেয় গানং।

৫ র ১ র ২ ১ ২ — ১ ২ ১ ২
ত্বয়াহস্বীৎ। যূজাবয়ম্। প্রাতিশ্বা সা ২। ভংবৃষভ। ব্রুবী ১ মাহী ২ ৩ ৪ ই।
৩ ২ ২ ১ ৫ ৩ ৫
সংস্থা ২ ই। জানস্যগো ২ ৩ ৪ বা। মা ১ ৬ ৪ ত্তাঃ ৫ ৫।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—"গৌরবসানি ত্রীণি।"

সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন—'প্রভো, আমরা যেন জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই শক্তি বলে রিপু-সংগ্রামে জয়-লাভ করিতে পারি। রিপুগণ চারিদিকে আক্রমণ করিতেছে—তাহাতে ভয় করি না যদি তোমার কৃপায় তাহাদিগকে পরাজয় করিবার শক্তিলাভ করিতে পারি। দাও প্রভো! সেই শক্তি—যে শক্তিবলে চিরদিন রিপুজয়ী হইতে পারি।'

সাধকের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রার্থনাই এই। তিনি আপনার শক্তির উপর দাঁড়াইয়া লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে চাহেন। তাই তিনি প্রার্থনা করেন—'আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা, বহিতে পারি শকতি যেন রয়' (৪অ—৬খ ৬দ—৫সা)॥ *

— • —

ষষ্ঠী সাম।

১ ২ ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
রিহতে ককুভো মিথঃ॥ ৬॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র র ২র ১র ১ ১ ১ র ২
গাবশ্চিদ্ঘাগা ৩ সমন্যবাঃ। সজাত্যেনমরুতঃ সবন্ধবা ২ ৩ হোই। রিহাতেকাকু
২ ১ ২ ৪ ৫ ৪
৩ ভো। মিথা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমন্যবঃ' (সমান-তেজস্কাঃ, জ্যোতির্ম্ময়াঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ তে দেবাঃ) 'সজাত্যেন' (সমান-জাতত্বেন, যুগ্মং উৎপন্নত্বেন) 'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'সবন্ধবঃ' (সমানবন্ধুকাঃ, বন্ধুভূতাঃ সন্তঃ) 'ককুভঃ' (দিশঃ, দিগ্বাসিনঃ সর্ব্বে উপাসকাঃ, তান্ ইত্যর্থঃ) 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'ঘা' (চ) 'মিথঃ' (পরস্পরং, দৃঢ়ং) 'রিহতে' (লিহন্তি, আলিঙ্গন্তি, সম্পৃক্তন্তি); বিবেকশীলে জনে জ্ঞানং নিশ্চিতং স্বতএব উৎপন্নং ভবতি —ইতি ভাবঃ॥ (৪অ-৬খ—৬দ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশতম সূক্তের একাদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"যৌধাজয়।"

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় বিবেকরূপী হে দেবগণ! জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদিগ হইতে উৎপন্ন হেতু, বন্ধুভূত হইয়া সকল উপাসকদিগকে নিশ্চিতরূপে এবং দৃঢ়রূপে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—বিবেকশীল ব্যক্তিতে জ্ঞান নিশ্চিতরূপে স্বতঃই উৎপন্ন হয়।)। (৪অ—৬খ—৮দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠং সাম। সৌভরি ঋষিঃ। 'সমন্যবঃ' সমান তেজস্কাঃ সমানক্রোধা বা হে মরুতঃ! 'গাবশ্চিৎ' গাবশ্চ যুষ্মা তুভূতাঃ 'সজাত্যেন' সমান-জাতিত্বেন একস্মাদ্ উৎপন্নত্বাত্ ইতি এবং 'সবন্ধবঃ' সমান-বন্ধুকাঃ সন্তঃ 'ককুভঃ' দিশঃ প্রাচ্যাদি-দিগ্‌ভাগান্ প্রাপ্য 'মিথঃ' পরস্পরং 'রিহতে' লিহন্তি (ঘোত পূরকঃ)॥ (১অ—৬খ-৬দ—৬সা)॥

* * *

## ষষ্ঠ (৪০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—০:‡:‡:০—

বিবেক, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষ যদি নিজের অসৎকার্য্যের দ্বারা নিজকে অধঃপাতিত না করে, যদি বিবেকের উপর পাপের মলিন ছাপ না পড়ে, তবে একমাত্র বিবেকের পরিচালনায় মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে। বিবেক স্বতঃই মানুষকে পরাজ্ঞানের, পরাশান্তির পথে পরিচালনা করে। কিন্তু পথে মায়ামোহ প্রভৃতির আক্রমণে মানুষ পথহারা হইয়া যায়, ভগবানের কৃপা না পাইলে শেষ পর্য্যন্ত স্থিরলক্ষ রাখিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু, যখনই মানুষ কোনরূপ পাপ কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তখন বিবেকরূপী ভগবান হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেন, অসৎকর্ম্ম করিতে বাধা দেন। যিনি সৌভাগ্যবশতঃ অবিচলিতভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সেই অন্তরস্থ বাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে চলেন, তাঁহার বিবেক-শক্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অবশেষে তিনি প্রত্যেক কার্য্যে সুস্পষ্টভাবে ভগবানের ইঙ্গিত অনুভব করিতে পারেন, তিনি জীবনের প্রতিপদে ভগবানের 'আদেশ' বা 'বিধান' অনুসারে চলিয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে—বিবেক হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞান সাধককে প্রকৃতবন্ধুর মত জীবন পথে পরিচালিত করে।

আমাদিগের দেশে এমন অনেক সাধুপুরুষ আছেন যাঁহারা দৈবাদেশ বলে অনেক অসাধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয়েন, এবং তাহা সম্পন্নও করেন। এখানে মনস্তত্ত্বের কোন প্রশ্ন না তুলিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সাধনার বলে সাধকগণ আপনার অন্তরস্থ সুপ্তচৈতন্যকে জাগরিত করিয়া সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অতীত অনেক বিষয় জানিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা অনেক মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন। এই জ্ঞানলাভের সহিত বিবেকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। প্রথমতঃ বিবেক সৎপথে চলিতে

সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিতে মানুষকে উৎসাহ দেয়—শক্তি দেয়। দ্বিতীয়তঃ বিবেককে, একটু রূপক হিসাবে, সুপ্তচৈতন্যের (subliminal consciousness) অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলা যাইতে পারে। সুতরাং, যাঁহার হৃদয়ে বিবেক পূর্ণজ্যোতিতে পূর্ণ-শক্তিতে বর্ত্তমান থাকে, তিনি অনায়াসেই পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারেন। বিবেকশীল ব্যক্তিতে জ্ঞান দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। পরোক্ষভাবে এই মন্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যানু-যায়ী প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল, "হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গো-সমূহ একজাতি বলিয়া সমান সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরস্পর লেহন করিতেছে।"

প্রথমতঃ মরুদ্গণকে সম্বোধন করিয়া গরুর গাত্রলেহনের বিষয় বর্ণনা করার অর্থ বুঝা অসম্ভব। মরুদ্গণের সহিত গরুর কোন সম্বন্ধ নাই। গরু সকল একজাতি বলার কোন সার্থকতাও নাই। 'সজাতোন' পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা 'সমান জাতিত্বেন, একস্মাদ্ ব্রজঃ ইতি'। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মুখে ও মর্ম্মার্থেই প্রকাশিত হইয়াছে। (৪অ-৬খ—৬দ ৬সা)।*

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ৭ ॥

গেয়-গান।

৪৫৫ ২১র ২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ৩
১। ত্বমই। ন্ন আভা ২ ৩ রা। ওজোনৃম্ণম্। শতক্রতা ৩ উ। বীচর্ষা

৫ ১ র ২ ২ ১ ৩ ৫র র
২ ৩ ৪ ণাই। আবীরংপা ৩ হা ৩। তা ২ না ২ ৩ ৪ ঔ হোবা।

৩ ৫
সা ২ ৩ ৪ হাম্ ॥ ৭ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের বিংশতিতম সূক্তের একাবিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সবেশীয়ম্।"

৪৫ ৪ ১র ২ ১ র ২ ২ ২ ১২৩
২। ত্বমইন্দ্রা। আভা১ ৩ রা। ওজো!নৃম্ণাম্। শাৎক্রতা ৩ উ। বীচর্ষা
৩ ২র১র ১ ৩র২১ ৪৫
২ ৩ ৪ ণাই। আমীয়া ২ ৩ স্প। তনাণহাম্। ঔ ২ ৩ হোবা।
৪
হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন্, বহুশক্তিশালিন, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ); 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসাহং' (রিপূণাং অভিভবিতারং, মাং) 'আ' (আহ্বয়াম, পূজয়াম বয়ং ইতি শেষঃ); হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৭সা)॥

• • •

মর্ম্মানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে দেব! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৭সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। নৃমেধ ঋষিঃ। হে 'শতক্রতো' বহু কর্ম্মন্! 'বিচর্ষণে' বিবিধ-দ্রষ্টরিন্দ্র! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজো' বলং 'নৃম্ণং' ধনঞ্চ 'আ ভর' আহর। 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' আহ্বয়ামহে—ইতি শেষঃ॥ ৭॥

• • •

## সপ্তম (৪০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সামটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে।

ভগবান সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে। তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকটই শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতালাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে আত্ম-শক্তি। মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপ-অবস্থা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তি জাগরিত হইতে থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজেকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্তৃক বৃহৎ 'আমি'র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্যান্ত ভেদ থাকে, সেই পর্যান্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে। (৪অ—৬খ—৬দ—৭সা)॥ *

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অধা হীন্দ্র গীর্ব্বণ উপ ত্বা কাম ঈমহে সসৃগ্মহে।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উদেব গ্মন্ত উদভিঃ॥ ৮॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের দশমী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায় দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"আভরে দ্বে।"

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ২ ১ ২ ১ ২র র ২র ২ ১
১। অধাহিয়া। ইন্দ্রগির্ব্বা ২ ৩ণাঃ। উপত্বাকা। মঈমা ২ ৩ হাই। সন্দৃগ্মা

২ ১ — ১ ২ ১ ২
২ ২ হাই। উদে ২। বগ্মা ২ ৩ ন্তঃ। উদা ২ ৩ ভাইঃ।

৪ ৪
ইডা ৫ ভীঃ। হো ৫ ই। ডা॥ ৮॥

• • •

৫র র ৫ ১ ১র র ১ ২ ‥ ১ ৭ ৩ ৫
২। অধাহীন্দ্রগির্ব্বা ৬ ণাঃ। উপত্বাকা। মাঈ ১ মাহা ২ ই। সান্দৃগ্মাহা

— ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
২ ই। উদে ১ বাগ্মা ২ ৩। ন্তওবা। দা ৫ ভো ৬ ভাই॥ ৮॥

• • •

৫র র ৫ ১২র র ১ ২ ২ ১ ২ ৩
৩। অধাহীন্দ্রগির্ব্বা॥ ৬ এ। উপত্বাকা। মাঈ ১ মাহা ৩ ই। সান্দৃগ্মা

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ৮ ৩২
২ ৩ ৪ হাই। উদো ৩ হো ৩। বা ৩ ৩। ৩। গ্মা ২। ঔউ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ওঁহোবা। দভী ৫ রে ২ ৩ ৪ ৫॥ ৮॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতীয়, আরাধনীয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'অধা হি' (সম্প্রতি) 'কামঃ' (কামো নিমিত্তে, পরমধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); 'উদেব' (সত্বভাবেন যুক্তাঃ) গ্মন্তঃ' (উদ্গমনশীলাঃ, সাধকাঃ) যথা 'উদভিঃ' (সত্বভাব প্রবাহৈঃ) ত্বাং সংযোজয়ন্তি তথা বয়ং ত্বাং 'উপ সমগ্মহে' (সম্যক্ প্রকারেণ সংযোজয়াম, প্রাপ্নবাম ইত্যর্থঃ); বয়ং ভগবন্তং লভেমহি—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৮গা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আরাধনীয় পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; সত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্বভাব-প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা আপনাকে যেন

প্রাপ্ত হই; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। নৃমেধ ঋষিঃ। হে 'গীর্বণঃ' গীর্ভির্বননীয়েন্দ্র! 'অধা হি' সম্প্রতি 'ত্বা' ত্বাং 'কামো' কামো নিমিত্তে। যদ্বা কাম ইতি সুপাং সু (৭।১।৩৯) কামাম্ 'ঈমহে' যাচামহে। কিঞ্চ, যাচমানাঃ সন্তঃ 'উপসৃজ্মহে' উপ সৃজামঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং সংযোজয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ— উদেব' যথোদকেন 'গন্তো' গচ্ছন্তঃ পুরুষাঃ 'উদভিঃ' অঞ্জলিনা উৎক্ষিপ্যোদকৈঃ সমীপস্থান ক্রীড়ার্থং সংসৃজন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। 'সসৃজ্মহে'— ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি॥ (৪অ—৬খ—৬দ—৮সা)॥

* * *

## অষ্টম (৪০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্বভাবময় ভগবানকে লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন করা চাই। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমদেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়। হৃদয় যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ না হয়, কর্ম্মে বাক্যে চিন্তায় সাধক যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভাবে না চলিতে পারেন, সেই পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় না। সমত্বই পরস্পর মিলনের মধ্যে যোগসূত্র। অসম কখনও অসমের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। তাই মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সর্ব্বপ্রকার অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্ম্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল বিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার সহিত মিলিত হইব।" এই উপমার মর্ম্মগ্রহণে আমরা অসমর্থ। 'জলেগমনকারী ক্রীড়ার্থ যে জল বিসৃষ্ট করে' এ বাক্যের সহিত 'তোমার সহিত মিলিত হইব' বাক্যের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রার্থনার অর্থই বা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। উপমা হিসাবেও এই বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত করা হইয়াছে। (৪অ—৬খ—৬দ—৮সা)॥ *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত) ইহার গেয় গান একটী। উহার নাম— "গ্রাবরাণি ত্রীণি।"

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে।
৩ ১ ২র
অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ॥ ৯॥

গেয়-গানং।

২ ৫ ২র ৪ ৫র ১ ২র ১ ২র ১ ২র ১
১। সা ৩ ৪ ই। দন্তস্তেব। য়োয়া ৬ থ। গোশ্রাইতেম। ধৌমদিরাই।
২ ৪ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র ২ ৪
বা ৬ ইবক্ষ। ণা ২ ৩ ৪ ৫ ই। অভিত্বামাইন্দ্রা ৩ নো ৩।
২ ৩ ১ ১ ১ ১
নূ ৬ ৪ ৫। মা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৯॥

৩র র ৫ র ২ ৫ ৩ ২ ১ র ৫ র ৪ ৫ র ৪ ৫ ৫ ৩ ২
২। সীদন্তাস্তেবয়ঃ। যথা ৩। গো ২ ৩ ৪। শ্রীতেমধৌমদিরাই। বিবা ৩।
২ ১ ৫ ৩ ২ ২ ১ ৫
হা ৩। ক্ষা ২ ৩ ৪ ণাই। অভী ৩। ত্বো ৩ ই। ন্দ্রা ২ ৩ ৪ মী।
৩ ২ ১ ১ ৫ ৫
দ্রনো ৩। নূ ২ ৩ ৪ মা ঃ। ঈহ্বা ৬ হাউ। বা॥ ৯॥

মন্ত্রার্থসাধিনী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'বয়ঃ যথ' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধকঃ যথা ত্বাং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ) 'তে' (তব তৎপ্রদত্তে ইত্যর্থঃ) 'গোশ্রীতে' (জ্ঞানযুক্তে) 'মদিরে' (পরমানন্দদায়কে) 'বিবক্ষণে' (স্বর্গপ্রাপণশীলে, মোক্ষপ্রাপকে) 'মধৌ' (সত্ত্বভাবে, অমৃতে) 'সীদন্তঃ' (অবস্থিতাঃ সন্তঃ) বয়ং 'ত্বাং' 'অভিনোনুমঃ' (অভিমুখং প্রাপ্নুয়ামঃ, প্রাপ্নবাম ইত্যর্থঃ)। হে দেব! বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং ত্বাং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৬খ—৬দ—৯সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! সৎকর্ম্ম সাধক যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ আপনার প্রদত্ত জ্ঞানযুক্ত পরমানন্দদায়ক মোক্ষপ্রাপক সত্ত্বভাবে অবস্থিত হইয়া আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—হে দেব! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।)। (৪অ—৬খ—৬দ—৯সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।—নবমং সাম। সৌভরি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'গোশ্রীতে' (শ্রীঞ্ পাকে। গোবিকারো দধি পয়শ্চ গোশব্দেনোচ্যতে তেন) দধ্না পয়সা চ শ্রীতে মিশ্রিতে 'মদিরে' মদকরে 'বিবক্ষণে' স্বর্গপ্রাপণশীলে ত্বদীয়ে 'মধৌ' সোমে 'সীদন্তো' নিষণ্ণাঃ। সদনে দৃষ্টান্তঃ—'বয়ঃ যথা' পক্ষিণঃ যথা একত্র সঙ্গীভূয় তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ সীদন্তো বয়ং 'ত্বাম্' 'অভি' আভিমুখ্যেন 'নোনুমঃ' পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা স্তুমঃ॥ (৪অ ৬খ—৬দ—৯সা)॥

# নবম (৪০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———†:*†———

ভগবান অমৃত-প্রস্রবণ। তাঁহার কৃপায় অমৃত লাভ করিয়া মানুষ ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। যে তাঁহার প্রেমেরকণা লাভ করিয়াছে, তাহার অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—'ওগো অমৃতস্বরূপ! আমাদিগকে তোমার প্রেমামৃত দানে ধন্য কর। আমাদিগের পাষাণকঠোর হৃদয়ে তোমার অমৃতবারি সিঞ্চন কর। তোমার দেওয়া শক্তিব্যতীত আমাদিগের আর কি শক্তি থাকিতে পারে! তোমার দেওয়া শক্তি ও ভাবরাশির সাহায্যে আমরা যেন তোমার চরণাভিমুখে চলিতে পারি।

সৎকর্ম্মের সাহায্যে হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হয়। সাধক সেই সত্ত্বভাবধারার সাহায্যে ভগবৎসমীপে পৌঁছিতে পারেন। তাই এখানে সৎকর্ম্মের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। তাহা হইতে আমাদিগের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তিরহেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া আমরা তোমারই স্তব করিতেছি।" পূর্ব্বের মন্ত্রের উপমার ন্যায় এই উপমাতেও কোন সঙ্গতার্থ পাওয়া যায় না। 'তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া' এই বাক্যাংশের যে কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝা দুষ্কর। 'সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিমগ্ন হওয়া' কিরূপ? মানুষ না হয় সোমে নিমগ্ন হইল, কিন্তু পক্ষীসমূহ কিসে নিমগ্ন হয়?

তারপরে সোমের বিশেষণগুলির আলোচনা করা যাউক। 'মধৌ' পদে ভাষ্যকার 'সোম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মধু স্বর্গপ্রাপণশীল হয় কিরূপে? মদ্যপান নিরয়ের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—কিন্তু এখানে মদ্যকে স্বর্গলাভের হেতু বলা হইয়াছে। 'মধু' শব্দে আমরা 'অমৃত, সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যে মধু পান করিলে মানুষের সকল তৃষ্ণার চির অবসান হয়—এ সেই মধু, অমৃত, বিশুদ্ধসত্ত্বভাব। হৃদয়ে এই অমৃতের পরশ লাভ করিলে মানুষ অমৃত হয়। সাধক সেই অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন॥ (৪অ-৬খ—৬দ—৯সা)॥

---

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"সৌভরীয়ে দ্বে।"

দশমী সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বয়মু ত্বামপূর্ব্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১০ ॥

গেয়-গানং।

৫ ৩২র৩৪র ৫ ২৫১ ৭ ৫ ৩২
১। বয়মুত্বামপূর্ব্বিয়া। স্থূরেনকচ্চিদ্ভরন্তআ। বস্যা২৩৪বঃ। বাজ্রন্। চিত্রা
১ ৪ ২ ৫
৩ম্। হা২৩বা৩। মা৩৪৫হো৬হাই ॥ ১০ ॥

৫৪৫৪র৫র র ৪ ৫ ৪৫ ২ ২ ৩২১
২। বয়মুত্বামপূর্ব্বিয়স্থূরন্নকচ্চিদ্ভান্তঃ। ওবা। হা৩হাই। আবস্যাবা
১ ১ ১ ১ ২ ২ ৩ ২১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
২৩৪৫ঃ। হা৩হাই। বাজ্রিণং চি২৩৪৫ম্। হা৩হাই।
৩র ১ ৫ ৫
হবা৩। মা২৩৪ বাই। উহুবা৬হাউ। বা ॥ ১০ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

"'বজ্রিন্' (রক্ষাস্ত্রধারিন্) 'অপূর্ব্ব্য' (আদিভূত হে দেব) 'স্থূরং ন কশ্চিৎ' (কশ্চিৎ জনঃ, সাধকঃ যথা ভগবন্তং ত্বাং আহ্বয়তি তদ্বৎ) 'ভরন্তঃ' (রিপুনাশকার্য্যে প্রবৃত্তাঃ সন্তঃ) 'বয়ম্ উ' (বয়মপি) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, বিচিত্রশক্তিযুক্তং) 'ত্বাং' অবস্যবঃ' (রক্ষণায়—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'হবামহে' (আরাধয়াম); বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাস্ত্রধারী আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন ভগবান্ আপনাকে আহ্বান করেন, সেইরূপ রিপুনাশকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরাও যেন বিচিত্র-শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুকবল হইতে রক্ষার জন্য আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদনুসারী হই।) ॥ (৪অ—৬খ—৬দ—১০সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—দশমং সাম। সৌভরি ঋষিঃ। হে 'বজ্রিন্' বজ্র-যুক্ত ! 'অপূর্ব্য' চিরমু নবমেবু প্রাদুর্ভূতত্বাদভিনব! 'ভরন্তঃ' সোম লক্ষণৈরন্নৈস্ত্বাং পোষয়ন্তঃ বয়ং 'চিত্রং' চায়নীয়ং বিবিধরূপং বা 'ত্বামু' ত্বামেব 'অবস্যবঃ' অবঃ রক্ষণমাত্মন ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ 'হবামহে' আমাহ্বয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'স্থূরং ন' যথা ভরন্তো ব্রীহ্যাদিভির্গৃহং পুরয়ন্তো জনাঃ 'স্থূরং' স্থূলং গুণাধিকং 'কচ্চিৎ' কঞ্চিন্মানবং যথা হ্বয়ন্তি তদ্বৎ। ( ৪অ—৬খ—৬দ—১০সা )।

# দশম ( ৪০৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

'হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন আপনাকে যেন আমরা ঠিক তেমনভাবে আহ্বান করিতে পারি, তেমনভাবে যেন তোমার অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারি। রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তোমার কৃপালাভ করিয়া যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। তুমিই মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ হইতে ত্রাণকারী। তুমিই মানুষকে রিপুজয়ের শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন কখনও তোমার চরণ ভুলিয়া না থাকি। আমাদিগের কর্ম্ম চিন্তা ও বাক্য যেন তোমার মঙ্গলনীতির অনুবর্তি হয়। আমাদিগের জীবন যেন তোমার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল,—"হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূলব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ রক্ষালাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানারূপধারী।" এই ব্যাখ্যায় যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ কি? সাধক বলিতেছেন—তিনি দেবতাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করেন। তারপরে, পোষণ করিয়া তাঁহাকেই সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন—অবশ্য তাঁহার কৃপায় রক্ষা পাইবার জন্য। এই সমস্ত ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ভিন্ন-দেশবাসী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকে বেদ সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্রী মন্তব্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'স্থূরং' পদেই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বিবরণকারের মতানুসারে 'স্থূরং' পদে 'ঈশ্বরং, ভগবন্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভাষ্যকার 'ভরন্তঃ' পদে 'ব্রীহ্যাদিভিঃ গৃহং পূরয়ন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভর' পদে নিরুক্তানুসারে 'সংগ্রাম' অর্থ প্রকাশ করে। একখানা বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরাও উক্তপদে 'রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ সন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। ( ৪অ ৬খ—৬দ—১০সা )। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( ষষ্ঠ অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম —"পক্ষ্মসাম" ও "সৌভরম।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমঃ খণ্ডঃ। সপ্তমী দশতি।

## সপ্তমী দশতি।

স্বাদোরিত্থাদশর্চ্চ চরমা নবমিতাসৌ।
উপরিষ্টাদ্বৃহত্যাম্নাতাঃ সপ্তদশ পঙ্ক্তয়ঃ॥
চন্দ্রমানতামন্ত্রা তে বৈশ্বদেব্যো প্রতীতাসৌ।
আশ্বিনী দ্বিত্র আগ্নেয়া অন্তে অগ্ন ইতীরিতি॥
আগ্নী০ নায়ীন্দ্রকামন্ত্রো ত্বা মতেনো অস্তু চৌষষ্টী।
সৌমী ভদ্রমইত্তোষা পিবাঐন্দ্রা উদীরিতাঃ॥
আদিত্যঃ গোতমঃ নাম ঋষিঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।

### প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ।
১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বস্বীরনু স্বরাজ্যং॥ ১॥

গেয়-গানং।

৪র৩র ৪৩র৪৫র ৩২ ১ ৫র র ৪৫
স্বাদোরিত্থাবিষূ। বতা৩ঃ। মা২৩৪। দোঃপিবন্তিগৌ।রিয়াঃ।

১রর ২ ১র ২ ১২র১২ ১র ২
যাইন্দ্রেণ সয়াবা২৩রীঃ। বৃষ্ণামদ। ন্তিশোভা২৩খা।

১ ২ ১র ২ ১ ২
বস্বীহবা১নূ২। স্বারাজ্যম্। ইড়া২৩ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ই। ডা॥১॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'গৌর্য্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ মনোবৃত্তয়ঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, ভগবতা সৎকর্ম্মণা বা সহ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ) 'স্বাদোঃ' (স্বাদুভূতস্য) 'মধোঃ' (মধুররসস্য— সারস্বরূপং অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি); জ্ঞানিনঃ সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা নিরন্তরং পরমানন্দং ভুঞ্জন্তে—ইতি ভাবঃ; 'যাঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'বৃষ্ণা' (অভীষ্টবর্ষকেণ) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন) 'সযাবরীঃ' (সহ যান্ত্যঃ গচ্ছন্তঃ সত্যঃ, নিত্যসম্মিলিতাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ) তাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ এব 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বস্বীঃ' (নিবাসকারিণ্যঃ, ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি যাবৎ) তথা 'শোভথা' (উপাসকস্য শোভাসম্পাদনায়, উপাসকেভ্যঃ শোভনীয়স্থানং স্বর্গাদিকং প্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'মদন্তি' (হৃষ্যন্তি, আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা উপাসকেভ্যঃ পরমানন্দং দদাতি)। সদ্বৃত্তিপ্রভাবেন সজ্জ্ঞানসহায়েন চ ভগবতঃ সান্নিধ্যযুতঃ সন্ নরঃ পরমানন্দস্থানং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ ৭খ–৭দ–১সা)॥

মন্ত্রার্থবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, স্বাদুভূত মধুরসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারা নিরন্তর পরমানন্দ উপভোগ করেন)। যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-বর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সহিত গমনশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে, সেই সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবৎসামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া নিবাস-কারী অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য প্রদায়ক হয়, এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গাদি পাওয়াইয়া আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—অথবা

উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে; (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তিপ্রভাবে এবং সৎজ্ঞান-সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুক্ত হইয়া মনুষ্য পরমানন্দস্থানকে লাভ করেন।)॥ (৪অ—৭খ—৭দ—১সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—প্রথমং সাম। গোতম ঋষিঃ। 'স্বাদোঃ' স্বাদুভূতস্য রসবতঃ 'ইত্থা বিষূবতঃ' ইত্থমনেন প্রকারেণ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু ব্যাপ্নুবতঃ 'মধোঃ' মধুর-রসস্য সোমস্য ("ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি" কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী) এতদ্বিধং সোমং 'গৌর্য্যঃ' গৌরবর্ণা গাবঃ 'পিবন্তি'। যা গাবঃ 'বৃষ্ণা' কামানাং বর্ষকেণেন্দ্রেণ 'সযাবরীঃ' সহ গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ 'মদন্তি' হৃষ্টা ভবন্তি। তাঃ 'ইন্দ্রপীতস্য' সোমস্যাবশেষং পিবন্তীত্যর্থঃ। 'শোভসে' বচন-ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫) ইন্দ্রেণ সহ শোভন্তে। 'বস্বীঃ' পয়ঃ-প্রদানেন নিবাস-কারিণ্যঃ তা গাবঃ 'স্বরাজ্যং' স্বস্য স্বকীয়স্যেন্দ্রস্য রাজ্যং রাজত্বম্ 'অনু' লক্ষ্য অবস্থিতা ইত্যর্থঃ। (৪অ—৭খ—৭দ—১সা)॥

• . •

## প্রথম (৪০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§•§:•———

বিষম সমস্যা-সঙ্কটের অন্তরায় ভেদ করিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইল। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কোনই শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অপিচ, সে অর্থ গভীর প্রহেলিকার মধ্যে পাঠকগণকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রচলিত সেই অর্থের আভাস ভাষ্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অধিকন্তু মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারাও মন্ত্রার্থ কি গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "সৌবর্ণ গাভীসকল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে। সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন করতঃ হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।"

(2) "The juice of Soma thus diffused, sweet to the taste, the bright cows drink.

Who for the sake of splendour close to mighty Indra's side rejoice, good in their own supremacy."

ইন্দ্রদেব যেখানে গতি-বিধি করিতেন, তাঁহার শোভা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গাভী তাঁহার সঙ্গে যাইত; আর, তাহারা যজ্ঞস্থলে সোমরস পান করিয়া মত্ততা লাভ করিত। এই হইল—বেদমন্ত্রের অর্থ!

কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই ঐ অর্থের অসঙ্গতি এবং সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি হইবে। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'গৌর্যঃ' পদ। ঐ পদে 'গাভীসমূহ' অর্থ গ্রহণ করা হয়; কেন-না, 'গৌর্যঃ' পদে 'শ্বেতবর্ণ' অর্থ আসে। শ্বেতবর্ণ সুতরাং তাহারা গাভী—এই হইল তাৎপর্য্যার্থ। এ পক্ষে 'গৌরী' শব্দের বহুবচনে ঐ পদের উদ্ভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলি, এখানে এই 'গৌর্যঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জনগণকে অর্থাৎ সাধুগণকে বুঝাইতেছে। 'শ্বেতবর্ণাঃ' অর্থ হইতেই ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা অনাবিল শুভ্রবর্ণ, তাহাই 'গৌর্যঃ'। এইরূপেই বুঝিতে পারি, যাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্বের শুভ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই 'গৌর্যঃ'। দ্বিতীয় পদ—'ইত্থা'। এই পদের 'অনেন প্রকারেণ' প্রতিবাক্য হইতেই ভাব প্রাপ্ত হই,—'ভগবানের বা সংকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া।' জ্ঞানী সাধুগণ যখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারা যখন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন, 'ইত্থা' পদে সেই অবস্থার দ্যোতনা করিতেছে। "স্বাদোঃ মধোঃ পিবন্তি" বাক্যাংশে, সেই পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় সাধকগণ কি আনন্দে বিরাজমান থাকেন, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সেই অবস্থাতেই—জ্ঞানী সাধকগণ যখন ভগবানের কর্ম্মে, সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন—তখন, তাঁহারা যে সুস্বাদু মধুর রসের সারভূত অমৃতকে পান করেন, তখনই যে তাঁহাদিগের সংস্রবে সোমসুধা ক্ষরিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা সাধনার স্তরে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই রসাস্বাদের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, 'যজ্ঞক্ষেত্রে গাভীগণ গিয়া যে সোমরস পান করে'—এ প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নাই; পরন্তু 'সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে মগ্ন থাকিয়া জ্ঞানিগণ যে পরমানন্দ লাভ করেন'—তাহাই এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত দেখি।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর পদাবলী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি। ঐ চরণের প্রথম পদ—'যাঃ'। ঐ পদে 'গাভীসকল' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার লক্ষ্য—ভগবদনুসারিণী বৃত্তিসমূহ - সদ্বৃত্তিসমূহ। 'বৃষ্ণা' ও 'ইন্দ্রেণ' পদ-দ্বয়ের ভাব-সম্বন্ধে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই। অভীষ্টপূরক ভগবান ইন্দ্রদেবই ঐ দুই পদের লক্ষ্যস্থল। ঐ 'সযাবরীঃ' পদের ভাবসম্পর্কেও কোন মতানৈক্যের কারণ দেখি না। ভগবানের সহিত গমন করে - তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে—এই ভাবই ঐ পদ ব্যক্ত করে। এইরূপে "যাঃ বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ" বাক্যাংশে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের অধ্যাস হয়। ঐ বাক্যাংশে 'গাভীসকল যে ইন্দ্রের সহিত গমন করে'—এরূপ ভাব গ্রহণ না করিয়া, আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশের ভাব এই যে, 'যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-পূরক সেই ভগবানের সহিত স্বতঃসম্মিলিত থাকে।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত হয়। এই 'যাঃ' পদের সম্বন্ধ-রক্ষার পক্ষে ভাষ্যেও 'তাঃ' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। ভাষ্যাদির মতে ঐ 'তাঃ' পদও গাভীসকলের দ্যোতক। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তিসমূহের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তদ্দ্বারাই অর্থ সুসিদ্ধ হয়। এ পক্ষে, 'অন্বিষ্টতাঃ' পদ অধ্যাহার করার আবশ্যকই হয় না। 'স্বরাজ্যং' পদে 'আত্মরাজ্য

—ভগবানের সামীপ্য' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১ম—৮০সূ-১৬ম) বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই আমাদের স্বরাজ্য—যেখান হইতে আসিয়াছি, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আবার যেখানে গিয়া লীন হইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারি মনে করিয়াছি, তাহাই আমাদিগের স্বরাজ্য। তদ্ভিন্ন স্বরাজ্য নামে নূতন পদার্থ কিছুই পরিকল্পনা করা যায় না। সেই স্বরাজ্য লক্ষ্য করিয়াই (অনু) সদ্বৃত্তিসমূহ পরিচালিত হয়; সেই স্বরাজ্যের নিবাসয়িত্রী বলিয়াই তাহারা 'বহ্বীঃ'। ঐ 'বহ্বীঃ' পদে তাহাদিগকে 'জলস্থানে নিবাসকারিণী' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। গাভীর পরিকল্পনাই এতদর্থের জননী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহই যে মানুষকে ভগবানের সমীপে লইয়া যায়, তাহারাই যে ভগবৎ-সামীপ্য-প্রদায়িকা, তাহাতে কি কিছু সংশয় আছে? আমরা বলি, এখানে সেই নিত্য-সত্য-তত্ত্বই প্রকাশমান যে, সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া—ভগবৎ কর্ম্মে অনুসরণপূর্ব্বক মানুষকে অর্থাৎ উপাসককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করায়। 'যাঃ বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ স্বরাজ্যং অনু বহ্বীঃ" পদকয়েকটিতে ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। এখন অবশিষ্ট দুইটী পদ—"শোভথা মদন্তি।" এই 'শোভথ' পদ উপলক্ষে ইন্দ্রের 'শোভার জন্য' গাভীসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে এবং 'মদন্তি' পদ উপলক্ষে সেই গাভীসকল 'মধুপানে মত্ত হয়' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'শোভথা' পদের ভাব—উপাসকের শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাসককে শোভনীয় স্থান প্রদানের নিমিত্ত। তজ্জন্য বৃত্তিসমূহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 'মদন্তি' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'হ্লাদন্তে-আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি' ইত্যাদি পদ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপনারা ভগবানের অনুসারী হইয়া, মানুষকে ভগবৎসামীপ্য লাভ করাইয়া, সদ্বৃত্তিসমূহ আত্মানন্দ লাভ করে; পক্ষান্তরে উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। (৪অ-৭খ—৭দ—১সা)॥*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২র　৩ ২উ　৩　১ ২　৩ ১ ২ ৩　১ ২

ইত্থা হি সোম ইন্মদো ব্রহ্ম চকার বর্দ্ধনং।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১　২র ৩

শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃশশা

২ ৩ ২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২

অহিমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ২ ॥

---

* এ সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বাম্রং।"

গেয়-গানং।

৫ র    ২ ১    ২    ১ ২ ১র    ২ ১    ২    ১ ২
১। ইত্থাহিগো। মইন্মা ২ ৩ দাঃ। ব্রহ্মাচকা। রবর্দ্ধা ২ ৩ নাম্। শবিষ্ঠব।

১র    ২    ১র  ২ র ১    ১  ২  –
জ্রিয়োজা ২ ৩ সা। পৃথিব্যানিঃশশাঅহিং। অর্চ্চানা ১ নূ ২।

১  –  ১
স্বারাজ্যো ২। জিয়ায়ো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ২॥

৪ র    ৪    ১ ২ ১র    ২ ১    ২    ৫ ৩
২। ইত্থাহিসো ৫ মইন্মদাঃ। ব্রহ্মাচকা। রবর্দ্ধা ২ ৩ নাম্। শাবিষ্ঠা ২ ৩ ৪

৫  ২ ৫ ৩    ৫  ২ ১র  ২ র ১ ২  ১ ২  ২
বা। জ্রিয়োজা ২ ৩ ৪ সা। পৃথিব্যানিঃশশাঅহিং। অর্চ্চা ৩ হোই।

১    ১    র ১    ২    ২
অনূ ২ ৩ রো। স্বারাজিয়ম্। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ২॥

সর্ব্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইত্থা' (নিশ্চয়েন, যথাশাস্ত্রং ইত্যর্থঃ) 'মদে' (মদে, আনন্দপ্রদে) 'সোমে' (শুদ্ধসত্ত্বে, সৎকর্ম্মসম্পাদনে বা) 'হি' (যদা) উপাসকঃ পরিশুদ্ধঃ ভবতি ইতি শেষঃ; তদা 'ব্রহ্ম' (পরমব্রহ্ম, বিধাতা) 'তে' (তব) 'বর্দ্ধনং' (শ্রীবৃদ্ধিসাধনং শ্রেয়োবিধানং বা—উপাসকস্য ইতি যাবৎ) 'চকার' (করোতি); সৎকর্ম্মপরায়ণস্য উপাসকস্য শ্রেয়ঃ ভগবান্ এব বিদধাতি—ইতি ভাবঃ; 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্, অমিতবলশালিন্) 'বজ্রিন্' (বজ্রধারিন্ শত্রুবিনাশিন্ হে ভগবন্) 'ওজসা' (স্বকীয়েন বলেন, অস্মান্ প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশেন ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকাৎ) 'অহিং' (সর্পাকৃতিবিশিষ্টং ক্রূরস্বভাবং বা রিপুং, সর্পবৎ ভয়াবহং পাপং ইতি ভাবঃ) 'নিঃ শশাঃ' (নিতরাং শাসয়, নিঃশেষেণ বিতাড়য়); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং ভগবৎপাদপদ্মং) 'অর্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, পূজিতং অস্তু, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—জগতঃ জনাঃ সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুধ্যানে রতাঃ ভবন্তু; তাই ভগবান্ সংসারাৎ পাপং দূরীকরোতু, উত সংসারঃ স্বর্গতুল্যঃ ভবতু। (৪অ—১দ—১খ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিধিক্রমে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্মসম্পাদনে, যখন উপাসক পরিমগ্ন রহেন, তখন বিধাতা নিশ্চিতই উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধন শ্রেয়ঃবিধান করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ উপাসকের শ্রেয়ঃ ভগবানই বিধান করেন); অমিতবলশালী শত্রুবিনাশী হে ভগবন্! আপনার বলের দ্বারা (আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশের দ্বারা) ইহলোক হইতে সর্পপ্রকৃতি ক্রূরস্বভাব রিপুকে (সর্প-স্বভাব পাপকে) নিরন্তর শাসন করুন—নিঃশেষে বিতাড়িত করুন; এবম্প্রকারে আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবৎপ্রাধান্য পূজিত হউক—ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জগতের জনগণ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, শুদ্ধসত্ত্বের অনুধ্যানে, রত হউক; তাহার ফলে ভগবান্ সংসার হইতে পাপকে দূর করুন; আর সংসার স্বর্গতুল্য হউক।)॥ (৪অ—১খ—১দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।— দ্বিতীয়ং সাম। গোতম ঋষিঃ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্! 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'ইত্থা হি' ইত্থং এব অনেন শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণৈব 'সোমে' ত্বয়া গৃহীতে সতি 'মদঃ' [মদেঃ স্তুতি-কর্ম্মণঃ] স্তোতা 'বর্দ্ধনং' তব বৃদ্ধিকরং ব্রহ্ম স্তোত্রং 'চকার' অনেন স্তুতবান্ (ইতিহাসোক্তং পাদ-পূরণং) অতস্ত্বং 'ওজসা' বলেন 'পৃথিব্যাঃ' সকাশাৎ আগত্য 'অহিং' হন্তারং বৃত্রং 'নিঃশশাঃ' নিঃশেষেণ শশাঃ মা বধস্বেত্যর্থঃ শাসনং কৃত্বা পৃথিব্যাঃ সকাশান্নিরগময় ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? 'স্বরাজ্যং' স্বস্য রাজ্যং রাজত্বং 'অনু' লক্ষ্য 'অর্চ্চন্' পূজয়ন্ স্ব-স্বামিত্বং প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ॥ (৪অ—১খ—১দ—২সা)।

## দ্বিতীয় (৪১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মুখ্য বাক্য—"অর্চ্চন্নু স্বরাজ্যং।" "অর্চ্চন্নু স্বরাজ্যং" বাক্যাংশে বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রার্থনা-পক্ষে ভগবদুদ্দেশ্যেও ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! এ সংসারে আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক—এ সংসার যেন স্বর্গে পরিণত হয়।' ভাবান্তরে, বলিতে পারি, ঐ বাক্যাংশে, উপাসক আত্মপ্রতিষ্ঠার—হৃদয়ে ভগবানের রাজ্যবিস্তারে সঙ্কল্পবদ্ধ। পক্ষান্তরে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার যাহা মূলমন্ত্র—শ্রেষ্ঠ উপাদান, মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

কি প্রকার অন্বয়ে এই মন্ত্রে কিরূপ ভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্ম মন্ত্রার্থের বিশ্লেষণে চেষ্টা পাইতেছি। কি অর্থই বা প্রচলিত আছে, আর কোন্ অর্থেই বা সঙ্গতি দেখি, সমালোচনায় তাহা প্রকাশ পাইবে। ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, ভাষ্যানুবাদে তাহার আভাস দিয়াছি। তাহারই অনুসরণে ভাষান্তরে নিম্নলিখিত-রূপ ব্যাখ্যা'দ প্রচলিত রহিয়াছে। যথা,—

(১) "হে শক্তিমন্ বজ্রপাণি ইন্দ্র! তুমি সংকালে সোমরস পান করিয়াছিলে, তখন ব্রহ্মা তোমার বৃদ্ধির নিমিত্ত স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তুমি স্ব-শক্তিতে এই পৃথিবী হইতে অহিকে দূরীকৃত করিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলে।

(২) "হে বলশালী ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি এই হর্ষকর সোমরস পান করিলে স্তোতা তোমার বৃদ্ধিকর (স্তুতি) করিয়াছিল; তুমি বল দ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।"

(3) "Thus in the Soma, in wild joy, the Brahman hath exalted thee:

Thou, mightiest, thunder-armed, hast driven by force the Dragon from the earth, landing thine own imperial sway."

সকল ব্যাখ্যাতেই সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য পানে ইন্দ্রের বিভোরতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্র আপনার শক্তির দ্বারা পৃথিবী হইতে অহিকে বৃত্রাসুরকে বা মেঘকে বিতাড়িত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদে সেই 'অহিং' আবার অনুরূপ এক ড্রাগণ (Dragon) মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে— দেখিতে পাইবেন। 'মদঃ' পদের প্রতিবাক্য 'ওয়াইল্ড জয়' (wild joy পদ ব্যবহার করিয়াও তিনি সোম-শব্দে মত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ভাব সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তাহা বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রতি পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়।

'ইত্থা' পদে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'সোমে' পদে আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'সোম' শব্দের তাৎপর্য্য আমরা বহুত্র প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। ঐ শব্দে 'শুদ্ধসত্বকে' বুঝায়। শুদ্ধসত্বের অঙ্গীভূত সৎকর্ম্ম অর্থও এখানে গ্রহণ করিতে পারি। 'ব্রহ্ম' পদে এখানে 'বিধাতা' 'পরমব্রহ্ম' প্রতিবাক্যেই সঙ্গতি দেখি। 'ইৎ' পদ পাদপূরক নহে; আমরা বলি, এখানে 'যথা'-অর্থ-জ্ঞাপক। 'বর্দ্ধনং' পদে উপাসকের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকে লক্ষ্য করে। এইরূপে, ইন্দ্রকে মত্তপানে বিভোর হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার পরিবৃদ্ধিকর স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন বা জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন— এই প্রকার অর্থের স্থলে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'উপাসক আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্বে

পরিমগ্ন হইলে বা সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, বিধাতাই তাঁহার শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথম চরণ এবম্বিধ নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে ব্যাখ্যা-উপলক্ষে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে 'শবিষ্ঠ' ও 'বজ্রিন্' পদদ্বয়ে অমিতবলশালী শত্রুবিনাশক দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। তদ্‌গুণান্বিত দেবতাকে অথবা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া এখানে পৃথিবী হইতে অহিকে দূর করিবার জন্য প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'অহিং' পদে আমরা 'সর্পপ্রকৃতিবিশিষ্ট ক্রূর রিপু শত্রুকে' বা 'সর্পস্বভাব পাপকে' মনে করি। ঐ প্রকার অর্থেই ঐ পদের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিয়া আসিয়াছি। ভগবান্ যখন পৃথিবী হইতে পাপকে বিদূরিত করেন, তখনই পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা 'অনু' পদে 'অনুক্রমেণ এবম্প্রকারেণ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'স্বরাজ্যং' পদে ভগবানের রাজত্ব বা স্বর্গ ভাব আসে। 'ওজসা' পদে 'আপনার শক্তির দ্বারা' অথবা 'আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে' ইত্যাদি-রূপ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে 'অর্চ্চন্' পদটীতে সমাপিকা ক্রিয়ার ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অন্যথা, ঐ পদের 'পূজয়ন' বা 'প্রকটন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেও যে অসঙ্গতি থাকে, তাহা নহে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হয়,—'হে ভগবন্! এই প্রকারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা (প্রকটন) করিয়া সর্পস্বভাব পাপকে ইহলোক হইতে দূরীভূত করুন।' এইরূপে সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মে রত করিয়া পাপসংশ্রব হইতে দূরে রাখিয়া, এ সংসারে স্বরাজ্যের বা স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করুন।' (৪অ-৭খ—৭দ-২সা)। *

—•—

## তৃতীয়া সাম।

১　৩　১২　৩　১২　৩১　২র

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।

২উ　৩২　৩　২৩১　২র　৩　১　২র ৩

তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু

১　২

প্র নোঽবিষৎ॥ ৩॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্। প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী উহাদের নাম—"বৃহৎসমবদ্ধ মধো বো।"

গেয়-গানং।

২ র র ৪ ৫ ২ র ৪ ২
১। ইন্দ্রোমদায়ব ৩। র্দ্ধাই। শবসেবৃত্রহা ৩। নৃভীঃ তমিম্মহৎসবা ৩।

৪ ৫ ২র র ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ১
আইম। উতিমর্ভহণা ৩। মাহাই। সাবা। আইযুপ্রনো

৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। না ৫ ইযো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

৪ র র ৪ ১ ২র ১ ২ ৫ ২ ১ ৩
২। ইন্দ্রোমদা ৫ যবাবৃধাই। শবসেবৃ। ত্রহানৃভী ৩ ৪ঃ। তাম্। ইম্মাহা

৫ ৫ ৪ ৫ ১র র ২ ২ ৪র
২ ৩ ৪ ৎসবা ৬। ণাউ। আইম। উতিমর্ভেহবা ১। মা ৩ হাই।

৫ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
সাবা। আইযুপ্রানা ২ ৩ ৪ না। না ৫ ইযো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

৪ র র ৪ ১ ২র — ১ ২ ১ ২ ২
৩। ইন্দ্রোমদা ৫ যবাবৃধাই। শবসেবৃ। ত্রহা ২ নৃভিঃ। আঔ ৩ হো।

র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ — ১ ২ ১ ২
ঔহোবা ২ ৩ ৪ ৫। হ৺ ২ ৩ ৪ ৫। তমিম্মহ। ত্সুবা ২ জিষু। আঔ

২ র ১ ১ ১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২র —
৩ হো। ঔহোবা ২ ৩ ৪ ৫। হ৺ ২ ৩ ৪ ৫। উতিমার্ভে। হবা ২।

১ ২র ১ ২ ২ র ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
মহে। আঔ ৩ হো। ঔহোবা ২ ৩ ৪ ৫। হ৺ ২ ৩ ৪ ৫।

২র ১র ২ ৪ ২ ৫
সবাজেষু প্রা ৩ নো ৩। বা ৩ ৪ ৫ ইযো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

৪ ৫র ৪৫র র র৪৫র৪ ৩ ১ ২ — ১ ২ ১ ২
৪। ইন্দ্রোমদায়বাবৃধেশবসেবৃ। ত্রহানৃ ১ ভী ২ঃ। তামিম্মহ। ৎসুবা ১

২ ১ ২ ৩ ৫ ২ — ১ র র ২
জিষ ৩। উতীযা ২ ৩ ৪ ভাই। হবা ২ মাহাই। সবাজেষু প্রা ৩

৪ ২ ৫
নো ৩। বা ৩ ৪ ৫ ইযো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'নৃভিঃ' (শ্রেষ্ঠৈঃ নরৈঃ, সাধকৈঃ ইতি যাবৎ) সম্পূজিতঃ সন 'মদায়' (তেষাং সাধকানাং আনন্দবর্দ্ধনায়) তথা 'শবসে' (তেষাং সাধকানাং বলবৃদ্ধ্যর্থং) 'বাবৃধে' (আত্মবিস্তারং করোতি, তেষাং সাধকানাং মধ্যে অধিতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ); 'মহৎসু' (প্রবলেষু বিষমেষু) 'আজিষু' (সংগ্রামেষু) 'উত' (অপিচ) 'ঈং' (এনং, বক্ষ্যমাণং) 'অর্ভে' (অল্পে সংগ্রামে, অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠিতে পাপকর্ম্মণি) 'তমিৎ' (তং ইন্দ্রদেবং এব) 'হবামহে' (অস্মান্ রক্ষয়িতুং আহ্বয়ামহে, প্রার্থয়ামহে); 'সঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বাজেষু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্র অবিষৎ' (প্রকর্ষেণ রক্ষতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ,—সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; কিন্তু অসাধুনাং অস্মাকং কিং উপায়ং অস্তি? এষু প্রবলেষু সংসারসংগ্রামেষু স ভগবান্ অস্মান রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (৪অ—১খ—১দ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নরগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া সেই সাধকগণের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য আত্মবিস্তার করেন, অর্থাৎ সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; প্রবল বিষম সংগ্রামসমূহে এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মে, সেই ইন্দ্রদেবতাকেই আমাদিগের রক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছি; সেই ইন্দ্রদেব সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামসমূহে আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু এই অসাধু আমাদিগের উপায় কি হইবে? প্রার্থনা—এই প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)। (৪অ—১খ—১দ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। গোতম ঋষিঃ। 'বৃত্রহা' বৃত্রস্যাবরকস্য বৃষ্টিনিরোধকস্য মেঘস্যাসুরস্য বা হন্তা যদ্বা। আবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা ইন্দ্রঃ 'মদায়' হর্ষার্থং 'শবসে' বলার্থঞ্চ 'নৃভিঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'বাবৃধে' স্তোত্র-শস্ত্র-রূপাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রবর্দ্ধিতো বভূব। স্তুত্যা হি দেবতা প্রাপ্তবলা সতী প্রবর্দ্ধতে। 'তমিৎ' তমেব ইন্দ্রং 'মহৎসু' প্রভূতেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু 'উতীম্' অস্মাকং রক্ষকং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। তথা 'তং' ইন্দ্রং 'অর্ভে' অল্পে সংগ্রামে 'হবামহে'। অস্মাভিরাহূতঃ 'স' চেন্দ্রঃ 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'নঃ' অস্মান্ 'প্রাবিষৎ' প্রাবতু প্রকর্ষেণ রক্ষতু। (৪অ—১খ—১দ—৩সা)।

অজ্ঞানে অবহেলায় সংঘটিত হয়; অন্য প্রকার পাপ আমাদিগের স্বেচ্ছাকৃত। বিশেষণ বাহুল্য মাত্র। ঐ দুই পাপকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে "বাধেথু প্র মঃ অবিকৃৎ" বাক্যাংশে, সকল পাপ হইতেই পরিত্রাণ পাইবার কামনা প্রকাশমান্। আমাদিগের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রার্থনার মূল মর্ম্ম আপনিই অধিগত হইবে। (৪অ—৯খ—৭দ—৩সা)। *

---

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং বজ্রিন্ বীর্য্যং।
২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তব
২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্যন্মায়য়াবধীরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং ॥ ৪ ॥

গেয় গানং।

৫ ৫ ১ ২ র ১ ২ —
ইন্দ্রতুভ্যামিদাদ্রা ৬ ই। আনুত্তং বজ্রিন্বীরিয়ম্। যদ্ধাত্যা ১ ম্মা ২।
১ ২ ১ ২ — ১ র ২ র ১ ১ —
যাইনংমৃগম্। তবাত্যা ১ ম্মা ২। মায়াবধীঃ। আর্চ্চানা ১ নু ২।
১ র ২ ১ ২ ১
স্বারাজিয়ম্। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাষাণসদৃশঃ কঠোরঃ—পাপনাশায় ইতি যাবৎ) 'বজ্রিন' (বজ্রধারিন্—পাপনাশায় ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অনুত্তং' (শত্রুভিঃ অক্ষোভ্যং) 'তুভ্যং' (তব) 'ইৎ' (প্রসিদ্ধং) 'বীর্য্যং' (সামর্থ্যং) 'অ' (অস্তি), 'যৎ' (যেন) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'মায়িনং' (মায়াবিনং) 'মৃগং' (মৃগরূপধারিণং কপটাচারিণং, ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (পাপং, অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'তব মায়য়া' (তব মায়াজালবিস্তারেণ, আত্ম-প্রাধান্যখ্যাপনেন

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান সাতটী। উহাদের নাম—"আভীকে দ্বে," "আভীশবে দ্বে," "বার্হদিগরাণি ত্রীণি।"

ইত্যর্থঃ) 'অবধীঃ' (ত্বং বিনাশয়); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎপ্রাধান্যং) 'অর্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, ইহজগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ, হে ভগবন্! কঠোরেণ বজ্রেণ পাপং ছিন্ধি; তেন ইহজগতি স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু॥ (৪অ—৭খ—৭দ ৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণসদৃশ কঠোর, পাপনাশে বজ্রধারী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ কর্ত্তৃক অজেয় আপনার যে প্রসিদ্ধ বীর্য্য আছে, তাহার দ্বারা সেই মায়াবী কপটাচারী পাপকে (অথবা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে) আপনার প্রাধান্য-বিস্তারের দ্বারা আপনি বিনাশ করুন; এই প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব—ভগবৎপ্রাধান্য) ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কঠোর বজ্রের দ্বারা পাপকে ছেদন করুন, তদ্দ্বারা ইহজগতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (৪অ—৭খ—৭দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। চতুর্থং সাম। গোতম ঋষিঃ। [অদ্রিরিতি মেঘনাম (নৈ০ ১১০১)]। হে 'আদ্রিবঃ' বাহন-রূপ মেঘযুক্ত 'বজ্রিন্' বজ্রবান্ ইন্দ্র! 'তুভ্যমিৎ' তবৈব [ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী] 'বীর্য্যং' সামর্থ্যং 'অনুত্তং' শত্রুভিরপ্রতিহতং। 'যদ্ধ' যেন বীর্য্যেণ ত্বং 'মায়িনং' মায়াবিনং 'মৃগং' মৃগ-রূপধারিণং 'তং' তং 'বৃত্রং' অসুরং ত্বমপি মায়য়ৈব 'অবধীঃ' হতবানসি। অতঃ কারণাৎ তব বীর্য্যং 'যৎ' তৎ প্রসিদ্ধং ভবতি। অর্চন্ননু স্বরাজ্যমিতি পাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৪॥

• • •

## চতুর্থ (৪১২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:‡:‡:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ বিশেষ জটিল ভাবাপন্ন। মূলে একটি 'আদ্রিবঃ' পদ আছে। সেই পদটীকে 'ইন্দ্র' এই সম্বোধন-পদের বিশেষণ-রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু সে পক্ষে 'অদ্রিঃ' পদে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, 'আদ্রিবঃ' পদে 'বাহন-রূপ মেঘবিশিষ্ট' প্রতিবাক্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ইন্দ্র 'মেঘবাহন' নামে পরিচিত হয়েন। আমরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে অর্থের সঙ্গতি দেখি না। আমাদের মতে, তিনি যে পাপনাশের নিমিত্ত পাষাণের ন্যায় কঠোর হইয়া আছেন, 'আদ্রিবঃ' পদ তাঁহার সেই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপ 'বজ্রিন্' পদেও, তিনি যে পাপনাশের নিমিত্ত বজ্রধারী, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'অনুত্তং' পদে তিনি যে 'অজেয়', শত্রুগণ যে তাঁহার নিকট সতত পর্য্যুদস্ত হয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 'তুভ্যং' পদে তাহানুযায়ী 'তব' প্রতিবাক্যই সঙ্গত দেখা যায়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, "অদ্রিবঃ" হইতে "হ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীর প্রচলিত অর্থ,—"হে মেঘবাহন বজ্রপাণি ইন্দ্র! তোমার শত্রুরা তোমার পরাক্রমের নিন্দা করিতে পারে না"; তাহার পরিবর্তে এ অংশের অর্থ হয়,—'পাপনাশে অতিদৃঢ়, পাপনাশে বজ্রধারী, হে ভগবন্! আপনার যে শক্তি অপরিসীম।' সেই শক্তির দ্বারা শত্রুনাশের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

"ত্বং মায়িনং মৃগং তং" পদ-কয়েকটীতে সেই শত্রুর স্বরূপ প্রকটিত। এখানে 'মৃগং' পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ঐ পদে 'কপটবেশধারী' অর্থ আসে। 'তং' পদে পাপকে বা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে লক্ষ্য করে। মায়াবী কপটী যে পাপ বা অজ্ঞানতা—এই অর্থে ঐ পদ-কয়েকটীর প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। মায়াবী মারীচ মৃগ রূপ ধারণপূর্ব্বক সীতাদেবীকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। জানি-না, কালচক্রে চিরবিস্তমান্ সেই মায়ামৃগের সম্বন্ধে এখানে উক্ত হইয়াছে কি না! পাপ প্রলোভন বিস্তারে মানুষকে বিপথগামী করে। ভগবৎকৃপায় মানুষ সে বিপদে পরিত্রাণ-লাভ করিতে সমর্থ হয়। এখানে সেই অবস্থারই দ্যোতনা দেখি। ভগবৎ-কৃপায় পাপের মায়া-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলে, মানুষ পরিত্রাণ পায়,—এ সংসারে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রার্থে প্রকটিত আছে বুঝা যায়।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয় বটে; কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যায় ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে দেখুন—মন্ত্রার্থ আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে! সেই ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

"Indra unconquered might to thine, Thunderer, Caster of the stone;

For thou with thy surpassing power smotest to death the guileful beast, lauding thine own imperial sway."

ভাষ্যে এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতিতে 'অদ্রিবঃ' পদে এক অর্থ দেখিয়াছি; এখানে এই ইংরাজী অনুবাদে আর এক অর্থ দেখিলাম। 'মৃগং' পদে কেহ বা 'মৃগরূপধারী বৃত্র' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন; কেহ বা 'মায়ারূপধারী বৃত্র' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ইংরাজী অনুবাদে 'বিভ্রমকারী পশু' অর্থ দেখিতে পাইলাম। মৃগের বর্ণ-বৈচিত্র্য চিত্তকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে। বর্ণ-বৈচিত্র্য বা বর্ণ-বিবর্ত্তন-হেতু কোথাও কোথাও নভোমণ্ডল 'মৃগ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। রাক্ষস বা যাদুকর আপনার রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। সেইজন্য 'মৃগ' পদে রাক্ষস বা যাদুকরের প্রতিও সময় সময় লক্ষ্য আসে। ঐ সকল দৃষ্টি অনুসারে, কেহ বা ঐ পদে নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল মেঘকে লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ বা মায়াবী রাক্ষসকে বা বৃত্রাসুরকে ঐ পদের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, রূপপরিবর্তনে—বর্ণ বিবর্ত্তনে—পাপই সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। যাহা সত্য, তাহা নিত্য—অপরিবর্তিত। কিন্তু যাহা মিথ্যা, যাহা মায়া, যাহা অজ্ঞানতা, নামান্তরে যাহা পাপ, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং মোহ-জনক। তাই 'মায়িনং মৃগং' অভিধানে, আমরা মনে

করি, পাপ-রূপ অজ্ঞানতা-রূপ মায়া-মৃগকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই মৃগ সাধারণ অরণ্য-বিচরণশীল মৃগ নহে; হৃদয়-রূপ অরণ্যে অজ্ঞানতা এবং তাহার সহচর-রূপ অসদ্বৃত্তি-সমূহই এখানে মৃগ-পদের দ্যোতক। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, সেই অশেষরূপধারী মোহবিভ্রম-প্রজনক অজ্ঞানতা ও তৎসহচর অসদ্বৃত্তিগণের বিনাশই এখানকার প্রার্থনা। ভগবানই যে তাহাদিগের বিনাশকর্তা, তিনিই যে তাহাদিগকে দূরীভূত করেন, এবম্বিধ ভাবই এই অংশে প্রখ্যাত হইয়াছে। এতদনুসারে, আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'ভগবানের কৃপাই সকল প্রকার পাপনাশের মূলীভূত কারণ; তদ্দ্বারাই শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; সেই পরিত্রাণ-লাভেরই নামান্তর—স্বরাজ লাভ।' ৪—৭প—৭দ ৫সা)।

---

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৭ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে।
১ ২ ৩২উ ৩ ২ ৭ ১ ২ ৩১ ২র
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া
৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
অপোঽর্চন্নসু স্বরাজ্যং ॥ ৫ ॥

*

১ — ১র ২ ২ ১ — ১ র ২
প্রাইহী ২। অভীহিধৃষ্ণুহাঔ ৩ হো। নাতা ২ ই। বজ্রোনিয়ংসতাঔ ৩
২ ১ — ১ র ২ ২ ১ — ১ র
হো। আইন্দ্রা ২। নৃম্ণংহিতে শবাঔ ৩ হো। হানা ২ ঃ। বৃত্রঞ্জয়া-
২ ২ ২ — ১ — ২ র ২ ২
অপাঔ ৩ হো। আর্চ্চা ২ নানু ২। স্বারাজিয়ন। ইডা ৫ ৩
২ ২
ভা ৩৪৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রিংশং বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয় গান একটী। উহাদের নাম—"স্বারাজ্যং।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! যদ্বা—হে মম আত্মন! 'প্রেহি' (প্রকর্ষেণ গচ্ছ, প্রকৃষ্টেন কর্ম্মণা সহ ভগবদভিমুখী ভব ইত্যর্থঃ); তথা 'অভীহি' (আভিমুখ্যেন তং প্রাপ্নুহি, ভগবৎসামীপ্যং লভস্ব ইত্যর্থঃ); তথা 'ধৃষ্ণুহি' (রিপূন্ শত্রূন্ বা অভিভব, রিপূনাং প্রভাবং খর্ব্বয়তু—ভগবৎপ্রসাদেন ইতি যাবৎ); 'তে' (তুভ্যং, তদর্থং, তব রক্ষণায়) 'বজ্রঃ' (শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ—ভগবৎসকাশাৎ আগতা ইতি যাবৎ) 'ন নিযংসতে' (শত্রুভিঃ ন নিয়মাতে, শত্রুনাশায় অপ্রতিহতগতিঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অস্মাকং ভগবদনুরাগিতয়া উচ্চাগতিপ্রাপ্তিঃ ভবতু, তস্মিন্ পথি সর্ব্বাঃ বাধাঃ চ অপসৃতাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'শবঃ' (বলং, সবোপমেষু অস্মাসু বিকশিতা তব শক্তিঃ ইতি তাৎপর্য্যাৎ) 'নৃম্ণং' (অস্মাকং অভিভাবকং, যদ্বা—প্রতিষ্ঠাপিতা) ভবতু ইতি শেষঃ; 'হি' (তস্মাৎ, তেন ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হনঃ' (জহি) তথা 'অপঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বানি, যদ্বা—আত্মনঃ করুণাধারান্ ইতি ভাবঃ) 'জয়াঃ' (লভস্ব, যদ্বা—প্রেরয় বর্ষয় বা ইহ জগতি ইতি শেষঃ); 'অনু' (অনুক্রমেণ, এবম্প্রকারেণ) 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসাম্রাজ্যং) 'অর্চ্চন্' (পূজয়ন্, প্রকটয়ন্, জগতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে ভগবন্! অস্মাসু তব শক্তেঃ আগমনং ভবতু; তেন রিপবঃ সংযমন্তু তথা শুদ্ধসত্ত্বেন সহ স্বরাজ্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু। (৪অ—১খ—১দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন (অথবা হে আমার আত্মা)! তুমি প্রকৃষ্টভাবে গমন কর, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কর্ম্মের সহিত ভগবদভিমুখী হও; এবং আভিমুখ্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ কর; আর, রিপুগণকে বা শত্রুগণকে অভিভব কর, অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবে রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব হউক; তোমার রক্ষণের জন্য ভগবানের নিকট হইতে আসিয়া শত্রুনাশক আয়ুধ যেন শত্রুগণ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হউক; (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রতি অনুরাগের দ্বারা আমাদিগের উচ্চগতি প্রাপ্তি হউক, এবং সে পথের সর্ব্বপ্রকার বাধা অপসৃত হউক); হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার বল আমাদিগের অভিভাবক হউক, অর্থাৎ সবোপম আমাদিগের মধ্যে বিকশিত হইয়া আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠাপিতা হউক; তাহার দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে হনন করুন এবং আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন, অথবা আপনার করুণাধারাসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ করুন,—বর্ষণ করুন;

আর, এবম্প্রকারে স্বরাজ্য (আপনার রাজত্ব অর্থাৎ ভগবন্মহিমা) জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে আপনার শক্তির উন্মেষণ হউক; তদ্দ্বারা রিপুগণ সংযত হউক, এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। (৫অ—৭খ—৭দ—৫সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। গোতম ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'প্রেহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। 'অভীহি' অভিগচ্ছন্ শত্রূন্ আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুহি। পাপা চ 'ধৃষ্ণুহি' তান্ শত্রূন্ অভিভবেতি। তব 'বজ্রঃ' 'ন নিযংসতে' শত্রুভিঃ ন নিয়ম্যতে অপ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ। তথা 'তে' তব 'শবঃ' ত্বদীয়ং বলং 'নৃম্ণং' নৃণাং পুরুষাণাং নামকং অভিভাবকং। 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ 'বৃত্রং' অসুরং মেঘং বা 'হনঃ' হংসি। তদনন্তরং তেন নিরুদ্ধা 'অপঃ' উদকানি 'জয়াঃ' জয়, সুতরাং ত্বয়া তেনাবরোধকং লভস্বেত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টং। (৪অ—৭খ—৭দ—৫সা)।

• • •

## পঞ্চম (৪১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:•:†——

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে সায়ণ-ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনাই প্রশস্ত। অন্যান্য ব্যাখ্যা প্রায়শঃ ভাষ্যের অনুসারী।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে দেখিতে পাই, মন্ত্রের প্রথম চরণ এবং দ্বিতীয় চরণ উভয়টীকেই ইন্দ্র-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু প্রথম চরণটীকে মনঃ-সম্বোধনে বা আত্ম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। 'প্রেহি' 'অভীহি' এবং 'ধৃষ্ণুহি' ক্রিয়াপদ ত্রয়কে শত্রুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা উহার প্রথম দুইটী ক্রিয়াপদকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়া মনে করি, এবং শেষোক্ত 'ধৃষ্ণুহি' ক্রিয়াপদটী শত্রুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তদনুসারে "তে বজ্রো ন নিযংসতে" বাক্যাংশের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ অংশের মর্ম্ম—'হে ইন্দ্র! আপনার বজ্র যেন শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপ্রতিহত থাকে।' আমাদিগের ব্যাখ্যারও তাৎপর্য্য ঐরূপই বটে! তবে মন্ত্রটী মনঃসম্বোধনে বা আত্ম-সম্বোধনে প্রযুক্ত হওয়ায়, আমরা 'তে' পদের প্রতিবাক্যে 'তুভ্যং' বা 'তব রক্ষণায়' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের অর্থাৎ উপাসকের চিত্তসাধন-সম্বন্ধে তাঁহার আয়ুধকে অপ্রতিহতগতি রাখিবার প্রার্থনা সঙ্গত নহে কি? ফলতঃ, 'আমাদিগের রক্ষণের জন্য ভগবানের আয়ুধ শত্রুনাশে অপ্রতিহতগতি হউক'—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম।

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভগবান্ ইন্দ্রদেব সম্বোধনে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনার শক্তি এই সংগোপন আমাদিগের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হউক; আমাদিগের

'অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে আপনি হনন করুন,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব প্রবাহিত হউক এবং তাহার ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।' এই অংশের 'শবঃ' পদে যে 'বল' অর্থ গৃহীত হয়, তাহার মর্ম—হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার। 'অপঃ' পদে—শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ এবং 'বৃত্রং' পদে 'অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু' অর্থ প্রাপ্ত হই। এইরূপে, হে ইন্দ্র! আপনার শক্তির দ্বারা বৃত্রাসুরকে বা মেঘকে অপসারণ পূর্ব্বক জল-নিঃসারণ করুন'—এবম্প্রকার অর্থ হইতে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'অজ্ঞানতা দূর করিয়া, হে ভগবন্, আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত করুন; আর তাহারই ফলে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক॥ (৪প—৭থ—৭দ—৫সা)॥ *

মষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনং।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র

যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং৺হনঃ কং বসৌ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দধোঽস্মা৺ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥ ৬॥

গেয়-গানং।

৪ র র ৪ ২ ১ ১র র ১ ২ —

যদুদীরা ৫ ভআজয়াঃ। ধৃষ্ণবে ২ ধী। যতাইধা ১ না ২ মৃ।

১র ২ ৪ ৫ ২ ১ ২

যুক্ষ্বামদচ্যুতা ৩। হারী। কং৺হনঃ কং বসা ৩ উ।

৪ ৫ ২ ১র ২ ১র ২

দাধাঃ। অস্মা৺ন্না ২ ৩ ইন্দ্রা। বসোদা ২ ৩ ধা।

১

৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৬॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'আজয়ঃ' (সংগ্রামাঃ, সদসদ্বৃত্তের্দ্বন্দ্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উদীরতে' (উৎপদ্যন্তে, সংঘটিতাঃ উপস্থিতাঃ বা ভবন্তু), তদা 'ধৃষ্ণবে' (শত্রুধর্ষণকারিণে, রিপুদমনসমর্থায় জনায়) 'ধনং' (ধনং—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং) 'ধীয়তে' (নিধীয়তে, ভগবতা স্থাপিতং প্রদত্তং বা

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, উংত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম— "গবেশীয়ম্।"

ভবতি ইতি ভাবঃ); হে ভগবন্! ‘মদচ্যুতা’ (শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ খর্ব্বকারিণৌ বা রিপুনাশকৌ ইত্যর্থঃ) ‘হরী’ (জ্ঞানভক্তিরূপৌ স্বদীয়ৌ বাহকৌ) ‘যুক্ষ্ব’ (অস্মাসু হৃদয়েষু সংযোজয়); তৌ যোজয়িত্বা ‘কং’ (কং শত্রুং) ‘হনঃ’ (নাশয়); ‘কং’ (কং শত্রুং বা) ‘বসৌ’ (স্বস্থানে, ধনে) ‘দধঃ’ (প্রতিষ্ঠাপয়ঃ); ‘ইন্দ্র’ (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ‘অস্মান্’ (উপাসকান্) ‘বসৌ’ (বসুনি, পরমার্থরূপধনে) ‘দধঃ’ (স্থাপয়, সম্বন্ধযুতান্ কারয়)। অয়ং ভাবঃ—যদা বয়ং রিপুদমনে প্রবৃত্তাঃ ভবাম, তদা জয়শ্রীঃ অস্মাকং অধিগতা ভবতি; হে ভগবন্! অস্মাসু জ্ঞানভক্তিসমাবেশেন অস্মান্ জয়শ্রীযুক্তান্ পরমধনাধিকারিণঃ কুরু—ইতি প্রার্থনা। (৪অ—৭ব—১দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সংগ্রাম অর্থাৎ সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণ-কারীকে অর্থাৎ রিপুদমনসমর্থ জনকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্ব্বের খর্ব্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন; তাহাদিগকে যোজনা করিয়া, কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপন অর্থাৎ সম্বন্ধযুত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যখন রিপুদমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী তখন আমাদিগের অধিগত হয়; হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন।)॥ (৪অ—৭ব—১দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠং সাম। গোতম ঋষিঃ। অত্রেতিহাসমাখ্যান্তি—রাহূগণপুত্রঃ গোতমঃ কুরু-সৃঞ্জয়ানাং রাজ্ঞাং পুরোহিত আসীৎ। তেষাং রাজ্ঞামন্যৈঃ সহ যুদ্ধে প্রাপ্তে স গোতমোঽনেন সাম্না ইন্দ্রং স্তুত্বা স্বকীয়ানাং জয়ং প্রার্থয়ামাস। তথা চ তস্য পুরোহিতত্বং বাজসনেয়িনঃ আমনন্তি—“গোতমো হ বৈ রাহূগণঃ উভয়েষাং কুরুসৃঞ্জয়ানাং পুরোহিত আসীৎ”—ইতি। ‘যৎ’ যদা ‘আজয়ঃ’ সংগ্রামাঃ ‘উদীরতে’ উদ্গচ্ছন্তি উৎপদ্যন্তে তদানীং ‘ধনা’ ‘ধৃষ্ণবে’ যো ধৃষ্ণুঃ ধর্ষকঃ শত্রূণাং জেতা ভবতি তস্মৈ এব ধীয়তে নিধীয়তে। অতস্ত্বং ধনং জয়েত্যর্থঃ। হে ‘ইন্দ্র’ এবং ভাবুকেষু যুদ্ধেষু প্রবৃত্তেষু ‘মদচ্যুতা’ শত্রূণাং ‘মদস্য’ গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ ‘হরী’ স্বদীয়াবশ্বৌ ‘যুক্ষ্ব’ রথে স্বদীয়ে যোজয়। যোজয়িত্বা চ ‘কং’ চিদ্রাজানং তব পরিচরণং অকুর্ব্বন্তং ‘হনঃ’ হন্যাঃ। ‘কং’ চন ত্বাং পরিচরন্তং ‘বসৌ’ ধনে ‘দধঃ’ স্থাপয়সি অতো অস্মাকমেব জয়ং কারয়িতাসি। তস্মাৎ হে ইন্দ্র! অস্মান্ অস্মদীয়ান্ রাজ্ঞঃ বসৌ ধনে ‘দধঃ’ স্থাপয়। ৬॥

# ষষ্ঠ ( ৪১৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। যে কোনও কালে যে কোনও সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানের করুণা-লাভের প্রার্থী হইতে পারেন। কুরু সৃঞ্জয়গণের পুরোহিত গোতম ঋষিই যে কেবল ঐ প্রার্থনায় ভগবানের করুণালাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা স্বীকার করি না। সকল কালেই সকল উপাসকই ঐরূপ প্রার্থনায় ভগবানের করুণা লাভে অধিকারী হইতে পারেন। এখানে দেশকালপাত্রের কোনও সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রকাশমান্ যে যাঁহারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগের সদ্বৃত্তির দ্বারা অসদ্বৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পরমধনের অধিকারী হইয়া থাকেন। এ পক্ষে ঐ অংশের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা সদ্বৃত্তির সাহায্যে অসদ্বৃত্তি-দমনে প্রবৃত্ত হও; জয়শ্রী তোমাদিগের অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'যুক্ষ্ব' ও 'হরী' পদদ্বয় উপলক্ষে রথে অশ্ব যোজনার পরিকল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'হরী' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞানভক্তি রূপ বাহকের দ্বারা ভগবান্ হৃদয়ে আবির্ভূত হন। হৃদয় রূপ রথে ঐ দুই বাহকের সংযোজনা হইলে, ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এখানেও সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত দেখি। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয় রূপ রথে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় সংযোজিত হইলে, কাহাকেও অর্থাৎ কোনও শত্রুকে তিনি হনন করেন এবং অপর কাহাকেও কোনও শত্রুকে—শত্রু হইয়াও যে মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে—তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখেন—সদ্ভাবে বিভূষিত করিয়া দেন।

এখানে একটু সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। একবিধ শত্রুকে হনন করেন, আর অপরবিধ শত্রুকে তিনি আশ্রয়দান করেন—এই দুই বিপরীত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার কি মহিমা পরিব্যক্ত হয়? ইহা কি তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচয় নহে? শত্রু যে, সে ত শত্রুই আছে! রিপু—রিপুই রহিয়াছে। তবে একের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার—ইহার কারণ কি? এখানে বুঝিতে হইবে, যে রিপু আমাদিগের অনিষ্ট-সাধক, তাহারাই আবার সময় সময় আমাদিগের শ্রেয়ঃবিধায়ক হইয়া থাকে। মনে করুন—হিংসা একটি রিপু; হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অশেষ অপকর্ম্ম সাধন করে। সেইজন্য হিংসাকে পরিবর্জ্জন ও অহিংসাকে পরিগ্রহণ আবশ্যক। সেইজন্যই "অহিংসা পরমঃ ধর্ম্মঃ" বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ হিংসাই আবার সৎ সহযোগে লোকহিতসাধক হইয়া থাকে। দস্যু যখন আপন দস্যুবৃত্তির সংসাধন জন্য গৃহস্থকে আক্রমণ করে, তখন দস্যুর প্রতি হিংসা না করিলে গৃহস্থের প্রাণহানি পর্য্যন্তের সম্ভাবনা। সে অবস্থায়, হিংসার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত নীতি-ধর্ম্ম এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিকট হিংসাও ধর্ম্ম, আবার অহিংসাও ধর্ম্ম। হিংসা যখন ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হয়,

তখন হিংসা-রূপ সেই রিপুকে ভগবান আশ্রয় দান করেন। * আবার হিংসা যখন তাহার স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তখন তাহার বিনাশসাধন নিতান্ত আবশ্যক হয়। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—"কং হনঃ কং বসো দদঃ"। হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহুকের যোজনা করিয়া দিয়া ভগবান্ আবশ্যকানুসারে কোনও রিপুকে বা বিমর্দ্দিত করেন, কোনও রিপুকে বা আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এখানে উপমায় সংসার-সমরাঙ্গনের চিত্র প্রকটিত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। শত্রুজয়কারী রাজা যেমন কোনও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং কোনও শত্রুকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন; হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তিনিও সেইরূপ কোনও রিপুকে হনন করেন, কোনও রিপুকে আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এই মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি॥ (৪অ ৭খ ৭দ-৬সা)॥ †

---

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ১ ২　৩　১ ২　৩ ১　২
অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।
১ ২　৩　১ ২　৩　২ ৩　১ ২　৩ ২উ
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী
৩ক　২র　৩　১ ২
যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৭॥

গেয় গানং।

৩ ৪ ৩ ৪ র ৫　৩ ২　১　৫ র র ৫ ন　৪ ৫
অক্ষন্নমীমদ। তহী ৩। আ ১ ০ ৪। বপ্রিয়া অধূ। ষতা।
১ ২র　১ ২র　১ র　২　১ র ২ র
অস্তোষতস্বভানবঃ। বিপ্রানা ২ ০ বী। ষ্ঠয়ামতী।
১র　২　২　১ ^ ৩　৫ র র
যোজানু ০ বা ৩ ০ ই। দ্র ২ তা ২ ০ ৩ উহোবা।
৩　৫
হা ২ ০ ৪ রী॥ ৭॥

---

* মৎ-প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "শ্রীকৃষ্ণ" অভিধেয় বিস্তৃত প্রবন্ধে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত) ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"সবেশীয়ম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অক্ষন্' (অমৃতং ভক্ষয়ন্, ভগবতি ধ্যানপরায়ণাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'অমীমদন্ত' (তৃপ্তাশ্চাসন্, তৃপ্তিপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়াঃ' (ভগবৎপ্রীতিপরায়ণাঃ উপাসকাঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রিয়াঃ সাধবঃ) 'অধূষত' (অকম্পিতং, অবিচলিতং ইতি ভাবঃ) 'অব' (রক্ষণং, মোক্ষং ইত্যর্থঃ) 'হি' (নিশ্চিতং প্রাপ্নুবন্তি); 'স্বভানবঃ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'নবিষ্ঠয়া' (নবিতৃতময়া, অভিনবত্ব-সম্পন্নয়া, চিরনবীনয়া) 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা) 'অস্তোষত' (ভগবন্তং স্তুবন্তি, পূজয়ন্তি); অতঃ 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব তৎকর্ম্মসাধকৌ ইতি যাবৎ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (সংযোজয়, প্রতিষ্ঠাপয়—অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা)। জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন কর্ম্মণা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং আনন্দং অধিগম্যতে; অতঃ হে ভগবন্! অস্মাকং কর্ম্মাণি জ্ঞানভক্তিসমন্বিতানি কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ ১খ—১দ ১সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

অমৃত ভক্ষণ করিয়া অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হইয়া তৃপ্তিপ্রাপ্তি পূর্ব্বক ভগবৎপ্রীতিপরায়ণ উপাসকগণ অথবা ভগবানের প্রিয় সাধকগণ অকম্পিত অবিচলিত রক্ষাকে অর্থাৎ মোক্ষকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়েন; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মেধাবীগণ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকগণ অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন স্তুতির দ্বারা ভগবানকে স্তব করেন—পূজা করেন; অতএব, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার তৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সংযোজনা করুন—প্রতিষ্ঠাপিত রাখুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ আনন্দ অধিগত হয়; অতএব হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত করুন।)॥ (৪অ—১খ—১দ—১সা)॥

• . •

সায়ণ ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। গোতম ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া দত্তান্যন্নানি 'অক্ষন্' যজমানা ভুক্তবন্তঃ ভুক্ত্বা চ অমীমদন্ত তি তৃপ্তা আসন্ অপি। 'প্রিয়াঃ' স্বকীয়াঃ তনূঃ 'অবাধূষত' অকম্পয়ন্ অতিশয়িতরসাস্বাদেন শিরঃ কম্পয়ন্তঃ শরীরাণ্যকম্পয়ন্। তদনন্তরং 'স্বভানবঃ' স্বায়ত্তদীপ্তয়ঃ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ 'নবিষ্ঠয়া' অতিশয়েন নূতনয়া 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'অস্তোষত' অস্তুবন্। অতঃ হে 'ইন্দ্রঃ!' তে ত্বদীয়ৌ 'হরী' এতৎসমাগ্রজ্ঞাবশ্বৌ 'নু' ক্ষিপ্রং 'যোজ' রথে যোজয়॥ (৪অ—১খ—১দ—১সা)॥

• . •

# সপ্তম ( ৪১৫ ) সামের মর্ম্মার্থ ।

---

মন্ত্রটী বড়ই জটিল ভাবাপন্ন। সুতরাং উহার ভাব-পরিগ্রহে ভাষ্যকারকে, ব্যাখ্যাকারগণকে এবং আমাদিগকেও পদ-বিশেষের ভাব-পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এ পক্ষে কয়েকটী পদের বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম 'অক্ষন্' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ যজমানগণ ইন্দ্রের প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া' ইত্যাদি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার ঐ 'অক্ষন্' পদের ভাব 'অমৃত ভক্ষণ করিয়া' 'ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হইয়া।' দ্বিতীয়—'অমীমদন্ত' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ গ্রহণ করিয়াও আমরা উহার প্রতিবাক্যে 'তৃপ্তপ্রীতিপূর্ব্বক' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় 'প্রিয়াঃ' পদ। এই পদে ভাষ্যাদিতে 'দেহ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পদের ভাবার্থের কোনরূপ বাহ্যার্থ-সাধনে চাহি না। 'প্রিয়' পদের যে সাধারণ অর্থ তাহাই এখানে অধ্যাহৃত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ফলতঃ ঐ পদ ভগবানের প্রিয় ভগবৎপ্রীতিসাধক উপাসকগণকে' বুঝাইতেছে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম পদদ্বয় 'অব' ও 'অধূষত'। ঐ দুই পদকে এক পদ মধ্যে গণ্য করিয়া 'অবাধূষত' এই ক্রিয়া-পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার 'অকম্পয়ন্' পদ গ্রহণ করিয়াছেন; অন্যান্য ব্যাখ্যাদিতেও ঐ পদে 'কম্পিত করিয়াছে'-অর্থ আসিয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ দুই পদকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। আমাদিগের মতে 'অধূষত' পদ 'অকম্পিত অবিচলিত' ভাব প্রকাশ করে। 'অব' পদ রক্ষণ-অর্থমূলক। এইরূপে, 'অধূষত অব' পদদ্বয়ে 'অবিচলিত রক্ষা' অর্থাৎ 'মোক্ষ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণে পরিগৃহীত আমাদিগের অর্থের মর্ম্ম এই যে, 'যাঁহারা ভগবানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া তৃপ্তপ্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মে নিয়োজিত থাকেন, তাঁহারাই ভগবানের প্রিয় হয়েন। তাঁহারাই অবিচলিত রক্ষা ( মোক্ষ ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশের, "স্বভানবঃ বিপ্রাঃ নবিষ্ঠয়া মতী অস্তোষত" প্রভৃতি পদের ভাব প্রায় ভাষ্যেরই অনুসারী রাখিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের ভাবও পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ অংশের তাৎপর্য্য এই যে,—'যাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মেধাবীপুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধক, তাঁহারা অভিনব চিরনবীন স্তোত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।' মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত প্রথম অংশের ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানভক্তিযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা সাধুগণ ভগবানের পূজাপরায়ণ হইয়া যে পরমগতি প্রাপ্ত হন,—এ অংশে এইরূপ ভাবই প্রখ্যাত দেখি।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে বটে; কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশমান্। তাহার দুইটি আদর্শ ( বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ ) নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা,—

( ১ ) "( যজমানগণ তোমার প্রদত্ত অন্ন ) ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে,

এবং (অতিশয় রসাস্বাদনে মিশ্র) প্রিয় (শরীর) কম্পিত করিয়াছে, দীপ্তিমান্ মেধাবিগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তুতির দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে, হে ইন্দ্র তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।"

(2) "Well have they (meaning the worshippers) eaten and rejoiced; the friends have risen and passed away,

The sages luminous in themselves have praised thee with their latest hymn; Now, Indra, yoke the two Bay Steeds."

এই মন্ত্রটী শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে ব্যবহৃত হয়। সে পক্ষে উপরি-উদ্ধৃত অর্থদ্বয়ের কি সার্থকতা আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে পিতৃপিণ্ড-প্রদান-পক্ষে মন্ত্রার্থের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সে দৃষ্টিতে, আমরা বলি, মন্ত্রের প্রথম চরণটী এবং দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশটী পিতৃগণের স্বর্গীয় অবস্থার কথা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—'তাঁহারা (পিতৃগণ্) সূক্ষ্মদেহে অমৃত ভক্ষণ করিয়া ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হইয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক অবিচলিতভাবে অবস্থিত আছেন; আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সেই তাঁহাদিগের চিরনূতন স্তুতি ভগবানে নিত্য সমর্পিত হইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায় ভগবানের পূজাপরায়ণ হইয়া—ভগবানে লীন হইয়া—আছেন। আমাদিগের কর্ম্ম—তাঁহাদিগের অনুসারী হউক—তাঁহারা গ্রহণ করুন।' সে পক্ষে এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম ঐরূপ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায়। (৪অ · ৭খ—৭দ—৭সা)।

—•—

অষ্টম সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপো ষু শৃণুহা গিরো মঘবন্মাতথা ইব।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
কদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর ইদর্থয়াস
১উ ৩ক ২র ৩ ১ ২
ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৮॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ধামং।"

উপোষুশৃণুহীগিরঃ। এ৩। ঔ৩হো৫বা১। মাঘবন্মা। ভূথা

আ১ ইবা২৩৪। কদা৩৪নঃ সূ। নৃতাবতঃ। করইদ।

আয়া১ সাঈ২৩৪৫। যোজা৩৪সুবা৩ই। ত্রা

২ ভা২৩৪ ঔহোবা হ২৩৪ঈ॥৮॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) 'গিরঃ' (অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ, ইমাঃ প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'উপো' (সমীপে প্রাপ্তঃ সন্) 'সু' (সম্যগ্‌রূপেণ) 'শৃণুহি' (শৃণু, গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'মা অতথা ইব' (অতঃ বিপরীতঃ মা ভূঃ, বিরূপঃ ন ভব); 'নঃ' (অস্মান্) 'কদা' (যদা, যস্মিন্ সময়ে) 'সূনৃতাবতঃ' (প্রিয়সত্যবাক্যযুক্তান, ভবতঃ স্তুতিপরায়ণান্ ইত্যর্থঃ) 'করঃ' (করোষি), 'ইৎ' (তদা, তর্হি) 'অর্থয়াসে ইৎ' (অস্মাভিঃ প্রযুক্তাঃ স্তুতীঃ স্বীকরোষি—গৃহ্ণাসি ইত্যর্থঃ); অতঃ 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'সু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (সংযোজয়, প্রতিষ্ঠাপয়—অস্মাকং হৃদয়েষু কর্ম্মসু বা ইতি যাবৎ)। জ্ঞানভক্তিসমন্বিতয়া স্তুত্যা প্রার্থনয়া বা বয়ং যেন ভগবৎসামীপ্যং লভামহে তদ্বিধেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—১দ—১খ—৮সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতিসমূহ অর্থাৎ এই প্রার্থনাসকল, সমীপে প্রাপ্ত হইয়া, সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ করুন—গ্রহণ করুন; আর বিপরীত বা বিরূপ হইবেন না; আমাদিগকে যখন প্রিয়সত্যবাক্য-যুক্ত অর্থাৎ আপনার স্তুতিপরায়ণ করেন, তখন আমাদিগের দ্বারা প্রযুক্ত স্তুতিসমূহ স্বীকার করেন—গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে বা কর্ম্মসমূহে সংযোজন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত স্তুতির বা কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন আপনার সামীপ্য লাভ করি, তাহার বিধান করুন)॥ (৪অ—১দ—১খ—৮সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ 'উপো' উপৈব 'সুশ্রুধি' উপগম্য সম্যক্ শৃণু। 'তথা ইব' পূর্ব্বং যথাবিদস্তং ত্বদ্বিপরীতো মা ভূঃ অস্মাসু পূর্ব্বং যথা অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত স্তথাবিধ এব ভবেত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মান্ 'সূনৃতাবতঃ' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা তয়া স্তুতিরূপয়া বাচা যুক্তান্ 'করঃ' করোষি। স্বমপি 'অর্থয়াস ইৎ' অর্থয়াস এব ন তদাপে। অস্মাভিঃ প্রযুক্তাঃ স্তুতীস্বমপি স্বীকরোষীত্যর্থঃ। অতো হে 'ইন্দ্র!' 'তে' 'হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'নু' ক্ষিপ্রং 'যোজ' রথে যোজয়। 'কদা' যদেতি। কর ইদর্থ ইতি কর আদর্থ ইতি চ পাঠাঃ। (৪অ—২খ—৭দ—৮সা)॥

• • •

## অষ্টম ( ৪১৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। কেবল মন্ত্রের অন্তর্গত "যোজাম্বিন্দ্র তে হরী" বাক্যাংশ উপলক্ষে সেই হরিনামক অশ্বদ্বয়কে রথে সংযোজনার কল্পনা আসিয়া থাকে। এ বিষয়ে, 'হরী' পদ-সম্বন্ধে, আমাদিগের বক্তব্য পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখানে সে আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই মন্ত্রের দুইটী চরণে চারিটী অংশ আছে বলিয়া আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম অংশে ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রার্থনা শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন' দ্বিতীয় অংশে "মা অতথা ইব" বাক্যাংশে, 'আপনি আর আমাদিগের প্রতি বিরূপ থাকিবেন না,—এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত আছে। এইরূপে প্রথম চরণের দুইটী অংশে প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্! চরণে স্থান দিউন,—কৃপা-পরায়ণ হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।'

দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে "নঃ যদা সূনৃতাবতঃ করঃ আৎ অর্থয়াসে ইৎ" প্রভৃতি পদে ভগবানের এক স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষকে তিনি যখন প্রিয়সত্যবাক্যযুত অর্থাৎ ভগবানের স্তুতিপরায়ণ করেন, তখনই সে স্তুতি বা সে বাক্য তৎকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। দেবতাই মানুষকে প্রিয়সত্যবাক্য উচ্চারণের—স্তুতিপরায়ণতার শক্তি প্রদান করেন; আর সেই স্তুতিই দেবতার পরিগ্রহণীয় হয়। গঙ্গাজলে যেরূপ গঙ্গাপূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে, দেবভাবসমন্বিত স্তুতি সেইরূপ দেবতার উপাসনায় বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানভক্তির সমাবেশেই সেই স্তুতির বা কর্ম্মের উদ্ভব হয়। তাই উপসংহারে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"ইন্দ্র তে হরী নু যোজ"; অর্থাৎ,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানভক্তির সমাবেশ করিয়া দিউন। তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত স্তুতিসম্পাদনে সমর্থ হইব।' জ্ঞানভক্তিসংযুত স্তোত্রকর্ম্মাদি ভগবৎপ্রাপক ইহাই ভাবার্থ। (৪অ—২খ—৭দ—৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী।

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ২
চন্দ্রমা অপ্‌স্বাঽন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
১ ২ ৩ ১ ২
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৯॥

গেয়-গানং।

২ ১ র ২ ১ ২ ১র ২ ১র র ২
১। চন্দ্রমাআউবা। অপস্বান্তরাউবা। সুপর্ণোধাউবা। বতেদিবি নবোহিরা-
১ ২ ১ ২ ১
উবা। ণ্যনাইমায়াউবা। পদংবিন্দাউবা। ভিবিদ্যুতাঃ। বিত্তম্মা-
২ ১র ২ ১
আউবা। অস্যরোদা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ৯॥

৪ ৫ র ৪ ২ ১ ২ ২ ১ ২র র ১ ২ ৩ ২
২। চন্দ্রমাআ। অপ্ ৩ আন্তা ৩ রা। সুপর্ণোধাব। তা ২ ৩ ই। দিবিবা ৮
১ ১র ১ ২ র ১ ২ ১ ৫ ২ ১
নবো ২ হিরণ্যনেময়ঃ পদংবিন্দ। ভিবিদ্যুতো ২ ৩ ৪ হাই। বিত্তম্-
১ ২ ১র ২
হোই। মআ ২ ৩ হো। অস্যরোদা ২ ৩ সা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ ই।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ৯॥

৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২র র ১ ২ ১ স
৩। চন্দ্রমা ৩ আপ্স্বন্তরা। সুপর্ণেধা। বতাইদা ১ ইবো ২। নবো ২
২ ২ র ১ ২ ১ ২ ১
হিরণ্যনেময়ঃ পদংবিন্দ। ভিবিদ্যুতা ২ ৩ঃ। বিত্তংহোই। মআ
২ ২ ১র ৪ ২ ১
২ ৩ হো। অস্যরোদা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা। ৯॥

সৌন্দর্য্য-সুষমার কারণ বিবৃত রহিয়াছে; অপর দিকে চন্দ্রের বিমান বিহার-রূপ গতিশীলতার বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। ভাষ্যকার এই অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবলমাত্র চন্দ্রের গতিশীলতার পরিচয়ই প্রকাশ পায় নাই; পরন্তু চন্দ্র যে স্বচ্ছ এবং স্বয়ং সূর্য্যালোকে প্রতিভাত হইয়া জগতে আলোক বিতরণ করেন—এই তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে।

যাঁহারা মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে একই বাক্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা 'সুপর্ণঃ' পদটীকে 'চন্দ্রমাঃ' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা, ঐ চরণের অন্তর্গত 'সুপর্ণঃ' পদকে 'চন্দ্রমাঃ' পদের বিশেষণ স্বীকার না করিয়া, ঐ দুই পদকে 'আ ধাবতে' ক্রিয়াপদের দুইটী কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে 'সুপর্ণঃ' পদে 'পক্ষী' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; এবং 'চন্দ্রমাঃ' পদ 'চন্দ্র' অর্থেরই দ্যোতক হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম অংশে "ন বঃ হিরণ্যনেময়ঃ বিন্দন্তি বিদ্যুতঃ" বাক্যাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। দুই প্রকার অন্বয়ে ঐ অংশের ব্যাখ্যা বিহিত হইতে দেখি। এক প্রকার ব্যাখ্যায় "হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ" পদদ্বয় দেবগণের সম্বোধন মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং "ন বিন্দন্তি" ক্রিয়া-উপলক্ষে "ইন্দ্রিয়াণি" কর্তৃপদ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যায়, সম্বোধ্য 'দেবাঃ' পদ অধ্যাহৃত হয়, এবং 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্তৃপদ-রূপে "হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ" পদদ্বয় গৃহীত হইতে দেখি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ-উপলক্ষেই মন্ত্রাংশে ঐরূপ বিবিধ ভাবের পরিকল্পনা দেখা যায়। ঐ পদ উপলক্ষ করিয়াই ব্যাখ্যাকারগণ 'বিদ্যুতঃ' পদকে 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদ উহার বিশেষণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"হিরণ্যনেমি রশ্মিসমূহ আপনাদিগের পদ জানে না।" ভাষ্যকার ঐ অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে 'ইন্দ্রিয়াণি' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং ঐ 'ইন্দ্রিয়াণি' পদকে 'বিন্দন্তি' ক্রিয়াপদের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ' সম্বোধনের পদ। ঐ দুই পদে দেবগণকেই লক্ষ্য করিতেছে। একটী ইংরাজী অনুবাদে আবার দেখিতে পাই, 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা-নিরূপণ-উপলক্ষে 'মনুষ্যগণ' এই পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ,—"রোদসী মে অস্য বিত্তং।" এতদংশের 'অস্য' পদ-উপলক্ষে সকলেই 'এই স্তোত্র' এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিত্তং' পদকে 'আপনি অবগত হউন'—এই অর্থে, সকলেই ক্রিয়া-পদ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে প্রচলিত একটি বাঙ্গালা ও দুইটি ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি ভাব কি দৃষ্টিতে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "উদকময় অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে; হে সুবর্ণনেমি রশ্মিসমূহ, (আমার ইন্দ্রিয়গণ) তোমার পদ জানে না। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার এই (স্তোত্র) অবগত হও।"

(2) "Within the waters runs the moon, he with the beautious wings in heaven.

Ye lightning with your golden wheels, men find not your abiding place. Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

(3) "The moon moves swiftly through the waters and the Bird flies in the heaven. The lightnings of golden rims do not know your abode. Heaven and Earth, mind this prayer of mine."

এক্ষণে, আমরা কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের কি অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

সম্পূর্ণ প্রথম চরণটিকে আমরা একই বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'অপ্সু' পদে পূর্ব্বাপর 'সৎভাবেষু' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে সেই প্রতিবাক্যেই সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। 'চন্দ্রমাঃ' পদে আমরা 'স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণঃ' এবং ঐ পদের বিশেষণ 'সুপর্ণঃ' পদে, 'শোভনগমনশীলঃ ঊর্দ্ধনয়নসমর্থঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'সৎভাবের মধ্যেই ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ অর্থাৎ পরিত্রাণসাধক স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে; তাহাই মনুষ্যগণকে সত্বাধনার স্বর্গে লইয়া যায়; অর্থাৎ, মনুষ্যের গতি মুক্তির বিধান করে।'

এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বিশ্বদেবগণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; মন্ত্রগুলিতে সমগ্র দেবতাকে বা দেবতা-সমূহকে আবাহন করা হইয়াছে। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'হিরণ্যনেময়ঃ' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদকে সম্বোধনের পদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদে 'পরম-হিতসাধক' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদে 'জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় দেবগণ' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'বঃ' পদে ভাষ্যানুমোদিত 'যুষ্মাকং' প্রতিবাক্যই গৃহীত হইয়াছে। 'পদং' পদে কেহ বা 'অবাসস্থান' এবং কেহ বা 'পদ' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐ দুই অর্থেরই যৌক্তিকতা দেখি। 'হিরণ্যনেময়ঃ' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদদ্বয়ে 'পরমহিতসাধক' ও 'জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময়' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'পদং' পদে 'পদ' অথবা 'আবাস-স্থান' এই দুই অর্থই সঙ্গত লক্ষিত হয়। ঐ অর্থ হইতেই ঐ পদে 'আপনাদিগের গমনাগমনস্থল—আপনাদিগকে পাইবার উপায়' এবম্বিধ ভাবার্থ গ্রহণ করা যায়। ভাষ্যেরই অনুসরণে 'বিন্দন্তি' [illegible] সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কল্পনা করিয়া, আমরাও 'ইন্দ্রিয়াণি' কর্ত্তৃপদের সার্থকতা দেখিয়াছি। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে পরমহিতসাধক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনাদিগকে কি প্রকারে পাওয়া যায়, সেই তত্ত্ব আমাদিগের বিমূঢ় ইন্দ্রিয়গণ অবগত নহে।'

আর এক দৃষ্টিতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহাতে 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদের অর্থ হয়—সুবর্ণনেমিধারিণঃ; অর্থাৎ, যাহারা অগ্রভাগ সুবর্ণময় বা সমুজ্জ্বল

আলোকময়। এতদ্দ্বারা আরব্ধ কর্ম্মের বহিরঙ্গের উপরের চাকচিক্য ও অভ্যন্তরের অন্ধকারের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ দৃষ্টিতে 'বিভাতঃ' পদের অর্থ হয়—'ক্ষণিক আলোক।' যে আলোক ক্ষণপ্রভাবিশিষ্ট, যে আলোক নিমেষে উদয় হইয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, 'বিভাতঃ' পদে সেই আলোকের অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানোদয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এ দৃষ্টিতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'উপরের চাকচিক্যে বা বিচ্ছিন্ন জ্ঞানালোকে দেবতত্ত্ব অধিগত হয় না। দেবতত্ত্ব বা দেবভাবের মাহাত্ম্য অবগত হইবার জন্য, জ্ঞানালোক-লাভের—অক্ষুণ্ণ সৎকর্ম্মের—প্রয়োজন হয়। দিব্য জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত না হইলে, সৎকর্ম্মে চিরনিয়োজিত না থাকিলে, দেবগণের তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব।' এই শিক্ষা এই মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ—'রোদসী মে অস্য বিত্তং।' আমরা 'রোদসী' পদে 'দ্যুলোক এবং ভূলোকসম্বন্ধীয় দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্যুলোককে ও ভূলোককে সম্বোধন করায়, তৎসম্বন্ধীয় সকলদেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আহ্বানের ভাবই প্রকাশ পায়। 'অস্য' পদে 'অজ্ঞানতারূপ এই দুঃখের কারণ' এইরূপ ভাবার্থ গৃহীত হইয়াছে। 'বিত্তং' পদে 'দুঃখের কারণ জানিয়া দুঃখকে দূর করুন' এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবতা বা দেবভাব আমার মধ্যে সঞ্জাত হউক। এই অংশ ধ্রুবা-রূপে এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রের শেষে সংযোজিত দেখি। তাহাতে বুঝা যায়, সূক্তের প্রতি মন্ত্রেই আপনার দুঃখের বিষয় দেবগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দুঃখ-নাশ-পক্ষে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ভাব উপলব্ধ হয় এই যে,—'সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান, পরিত্রাণসাধক হয়; এই তত্ত্ব, বিমূঢ় চিত্ত-সকল অবগত নহে। হে দেবগণ! সেই তত্ত্ব জানাইয়া আপনাদিগকে পাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিউন;—আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করুন।' (৪অ-৭থ-৭দ-৯সা)॥ *

—— • ——

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
প্রতি প্রিয়তম৺ রথং বৃষণং বসুবাহনং।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ . ১ ২ ৩ ২ ৩
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিস্তোমেভির্ভূষতি প্রতি
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মাধ্বী মম শ্রুত৺ হবম্॥ ১০॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্। (প্রথম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটী। উহাদের নাম—"ত্রৈতানি ত্রীণি" এবং "সৌপর্ণে দ্বে।"

১　　২ ৪ ২　　৪ ২　　১ ২　　১র　　২
১। প্রা ২ ৩ ৪। ভিপ্রিয়তময়্। রাথোম্। বার্ষণব। সুবাহা ২ ৩ নায়্।

১র　২　২　১ ∧　১　২　১র　২　২
স্তোঁতাবা ৩ মা ৩। শ্বিনা ২ বা ২ ৩ ঃ যোঃ। স্তোমাইভো ৩ ভূ ৩।

১ ২ ৩　২　১র　২　২　১　৪
ষাতিপ্রা ২ ৩ ৪ তো। মাধ্বাইমা ৩ মা ৩। শ্রু ২ ৩ তাম্।

২　২
হা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হাই॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনৌ' (ভবব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'ঋষিঃ' (আত্মোৎকর্ষশীলঃ) 'স্তোতা' (প্রার্থনাকারী, সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'প্রিয়তমং' (অতিপ্রিয়ং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষণশীলং) 'বসুবাহনং' (পরমধনপ্রাপকং) 'রথং' (যুবয়োঃ বাহনং—সৎকর্ম্মরূপং ইতি যাবৎ) 'স্তোমেভিঃ' (সত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ স্তোত্রৈঃ) 'প্রতিভূষতি' (অলঙ্করোতি, আরাধয়তি বা) আত্মজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ ভগবন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়তি, অপিচ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যলাভায় ভগবন্তং আরাধয়তি—ইতি ভাবঃ; 'মাধ্বী' (অমৃতপ্রদাতারৌ হে দেবৌ) 'মম' (যুবয়োঃ কর্ম্মণি নিযুক্তস্য মম) 'হবং' (প্রার্থনাং) 'প্রতি' (প্রকর্ষেণ ইত্যর্থঃ) 'শ্রুতং' (শৃণুতং, গৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ); যুবাং ইতি শেষঃ; হে ভগবন্! কৃপয়া মাং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং দত্বা উদ্ধারয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—৭খ—৭দ ১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভবব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক আপনাদের অতিপ্রিয়, অভীষ্টবর্ষণশীল পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপ বাহনকে সত্ত্বভাবসমন্বিত স্তোত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছেন। (ভাবার্থ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধক ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য ভগবানকে আরাধনা করিতেছেন)। অমৃতপ্রদানকারী হে দেবদ্বয়! আপনাদের কর্ম্মে নিযুক্ত আমার প্রার্থনা আপনারা প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (৪অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

• • •

* সায়ণভাষ্যং। অশ্ব্যং সাম। অবয়বার্থঃ। হে 'অশ্বিনৌ!' (একঃ প্রতিশব্দোহনুবাদঃ) 'বাং' যুবয়োঃ 'প্রিয়তমং' 'রথং' 'স্তোতা' 'ঋষিঃ' 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ 'প্রতিভূষতি' অলঙ্করোতি।

কীদৃশং রথং ? 'বৃষণং' ফলানাং বর্ষিতারং 'বসুবাহনং' ধনানাং বাহকং ( ঈদৃশং রথমাগমনায় স্তৌমীত্যর্থঃ ) তস্মাৎ হে 'মাধ্বী'। মধুবিদ্যাবেদিতারৌ 'শ্রুতং' শৃণুতম্ ॥ ১০ ॥

ইতি চতুর্থস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥

# দশম ( ৪১৮ ) সামের মর্ম্মার্থ।

— —:§০§:— —

জ্ঞানী সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। কেন ? সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য। এখানে 'রথং' পদের বিশেষণগুলির একটু আলোচনা করা আবশ্যক। 'রথং' পদে ভাষ্যকার কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত যানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং, 'রথং' পদে 'রথমাগমনায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর দেবতার রথ শব্দে 'সৎকর্ম্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। যাহা মানুষকে ভগবানের সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাই তো প্রকৃত রথ। সেই রথ সৎকর্ম্ম। বর্ত্তমান মন্ত্রের 'রথং' পদের বিশেষণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের 'রথং' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা পরিস্ফুট হইবে।

'রথ' কিরূপ ? 'প্রিয়তমং'—ভগবানের অতিশয়প্রিয়। সৎস্বরূপ ভগবানের সৎসম্বন্ধ ভিন্ন প্রিয়তম কি হইতে পারে ? মানুষের সৎকর্ম্মই তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। সৎকর্ম্মই মানুষকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, এই সৎকর্ম্মসাধনের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে, স্বর্গীয় পিতার সহিত মর্ত্ত্যের সন্তানের মিলন সাধিত হয়।

সেই রথ—'বৃষণং'—অভীষ্টবর্ষণশীলং। সাধারণ কাঠের রথ মানুষের কামনা বাসনা কি করিয়া পূর্ণ করিতে পারে ? কিরূপে সেই রথ মানুষের সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করে ? কিন্তু সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ তাহার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। সে রথ মানুষের অভীষ্টপূরণ করিবার জন্য যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত ; সে রথ তাঁহাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যে তাহাকে সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছে !

সে রথ আমাদের 'বসুবাহনং'—পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্মই মানুষকে তাহার অভীষ্ট পরমধন দিতে পারে, সৎকর্ম্মের সাহায্যেই মানুষের বাসনা কামনার নিবৃত্তি ঘটে। সে রথ যেমন মানুষকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় ; তেমনি সে রথ আবার, ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত পরমধন মোক্ষ বহন করিয়া আনে। মানুষ যে সৎপথে চলিয়া সৎকর্ম্মসাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—'বসুবাহনং' পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

জ্ঞানীসাধক সেই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে প্রার্থনাকারী সেই সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই মন্ত্রের শেষাংশে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ( ৪অ—৭খ—৭দ—১০সা ) ॥

---

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম-মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ( চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ভৌমম্।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
অষ্টমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমী দশতি।

## অষ্টমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরং।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং
৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ১॥

গেয় গানং।

১ ২ ৫ ২ ৫ ৫ ১ ২ ১
[illegible] ওয় [illegible] দেবা ৩। আ ২৩৪
২৩২ ১ ২ ১ ৩ ৫ ২ ১ ১র
জরম্বা। যদ্ধাস্যা [illegible] পানী য ২৩৪ সা। সমিদ্দী ২
১ ২৩২ ১ ২ ২
দয়। তা ১ ০ই। দ্যবিষা। ইষাং স্তো ৩ তৃ ৩।
১ ৪ ২ ৫
ভ্য ২ ০ আ ৩। ভা ৩৪৫ রো ৬ হাই॥ ১॥

৩র ৪র ২ ৫ ২ ২ ৪ ৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ৩ ৪ ৩র ৪র ৩ ৪র ৫ র
২। আ তে অগ্ন ইধী। মা ০ হাই। দ্যুমন্তা ০ দেব অজরম্। যদ্ধস্যা তে পনীয়সী।

৪ ৩ ৪র ১ ৪ ৫ ২ ২ ৩ ৫ ১ র ২
সমিদ্দীদয়তাই। দ্যু ০ মৃহম্। স্তা ২ ০ ৪ বী। ইষস্তোতৃভ্যা ৩

২ ১ ২ ২ ৫
আ হুং ৩ মৃং ৩ ৪ ০ স্। ভা ০ ৪ ৫ রো ৬ হাই ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দীপ্তেরাধারভূত) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্) 'তে' (তব) 'স্যা' (সা প্রসিদ্ধা) 'পনীয়সী' (স্তুত্যর্হা, আকাঙ্ক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ) 'সমিৎ' (দীপ্তিঃ, জ্ঞানদ্যুতিঃ) 'যদ্ধ' (নিশ্চিতমেব) 'দ্যবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বভাবসমন্বিতে হৃদি ইতি ভাবঃ) 'দীদয়তি' (দীপ্যতে); সত্ত্বভাবসম্পন্নঃ জনঃ হি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে ইত্যর্থঃ; 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, আত্মপ্রকাশকং ইত্যর্থঃ) 'অজরং' (জরারহিতং, চিরনবীনং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব স্বভূতং—জ্ঞানকিরণং ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ইধীমহি' (দীপয়ামি—হৃদি ইতি শেষঃ); অতঃ হে ভগবন্! 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ইষং' (অভীষ্টং) 'আভর' (প্রযচ্ছ, পূরয় ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৮খ—৮দ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তির আধারভূত জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সেই প্রসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞানদ্যুতি কেবল সত্ত্বভাবসমন্বিত হৃদয়েই দীপ্ত প্রাপ্ত হয়; (অর্থাৎ সত্ত্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করেন); দীপ্তিমান্ আত্মপ্রকাশক চিরনবীন আপনার স্বভূত সেই জ্ঞানকিরণ যেন সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়। অতএব হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৪অ—৮খ—৮দ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—প্রথমং সাম। বহুশ্রুত পাবঃ। হে 'অগ্নে' দেব! 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তং 'অজরং' অজীর্ণং 'তে' 'আ' সমন্ততঃ 'ইধীমহি' দীপয়ামঃ। 'যদ্ধ' যস্য 'তে' তবাসা 'স্যা' সা 'পনীয়সী' স্তুত্যর্হা 'সমিৎ' দীপ্তিঃ 'দীদয়তি' দীপ্যতে 'দ্যবি' দ্যুলোকে। কিঞ্চ। 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং 'আভর' আহর। (৪অ—৮খ—৮দ—১সা)॥

# প্রথম (৪১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—০ঃ ঃ ঃ০—

জ্ঞান নিত্য; জ্ঞান—অনন্ত; তাই জ্ঞান চিরনূতন। জ্ঞানের সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সত্য কখনও পুরাতন হইতে পারে না। জ্ঞানজ্যোতির নিকটে জগতের সমস্ত আলোক হীনপ্রভ হইয়া যায়। জগতের গাঢ় অন্ধতমিস্রা দূরীভূত করিতে একমাত্র জ্ঞানই সক্ষম। জ্ঞান ব্যতীত জগৎ জড়পিণ্ডে পর্য্যবসিত থাকে। সেই পরম জ্ঞানময় চৈতন্য-সত্তার সান্নিধ্য না ঘটিলে জগতে প্রলয় উপস্থিত হয়। অব্যক্ত কারণাবস্থা হইতে জগতের সৃষ্টি হয়—জ্ঞানময়ের কৃপায়। তিনি যেমন অব্যক্ত বিশ্বকে ( COSIUOS ) শক্তি প্রদান করেন, সেইরূপ জীবের হৃদয়েও জ্ঞান-জ্যোতি প্রদান করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালবার শক্তিও তাহাকে প্রদান করেন। সেই জ্যোতির বলেই মানুষ আপনার স্বরূপ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার নিজের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া লয়। তাই সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় জ্ঞান-জ্যোতি লাভের জন্য আত্মোদ্বোধনা এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।

সেই জ্ঞানাগ্নি স্বর্গে চিরপ্রজ্জ্বলিত আছে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ সাধক, যাঁহারা দেবভাব-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের হৃদয়ই স্বর্গ। দেবনিবাস সেই স্বর্গই জ্ঞানের আশ্রয়। এই নিত্যসত্যের ভিতর দিয়া যে প্রার্থনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা—জ্ঞানলাভের প্রার্থনা। সাধক জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের নিকট সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, সেই সিদ্ধি—জ্ঞান। জ্ঞান-স্বরূপের উপাসনার অর্থই হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চারের জন্য চেষ্টা। আত্মোদ্বোধন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া সাধক সেই চেষ্টাই করিতেছেন॥ (৫অ—৮খ—৮দ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১　　　২র　৩　১　২
অগ্নিং ন স্বৃবৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
৩১　২৩১　২　৩　২　৩　১　২　৩　১　২
শীরং পাবকশোচিষং বি বো মদে যজ্ঞেষু
৩　১　২　৩　১　২
স্তীর্ণবর্হিষং বিবক্ষসে॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ ( তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত।) ইহার গেয় গান দুইটী। উহাদের নাম—"সেকষে দে।"

গেয়-গানং।

২ ৲ ৩ ৫ ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৲ ৩
১। হাউ। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। অাগ্নিমস্মবৃক্তিভী ২ ৩ ৪ ৫ :। হাউ ঔহো
৫ ১র.২র র র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৲ ৩
২ ৩ ৪ বা। হোতারস্মারৃণীমহে ২ ৩ ৪ ৫। হাউ। ঔহো ৩ ৩ ৪
৫ ২র১ ২র ১ ২র ৩ ২৲ ৩ ৫ ২
বা। শীরংপাবকশোচিষম্। বিবোমা ১ ২ ৪ দাই। হাউ।
৲ ৩ ৫ ২ ১ ২র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহো ২ ৩ ৪ বা। যজ্ঞাইষুস্তীর্ণবর্হিষা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।
২ ৲ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
হাউ। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বিবক্ষসে ২ ৩ ৪ ৫ ॥২॥

• • •

৫র র ১র২র র র ১২১২ ২ র১
২। অাগ্নিমস্মবৃক্তিভিইহহাহাই। হোতারংস্মারৃণীমহইহইহা ৩। হাই। শীরং-
২র১ ২র ১২১২ ২৲ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
পাবকশোচিষমিহইহা ৩। হাই। বিবোমা ২ ৩ ৪ দাই। যজ্ঞাইষু-
র ১ ২ ১২১২ ২ ১ ৲ ৩
স্তীর্ণবর্হিষমিহইহা ৩। হা ৩ ই। বা ২ ইবা ২ ৩ ৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ক্ষা ২ ৩ ৪ সে। ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিবক্ষসে' (অভীষ্টদাতার) 'হোতারং' (দেবানাং আহ্বাতারং, দেবভাবানাং উৎপাদয়িতারং বা) 'স্ববৃক্তিভিঃ' (সুকৃতৈঃ স্তোত্রকর্ম্মভিঃ, স্বানুষ্ঠিতাভিঃ সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ন' (সাম্প্রতং) 'আবৃণীমহে'। (সর্ব্বভাবেন সম্ভজামহে, আরাধয়াম ইত্যর্থঃ); অপিচ, হে অগ্নে! 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্ম-সাধনজ্ঞানেষু) 'বিবক্ষসে' (বিশিষ্টানন্দদাতার, যদ্বা—পরমানন্দপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'শীরং' (সর্ব্বব্যাপকং) 'পাবকশোচিষং' (পবিত্রতাসম্পাদকং শোধনসমর্থং ইত্যর্থঃ) 'স্তীর্ণবর্হিষং' (সদা সৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আবৃণীমহে' (সর্ব্বভাবেন সম্ভজামহে, বিশেষেণ পূজয়াম ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং পরাজ্ঞানঞ্চ বিধেহি। (৪অ-৮খ-৮দ-২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দেবভাবসমূহের উৎপাদক অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানদেবতার আরাধনা করি; আরও হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনজনিত পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বব্যাপী পবিত্রতাসাধক সদা সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আপনাকে বিশেষভাবে যেন আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—কৃপা করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৪অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। বিমদঋষিঃ। হে অগ্নে! তব স্তুতে 'বিমদে' এতন্নাম্নো ঋষেঃ যদি ইয়ং স্তুতিঃ প্রবৃত্তাপি (নেতি সম্প্রত্যর্থে) ন আভোঘমিদানীং। 'সুবৃক্তিভিঃ' সুষ্ঠুকৃতাভিঃ দোষ-বর্জ্জিতাভিঃ স্তুতিভিঃ 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং হোম-নিষ্পাদকং বা 'অগ্নিং' 'বঃ' যুষ্মাকং 'আবৃণীমহে' অভিমুখেন সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'যজ্ঞেষু' যাগেষু 'স্তীর্ণবর্হিষং' আসাদিতবর্হিষ্কং। 'শীরং' ওষধ্যাদিষু সর্ব্বত্রানুশায়িনং। 'পাবকশোচিষং' শোধক দীপ্তিং। 'বিবক্ষসে' (মহন্নামৈতৎ) হে অগ্নে! ত্বমপি মহান্ ভবসি। যদ্বা, 'বিমদে' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনঃ সোমস্য পান-জন্য-বিবিধ মদার্থং 'আবৃণীমহে' ইতি যোজ্যং। 'শীরম্পাবক-শোচিষং বিবো মদে যজ্ঞেষু স্তীর্ণবর্হিষং বিবক্ষসে'—ইতি ছন্দোগাঃ। 'যজ্ঞার্থং স্তীর্ণবর্হিষো বিবো-মদে শীরম্পাবকশোচিষং বিবক্ষসে'—ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (৪অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

* * *

## দ্বিতীয় (৪২০) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়। মানুষ ও পশুতে পার্থক্য ঘটে—ঐ জ্ঞানের জন্য। যাহার হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বলে নাই, তাহাতে ও পশুতে পার্থক্য নাই। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান মানুষকে জানাইয়া দেয় যে, মানুষ ছোট নয়, হীন নয়, সে দেবত্ব লাভের অধিকারী, সে পরমপুরুষের সন্তান। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ আপনার গৌরবময় অধিকারের কথা জানিতে পারে, এবং সে অধিকার লাভও করে। জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই কৃপা করিয়া মানুষকে জ্ঞানদান করেন। সেই জ্ঞানে যে আনন্দলাভ হয়, ইহাও তাঁহারই বিধান। মানুষ সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা পরাজ্ঞানলাভের উপযোগিতা লাভ করে। সেই জ্ঞানলাভের ফল পরমানন্দ, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অমৃতত্বলাপক জ্ঞানলাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যে পার্থক্য আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতেই পরিস্ফুট হইবে,—"হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের আহ্বান-

কর্ত্তা; স্বরচিত এই সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। যজ্ঞের কুশ বিস্তার করা হইয়াছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ শয়নশীল অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তাহা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর।"

'শীরং' পদে নিরুক্তানুসারে 'সর্ব্বব্যাপকং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যের অর্থেও প্রায় ঐ একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। 'বি' 'মদে' পদদ্বয়ে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ পরমানন্দ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'স্তীর্ণ-বর্হিষং' পদের অর্থ—আমাদের মতে—'সৎসংকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তকং' হয়। 'বর্হিঃ' পদে কুশ বুঝায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রথম কুশ বিস্তারের প্রসঙ্গই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কুশ বিস্তৃত হইলেই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার জন্য সর্ব্বদা কুশ বিস্তৃত হইয়া আছে, তাঁহাকেই 'স্তীর্ণবর্হিষং' বলা যায়। সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে তিনি প্রবৃত্ত করেন বলিয়াই 'স্তীর্ণবর্হিষং' গুণ তাঁহার বিশেষণ। আর সৎকর্ম্ম-সাধনে যে বিশুদ্ধ আনন্দ, তাহাই 'বিমদ'। সেই সংকর্ম্মসাধনের জন্য প্রকৃষ্ট শক্তি এবং বিশুদ্ধ আনন্দ লাভের জন্য প্রার্থনা—এই মন্ত্রে প্রকটিত। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমাদের অন্যান্য মন্তব্য প্রকটিত আছে। (৪অ—১খ—৮দ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩১ ২৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২

মহে নো অদ্য বোধয়োষো রায়ে দিবিত্মতী।

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে

২র ৩ ১ ২

সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৩ ॥

গেয়-গানং।

৩২ ২র ৪ ৫র ৫ ১ ২র র র ১

১। মহা ৩ য় ই। মহেনো অদ্যা। বোধা ৬ য়া। উ:ষোরায়ে। দিবিত্মা ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ২

তী। যথাচী ৩ ন্না ৩ঃ। আ:বোধা ২ ৩ ৪ যাঃ। সত্যশ্রা ৩ বা ৩।

১ ৮ ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ৪

সি বা ২ য্যা ২ ৩ ৪ যাই। সুজাতা ৩ অ ৩। শ্বা ২ ৩ সূ ৩।

২ ৫

না ৩ ৪ ৫ র্তো ৬ হাই। ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"নিবেধন।"

### মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুজাতেঃ' ( সৎকর্ম্মসমুদ্ভবে ) 'অশ্বসূনৃতে' ( সৎকর্ম্মণ অধিষ্ঠাত্রে ) 'উষঃ' ( জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি ) 'বিবিশ্বতী' ( দীপ্তিমতী ) ত্বং 'যথা চিৎ' ( যেন প্রকারেণ ) 'বাযো' ( শক্তিসমুদ্ভূতে, আত্মশক্তিসম্পন্নে ) 'সত্যশ্রবসি' ( সত্যশীলে জনে ) 'অদ্য' ( নিত্যং, সদাকালং ) 'অবোধয়' ( আত্মানং উদ্বোধয়সি, প্রকাশয়সি বা ) তথা 'মহে' ( মহতে, পরমায় ) 'রায়ে' ( ধনায়, পরমধনং লাভায় ইত্যর্থঃ ) 'নঃ' ( অস্মান্ ) 'বোধয়' ( প্রবুদ্ধয় ); হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ—৮খ—৮দ—৩সা ) ॥

* * *

### বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসমুদ্ভূত সৎকর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রি জ্ঞানোন্মেষিকে হে দেবি! দীপ্তিমতী আপনি যেরূপে আত্মশক্তিসম্পন্ন সত্যশীল ব্যক্তিতে আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশিত করেন, সেইরূপ পরমধনলাভের জন্য আমাদিগকে উদ্বোধিত করুন; ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। )॥ ( ৪অ—৮খ—৮দ—৩সা ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—তৃতীয়ং সাম। সত্যশ্রবা ঋষিঃ। 'অদ্য' অস্মিন্নাগমিনে হে 'উষঃ' উষোদেবি! 'বিবিশ্বতী' দীপ্যমানা ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'মহে' মহতে 'রায়ে' ধনপ্রাপ্তয়ে 'বোধয়' প্রজ্ঞাপয় প্রকাশয়েত্যর্থঃ সং প্রকাশে ক্রতু-ধারা প্রবাহোষার্জ্জিতুং শক্যত্বাৎ। 'যথাচিৎ' যথৈব পূর্ব্বং নঃ অস্মানবোধয়ঃ, শচীতেষু যথা বোধকবতী তদ্বদস্মাপীত্যর্থঃ। হে 'সুজাতে' শোভনং জাতং জন্ম যস্যাঃ তাদৃশি! হে 'অশ্বসূনৃতে', প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ যস্যাঃ সা হে তাদৃশি দেবি, 'বাযো' বয়পুত্রে সত্যশ্রবসি' যথা অনুগৃহাণেত্যর্থঃ॥ ( ৪অ—৮খ—৮দ—৩সা ) ॥

## তৃতীয় ( ৪২১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। সত্য ও জ্ঞান একত্র থাকে, সত্যের সঙ্গে জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহার হৃদয়ে সত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হয়। জ্ঞান নিত্য, সত্য নিত্য। সত্যের সাধনায় মানব ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্য লাভ করে। সত্য-স্বরূপ ভগবান হইতে মানুষ আসিয়াছে; সংসারের মায়ামোহের আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ সত্য হইতে দূরে সরিয়া যায়, আপনার স্বরূপ-অবস্থা ভুলিয়া যায়। আবার সৌভাগ্যবশে, যখন সাধনার বলে হৃদয়ে সত্যের আলো জ্বলিয়া উঠে, তখন সে ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে চলিতে থাকে। সত্যের সহচর জ্ঞান তখন আপনিই সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

সৎকর্ম্মের সাধনের দ্বারা, ও অবিচলিতভাবে সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন পথে চলাতে মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, অসত্য অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে। সত্যের সাধনা ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

তাই এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—"হে ভগবন্! হে জ্ঞানাধীশ! আমাদিগকে সত্যের পথে চলিবার শক্তি দাও, যেন সত্যের সাধনায় জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। তোমার পরমজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতির সাহায্যে যেন আমরা জীবনের চরম অভীষ্ট লাভে সমর্থ হই।" (৪অ ৮খ ৮দ ৩সা)। *

---

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুং।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

অথা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণা গাবো

১ ২র ৩ ১ ২

ন যবসে বিবক্ষসে ॥ ৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ৪ ৫র ১ ১র ১ ১ ৩ ৫

ভদ্রমো ২ ৩ অপিবাতয়া। মনে ২ দ। ক্ষাম্। উতক্র ২ ৩ ৪ তুম্।

১ ২র র ১ ২র ৩ ২১৮ ৩২৮৩ ২ ৫ ১ ১র

আথাতে। সা। খ্যেঅন্ধসা ৩ঃ। বিবোমা ২ ৩ ৪ দাই। রণা ২

১র১র ১ ২ ১ ৮ ৩ ১ ২ ৫র র

গাবা ২ নয়া। যবায়ে ৩। বা ২ ইবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫

ক্ষা ২ ৩ ৪ সে ॥ ৪ ॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "সত্যশ্রবসশ্চ বায়াস্য সাম।"

হউক না কেন, পরম করুণাময় ভগবান তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না, ঘৃণা করিবেন না। তাই মানুষ আপনার দৈন্য—কালিমা লইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হয়, কাতর কণ্ঠে ডাকে,—

"পাতকী বলিয়ে কিগো পায়ে ঠেলা ভাল হয়।
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয়!"

পাতকীও তাঁহার করুণার আশা করে, তাঁহার করুণার ভরসায় পরিত্রাণলাভের আশা রাখে। পতিত জনের প্রতিও তাঁহার দয়ার সীমা নাই তাই তিনি মহান।

তিনি আপনার মহত্ত্বে আপনি নিমগ্ন নহেন। জগতে সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি মানুষকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করেন। 'সত্যং শিবং' তিনি, তাই তাঁহার বিশ্ব মঙ্গলময় রীতিতে পরিচালিত। মানবকে তিনি পরমমঙ্গলের পথে লইয়া যান, তাই তাঁহার নিকট পরমমঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতেই জগতে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়, তাই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য সাধক সেই শক্তিময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় সত্ত্বরস। 'আমি যেন তোমার সখিত্ব লাভ করিতে পারি। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদ্বোধনে যেন আমি তোমার সখিত্ব-লাভের উপযোগিতা লাভ করিতে পারি। আমার মন প্রাণ যেন তোমার ভাবে ভরপুর হইয়া যায়, তোমার স্মরণে মননে যেন আমার আত্মা পুলকে ভরিয়া উঠে।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাই।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কথঞ্চিৎ অনৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যে এই মন্ত্রে 'সোম'কে সম্বোধন করা হইয়াছে। আমরা এখানে 'সোম'কে আনিবার প্রয়োজন দেখি না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার বা অন্য কোনও ব্যাখ্যাকার প্রদান করেন নাই। একজন ব্যাখ্যাকারের এ সম্বন্ধে টিপ্পনী উদ্ধৃত হইল,—"বিমদ ঋষির প্রণীত বিস্তর শ্লোকে "বি বঃ মদে বিবক্ষসে" এইরূপ এক একটা ধ্রুব (ধুয়া) দৃষ্ট হয়, সায়ণ এইরূপ ধ্রুব অংশের এক প্রকার যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এইটা গানের ভণিতার মত। (বঃ) এই শব্দের এস্থলে কোন অর্থ দেখা যায় না। নৃত্য ও গানের সময় যেরূপ দু একটা অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদপূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, ইহাও তদ্রূপ বোধ হয়।"* ৪।

— • —

পঞ্চমং সাম।

১ ২   ১ ২   ২ ৩ ২   ৩ ১   ২র ৩   ১ ২
ক্রত্বা মহাঁ৺ অনুষ্বধং ভীমঃ আ বাবৃতে শবঃ।

১ ২   ৩ ১   ২ ৩   ৩ ২   ৩ ১   ২র   ৩
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকয়োর্নি শিপ্রী হরিবাং দধে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হস্তয়োর্বজ্রমায়সং ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের পঞ্চবিংশতিতমসূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম "পৌষং।"

গেয়-গানং ।

৫ র র　　৫ ২র র র　১ ২　–　১ ২
ক্রত্বামহা৬ অনুষ্বধা ৬ যে। ভীমআবাবৃ ঃ তাইশা ১ বা ২ ঃ। শ্রিয়আয় ৩ঃ।

১ ২৮ ৩　　৫ ২ র　　১ ২　–　১ ২
উপাকা ২ ৩ ৪ য়োঃ। নিশিপ্রীহরী ৩ বাংদা ১ খা ২ ই। হস্তায়ো

৩　২ ১　৫　৪　৫
৩ র্বা ৩। জ্রমো ২ ৩ ৪ বা। যা ৫ সো ৬ হাই ॥ ৫ ॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ক্রত্বা' ( সৎকর্ম্মণা প্রাপ্তব্যঃ ) 'মহান্' ( সাধকানাং পক্ষে মহত্ত্বোপেতঃ ) তথা 'ভীমঃ' ( শত্রূণাং পক্ষে অতি ভয়ঙ্করঃ ) স ভগবান্ 'অনুষ্বধং' ( স্বধায়াঃ অনুসারিণং, ভগবৎ-পরায়ণং ) 'শবঃ' ( শবোপমং জনং, শক্তিহীনং উপাসকং ) 'আ' ( সমন্তাৎ, সর্ব্বতো-ভাবেন ) 'বাবৃধে' ( প্রাবর্দ্ধয়ৎ, শক্তিসম্পন্নং করোতি ইত্যর্থঃ ) ; শবোপমঃ শক্তিহীনঃ জনঃ যদি ভগবদনুসারী ভবতি স হি ভগবৎকৃপয়া শক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ ; 'ঋষ্বঃ' দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা ইত্যর্থঃ ) 'শিপ্রী' ( জ্যোতির্ম্ময়ঃ ) 'হরিবান্' ( জ্ঞানভক্তিসম্বন্ধযুতঃ ) স ভগবান্ 'উপাকয়োঃ' ( সমীপবর্ত্তিনোঃ, উপাসকস্য ) 'হস্তয়োঃ' ( বাহ্বোঃ ) 'আয়সং' ( অয়োময়ং, অতিকঠোরং ) 'বজ্রং' ( শত্রুনাশকং আয়ুধং ) 'নি দধে' ( স্থাপয়তি ) ; উপাসকেভ্যঃ শক্তিদানায় ভগবান্ আত্মীয়ং বলং নিরন্তরং তেষু নিদধাতি—ইতি ভাবঃ । ( ৪অ - ৮খ ৮দ - ৫সা ) ।

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য, সাধকগণের পক্ষে মহত্ত্বযুক্ত এবং শত্রুগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর, সেই ভগবান্—স্বধার অনুসারী ( অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ ) শবোপম জনকে ( শক্তিহীন উপাসককে ) সর্ব্বতোভাবে শক্তিসম্পন্ন করেন ; ( ভাব এই যে—শবোপম শক্তিহীন জন যদি ভগবদনুসারী হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপায় শক্তিলাভ করেন ) ; সকলের দর্শয়িতা দৃষ্টিশক্তিপ্রদাতা জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানভক্তির সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত সেই ভগবান্ সমীপবর্ত্তী উপাসকের বাহুদ্বয়ে অতিকঠোর শত্রুনাশক অস্ত্রকে স্থাপন করেন ; ( ভাব এই যে,—উপাসকগণকে শক্তিদানের জন্য ভগবান্ আপনার বলকে নিরন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে স্থাপন করিয়া আছেন ) । ( ৩আ—৮খ—৮দ—৫সা ) ।

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। গৌতম ঋষিঃ। 'ক্রত্বা' কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা 'মহান্' সর্ব্বাধিকঃ 'ভীমঃ' শত্রূণাং ভয়ঙ্কর ইন্দ্রঃ 'অনুষ্বধং' 'স্বধেত্যন্ননাম (নৈ০ ২।৭।১৭)। স্বধায়াং (বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ) সোমলক্ষণস্যান্নস্য পানে সতীত্যর্থঃ 'শবঃ' আত্মীয়ং বলং 'আবাবৃতে' আভিমুখ্যেন প্রাবর্ত্তয়ৎ। তদনন্তরং 'ঋষ্বা' দর্শনীয়ঃ 'শিপ্রী' শোভমান নাসিকাবান্। 'হরিবান্' হরিভ্যামশ্বাভ্যামুপেতঃ ইন্দ্রঃ 'উপাকয়োঃ' সমীপ-বর্ত্তিনোর্হস্তয়োঃ বাহ্বোঃ 'আয়সং' অয়োময়ং বজ্রং 'শ্রিয়ে' সম্পদর্থং 'নিদধে' নিদধাতি স্থাপয়তি। সোম-পানেন হৃষ্টঃ প্রবলঃ ইন্দ্রঃ শত্রূণাং হননায় হস্তে বজ্রং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। (৪অ—৮খ—৮দ—৫সো)।

* * *

## পঞ্চম (৪২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

----•:‡ : ‡:•----

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রটীর অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই আদর্শ; যথা,—

(১) "ইন্দ্র যজ্ঞদ্বারা মহান ও ভয়ঙ্কর এবং সোমপান দ্বারা আপন বল বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত। তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন।"

(2) "Mighty through wisdom, as he lists, terrible, he hath waxed in strength.

Lord of Bay Steeds, strong-jawed, sublime, he in joined hands for glory's sake hath grasped his iron thunderbolt."

বলা বাহুল্য, ঐ দুই প্রকার ব্যাখ্যা অনেকাংশে সায়ণ-ভাষ্যেরই অনুসারী। এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি কারণে অন্য ভাব প্রকাশ পাইল, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্রত্বা' পদ উপলক্ষে, ইন্দ্রদেব যে যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বাধিক অর্থাৎ বলবান্ (মহান্) হয়েন এবং যজ্ঞের দ্বারা তিনি যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রাপ্ত (ভীমঃ) হয়েন; ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেইরূপ ভাব প্রকাশমান। কিন্তু আমরা বলি, 'ক্রত্বা' পদে 'সৎকর্ম্মের দ্বারাই ভগবান্কে প্রাপ্তব্য' এই অর্থই সুসঙ্গত। আমরা তাই 'ক্রত্বা' পদে 'সৎকর্ম্মণা প্রাপ্তব্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'মহান্' এবং 'ভীমঃ' পদদ্বয়, এই দুইটিতে ভগবানের দ্বিবিধ মূর্ত্তি—কোমল ও কঠোর দুই ভাব প্রকাশ করিতেছে। তিনি যে সাধকের নিকট মহত্ত্বোপেত এবং অসাধুর অর্থাৎ ভগবদ্দ্রোহীর প্রতি ভীষণভাবাপন্ন, ঐ দুই বিশেষণে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর 'অনুষ্বধং' পদ। ঐ পদের সহিত কেন সোমরস মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া আনি? সোমরসবোধক কোনও পদই উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। বিশ্লেষণে ঐ পদে সুধার অনুসরণে (অনু—স্বধা) ভাব প্রাপ্ত হই।

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
স ঘা তং বৃষণ৺ রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদং।
১ ২র ৩১ ৩১২৩ ১২৩
যঃ পাত্র৺ হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি
২ ৩ক ২র ৩ ১২
যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৬॥

* * *

গেয়-গানং।

৩৫র ৩ ৪৫ ৩২ ৩র ৪র৫ ১ ২র ১২
সঘাও বৃষণম্। রথা ৩ ৪ ঔ হোবা। আধিতিষ্ঠা। তিগোবা ১ ইদা ২ ম্।
১র২ ১ ৭ ^৩ ৫ ২র১ ২^৩
যঃপাত্র৺হা। রীয়ো ২ জা ২ ২ ৪ নাম্। পূর্ণমি। ন্দ্রা। চীকেতা
৫ ১র ২ ২ ১ ^৩
২ ৩ ৪ তী। যোজানূ ৩ বা ৩ ই। ন্দ্রা ২ তা ২ ৩ ৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। হা ৩ ৩ ৪ রী॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) 'যঃ' (রথঃ—সৎকর্ম্মরূপ ইত্যর্থঃ) 'হারিযোজনং' (প্রজ্ঞানসংযুক্তং) 'পূর্ণং' (সত্ত্বভাবসমন্বিতং) 'পাত্রং' (আধারং—হৃদয়রূপং ইতি যাবৎ) 'চিকেততি' (বিজ্ঞাপয়তি, দীপয়তি ইতি ভাবঃ), 'বৃষণং (অভীষ্টবর্ষণশীলং) 'গোবিদং' (জ্ঞানোন্মেষকং) 'তং রথং' (তং প্রসিদ্ধং সৎকর্ম্মরূপং রথং)। ত্বং 'অধিতিষ্ঠাতি' (অধিতিষ্ঠতু, আরূঢ়ঃ ভবতু ইত্যর্থঃ) অথ হে ইন্দ্র! 'সঃ ঘ' (তথাবিধ ত্বং) 'তে' (তব, সৎকর্ম্ম-সাধকৌ ইতি যাবৎ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (সংযোজয়, প্রতিষ্ঠাপয়—অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন কর্ম্মণা ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপং আনন্দং অধিগম্যতে; অতঃ হে ভগবন্! অস্মাকং কর্ম্মাণি জ্ঞানভক্তিসমন্বিতানি কুরু—ইতি প্রার্থনা। (৪অ—৮খ ৮দ-৬সা)।

* * *

অথবা,

'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'হারিযোজনঃ' (জ্ঞানভক্তিযুক্তঃ) 'পূর্ণে' (সত্ত্বভাবপূর্ণে) 'পাত্রে' (সৎকর্ম্মে, যদ্বা—হৃদয়ে) 'চিকেততি' (জগতি বিজ্ঞাপয়তি, যদ্বা—জানাতি) 'স এব' (সঃ এব দেবঃ) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'গোবিদং' (জ্ঞানযুক্তং) 'রথং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, যদ্বা—হৃদয়ং) 'অধিতিষ্ঠতি' (আশ্রিত্য তিষ্ঠতি সম্যক্ দীপয়তি ইত্যর্থঃ); 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে দেব) 'তে' (তব) 'হরী' (জ্ঞানভক্তী) 'সু' (শীঘ্রং) 'যোজ' (যোজয়, অস্মাকং হৃদি প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবপূর্ণে হৃদয়ে ভগবান্ অধিতিষ্ঠতি; স দেবঃ অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তী প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (৪অ-৮খ-৮দ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! সৎকর্ম্মস্বরূপ যে রথ প্রজ্ঞানসমযুক্ত সত্ত্বভাবসমন্বিত হৃদয়রূপ আধারকে বিজ্ঞাপিত অর্থাৎ প্রদীপ্ত করে, অভীষ্টবর্ষণশীল জ্ঞানাত্মক সেই রথে আপনি অধিষ্ঠিত হউন। অনন্তর হে ভগবন্! জ্ঞানাদির রথারূঢ় আপনি সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সংযোজিত করুন—প্রতিষ্ঠাপিত রাখুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত কর্ম্মের দ্বারাই সত্ত্বস্বরূপ আনন্দ অধিগত হয়; অতএব হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত করুন—এই প্রার্থনা)। (৪অ—৮খ—৮দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,

যে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা জ্ঞানভক্তিযুক্ত সত্ত্বভাবপূর্ণ সৎকর্ম্মকে (অথবা হৃদয়কে) জগতে বিজ্ঞাপিত করেন (অথবা জানেন), সেই দেবতাই প্রসিদ্ধ অভীষ্টবর্ষক জ্ঞানযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যে (অথবা হৃদয়ে) অধিষ্ঠান করেন; পরমৈশ্বর্য্যশালী হে দেব! আপনার জ্ঞান-ভক্তি শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—সত্ত্ব-ভাবপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠান করেন; সেই দেবতা আমাদিগকে জ্ঞানভক্তি প্রদান করুন)। (৪অ—৮খ—৮দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। - ষষ্ঠ সাম। গোতম ঋষিঃ। 'স ঘা' 'স খল্বিন্দ্রঃ 'বৃষণং' কামাভিবর্ষকং 'গোবিদং' গবাং লম্ভয়িতারং 'রথং' 'অধিতিষ্ঠাতি' ঈদৃশে রথে অধিতিষ্ঠতু আরূঢ়ো ভবতু। হে ইন্দ্র! 'যো' রথঃ 'হারিযোজনং' এতৎসংজ্ঞং ধানাভিশ্রিতং 'পূর্ণং' সোমেন পূর্ণং 'পাত্রং' 'চিকেতন্তি' জ্ঞাপয়তি ( তং রথমধিতিষ্ঠেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ) ; অধিতিষ্ঠায় 'তে' ত্বদীয়ৌ 'হরী' অশ্বৌ 'সু' ক্ষিপ্রং 'যোজ' রথে যোজয়॥ ( ৪অ—৮খ—৮দ - ৬সা )॥

• • •

# ষষ্ঠ ( ৪২৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে দ্বিবিধ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। প্রথমান্বয়ে সৎকর্ম্মপ্রসূত সজ্জ্ঞানে হৃদয় আলোকিত হউক, আর সেই সৎকর্ম্মস্বরূপ রথে আরোহণ করিয়া ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন,- মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে; আর দ্বিতীয় অন্বয়ে—ভগবান্ জ্ঞানভক্তির সঞ্চার করুন, মন্ত্রে এই ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। ফলতঃ, উভয়বিধ অন্বয়েই মন্ত্রের লক্ষ্য অভিন্ন। মন্ত্র বলিতেছেন,—সৎকর্ম্মের সাধনে হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির উন্মেষ হউক; ভগবান্ আপনিই আসিয়া সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন।

ভগবন্ মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। বিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বভাবপূর্ণ হৃদয়ই তাঁহার উপযুক্ত আসন। মানুষকে তিনি সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাহারা তাঁহার অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানভক্তি, সত্বভাব মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাঁহাকে পাইবার সাধন-প্রণালী তিনি জগতে প্রখ্যাপিত করেন। তিনিই মানুষের হৃদয়কে এমন ভাবে পূর্ণ করেন যে, তাঁহার কামনা বাসনা অপূর্ণ থাকে না। তাঁহার পরিচালনায়, তাঁহার অনুসরণে মানবের হৃদয় ক্রমশঃ বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুকূলমার্গে চালিত হয়; তাই সাধকের ইচ্ছাশক্তি সেই বিশ্বশক্তির সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং সাধকের হৃদয় এমনভাবে পরিপূর্ণ হয় যে, তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যায় ইচ্ছা, অমঙ্গল বাসনা দূর হইয়া যায়। ফলতঃ সাধকের হৃদয়ই সাধককে তাঁহার চরম অভীষ্টের পথে লইয়া যায়। সেই সত্বভাবপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান অবস্থিত করেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—'হৃদয়ে থেকে হৃদয়নাথ! বাজাও তোমার মোহন বাঁশী।' সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া সাধক তন্ময় হইয়া আপনার হৃদ্সাগরে ডুবিয়া যান স্ব-প্রতিষ্ঠ হন। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক গাহেন —"ডুব্ ডুব্ ডুব্ হৃদ্সাগরে আমার মন, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি সে অমূল্য ধন।"

সাধকের হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষণীয় অবস্থা দেখিয়াই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে,— 'হে ভগবন্। আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি প্রদান কর, যেন তোমার দেওয়া শক্তির বলে তোমারই অনুসরণ করিতে পারি। বিরাট মহান্ তুমি; ক্ষুদ্র আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমাকে বসাইব কিরূপে? সসীমে অসীমকে কিরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া লইব? তাই প্রার্থনা—হৃদয়

প্রসারিত করিয়া দেও! তোমার অধিষ্ঠানের উপযোগী করিয়া লও। দাও প্রেম, দাও জ্ঞান—দাও ভক্তি! হৃদ্‌শতদল বিকশিত হউক। হৃদয়াসনে তোমাকে বসাইয়া, তোমার পূজায় জীবন সার্থক করি।'

ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। তিনি যেমন এই পৃথিবীতেও আছেন, তেমনি স্বর্গাদি অপরাপর লোকেও সেই ভাবেই বিদ্যমান আছেন। সাধক দেখিতেছেন,—তিনি সর্ব্বত্র আছেন; তবে তাঁহার হৃদয় শূন্য কেন? তিনি কেন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পাইতেছেন না! তাহার কারণ আছে। তাঁহার কর্ম্মনিবহ এখনও সে সত্তা প্রাপ্ত হয় নাই, যদ্দ্বারা সেই সৎস্বরূপ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাই তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার বিভূতি-সমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক—দেবভাব হৃদয়ে প্রবর্তিত হউক, হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইলেই, সে হৃদয়ে আপনার অধিষ্ঠান হয়। তাই প্রার্থনা—হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উন্মেষণে আপনি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; এ অধম পরিত্রাণ লাভ করুক॥ (৪অ—৮খ—৮দ-৬সা)॥ *

—.•—

সপ্তমং সাম।

২ ১   ২র ৩   ২উ   ৩ ১ ৩   ১   ২র   ৩ ১ ২
অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।

২ ৩ ১ ২   ৩ ২উ   ৩   ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
অস্তমর্ব্বন্ত আশবোস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষ৺

৩ ২ ৩   ১   ২
স্তোতৃভ্য আ ভর॥ ৭॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ২   ৪ ৫র ৪র   ৫   ২ ১   ২   ১ ২৲৩   ৴ ৫   ২ ১ ২
আগ্নস্তা ৩ স্মন্যেয়োবসূঃ। অস্তংযংযা ৬। ন্তীধেনা ২ ৩ ৪ বাঃ। অস্তমর্ব্বা ৩।

১   ৲৩   ৫ ১   ২ ১   ২   ১র   ৲৩
ন্তাআ ২ শা ২ ৩ ৪ বাঃ। অস্তংমত্যা ৩। গোনা ২ আ ২ ৩ ৪

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চিকের সংহিতার ষষ্ঠ প্রপাঠক, তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"শোণম্"।

৫ ১ ২ ২ ৩র ৫ ১
ইনাঃ। ইমাও্‌স্তো ৩ ভ্ ২ ৩৪। হাহো ২ ৩৪ হা। ভ্যা ২ ৩

৪ ২ ৫
আ ৩। ভা ৩৪৫ বো ৬ হাই॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' ( প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্ ) 'বস্তুঃ' ( সর্ব্বেষাং পরমাশ্রয়ভূতঃ ), 'অস্তং' ( সর্ব্বেষাং আধারভূতং, ধারকং বা ) 'যং' ( প্রজ্ঞানস্বরূপং যং ভগবন্তং ) 'ধেনবঃ' ( জ্ঞানকিরণানি ) 'যন্তি' ( প্রাপ্নুবন্তি, আশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ ), অপিচ 'অস্তং' ( সর্ব্বেষাং আধারভূতং, আশ্রয়-স্বরূপং বা ) যং ভগবন্তং 'অর্ব্বন্তঃ' ( ক্ষিপ্রগমনশীলাঃ, সদাসৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ) 'আশবঃ' ( আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ ) 'যন্তি' ( আশ্রয়ন্তি ), তথা 'নিত্যাসঃ' ( নিত্যপ্রবৃত্তাঃ সদাসৎকর্ম্মশীলাঃ ইতি যাবৎ ) 'বাজিনঃ' ( আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইতি ভাবঃ ) যং 'অস্তং' ( সর্ব্বেষাং আশ্রয়ভূতং ভগবন্তং ) যন্তি' ( প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা যস্মিন্ ভগবতি আত্মলীনং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ ); 'তং' ( তথাবিধং, জগতাং আধারভূতং, জগৎকারণং ইতি ভাবঃ ) 'অগ্নিং' ( প্রজ্ঞানস্বরূপং জ্ঞানাধারং ভগবন্তং ) 'মন্যে' ( স্তৌমি, আশ্রয়ং করোমি ইতিঃ ভাবঃ )। তাদৃশঃ ত্বং 'অস্মভ্যং' ( তবাশ্রয়প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ) 'ইষং' ( অভীষ্টফলং ) 'আভর' ( আহর, দেহি )। অয়ং ভাবঃ,—সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ অবিচলিতভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ন্তি। তৎকর্ম্মণা এব ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্তাঃ তে পরমপদং লভন্তে। অতঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমপদং সাধক দেহি॥ ( ৪অ—৮খ—৮দ-৭সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্ সকলের পরমাশ্রয়ভূত; সকলের আধারভূত প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকিরণসমূহ অবস্থিত করে; অপিচ, সকলের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবানকে সদাসৎকর্ম্মপরায়ণ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আশ্রয় করেন এবং সদাসৎকর্ম্মশীল আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জ্ঞানীগণ সকলের আশ্রয়ভূত যে ভগবানকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যাঁহাতে আত্মলীন করেন, জগতের আধারভূত জগৎকারণ প্রজ্ঞানাধার সেই ভগবানকে আমরা স্তুতি করি অর্থাৎ আশ্রয় করি। তদ্‌গুণসম্পন্ন হে ভগবন্! আপনার আশ্রয়প্রার্থনাকারী আমাদিগকে অভীষ্টফল প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণই ইহসংসারে

অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনায় রত থাকেন। সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। অতএব হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমপদ সিদ্ধি প্রদান করুন)। (৪অ—৮খ—৮দ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। বসুশ্রুত ঋষিঃ। 'তং' অগ্নিং 'মন্যে' স্তৌমি। 'যঃ' অগ্নিঃ 'বসুঃ' বাসকঃ 'যং' 'অস্তং' সর্ব্বেষাং গৃহবদাশ্রয়ভূতং 'ধেনবঃ' গাবঃ 'যান্তি' গচ্ছন্তি প্রীণয়িতুং। 'অস্তং' উক্তলক্ষণং 'অর্ব্বন্তঃ' অরণবন্তোঽশ্বাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ যান্তি। তথা 'নিত্যাসঃ' নিত্যপ্রবৃত্তাঃ 'বাজিনঃ' হবির্লক্ষণান্নবন্তো যজমানাঃ 'যমস্তং' 'যান্তি' তং মন্যে। 'ইষং' অন্নং 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'আভর' আহর ইতি। (৪অ-৮খ-৮দ—৭সা)।

• • •

## সপ্তম (৪২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

দ্বিবিধ-ভাব-প্রকাশক এই মন্ত্রে এক দিকে যেমন নিত্যসত্যপ্রকাশক আত্মোদ্বোধনা আছে, অন্যদিকে তেমনি প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। জগত্তারক জগদ্রক্ষক ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইলে, তাঁহার পূজায় প্রাণমন উৎসর্গ করিলে, তাঁহাতে সহজেই যে আত্মলীন করিতে পারা যায়, ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদিগকে যে উদ্ধার করিয়া লয়েন,—মোক্ষপদ প্রদান করেন,—এই সত্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব সূচিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—সৎকর্ম্ম জ্ঞানোন্মেষে যখন আপনাকে পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যখন তৎপ্রভাবেই আপনাকে পাইয়া থাকেন, তখন আমরাই বা আপনাকে পাইব না কেন? আপনার কৃপাকটাক্ষপাত হইলে আমরাও তো তাঁহাদের ন্যায় গুণকর্ম্মসমন্বিত হইতে পারি। আপনি আসুন; আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিউন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করুন; আপনাকে পাইবার উপযোগী করিয়া লউন। আমরাও অনায়াসে আপনাকে পাইতে পারিব। আত্মসমর্পণ করিলাম; চরণে শরণ লইলাম;—আপনি আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন। আপনি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া চলুন, যে অবস্থায় প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ নিত্য প্রবাহিত হয়, যে অবস্থায় ভক্তগণ্ গদগদচিত্তে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে—

"তোমারি সুখেতে আমারি সুখ, তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয়রাশি হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।"

ভগবানই সর্ব্বলোকের পরম আশ্রয়স্থল। তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে, তাঁহাতেই জগৎ আবার বিলয়প্রাপ্ত হইবে। জগতের আধার—তিনি; মানবের একমাত্র গতি—তিনি। সাধকগণ তাঁহাকে পাইবার জন্যই সাধনা করেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই সামগান উচ্চারিত হয়, তাঁহার উদ্দেশেই ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞসম্পাদন করেন। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া মানবকে শান্তির পথ প্রদর্শন

করে, আবার তাঁহাতেই সেই জ্ঞান পুনরাবর্ত্তন করে। জ্ঞানস্বরূপ তিনি, তাঁহার কৃপাতেই জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহার দেওয়া জ্ঞানরশ্মির সাহায্যেই সাধক তাঁহার পদপ্রান্তে পৌঁছিতে পারেন, তাঁহার জ্ঞানের ফল তাঁহার চরণেই বিলীন হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের যে অনৈক্য আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে—'যিনি নিবাসপ্রদ, এবং যাঁহাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণও নিত্য-প্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।' (৪অ—৮থ—৮দ—৭সা)। *

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ন তম৺্হো ন দুরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্তং।
৩ ১ ২ ১ ১ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ১
সজোষসো যমর্য্যমা মিত্রো নয়তি বরুণো
২ ৩ ১ ২
অতি দ্বিষঃ ॥ ৮ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫র৪৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ১র র ১২১ ২১র ২১
নতম৺্ হোনদুরিতম্। ঈয়ইয়াহাই। দাইবা২ গো অষ্টমর্ত্তিয়মী। যইয়া
২ ১র ২র১ ২১২র ২১ ২ ১ ২
২৩হাই। সজোষসোয়মর্য্যমাউ। যইয়া২৩হাই। মাইত্রোনায়া৩।
১ ৩ ১ ১২১৩১১১১
ভিবা২রু২৩৪৫ণা ৬৫৬ঃ। আতিদ্বিষা২৩৪৫ঃ। ।৮।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সজোষসঃ' (সর্ব্বেষু সমান প্রীতিযুক্তাঃ) 'দেবাসঃ' (হে মম অন্তর্নিহিতাঃ দেবভাবাঃ) 'মিত্রঃ' (সর্ব্বেষাং মিত্রভূতঃ) 'বরুণঃ' (সর্ব্বাভীষ্টবর্ষকঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ, জ্ঞানোন্মেষকঃ-ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'যং' (যং জনং) অতিদ্বিষঃ' (অন্তঃশত্রোরাক্রমণাৎ) 'নয়তি' (রক্ষতি, প্রাপয়তি, উর্দ্ধপদে প্রতিষ্ঠাপয়তি) 'অংহঃ' (পাপং) তথা 'দুরিতং' (দুষ্কৃতং, অসৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'তং' 'মর্ত্তং' (মরণধর্ম্মশীলং জনং, মানুষং, সাধকং ইত্যর্থঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"নিধেবঃ সাম।"

'ন' 'অহ' (ন প্রাপ্নোতি, ব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); ভগবদনুগ্রহেণ সাধকঃ পাপকবলাৎ মুক্তঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৮খ—৮দ-৮ন)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রতি সমান প্রীতিযুক্ত হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাবসমূহ! সকলের মিত্রস্থানীয় গতিকারক সর্ব্বশত্রুনাশক জ্ঞানাশ্রয়ক ভগবান্ যে ব্যক্তিকে অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন অর্থাৎ উর্দ্ধপদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, সেই সাধককে পাপ এবং অসৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে না। (ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রাহ সাধক পাপের কবল হইতে মুক্ত হয়েন।)॥ (৪অ—৮খ—৮দ—৮ন)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। অংহোমুগ্বামদেব্য ঋষিঃ। হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ! আজ্ঞ-সেয়স্ক (৭।১।৫০) 'তং' মর্ত্ত্যং মনুষ্যং 'অংহঃ' পাপং 'দুরিতং' তৎফলরূপং দুর্গমনঞ্চ 'নাষ্ট' ন প্রাপ্নোতি। অশ্নাতের্লঙি বহুলোঝলীতি সিচো লোপঃ অড়ভাবশ্ছান্দসঃ। 'অর্য্যমা' অরীন্ নিযচ্ছতি ইতি এতৎসংজ্ঞদেবঃ। সর্ব্বস্ত শত্রূন্ এতে 'মিত্রঃ' প্রমীতেঃ ত্রাতা দেবশ্চ নয়তি। 'বরুণঃ' পাপানাং নিবারকো দেবঃ 'যং' নয়তি। এতে ত্রয়ো দেবাঃ 'সজোষসঃ' সঙ্গতাঃ সমানাঃ প্রীয়মাণা বা ভবন্তঃ। 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টূন্ অতিক্রম্য 'য' স্তোতারং নয়ন্তি। প্রত্যেকবিবক্ষয়া একবচনং। তস্মাৎ ইত্যন্বয়ঃ॥ (৪অ-৮খ—৮দ-৮ন)॥

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে

ছন্দোব্যাখ্যানে চতুর্থস্যাধ্যায়স্যাষ্টমঃ খণ্ডঃ॥

ইতি পাণ্ডকম্।

## অষ্টম (৪২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§•§:——

প্রচলিত প্রবাদে আছে—'রাখে হরি মারে কে?' প্রবাদ হইলেও তাহার মধ্যে নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে। ভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপাপরায়ণ জগতে ক্ষতি করিবার মত তাঁহার কিছুই থাকে না। তিনি জগতের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, পৃথিবীর ধূলামাটী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাধক নির্ভয় চিত্তে তাঁহার অভয় ক্রোড় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মানুষ যখন তাহার সকল ভাবনা চিন্তার বোঝা, কর্ম্মের ফলাফল, ভগবানের চরণে নিশ্চিন্ত মনে একান্তবিশ্বাসে নামাইয়া দেন, যখন তিনি বলিতে পারেন,—

'সকলের কর্ত্তাকর্ত্তা দেব গদাধর,
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।'

তখন ভগবানও তাঁহার ভক্তের সকল ভার নিঃশব্দে নিজেই গ্রহণ করিয়া মানুষকে সকল দায় হইতে মুক্তি দেন। যখন ভক্ত তাঁহার চরণে কাতর-কণ্ঠে নিবেদন করেন—"শিষ্যস্তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং", তখন তিনিও অভয় দিয়া বলেন,—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শোচ।" সাধক তখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়। মন্ত্র মধ্যে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

মন্ত্রে মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ—তিনটী পদ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে ঐ তিন পদে তিনি দেবতাকে বুঝাইতেছে এই ভাবই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখানেও মূলতঃ আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করি। তবে, সকলেই যে সেই এক বিরাট্ পুরুষেরই অভিব্যক্তি; মিত্রই হউন আর অর্য্যমাই হউন আর বরুণই হউন—সকলই যে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিভূতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষের সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণায়, অসীম বিরাট্‌কে আয়ত্ত করিতে পারে না; তাই প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপযোগী রূপগুণ দিয়া আপনার মনের মত করিয়া, আপনার ইষ্টদেব সেই ভগবানকে গড়িয়া লয়েন। যিনি যে ভাবই তাঁহার পূজায় ব্রতী হন, যিনি যে প্রকারেই তাঁহার আরাধনায় রত থাকেন, তিনি যেরূপেই তাঁহার প্রতিমা মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত করেন,—সকলেই সেই এক অনন্ত সাগরে যাইয়া লীন হয়। এখানেও আমরা সেই একই ভাব উপলব্ধি করিয়া, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ প্রভৃতি সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতি—এই ভাব গ্রহণ করিয়া মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় সেই বিরাটেরই বিভিন্ন গুণ-বিশেষণরূপে অর্থ ধরিয়া লইয়াছি। ফলতঃ, প্রতি দেবতার সহিত ভগবানের এক এক মহিমা বিঘোষিত। যখন দেখিতে পাই 'মিত্র' রূপে তিনি আমাদের অশেষ হিতসাধন করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে মিত্রদেব বলিয়া আহ্বান করি; যখন দেখিতে পাই তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমাদিগের মধ্যে গতির বা শক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, তখনই তাঁহাকে অর্য্যমা বলিয়া আহ্বান করি; আবার যখন দেখিতে পাই, তিনি বরুণরূপে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ করিতেছেন,—আমাদের মোক্ষের পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন, তখনই তাঁহাকে বরুণদেব বলিয়া সেই ভগবানেরই পূজায় ব্রতী হই। ফলতঃ, যেখানে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যেখানে যাহা কিছু সুন্দর—সকলই তিনি—সকলই তাঁহার নামরূপ-গুণবিভূতি। তিনি বাঙ্‌মনোবুদ্ধির অতীত হইয়াও যে তিনি ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত, মনে ঐরূপ নাম সংজ্ঞা দেখিয়া, তাঁহার সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই উপলব্ধ হয়। বহুত্বের মধ্যেও যে একত্ব বর্ত্তমান, তাহাতে তাহাই বুঝিতে পারি। আর বহুত্বের মধ্য দিয়াই যে একত্বে পৌঁছিতে হইবে—সসীমেই যে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে—তাহাতে তাহাও উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের ইহাও এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। (৪অ—৮খ—৮দ—৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষড়বিংশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"গৌরাঙ্গিরসস্য সাম।"

ও

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নবমঃ খণ্ডঃ। নবমী দশতি।

## নবমী দশতি।

পরিপ্রধন্বপ্রভৃতি পঞ্চত্রিংশন্মন্ত্রবন্তি তি।
এতাসান্ত ঋষিচ্ছন্দোদেবতাস্ত পৃথক্ পৃথক্।
বক্ষ্যন্তে সায়ণাচার্য্যেণ তত্র তত্র পরিস্ফুটঃ॥

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
পরি প্র ধন্বেন্দ্রায়সোম স্বাদুর্ম্মিত্রায়
৩ ১ ২র
পূষ্ণে ভগায় ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ১র ২র ২ ৫ ২ ১র ২ ৪ ১র
১। পরিপ্রধন্বা। ইন্দ্রায়সোমাস্বা ১। দু ২ ৩ ৪ঃ। হাই। মিত্রোয়া। পূষ্ণোভা
৫ ২ ১ ৫ ৫
২ ৩ ৪ হাই। গা ২ ৩ ৪ যো ৬ হাই ॥ ১ ॥

৪ ৫ র ৫ ৪ ১ র র ১ ২ ১ ২ র ১ র
২। পরিপ্রধন্বা। ইন্দ্রায়সোমা। ও ০ হা। ও ০ হা। স্বাদুর্মিত্রায়া।

১ ২ ১ ২৲ ৩র ২ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ও ০ হা। ও ০ হা। পূষ্ণ ০ ৫ ঔহোবা। ভগা ০ যা ২ ২ ৪ ৫। ১॥

• • •

৩ ২ ১ ৩ ৫ ৩ ২ ১ ৩ ৫
৩। পরী ৩ হোই। প্রধা ২ ৩ ৪ ন্বা। ইন্দ্রা ০ হো। যসো ২ ৩ ৪ মা।

৩র ২ ১ ৩ ৫ ৩র ২ ১ ৩ ৫
স্বাদু ০ হোই। মিত্রা ২ ৩ ৪ যা। পূষ্ণে ৩ হোই। ভগা ২ ৩ ৪ যা।

৪র ৩র ৪র ২ ৩র ২ ২ ২ ৪
পূষ্ণে ভগায়। পূষ্ণে ৩ ৪ ৩। হো ৩ ৪ ৩ ই। ভা ৩ গা ৫

২ ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
যা ৬ ৫ ৬। এ ৩। সুবর্জ্যোতিঃ ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

• • •

২ ২ ১ ২৲ ৩ ৫ ২ ২ ২
৪। হা ০ হাই পরিপ্রা ৩ ধান্ব। এ ২ ৩ ৪ হিয়া। হা ৩ হাই। হা ০ হাই।

র ১ ২৲ ৩ ৫ ২ ২ ২ ২
ইন্দ্রায়া ০ সোমা। এ ২ ৩ ৪ হিয়া। হা ০ হাই। হা ০ হাই।

র ১ ২৲ ৩ ৫ ২ ২ ২ ২
স্বাদুর্মী ৩ত্রায়া। এ ২ ৩ ৪ হিয়া। হা ৩ হাই। হা ৩ হাই

র র ১ ২৲ ৩ ৫ ২ ২
পূষ্ণে ভা ৩ গায়া। এ ২ ৩ ৪ হিয়া। হা ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥

• • •

৪ ৫ ২ ১ ২ ১ র র ২
৫। প। র্যোপারী। প্রধন্বা। হোবা ৩ হোই। ইন্দ্রায়সোমা। হোবা ৩

১ ২র ১ র ২ ১ ২ র ২ ৲ ৩
হোই। স্বাদুর্মিত্রায়া। হোবা ৩ হোয়ে ৩। পূষ্ণোগাও ২ ৩ ৪

৫ ৪
বা॥ ভগা ৫ যাউ। বা॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'স্বাদুঃ' (অমৃতোপমঃ ত্বং) 'মিত্রায়' (মিত্রস্থানীয়ায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পূষ্ণে' (সত্ত্বাবপোষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগায়' (ঐশ্বর্য্যাধিপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) যদ্বা 'মিত্রায় পূষ্ণে ভগায়' (মিত্রস্থানীয়ায় সত্ত্বাবপোষকায় ঐশ্বর্য্যাধিপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ।) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন, পরিতঃ) 'প্রধন্ব' (প্রক্ষর, উপজিতঃ ভব, সঞ্চর ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং অস্মাকং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ উপজায়তাং ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম তুমি, মিত্রস্থানীয় দেবতা, সত্ত্বাবপোষক দেবতা ও ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে (অথবা মিত্রস্থানীয় সত্ত্বাবপোষক ঐশ্বর্য্যাধিপ দেবতাকে) প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হউক।) ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১সা) ॥ *

সায়ণ-ভাষ্যং।—প্রথমং সাম। ঋগেষা [illegible]। হে 'সোমঃ'! 'স্বাদুঃ' স্বাদুরসস্ত্বং 'ইন্দ্রায়' 'পূষ্ণে' 'ভগায়' এতেভ্যো দেবেভ্যঃ 'পরিপ্রধন্ব' পরিতঃ পাত্রেষু প্রক্ষর ॥ ১ ॥

## প্রথম (৪২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানকে লাভ করিবার উপায় হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। মানুষ যখন ভগবানের কৃপায় সাধনা বলে হৃদয়কে বিশুদ্ধ পবিত্র করে, তখনই সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের উপযুক্ত আসন প্রস্তুত হয়।

ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বনিলয়। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইলে মানুষকেও সত্ত্বভাবের আশ্রয় লইতে হইবে। তাই এই আত্মবোধক মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

'দান পোষণ করেন' এই অর্থে 'পূষ্ণে' পদে 'সত্ত্বাবপোষকায়, দেবায়' ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। সায়ণেও এই মন্ত্রের ভাষ্য 'ঋগ্‌-এষা ব্যাখ্যাতা'। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের ভাষ্য—নাই'। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের যাহা অনৈক্য আছে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। (৪অ—৯খ—৯দ—১সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান পাঁচটি। উহাদের নাম—"হবিষ্য স্যন্দতে," "স্বর্ণমং সৌহবিষং," "সৌহবিষং" "বাভ্রবং সৌহবিষং।"

দ্বিতীয়ং সাম॥

২৩ ১ ২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩১ ২ ২ ১ ২

পর্য্যু ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।

৩২ ৩ ১ ২ ৩১ ২

দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥ ২॥

গেয়-গানং।

২র রর ১ ২ ১ ২ ১ ২র

১। পর্য্যুষুপ্রধন্বাবাজা ৩ সা। তায়াই। ওই। পারী। ওই। বৃত্রাণি।

১ ৭ — ১ — ১ — —

সক্ষণিঃ। দ্বাইষস্তারা ২। দিয়া ২ ই। অর্ণায়া ২ঃ। না ২ ঃ।

১র ১ ২ ২

ঈরাসা ২ ০ ই। ওবে ৩। রসা ০ ৪ ৩ ই।

১

ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ২॥

৫ ২ ১ র ২ ১ ২৯০ ৫ ২ র

২। পর্য্যুষু। প্রধন্বাবা ০। জাসাতা ২ ৩ ৪ য়াই। পরিবৃত্রাণিসক্ষণিঃ।

১ ২ ২ ১র ২ ২ ২ ১ ২ ৫

দ্বিষাস্তা · রা। ধিয়াঋণ্যা ১ না ০ ঈ। হুং। রা ০ ৪ ৪ সো ৬ হাই। ২॥

৪ ৫ ১র র র র ক র ২

৩। প। র্ষ্যোপারী। উষুপ্রধন্বাবাজসাতয়ে পরিবৃত্রাণিসক্ষণির্ব্বা ২ ৩ ইষাঃ।

১ ১ ১ র ২ ১ ৫ ৪ ৫

ডা ২ ৩ রা। ধিয়াঋণ্যানওবা ০ আ ২ ৩ ৪ বা। রা ৫ সো ৬ হাই। ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'সু' (শুদ্ধরূপেণ) 'বাজসাতয়ে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'পরি প্রধন্ব' (সর্ব্বতোভাবেন প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উপজনয় ইত্যর্থঃ); 'সক্ষণিঃ' (সহনশীলঃ, ক্ষমাপ্রবণঃ) ত্বং 'বৃত্রাণি' (সত্ত্বভাবাবরোধকানি অজ্ঞানতারূপাণি পাপানি), 'পরি' (পরিগচ্ছ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'উ' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঋণয়া' (ঋণনাশকঃ, পাপনাশকঃ, সঞ্চিতকর্ম্মফলনাশকঃ) ত্বং 'দ্বিষঃ' (রিপুশত্রূন্) 'তরধ্যৈ' (বিনাশয়িতুং) 'ঈরসে' (গচ্ছসি, প্রবুদ্ধঃ ভবসি); রিপুনাশকঃ ভগবান্ রিপূন্ বিনাশ্য অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উপজনয়তু—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ-১খ-১দ-২সূ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সুষ্ঠুরূপে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; ক্ষমাপ্রবণ আপনি সত্ত্বভাবাবরোধক অজ্ঞানতা-রূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন; অপিচ, আমাদিগের সঞ্চিত কর্ম্মফলনাশক আপনি আমাদিগের রিপুশত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হউন; (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান্ রিপু বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার করিয়া দিউন।)। (৪অ—৯খ—৯দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—দ্বিতীয়ং সাম। ঋগত্রসমন্বয়াসহিতাবৃধৌ। হে 'সোম'! 'স্ব' সুষ্ঠু 'বাজসাতয়ে' অন্নলাভায় সংগ্রামং প্রগচ্ছ। যথা 'বাজসাতয়ে' অন্নলাভায় সংগ্রামং প্রগচ্ছ। কিঞ্চ। 'সক্ষণিঃ' সহনশীলস্ত্বং 'বৃত্রাণি' শত্রূণ 'পরি' গচ্ছ। তদেবোচ্যতে 'নঃ' অস্মাকং 'ঋণয়া' ঋণানাং যাপয়িতা বিনাশয়িতা ত্বং 'দ্বিষঃ' শত্রূন 'তরধ্যৈ' তরীতুং এতুং 'জীরসে' পরিগচ্ছসি। জীরসে জীরসে ইতি পাঠৌ। (৪অ—১খ—৯দ—২সা)॥

• • •

# দ্বিতীয় (৪২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—†•†—

সৎকর্ম্মসাধনের জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চারের প্রয়োজন। সৎকর্ম্মের সাধনে যেমন হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ স্বতঃই সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়। এই দুইটীর মধ্যে পরস্পর জন্য-জনক সম্বন্ধ। সত্ত্বভাবের উদয় হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, আবার সেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে সত্ত্বভাবের উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়া দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়; পরিশেষে মোক্ষলাভ করে। এই মন্ত্রে সেই সত্ত্বভাবলাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে তাহা পাপ মোহ প্রভৃতির দ্বারা আবরিত থাকে বলিয়া মানুষ আপনার চরম লক্ষ্যের দিকে সহসা অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের কৃপায় সেই আবরণ অপসারিত হইলে, মানুষ আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাই মন্ত্রে পাপাবরণ বিনাশ করিবার জন্য প্রার্থনা।

আমরা যে কর্ম্ম করি, যাহা চিন্তা করি, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সুকর্ম্ম অথবা দুষ্কর্ম্ম-সকলকর্ম্মের ফলই মানুষকে আবদ্ধ করে; ফলে মুক্তি যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। সুকর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগাদি লাভ হয় সত্য; কিন্তু তাহাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বরং উহা সেই লক্ষ্যসাধনের বিঘ্ন সম্পাদক। অথচ মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হয়, সুতরাং ফলও ভোগ হয়। তবে কি মানবকে অনন্তকাল ধরিয়া এই কর্ম্মের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিতে

হইবে! না, ভগবানের কৃপায় মানুষ এই কর্ম্ম-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি হইতে পারে। তাই কর্ম্ম-শৃঙ্খল বিনাশের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'বৃত্রাণি' পদের অর্থ করিয়াছেন—'শত্রূন্'। এখানে বৃত্রাসুরের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'পাপ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৪অ—৯খ-১দ ২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩

পবস্ব সোম মহান্তসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং

২ ৩ ১ ২র

বিশ্বাভি ধাম ॥ ৩ ॥

• • •

গেয় গানং।

৪ ৫ র ৪ ১ ২র ১ ২ ১র ১ র ১র ১ ৩

১। পবস্বসোমা। মাহাংসমুদ্রাঃ। পিতাদে ২ বানা ২ ৩ মূ। বা ২ ইশ্বা

৫র র ২ ১র ১ ১ ১ ১

২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভিধাম ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

• • •

৫র ৫ ২র ৫ র ১ ৲ ৩ ৫র ৫ ১ ২ র

২। ঔহো ৩ বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা। পবস্বসোম।

১র ২ ১ ২ ১র ১র ১র ১র ১২র ১ র

মহাংসমুদ্রঃ। পিতাদে ২ বানা ২ মূ। বিশ্বাভিধামা ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২র ২ র ১ ৲ ৩ ৫র ৫

ঔহো ৬ বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা।

২ ১ ১ ১ ১ ১

এ ৩। ধম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম মণ্ডল, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটি। উহাদের নাম—"বাবাণ ধীন।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমঃ' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহান্' (মহত্ত্বাদিসম্পন্নঃ) তথা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ, যদ্বা—সমুদ্রবৎ অভিক্ষরণশীলঃ ইতি ভাবঃ); ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পিতা' (জনকঃ,[*] উৎপাদকঃ ইতি যাবৎ); ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ধাম' (স্থানানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (পরিক্ষর); সমগ্রং বিশ্বং সত্ত্বভাবপূর্ণং ভবতু—ইতি ভাবঃ। ৩॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন; তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।)॥ (৪প—১খ—১দ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। তৃতীয়ং সাম। পবমানদশ্যাসসিক্তাবৃধী। হে 'সোম'! 'মহান্' দেবেভ্যোদীয়মানত্বেন মহত্ত্বযুক্তঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনঃ যস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্তি রসাস্তাদৃশঃ। 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালয়িতা ত্বং 'দেবানাং' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ধাম' ধামানি শরীরাণ্যভিলক্ষ্য 'পরি পবস্ব' পরিক্ষর॥ (৪অ—১খ ১দ—৩সা)॥

## তৃতীয় (৪২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:‡:‡:—

* সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। বিশ্বে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হউক! নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হউক।

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের জনয়িতা। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সত্ত্বভাবের সঙ্গী দেবভাবসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের গুণ অনন্ত; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হইলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই॥ (৪অ—১খ—১দ—৩সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একোত্তরশততমসূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান দুইটী। উহার নাম—"ধাম সাম" এবং "বর্ম্ম সাম।"

চতুর্থং সাম।

১২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো
৩ ১ ২র
বাজী ধনায় ॥ ৪ ॥

গৌর-গানং।

৪র ৫ ২র ২ ১র ৫ ১ ২ র ১র ২র
১। ঔহো৬বা। ঔহো৩বা। ঔহো৬বা। পবস্বসোম। মহেদক্ষায়।
১২র১২১ ১র ১র১র ৩ ৫র ২
অশ্বোননিক্তঃ। বা২জীধনা২য়া২৩৪। ঔহো৬বা।
১র১ ২ র১ ^৩ ৫র ৫
ঔহো৩বা। ঔহো২বা২৩ ৭ ঔহো৬বা।
২ ১২৩১১১১
এ৩ বিধর্ম্মা২৩৪৫॥৪॥

৪৫ র র ২র ১ — ১২র র২
২। পবস্বসোমা। মহেদা৩ক্ষায়া২। অশ্বোননিক্তো২৩। বাজা৪।
৫র র ২ ১১১১১
ঔহোবা ধনা৩য়া২৩৪৫॥৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্বঃ ন নিক্তঃ' (ব্যাপকজ্ঞানমিব বিশুদ্ধঃ) 'বাজী' (সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্যপ্রদায়কঃ, মোক্ষপ্রাপকঃ) ত্বং 'মহে' (মহত্যৈ) 'দক্ষায়' (শক্তয়ে আত্মশক্তিসঞ্চারায়) তথা 'ধনায়' (পরমধনপ্রদানায়) 'পবস্ব' (অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—১খ—১দ—৪সা)॥

মন্ত্রানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! ব্যাপকজ্ঞানের তুল্য বিশুদ্ধ, মোক্ষপ্রাপক তুমি মহতী আত্মশক্তিসঞ্চারের জন্য, এবং পরমধন প্রদানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও; (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক।)॥ (৩অ—১খ—১দ—৪সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। অপরাজিতাবৃত্তাগ্নি। হে 'সোম'। 'অশ্বঃ ন' অশ্বঃ ইব 'নক্তঃ' বসতীবরীভির্দ্ভির্নির্ণিক্তঃ 'বাজী' বেগবান্ ত্বং 'মহে' মহতে 'দক্ষায়' বলায় 'ধনায়' ধনার্থঞ্চ 'প্রবস্ব' ক্ষর। (৪অ-৯খ ৯দ-৪সা)।

# চতুর্থ (৪৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হউক, সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হউক। শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইলে পাপসমূহ অপরিচ্ছিন্ন হৃদয় হইতে অপসৃত হয়। সুতরাং রিপুগণের আক্রমণ-বশতঃ অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ যখন আপনার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তিনি ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বময়। সুতরাং হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে সাধক আপনাআপনিই উন্নতির পথে চলিতে থাকেন, ভগবানের সহিত গুণ-সমানতাবশতঃ সাধক পরিণামে তাঁহার চরণে আত্মলীন করিতে সমর্থ হন।

মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা মুক্তি। সংসারের এই 'ত্রিবিধং দুঃখং ত্রয়ং' হইতে কে না মুক্তি পাইতে চায়! আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ আশা নিরাশার অতীত রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখধামে আপনাকে কে না মগ্ন করিতে চায়? যে সুখের পরিবর্তন নাই, যে সুখ অবিনাশী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ যাহা স্থির গম্ভীর, সেই সুখ, সেই পরমানন্দ পাইতে কে না চেষ্টা করে? মানব জীবনের লক্ষ্য সেই পরম আনন্দ—আত্মানন্দ। ভগবৎচরণামৃত পাইতে হইলে, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল করা চাই, হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। তবেই সেই অপার্থিব ধন লাভ, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ, জীবনে সম্ভব হইবে। এই সত্য আলোচ্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে—'আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হউক, আমি যেন পরমধন লাভের [illegible] লাভ করি। হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। আমি যেন সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে সোম! ঘোটকের ন্যায় প্রক্ষালন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।" আমরা 'অশ্ব' পদে পূর্ব্বাপর 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় ৬ষ্ঠ সামানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৫অ-২খ—১দ—১সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তোত্তরশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার দেবতা সোম-পবমান [illegible]। তাঁহাদের নাম—সোচমান ঋষি।"

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ১ ২ র ১ ২ র ১ ২ ১ ^ ৩

ইন্দুঃ পবিষ্টা। চা ২ ৩ রুঃ। মদায়। অপামুপা ২ ৩ স্থা ৩ ই। কা ২ বা

৫ র র ২ ১ ১ ১ ১ ১

২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভগা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চারুঃ' ( কল্যাণপ্রদঃ, মঙ্গলময়ঃ ) 'কবিঃ' ( ত্রিকালজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ ) 'ইন্দুঃ' ( অমৃতেন অভিসেচনকারী, সর্ব্বেষাং জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান ) 'অপাং' ( সত্ত্বভাবানাং, সত্ত্বভাবসম্পন্নানাং ইত্যর্থঃ ) 'উপস্থে' ( সমীপে, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ ) 'মদায়' ( পরমানন্দং জননায় ) তথা 'ভগায়' ( তেষাং পরমধনায়, পরমধনদানায় ইত্যর্থঃ ) 'পবিষ্ট' ( জাতঃ ভবতু, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ )। বয়ং সত্ত্বভাবজনিতং পরমানন্দং লভেমহি— ইতি ভাবঃ ॥ ( ৪অ—১খ—১দ—৫সা ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ সকলের জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদনের জন্য এবং তাঁহাদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন। ( ভাব এই যে,— আমরা যেন সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দ লাভ করি। ) ॥ ( ৪অ—১খ—১দ—৫সা ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। ত্র্যরুণত্রসদস্যূ ঋষী। 'চারুঃ' কল্যাণরূপঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ। 'অপাং' উদকানাং 'উপস্থে' উপস্থানে অন্তরিক্ষে পবিত্রে বা 'মদায়' মদার্থং 'ভগায়' ভজনীয়ায় ধনায় চ 'পবিষ্ট' পবতে ॥ ( ৪অ—১খ—১দ—৫সা ) ॥

* * *

## পঞ্চম ( ৪৩১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের শান্তি প্রদাতা। বিশ্ব তাঁহারই মঙ্গলময় নীতিতে পরিচালিত হইতেছে। জগতে যে সমস্ত অপূর্ণতা, অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

আমাদের সসীম দৃষ্টির ফল। অনন্ত অসীম ভগবানের কার্য্যকলাপের সমস্ত আমরা জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না; মাঝখানের একটুখানি অংশ দেখিয়াই তাহার বিচার করিতে বসি, তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করি ইহাতে আমাদিগের অজ্ঞানতা ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। আমরা সেই অসীমের এক অংশ মাত্র দেখিতে পাই। সেইজন্য আপাতঃ-প্রতীয়মান জাগতিক অমঙ্গল দেখিয়া সেই পরম মঙ্গলময়ের কার্য্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাঁহারা অনন্তের দৃষ্টি লইয়া সমস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা ভগবানের মঙ্গলময়স্বরূপের যে পরিচয় দেন, তাহাই অবনতমস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত। এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের পরমকল্যাণময় রূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তিনি জগতের শান্তিপ্রদাতা। এই পাপ তাপ দুঃখ হইতে তিনিই মুক্তি দিতে পারেন, অমৃত সিঞ্চনে তিনি শোকতাপদগ্ধ নরনারীর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। তাই, ভক্ত প্রার্থনা করেন—"বরিষ এ ধরামাঝে শান্তিবারি! তৃষিত হৃদয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।"

"সেই দেবতা আমাদিগকে পরাশান্তি দান করুন, আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। তাঁহার আগমনে হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, কারণ তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়। তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয়ে আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে, কারণ তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁহার পরশে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, পাপীও সাধু হইয়া যায়। তাই, তাঁহার চরণেই আমাদের সকল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।"

বিবরণকারের মতে আমরা 'পাসৃষ্ট' পদে 'জাত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ (১ম—৯২সূ—১ঋ) দ্রষ্টব্য। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৪খ—২ধ ১দ—৫সা)।

— • —

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ১২ ৩১ ২ ৩ ১ ২

অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্য্যরাজ্যে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বাজাং অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশতকতম সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম—"জাগদ।"

গেয়-গানং ॥

৪ ৫   ৪   ১   ২র   ১   ২র   ১২র৩   র২ ১ ২   ২
অসু। অনু। হাই। সুতঃ। মদামমদামসি। মদামদামে ৩। মহা ৩। ৪ ৫ ই।

২   ৫   ২ ১র২র   ১র২র   ১   ২র৩   ২র১   ২র ১
সা ৩ ৪ ম। র্য্যারাজো। বাজান্ অভিপবমান পবমানা। প্রাগাহগা।

২   ৪ ৫   ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ৪ ডা ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতঃ' (পবিত্রং, বিশুদ্ধিভাবপ্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'অনুমদামসি হি' (অনুমদামঃ, প্রার্থয়ামঃ উৎপাদয়ামঃ হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পবমান' (হে অমৃতপ্রাপক) 'মহে' (মহান্ত) 'সমর্য্যরাজো' (লোকানাং রাজো, সর্ব্বেষাং লোকানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বাজান্' (সৎকর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মসাধকান ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রগাহসে' (প্রগচ্ছসি প্রাপ্নোষি); সৎকর্ম্মসাধকাঃ সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—৯—৯দ ৬সা)।

* * *

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) সুতঃ (বিশুদ্ধং, বিশুদ্ধতাপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা হি' (ত্বাং এব প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'অনুমদামসি' (প্রার্থয়ামঃ) 'পবমান' (ক্ষরণশীল, হে অমৃতপ্রাপক) ত্বং 'মহে' (মহান্ অসি); 'সমর্য্যরাজো' (সমস্তস্য ত্রিলোকস্য রাজ্যং পালনায়, সর্ব্বান্ লোকান্ উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ) 'বাজান্' (সৎকর্ম্মাণি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধকান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ 'প্রগাহসে' (প্রাপয়—অস্মান্ ইতি যাবৎ); বয়ং যথা সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ তথা সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৪অ—৯খ—৯দ ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি (হৃদয়ে উৎপন্ন করি)। হে অমৃতপ্রাপক! মহৎ সমস্তলোকের মধ্যে তুমি সৎকর্ম্মসাধকদিগকে সম্যক্ প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। হে অমৃতপ্রাপক! তুমি মহান্; সমস্ত

লোককে উদ্ধার করিবার জন্য, সৎকর্ম্মসমূহ লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে;—আমরা সকল যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধক হই।)॥ (৪অ—২খ—১দ—৬সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠ সাম। ঋগ্‌এষদশ্যাদশিতারিঃ। হে 'সোম'! 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ত্বাং' ত্বাং বয়ং 'অনুমদাম'সি হি' অনুমদামঃ অনুক্রমেণোপাস্মহে খলু। হে 'পবমান' পূয়মান সোম! স ত্বং 'মহে' মহতি সমর্য্যরাজ্যে' মহৎ সমর্য্যে' তদীয়ং রাজ্যমনুপালয়িতুং 'বাজান্' শত্রুবলান্যভিলক্ষ্য 'প্রগাহসে' প্রগচ্ছসি॥ (৪অ—২খ—১দ—৬সা)॥

• . •

## ষষ্ঠ (৪২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অর্থে, প্রার্থনা ও উদ্বোধনমূলক নিত্যসত্যখ্যাপনের মধ্যে, একই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। পথ বিভিন্ন বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একের অনুসন্ধান। সেই একের সন্ধানে মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে, মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা। হৃদয় যখন নির্ম্মল, পবিত্র হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ভগবানের ধারণা করিতে পারে। মলিন দর্পণের ন্যায় অপবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় না। সৎকর্ম্মের সাহায্যে মলিন হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলা হইয়াছে সৎকর্ম্মের অভিমুখেই সত্ত্বভাব ধাবিত হয়।

সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে—ভগবচ্চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্ত্বভাব তাঁহারই গুণ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাদির রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি।" এই মন্ত্রের শেষাংশের আমরা দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছি। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। উভয়বিধ ব্যাখ্যারই মূল বিষয় সমান। একটীতে প্রার্থনা অন্যটীতে নিত্যসত্য খ্যাপন করা হইয়াছে—এই মাত্র বিশেষ॥ (৪অ—২খ—১দ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদিকশততম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম "বাজিনাং সাম।"

গন্ধর্মং সাম।

১ ৩ক ২র ৩ ২৩ ১২ ৩২৩ ২৩ ২৩ ১২

# ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া রুদ্রস্য মর্য্যা অথা স্বশ্বাঃ ॥ ৭॥

• . •

গেয়-গানং।

৪৫র ৪ ৪ ২ ১ − ১

১। কঈংব্যা ৫ ক্তাঃ নরঃ সা ০ নী ড ২ঃ। রুদ্রস্যমর্য্যা ২ ৩ঃ।

১ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১

আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। স্বা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৭॥

• . •

৩২ ২৩৫র ৩২ ২৩র ৫র ২ ১ ৭

২। কঈং ৩ ৪ ৩ বিযক্তাঃ। নরা ০ ৪ ০ঃ সনীড়াঃ। রুদ্রস্যসমর্য্যা ২ ৩ঃ।

১ ^ ৩ ৫র র২ ২ ১ ১ ১ ১ ১

আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। স্বা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। ৭॥

• . •

৪ ৫ ১ ১২ ৪ ৫ ৪৫ ১ ১২

৩। কাইম্। বিয়া ২ ৩। ঔবা ৩। আক্তাঃ। নারাঃ। সনা ২ ৩। ঔবা ৩।

৪ ৫ ৪৫ ১ ১১ ৪ ৫ ৪৫ ১

আইড়াঃ। রুদ্রা। স্যমা ২ ৩। ঔবা ৩। আর্য্যাঃ। আথা। স্বা

১২ ৪ ৫ ৪

২ ৩। ঔবা ৩। আশ্বাঃ। হো ৫ ই ডা। ৭॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' ( সংকর্ম্মণাং নেতারঃ ) 'সনীড়াঃ' ( সমানৌকসঃ, জগতঃ আশ্রয়ভূতাঃ ) 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' ( সংসারসংগ্রামে রুদ্রভাবস্য মারকাঃ, মৃত্যুভয়াপহারকাঃ ) 'অথা' ( অপিচ ) 'স্বশ্বাঃ' ( শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপকাঃ, প্রজ্ঞান-স্বরূপাঃ ) 'ঈং' ( ইমং, এবম্ভূতাঃ ) 'কে' 'ব্যক্তাঃ' ( কান্তিযুক্তাঃ, জ্যোতিরূপেণ প্রকাশিতাঃ ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। কঃ সঃ পরমপুরুষঃ ইতি জিজ্ঞাসামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ; ভগবান্ কি কেবলং সর্ব্বগুণাকরঃ ইতি ভাবঃ। ( ৪অ ৯খ ১দ—৭সা )।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সংকর্ম্মের নেতা, জগতের আশ্রয়ভূত, সংসার-সংগ্রামে রুদ্রভাবের বিনাশকারী অর্থাৎ মৃত্যুভয়াপহারক এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপক প্রজ্ঞানস্বরূপ,

এবম্ভূত কাহারা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়েন? (কে সেই পরম-পুরুষ? মন্ত্রটী এবম্বিধ জিজ্ঞাসামূলক); ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সকল গুণের আকর।)। (৪অ—৯খ—২দ—৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সাম। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'ব্যক্তাঃ' কান্তিযুক্তাঃ 'নরঃ' নেতারঃ 'সনীড়াঃ' সমানৌকসঃ 'রুদ্রস্য' রোদনশীলস্য এতৎসংজ্ঞকস্য 'মর্য্যাঃ' মর্ত্ত্যাঃ নৃতাঃ স্থিতাঃ অপ্যপি চ 'স্বশ্বাঃ' শোভনাশ্বাঃ 'ইমং' এবম্ভূতাঃ 'কে' ভবন্তি রূপান্তিশয়াৎ ঋষিঃ আশ্চর্য্যোৎপাদেতি। (৪অ ৯খ—২দ—৭সা)॥

• • •

# সপ্তম (৪৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মানুষের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা আছে, য জিজ্ঞাসা না থাকিলে মানুষ প্রকৃত ভাবে মানুষ হইত না, যে জিজ্ঞাসার জন্য মানুষ আপনার জীবনের চরমসম্পৎলাভ করিতে পারে, সেই জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাবিধ বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়া মানুষ যখন বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহার অন্তর হইতে প্রশ্ন উঠে—'ওগো তুমি কে? অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীরণ কর—তুমি কে? মাতার স্নেহে বিগলিত হইয়া যাও, পিতার শাসনে রক্ষা কর,—তুমি কে? ওগো, আমার বলিয়া দাও,—তুমি কে এই নব বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় পবনে প্রাণে আনন্দলহরী তুলিয়া দাও; আবার প্রলয়ঙ্কর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার কর? বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যে যাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, শিশুর হাসি, জননীর চুম্বন যে স্বর্গীয় মাধুর্য্য-লহরী তুলিয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য ও সেই মাধুর্য্যের মূলে তুমি কে গো?

এই বিশাল ধরণী, তাহার মনোমোহিনী শ্যামলতায়, কাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে? বিশাল মহাসমুদ্রের রজতশুভ্র লহর-মালায় কাহার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, কাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে? অনাদি কাল অনন্ত গগন—কাহার মহিমা ব্যক্ত করে? কে সেই মহান্ দেবতা যাঁহাতে জগৎ বিধৃত হইয়া আছে? 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—কে সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরম দেবতা? ওগো, জ্ঞান-স্বরূপ তুমি কে?

জ্ঞানস্বরূপ সেই পরম দেবতার স্বরূপ জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাই। মানুষ অনাদিকাল হইতে এই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে। বেদের অন্যত্রও (ঋগ্বেদ, ১ম-১২১স্) এই প্রশ্নই দেখিতে পাই "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"?

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া আবার তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন কেন? তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ জগতের আশ্রয়ভূত বলা হইয়াছে। তথাপি এরূপ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি?

কিন্তু তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কি বর্ণনা করা হইয়াছে, অথবা বর্ণনা করা সম্ভবপর? অনন্ত অসীম তিনি। তাঁহার সম্বন্ধে মানবমন যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছে, ততটুকু বলিয়াছে—কিন্তু তাহাতে তো অনন্তের পরিচয় পাওয়া যায় না! সেই অসীমের কৃপা না হইলে সসীম ক্ষুদ্র মানুষ, তো তাঁহাকে জানিতে পারে না! তাই তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—ওগো তুমি কে? (৪অ ১খ—৯দ ৭সা)। *

—•—

অষ্টম সাম।

১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভদ্রং হৃদিস্পৃশং।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

৫ র ৫ ৫ ২ ১র ২ ১ ১ ২ ১
১। অগ্নে তমাদ্যা। অশ্বম্নস্তোমাইঃ। ক্রতুম্না ৩ ভা দ্রা ২ ম্। হার্দিস্পৃশাম্।

২ ১ ৫ ৩ ৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
সাদ্ধ্যা ২ মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔ হাবা। তা ক্ষোহা ২ ৩ ৪ ৫ ই: ॥ ৮ ॥

৫ র ১ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২
২। অগ্নে। হো ৩ ৪ ৩ ই। তমদ্য। অশ্বমস্তোমাইঃ। ক্রতুম্না ৩

১ — ১ ২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৩
ভাদ্রা ২ ম্। হার্দ্দা ৩ ও হ। স্পৃশাম্। সাদ্ধ্যা ২ মা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ৩ ওহা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলে অষ্টচত্বারিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম "ইকং সাম" "বিকং সাম" "নিকং সাম"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'অশ্বং ন' (ক্ষিপ্রগমনশীলং, যথা ক্ষিপ্রং ভগবন্তং প্রাপয়িতারৌ জ্ঞানভক্তী ইব) 'ভদ্রং' (কল্যাণদায়কং, দীপ্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) তথা 'ক্রতুং ন' (সত্ত্বাবপ্রাপকং সৎকর্ম্ম ইব) 'হৃদিস্পৃশং' (অতিশয়েন প্রিয়তমং) 'ত্বং' (ত্বাং) 'অদ্য' (অস্মিন্দিনে, কর্ম্মণি বা, সদৈব ইত্যর্থঃ) 'ওহৈঃ' (ভগবৎপ্রাপকৈঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ঋধ্যাম' (আরাধয়েম) বয়ং ইতি শেষঃ। বয়ং নিত্যকালং সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১খ—১দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সত্ত্বাবপ্রাপক সৎকর্ম্মের ন্যায় অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্ব্বতোভাবে যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—১খ—১দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'অগ্নে'! 'অদ্য' অস্মিন্নহনি বয়ম্ গোতমাঃ 'ওহৈঃ' ইন্দ্রাদিপ্রাপকৈঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রসমূহৈঃ 'তং' প্রসিদ্ধং ত্বাং 'ঋধ্যাম' সমর্দ্ধয়ামঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'অশ্বং ন' বোঢ়ারমশ্বমিব তথা 'হবিষঃ' বাহকং। 'ক্রতুং ন' কর্ত্তৃবদিব উপকারিণমিত্যর্থঃ। তথা 'ভদ্রং' ভজনীয়ং 'হৃদিস্পৃশং' হৃদয়ঙ্গমং অতিশয়েন প্রিয়ং ইত্যর্থঃ॥৮॥

* * *

# অষ্টম (৪৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§•§:——

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। জ্ঞান মার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন। সসীমকে ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে না পৌঁছাইলে, সান্তের মধ্যে অনন্তের বিকাশ সাধন করিতে না পারিলে, সেই অসীম অনন্তকে জানিতে পারা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে অনন্তের বিকাশ হইয়াছে—তিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন।

কর্ম্মের সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। কর্ম্ম-মার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় হইতে পাপ মলিনতা দূর হইলে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্য-জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সেই জ্যোতিঃ-বলে তিনি অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন।

আর্ত্তনাদ দ্বারা এবং ভক্তির সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে মুক্তি লাভ হয়, মন্ত্র উপমাচ্ছলে তাহাই খ্যাপন করিতেছেন। অবশ্য,

এই ত্রিবিধ মার্গই পরস্পর হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটী অন্যটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রে তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ( ৪অ—৯খ ৯দ - ৮সা )॥ *

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
আবির্ম্মর্য্যা আ বাজং বাজিনঃ অগ্মং
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
দেবস্য সবিতুঃ সবং।
৩ ১ ২
স্বর্গাং অর্ব্বন্তঃ জয়ত ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

২র ১ ৫ ১রর র র ২র ১ ২
আবির্ম্মা ২ ৩ ৪ র্য্যাঃ। আবাজংবাজিনোঅগ্মান্। দেবস্যস।
২র ১ ৫ ১ ৭
বিতুঃ সা ২ ৩ ৪ বাম্। স্বর্গা৺ অর্ব্বা ২ ৩ ৪ ৫ স্তা ৬ ৫
১ ১ ১ ১ ১
৬ঃ। জয়তা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আবিঃ' ( প্রকাশমানাঃ, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নাঃ ) 'মর্য্যাঃ' ( লোকহিতকারকাঃ ) 'বাজিনঃ' ( সৎকর্ম্মসাধকাঃ, ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ) 'সবিতুঃ ( জগৎকারণস্য পরিত্রাণকারকস্য দেবস্য ) অনুগ্রহেণ ইতিযাবৎ, 'সবং' ( সত্ত্বভাবং ) তথা 'বাজং' ( সৎকর্ম্ম. সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ) 'অগ্মন্' ( প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ ); অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'স্বর্গং' ( দ্যুলোকং, দেবত্বাং ইত্যর্থঃ ) তথা 'অর্ব্বন্তঃ' ( জ্ঞানকিরণানি, জ্ঞানং ) 'জয়ত' ( জয়ং কুরুত, লভত ); ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ পরাজ্ঞানং তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ ( ৪অ—৯খ ৯দ—৯সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকহিতকারক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি জগৎকারণ পরিত্রাণকারক দেবতার অনুগ্রহে সত্ত্বভাব এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন; অতএব হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবত্বান এবং জ্ঞান লাভ

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথমা ঋক ( তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"আথে বে।"

কর; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জন পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করেন।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৯সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। বাজিনাং স্তুতিঃ। 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যেভ্যঃ হিতাঃ 'আবিঃ' প্রকাশমানাঃ 'বাজিনঃ' দেব-বিশেষাঃ বাজিন-ভাজঃ 'সবিতুঃ' প্রেরকস্য দেবস্য 'সবং' অভিষোতব্যং 'বাজং' অন্নরূপং সোমং 'গ্মন্' অগমন্। ততঃ হে যজমানাঃ! 'স্বর্গং' 'জয়ত' তথা 'অর্ব্বতঃ' অর্ব্বতোঽশ্বান্ জয়ত॥ (৪অ-৯খ—৯দ-৯সা)॥

## নবম (৪৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:•:§——

যিনি ভগবৎপরায়ণ, তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের কৃপায় বিশুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদারাধনার পথে চলিতে চলিতে তিনি আপনার কর্ত্তব্য অনায়াসেই নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারেন যে, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তিনি আপনার অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান ও সাধককে তাঁহার গন্তব্যপথে চলিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন।

'স্বর্গং' পদে আমরা 'দেবভাবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে শব্দগত পার্থক্যব্যতীত ভাষ্যের সহিত অন্য কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। 'স্বর্গং জয়ত'—স্বর্গজয় কর,—ইহার সরলার্থ এই যে, স্বর্গলাভের উপযোগী দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চার কর। নতুবা স্বর্গ একটা রাজ্যের মত, সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইবে। 'সবং' পদে আমরা সত্ত্বভাবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সব' শব্দের আভিধানিক অর্থ যজ্ঞে প্রস্তুত 'আসব' 'সোম'। এই পদ সমূহে যে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে, তাহা বহুব আলোচনা করা হইয়াছে।

——•——

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১

পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারঃ মহাং

২র ৩ ১ ২ ৩ ২

অবীনামনু পূর্ব্ব্যঃ॥ ১০॥,

গেয়-গানং।

৪৫ র ৪ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৫ ১ ২র ১র

পাবস্বসোমা। দ্যুম্ন ০৪২ সুধারঃ। মাহাং অবীনাম্।

১ ২র ৩ ২

অনুপ। র্ব্বিয়া॥ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড॥ ১০॥

* এই সাম মন্ত্রটির গেয়গান একটী। উহার নাম 'বাজিনাং সাম।'

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' ( হে শুদ্ধসত্ত্ব ) 'দ্যুম্নী' ( দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নঃ ) 'সুধারঃ' ( শোভনধারাযুক্তঃ, সন্মার্গপ্রদর্শকঃ ইত্যর্থঃ ) 'মহান্' ( মহত্বযুক্তঃ, মহত্ত্বপ্রাপকঃ ) 'পূর্ব্ব্যঃ' ( পুরাতনঃ, অনাদিঃ ইত্যর্থঃ ) ত্বং 'অবীনাং অনু' ( বায়ুবেগেন, শীঘ্রং ) 'পবস্ব' ( ক্ষর, অস্মাকং হৃদি উপজায়স্ব ইত্যর্থঃ ); বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। ( ৪অ—৯খ—৯দ—১০সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন সন্মার্গপ্রদর্শক মহত্ত্বপ্রাপক অনাদি তুমি শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। ( ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই। )॥ ( ৪অ—৯খ—৯দ—১০সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। ঐশ্বরোর্দ্ধিষ্ঠ্যা ঋষয়ঃ। হে 'সোম'! 'দ্যুম্নী' দ্যুম্নং দ্যোতকং, যশঃ অন্নং বোত যাস্কঃ ( নি০ ৪।৫ ), অন্নবান্ যশস্বী বা। 'সুধারঃ' শোভনধারাযুক্তঃ 'পূর্ব্ব্যঃ' পুরাতনঃ 'মহান্' ত্বং 'অবীনাং' রোমণাং রোমভ্যঃ সকাশাৎ 'অনু' অনুক্রমেণ 'পবস্ব' ক্ষর। ( ৪অ—৯খ—৯দ—১০সা )॥

• • •

# দশম ( ৪৩৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা সত্ত্বভাব লাভের জন্য। সত্ত্বভাব অনাদি। অনন্ত ভগবানের সত্তাসঙ্গী বলিয়া সত্ত্বভাবও অনাদি। ভগবান্ সত্ত্বভাবময়। সুতরাং ভগবানের অনাদি অনন্তত্ব তাঁহার গুণ সত্ত্বভাবের প্রতিও প্রযোজ্য।

সত্ত্বভাব সৎপথপ্রদর্শক; 'সুধারঃ'—সুন্দর ধারায় যাহা চলে। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব প্রভাবে সৎপথে চলে, সত্ত্বভাবই তাঁহার ধর্ম্মপথ-প্রদর্শক হয়। তাই সত্ত্বভাবকে 'সুধারঃ' সৎপথপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে 'বায়ুবেগেন' শীঘ্রং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'সোম' পদে সোমরস নামক মত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে "রোমেভ্যঃ সকাশাৎ অনুক্রমেণ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সোম' পদে আমরা 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অবী' শব্দে শীঘ্র গমন, বায়ু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। তাই 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে আমরা বায়ুবেগেন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ( ৪অ—৯খ—৯দ—১০সা )। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশতাধিক সূক্তের সপ্তমী ঋক্ ( সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত )। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"পবিত্রং।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দশমঃ খণ্ডঃ। দশমী দশতি।

## দশমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ০ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩

বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ২র ১ ২ ২ ২ৎ

১। বিশ্বতোদাউ। দাবাম্বিশ্বতোনাঃ। ও ০। হা। ও২৩৪

৫ ২র ২র ১ ২ ১ ২র১ ২ ১

হায়ি। আ। ভরা। ভা২০রা। শবাশবিষ্ঠমায়ি।

১ ১র ৩র ৫ ২র র ৩র ২

মাহা। ঔহো২০৪বা। ঐহীহৈহীৎ ১। ২।

৩ ৫ র র ৩ ৫র ৪ ২র ১ ২ ১২ ১ ২
২। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআ। ভরা। ভা২৩য়া। যান্ত্বাশবিষ্ঠ-

১ ১ ১ ২ ৪ ৫
মীমহ। হা। ঔ৩হোবা। হোম্ ৫ ই। ডা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতোদাবন্' (সর্ব্বত্র দানবন্, পরমদাতঃ হে দেব) ত্বং 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বপ্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) সর্ব্বাভীষ্টং ইতি যাবৎ; কিঞ্চ, 'শবিষ্ঠং' (বলবন্তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং। 'ত্বা' (ত্বাং, ত্বামেব ইত্যর্থঃ) 'যং' (পরমধনং ইতি ভাবঃ) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ,—বয়ং ইতি শেষঃ) হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমদাতা হে দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করুন; (কেন না) সর্ব্বশক্তিমান্ আপনারই নিকটে আমরা পরমধন প্রার্থনা করিতেছি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। ঐন্দ্রং। হে 'বিশ্বতোদাবন্' সর্ব্বতশ্ছেদনবন্ সর্ব্বত্র দানবন্ বা ইন্দ্র! স ত্বং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'নঃ' অস্মভ্যং অভীষ্টং 'আভর' আহর। কিঞ্চ। 'শবিষ্ঠং' অতিশয়েন বলবন্তং 'যং' ত্বাং 'ঈমহে' অভীষ্টং যাচামহে। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

## প্রথম (৪৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ঃ§•§ঃ ——

পরমদাতা ভগবান্। তাঁহার অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পরমধন অবিশ্রান্ত-ধারায় ক্ষরিত হইতেছে। সেই কল্পতরু-মূলে মানব আপনার প্রার্থনা জানায়। যিনি ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রার্থনা বিফল হয় না। তাই মানুষ তাহার যাহা কিছু প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষণীয়, সমস্তই সেই পরমদেবতার চরণে নিবেদন করে; প্রার্থনা জানায়,—"হে ভগবন্! হে আত্মীয়! হে পরমধনদাতা! আমাদিগকে আমাদের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই পরম বস্তু দান করুন্ যাহা পাইলে জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। আপনি ভিন্ন আর কাহার নিকট চাহিব? আপনি ভিন্ন আপনার এই নিঃস্ব হতভাগ্য সন্তানের মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে? তাই আপনার চরণেই নিবেদন

করিতেছি প্রভু! আমাদিগের নিজের সাধ্য নাই যে, তোমার কৃপা ব্যতীত লক্ষ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই, যাহা সামান্ত অনৈক্য আছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণ-ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে॥ (৪অ-১০খ-১০দ—১সা)॥

---

দ্বিতীয়ং সাম।

৩২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে॥২॥

গেয়-গানং।

৪৫ ১ র ২ ২ ২৩২ ১
১। এষাঃ। ব্রহ্মায় আ ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ত্বিয়আ। আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ২৩২
য়িন্দ্রাঃ। নামশ্রুতা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। গৃণআ॥ ২॥

৪ ৫ ৪ ৫ ১ — ১ — ২ ১ ২ ১২ ১
২। এষাএষাঃ। ব্রাহ্মা ২ ব্রাহ্মা ২। যঋত্বিয়োবা। ওবা। আয়িন্দ্রা

— ১ — ১র ২ ১২ ২১
২ আয়িন্দ্রা ২ ঃ। নামশ্রুতোবা। ওবা। গৃণা।

২ ৪৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হোই ৫ ই। ড॥ ২॥

৪৫ ৪ ৪৫ ১২র১ ৭ — ১ ২
৩। এষাঃ। ও। ওবা। ব্রহ্মায়াঃ। ঋত্বিয়া ২ ঃ। আয়িন্দ্রা

২ ২ ২ ১ ২ ২১ ২
৩ হা ৩ য়ি। না ৩ মা। শ্রু ২ ৩ তো। গৃণা। ঔ ৩

৪৫ ৭
হোবা। হোই ৫ ই। ডা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রের তিনটি গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"আজ্যদোহে।"

৪ ২ ২ ৫ ২র ১ ২ ৩
৪। ও ০ হা ৩ র ৩। ও ৩ ৪ হা। এষাব্রাহ্মা ৩ ৪ ঊ। যা ৩

৫ ৪ ২ ২ ২ ৫ ২ ১ ২
৪ঃ। ঋম্বিয়াঃ। ও ৩ হা ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৪ হা। ইন্দ্রোনামা

১ ৫ র ২ ২ ২
৩ র শ্রু ৩ ৪। তোগৃণাম্বি। ও ৩ হা ৩ র ঊ। ও ৩

২ ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
৪ ৫ হা ৬ ৫ ৬। এ ৩। সুবর্জ্যে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

• • •

২৮ ১ র ২র ১ ১ র ১র র ২র ১র ২
৫। এষব্রহ্মোবো। যাঋম্বিয়াঃ। ইন্দ্রোনামোহো। শ্রুতাগৃণা

১ ২
৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ( পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান ) 'ঋম্বিয়ঃ' ( সত্যস্বরূপঃ ) যঃ 'ব্রহ্মা' ( লোকানাং বিধাতা, অভীষ্টানাং পূরয়িতা ইত্যর্থঃ ) যঃ 'নামশ্রুতঃ' ( স্বনামপ্রসিদ্ধঃ, বিশ্ববিশ্রুত ইতি ভাবঃ ); 'এষঃ' ( অকৃতিনাং উদ্ধারকঃ ) তং ভগবন্তং 'গৃণে' ( আরাধয়ামি, অহমিতি শেষঃ )। অহং ভগবদনুসারিন্ ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৪অ—১০খ—১০দ-২সা )॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালী যে ভগবান সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, অকৃতজনের উদ্ধারকর্ত্তা সেই ভগবানকে যেন আরাধনা করি। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই। )॥ ( ৪অ—১০খ—১০দ—২সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দ্বিতীয়ং সাম। ঐন্দ্রী। 'ঋম্বিয়ঃ' ঋত্বো যজ্ঞাদিসময়ে ভবঃ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'নামশ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মা' স্তোতৃণামভীষ্টস্য বর্দ্ধয়িতা তমহং 'গৃণে' স্তৌমি॥ ২॥

• • •

# দ্বিতীয় (৪৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——।:*:।——

ভগবান্ সত্য-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা তাঁহারই প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে সত্যের বিকাশ হয়, তদ্দ্বারা ভগবানের সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যের ভিতর দিয়াই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন সাধিত হয়। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তিনি 'সৎ'—তিনি আছেন। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহাই প্রকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সত্যের দ্বারাই এই নিত্যত্ব ও অবিনশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়।

ভগবানই সমস্ত লোককে পরিচালনা করেন। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ চলে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে। তাঁহার বিধানেই চন্দ্রসূর্য্য আলোক বিকীরণ করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে। জগতের যাবতীয় বিধানের মূলেই আছেন—তিনি।

সাধারণ জীবের নিকট ভগবানের নামই প্রসিদ্ধ। ঐ নামের মধ্য দিয়াই 'নামিন্' মানুষকে দেখা দেন। নামই ভগবানের বাহ্য প্রতীক। তাই ভক্ত বলেন—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা ক'রে।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥'

ভগবানের উপাসনার প্রধান একটী অঙ্গ—নাম জপ। নামের পিছনে থাকেন—সেই নামধারী, যিনি সকল নাম-রূপের অতীত।

মানুষ আপনার সাধনার সুবিধার জন্য, সেই অচিন্ত্যনীয়কে চিন্তা করিবার জন্য, ভগবানের নামরূপের সাহায্য গ্রহণ করে। মানুষ যে ভাবে, সেই অনন্তকে আপনার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে পাইতে চায়, সেই ভাবেই সে ভগবানের নাম ও রূপের সাহায্য লয়; আর, পতিতপাবন দয়াল প্রভুও তাঁহার উপাসকগণের মঙ্গলের জন্য সেই নাম ও রূপ অঙ্গীকার করেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সসীম সান্ত মানুষ সেই অসীম অনন্তকে ধরিতে পারিত না, ধরিবার চেষ্টা করিবারও উপায় থাকিত না। তিনিই দয়া করে নামরূপের মধ্য দিয়া আপনাকে ধরা দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। জগতের সমস্ত ধর্ম্মই ভগবানের নামের সাহায্যে অর্থাৎ বাহ্য প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা করেন। হিন্দু-ধর্ম্ম নিম্নাধিকারীর জন্য মৃণ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নামের সাহায্যের সঙ্গে যাহাতে মানুষ রূপের সাহায্যও পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জগতের সকলকেই ভগবদারাধনার সুযোগ দিয়াছেন। যাঁহারা রূপের সাহায্য না লইয়াছেন,—মৃণ্ময় প্রতীকোপাসনাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা নামের সাহায্য গ্রহণ করেন কিরূপে? বস্তুতঃ এই নামরূপের সাহায্যে ভগবানের আরাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, আপামর সাধারণ সকলকে ঈশ্বরারাধনার সুযোগ দিয়া হিন্দুধর্ম্ম নিজের মহত্ত্ব ও দূর-দর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। (৪অ—১০খ—১০দ—২সা।)*

* এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান পাঁচটী। উহাদের নাম "বাসুমাজ্জেয়," এবং "কাশ্যপি জীবী।"

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অর্কৈরবর্দ্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ॥ ৩ ॥

• . •

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ১ — ১ ৮ ৩
১। ওম্। হাউস্বরতা। ব্রহ্মাণা ২ ঃ। ইন্দ্রম্। আমহয়া ২ ন্তো ২

১ ১ — ২ ২ র ৮ ২ ৫
৩ ৪ কৈঃ। আবা ২ র্দ্ধয়ান্। অহায়ে ২। তবা ২ ৩ ৪ ৫ যি। উ

২র ১ ১ ১ ১ ১
৬ ৫ ৬। শ্লোকয়াতা ২ ৩ ৪ ৫। ৩॥

• . •

৫র ৫ ২ ১ —২ ২ ১
২। হাউ। অভী। স্বরতা। ব্রহ্মাণআয়িন্দ্রা ২ ম্। মহয়া

— ৩ ৫ ২ ১ — ২ র ১
২ ন্তো ২ ৩ ৪। কৈঃ। আর্দ্ধায়া ২ ন্। অহায়েহন্তবা

৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ উ ৬ ৫ ৬। শ্লো ২ ৩ ৪ কাঃ ॥ ৩ ॥

• . •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অহয়ে' (সর্পপ্রকৃতয়ে পাপায়, সর্পপ্রকৃতিং রিপুং ইত্যর্থঃ) 'হন্তবা' (হন্তুং, বিনাশিতুং) 'মহয়ন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রহ্মাণঃ' (তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'উ' (এব) 'অবর্দ্ধয়ন্' (বর্দ্ধয়ন্তি, প্রীতং কুর্ব্বন্তি, আরাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); রিপুনাশায় সাধকাঃ ভগবন্তং আরাধয়ন্তি— ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৩সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সর্পপ্রকৃতি রিপুকে বিনাশ করিবার জন্য সৎকর্ম্মপরায়ণ তত্ত্বদর্শী সাধকগণ স্তোত্রসমূহের দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতাকেই আরাধনা করেন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশের জন্য সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন।) ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং —তৃতীয়ং সাম। অসদস্যা ঋষিঃ। 'অহয়ে' বৃত্রায় ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ হনন ক্রিয়ায়াং বৃত্রস্য সম্প্রদানসংজ্ঞা। 'বৃত্রহন্তবৈ' তুমর্থে সেসেনেতি (৩.৪.৯) তবৈ প্রত্যয়ঃ; হন্তুং 'অর্কৈঃ' অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ তান্ত্রিকৈর্বৈদিকৈর্বা 'মরুত্বন্তঃ' পূজয়ন্তঃ 'ব্রহ্মাণঃ' ব্রাহ্মণাঃ ইন্দ্রং' অবর্দ্ধয়ন্ বর্দ্ধয়ন্তি প্রীতং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

* * *

## তৃতীয় (৪৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:‡:‡:—

পাপকবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। 'নামমাত্রে ভূত পলায়'—এ বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। ভগবানের আবির্ভাব যেখানে, যেখানে তাঁহার নামগান হয়, সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, তেমনি ভগবন্মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পাপ দূরে পলায়ন করে। যিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে রিপুগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না—তিনি পাপের আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করেন। তাই যখনই মানুষ রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে, যখনই দেখে যে, সে আর নিজে রিপুসমূহের সহিত সংগ্রামে পারিয়া উঠিতেছে না, তখনই সেই বিপদভঞ্জন পরমদেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহার ধ্যানে তাঁহার চিন্তনে মন উন্নত পবিত্র হয়, পঙ্কিলতা দূরে যায়। সুতরাং সাধক রিপুগণের আক্রমণের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত করেন। তাই রিপুনাশের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হয়।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থিত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'ব্রহ্মাণঃ' পদে 'তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'—এই অর্থে এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য থাকে না। নতুবা 'ব্রাহ্মণ-জাতি' অর্থ গ্রহণ করিলে বেদার্থের সঙ্কীর্ণতা সাধন করা হয়। বিশেষতঃ, বেদে 'ব্রহ্মন্' ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী, পরমব্রহ্ম অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৪অ—১০খ ১০দ—৩সা) ॥

---

* এই সাম মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"শ্লোকে দ্বে।"

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং

৩ ১ ২

পুরুহূত দ্যুমন্তং ॥ ৪ ॥

গেয় গানং।

৫র ২ ১ ১ ২ ১ ২ র ১ ২ ২র ১ ২

হাউস্বরতা। স্বরতস্বরা২ ৩ তা। আনবস্তেরথম্। শ্বায়াহোই ১ ক ২ ৩

৫র ২ ১ ২ ১২রঃ ২ ১ ২ ১

৪ঃ। হাউস্বরতা। স্বরতস্বরা ২ ৩ তা। তষ্টাবজ্রং পুরুহু। তাদ্যুমান্তা

৫র ২ ১ ১ ৩ — ৫র র

২ ৩ ৪ ম্। হাউস্বরতা। স্বরতস্বা। রা২ তা২ ৩ ৪ অহোবা।

২ ১ ১ ১ ১

স্বঃরাই ৩ তা২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অনবঃ' (নরাঃ, আত্মদর্শিনঃ সাধকাঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনে) 'অশ্বায়' (ব্যাপকজ্ঞানায়, পরাজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) 'রথং' (তব সংবাহনযোগ্যং সৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'তক্ষুঃ' (কৃতবন্তঃ, কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ); অতঃ 'পুরুহূত' (সর্ব্বলোকানামারাধনীয় হে দেব) 'ত্বষ্টা' (সর্ব্বস্য কর্ত্তা, ত্রাণকারকঃ) ত্বং লোকান্ পাপাৎ রক্ষণায় 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, শক্তিমন্তং বা) 'বজ্রং' (বজ্রবৎ কঠোরং সদ্ভাবরূপং অস্ত্রং ইতি ভাবঃ) অনয় ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণা সহ জ্ঞানং সঞ্জায়তে, তৎজ্ঞানং লোকান্ পাপাৎ রক্ষতি সমুদ্ধারয়তি বা ইতি ভাবঃ। (ঋক্ ১০ম ১০ম - সা)॥

মর্ম্মানুসারী।

হে ভগবন্! আত্মদর্শী সাধকগণ আপনার সম্বন্ধী পরাজ্ঞান-লাভের জন্য (আপনার সংবাহনযোগ্য) সৎকর্ম্মরূপ যানকে প্রস্তুত করেন। অতএব সর্ব্বলোকের আরাধনীয় হে দেব! ত্রাণকারক আপনি, লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত, দীপ্তিমন্ত (শক্তিমন্ত) বজ্রবৎ কঠোর সদ্ভাব-

রূপ অস্ত্রকে উৎপাদন করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্‌জ্ঞান লাভ হয়; আর সেই জ্ঞান লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করে।)॥ (৮অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। ঐন্দ্রী। হে ইন্দ্র! 'অনয়া' মদ্বা... 'ঋভবঃ' 'তে' ত্বৎসম্বন্ধিনে 'অশ্বায়' বাহনায় অর্থং 'রথং' 'তক্ষুঃ' কৃতবন্তঃ। হে 'পুরুহূত' বহুভিরাহূত ইন্দ্র! 'ত্বষ্টা' বিশ্বকর্ম্মা চ ত্বদীয়ং 'বজ্রং' 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তমকরোৎ। (৪অ—১খ—১০দ—৪সা)॥

* * *

## চতুর্থ (৪৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনার মধ্য দিয়া মানুষ ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে। সেই ত্রিবিধ সাধনা অথবা সাধনমার্গ আপাতত পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এবং কোনও কোনও স্থলে বাহ্যিক বিরোধ দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। সকল পথই এক লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে এবং পরিণামে ত্রিবিধ মার্গের মিলন সাধিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, উহাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অঙ্গ-অঙ্গীভূত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একের উপস্থিতির ফলে অন্যটী আপনা উপস্থিত হয়। কর্ম্ম সাধনে হৃদয় মন পবিত্র হইলে, হৃদয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা দূরীভূত হইলে, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকশিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—পরাজ্ঞান-লাভের জন্য মানুষ সৎকর্ম্মসাধন করে।

জগতের মঙ্গলের জন্য পাপবিনাশের নিমিত্ত ভগবান রক্ষাস্ত্র হাতে বিরাজমান আছেন। মানুষ দুর্ব্বল, শক্তিশালী রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া যখন তাহারা ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদের রক্ষার জন্য রিপুনাশে প্রবৃত্ত হন। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৮অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

— • —

পঞ্চমং সাম।

২ ৩২ ৩১ ২৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১

শং পদং মঘং রয়ীষিণো ন কামমব্রতো

২ ১ ২ ৩ ২

হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্॥ ৫॥

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। উহার নাম—"আয়ুষ্টোমঃ"।

গেয়-গানং।

৩৮ ২ৎ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৪ ১ র র
ঔহোয়ি। শাম্পদাম্ মঘ৺ম্রয়াহ ২ ৩ ৪ যি। যিণায়ি। নকামমব্রতো-
র ২ ২ ৪
হিনোতিনস্পৃশৎ। রয়িমো ২ ৩ ৪ ৫ ডা॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রয়ীষিণঃ' ( সৎকর্ম্মসম্পন্নাঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিকামিনঃ ভগবদনুসারিণঃ জনাঃ ) 'শং' ( পরম-সুখং, পরমমঙ্গলং বা ) 'পদং' ( পরমপদং ) 'মঘং' ( পরমধনং ) চ লভন্তে ইতি শেষঃ; কিন্তু 'অব্রতঃ' ( সৎকর্ম্মরহিতঃ, দুষ্কৃতিপরায়ণঃ জনঃ ) 'কামং' ( অভীষ্টং ) 'ন হিনোতি' ( ন লভতে ) 'রয়িং' ( পরমধনং চ ) 'ন স্পৃশৎ' ( স্পর্শিতুং ন শক্নোতি, ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ); সৎকর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ মোক্ষং লভতে; সৎকর্ম্ম বিনা কোঽপি মোক্ষং লব্ধুং ন শক্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ—১০খ—১০দ—৫সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তিকাম ভগবদনুসারী ব্যক্তিগণ পরমসুখ, পরমপদ এবং পরমধন লাভ করেন কিন্তু। সৎকর্ম্মরহিত দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না এবং পরমধনও লাভ করে না; ( ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন; সৎকর্ম্ম ভিন্ন কেহই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না। )॥ ( ৪অ—১০খ—১০দ—৫সা )॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। ঐন্দ্রী। 'রয়ীষিণঃ' রয়িং ধনং হবির্লক্ষণং প্রেষয়ন্তো জনাঃ 'শং' সুখং 'পদং' স্থানং 'মঘং' ধনং চ লভন্তে ইতি শেষঃ। 'অব্রতঃ' ইন্দ্রবিষয়যাগাদিকর্ম্ম-রহিতঃ পুরুষঃ 'শং' সুখাদিকং 'ন হিনোতি' ন প্রাপ্নোতি, দাতুং সমর্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বয়মপি 'কামং' অভীষ্টং 'রয়িং' রমণীয়ং ধনং 'ন স্পৃশৎ' ন স্পৃশতি॥ ৫॥

## পঞ্চম ( ৪৪১ ) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যজ্ঞাপক এই মন্ত্রটীতে এক মহান্ ভাব সূচিত হইয়াছে।

সৎকর্ম্মের দ্বারা পরমধন লাভ হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা, ভগবদারাধনার দ্বারা, মানুষ আপনাকে উন্নত করে, পবিত্র করে। কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানের সামীপ্য লাভ হয়। যাহারা সৎকর্ম্ম সাধনে বিমুখ তাহারা জীবনের নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়। প্রকৃত সুখ শান্তি কি, তাহা তাহারা জীবনে কখনও আস্বাদ করিতে পারে না।

প্রকৃত সুখ লাভ হয় - সৎকর্ম্মের সাধনে। সৎস্বরূপ ভগবানের বিশ্বে সৎই জয়লাভ করে, সৎই মানুষকে পরম আনন্দ দিতে পারে। সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মানুষ সৎকর্ম্মের সাধনে আপনার প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করে; তাই তাহাতে তাহার সমস্ত সত্তা আনন্দে শিহরিয়া উঠে। মানুষ অসৎকার্য্য করে; তাহাতে কোনও সময় হয় তো ক্ষণিক সুখও পায়; কিন্তু তাহাতে তাহার প্রকৃতি সাড়া তো দেয়ই না, বরং তাহার নিজের অসুস্থ বা পীড়িত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এই বিশ্বে অসতের, অমঙ্গলের, চিরদিনের জন্য স্থান হইতে পারে না। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি তাহা অনুভব করে; তাই অসৎকর্ম্মজনিত ক্ষণিক উল্লাসে সে যোগ দেয় না। বরং সেই উল্লাসজনিত মত্ততা কমিয়া গেলে, মানুষের মনে যে তীব্র বেদনা জাগে, তাহা তাহার অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই, প্রকৃতপক্ষে অসৎকর্ম্মের দ্বারা, অথবা সৎকর্ম্ম-বিরহিত হইয়া মানুষ প্রকৃত সুখ পায় না, পাইতে পারে না।

মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতি যে সমস্ত সৎকার্য্যে সাড়া দেয়, তাহা সম্পাদন করিয়াই মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়। মানুষের চরম কাম্য—মোক্ষ। সেই মোক্ষ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা লাভ হয়। যাহারা সেই সৎকর্ম্ম-সাধনে বিমুখ, তাহারা মানব-জীবনের চরম ও পরম সম্পৎ হইতে বঞ্চিত হয়। এই নিত্যসত্য মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥*

— • —

ষষ্ঠঃ সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সদা গাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবা অরেপসঃ॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১র র ২.র ২ ৩ ৫
সাদা। গাবঃশুচয়োবিশ্বধায়া ২ ৫ সাঃ। সা ২,৩ ৪ দা।

১ র ২ ১ ৫ ৩ ৫
দায়িবাঅরে। ২ ৩ ৪ বা। পা ২ ৩ ৪ সাঃ॥ ৬॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রের গেয় গান একটী। উহার নাম - 'আগ্নেয়ং'।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ, প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'সদা' (সর্ব্বদা, নিত্যং, চিরমেব) 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলচিত্তাঃ) 'বিশ্বধায়সঃ' (বিশ্বধারণসমর্থাঃ, পরমশক্তিসম্পন্নাঃ) অপিচ 'সদা' (নিত্যং, চিরমেব) তে 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ নিত্যকালং ভগবৎগুণসম্পন্নাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিত্যকাল নির্ম্মলচিত্ত, পরমশক্তিসম্পন্ন এবং নিত্যকাল তাঁহারা দেবভাবসম্পন্ন ও পাপরহিত হয়েন; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিত্যকাল ভগবৎগুণসম্পন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হয়েন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠ সাম। উষাং বৈশ্বদেবী। গাবঃ' গন্তারঃ স্তোতারো বা 'সদা' উক্তং পর-বর্ণাদিভিঃ উপসংক্লিষ্ট তে 'শুচয়' নির্ম্মলাঃ 'সদা' সর্ব্বদা 'বিশ্বধায়সঃ' বিশ্বং ধারয়ন্তি পুষ্ণন্তীতি বিশ্বধায়সঃ বহ্বন্নাঃ ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। 'সদা' সর্ব্বদা 'দেবাঃ' দানাদিগুণযুক্তাঃ 'অরেপসঃ পাপরহিতাশ্চ ভবন্তু॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

• • •

## ষষ্ঠ (৪৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§:§:•———

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের সমস্ত গুণ ও শক্তি লাভ করেন। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অবিদ্যার, মিথ্যাজ্ঞানের অথবা অবিবেকের জন্য সে আপনাকে ভুলিয়া থাকে। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধাত্মা মায়ার বেড়াজালে পড়িয়া আপনাকে দীন ভাবে, সসীম মায়া অবস্থাকেই আপনার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লয়। পরিদৃশ্যমান জগতের মূল কারণই এই অবিদ্যা বা মায়া। যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ এই অবিদ্যার অধীনে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত সে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত এই বাহ্য জগৎ ও তাহার সুখ-দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া বেড়ায়। প্রকৃত পক্ষে তাহার পাপ নাই, পুণ্য নাই, সুখ নাই দুঃখ নাই—সে এই দৃশ্যমান জগতের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে অথবা প্রকৃতির ছলনায় ভুলিয়া, অবিবেকবশতঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রকৃতির মাঝে যে সুখদুঃখের অভিনয় চলিতেছে, তাহার সান্নিধ্য-হেতু আত্মা সেই সুখদুঃখকে

আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। শুভ্র স্ফটিকের যেমন কোনও বর্ণ নাই অথচ যে বর্ণের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই বর্ণই তাহাতে প্রতিফলিত হয়; ঠিক সেইরূপ আত্মার সুখ-দুঃখ না থাকিলে প্রকৃতির সান্নিধ্যহেতু, প্রকৃতির রাজত্বে যে সকল ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, অবিবেক-বশতঃ আত্মা তাহা তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করে। তাই সুখ-দুঃখও নিজের উপর আরোপিত হয়।

কিন্তু যখন তাহা জানিতে পারে, তখনই মানুষ সচেতন হইয়া উঠে, তখনই সে আপনার স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে। যখন সে তাহা বুঝিতে পারে, তখনই তাহার নিকট প্রকৃতির নৃত্য থামিয়া যায়। স্বপ্নদর্শনান্তে জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবে তাই তো! এ যে সব মিথ্যা—প্রহেলিকা! আমি যে নিত্যমুক্ত! কোথায় আমার বন্ধন, আর কোথায়ই বা আমার সুখ-দুঃখ! তখন মানুষ বলিয়া উঠে—

"অহং দেবঃ ন চান্যো অস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

সাধক যখন পরাজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার স্বরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান; পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার অজ্ঞাত অবিজ্ঞাত কিছুই থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'গাবঃ' পদে 'স্তুত্যর্থ' 'স্তোতারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)।*

সপ্তমং সাম।

১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১র

আ য়াহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্ত্তনি যদূধভিঃ ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৩র ২ ৪ ৫ ১ — ১র ১ ২ ১ ১ —

ওহো ই য়ি। আয়াহী। বনা ২ সাসহা। গাবঃ সচ। ন্তা বর্ত্তনী ২ য়।

১ ১ ১ ২ ৩

দাং। উ ২। ধভিয়ো ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৭ ॥

* এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে তাহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বনসা' (স্বতেজসা তব জ্ঞানজ্যোতিষা) 'সহ' (সার্দ্ধং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); 'যে' (ত্বৎসম্বন্ধিনাঃ যাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'উদভিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহৈঃ) 'বর্ত্তনিং' (সন্মার্গং হৃদ্রূপং রথং ইত্যর্থঃ) অভিষিঞ্চন্তি, তাঃ জ্ঞানকিরণাঃ অস্মাসু আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সত্ত্বভাবসমন্বিতান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ চ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানজ্যোতির সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনার সম্বন্ধী যে জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা সন্মার্গকে বা হৃদ্রূপ রথকে অভিষিক্ত করে; সেই জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। সম্পাত ঋষিঃ। হে 'উষঃ'! 'বনসা' বননীয়েন তেজসা 'সহ' সার্দ্ধং 'আয়াহি' আগচ্ছ। উষসো বাহনভূতাঃ 'গাবঃ' 'বর্ত্তনিং' রথং 'সচন্ত' সেবন্ত অনশ্বেন রথেনায়াতীত্যর্থঃ। 'যং' যাঃ গাবঃ 'উদভিঃ' উপলক্ষিতাঃ প্রভূতাঃ পীনা ইত্যর্থঃ। তাঃ গাবঃ ইতি সম্বন্ধঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

## সপ্তম (৪৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। সাধক জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ ঘটিলে সত্ত্বভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ ঘটে।

আবার যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবানই সেই শুদ্ধ মানুষের একমাত্র আরাধনার ও কামনার সামগ্রী। ভগবানের আবির্ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের সব চাওয়া পাওয়ার শান্তি হইয়া যায়। তাই সাধক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—"জ্ঞানময়, প্রেমময়, একবার এ অধম পাপীর হৃদয়ে আবির্ভূত হও। জীবনের সকল আশা—সকল কামনা পূর্ণ হউক। তোমার জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত হউক, তাহার সাহায্যে তোমার বিশ্ববিমোহন রূপ

দেখিয়া জীবন সার্থক করি। কত আশা করে তোমার পথপানে চেয়ে আছি প্রভু! তুমি কি দয়া করে এ অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে না? তুমি ত্রিভুবনপতি সত্য; কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় সত্য এই যে,—তুমি পতিতপাবন, অনাথের নাথ। সেই ভরসাতেই তোমাকে ডাকিবার সাহস করি। ওগো, তোমারই জন্য

"হৃদয় কুটীর দ্বার　　　খুলে রাখি অনিবার
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে!"

এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—"হে উষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মিল নাই। এই অনুবাদটী অনেকাংশে ভাষ্যের অনুগত। উভয়ত্রই 'উষা'কে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রে 'উষা' দেবতার সম্বোধনমূলক কোনও পদই পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা ভগবানকে সম্বোধন করাতেই সঙ্গতি দেখিতেছি। আমাদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই অন্যান্য বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। ( ঋগ্—১০খ—১০দ—৭সা )॥ *

— • —

অষ্টম সাম।

১ ২　৩ ১　২র　৩ ২ ৩　১ ২
উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম
৩ ২　১ ২
রয়িং ধীমহে ত ইন্দ্র॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানং।

৪　৪ ৫　৪র ৫　৪ ৫　র ১　১ ৬　র　র ২ ১
ওবা। উপপ্রক্ষেমধুমতিক্ষিয়ন্তঃ। ওবাওয়ি। পুষ্যেমরয়িন্ধীমহেতওবা •
২　১　২　১　২র　১　৫
• য়িন্দ্রা। ও। বাওবা। ও। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা॥ ৮॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' ( পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ) 'প্রক্তে' ( হৃদ্‌রূপে পাত্রে ) 'মধুমতি' ( মাধুর্য্যোপেতে, জ্ঞানভক্তিসংযুতে সতি ) 'ক্ষীরসঃ' ( পাপক্ষীণাঃ ) বয়ং 'তে' ( তব ) 'রয়িং' ( পরমৈশ্বর্য্যং ) 'উপভূম্নম' ( লভামহে ); অপিচ, হে ভগবন্! বয়ং ত্বাং 'ধীমহে' ( অনুধ্যায়েম, আরাধয়েম ); হে ভগবন্! অস্মান জ্ঞানভক্তিসমন্বিতান্ কুরু পরমৈশ্বর্য্যং চ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ( ৪অ ১০খ—১০দ ৮সা )।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়রূপ পাত্র জ্ঞানভক্তিযুক্ত হইলে পাপক্ষীণ আমরা যেন তোমার পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি; অপিচ, হে ভগবন্! আমরা যেন তোমাকে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। ( প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করুন )। ( ৪অ—১০খ—১০দ—৮সা )।

সায়ণ-ভাষ্য।—অষ্টমং সাম। হে 'ইন্দ্র' পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত! ত্বং 'মধুমতি' মাধুর্য্যোপেতে 'প্রক্তে' রাজ-কর্তৃক অভিষবসমনে 'তে' ত্বদীয়ে 'ক্ষীরসঃ' সমীপে স্থিতাঃ বয়ং 'রয়িং' রমণীয়মন্নং 'পুষ্যেম' পোষয়েম। কিঞ্চ। ত্বাং 'ধীমহে' ধ্যায়েম। ( ৪অ—১০খ—১০দ ৮সা )।

* * *

# অষ্টম ( ৪৪৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

এই প্রার্থনাত্মক আত্মোদ্বোধনমূলক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সঞ্চার হইলে, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনন্যরাগী প্রেম উপজিত হইলে মানুষের হৃদয়ে পাপতাপ থাকিতে পারে না। তাঁহার পুণ্য প্রেমের পরশে মানুষের হৃদয়ের সকল মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়। হৃদয় পবিত্র না হইলে, মোক্ষলাভ অসম্ভব। তাই ভক্তির সাহায্যে পবিত্রতা লাভের জন্য এই প্রার্থনা।

এখানে বিশেষভাবে ভক্তি-মার্গের অনুসরণ করা হইয়াছে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের যে কোনও পন্থায়ই সাধক প্রথমে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। এখানে ভক্তিকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-পরায়ণ হইবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক বৈষম্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যের অনেক স্থলই মূল মন্ত্র হইতেও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। (৪অ-১০খ-১০দ ৮সা)॥০

---

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২　৩ ১ ২　৩ ১　২র
অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি

৩ ২উ　৩　১　১র
শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ॥ ৯॥

গেয়-গানং।

৫ ৫ ৪　১　২ ১　২　১ ২র ১　২ ১র র
অর্চন্ত্যা। কম্মরুতঃসুবা২৩র্কাঃ। আস্তোভত্যাযি। শ্রুতোযুবাসঔবা।

১　২　২　৫
য়েন্দ্রা ০ উবা ৩। উ ২৩৪ পা॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বর্কাঃ' (স্তোত্রপরায়ণাঃ, পূজাপরায়ণাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ, বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কং' (ভগবন্তং) 'অর্চন্তি' (আরাধয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি); 'শ্রুতঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনবীনঃ) 'সঃ' (সর্ব্বগুণময়ঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আ' (বিশেষেণ, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তোভতি' (বিনাশয়তি সাধকানাং শত্রূন্ ইতি শেষঃ)। ভগবদনুগ্রহেণ বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনং জানন্তি; ভগবদনুগ্রহেণ তেঃ পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ ১০দ—৯সা)।

বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রপরায়ণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ চিরনবীন সর্ব্বগুণময় সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী

---

* এই সাম মন্ত্রের একটি গেয় গান আছে। উহার নাম—"মাধুচ্ছন্দস।"

ভগবান্ প্রকৃষ্টরূপে সাধকদিগের শত্রুসমূহকে বিনাশ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল ভগবৎ-পূজা জানেন; ভগবদনুগ্রহে তাঁহারা পাপবিনির্মুক্ত হয়েন।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। 'স্বর্কাঃ' শোভন-স্তোত্রাঃ শোভনান্না বা মরুতঃ 'অর্কং' অর্চনীয়মিন্দ্রং 'অর্চন্তি' স্তোত্রৈর্বিবিধৈঃ। 'যুবা' নিত্য-তরুণঃ 'শ্রুতঃ' বিখ্যাতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'আরোজতি' তেষাং সম্বন্ধীনি শত্রুজাতান্যাভিমুখ্যেন হিনস্তি। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)।

* * *

## নবম (৪৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার একটী দিক মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ ভগবানের আরাধনা করে; আবার সাধক যাহাতে নির্বিঘ্নে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য ভগবান মানুষের শত্রুগণকে বিনাশ করেন। সাধন-পথে অগ্রসর হইলেই নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই শত্রুগণের আক্রমণে অনেক সময় সাধক আপনার অভীষ্ট লক্ষ্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। তাই, যাহাতে পূজাপরায়ণ সাধকগণ অনায়াসে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য পরমকারুণিক জগৎপিতা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মানুষের শত্রুর অন্ত নাই। কিন্তু সকল শত্রুর মধ্যে রিপুশত্রুই প্রধান। রিপুশত্রুই সংসারে সকল অনর্থের সূত্রপাত করিয়া দেয়। ভগবান সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন।

যাঁহাদের বিবেক জাগরিত হয়, তাঁহারা স্বতঃই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন। মানুষের হৃদয়ে ভগবানের বাণী বিবেক। যাঁহার হৃদয়ে বিবেকরূপী ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়, তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া পূর্ণবিশ্বাসে ভগবৎ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। ভগবানের বাণীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করে, তিনি ভগবৎ-শক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নিরাপদে চরম অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"মারুতং।"

দশমং সাম।

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ১২ ৩১

প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

গায়ত যং জুজোষতে ॥ ১০ ॥

• • •

গেয় গানং।

৫ ৪ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২

প্রবাঃ। আইন্দ্রায়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বা'য়প্রায়গাথংগাই ১ য়া ৪ তা।

১ ২ ২ ১ ২

যাঞ্জজোগা ৩। উপ্। মাত ২ তো ৪ ৫ হায়ি॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' যূয়ং) 'বৃত্রহন্তমায়' (পাপনাশকায়) 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে প্রজ্ঞানস্বরূপায়) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যং গাথং' (যং স্তোত্রং, যেন স্তোত্রেন ইত্যর্থঃ) 'জুজোষতে' (ভগবৎপ্রীতিং জনয়তে) তং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টেন উচ্চারয়ত) ভগবন্তং আরাধয়ত ইত্যর্থঃ; অহং ভগবৎপ্রাপ্তায় উপাসনাপরায়ণঃ ভবামি—ইতি ভাবঃ। (৪প—১০খ—১০দ—১০পা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাপনাশক প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, যে স্তোত্র ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে, সেই স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর; (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন আমি উপাসনাপরায়ণ হই।)॥ (৪প—১০খ—১০দ—১০পা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং ন দশমং সাম। হে 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ! 'বৃত্রহন্তমায়' অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তৃঃ, তস্মৈ ইন্দ্রায় 'তং' 'গাথং' স্তোত্রং 'প্রগায়ত, প্রকর্ষেণ পঠত। হে উদ্গাতারঃ! স ইন্দ্রঃ 'যং' স্তোত্রং 'জুজোষতে' সেবতে॥ ( ৪অ—১০খ—১০দ ১০সা )॥

ইতি সায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ। ১০।

# দশম ( ৪৪৬ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের প্রীতি সম্পাদনই তাঁহার প্রকৃত আরাধনা। 'তাঁহার প্রীতিজনক স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর'—অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সংযুক্ত আন্তরিক সমন্বিত প্রার্থনা কর। তাহাতেই ভগবান্ প্রীত হইবেন। ভগবানের আরাধনা-প্রার্থনা কি কেবল দুইটী স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করা মাত্র? তাহা হইলে শুকপাখীও তো 'জয় রাধে' বুলি শিখিয়া পরমভগবৎপরায়ণ হইতে পারে। কিন্তু মুখে ভগবানের একটু গুণগান, দুইটী স্তোত্র আবৃত্তি মাত্রই—ভগবদারাধনা পদবাচ্য নয়! প্রার্থনার সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই, সৎকর্ম্মসাধন করা চাই। সৎকর্ম্মসমন্বিত হৃদয়োত্থিত যে প্রার্থনা, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। তাই বলা হইয়াছে—"গাথং প্র গায়ত"—প্রকৃষ্টরূপে স্তোত্র উচ্চারণ কর। এখানে 'প্র' উপসর্গ স্তোত্র উচ্চারণের ধারা নির্দ্দেশ হইয়াছে। কেবল মুখের কথায় হইবে না। মন মুখ—এক হওয়া চাই। হৃদয়-মন দিয়া তাঁহার নাম গানে, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। "কর তাঁর নাম-গান, যত দিন দেহে রহে প্রাণ।" 'মন! তাঁহার অভিমুখে চল, জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন কর, আর ঘুমাইয়া থাকিও না। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ চতুর্থ্যন্ত 'বিপ্রায়' পদকে সম্বোধনে ব্যবহার করা হইয়াছে; আমরা তাহার কোনও আবশ্যকতা দেখি না। 'ইন্দ্রায়' পদের বিশেষণস্বরূপ 'বিপ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ পদ সমূল 'প্রজ্ঞানসম্পন্নায়' 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

আমরা 'বিপ্রায়' পদে 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বঃ' পদকে সম্বোধনে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন 'উদ্গাতারঃ!' কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন মূলক। অন্যান্য বিষয় মন্ত্রানুসারী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। এখানে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই॥ ( ৪অ ১০খ – ১০দ – ১০সা )॥ *

---

* এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম - "উদ্বাংশং সাম।"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
একাদশঃ খণ্ডঃ। একাদশী দশতি।

## একাদশী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
অচেত্যগ্নিশ্চিকিতুর্হব্যবাড় ন সুমদ্রথঃ ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ৲ ৩
১। অচেতী। অগ্নিঃ। চিকা ২ ৩ য়িতী ৩ঃ। হা ২ ৩ ব্যা ০। বা ২ ডা
৫র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুমদ্রথা ২ ৩ ৪ ৫ ৪। ১ ॥

৪ ৫র ৪ ১ ৩ ১র ২ ১ ১ ১ ১
২। অচেতিয়া। গ্নাগ্নিশ্চাইকায়িতী ২ ৩ঃ। হো। হোয়ি ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫।
১ ১ ৲ ৩ ৫র র ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
হব্যা ২ ৩। বা ২ ডা ২ ৩ ০ ঔ ৩ হোবা। এ ৩। সুমদ্রথা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হব্যবাট্' ( হবিঃপ্রাপকঃ, সাধনসামর্থ্যপ্রদাতা ইত্যর্থঃ ) 'সুমদ্রথঃ' ( সৎকর্ম্মাধারঃ ইত্যর্থঃ ) "চিকিত্বঃ' ( বিশিষ্টপ্রজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ ) 'অগ্নিঃ' ( জ্ঞানদেবঃ ) 'অচেতি ন' ( সর্ব্বং জানাতি খলু )। একঃ এব ভগবান্ হি সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ—১১খ—১১দ · ১সা )॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধন-সামর্থ্যপ্রদাতা সকল সৎকর্ম্মের আধার সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানদেব সকলই অবগত আছেন। ( ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সর্ব্বজ্ঞ। )॥ ( ৪অ—১১খ—১১দ—১সা )॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ একাদশ খণ্ডে সৈষা প্রথমা। 'হব্যবাট্' হবিষাং বোঢ়ারং 'চিকিত্বঃ' বিশিষ্টপ্রজ্ঞঃ 'সুমদ্রথঃ' সুষ্ঠুস্তনির্যুক্তরথোঽগ্নিঃ 'অচেতি' চেত্যতে সর্ব্বৈর্জ্ঞায়তে। যদ্বা। বাভ্যমেন কর্ত্তরি প্রত্যয়ঃ ( ৩।১৮৫ )। হবিঃপ্রদাতারং যজমানং জানাতি ( ৪অ—১১খ—১১দ ১সা )॥

## প্রথম ( ৪৪৭ ) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (ঃ§•§)ঃ ——

ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহা হইতেই জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে জ্ঞানালোকিত করে। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' তিনি। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই জ্ঞানবলেই সাধিত হয়। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া যাহা ঘটিবে, তাহার সমস্তই ভগবানের জ্ঞানে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার নিকট দেশ ও কালের ব্যবধান নাই। কাল তাঁহার নিকট অনন্ত মুহূর্ত্তমাত্র; দেশ তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। তাই কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই। জগতের যা কিছু হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই তাঁহার প্রকাশ মাত্র। অনাদি কাল অনন্ত গগন তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

তিনিই মানুষকে সাধন-সামর্থ্য প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার চরম লক্ষ্যের সন্ধান পায়, তাঁহার প্রদত্ত শক্তি-বলেই মানুষ আপনার লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানুষকে আপনার স্নেহাঙ্কপুটে আবৃত রাখিয়া তাঁহাকে মোক্ষ-পথে চলিবার শক্তি দেন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (৪অ—১১খ—১১দ ১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই সাম মন্ত্রের দুইটী গেয় গান আছে। উহাদের নাম—"সাধ্যৌ দ্বে।"

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো
২ ৩ক ২র
ভুবা বরূথ্যঃ ॥ ২ ॥

গেয়-গানং।

৪ ১ ২ ১ ৩ ৫ ২ ১ ২র ১ক
১। ওগ্নায়ি। ত্বমো ২ ৩ আ। ন্তম্মা ২ ৩। তা ২ ৩ ৪ মাঃ। উতত্রাতা-
২ ১র ২ ২ ২র ৪ ৫ ৪ ৫
শিবোভুবাঃ। শিবোভুবা ২ ৩ঃ। বরোবা। থ্যাহ্‌ ৫ যো ৬ হায়ি ॥ ২ ॥

৪ র ৫ ৪র ৫ ২র ১ ২ ৩
২। অগ্নৌ। হোয়ি। ত্বোহোয়ি। নোঅন্তমা ও ১ উবা ২ ৩। উ ২ ৩ ম-
৫ ৩র ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
তা। ত্রাতা ও ২ ৩ ৪ বা। শিবোভুবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

৫ র ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২র ১র ২ ১র ২ ১ ৫র র ২
৩। অগ্নেত্বূ ৩ বমোঅন্তমাঃ। উতত্রাতাশিবোভুবাঃ। বরূ ২ ৩। ঔহোহো
৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। থ্যাহ্‌ ৫ যো ৬ হায়ি ॥ ২ ॥

৫ র ২ ৪ ৫র ৪ ৪ ৫ ২ — ২ — ১ ২
৪। অগ্নে। হোয়ি। ত্বমোঅ। ন্তমাঃ। উতা ২। হা ২ য়ি। ঔ ৩ হো
১ ৫ ৩ ২ ৩ ৫
৩ ১ য়ি। ত্রাতা ২। শিবো ৩ ৪ ৫। ভু ২ ৩ ৪ বাঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরূথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ); 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ' (অতিশয়অন্তিকতমঃ,

প্রিয়তমঃ বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভুব' (ভব) হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদি রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—১১খ—১১দ—২সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমশ্রেয়স্বরূপ পরমমঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।)॥ (৪অ—১১খ—১১দ—২সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। বন্ধুর্নামঃ আগ্নেয়ী। হে 'অগ্নে'! 'বরূথ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা। বরূথ্যঃ বরূথং গৃহং তৎ অর্হঃ 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভূবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। (৪অ—১১খ—১১দ—২সা)॥

• . •

# দ্বিতীয় (৪৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§•§:——

'সত্যং শিবং সুন্দরং'—তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবং'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্ দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন। তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভববাধা দূর করেন। ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতেও পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। —এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং ”

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে। তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—“ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা-রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; —শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাকে আমি ‘আমি হারা’ হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, ‘কভু কাঁধে চড়ে, কভু বা চড়ায়’, আমি তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি। কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে —নাথ! এস, এস—নাথ। নহিলে পিপাসা যাবে না যে!”

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সমত্বের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের ‘বরূথাঃ’ পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ ‘গৃহ’ নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে ‘বরূথং’ পদে ‘রোগনাশকং’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থই ভাবসঙ্গত পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে ‘বরূথাং’ বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ দর্শনে-অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, ‘বরূথাং’ পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি ॥ (৪অ—১১খ—১১দ—২সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রের চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—“গূনং,” “[illegible],” “গূর্দ্ধঃ,” “অতার্দ্ধঃ”।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ১ ২
ভগো ন চিত্রো অগ্নির্মহোনাং দধাতি রত্নম্ ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ ১ ৩ ১ — ৩ ৫র র
১। ভাগাঃ। নচিত্রঃ। অগ্নির্মহো ২ ৩ না ৩ মৃ। দা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
তিরত্ন ২ ৩ ৪ ৫ মৃ। ৩॥

* * *

৪ ৫র ৪ ৫ ৪ ২ ১ ২ ১ ৮ ৩ ৫র র
২। ভগোনচিত্রাঃ। অগ্নির্মাহো ২ ৩ না ৩ মৃ। দা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
এ ৩। তিরত্না ২ ৩ ৪ ৫ মৃ। ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহোনাং' (মহতাং, মহত্ত্বসম্পন্নানাং বা মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ বরণীয়ঃ বা) 'ভগঃ ন' (সূর্য্যঃ ইব) 'চিত্রঃ' (বিচিত্রগুণোপেতঃ, পরমশক্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং — মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) 'দধাতি' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। ভগবান্ হি লোকান্ পরমপদং প্রযচ্ছতি - ইতি ভাবঃ॥ (৪অ - ১১খ - ১১দ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহত্ত্বসম্পন্নদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয়, সূর্য্যের ন্যায় বিচিত্র-গুণোপেত পরমশক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানদেব মোক্ষরূপ রমণীয় ধন ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ প্রদান করেন। (ভাব এই যে, ভগবানই লোকসমূহকে পরমপদ প্রদান করেন।)॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। আগ্নেয়ীসূক্। 'মহোনাং' মহতাং মধ্যে 'ভগো ন' সূর্য্য ইব 'চিত্রঃ' চায়নীয়ঃ পূজনীয়ঃ 'অগ্নিঃ' যজনাং 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'দধাতি' ধারয়তি প্রযচ্ছতীর্থঃ॥ (৪অ ১১খ - ১১দ - ৩সা)॥

* * *

# তৃতীয় ( ৪৪৯ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই মানুষকে জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়া তাহাকে মোক্ষের পথে লইয়া যান। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এবং কিরূপে তাহার সেই উদ্দেশ্য-সাধন হইবে, তাহা জানিতে পারে। জগতের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে লাভ করা যায়।

ভগবানের জ্ঞানশক্তি মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী করে। মোক্ষ জ্ঞানলভ্য। ইহার অপেক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় কোনও সামগ্রী জগতে নাই। মানুষ জ্ঞান-বলে যখন জানিতে পারে যে, সে ভগবান হইতে আসিয়াছে; যখন সে জানিতে পারে, সে মহান গৌরবের অধিকারী; যখন সে জানিতে পারে, সে অমৃতের সন্তান; তখন সে আর তুচ্ছ জাগতিক সম্পৎ লইয়াই ব্যস্ত থাকে না,—কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত সে অন্ধকারে থাকে, সেই পর্য্যন্ত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে, আপনার আন্তর প্রকৃতির প্রেরণাবশে, অপার্থিব ভূমানন্দের ব্যর্থ অন্ধকারে, অতৃপ্ত বাসনা কামনা, ততোধিক অনির্দেশ্য অশান্তি লইয়া পরশ পাথরের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্ধকারে হাতড়াইয়া অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে,—"তমসঃ মা জ্যোতির্গময়।" তাই ভগবান যখন কৃপা করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে আপনার দিব্যজ্যোতিঃ বিকাশ করেন, তখন একমুহূর্ত্তে যুগযুগান্তরের জমাটবাঁধা অন্ধকার পলায়ন করে। তখন সাধক আপনাকে চিনিতে পারেন, নিজের গন্তব্যপথ চিনিতে পারেন;—কি তাহার কাম্য ও কেন তিনি এই দারুণ অতৃপ্তি অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন। সেই অনির্দেশ্য অশান্তি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, তিনি যে পরশমণির সন্ধান করিতেছিলেন, তাহা হারাইয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ রত্ন পরশমণি, ভগবানের কৃপার দান—জ্ঞান। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মহৎ দানের কথাই বিবৃত হইয়াছে। ( ৪অ—১১খ—১১দ—৩সা )। *

— • —

## চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩   ১   ২   ৩ ২   ৩ ১   ২র   ৩ ১   ৩ ২

বিশ্বস্য প্র স্তোভ পুরো বাসন্ যদি বেহ নূনম্ ॥ ৪ ॥

গেয় গানং।

৫   ২ ১ — ২ র র   ১ ৩   ৫ ১

১। বিশ্বস্যা। প্রস্তোভা ২। পুরোবাসা ৫ন্। যদিবে ২ ৩ ৪ হা। নূ ২ ৩।

১ ৯ ৩   ৫৩ র   ৩   ৫

নঃ ২ মা ১ ৩ ৮ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ নাম ॥ ৯ ॥

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম "সাহনিকে দে।"

৫র ২ ১ — ২ র র ২ ১
২। ঔহোয়ি। বিশ্বস্তা। প্রস্তোতা ২। পুরোহোবা ৩ হায়ি। বাসা ২ ন্।
১ র ১ ১ ৮ ৩ ৫র র ৩ ৫
যাদিবেহা। নূ ২ ৩। না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ধা ২ ৩ ৪ র্ম্মা॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বস্তু, ( বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং শত্রূণাং ইত্যর্থঃ ) প্রস্তোত' ( স্তম্ভনকারী হে ভগবন্ ) 'যদি' যদ্যপি ) ত্বং 'ইহ' ( ইহজগতি ইত্যর্থঃ ) 'বা' ( অথবা ) 'পুরঃ' ( স্বর্গলোকে ইত্যর্থঃ ) 'বাসন্' ( স্থিতঃ ভবসি ), যত্রাপি ত্বং ভবসি, তত্রস্মাৎ ত্বং 'নূনং' ( ক্ষিপ্রং ) আগতি — অস্মাকং হৃদি স্থিত শেষঃ। অস্মাকং হৃদি স্থিত্বা অস্মান্ পাহি—ইতি ভাবঃ। ( ৪অ—১১খ—১১দ ৪সা ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের সকল শত্রুর স্তম্ভনকারী হে ভগবন্! আপনি যদি ইহজগতে থাকেন, অথবা যদি স্বর্গলোকে থাকেন,—আপনি যেখানেই থাকুন, সেখান হইতে সত্বর আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। ( ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে ত্রাণ করুন )॥ ( ৪অ—১১খ—১১দ—৪সা )॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। এষা ঐন্দ্রী। 'বিশ্বস্থ' সর্ব্বস্থ শত্রুজাতস্য 'প্রস্তোত' প্রস্তোভতি তিরস্করোতীত্যর্থঃ। 'যদিবা' 'ইহ' যদ্বা 'নূনং' 'পুরো বাসন' পূর্ব্বস্মিন দেশে বসন্ স্থিতঃ স ইহ নূনং প্রস্তোত ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রকর্ষেণ স্তূয়তে ( স্তোতাভস্য স্তুতিকস্মা )॥ ৪॥

* * *

# চতুর্থ ( ৪৫০ ) সামের মর্ম্মার্থ।

---

সাধক নিত্যকাল ভগবানের আরাধনা করেন। তিনি এই জগতে থাকিয়াই সাধনা দ্বারা আপনার চরমলক্ষ্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়েন। সমগ্র বিশ্ব ভগবানের পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। বিশ্ববাসীর, বিশেষতঃ সাধকের, ভগবদারাধনার চিত্রই আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

মন্ত্রটী বিশেষ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের কোনও ভাব উপলব্ধ হওয়া সুকঠিন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রস্তোত' পদ, আমরা মনে করি, সেই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যকার 'প্রস্তোত' পদের যে ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ পদ ক্রিয়াপদরূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে। আবার ঐ 'প্রস্তোত' পদের অর্থ ভাষ্যের প্রারম্ভে ও উপসংহারে দ্বিবিধ ভাবে ভাষ্যকার নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপদ নির্ব্বাচনে অনেক টানিয়া-বুনিয়া অর্থ করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে 'প্রস্তোত' পদের অর্থ হইয়াছে,—'প্রস্তোতাভি হিনস্তীত্যর্থঃ'; কিন্তু সেস্থলে কোনও কর্তৃপদের উল্লেখ নাই। আবার মন্ত্রের শেষভাগে 'প্রকর্ষেণ স্তুমঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথম অর্থে 'তনঃ' ধাতু হইতে এবং দ্বিতীয় অর্থে 'স্তু' (স্তুতি) ধাতু হইতে 'প্রস্তোত' পদ নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু একই পদ একই মন্ত্রে দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে কি না,—তদ্বিষয় সুধীগণের বিচার্য্য। 'প্রস্তোত' পদ ক্রিয়াপদরূপে অধ্যাহৃত হইলে, তাহার কর্তৃপদ নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন্ত্রমধ্যে কোনও কর্তৃপদ পরিদৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও অংশেই ভাষ্যের অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমরা 'প্রস্তোত' পদটীকে 'স্তন্ত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সম্বোধন-বাচক বিশেষ্য- রূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'শত্রুদিগের স্তম্ভনকারী অর্থাৎ শত্রুনাশকারী।' আরও, ঐ পদে ভগবানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে আমাদিগকেও অনেক বিষয় অধ্যাহার করিতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে মন্ত্রে যে এক উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মন্ত্রানুসারী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ মানুষ অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যায়। তাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। কিন্তু তিনি যেমন অনলে অনিলে সলিলে অন্তরীক্ষে- ব্যোমে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তেমনি তিনি যে অন্তরাত্মারূপে প্রতি মানুষে, প্রতি কীটপতঙ্গে, প্রতি চেতন-অচেতনে অবস্থিত করিতেছেন, সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে, অন্ধকার প্রযুক্ত, কেহ তাহা উপলব্ধ করিতে পারে না। তাই মানুষ মনে করে, তিনি এখানে আছেন, সেখানে নাই; তাই মানুষ তাঁহাকে পাতিপাতি খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু যখন আত্মদৃষ্টি লাভ করে, যখন সে বুঝিতে পারে সর্ব্বময় তিনি এবং সকলই তন্ময়; তখন আর তাঁহার এখানে সেখানে খুঁজিবার আবশ্যক হয় না। তখন হৃদয়-দর্পণে তাঁহার স্বরূপ আপনিই প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। যতদিন মানুষ সে অবস্থায় উপনীত হইতে না পারে, ততদিন তাহার অভুক্ত প্রার্থনার অবসান হয় না; ততদিন সে 'যশো দেহি, ধনং দেহি, দ্বিষো জহি' বলিয়া প্রার্থনা জানায়। কিন্তু যখন তন্ময়তা আসে, তখন তাহার সকল সাধনার অবসান হয়; তখন আর অপূর্ণ-বাসনার উৎকট পীড়নে নিপীড়িত হইতে হয় না। মন্ত্রে আকারে এই তত্ত্বই প্রকটিত বলিয়া মনে করি। (৪অ-১১৭-১১৮-৪সা।)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"ধনসাম" ও "ধর্মসাম।"

পঞ্চমং সাম।

৩২উ ৩ ২৩২৩ ১ ২
উষা অপ স্বসুষ্টমঃ সংবর্ত্তয়তি
৩ ১ ২৩১২
বর্ত্তনিং সুজাততা ॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র ১২৩ ৫ ৭ — ১ ৭ ৲৩ ৫
উষা। অপা। স্বাসুষ্টা২৩৪মাঃ। সংবা২র্ত্তয়া। তিবা২র্ত্তা২৩৪নীম্।
১৲৩ ৫র র ২ ১৩ ১১১১
সু২জা২৩৪ঔহোবা। এ৩। তত্বা২৩৪৫। ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'স্বসুঃ' (অজ্ঞানীনাং সম্বন্ধিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) 'অপ সংবর্ত্তয়তি' (অপগময়তি, দূরীকরোতি); তথা 'সুজাততা' (সুজাতত্বং, আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বং, স্বতেজসা ইত্যর্থঃ) 'বর্ত্তনিং' (সন্মার্গং চ) তান্ প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; ভগবান্ কৃপয়া লোকান্ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি; তেন জ্ঞানেন লোকাঃ সন্মার্গানুসারিণঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন; এবং আপনার তেজের দ্বারা তাহাদিগকে আপনার স্বপ্রকাশত্ব ও সন্মার্গ প্রাপ্ত করান; (ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া লোকসমূহকে জ্ঞান প্রদান করেন; সেই জ্ঞানের দ্বারা লোক-সকল সন্মার্গানুসারী হয়।)॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অপ পঞ্চমী। সব্যর্ষিঃ। উষোদেবতা। ত্রিপদা। ইয়ং 'উষাঃ' 'স্বসুঃ' ভগিন্যাঃ রাত্রেঃ সম্বন্ধি 'তমঃ' 'অন্ধকারং' 'অপ সংবর্ত্তয়তি' আত্মীয়েন তেজসা অপগময়তি। সুজাততা সুজাতত্বং আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বং চ 'বর্ত্তয়তি' রথং প্রাপয়তি। ৫॥

• • •

# পঞ্চম (৪৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান — জ্ঞান-দান। ভগবান জ্ঞানময়; তাই তিনি জ্ঞানদাতা। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানবীজ সুপ্ত আছে, সাধনবলে বিকশিত হইলে, তাহাই মানুষকে ভগবৎ সমীপে লইয়া যায়। মানুষ তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনের চরম লক্ষ্য জানিতে পারে—জ্ঞানের দ্বারা। মানুষ ভগবানের করুণাবলে বাঁচিয়া আছে; বিশ্বমঙ্গলনীতির অনুসরণ করিয়া নিজেদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু এই সকল দানের মধ্যে বিশেষ দান—জ্ঞান—একমাত্র মানুষই পাইয়াছে। তাই মানুষ ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। কত জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া ভগবানের অশেষ দয়ার ফলে জীব মনুষ্য-জন্ম লাভ করে! সেই মনুষ্য-জন্মের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ জ্ঞান আবার পরমকারুণিক বিশ্ববিধাতারই বিশেষ কৃপার ফল। মানবের পরমমঙ্গলের জন্যই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—সে সেই জ্ঞানবলে ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে পারিবে।

অজ্ঞতমসাবৃত হৃদয়ে মানুষ আপনাকে জানিতে পারে না এবং আপনার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকার মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া, মায়ামোহের প্রলোভনে ভুলিয়া, মানুষ ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয়;—আপনাকে পাপের কবলে সমর্পণ করে। কিন্তু সে জানেনা যে, সে কোথায় যাইতেছে বা কি করিতেছে! অজ্ঞানতা-বশে নিজেকে অক্ষম দুর্ব্বল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়ার পুতুল ভাবিয়া, মানুষ আপনাকে প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলে। সে যে নিজে প্রকৃতির প্রভু, সে যে মুক্ত, সে যে অমৃতের অধিকারী, ইহা সে ভুলিয়া যায়। এমন কি, সে আর এ সত্যে বিশ্বাস করিতেও চায় না। এই যে আত্মঘাতী আত্মপ্রতারণা, তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে মানুষ তখন—যখন ভগবানের কৃপায় মানুষের হৃদয়ে দিব্য আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠে। তখনই সে তখনই সে আপনাকে বুঝিতে পারে; তখনই সে আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। আত্মপ্রতারণ ঘুচিয়া যায়, মায়া দূরে পলায়ন করে। মানুষ তখন আপনার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকে। অবশেষে মোক্ষলাভ করে।

অন্ধকারের মধ্যে এই যে, আলোক-বিকাশ, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে যে এই পথ-নির্দ্দেশ, তাহা ভগবানের করুণার পরিচায়ক। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হইলে মানুষ আপনা হইতেই সৎপথের পথিক হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, ভগবৎকৃপাবলে সাধুগণের সংকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে আত্মহত্যাই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল: সুতরাং জ্ঞানী আপনাকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই ক্রিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। (১অ—১২শ—১১খ—৫সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটি। উহার নাম—"ঔশনং সাম।"

ষষ্ঠং সাম।

৩২উ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ
১ ২ ৩২
বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫৪র ৫৪ ৪ ২র১ ৩ ১ ২ ৫ ২১
ইমানুকম্ভুং ৫ বনা। সীষধা ২ য়িমাউবা ৩। ঈ ৩৪ হা। ইন্দ্রশ্চবা ২
৩ ৩ ২ ৫ ৩২ ১ ৩ ৫র র
য়িশ্বাউবা ৩। ঈ ৩৪ হা। চাদে ৩। বা ২ যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
৩ ৫
মী ২ ৫ ৪ শাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি, মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তি, প্রযচ্ছন্তি); ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তি। ভগবান্ হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১১খ—১১দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না; পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করেন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা)॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং —অথ ষষ্ঠী। ভৌবন আপ্ত্যঋষিঃ। 'ইমাঃ' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি 'ভুবনা' ভুবনানি 'নু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়ামঃ বশীকুর্ম্মঃ। কমিতি পূরকঃ। যথা। ইমানি সর্ব্বাণি

ভূতান্যাত্মনি অপশ্যৎ 'কং' সুখং সীধেম সাধয়তু ( পুরুষ বাক্যম্ঃ ) 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে দেবাশ্চ ভূত্বা প্রীতা ইমমর্থং সাধয়ন্তু ( ঋক্‌ ১১খ ৬সা )।

* * *

## ষষ্ঠ ( ৪৫২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে হতাশহৃদয়ে দ্বিগুণতর পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহপ্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, "আমি করিতেছি কি? কোথায় কিসের জন্য এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধান করিলাম। কিন্তু পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময়, দুঃখপূর্ণ? তবে কি 'কাঁদাইতে শুধু বিশ্বরচয়িতা সৃজেন এ নরে?'

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে! কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই?

প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে আমরা এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে

আছে,—নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ-মধুর সুখের আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে—যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ?—কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান্ দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায়ও বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তঃস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। 'অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দস্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে। সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ, মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। (৪অ—১১খ—১১দ—৬সা)। *

— • —

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ১ ২
বি স্রুতয়ো যথা পথা ইন্দ্র ত্বদ্যন্তু রাতয়ঃ ॥ ৭ ॥

• • •

গেয় গানং।

৪ ৫ ৪ ৫ ১ — ১ — ২ র ১ ১ — ১
বিস্রু৺·স্রু। তায়া ২ স্তায়া ২ ঃ। যথাপথাঃ। আম্রিন্দ্রা ২ ত্বাত্বা ২ ৩।
২ ১ ৫ ৪ ৫
ভুয়ো ২ ৩ ৪ বাঃ। তাহ্ ৫ য়ো ৬ হায়ি ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) 'পথা যথা স্রুতয়ঃ' (রাজমার্গাৎ যথা ক্ষুদ্রমার্গাঃ নির্গচ্ছন্তি তদ্বৎ) 'ত্বৎ' (তব সকাশাৎ) 'রাতয়ঃ' (পরমধনানি, মোক্ষরূপাণি ইত্যর্থঃ) 'বিযন্তু' (প্রবহন্তু, অস্মান্ প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১১খ—১১দ—৭সা)।

অথবা,

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) 'পথা যথা স্রুতয়ঃ' (ক্ষুদ্রমার্গাঃ যথা রাজমার্গং আশ্রয়ন্তি তদ্বৎ) 'রাতয়ঃ' (দানানি, শুভকর্ম্মাণি) 'ত্বৎ' (ত্বৎসমীপং, ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'বিযন্তু' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রবহন্তু, প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্! অস্মাকং অভিহিতং শুভকর্ম্ম ত্বং গৃহাণ ইতি ভাবঃ। (৪অ—১১খ—১১দ—৭সা)।

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"আহবাদং"।

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! রাজমার্গ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথসমূহ যেরূপে নির্গত হয়, সেইরূপ আপনার নিকট হইতে মোক্ষ প্রবাহিত হউক, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৪অ—১১খ—১১দ—৭সা)॥

অথবা,

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! ক্ষুদ্রমার্গসমূহ যেমন রাজমার্গকে আশ্রয় করে; তেমনি আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আপনার সমীপে প্রবাহিত হউক অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদের হৃদস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন।)। (৪অ—১১খ—১১দ—৭সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। কবষঐলূষঋষিঃ। ইয়ং বৈশ্বদেবী। হে 'ইন্দ্র'! ত্বৎ ত্বত্তঃ সকাশাৎ 'রাতয়ঃ' দানানি 'বিযন্তু' বিবিধং গচ্ছন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'পথঃ' রাজমার্গাৎ ক্ষুদ্রমার্গা যদ্বৎ তদ্বৎ। (৪অ—১১খ—১১দ—৭সা)॥

## সপ্তম (৪৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ অনন্ত-রত্নের খনি। জগতের পরম শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁহার ভাণ্ডারেই আছে। সেই অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই মানবের বাসনাকামনারূপ ধন বিতরিত হয়। পরমঐশ্বর্য্যশালী দেবতা, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য অবারিতভাবে আপনার পরম সম্পৎ বিতরণ করিতেছেন। অনন্ত অক্ষয় রত্নপ্রবাহ অবিরত মানবের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। যে যতটুকু পারে, যার যতটুকু শক্তি, সে ততটুকু গ্রহণ করে। সেই অনন্ত ভাণ্ডারের আদি নাই অন্ত নাই, ক্ষয় নাই অপচয় নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার রত্নভাণ্ডারও তেমনি অনন্ত, অক্ষয়। কল্পতরুর পাদমূলে দাঁড়াইয়া ঐকান্তিকতা সহকারে প্রার্থনা করিলে, কেহই বিফল-মনোরথ হয় না। কিন্তু প্রার্থনার মত প্রার্থনা করা চাই, নতুবা শুধু চাহিলেই পাওয়ার অধিকারী হওয়া যায় না।

ভগবানের দান তো অবারিতভাবে ক্ষরিত হইতেছে; কিন্তু সকলে তাহা পায় না কেন? ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের নাই; তাই সকলে সে দান পায় না। অসীম সমুদ্র হইতে জল আনিতে গিয়া কেহ বা কলসী পূর্ণ করিয়া আনিল, কেহ বা ক্ষুদ্র ঘটীতে করিয়া জল আনিল। যে যতটুকু দান-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সে ততটুকু-মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে কার্পণ্য নাই।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—ভগবান্ যদি কল্পতরু, তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার যদি জগদ্বাসীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত, তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা কেন? প্রার্থিত বস্তু গ্রহণ করিলেই তো হয়? এই গ্রহণ-করাটাই শক্ত কাজ। ভগবানের নিকট পরমধন প্রার্থনার পশ্চাতে আসল প্রার্থনা থাকে—শক্তি-লাভের। ভগবান্ কল্পতরু বটেন; কিন্তু তাঁহার দান গ্রহণ করিবার মত শক্তি থাকাও চাই। মোক্ষলাভের জন্য শুধু প্রার্থনা করিলেই তো হয় না—হৃদয়-মন মোক্ষলাভের উপযোগী হওয়া চাই। ভগবানের নিকট মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করার অর্থই এই যে, ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহার পরম-দান মোক্ষ লাভ করিবার শক্তি দেন, আমরা যেন তাঁহার অভিমুখে চলিবার, সদ্ভাবে জীবনযাপন করিবার, শক্তি লাভ করি। তাহা না হইলে মোক্ষ এমন কিছু একটা জিনিষ নয়, যাহা হাতে তুলিয়া দিলেই প্রার্থনাকারী লাভ করিতে পারেন।

এখানে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকার উল্লেখ করিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। মহাদেব দক্ষের জামাতা। দেবসভায় সকল দেবতা উপস্থিত আছেন, এমন সময় দক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল দেবতাই দক্ষকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কেবলমাত্র মহাদেব দক্ষকে প্রণাম করিলেন না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া অন্যান্য দেবগণ মহাদেবকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, মহাদেব উত্তর দিলেন,—'দক্ষ আমার শ্বশুর প্রণম্য পূজনীয় ব্যক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার শরীরে রুদ্র-তেজ নাই। সুতরাং তিনি আমার প্রণাম সহ্য করিতে পারিবেন না। সেইজন্য আমি তাঁহাকে প্রণাম করি নাই।" ভগবানের দান গ্রহণ করা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ভগবানের দান অবারিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে সত্য; কিন্তু গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে তাহা কোনও উপকারে আসে না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনার মূলে থাকে—সেই শক্তি-প্রার্থনা।

ভগবানই কৃপা করিয়া মানুষকে তাঁহার দান গ্রহণ করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন। তাই মানুষ ভগবানের চরণে আপনার দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, কামনা-বাসনা সমস্তই নিবেদন করে। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই করা হইতেছে,—"ওগো প্রভু, তোমার পরমধন, তোমার শক্তি আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক; জগতের সকলে যেন তোমার পরমদান গ্রহণ করিতে পারে। জগৎবাসী যেন মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। আমরা সকলে যেন আপনার চরণে পৌঁছিবার অধিকার লাভ করিতে পারি।"

মন্ত্রের প্রার্থনার আর এক ভাব সূচিত হইতে পারে। 'রাতয়ঃ'—কেবল যে ভগবানেরই দান, তাহা নহে। প্রার্থীও দাতাকে কোনও কোনও বিশেষ সামগ্রী দান করিতে সমর্থ। ভগবানের নিকট যেমন সদ্ভাব প্রার্থনা করা যায়, তেমনি আবার তাঁহাকে সদ্ভাব প্রদান করাও চলে। মন্ত্রের উপমায় সেই ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র পথ যেমন বৃহৎ পথে মিশিয়া যায়—তেমনি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সদ্ভাবটুকু বিরাট তোমাতে যাইয়া মিলিত হউক, তোমাকেই আশ্রয় করিয়া তোমাতে আত্মলীন করুক,—উপমায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ( ৪অ ১১খ—১১দ—৭সা )।

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"রাজসাম।"

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২র ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অয়া বাজং দেবহিতꣳ সনেম মদেম

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৮ ॥

•.•

গেয়-গানং।

২ র র ১ ২ ৩ র ৫ ২ র ১র — ২ ১
অয়াবাজাম্। দায়িবহি। তꣳ সনেমা। মদেমশা ৩ তাহিমা ২ঃ। শতা

১ — ৩ ৩ র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
২ ৩। হা ১ য়িমা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবী ৩ রা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৮॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অয়া' (অনয়া, ঐকান্তিকতয়া প্রার্থনয়া) 'দেবহিতং' (ভগবৎপ্রদত্তং) 'বাজং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'সনেম' (লভেমহি, বয়ং লভেমহি ইত্যর্থঃ); 'সুবীরাঃ' (শোভনবীর্য্যোপেতাঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ সন্তঃ) বয়ং 'শতহিমাঃ' (শতবর্ষং অনন্তজীবনং ইত্যর্থঃ)। 'মদেম' (প্রাপ্নুয়াম, লভেমহি ইত্যর্থঃ)। ভগবৎকৃপয়া সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ সন্তঃ বয়ং অনন্তজীবনং লভেম ইতি ভাবঃ। (৪অ ১১খ ১১দ—৮সা)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারা আমরা যেন ভগবৎপ্রদত্ত সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি; সৎকর্ম্মসাধক হইয়া আমরা যেন অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারি; (ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া আমরা যেন অনন্তজীবন লাভ করি।)। (৪অ—১১খ—১১দ—৮সা)।

•.•

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। তৎসাজাপতিঃ। ত্রিপদা। 'অয়া' অনয়া স্তুত্যা 'দেবহিতং' দেবেন সোমেনানেনেন্দ্রেণ দত্তং 'বাজং' অন্নং 'সনেম' বয়ং লভেমহি। অপিচ 'সুবীরাঃ' শোভনপুত্রোপেতা বয়ং 'শতহিমাঃ' শতং হেমন্তান্ 'মদেম' হৃষ্যাম। (৪অ—১১খ—১১দ—৮সা)।

•.•

# অষ্টম ( ৪৫৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

ভগবানই শক্তি ও জ্ঞানের উৎস। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তি ও জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া মানুষকে শক্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাযুক্ত করে। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু নিত্য, তাহা সেই সত্য-স্বরূপ ভগবান্ হইতে আসে। মানুষ কর্ম্ম করে, কিন্তু সেই কর্ম্মের ফলদাতা ভগবান্। তিনি কর্ম্মীকে তাহার কর্ম্মোচিত ফল প্রদান করেন।

ভগবানের সেই দান গ্রহণ করিবার জন্য মানুষকে উপযুক্ত সাধনা করিতে হয়। ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিলে, সে প্রার্থনা বিফল হয় না। সমস্ত হৃদয় মন তাঁহার প্রতি পরিচালিত করিলে, কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলে, তিনি সাধকের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। প্রার্থনা কেবলমাত্র মুখের ছটা কথা নয়, বা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্তোত্র আবৃত্তিও নয়। প্রার্থনার সহিত সাধকের সমস্ত হৃদয় মন সাড়া দিবে, প্রার্থনার মধ্যে আপনার অস্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ঐ প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোনও কাম্য বস্তু জগতে নাই বা ছিল না—এরূপভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা চাই। চাই একাগ্রতা—চাই একনিষ্ঠতা। তদ্ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ন্তর নাই। আর স্তোত্রাদি উচ্চারণের উদ্দেশ্য—স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে, সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইতে, ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া। স্তোত্রাদি, সৎকর্ম্মাদি - ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সদ্ভাবে সচ্চিন্তায় তন্ময়তা জন্মে, ইহাই উদ্দেশ্য।

একবার একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কোনও সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। সেই সাধু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে জলের মধ্যে কিছু সময় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত রাখিয়া পরে জিজ্ঞাসা করেন-'জলের মধ্যে যখন ছিলে, তখন তোমার কোন্ জিনিষের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে হইয়াছিল? তখন তোমার পক্ষে কাম্য বস্তু কি ছিল? জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তর দিলেন—"একমাত্র কাম্যবস্তু—বাতাস"। সাধু উত্তর করিলেন—"ভগবানের জন্য যখন তোমার এমন ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিবে, তখন তোমার ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে"। ভগবানের চরণে প্রার্থনার সময় ঠিক ঐরূপ মনের ভাব হওয়া চাই। ঐকান্তিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিলে, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের যত কিছু অপরাধ, তাঁহার চরণে নিবেদন করিলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া মানুষকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন।

মানুষ দুর্ব্বল। তাহার অন্তরে ইচ্ছা থাকিলেও নানারূপ বাধাবিঘ্নের জন্য সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। মায়া মোহ অজ্ঞানতা প্রভৃতির জন্য সদ্ভাবে নিজেকে পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না। তাই সৎকর্ম্মসাধনের জন্য ভগবানের চরণে মানুষ প্রার্থনা করে—"দয়াময় প্রভু, আমাদিগকে তোমার চরণাভিমুখে চলিবার শক্তি দাও, সৎকর্ম্মসাধন করিবার শক্তি দাও! প্রভো! আমরা দুর্ব্বল, আমরা অজ্ঞান; আমাদিগকে তুমি হাতে ধরিয়া তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও।"

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। সদ্ভাবে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলে মানুষ ক্রমশঃই সেই সৎস্বরূপ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। অমৃতের পরশে তাঁহারাও অমৃত

হইয়া যান। সৎকর্ম্মের সাধনে এই অমৃতত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে আছে; তাই সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই মানুষ ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে। যখন সে দেখিতে পায় এই সুখ-ভোগের দ্বারা সে প্রকৃত আনন্দ পাইতেছে না, তাহার প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না, তখনই সে এমন বস্তুর অনুসন্ধান করে, যাহা পাইলে তাহার সেই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে।

মানুষের মনে যে অমৃতের বীজ আছে, তাহাই তাহাকে ভগবানের সন্ধানে নিয়োজিত করে। মানুষ অমৃত লাভ করিতে চায়। জাগতিক সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া ভূমানন্দ লাভে আপনাকে ধন্য করিতে চায়। এই অমৃতত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে। ভাষ্যানুসারী প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল, "আমরা যেন স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্নলাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখ ভোগ করি।" আমাদিগের মতে 'শতহিমাঃ' পদ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোনও সংখ্যা বুঝাইতেছে না; 'শত' শব্দ, আমাদের মতে, বহুত্বজ্ঞাপক। 'সুবীরাঃ' পদে 'শক্তিসম্পন্নাঃ' বুঝায়। সৎকর্ম্মসাধনকারীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন আর কে আছে? যিনি জীবনের চরম অভীষ্ট সাধনে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন। তাই ঐ পদে আমরা 'সৎকর্ম্মসাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৪অ—১১খ—১১দ ৮সা)।

---

নবমং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঊর্জ্জা মিত্রো বরুণঃ পিন্বতেড়াঃ পীবরীমিষং
৩ ১ ২ ৩
কৃণুহি ন ইন্দ্র ॥ ৯ ॥*

গেয়-গানং।

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ ১র র র ১
ঊর্জ্জা। মিত্রোবরুণাঃ পিন্বতা২ ৩ইড়াঃ। পীবরীমিষংকৃণুহীনআঁস্মা।
২ ২
ঊবা ৩। উ ৩ ৪ পা। ৯॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"ভারদ্বাজং।"

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) 'মিত্র:' (মিত্রস্বরূপঃ দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্ট-বর্ষণশীলঃ দেবঃ) যূয়ং অস্মভ্যং 'ঊর্জ্জা' (আত্মশক্তিসমন্বিতং) ইড়' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'পিন্বত' (প্রযচ্ছত); হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইষং' (সিদ্ধিং, সাধনশক্তিং) 'পীবরীং' (প্রবৃদ্ধাং) 'কৃণুহি' (কুরু)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! মিত্রস্বরূপ দেব, অভীষ্টবর্ষণশীল দেব এবং আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; হে ভগবন্! আমাদিগের সাধন-শক্তি প্রবৃদ্ধ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।)॥ (৪অ—১১খ—১১দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। আত্রেয় ঋষিঃ। ইয়ং বৈশ্বদেবী। হে 'ইন্দ্র'! 'মিত্রঃ', 'বরুণং', যূয়ং সর্ব্বে যূয়ং 'ঊর্জ্জা' রসেন বলেন বা সহিতাঃ 'ইড়া' অন্নানি 'পিন্বত' অস্মভ্যং সিঞ্চত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। পিন্ব সেচনে (ভ্বা০ পা০) ধাতুনামনেকার্থত্বাদত্র প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'পীবরীং' প্রবৃদ্ধাং 'ইষং' অন্নং 'নঃ' অস্মাকং 'কৃণুত' কুরু দেবেত্যর্থঃ॥ ৯॥

* * *

## নবম (৪৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষণশীল। তিনি আমাদের জীবনের চরম অভীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে পরিচালিত করিতেছেন। যাহা মানুষের জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করে, তিনি তাহাই আমাদিগকে প্রদান করেন। মাতার স্নেহে তিনি আমাদিগকে পালন করেন,—পিতার শক্তিতে রক্ষা করেন।

এই মন্ত্রের মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহাতে আত্মশক্তি-লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সাধক নিজের শক্তিতে তাঁহার অন্তরস্থ শক্তিকে জাগরিত ও বিকশিত করিয়া সেই শক্তির সাহায্যে, আপনার অভীষ্টলাভ করিতে চাহিতেছেন।

প্রকৃত প্রার্থনাই এই। ভগবান মানুষকে উদ্ধার করেন। মানুষের অন্তরস্থ সুপ্ত চৈতন্যকে জাগরিত করিয়া, তাহার মধ্যে যে অমৃতের বীজ আছে, তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের মধ্যে এই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, মোক্ষলাভ - মানুষের অন্তরস্থ শক্তিকে জাগরিত করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করা ব্যতীত আর কিছু নয়। মায়ার প্রভাবে সে আপনাকে বদ্ধ হীন সামান্য মানুষ ভাবে, প্রকৃতির দেওয়া সুখ-দুঃখকে আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করে। যখন তাহার আত্মশক্তি আত্মজ্ঞান জাগরিত হয়, তখন সে বুঝিতে পারে সে সিংহ; ভ্রমবশতঃ নিজকে শৃগাল মনে করিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। এই যে জাগরণ, শক্তির এই যে বিকাশ তদ্দ্বারাই মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই শক্তিলাভের প্রার্থনাই দেখিতে পাই। এই ভ্রমনাশ হয়, আত্মানাত্মবিবেক লাভ হয় - সৎকর্ম্ম সাধনে। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে সত্যের জ্যোতিঃ বিকশিত হয়। তাই আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভের জন্য এই প্রার্থনা॥ (৪অ ১১৭—১০দ ৯সা)॥

—•—

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি॥ ১০॥

*

গেয়-গানং।

৩ ২ ৩৪৫র ২ ৩
১। ইন্দ্রো ৩ ৪। বিশ্বস্যরা। জতিহো ২ ৩৪ ৫ ই ডা ১০॥

*

১ — ২ — ১ ২ — ১ ২ ১
২। ইন্দ্রো ২ হোহ ১ য়ি। বা ২ য়িশ্বা। স্যরা ২ জতি। হোবা ২ ৩
১
হো ২ ৩৪৫ ই। ডা ১০॥

*

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"ঐষম।" মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইষং' ও 'উর্জ্জা' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা মৎসম্পাদিত যজুর্ব্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'বিশ্বস্য' (সকলস্য ভুবনস্য) 'রাজতি' (ঈশ্বরঃ ভবতি)। ভগবান্ হি জগতাং প্রভুঃ—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১১খ—১১দ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ সকল ভুবনের ঈশ্বর হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানই জগতের একমাত্র প্রভু।)॥ (৪অ—১১খ—১১দ——১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। ইয়মেকপদাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। যতঃ কারণাৎ 'ইন্দ্রঃ' 'বিশ্বস্য' ভুবনস্য 'রাজতি' ঈশ্বরো ভবতি, অতঃ কারণাৎ ইন্দ্রং প্রাপ্যাস্মেনাভিমুখী-ক্রিয়তেহ্যোচ্যতে—ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। (৪অ-১১খ-১১দ-১০সা)॥

ইতি শ্রীসায়ণাচার্য্যবিরচিতে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
চতুর্থস্যাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ। ইতি দ্বৈপদমৈন্দ্রং সমাপ্তং।

* * *

## দশম (৪৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই জগতের একমাত্র প্রভু পালক, রক্ষক ও জনক। সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি। তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে, আবার তাঁহাতেই জগৎ আত্মলীন করিবে। তিনি ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় সত্তা নাই। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহারই প্রকাশমাত্র। তাঁহারই আদেশে চন্দ্রসূর্য্য আলোক বিকীরণ করে, মলয় পবন প্রবাহিত হয়। এই অনন্ত জগৎ তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। তিনিই জগতের এক-মাত্র প্রভু। তিনি কোথায় নাই? অনলে অনিলে সলিলে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে, অন্তরিক্ষে—যেখানে অনুসন্ধান করিবে, সেখানেই তাঁহার সত্তা বিদ্যমান! সাধক ভক্ত প্রহ্লাদের তরে স্ফটিক-স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। সুতরাং যে রূপে যেখানে তাঁহাকে ভাবিবে সেই রূপে সেইখানেই তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তিনি জগতের প্রভু সুতরাং স্থাবর জঙ্গম-কীটপতঙ্গ সকলেই তিনি বর্ত্তমান। তিনি প্রত্যেক জীবজন্তুর, প্রত্যেক প্রাণীর, প্রত্যেক চেতন অচেতনের মধ্যে থাকিয়া চক্রবৎ পরিচালিত করিতেছেন। এই নিত্যসত্যপ্রকাশক রূপে তাঁহার অনন্ত মহিমাই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৪অ-১১খ-১১দ-১০সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম -"বৈরাজ ষে,"

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বাদশী দশতি।

## দ্বাদশী দশতি।

ত্রিকদ্রুকেষু মুখ্যাঃ স্যুর্দিশন্ত্যাষ্টিপাদিমা। জগত্যাং সহস্রেত্যৈন্দ্রিকা দ্বাপনস্তুলা।
অগ্নিং হোতারমিত্যেষা অস্য শ্রেষ্ঠয়া কৃতা। চত্বারোহত্যাষ্টিকোহর্শিপ্পং অবস্তাবৃহ্যামিত্যাচৌ।
ইমে ত ইন্দ্রেতি শক্বর্য্যাঙ্গিরসী হতোক উচিরে। প্রবো মহেইতিজগতী তামিন্দ্রমতি তাদৃশী।
সোমী হ্যয়ং সহস্রেতি পাবমানী ত্বয়া কৃতা। অস্য শ্রেষ্ঠ বৈশ্বদেবী মারুতী তু প্রবো মহে।
অভিত্যমিতি সাবিত্রী স্যাদায়েষ্যাত্বমিত্যদৌ। ঐন্দ্রোহবশিষ্টা ইত্যেবং ছন্দোদৈবতনির্ণয়ঃ।

### প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র
ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং
৩ ২ ৩ ১ ২ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
স ঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরুং সৈনং
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রং ॥ ১ ॥

গেয় গানং।

২ ৩৫ ১ ২ ১২১ ১২র৩ ৫ ৩১ ৩৫ ২ ৩
ঔয়িত্রিক। দ্রুকায়ি। ষু ও মহিষো। যবাশিরম্। তুবিশুষ্মঃ। ঔয়িতৃম্পা।

৫ ১র ১ ২ ১ ১২র০ ৫ ৩২র৩৫
২ ৩ ৪ য়াৎ। সোমাম্। অপিবা ও দ্বিঁ। ষ্ণুনাসুতম্। যথাবশম্।

২ ৩ ৫ ১ ২ ১২১ ১ ১৩৫র ৩২র৩৫
ঔয়িসা ২ ৩ ৪ ঈম্। মমা। দা ও মহিক। মকর্ত্তবে। মহামুরুম্।

২ ৩ ৫ ১ ২র১র২র১র ৪
ঔয়িসা ২ ৩ ৪ য়িনাম্। সশ্চাৎ। দেবোদেবাম্। সত্যইন্দুঃ-

৫
সত্যাহ ৫ মিন্দ্রাউ। বা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিকদ্রুকেষু' (কর্ম্মভক্তিজ্ঞানসমন্বয়েষু কর্ম্মভক্তিজ্ঞানানাং সমন্বয়সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ) 'তুবিশুষ্মঃ' (বহুবলঃ সর্ব্বশক্তিমান্) 'তৃম্পৎ' (তৃপ্যন্, আত্মতৃপ্তঃ ভগবান্) 'বিষ্ণুনা' (সাধকেন, সাধকস্য হৃদি স্থিতং বা) 'সুতং' (বিশুদ্ধং, সুসংস্কৃতং) 'যবাশিরং' (পোষণশক্তিসম্পন্নং) 'সোমং (সত্ত্বভাবং) 'যথাবশং' (যথাবিহিতং, যথাযথরূপেণ যথানুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) 'অপিবৎ' (পিবতি, গৃহ্ণাতি ইত্যর্থঃ); ভগবান্ সাধকস্য শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা তেন সহ সম্মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'সঃ' (সঃ ভগবান্) 'মহি' (মহৎ) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং সাধকস্য মঙ্গলসাধনভূতং) 'ঈং' (প্রসিদ্ধং) 'কর্ম্ম' (পতিতোদ্ধাররূপং কর্ম্ম) 'কর্ত্তবে' (কর্ত্তুং) 'মমাদ' (আনন্দং লভতে); 'সত্যঃ' (সত্যপালকঃ) 'দেবঃ' (দীপ্তিযুক্তঃ) 'সত্য ইন্দুঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং) 'দেবং' (দীপ্তিমন্তং, দ্যোতনাদিগুণযুক্তং) 'মহাং' (মহত্ত্বসম্পন্নং) 'এনং' (সর্ব্বব্যাপিনং, সর্ব্বত্র প্রকাশমানং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'সশ্চৎ' (ব্যাপ্নোতি)। ভগবান্ সত্যস্বরূপঃ সত্ত্বভাবময়ঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ ১২খ ১২দ—১সা)॥

মন্ত্রানুবাদ।

কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য, মহিমান্বিত সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মতৃপ্ত ভগবান্ সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত পোষণশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব যথানুক্রমে (যথাযথরূপে) গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত

করেন) ; আর সেই ভগবান্ মহৎ, সাধকের মঙ্গলসাধনভূত, প্রসিদ্ধ পতিতোদ্ধাররূপ কর্ম্ম করিতে আনন্দ লাভ করেন ; (তাই) সত্যপ্রাপক দীপ্তিযুক্ত সেই সত্ত্বভাব, সত্যস্বরূপ দীপ্তিমন্ত মহত্ত্বসম্পন্ন সর্ব্বত্রপ্রকাশমান পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়া থাকে ; (ভাব এই যে,—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময়।)॥ (৪খ—১২খ—১২দ—১সা)॥

• • •

* সায়ণ ভাষ্যং ।– অথ দ্বাদশ খণ্ডে সৈষা প্রথমা গৃৎসমদদৃষ্টাঃ। 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যঃ 'তুবিশুষ্মঃ' বহুবলঃ 'তৃম্পৎ' তৃপ্তিপ্রদঃ 'ত্রিকদ্রুকেষু' জ্যোতির্গৌরায়ুরিতিজ্যোতিষ্টোমাদেষু অভিপ্লবিকেষহঃসু 'সুতং' অভিষুতং যবাশিরং, যবাদৈঃ সক্তুভিঃ মিশ্রিতং (আড়্-পূর্ব্বাৎ শ্রীঞ্ পাকে ক্বিপ 'আশ্রিৎধ্যাঙ্কলাদিনা শিরঃ শির ইত্যাদেশঃ) তং সোমং 'বিষ্ণুনা' সহ 'অপিবৎ'। যথাবশং' পুনঃ যথা তং সোমঃ কামযত তথা 'অপিবৎ'। বশ কান্তৌ (অ০ প০) বহুলং ছন্দসীতি' লপোলুগভাবঃ (২।৭।৩।)। 'স' সীঁ০: সামঃ 'মহাং' মহান্তং উরুং' বিস্তীর্ণং 'ইমং' এনং 'ইন্দ্রং' 'মমাদ' অমাদয়ৎ। কিমর্থং ? 'মহি' মহৎ বৃত্রহননাদিলক্ষণং কর্ম্ম 'কর্ত্তবে' কর্ত্তুং 'সত্যঃ' 'ইন্দু.' প্রবন। 'দেবঃ' দীপ্যমানঃ 'সঃ' সোমঃ 'সত্যং' যথার্থভূতং 'দেবং' সোমং কাময়মানং 'এনং' 'ইন্দ্রং' 'সশ্চৎ' (সশ্চতিব্যাপ্তিকর্ম্মা) ব্যাপ্নোতু ॥ ১॥

• • •

## প্রথম (৪৫৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

——।•॰।——

ভগবান শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্য-স্বরূপ। এই সত্য ও সত্ত্বভাবের মধ্য দিয়া তিনি সাধকের সহিত মিলিত হয়েন। সাধকের হৃদয়স্থিত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, তাহা সাধককে ভগবানের সমীপে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, সকল মহিমার আধার। তাঁহার শক্তিতে জগৎ শক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানে জগৎ আলোকিত। যে সত্ত্বভাবের দ্বারা সাধক আপনাকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইতে পারেন, যে সত্ত্বভাব সাধকের আত্মার পোষণকারী, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাঁহারই দান। তাঁহার জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। সমুদ্র যেমন জগৎকে সুশীতল বারিধারা দানে তৃপ্ত করিয়া পুনরায় সমস্ত জলরাশি নিজেই গ্রহণ করে ; সেইরূপ ভগবান্ আপনার শক্তি জগতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া, জগৎবাসীকে পরম সম্পদের পথ প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে জ্ঞান শক্তিদানে যুক্ত করিয়া, সেই শক্তি তিনি নিজেই আবার গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাঁহাতেই আবার তাহার বিলয় সাধিত হয়।

তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য কিছু নাই। তিনি আপ্তকাম। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি কর্ম্ম করেন। সেই কর্ম্ম—পতিতোদ্ধার। পরমানন্দের সহিত তিনি সেই মহৎ কর্ম্মে আপনাকে

নিয়োজিত করেন। তাঁহার সন্তানগণ যাহাতে তাহাদের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধন করিতে পারে, তিনি সেইরূপ ভাবে আপনার সত্ত্বভাব, জ্ঞান-শক্তি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। মানুষ, তাঁহার প্রদত্ত সেই শক্তি-বলেই আপনাকে উন্নত পবিত্র করে;—আপনাদের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধন করে। এখানেই ভগবানের মহত্ত্বের পরিচয়। ভগবানের অনন্ত মহিমাই এই মন্ত্রমধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (৪অ—১২খ—১২দ ১সা)। •

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩২ ৩২৩১২ ৩১ ২৩২ ৩২উ ৩১২
অয়ং৺ সহস্রমানবো দৃশ কবীনাং মতির্জ্জ্যোতির্বিধর্ম্ম।

৩২ ৩১২৩২৩ ১২ ৩২৩ ১২৩
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ সমৈরয়দরেপসঃ সচেতসঃ

১২ ৩১২৩২
স্বসরে মন্যুমন্তশ্চিতা গোঃ॥ ২॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ৪৫ ৩২৯৩ ৫ ২১ ২র১র র
১। অয়৺সাংহাহায়ি। স্রমানা২৩৪বাঃ। দৃশাঃ কবীনামতির্জ্জ্যা।

২ ৩ ৫ ২১২১ ২র ১২ ২১ ২ ৯
তির্বিধা২৩৪র্ম্মা। ব্রধ্নাঃসমায়ি। চোরুষসাঃ। সমায়িরা২১মা২৭।

৩২ ১২ ৪ ৫৪৫র ৩২ ১২র
অয়া৩। হোসা৩। পা। সঃসচে তসা৩ঃ। স্বাসরে।

২১ ২৯ ৩২৯ ৩ ৫র র
মন্যুমা২৩ন্তাঃ। চিতে। বা২৩৪ঔহোবা।

৩ ১১১১
গো২৩৪৫ঃ।২॥

• • •

---

• এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান একটী। উহার নাম—"বাজাজন্।"

৫　৪　৫　২১　২৪১　৪　৪
২। অয়ং৮ সহস্রমানা ৬ বাঃ। দৃশাঃ কবীনাম্মতির্জ্জ্যো। তির্বিধা ২ ৩ র্ম্মা।

২১　২১　২৪　১২　২১　২　১　২　২৪১২
ব্রধ্নঃ সমীচীরুষসঃ। সমাঈরাই ১ য়া ২ ৩ ৫। ও ৩ বা। অরেপসঃ-

১২৪　১　২৪　২১　২　১২　৩২
সচেতসঃ। স্বাসরে। মন্যুমা ২ ৩ স্তাঃ। ও ৬ বা। চিতা ৩।

১　৯　৩　৫৪　৪　৩　১　১　১　১
গো ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৬ ৫ ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (জগতি প্রকাশমান, অয়ং) 'সহস্রমানবঃ' (অসংখ্যৈঃ রশ্মিভিঃ যুক্তঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ) 'দৃশঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা) 'কবীনাং' (জ্ঞানিনাং, ক্রান্তদর্শিনাং) 'মতিঃ' (মননীয়ঃ, পূজনীয়ঃ) 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) 'বিধর্ম্মা' (জগতাং বিধাতা) 'ব্রধ্নঃ' (মহান্ ব্রহ্ম) 'সমীচীঃ' (নির্ম্মলাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অজ্ঞানতানাশিকাঃ) 'সচেতসঃ' (সমানচেতাঃ, জ্ঞানপ্রদায়িকাঃ) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ দেবীঃ, সদ্বৃত্তীঃ ইত্যর্থঃ) 'সমৈরয়ৎ' (সম্যক্ প্রেরয়তি—জনানাং হৃদি ইতি) শেষঃ; ভগবৎকৃপয়া 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণানাং, জ্ঞানকিরণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বসরে' (আলোকিতে সতি) সর্ব্বে জনাঃ 'মন্যুমন্তঃ' (দীপ্তিমন্তঃ) 'চিতাঃ' (চেতনযুক্তাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। ভগবৎপ্রদত্তেন জ্ঞানেন লোকাঃ জ্ঞানিনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৪অ ১২৭—১২৮—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জগতে প্রকাশমান্ জ্ঞানস্বরূপ সকলের দ্রষ্টা জ্ঞানিগণের মননীয় জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের বিধাতা মহান্ ব্রহ্ম, নির্ম্মলা অজ্ঞানতানাশিকা জ্ঞানপ্রদায়িকা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীকে (অর্থাৎ সদ্বৃত্তিসমূহকে) লোকের হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে প্রেরণ করেন; ভগবানের কৃপায় জ্ঞানকিরণের দ্বারা আলোকিত হইলে সকল লোক দীপ্তিমন্ত ও জ্ঞানবন্ত হয়; (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা লোক জ্ঞানবান্ হয়।)॥ (৪অ—১২৭—১২৮—২সা)॥

• •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। গৌতমিস্তনবিঃ। 'সহস্রমানবঃ' সহস্রসংখ্যাকমহস্যাঃ যস্য সঃ, সংখ্যাসংখ্যাতৈর্গুণৈরবিবর্দ্ধিতৈঃ রশ্মিভিযুক্তো 'দৃশঃ' সর্ব্বেষাং দর্শয়িতঃ

'কবীনাং' মেধাবিনাং সর্ব্বেষাং 'মতিঃ' স্তুত্যাঃ মননীয়া বা 'বিধর্ম্মা' বিধাতৃ 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'অয়ং' 'ব্রধ্নঃ' সর্ব্বাঃ 'সমীচীঃ' শুভ্রাঃ নির্ম্মলাঃ 'অরেপসঃ' অপাপবর্ত্তিতাঃ 'সচেতসঃ' সমানচিত্তাঃ ইমাঃ 'উষসঃ' 'সমৈরয়ৎ' সম্যক্ প্রেরয়তি। তত্র 'স্বসার'। 'দিবসাদ্যৈরয়ৎ' (নি. নৈ. ৯) দিবসে 'অত্যন্তম্' অগ্নাঃ প্রকাশস্বরূপঃ তেজস্বিনশ্চন্দ্রমসঃ প্রাক্তনঃ 'গোঃ' আদিত্যস্য তেজসা 'চিত্তাঃ' অপচিতাঃ জগতাং বিগতচেতস্ক অনষ্টান্তর্নাঃ। 'আদিত্যরশ্মি গৌরুচ্যতে (২৬' ইতি নিরুক্তং। (৪অ—১২খ—১২দ ২সা)।

• • •

# দ্বিতীয় (৪৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:‡:‡:—

জ্ঞান স্বরূপ ভগবান হইতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হইয়া জগতের অজ্ঞানতা দূরীভূত করে। ভগবানই মানবের হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন সেই জ্যোতিঃ বলেই মানব আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ, তাই তিনি জ্ঞানদাতা তাঁহার দেওয়া জ্ঞানই মানবের পক্ষে তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হয়। তাঁহার দীপ্তি পাইয়া চন্দ্র-সূর্য্য তেজ বিকীরণ করে, তাঁহার অনুগ্রহে জ্ঞানী জগতে জ্ঞান বিস্তার করেন। ভগবানের এই জ্ঞানপ্রদায়িকা শক্তিই মন্ত্রমধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান জগতের বিধাতা। তাঁহার বিধানে মানুষ স্বকর্ম্মে রত হয়, প্রকৃতি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। বিশ্ব তাঁহারই বিধৃত আছে ও তাঁহারই কৃপায় রক্ষিত হইতেছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের দুই এক স্থানে মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'ব্রধ্নঃ' পদে বিবরণকারের মতানুসারে 'মহান্ ব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চিত্তাঃ' পদে ভাষ্যকার 'অপচিতাঃ' অর্থাৎ 'বিগতচেতস্কাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে, উহা দ্বারা ঠিক বিপরীত অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জগতের সমস্ত পদার্থ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়; তাঁহার জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং ভগবানের জ্যোতিঃকে অন্য কাহারও জ্যোতিঃ নষ্ট হয় না, বরং তাঁহার জ্যোতিঃ না পাইলে জগৎ অন্ধতমিস্রায় আবৃত হইয়া পড়ে। আমরা 'চিত্তাঃ' পদে 'চেতনাযুক্তাঃ' 'জ্ঞানযুক্তাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার জ্ঞানকিরণ পাইলে মানুষ জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়। 'দূশঃ' পদের বিবরণকারের অনুসরণে 'সর্ব্বস্য দ্রষ্টা' অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'গোঃ' পদের 'আদিত্যস্য তেজসা' অর্থ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে 'গাবঃ' পদে 'রশ্ময়ঃ' 'জ্যোতিষঃ' অর্থও করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপর 'গো' পদে জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৪অ—১২খ—১২দ ২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রের দুইটী গেয় গান আছে। উহাদের নাম—'ভারদ্বাজস্য সামনী দ্বে।'

তৃতীয় সাম।

১ ২  ৩ ১ ২  ৩ ২ ৩  ১ ২র  ৩ ১ ২ ৩

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানীব

১ ২ ৩ ১ ৩  ১ ২ ৩  ১ ২

সৎপতিরস্তা রাজেব সৎপতিঃ।

১ ২র  ৩  ১ ২  ৩ ২উ  ৩ ২ ৩ ২  ৩ ২ ৩

হবামহে ত্বা প্রয়স্বন্তঃ সুতেষা পুত্রাসো ন পিতরং

১ ২  ৩ ১ ২ ৩  ১ ২

বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে ॥ ৩ ॥

গেয় গানং।

৪র ৫ র ৪ ৫ ৪  ১ ৫ ৩  ৫  ১র  ২র

এন্দ্রয় হ্যুপনাঃ। পারা ২ বা ২ ও ম তোঃ  নায়মচ্ছা। বিদথানীব।

১২  ৫  ১ ২  ২  ১ ২ ৩  ৫

বাসৎপা ২ ৩ ম তীঃ। অস্তারা ৩ জে ৩। সাসৎপা ২ ৩ ম তীঃ।

৫ ৫র  র র ৪ ৫ ৪  ২ ১  ২  ২  ২ ১র র  ২ ১

হবামহেত্বাপ্রয়স্বন্তাঃ। সুতেষ্যিষ্ ৩ সা। পুত্রাসোনাপিতরংবা।

১ ২ ৩  ৫  ১  ২  ২  ১

জাসাতা ২ ৩ ৪ য়াষি। মংহাইষ্ঠা ৩ ৪ বা ৩। জা ২ ৩

৪  ২  ৫

সা ৩। তা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি। ৩ ॥

অন্বয়মূলক-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্) অঙ্গ' ন' (অঙ্গ, শীঘ্র যথা নক্ষত্রগণ আয়াতি), 'সৎপতিঃ বিদথানি ইব' (সতাং পালকঃ যথা জ্ঞানিনং প্রাপ্নোতি) 'সৎপতিঃ রাজা' (সতাং পালকঃ রাজাঃ, জগদীশ্বরঃ ত্বং) 'অস্তা ইব' (যথা সাধকজনং আগচ্ছসি) তথা ত্বং 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ, স্বর্গাৎ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অচ্ছ' (সমীপং, অভি ইত্যর্থঃ) 'উপযাহি' (আগচ্ছ); 'পুত্রাসঃ' (পুত্রস্থানীয়াঃ সাধকাঃ) 'বাজসাতয়ে' (সৎকর্মসাধনায়, সৎকর্মসাধন-সামর্থ্যলাভায় ইত্যর্থঃ) 'মংহিষ্ঠং' (মহত্বসম্পন্নং ভগবন্তং যথা আহ্বয়ন্তি তথা বয়ম্) 'প্রয়স্বন্তঃ' (সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ সন্তঃ) 'বাজসাতয়ে' (সৎকর্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (প্রকৃষ্টেন)

'হবামহে' (আহ্বয়েম); হে ভগবন্! 'পিতরং ন সূতেবু' (পিতা যথা পুত্রস্য কল্যাণসাধনায় তৎপরঃ ভবতি তথা অস্মাকং প্রার্থনাং শ্রুত্বা অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধেহি ইতি ভাবঃ)। বয়ং সৎকর্ম্মসমন্বিতাঃ ভগবদনুসারিণঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১১খ ১২দ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন্! বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকটে আগমন করে, সজ্জনপালক যেমন জ্ঞানিগণকে প্রাপ্ত হয়, জগদীশ্বর আপনি যেমন সাধকদিগের হৃদয়ে আগমন করেন, সেইরূপ আপনি স্বর্গ হইতে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; পুরোস্থানীয় সাধক সৎকর্ম্মসাধনশক্তি লাভ করিবার জন্য সত্ত্বসম্পন্ন আপনাকে যেমন আহ্বান করেন, সেইরূপ আমরাও সত্ত্বভাবসম্পন্ন হইয়া বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আপনাকে যেন প্রকৃষ্টরূপে আহ্বান করিতে পারি; হে ভগবন্! পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণসাধনে তৎপর হন, তেমনি আপনিও আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদের পরমমঙ্গল বিধান করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৪প—১২খ—১০দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। পরুচ্ছেপঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'পরাবতঃ' দূরদেশাৎ স্বর্গলক্ষণাৎ 'নঃ' অস্মান্ 'উপযাহি' অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'সাধুং' অয়ং স পুরোবর্ত্তী অগ্নিঃ 'অভিযুতঃ' সোমো বা (প্রস্তুতত্বান্নির্দিশ্যতে) স ইব (যদ্যপি পুরস্তাদুপচারো নিষেধার্থীয়ো নকারঃ সর্ব্বত্র, তথাপ্যত্রোচিত্যেনোপমার্থীয়ো গৃহ্যতে)। যদ্বা। 'পরাবতঃ ন' দূরদেশাদিব যদ্যপি যজ্ঞে সর্ব্বদা সন্নিহিতঃ, তথাপি স্বর্গাখ্যাৎ দূরদেশাদিব অস্মিন পক্ষে অয়মিতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। অয়ং ইমং দেবযজনদেশং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন আয়াহীতি শেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সৎপতিং' সতাং সর্ব্বদা বর্ত্তমানানাম্ যজ্ঞানাং পালকো যজমান ইব 'পত্যাবৈশ্বর্যে (৬।২।১৮)' ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যথাপি যজ্ঞগৃহান্যাগচ্ছ। যদ্বা। সতাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ চন্দ্রমাঃ, স যথা স্বধাম স্থানমাগচ্ছতি তদ্বৎ। 'অস্তা'। অস্তং গৃহং আকারঃ (৭।১।৩৯) অতএব বহ্বৃচা অস্তং রাজেত্যামনন্তি। অস্তং গৃহং 'রাজেব' রাজা যথা আগচ্ছতি তদ্বৎ। কিঞ্চ। 'প্রযস্বন্তঃ' হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ যজমানাঃ বয়ং 'ত্বা' ত্বাং 'সুতেষু' অভিষুতেষু সোমেষু 'আ হবামহে' আভিমুখ্যেনাহ্বয়ামহে। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'পুত্রাসঃ' পুত্রাঃ 'পিতরং ন' পালকং জনকমিব তং যথা 'বাজসাতয়ে' সংগ্রামে প্রাপ্তয়ে তদ্বদন্নায় হবিঃস্বীকরণায় বা আহ্বয়ামঃ॥ (৪অ ১২খ—১২দ—৩সা)॥

• • •

## তৃতীয় (৪৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§০§:——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্ন হইয়া ভগবদনুসরণ করিবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন। বন্ধুরূপে পিতারূপে পালকরূপে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান সকলের সকল অভাব পূর্ণ করেন। আত্মীয় বন্ধুর কার্য্য একমাত্র তাঁহার দ্বারাই হওয়া সম্ভবপর। তাই সাধক তাঁহাকে পতি পুত্র পিতা বন্ধু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া পাইতে চাহেন। ভগবানকে যে, যে ভাবে ডাকিতে পারে, সেই ভাবেই ভগবান তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক বিভিন্ন ভাব-ধারা ও প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করেন। এখানে একাধারে পিতা বন্ধু ও পালকরূপে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। বন্ধুর ন্যায় তিনি মানুষকে সাহায্য করেন, পিতার ন্যায় পালন করেন, রক্ষাকর্ত্তারূপে বিপদ হইতে—পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মন্ত্রের মধ্যস্থিত বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়া এই সত্যটীই প্রকাশিত হইয়াছে।

শক্তিলাভের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য, সৎকর্ম্মসাধন করিবার জন্য ভগবানের কৃপার প্রয়োজন। তাই শ্রুতি বিভিন্ন উপমা, বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া এই সত্যটী জগতে প্রচার করিতেছেন—"মানব, তুমি যে ভাবে, যে উপায়েই পার না কেন, তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার চরণে শরণ লও। তিনি চাহেন তোমার হৃদয়; সেই হৃদয় পবিত্র করিয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা কর। প্রার্থনা কর; তিনি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন—স্বর্গ হইতে আসিয়া হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন।" (৪অ—১২খ—২২দ—৩সা)।

——•——

চতুর্থং সাম।

১র ২র ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১
তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা

২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধানমপ্রতিষ্কুতং শ্রবাংসি ভূরি।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্ত্ত রায়ে নো বিশ্বা

৩ ১২ ৩ ২
সুপথা কৃণোতু বজ্রী ॥ ৪ ॥

---

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ত্রিংশদধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক (দ্বিতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায় অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত।) ইহার গেয়-গান একটী উহার নাম—'অকর্ষম্'।

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪৫র৪ ৩ ৫ ২ ১র ১র
ভমিন্দ্রাং ক্স হবীমিমঘবানাম্ উ ২ ৩ ৪ গ্রাম্ সত্রাহোয়ি। দধানম্প্রস্তা ২-

৩ ৫ ১ ২৮ ৩ ৫
য়িস্কু ২ ৩ ৪ ভাম্। শ্রবা ২ ৩ ৪ সাগ্নি। ভূ ২ ৩ ৪ রৌ।

১ র র ৭ ৮ ৩ ৫ ২র১ —
মণ্ডিষ্ঠোগীর্ভিরা। চয়া ১ জ্ঞা ২-৩ ৪ য়াঃ যাবার্ত্তা ২।

২র১র ২র র ৩ ৫ ৩ ২
রায়েহোয়ি। নোবিশ্বা স্থপা ১ ৩ ৪ র্থা। কৃণো ৩।

১ ৮ ৩ ৫র র ৩ ৫
তু ১ বা ২ ৩ ৪ ঔহোব। উ ৩ ৪ পা। ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মঘবানম্' (প্রভূতধনসম্পন্নং, সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধারং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদ্গূর্ণবলং, সর্ব্বশক্ত্যাধারং) 'সত্রা' (সত্যস্বরূপং) 'শ্রবাংসি ভূরি দধানং' (বিবিধরূপেণ শ্রেয়ঃপ্রদাতারং, যদ্বা প্রভূতমঙ্গলবিধায়কং) অতএব 'অপরিস্কৃতং' (পরমধনদানায় কার্পণ্যরহিতং, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধনে নেতিপ্রতিশব্দরহিতং অভীষ্টদং ইত্যর্থঃ) 'ত্বং' (সর্ব্বগুণময়ং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'হুবেম' আহ্বয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'মংহিষ্ঠঃ' (বিশেষাঃ সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ঃ, যদ্বা বিশ্বস্য পরমমঙ্গলবিধায়কঃ) 'যজ্ঞীয়ঃ' (যজনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'গীর্ভিঃ' (অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ, যদ্বা—অস্মাভিরনুষ্ঠিতাভিঃ সৎকর্ম্মভিঃ পরিতুষ্টঃ সন ইতি ভাবঃ) 'আ বর্ত্ত' (আগচ্ছতু, অস্মাকং সৎকর্ম্মণি হৃদি বা আবির্ভবতু); ততঃ 'বজ্রী' (বজ্রবান, শত্রুনাশায় বজ্রায়ুধধারী ভগবান ইত্যর্থঃ) 'রায়ে' (অস্মাভিঃ পরমধনদানায় ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বাঃ (সর্ব্বাণি) 'সুপথা' (সুমার্গাণি) 'কৃণোতু' (করোতু, বিদধাতু—অস্মান সৎপথি প্রতিষ্ঠাপয়তু ইতি শেষঃ)। গুণাধারঃ গুণময়ঃ ভগবান্ একঃ এব পরমমঙ্গলবিধায়কঃ। অস্মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম তং অস্মান্ আবহতু। তেন তদনুগ্রহং লভেম; অপিচ সৎপথি নিবর্ত্তয়িতুং শক্নুম—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ-১২খ-১০দ ৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনসম্পন্ন (সকল ঐশ্বর্য্যের আধার), সকল শক্তির আধার সত্যস্বরূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বিবিধরূপে শ্রেয়ঃপ্রদানকারী অর্থাৎ প্রভূত-মঙ্গলবিধায়ক অতএব পরমধনপ্রদানে কার্পণ্যরহিত অর্থাৎ না-প্রতিশব্দ-

রক্ষিত সর্ব্বগুণময় পরম ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; অপিচ, বিশ্বের সকলের আরাধনীয় এবং বিশ্বের পরমমঙ্গলবিধায়ক সকলের পূজ্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান আমাদের স্তুতির দ্বারা (অথবা আমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে) পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; তদনন্তর শত্রুনাশে বজ্রায়ুধধারী সেই ভগবান্ আমাদিগকে পরমধনদানের জন্য সর্ব্ববিধ সুপথের বিধান করুন অর্থাৎ আমাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন (ভাব এই যে,—ভগবানই একমাত্র পরমমঙ্গল-বিধায়ক আমাদিগের সৎকর্ম্ম তাঁহাকে আমাদিগের মধ্যে আনয়ন করুক, তাহাতে আমরা তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব। আর তাহাতে আমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পারিব। (৫অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। রেভাঋষিঃ। 'তং' পুরোক্তগুণোপেতং 'ইন্দ্রং' 'জোহবীমি' ভৃশং পুনঃ পুনরাহ্বয়ামি (হ্বয়তের্যঙ্লুগন্তস্য চতি সম্প্রসারণং) কীদৃশং? 'মঘবানং' মংহনীয়-ধনবন্তং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণবলং 'সত্রা' সত্যং যথার্থমেব 'শবাংসি' বলানি 'ভূরি' ভূরীণি 'দধানং' অতএব 'অপ্রতিষ্কুতং' শত্রুভিরপ্রতিরোধনীয়ং আহ্বয়ামি। কিঞ্চ 'মংহিষ্ঠঃ' পূজ্যতমো দাতৃতমো বা 'যজ্ঞিয়ঃ' যজ্ঞার্হঃ ইন্দ্রঃ গীর্ভিঃ অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ 'আ ববর্ত্ত' অস্মদভিমুখোন বর্ত্ততে (ববর্ত্তে লটি রূপং)। ততো 'বজ্রী' বজ্রবান্ ইন্দ্রঃ 'রায়ে' ধনায় 'বিশ্বা' সর্ব্বাণ্যেব 'সুপথা' সুমার্গাণি 'কৃণোতু' করোতু। ধনং সর্ব্বাদিগ্ভ্যস্মান্ প্রাপয়ত্বিত্যর্থঃ॥ ৪॥

## চতুর্থ (৪৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবৎস্বরূপ-প্রকাশক এই মন্ত্রে ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বোধ-সৌকর্য্যার্থে আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় সেই তিন অংশের আভাষ পাইবেন। প্রথমাংশে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব সরল, প্রার্থনা সরল, সঙ্কল্প সরলতা-পূর্ণ। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই।

মন্ত্রের প্রথমাংশে বিশেষণ-পদ-সমূহে ভগবানের স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা, বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে, পদসমূহের মধ্যে 'শবাংসি ভূরি দধানং' ও 'অপ্রতিষ্কুতং' পদদ্বয় একটু লক্ষ্য করিবার আছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই; সংসারের সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনি অভীষ্টবর্ষণশীল। অভীষ্টদানের জন্য তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া

আছেন ; তিনি কখনও কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন না। অধিকারী হও, অধিকার লাভ করিয়া থাক, ভগবানের সে দান গ্রহণ কর। তাঁহাতে কৃপণতা নাই ; দিবার জন্যই তো তিনি সকলকে ডাকিতেছেন! কিন্তু পাইবার অধিকার কয় জন লাভ করিয়াছে? মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই পাওয়ার ও দেওয়ার অধিকার-লাভের জন্যই প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবানের এক একটী বিশেষণ প্রার্থনাকারীকে এক এক ভাবে উদ্বোধিত করিতেছে। যখনই ভগবানকে 'মঘবান' বলিয়া বিশেষিত করা হইল, তখনই তাঁহার নিকট পরম-ধনলাভের অধিকার প্রার্থনা করা হইল। যখনই তাঁহাকে 'উগ্রং' বিশেষণে বিশেষিত করা হইল, তখনই তাঁহার নিকট শক্তিসামর্থ্যের প্রার্থনা করা হইল। যখনই তাঁহাকে 'সত্রা' বলিয়া সম্বোধন করা হইল, তখনই সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইবার এবং সৎপথে পরিচালিত হইবার সামর্থ্য-লাভের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইল। এইরূপ ভগবানের বিভিন্ন গুণ-বিশেষণে মন্ত্রে বিভিন্ন সঙ্কল্পের ও বিভিন্ন প্রার্থনার সূচনা দেখিতে পাই। ফলতঃ, ভগবানের বিভিন্ন নাম-বিশেষণের তাৎপর্য্যই এই যে, নাম শুনিতে শুনিতে গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে, যদি তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া যায়। তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে, 'আমাদের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান যেন হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন।' সঙ্কল্পের ভাব—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া, আর সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের প্রার্থনা—'বজ্রহস্ত ভগবান আমাদের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য আমাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন।' এখানেও 'বজ্রী' বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয় কখন?—যখন তাহার মধ্যে যাহা অসৎ, তাহা দূরীভূত হয়। মানুষ অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—নানা শত্রুর উৎপীড়নে সর্ব্বদা নিপীড়িত। শত্রুর বিভীষিকায় সে এমনই বিব্রত যে, সত্যের প্রতি তাহার মন কদাচ ধাবিত হয়। 'বজ্রী' পদের লক্ষ্য এই যে, ভগবান যখন অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি আপন প্রভাবেই শত্রু নির্ম্মূল করিয়া যথার্থ ভগবৎকামী ব্যক্তিকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ইহাতে ভগবান যে 'অপ্রতিষ্কুতঃ' তাহাও বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। যাঁহারা অধিকার লাভ করেন, যাঁহারা প্রকৃত অধিকারী হন ; তাঁহাদের ভাবনা থাকে কি? ভগবানের করুণা তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই বর্ষিত হয়। তখন ভগবানের বজ্রাস্ত্র আপনিই আসিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে শত্রুর মূলোৎপাটন করে এবং তাঁহার অভীষ্টসাধনে তাঁহাকে সহায়তা করে। তবে চাই—সে অধিকার লাভ করা ; চাই—তাঁহার করুণার অংশভাগী হওয়া। আমরা মনে করি, মন্ত্রের সঙ্কল্প ও প্রার্থনার মধ্যে এই ভাবই সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী এখানে অধিকার-লাভের এবং অধিকার লাভ করিয়া ভগবানের সহিত আত্মলীন করিবার কামনা প্রকাশ করিতেছেন। তাই সৎপথে যাহারা সৎস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, সৎকর্ম্ম করিতে করিতে, সৎপথে চলিতে চলিতে, সত্বর প্রাপ্ত হওয়া যায়, মন্ত্রে এই সত্য প্রখ্যাপিত রহিল মনে করি। ( ঋক ১২প ১২ম—ঋমা )।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৯ম অষ্টক ; ৪র্থ অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গান একটী ; গানের নাম—'অঙ্গিরসং'।

পঞ্চমং সাম।

২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩১ ২৩ ১ ২র
অস্তু শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আ নু তাচ্ছর্দ্ধো

৩১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২
দিব্যং বৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূ বৃণীমহে যদ্ধ ক্রাণা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিবস্বতে নাভা সন্দায় নব্যসে।

২ ৩ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩২উ
অধ প্র নূনমুপ যন্তি ধীতয়ো দেবাঁ

৩ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছ ন ধীতয়ঃ॥ ৫॥

গেয়-গানং।

অস্তুশ্রৌষাট্। পুরোঅগ্নিংধিয়াদধে। হা। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা।

আনুত্যাচ্ছর্দ্ধোদি। ব্যাম্। বৃণা ২ ৩ হামি। মা ২ ৩ ৪ হে।

ইন্দ্রাবা ৩ য়ু ৩। বৃণী ২ মা ২ ৩ ৪ হামি। যদ্ধক্রাণাবিবস্বং ১

স্বা ৩ তাম্। নাভাসন্দায়না ৩। ব্যাসামি। অধপ্রনূনমুপযা।

ন্তিধীতায়া ২ ৩ঃ। হা। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা।

দায়বাঁ ২ ১ অচ্ছা ২ ৩। ন্না। ঔ ৩ হো

২ ৩ ৪ বা। নধো ২ ৩ ৪ বা।

ভা ২ ১ য়ো ৩ হামি॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবা' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং) 'পুরঃ' (পুরতঃ, হৃদ্রূপায়াং বেদ্যাং ইতি ভাবঃ) 'দধে' (ধারয়ামি নিদধামি ইত্যর্থঃ—অহং ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মসাধনেন অহং ভগবন্তং প্রীণয়ামি ইতি ভাবঃ। তদনন্তরং 'তাৎ' (ভগবৎসম্বন্ধিনং) 'বিবাং' (বিবিক্তগং, শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'শর্দ্ধঃ' (বলং) 'আ বৃণীমহে' (সম্ভজামহে, হৃদি সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); হৃদিস্থিতঃ সঃ ভগবান্ অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রদেদিত ইতি ভাবঃ। এবং সতি বয়ং 'ইন্দ্রবায়ূ' (ইন্দ্রবায়ুদেবৌ, যদ্বা জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে, প্রার্থয়েম ইতি ভাবঃ); সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যে প্রাপ্তে সতি প্রার্থনায়াঃ সামর্থ্যঃ উপজায়তে ইতি ভাবঃ। 'যদ্' (এবম্ভূতে সতি, প্রার্থনায়াঃ সামর্থ্যং উপজাতে সতি ইত্যর্থঃ) বয়ং 'বিবস্বতে' (সত্ত্বসমন্বিতে) 'নাভা' (হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে) 'নবাসে' (নবতরায়, চিরনবীনায় ইত্যর্থঃ নিত্যতরুণায় ইতি ভাবঃ) 'সন্দায়' (পরমানন্দপ্রাপকায়) 'ক্রাণা' (পরমধনবিধাতারৌ ইন্দ্রবায়ুদেবৌ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইতি শেষঃ। হে ভগবন্! 'শ্রোষট্' (অস্মাকং স্তোত্রে শ্রাবয়িতা) 'অস্তু' (ভবতু) অস্মাকং স্তুতিং গৃহাণ ইত্যর্থঃ। 'অধ' (তদনন্তরং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নীতয়ঃ' (হৃদিসঞ্জাতাঃ সদ্ভাবাদয়ঃ) 'প্রবৃৎ' ('নশ্চিতং' প্রকর্ষেণ ইত্যর্থঃ) 'উপযন্তি' (গচ্ছন্তি, অস্মান্ ভগবৎসমীপং প্রাপয়ন্তু ইত্যর্থঃ)। অপিচ 'দেবানচ্ছা' (দেবভাবান্ কাময়ন্তঃ) 'নীতয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি) 'উপযন্তি' (অস্মান্ ভগবৎসমীপং নয়ন্তু ইতি যাবৎ)। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং ভগবন্তং অনুসরেম ইতি ভাবঃ। (৪অ ১২খ—১২দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মপ্রভাবে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে হৃদ্রূপ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করি। (ভাবার্থ—সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানকে যেন পরিতুষ্ট করিতে পারি); তদনন্তর ভগবৎ-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ বল হৃদয়ে সঞ্চয় করি। (ভাবার্থ—আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন); (এইরূপে সামর্থ্য উপজিত হইল) আমরা জ্ঞানভক্তি-রূপ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার প্রার্থনায় সমর্থ হই। (ভাবার্থ—সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হইলে, ভগবানকে ডাকিবার সামর্থ্যও লাভ করা যায়)। (প্রার্থনার সামর্থ্য উপজিত হইলে) আমরা সত্ত্বসমন্বিত হৃদ্-রূপ যজ্ঞাগারে চিরনবীন পরমানন্দপ্রাপক পরমধনবিধাতা নিত্যতরুণ ইন্দ্রবায়ুদেবতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করুন। অনন্তর আমাদিগের সদ্ভাবরাশি প্রকৃষ্ট-রূপে আমাদিগকে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত করুক; এবং দেবভাবকামী

আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাউক। (ভাব এই যে,—সদ্ভাবের এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন নিত্য ভগবানকে অনুস্মরণ করি॥ (৪অ—১২খ—১২দ—৫সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং —অথ পঞ্চমী। পুরুহন্মা ঋষিঃ। অতঃ 'পুরঃ' পুরস্তাৎ উত্তরবেদ্যাং 'অগ্নিং' আহবনীয়াখ্যং 'ধিয়া' প্রণয়নাদিকর্ম্মণা 'দধে' ধারিতবানস্মি। 'তৎ' তং 'অর্কঃ' তদ্রূপং বলং বলবত্বং বাহ'দ্বং। যদ্বা। তদর্ক্কঃ আদৃশং মরুতাং সত্ত্বরূপং বলং 'দিবাং' বিবিক্তবৎ 'সু' ক্ষিপ্রং 'আ বৃণীমহে' আভিমুখ্যেন সম্ভজামহে কিঞ্চ ইন্দ্রবায়ূ 'বৃণীমহে' প্রার্থয়ামহে। 'যত্ন' সুপো লুক্ (৭।১।৩৯)। যঃ 'বিবস্বতে' দিবো হবীরূপং দমং ভজতে। 'নবাসে' যজত্রায় যজমানায় 'নাভা' নাভৌ ভূম্যানাভিস্থানে দেবযজনে। যদ্বা। বেদিরূপে। অথবা নাভৌ সর্ব্বস্য ফলস্য সম্বন্ধকে যজ্ঞে (যজ্ঞমাহুর্ভুবনস্য নাভিঃ ইতি শ্রুতেঃ) 'সন্দায়' বদ্ধা মিথঃ সংযুক্তা 'ক্ষোণী' ধনাদিকং কুর্ব্বাণৌ ভবতঃ। তৌ বৃণীমহে ইতি সম্বন্ধঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'অস্ত' 'শ্রৌষট্' অস্মাঃ স্তুতিঃ শ্রবণং অস্তু। শ্রোতা ভবতু বা মরুতাং গণোহপ্যর্থা; ইন্দ্রবায়ূপেক্ষে প্রত্যেকাপেক্ষয়ৈকবচনং)। 'অধ' অনন্তরং 'সঃ' 'দীভয়ঃ' অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি স্তুত্যাদিরূপাণি 'প্রনূনং' 'উপযন্তি' প্রকর্ষেণ বৃক্ষাগ্রপেত্য গচ্ছন্তি। কিঞ্চ, 'দেবামচ্ছান' অস্মাদিদেবান্ আভিমুখ্যেন প্রাপ্তুমিব 'দীভয়ঃ' অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি 'উপযন্তি' তেষাং সমীপং প্রাপয়ন্তি। 'আভক্তাৎ' 'আভুজদ্' ইতি—'নবাসে', 'নবাস'—ইতি, 'প্রনূনং' 'প্রতূনং'—ইতি চ ক্রমেণ সামমৃতশ্চ পাঠঃ॥ (৪প—১২খ—১২দ—৫সা)॥

## পঞ্চম (৪৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (ঃ§•§)ঃ ——

মন্ত্রটী বিশেষ সমস্যামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যের ও প্রচলিত অর্থ হইতে মন্ত্রের সুষ্ঠু ভাব উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুরঃ' 'নাভা' এবং 'অগ্নিং' পদত্রয় ব্যাখ্যায় অর্থে অনর্থ ঘটাইয়াছে। ভাষ্যকার 'পুরঃ' পদে 'উত্তরবেদ্যাং' এবং 'অগ্নিং' পদে 'আহবনীয়াখ্যং অগ্নিং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেরূপ অর্থ পরিগ্রহণের কোনও কারণ দেখি না। অথবা ঐরূপ ভাবপ্রকাশক কোনও শব্দের বিন্যাসও মন্ত্র মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। অগ্নির ও বেদীর প্রকার-ভেদে টীকাকারগণ, অগ্নির বিবিধ নাম-সংজ্ঞার পরিকল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে, যজ্ঞশালার পশ্চিম-বিভাগীয় 'প্রাচীনবংশ' নামক যজ্ঞবেদীর দক্ষিণ দিকে ধনুরাকার যে অগ্নিকুণ্ড, সেই কুণ্ডে স্থিত অগ্নি 'দক্ষিণাগ্নি' আখ্যায় আখ্যাত হয়। পূর্ব্বোক্ত বেদীর পশ্চিমাভিমুখী কুণ্ডে অবস্থিত অগ্নি গার্হপত্যাগ্নি, পূর্ব্বাভিমুখী চতুষ্কোণ কুণ্ডে অবস্থিত অগ্নি, আহবনীয়াগ্নি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞশালার পূর্ব্বাংশের বেদীর নাম—

উত্তরবেদী বা পরবেদী। এই বেদী দ্বিতীয় স্থানীয়। এই উভয় বেদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম নাভি। এইরূপে, ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ করা হয়, তাহা এই,—

"আমি ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহার স্বগীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু (পৃথিবীর) দীপ্তিমান্ নাভির (যজ্ঞস্থানের) উদ্দেশে অর্থবতী নূতন স্তুতি রচিত হইয়াছে অতএব অগ্নি তাহা শ্রবণ কর, অনন্তর আমাদিগের ক্রিয়াকর্ম্মে, যেরূপ অন্যান্য দেবতাগণের নিকট গমন করে, সেইরূপ তোমাদিগের (ইন্দ্র ও বায়ু) নিকটও গমন করুক।"

আমরা এ অর্থ অনুমোদন করি নাই। তাই ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মতে, মন্ত্রে একদিকে যেমন প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প-আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যদিকে তেমনি ভগবানের নিকট তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। আমরা এখানে, এ মন্ত্রে, 'অগ্নিং' পদে আহবনীয় বা অন্য কোনও অগ্নি কল্পনা করি না। আমরা 'অগ্নিং' পদে সেই অগ্নিকে লক্ষ্য করি, যাঁহার প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। 'অগ্নিং' পদে তাই আমাদের লক্ষ্য - 'প্রজ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং'। 'পুরঃ' পদের আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহাতে বেদীর ভাবই উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু আমাদের বেদী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'পুরঃ' পদে আমরা হৃদয়কেই লক্ষ্য করি। তাই আমরা 'ধিয়া অগ্নিং পুরঃ দধে' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় 'প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে হৃদয়রূপ বেদীতে উপবেশন করাইয়া' পরিতৃপ্ত হই। অবশ্য আমরা বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী নহি। তবে, সে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করাই আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব। বেদ-মন্ত্রের যে ত্রিবিধ ব্যাখ্যার বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই অন্যতম—আধ্যাত্মিকতা-মূলক। ইহাতে অন্যবিধ ব্যাখ্যার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা-প্রকাশের চিহ্নমাত্র নাই।

যাহা হউক, প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে যখনই হৃদয়ে বসাইতে পারিলাম অর্থাৎ যখনই জ্ঞানের উদয় হইল, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বলে হৃদয়ে কর্ম্ম-শক্তির সঞ্চার হইল। তখন কর্ম্মশক্তি-লাভে, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত প্রার্থনার অধিকারী হইলাম। মন্ত্রের প্রথম তিন বিভাগে এই ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করি। তার পর, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিবেদন, আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম; তখনই বুঝিলাম—তিনি নিত্যতরুণ; তখনই বুঝিলাম, তিনি পরমানন্দময়—পরমানন্দদানকারী। এই বুঝিয়া, তখন প্রার্থনা জানাইয়া কহিতে পারিলাম, - 'দয়াময়!—হৃদয়ে এস! শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন কর। আমাদের কর্ম্ম গ্রহণ কর। এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান কর, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের সকল কর্ম্ম সংপ্রাপ্ত হয়।'

ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলে যে সৎকর্ম্ম ও সদ্ভাব বিরাজিত, মন্ত্রের শেষ দুই অংশে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ দুই অংশও সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্ম্মে ও সদ্ভাবে যখন ভগবান পরিতুষ্ট হন, তখন আমরা যেন সেই সদ্ভাবের অধিকারী হই, এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই,—মন্ত্র এই সঙ্কল্পই

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুৎ' ( বিবেকরূপিন হে ভগবন্ ) 'গিরিজাঃ' ( হৃদিসঞ্জাতাঃ, যদ্বা—কর্ম্মণা সমুদ্ভূতাঃ ইত্যর্থঃ ) 'যা' ( প্রসিদ্ধাঃ ) 'মতয়ঃ' ( স্তুতয়ঃ, সদ্ভাবাদয়ঃ ইতি যাবৎ ) 'মরুত্বতে' ( অস্মৎসম্বন্ধিনে বিবেকসম্বন্ধযুতে ইতি ভাবঃ ) 'বিষ্ণবে' ( সর্ব্বব্যাপিনে ভগবতে, তুভ্যং ইতি ভাবঃ ) 'এব' নিত্যকালং ) 'প্র যন্তু' ( প্রগচ্ছন্তু ); অস্মাকং ঐকান্তিকী প্রার্থনাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! বঃ ( যূয়ং ) 'প্রযজ্যবে' ( প্রকৃষ্টরূপেণ যষ্টব্যায় ) 'সুখাদয়ে' ( সুখপ্রদায় ) 'শর্দ্ধা' ( শক্তেরাধারভূতায় ) 'তবসে' ( মহিমান্বিতায় ) 'ভন্দদিষ্টয়ে' ( পরমধনপ্রদাত্রায় ) 'ধুনিব্রতায়' ( কম্প্রতকর্ম্মায়, শত্রুনাশকায়, সৎকর্ম্মণাং আধারভূতায় ইতি ভাবঃ ) 'শবসে' ( শবস্বরূপাণাং অস্মাকং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ ) 'মহে' ( মহত্ত্বসম্পন্নায় ) ভগবতে হৃদিসঞ্জাতং শুদ্ধসত্ত্বং নিবেদয়ত। ইতি শেষঃ। তদেব ব্রতং সৎকর্ম্মসাধনং। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভগবতি সর্ব্বস্বার্পণরূপং ব্রতং মোক্ষবিধায়কং ইতি ভাবঃ॥ ( ৪অ—১২খ ১২দ—৬সা )॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী হে ভগবন্! হৃদিসঞ্জাত অথবা কর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভূত প্রসিদ্ধ স্তুতিসমূহ অথবা সদ্ভাবসমূহ আমাদের সম্বন্ধী বিবেকসম্বন্ধযুত সর্ব্বব্যাপী আপনার উদ্দেশে নিত্যকাল গমন করুক ( আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা নিত্যকাল ভগবানকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হউক ); অপিচ, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রকৃষ্টরূপে যষ্টব্য সুখপ্রদ সকল শক্তির আধার মহিমান্বিত পরমধনপ্রদাতা কম্প্রতকর্ম্মা অর্থাৎ শত্রুনাশক ও সকল সৎকর্ম্মের আধারভূত, শবস্বরূপ আমাদিগের রক্ষক মহান্ ভগবানের উদ্দেশ্যে হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন কর; তাহাই ব্রত বা সৎকর্ম্ম-সাধন। ( সাধক এখানে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। ভাব এই যে,—ভগবানে সর্ব্বস্বসমর্পণরূপ ব্রতই মোক্ষ-বিধায়ক )। ( ৪অ—১২খ—১০দ—৬সা )॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। এবযামরুদৃষিঃ। ছন্দঃ অতি জগতী। 'প্রযন্ত' প্রগচ্ছন্ত 'গিরিজাঃ' গিরৌ বাচি নিষ্পন্নাঃ 'মতয়ঃ' স্তুতয়ঃ। 'মহে' মহতে 'বঃ' তুভ্যং। বচন-ব্যত্যয়ঃ ( ৩।১।৮৫ )। 'বিষ্ণবে' ব্যাপ্তায়াং ইন্দ্রায় 'বিষ্ণবে' বা মরুত্বতে' মরুদ্ভিযুক্তে। কস্য স্তুতয়ঃ? ইত্যাচক্ষতে— 'এবযামরুৎ' এতন্নামকস্য ঋষেঃ। ষষ্ঠ্যা লুক্ ( ৭।১।৩৯ ) অথবা হে মরুৎ ঋষিঃ গিরিজাঃ স্তুতের্জনয়িতা ভবতি। কিঞ্চ, 'প্রযন্ত' স্তুতয়ঃ কস্মৈ? 'শর্দ্ধায়' বলায় মারুতায় ( ইত্যাদং সর্ব্বং বল-বিশেষণং )। 'প্রযজ্যবে' প্রকর্ষেণ যষ্টব্যায়। 'সুখাদয়ে' শোভনাভরণায়। ...ভরণ-

বিশেষঃ। 'সংভৃতেষু ধাদিশ্চ ক্রত্বশ্চ সদমে' ইতি। 'অংসেষু চ ধ্বয়ঃ পৎসু খাদয়' ইতি চ শ্রুতেঃ 'শুভসে' বলবতে। 'জন্মদিষ্টয়ে' স্তুতিরূপা ইষ্টির্যাসু তৎ জন্মদিষ্টিঃ তস্মৈ। 'দ্যুম্নশ্রবাঃ' মেঘানাং চালনং কর্ম্ম যস্য তাদৃশায় 'শবসে' গমনবতে॥ (৩অ—১২খ—১২গ—৬সা)॥

• • •

## ষষ্ঠ ( ৪৬২ ) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটীও জটিলতাপূর্ণ। এখানে 'গিরিজাঃ' 'এবযামরুৎ' প্রভৃতি পদ মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহানুসারে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাও অর্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করে। এস্থলে প্রথমে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"এবযামরুতের বাক্‌নিষ্পন্ন স্তোত্র সকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভালঙ্কৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও ক্রতগামী মরুৎগণের নিকট (যেন সেই স্তোত্র সকল উপস্থিত হয়)।"

ভাষ্যের মতে এই মন্ত্রের ঋষি—এবযামরুৎ। তিনি যেন স্তোত্রসমূহ প্রণয়ন করিতেছেন, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় 'গিরিজাঃ' পদে তাহাই উপলব্ধি হয়। কিন্তু বেদমন্ত্র – ভগবন্মুখনিঃসৃত; উহা যে কোনও মরদেহধারী পুরুষের বা রমণীর লিখিত নহে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মানিতে গেলে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যিনি প্রকৃত হিন্দু, তিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াই স্বীকার করেন। সুতরাং কোনও ঋষি বেদমন্ত্র-প্রণয়নে তদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতেছেন, —এরূপ উক্তি কদাচ সঙ্গত নহে। এবযামরুৎ নামক ঋষি মন্ত্রের দ্রষ্টা হইতে পারেন; কিন্তু তিনি প্রণেতা নহেন;—প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবেন। সুতরাং 'এবযামরুৎ ঋষির বাক্‌নিষ্পন্ন স্তোত্র' এরূপ উক্তি কদাচ মনুষ্যমধ্যে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তাই আমরা 'গিরিজাঃ' পদে 'হৃদি সঞ্জাতাঃ' অথবা 'কণ্ঠপ্রসমুদ্ভূতাঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'এবযামরুৎ' পদে কোনও ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। আমরা বিবিধভাবে ঐ পদের অর্থ নিষ্কাশন করিতে পারি; প্রথম— 'এব যা মরুত' এই তিন পদের সমবায়ে ঐ পদ সংগঠিত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি; দ্বিতীয় এবযা ও মরুৎ দুই পদে উহাকে বিভক্ত করিতে পারি। কিংবা 'এবযামরুৎ' এক পদ ধরিলেও তাহার অন্তবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রথমোক্ত বিভাগ অনুসারে 'এবযামরুৎ' পদের যে অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় বিভাগে 'এবযা' পদ 'মরুতঃ' পদের বিশেষণরূপে পরিকল্পিত হইতে পারে। তাহাতে ঐ পদের অর্থ হয়,—'ক্রতগমনশীলাঃ'। 'এবযাবন্' পদ হইতে 'এবযা' পদ নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। অভিধানে ঐ 'এবযাবন্' পদের অর্থ 'এইরূপ-গমনশীল' অর্থাৎ ক্ষিপ্রগমনকারী। হৃদয়ের যে আকুলতা, তাহা যেমন সত্বর ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে, তেমন আর কিছুই নহে। এই অর্থেই 'এবযা' পদের 'ক্রতগমনশীলাঃ' অর্থ অধ্যাহার করি। উভয়ত্রই 'মরুৎ' পদের অর্থ অভিন্ন রহিয়া যায়। আবার, ভাষ্যকারের

অনুসরণে 'এবযামরুৎ' পদকে ষষ্ঠ্যন্ত ধরিয়া লইলে, উহার অর্থ হয়,—আত্মোৎকর্ষসাধনশীল বিবেকসম্পন্নজনের 'গিরিজাঃ' হৃদয়ে সঞ্জাত অথবা কর্ণের দ্বারা সমুদ্ভূত। সর্ব্বভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এই ভাবেই মন্ত্রের ভাব উপলব্ধি করি। এই ভাবে মন্ত্রের ঐ অংশে বলা হইতেছে,—আত্মোৎকর্ষসাধনে যাঁহারা বিবেক-সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ের আহ্বান, ঐকান্তিক প্রার্থনা, স্বতঃই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়। দ্বিতীয় অংশে আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—আমাদের চিত্তবৃত্তি এমনইভাবে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক, এমনইভাবে ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হউক, যেন আমরা সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া ভগবানের পূজারাধনায় জীবন সার্থক করিতে পারি। এইরূপে ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলে, মোক্ষ আপনই অধিগত হইবে। * ( ৪অ—১২খ—১২স—৬সা )।

— • —

সপ্তমং সাম।

৩২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাꣳসি
৩১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩১২
তরতি সযুগ্বভিঃ সূরো ন সযুগ্বভিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ধারা পৃষ্ঠস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাস্যৃক্বভিঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সপ্তাস্যেভিঋ্ক্বভিঃ ॥ ৭ ॥

• • •

গেয়গানং।

৪ ৫ ১ ১ ২ ২ ৪ ৫ ১ র র র
১। আয়া। রুচা। হরি। ণ্যাপুনানাঃ। বিশ্বাদ্বেষাꣳসিতরতো
৪ ২ ৩ ৫ ২র ১ ২ ১ ^ ৩
২ ৩ সা। ৩ যুগ্বভিঃ। সূরো ২ ৩ না ৩। সা ২ যু ২ ৩ ৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ঘ্বা ১ ৩ ৪ ভোঃ ৩ ৭ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক চতুর্থ অধ্যায় অষ্টত্রিংশ বর্গের ( পঞ্চম মণ্ডল, সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ ) অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গান একটী; গানের নাম—'এবযামরুতঃ সামঃ'।

ভগবান ) 'ঋক্বভিঃ' ( স্বতেজোভিঃ ) 'অরুষঃ' ( স্বতঃপ্রকাশমানঃ ) ভবতি ইতি শেষঃ। অস্য ভাবঃ—সূর্য্যস্য রশ্ম যথা সপ্তকিরণেন জগতি সূর্য্যালোকং দদাতি, সত্ত্বভাবাদয়স্তথা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতয়া হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। ( ৪অ—১২খ—১২দ—৭সা )।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সূর্য্য যেমন আপনার কিরণের দ্বারা অবরক অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, সেইরূপ পবিত্রতাপ্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্ব তেজঃপ্রদীপ্ত ও দীপ্তিমন্ত তেজপূর্ণ শক্তির দ্বারা এবং আত্মজ্ঞান-উন্মেষণের দ্বারা বিশ্বের সকল শত্রুকে নাশ করেন। ( ভাবার্থঃ—সূর্য্য যেমন রশ্মির দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ করেন, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান আপনার প্রভাবের দ্বারা আত্মজ্ঞান উন্মেষ করিয়া অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করেন ) ; তদনন্তর (শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত হইলে) পবিত্রকারক জগদ্ধারক সেই ভগবানের তেজোরাশি অর্থাৎ করুণাধারা সাধকগণকে উদ্ভাসিত অর্থাৎ অভিষিক্ত করে ; ( ভাব এই যে,—হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে ভগবানের করুণাধারা আপনিই বিগলিত হয় )। আরও ভগবান যখন দেহাদিসপ্তসংজ্ঞক সৎকর্ম্মসাধনসাধনোপাদানসমন্বিত তেজঃসমূহের দ্বারা বিশ্বের ভূতজাতসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রাহক পবিত্রকারক ভগবান আপনার তেজের দ্বারা স্বতঃ-প্রকাশমান হয়েন। ( ভাব এই যে,—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য্যালোক প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে। )। ( ৪অ—১২খ—১২দ—৭সা )॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। অস্যানন্তঃ পারুচ্ছেপির্ঋষিঃ। 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'সোমঃ' 'হরিণ্যা' হরিতবর্ণয়া 'অয়া' অনয়া 'রুচা' রোচমানয়া ধারয়া 'বিশ্বা' 'সর্ব্বাণি' 'দ্বেষাংসি' দ্বেষ্টৄণি রক্ষাংসি 'তরতি' বিনাশয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সূরো ন' যথা সূর্য্যঃ 'সযুগ্ভিঃ' সহ যুক্তৈরশ্মিভিঃ তমাংসি হিনস্তি তদ্বৎ ( সযুগ্ভি'রিতি বিরুক্তিরাদরার্থা )। যথা। ধারয়া যুক্তঃ সোমো যুক্তৈস্তেজোভিঃ সহ রক্ষাংসি তরতি। তস্য 'পৃষ্ঠস্য' ( পৃষ্ঠ ইতি ধারক উচ্যতে ) জগতো ধারকস্য সোমস্য পততী ধারা 'রোচতে' দীপ্যতে। 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'অরুষঃ' আরোচমানো ভবতি। 'যৎ' যঃ সোমঃ 'সপ্তাস্যেভিঃ' রসাহরণশীলাদৈঃ 'ঋক্বভিঃ' স্তুতিমদ্ভিঃ 'ঋক্বভিঃ' তেজোভিঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'রূপাণি' 'পরিযাতি' পরিতো ব্যাপ্নোতি। 'পৃষ্ঠস্য'—'সূরস্য'—ইতি সাম্ব বচঃ পাঠৌ। ( ৪অ—১২খ—১২দ—৭সা )॥

• • •

# সপ্তম (৪৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রটী অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইলেও মন্ত্রের অন্তর্গত 'সপ্তাস্তেভিঃ', 'ধারা' প্রভৃতি পদে মন্ত্রের অংশবিশেষ একটু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ভাষ্যানুসারী একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এতদ্বিষয় কতকটা উপলব্ধ হইবে; যথা,—

"যেমন সূর্য্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ পূর্ব্বক সকল শত্রু সংহার করিতেছেন। শোধিত হইবার পর ইহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছে, হরি শোধিত হইয়া হরিতবর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া হরি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন।"

'সপ্তাস্তেভিঃ' পদে সূর্য্যের সাতটী কিরণের বিষয়ই অনেকস্থলে উল্লিখিত হয়। 'হরিঃ' প্রভৃতি হরিদ্বর্ণ সোমকে লক্ষ্য করে। সোম - মাদকদ্রব্য; তাই জলের ন্যায় তাহার ধারা প্রবাহিত হয়। সোম শোধিত হইলে তাহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, - প্রভৃতি বিবিধ ভাব পরিগৃহীত হয়। সপ্তাস্তেভিঃ পদে সপ্তছন্দের বিষয়ও অনেকস্থলে (ভাষ্য প্রভৃতিতে) ব্যাখ্যাত হয়। নিরুক্তে 'সপ্তাস্তেভিঃ' পদে সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয়ই পরিকল্পিত হয়,—"সপ্তৈতানাদিত্য-রশ্মীনয়মাদিত্যো গিরতি"—ইত্যাদি (নিঃ ২।২১)। এখানে 'সপ্ত' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সপ্তাস্তেভিঃ' পদে আমরা 'ভগবৎসম্বন্ধকারকৈঃ দেহাদিসপ্তসংজ্ঞকৈঃ সৎকর্ম্মোপাদানসমন্বিতৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন্' পদের মূল —'সপ্' ধাতু; উহার অর্থ—একত্রীকরণ, মিশ্রীকরণ। যাহা একত্র করায় বা মিশ্রিত বা মিলিত করায়—সেই ভাব প্রকাশ পক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। ফলতঃ, ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, এখানে 'সপ্ত' পদে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমাপক্ষে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে যদি সূর্য্যদেবের সপ্তরশ্মির ভাবই মনে করা যায়, তাহাতেই বা কি তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়? সাধারণতঃ সূর্য্যরশ্মিতে আমরা শ্বেতবর্ণই প্রত্যক্ষ করি। বাস্তবপক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোনও বর্ণ নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন—সাতটী স্বতন্ত্র বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হয়। সেই সাতটী বর্ণ একত্র হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ করে; তাই সেই সপ্তবর্ণ - সূর্য্যের 'সপ্তরশ্মি' বা 'সপ্তজিহ্ব' বা 'সপ্তকিরণ' বা 'সপ্তাশ্ব' নামে অভিহিত হয়। সূর্য্যদেবের যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই সপ্তরশ্মির বা সপ্তজিহ্বার (সপ্তবর্ণের) সমষ্টি মাত্র। এখানেও সেই মিলনের বা মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পায়। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম—যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা সূর্য্যদেব প্রকাশমান হন, তেমনি সৎকর্ম্মসঞ্জাত সদ্ভাবসমূহের দ্বারা ভগবান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশমান হউন। এখন, সপ্তকিরণের দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান হন এবং তাঁহার সপ্তকিরণ একীভূত হওয়ায় যে কিরণ উদ্ভূত হয় বা আমরা দেখিতে পাই, তাহার সহিত সদ্ভাবোন্মেষের কি সপ্ত উপাদান আছে, দেখা যাউক। সেই সাতটী উপাদান—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত—এইরূপ মনে করিতে পারি। এই সকল যখন

ভগবানে সংযুক্ত হয়, তখনই দেহ সত্ত্বভাবে বা দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই ভাবই আমরা 'সপ্তাস্যেভিঃ' পদে উপলব্ধি করি।

আমরা মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রকাশক আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের 'সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ' উপমায় যে সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়, তাহা এই,—'সূর্য্য যেমন আপনার কিরণসমূহের দ্বারা অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক বিকীরণ করেন। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে সেইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়।' এখানে 'বেষাংসি' পদে অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞানতার সহচর মায়া-মোহ-কাম-ক্রোধাদি রিপুর প্রতি লক্ষ্য আছে। ভগবানের আবির্ভাবে সত্ত্বভাবোদয়ে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়—এই সত্য মন্ত্রের প্রথমাংশে বিঘোষিত। যখন সত্ত্বভাবে হৃদয় মণ্ডিত হয়, তখনই ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত হইতে থাকে। তার পর, ভগবানের করুণাধারা সিক্ত হইলে ভগবৎসম্বন্ধসূচক সদ্বৃত্তিনিচয়, সকল কর্ম্মে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। তখনই ভগবান হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশশীল হয়েন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম্মসকল সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক, আর সেই কর্ম্ম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকুক।'

মানুষ অজ্ঞানতা মায়া-মোহাদিতে অভিভূত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অগ্রসর হইবার পথে তাহারাই অন্তরায় হইয়া উঠে। ভগবৎ-কৃপায় সেই শত্রুসকল বিধ্বস্ত হইলে, অন্তর সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তখন ভগবানের করুণাধারা আপনিই বর্ষিত হইতে থাকে। তখনই তিনি স্বয়ং আসিয়া সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। ( ৪অ – ১২খ – ১২দ ৭সা )।

অষ্টমং সাম।

৩ ২উ   ৩ ১   ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র   ৩ ১ ২ ৩
অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতু-
১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ২   ৩ ২   ৩ ২
মর্চ্চামি সত্যসব৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিং।
৩ ২উ   ৩ ২ ৩ ১   ২র ৩   ২ ২ ৩
ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিতদ্যুৎ সবীমনি
১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১   ২
হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্বিংশ বর্গের (নবম মণ্ডল একাদশাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্) অন্তর্ভুক্ত। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান তিনটী; তিনটীরই নাম—'বিষমাণানি ত্রীণি'।

ভাবানীতি (প্রেরয়তে); 'হিরণ্যপাণিঃ' (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎজ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্তঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনক্রতুসম্পন্নঃ, সৎকর্ম্মমণ্ডিতঃ) 'সঃ' (সবিতৃদেবঃ) 'কৃপা' (কল্পনয়া) 'অমিমীত' (অপ্রমেয়ঃ—কল্পনয়াপি যস্য পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনায় অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ। মন্ত্রাংশো ভগবতঃ গুণপ্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। (৪অ—১২খ—১২দ—৮সা)। *

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অথবা অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্যস্বরূপ অথবা অর্চ্চনাকারিদিগকে সৎপথে নয়নকর্ত্তা, সৎকর্ম্মের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠ-রত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চ্চনাকারি-গণের সুমতিবিধায়ক, ক্রান্তদর্শী (সর্ব্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক)। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশশীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ (নিখিলসত্ত্বাবজনন-নিমিত্ত) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ-হৃদয়াভিমুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন করে; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনক্রতুসম্পন্ন অথবা সৎকর্ম্মমণ্ডিত সেই সবিতৃদেব, লোক-সমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে।)। (৪অ—১০খ—১২দ—৮সা)।

---

* যজুর্ব্বেদে এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও যে তিনটী মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহার মর্ম্ম; যথা,—

হে দেব! 'প্রজাভ্যঃ' (নিখিলজনানাং শ্রেয়সাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চামি ইতি শেষঃ। হে দেব! 'প্রজাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ) 'ত্বা, (ত্বাং) 'অনুপ্রাণন্তু' (জীবন্তু, ত্বাং উদ্দীপয়ন্ত্বিত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রাংশঃ। হে দেব! এবং কুরু যেন বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে লোকাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্যতাঃ ভবন্তু। হে দেব! 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ জনাঃ) 'ত্বং' 'অনুপ্রাণিহি' (শুদ্ধসত্ত্বদানেন জীবয়তু)। অয়ং মন্ত্রাংশোঽপি প্রার্থনামূলকঃ। প্রাণিনাং হৃদি অধিতিষ্ঠন্ স ভগবান জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্ সন্মার্গগামিনঃ চ কুরু; অপিচ তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু। ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। নকুলঋষিঃ। ছন্দ অষ্টিঃ। 'সবিতারং' প্রেরকং 'দেবং' যাগ ব্যাপারেণ 'অভি অর্চ্চামি' সর্ব্বতঃ পূজয়ামি। কীদৃশং? 'কবিক্রতুং' ক্রান্তপ্রজ্ঞং 'সত্যসবং' অবিতথপ্রেরণং। 'রত্নধাং' রমণীয়ানাং ধনানাং দাতারং। 'অভিপ্রিয়ং' সর্ব্বতঃ প্রীতিযুক্তং। 'মতিং' মননীয়ং স্তুত্যং 'যস্য' সবিতুঃ 'ভা' দীপ্তিঃ 'ঊর্দ্ধা' উন্নতা সতী 'ওণ্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। 'অদিদ্যুতৎ' অতিশয়েন দীপ্যতে। যস্য সবিতুঃ 'সবীমনি' প্রসবে সতি 'অমতিঃ' সর্ব্বৈরাৎ কান্তিঃ অদিদ্যুতৎ ভৃশং প্রকাশতে। সঃ 'সুক্রতুঃ' শোভনকর্ম্মা 'হিরণ্যপাণিঃ' হিরণ্যহস্তঃ সবিতা দেবঃ 'কৃপা' কৃপয়া 'স্বঃ' স্বর্গে নিমিত্তভূতে সতি 'অমিমীত' 'ইমং' সোমং ইত্যর্থা মিতবান্। যদ্বা। স্বঃ সর্ব্বস্য কৃপয়া সঙ্কল্পেন নিরমিমীত॥ (৪অ—১২খ—১২দ-৮সা)॥

• • •

## অষ্টম ( ৪৬৪ ) সামের মর্ম্মার্থ।

— —:§•§:— —

এই সামমন্ত্রটীতে ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই বিভাগের প্রথম দুইটীতে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট কয়টী বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, শেষোক্ত মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। প্রথম দুই মন্ত্রের ভাষ্যে, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (সূর্য্য বা কোন দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমাহাত্ম্য বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—'সেই সবিতাদেবতাকে সর্ব্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা?—না, তিনি, 'ওণ্যোঃ' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্ত্তমান। তিনি 'কবিক্রতুং' অর্থাৎ মেধাবীকর্ম্মা; তিনি 'সত্যসবং' অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ; তিনি 'রত্নধাং' অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা; তিনি 'অভিপ্রিয়ং' অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রীতির বিষয়; তিনি 'মতিং' অর্থাৎ মননযোগ্য; তিনি 'কবিং' অর্থাৎ ক্রান্তপ্রজ্ঞ।' তার পর তিনি বলিয়াছেন,—'অপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি অমতি অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান্ করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আত্মপ্রকাশময়ী। কি অর্থে সে দীপ্তি দীপ্তিমান্ হয়?—না—কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান নিমিত্ত। 'অমিমীত' অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি 'হিরণ্যপাণিঃ' অর্থাৎ সুবর্ণাভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু সঙ্কল্পযুক্ত।' মন্ত্রে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদসমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। এই মন্ত্রটী যজুর্ব্বেদেও দৃষ্ট হয়। এস্থলে আমরা যজুর্ব্বেদোক্ত ভাষ্যেরও অনুসরণ করিয়াছি। মন্ত্রের পূর্ব্বাংশেও উক্ত ভাষ্যেরও আভাস দেখিতে পাইবেন। যজুর্ব্বেদে এই মন্ত্রের সহিত আরও তিনটী অতিরিক্ত মন্ত্র আছে। এখানে তাহার আভাষ দিতেছি। ভাষ্যমতে সেই মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। সেখানেও প্রকাশ, শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, তৃতীয় মন্ত্রে, সোমকে উষ্ণীষের দ্বারা বন্ধন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে, এই যে,—'হে সোম! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে বন্ধন করি।' কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে যজুর্ব্বেদে এই মন্ত্রাংশ উচ্চারণকালে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়,—অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তৃতীয় মন্ত্রে উষ্ণীষ মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্ধন করা হইল, তাঁহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—'হে সোম? প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কথনও শ্বাসরোধ না হয়,—এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া জীবিত থাক।' এই জন্যই ভাষ্যমতে বিবর করিবার উদ্দেশ্য। এই সামমন্ত্রে যজুর্ম্মন্ত্রের অনুসরণে সেরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই; অথবা অর্থেরও কোনও বৈলক্ষণ্য সংঘটিত দেখি না। সামবেদে এই মন্ত্রের তাদৃশ জটিলতাও উপলব্ধি হয় না। সেখানে প্রার্থনায় সরলতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্রাংশ তিনটীর অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রাংশের (মর্ম্মানুসারিণীর নোট দ্রষ্টব্য) বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটী মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সর্ব্বথা একমত হইতে পারি না। যজুর্ব্বেদের ভাষ্যের অনুসরণে দেবতাকে বা দেবভাবকে উষ্ণীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতাদৃশ সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। সূত্রোক্ত প্রয়োগবিধির তাৎপর্য্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ভাষ্যের মন্ত্রের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবভাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয় ভিন্ন, অন্যত্র তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গল তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—"হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।" আমরাও এস্থলে সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমরা মনে করি, দেবতাকে—শুদ্ধসত্ত্বাধার দেবভাব-সমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে অর্চ্চনা করি, অর্থাৎ হৃদয় মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি।' হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ই তাঁহার উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ই মন্ত্রে উক্ত

হইয়াছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মূর্ত্তি নহে। আমরা তাই হৃদয়ে নিবদ্ধ করা রূপ ভাবেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে পরিশ্রম করিয়াছি।

চতুর্থ মন্ত্রেও ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এই মন্ত্রের অর্থ—'নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।' তবে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। 'প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক'—ইহার মর্ম্ম কি? সংসারী জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে! সাধারণ দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে এ বাক্যের মধ্যে যে এক সত্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসমন্বিত হউক।' দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্ম্মে অধিষ্ঠিত। সৎকর্ম্মসাধনে ভক্তি-সহযুত সৎকর্ম্মে দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্ম্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি? সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সত্ত্বভাবপোষণ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে, 'হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।' চতুর্থ মন্ত্রে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

পঞ্চম মন্ত্রে এই ভাব আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন বলা হইল, 'প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক;' এ মন্ত্রে তেমনি জানান হইল, 'সে তো আপনারই অনুগ্রহ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে!' তাই প্রার্থনা হইয়াছে, 'আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।' কিরূপে? শুদ্ধসত্ত্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়া আছে! অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে! সুতরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল, তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই! সে আবার অন্যের চৈতন্য সম্পাদন করিবে কি প্রকারে? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না! তাহা হইলে তাহার যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা, অজ্ঞানবরণ-নাশায়, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে; নিখিল প্রাণিগণ সৎপথে গমন করুক; তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার

অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে।' চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অন্যের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহাই তাৎপর্য্য। সদ্ভাবাচরণে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি, আর অসন্মার্গগমনে নিরয়কূপে নিমগ্ন হওয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটী শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অন্যদিকে তেমনি আত্মোদ্বোধক-সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটী গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত। তিনি নির্গুণ, তিনি গুণাতীত আবার গুণময়! তাঁহাতে পরস্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, এ সকল গুণবিশেষণেরও তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে হইবে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে! যদি গুণের অধিকারী না হলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে উপনীত হইবে কিসের সাহায্যে? তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া সেই গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে! তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" অর্থাৎ, বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের ধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হয়, পরমপিতার যে গুণাবলী অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অন্য আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপ গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষতঃই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অরূপে রূপের, গুণাতীত নির্গুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, গুণহীন যিনি—গুণময় যিনি অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে 'অভিশ্রিয়ং' অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। ভগবান যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-বিন্যাসের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী হও। তুমিও তাঁহার ন্যায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিঃ' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'হিরণ্যং পাণৌ যস্য সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ', 'হিরণ্যহস্তঃ' অর্থাৎ যাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান অথবা সুবর্ণহস্ত। 'হিরণ্যপাণিঃ' পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যাদি জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে, তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধন-দানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃত্বগুণসম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। 'নাস্তি দানাৎ পরো ধর্ম্মঃ'—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। সুতরাং দানধর্ম্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে গুণে গুণবান, তিনিই সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, যোদ্ধার নিকট যোদ্ধৃপুরুষের আদর, ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মপরায়ণের আদর হয়—স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদিগের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপ-গুণ বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেন না, তিনি তাহারই আদর করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের দুইটি বিশেষণ পদ আছে—'কবিক্রতুঃ' ও 'সুক্রতুঃ'। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শোভন কর্ম্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; আবার, তাঁহার প্রজ্ঞান-স্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান সংসাধিত নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদসৎ-বিচারশূন্য

হইয়া সারই বিপথে পরিচালিত হয় ; সুতরাং প্রতি পদেই তাহার পদ-স্খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম সৎপথে পরিচালিত হয় না, সৎকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্ব্বোক্ত পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভগবান্ প্রজ্ঞানস্বরূপ সৎকর্ম্মমণ্ডিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এখানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানমিশ্রিত সৎকর্ম্মেই ভগবান পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ - তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও ; তিনি যেমন সৎকর্ম্ম-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সৎকর্ম্মপর হও। হও—জ্ঞানবান, হও—সৎকর্ম্মসাধক ; সঞ্চয় কর জ্ঞান-কিরণ সম্পন্ন কর সৎকর্ম্ম। তাহা হইলেই প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্ম্মমণ্ডিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে ;—তাহাতেই তোমার গতিমুক্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত হইয়াছে। ( ৪অ -১২থ—১২দ ৮সা )। *

— • —

নবমং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

অগ্নি৺ হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসোঃ সূনু৺

২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সহসো জাতবেদসং বিপ্রং ন জাতবেদসম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু শুক্রশোচিষ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ৯ ॥

* • *

গেয়-গানং।

৫ র ২ ৪র ১২ ২ ২ ১ ২ ২ ৫

১। অগ্নি৺ হোতা। রম্মাই ২ দাস্বস্তাম্। ঔ ৩ বা ৩। বাসোঃ সূ ২ ৩ ৪ নূম্।

২ র S ১ ২ — ২ র ২ ১ ৩

সহসোহা ৩ জাতে ২ ১ দাসা ১ ম্। বিপ্রম্ঞা। ঔ ৩ বা। জতে ১ দা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী যজুর্ব্বেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ কণ্ডিকায় দৃষ্ট হয় ( মৎপ্রকাশিত যজুর্ব্বেদ-সংহিতার ৮৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ইহার গেয়গান—একটি ; তাহার নাম—'সংবৃতুঃ সাম'।

২৫১ ২৫ ৪ ২৩৫ ৩২ ৭ ৫
আজ,। হ্বানা ৩ স্যা ৩ সর্পিষঃ। উহাবোহা ২ ৩ ৪ বাঃ। ঔ।

২ ১ ৩ ২১৪ ২
অগ্নিষ্টপতৌ। প্রাতদহা ২ ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। এ ৩।

১২ ১ ২ ২ ১২
বিশ্বে সমত্রিণং দহ। ২। এ ৩। বিশ্বে-

১ ২৩১১১১
সমত্রিণং দহা ২ ২ ৩ ৫ ॥ ৯ ॥

১ ৮ ৩ ২৩৭৫ ২৮ ৩ ৪ ২ ১ ২৫
৪। ত্যগ্নাগ্নিঃ। প্রাতিদহতী। হাউহো ২ ৫ হাউ। অগ্নিষ্ট হো। তারস্মা

৪ ২৫৩৫ ২ ১ ২৫ ৫ ৪ ২৫৩
৩ হো ৩ দাস্বন্তম্। বসোঃ। সূনুং সহসোজা ৩ তা ৩ বেদসম্।

২ ১ ২ ৪ ২৫৩৫ ২১ ২ ৪ ২৪৫
বিপ্রাম্। নজা ৩ তা ৩ বেদসম্। যউ। ধ্বরা ৩ স ৩ ধ্বরঃ।

২৫ ১ ২৫ ৪ ২৫৩৫ ২১ ২ ৫
দেবো। দেবা ৩ চী ৩ য়াকৃপা। ঘৃণা। অনুভ্রাষ্টিমনুশূ ৩

৪ ২৫ ৪৫ ২৫১ ২৫ ৪ ২৩৫
ক্রা ৩ শোচিষঃ। আজ,। হ্বানা ৩ সা ৩ সর্পিষঃ।

২ ৮ ৩ ১৩৪৫ ২৮
ত্যগ্নাগ্নিঃ। প্রাতিদহতী। হাউহো ২ ৫ হাউ।

৫ ২ ১২ ১ ২ ২
বা। এ ৩। বিশ্বে সমত্রিণন্দহ। এ ৩।

১২ ১৩ ২ ২ ১২২
বিশ্বে সাত্রিণন্দহ। এত। বিশ্বংস-

২ ৩ ১ ১ ১ ১
ত্রিন্দহা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতারং' (দেবানাং দেবতানাং বা আহ্বাতারং জনকং বা ইতি যাবৎ) 'দাস্বন্তং' (অভিমতেন দানবন্তং, পরমধনস্য বিধাতারং) 'বসোঃ' (বাসকং, সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূতং) 'সহসঃ সূনুং' (সর্ব্বশক্তেরাধারং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রজনকং ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসং'

'প্রেরিণ্যা' (প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি—সাধকানাং হৃদি ইত্যর্থঃ); ভগবদনুগ্রহেণ হৃদি সত্ত্বভাবঃ উপজায়তে ইতি ভাবঃ। ততঃ সঃ ভগবান 'বিশ্বং' (সর্ব্বব্যাপকং) 'অদেবং' (তমোরূপং অসুরং, যদ্বা—ভগবৎসম্বন্ধবিরোধিনং সর্ব্বাবনং অনাচারং ইতি ভাবঃ) 'ওজসা' (বলেন) 'অভিভুবৎ' (অভিভবতি; এবং সতি 'শত্রুষু' নষ্টেষু সর্ব্বকর্ম্মাধারঃ ভগবান) 'উর্জ্জং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) বিদেৎ (প্রেরয়তি সাধকেষু ইতি যাবৎ), অপিচ 'ইষং' (অভীষ্টং) 'বিদেৎ' (বিদধাতি, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরু। অপিচ জ্ঞানভক্তিসংযুতান সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কৃত্বা অস্মান্ পরমধনং চ প্রযচ্ছ। (৪অ ১২খ—১২দ ১০সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন হে ভগবন্! আপনি লোকসমূহের পরমানন্দদায়ক অথবা সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হয়েন; অতীতবর্ত্তমান সর্ব্বকালে বিদ্যমান আপনার সম্বন্ধে আপনার মহিমাব্যঞ্জক পরিত্রোদ্ধারণার্থ শত্রুনাশ দ্বারা সত্ত্বভাবজননরূপ কর্ম্ম (অথবা অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানোন্মেষণ) সকল লোকে প্রশংসিত হয়, (ভাবার্থ,—ভগবানের মহিমা সর্ব্ববিদিত); সেই ভগবান আপনার বলের দ্বারা দেবভাবসমূহের অবরোধক অজ্ঞানতামস বিদূরিত করিয়া, (সাধকগণের হৃদয়ে) সত্ত্বভাবপ্রবাহ প্রকৃষ্টরূপে প্রেরণ করেন। (ভাবার্থ—ভগবানের অনুগ্রহেই হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজাত হয়); অনন্তর সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী তমোরূপ অসুরকে বলের দ্বারা অভিভূত করেন; এইরূপে শত্রুনাশ হইলে সর্ব্বকর্ম্মাধার ভগবান, সাধকগণের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধক-সামর্থ্য প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করেন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শত্রুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন; এবং জ্ঞান-ভক্তিসংযুত সত্ত্বভাবসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন)। (৪অ—১২খ—১২দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ দশমী। গৃৎসমদদৃষ্টাঃ। ছন্দ অতিশক্করী। 'নৃভিঃ' সর্ব্বৈরাহ্‌ত্বিগ্‌ভিঃ প্রবর্দ্ধিতঃ হে 'ইন্দ্র'! 'নবীয়ং' নবতমং বিস্তরং। 'প্রথমং' প্রত্নং (প্রাথমং প্রত্নমং—ইতি যাস্কঃ) 'পূর্ব্ব্যং' পূর্ব্বকালজং যথা 'কৃতং' 'অব' 'তাদ্' তদপঃ কর্ম্ম 'দিবি' স্বর্গলোকে 'প্রবাচ্যং' দেবৈঃ প্রকর্ষেণ বক্তব্যং স্তবনীয়মিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে 'দেবস্থ' বিজিগীষোঃ 'অসুরস্য' 'অসুং' অসুং প্রাণং 'বিদন' ছিন্দন বং 'অপঃ' উদকানি তেন নিরুদ্ধান 'অরিণাঃ' প্রৈরয়ঃ। ইতি যদেতৎ কর্ম্ম তৎপ্রবাচ্যমিতি সম্বন্ধঃ। সহোরুক্ষ'

সন্তানের প্রতি তাঁহাদের নিষ্ঠুর-ব্যবহারের পরিচয় পাই। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর-ব্যবহারের মূলে যে মহান্ উদ্দেশ্য—সন্তানের অশেষ মঙ্গলসাধনেচ্ছা বিদ্যমান, তাহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়। ভগবৎপক্ষেও মানুষের পরমকল্যাণবিধানের উদ্দেশ্যেরই পরিচয় পাই। সন্তানের মঙ্গলের জন্যই সন্তানের প্রতি তাঁহার অশেষ তাড়না—দুঃখ-কষ্টের বোঝা মস্তকে চাপাইয়া দিয়া, তাঁহার প্রতি তাহাকে অনুরক্ত করিবার প্রয়াস। সংসারের মায়ামোহে পড়িয়া মানুষ আত্মবিস্মৃত থাকে। তাহার সেই আত্মোদ্বোধনার জন্যই ভগবানের কঠোর শাসন। মন্ত্রের প্রার্থনায় এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ব'লয়া মনে করি। নচেৎ, সংসারবন্ধন-নাশের এবং সদ্ভাবের প্রার্থনা হৃদয়ে ফুটিয়া উঠা সম্ভবপর কি ?

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী এক দিকে যেমন নিত্যসত্য-প্রকাশক, অন্য দিকে তেমনি প্রার্থনা-সূচক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে আমরা ভাষ্যের পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের প্রকাশিত 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হইবে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি সকলের নর্ত্তয়িতা। তুমি মনুষ্যদিগের হিতকর যে বিখ্যাত কর্ম্ম পূর্ব্বকালে সম্পাদন করিয়াছিলে, তাহা দ্যুলোকে শ্লাঘনীয় হইয়াছে। তুমি নিজ পরাক্রমে দেবের প্রাণ হিংসা করতঃ অবরুদ্ধ জল ছাড়িয়া দিয়াছিলে। ইন্দ্র নিজবলে সমস্ত অদেব অভিভূত করেন। শতক্রতু যেন বল অবগত হয়েন, এবং অন্ন অবগত হয়েন।"

এই ব্যাখ্যার ও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত অন্য কিছুই বলা চলিতে পারে না। তিনি যেন এই মরজগতেরই একজন জন্মজরামরণশীল পুরুষ তাঁহার কৃত সংকর্ম্ম স্বর্গলোকে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল ইত্যাদি। আর তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন অর্থাৎ তোষামোদ যেন মন্ত্রমধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আমরা 'ইন্দ্র' পদে স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহণ করি। 'ইন্দ্র' পদে আমাদের মতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে মন্ত্রে তাঁহার অসীম শক্তি-সামর্থ্যের এবং করুণার বিকাশ হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটী পদ লক্ষ্য করিবার আছে,—'প্রথমং পূর্ব্ব্যং', 'দেবত্তা' 'অদেবং' প্রভৃতি। ভাষ্যের মতে 'প্রথমং পূর্ব্ব্যং'। ঐ দুই পদের মধ্যে 'প্রথমং' পদে ভাষ্যকার 'প্রথমং' (প্রখ্যাতং) অর্থ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব্যং' পদের 'পূর্ব্বকালে ভবং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এ অর্থে একটা সংশয় প্রশ্ন উদয় হয়। 'পূর্ব্ব্যং' পদের পূর্ব্বকালে অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, বেদমন্ত্রের সহিত কালসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে বেদমন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। নিত্য-সত্য-সনাতন পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হইতেছেন। আবার তিনি অতীত-অনাগত-ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই তিনি সন্তানের কল্যাণসাধনে তৎপর রহিয়াছেন। কিসে দেবভাবের বিকাশ হয়, কিসে সৎ-প্রাণিমাত্রেই সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎপথে পরিচালিত হয়, কিসে তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার আত্মসম্মিলন করিতে পারে—ভগবানের এ প্রচেষ্টা, সন্তানের প্রতি এ কৃপা-দৃষ্টি, অনাদি অনন্তকাল হইতেই

চলিয়া আসিতেছে। আজ তিনি তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ, কাল তিনি তাহাদের প্রতি নির্দ্দয়তাপূর্ণ—ভগবানে ইহা কদাচ সম্ভবপর নয়। আরও, তাঁহার উপাসনারও পৌর্ব্বাপর্য্য; ভূত ভবিষ্যৎ, অতীত অনাগত কালাকাল নাই। সন্তানের প্রতি তাঁহার এ করুণা, আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আবহমানকালই তিনি সমান ভাবে সকলের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, যিনি যখনই তাঁহার অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিবেন; তিনি তখনই বুঝিবেন—তিনি তো নূতন নহেন—তিনি পুরাতন—তিনি সনাতন। তাঁহার করুণাধারা তো এই নূতন নহে। আবহমানকাল হইতে এ ধারা যে বহিয়া চলিয়াছে। তিনি যে 'অজোনিত্যঃশাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই; তিনি শাশ্বত; তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ; শরীর বিনিষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই তিনি 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি নির্ব্বিকার, চিরদিনই তিনি আছেন; চিরদিনই তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হইতেছে, চিরদিনই তাঁহার স্তুতি-বন্দনা চলিয়া আসিতেছে। আজি যে কেবল আমিই তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা নহে; আমি, আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ, আমার পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণ সকলেই তাঁহার উপাসনায় রত হইয়াছিলেন, তাঁহার করুণা লাভের জন্য—তাঁহার সান্নিকর্ষ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমিই যে এ পথের পথিক, তাহা নহে; অধুনাতন সাধকগণের প্রতিই যে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয় অথবা অধুনা যে তিনি সাধক হৃদয়ে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা নহে। অনাদি অনন্ত কাল হইতে অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছিলেন, আবার অনাদি অনন্ত কাল হইতে অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার করুণা লাভে ধন্য হইয়াছিলেন; এইরূপ অনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন এবং ভগবানের করুণাধারা লাভে আপনাকে ধন্য মনে করিবেন। সকলেই প্রথম, সকলেই 'পূর্ব্ব্যং' বলিয়া গিয়াছেন, বলিতেছেন ও বলিবেন। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাহারা অসীম অনন্তের একটা সীমা পরিকল্পনা করিয়া লয়। অনন্ত কাল যেমন মাস, ঋতু, বর্ষ, দিন, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, পল, বিপল, অনুপল, যুগ, মন্বন্তর প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সীমাবদ্ধ হয়, 'পূর্ব্ব্যং' এবং 'প্রথমং' শব্দদ্বয়েও সেইরূপ অসীম অনন্ত কালের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বলিয়াই আমরা মনে করি। তাই যখনই 'প্রথমং' বলিবে, যখনই 'পূর্ব্ব্যং' শব্দের প্রতিধ্বনি হইবে; তখনই তাহাতেও সেই পূর্ব্ব, তখনই তাহাতেও সেই প্রথম বুঝাইবে। তখনই তাহাতে সেই চিরনূতন, সেই নিত্যতরুণের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। ইহাই 'প্রথমং' ও 'পূর্ব্ব্যং' পদদ্বয়ের বিশেষত্ব। এই ভাবেই আমরা পূর্ব্বোক্ত পদদ্বয়ের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি।

মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতাকে 'নৃতুঃ' বলা হইয়াছে। 'নৃতুঃ' পদের অর্থ,—ভাষ্যমতে, 'নর্ত্তয়িতঃ' 'প্রবর্ত্তয়িতঃ'। 'নর্ত্তয়িতঃ' পদে সোমপানজনিত উন্মাদনার ভাব কেহ কেহ উপলব্ধি করেন। আমরা সে উন্মাদনাকে জ্ঞানের উন্মাদনা বলিয়াই মনে করি। মনোমধুকর যখন শ্রীভগবানের

চরণ-কোকনদে মধুপান জন্য উদগ্রীব হয়, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সে উন্মাদের ন্যায়ই সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অবাধগতিতে ছুটিতে থাকে। তাহার একমাত্র লক্ষ্য—আত্মার আত্মসম্মিলন—পরমানন্দ-প্রাপ্তি। মন যখন সে আস্বাদ পায়, মন যখন অমৃতের অমৃতত্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে যে উন্মাদনার সঞ্চার হয়, সে উন্মাদনার তুলনা আছে কি? তখন সংসারের বিষয় বন্ধন টুটিয়া যায়; মায়া-মোহের কুহকে পড়িয়া তাহাকে আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তখন আত্মায় ও পরমাত্মায় ভেদ জ্ঞান থাকে না; 'আমি, 'আমার' আমিত্ব তিরোহিত হইয়া তখন তন্ময়তা আসে। তখনকার সে যে আনন্দ, তাহার তুলনা আছে কি? ভগবান কৃপা করিয়া সে আনন্দের বিধান করেন, তাই তিনি 'নৃতঃ'। তিনি আবার—সৎকর্ম্মেরও প্রবর্ত্তক। সংসারের নানা আবিলতার মধ্যে থাকিয়া মানুষ কামাদিরিপুর প্রলোভনে প্রায়শঃই বিপথগামী হয়। ভগবদনুগ্রহে, দিব্য জ্ঞানজ্যোতিতে, সদসৎবিচারে সমর্থ না হইলে, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্তি আসে না। সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, মনে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহারও তুলনা হয় না। ভগবান স্বয়ং এতদুভয় ব্যাপারে সহায়ক হন; এমন কি, তত্তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃক তাঁহারই। তাই তিনি 'নৃতঃ'।

এই মন্ত্রের সহিত দেবাসুরের সংগ্রামের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া 'দেবস্তু' পদে 'অসুরস্য' অর্থ আনয়ন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে 'অদেব' শব্দ বেদে 'অসুর' বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পারসিকগণের জেন্দ আভেস্তায় বর্ণিত 'অহুর মজদ' তাহার দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে অর্থ হয়,—'অসুরগণকে বিনাশ করিয়া, জল নিঃসারণ করিয়াছিলেন।' অসুরগণ জল রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এই উপাখ্যানই এতদর্থের মূলীভূত। যাহা হউক, আমাদের অর্থ—'দেবভাব-সমূহের অবরোধক অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার নাশ করেন।' এখানে অসুর বা জল—কাহারও সম্বন্ধই প্রখ্যাপিত হয় নাই। 'অদেবং' পদে আমরা তমোরূপ অসুরকেই নির্দ্দেশ করি। আবার ঐ পদের 'ভগবৎ-সম্বন্ধবিরোধী সর্ব্ববিধ অনাচার বা ধর্ম্মহীনতা' অর্থও নিষ্পন্ন হইতে পারে। যাহা দেবভাবের বিরোধী, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ—ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ, তাহাই 'অদেবং'।

এইরূপে মন্ত্রের প্রার্থনা হয়,—'আমাদিগের অন্তঃশত্রুর নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগকে মুক্তিদান করুন। পতিত আমরা; আপনার চরণে শরণ লইতেছি। আপনি কৃপা করিয়া সদয় হউন।' (৪অ—১২খ—১২দ—১০সা)॥ ৯

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে একবিংশ সূক্তের (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায় অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত) চতুর্থ ঋক্। ইহার গেয়-গান—একটী; গানের নাম 'ঐষং সাম'।

সমাপ্তশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

—•—

ওঁ

# সামবেদ-সংহিতা।

—————:•:—————

## চতুর্থোঽধ্যায়স্থ মন্ত্র-সূচী।

———:•:———

### ঐন্দ্র-পর্ব্ব।

### অ।

---

## উ



---

## ঊ।



---

## ঋ।



---

## এ।

---

## ব।

| মন্ত্র | পৃষ্ঠা |
|---|---|



---

ভ।



---

ম।



---

য।



---

শ।



---

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।

# সামবেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

( ঐন্দ্রপর্ব্বণি তৃতীয়শ্চ। )

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-সায়ণভাষ্য-
টিপ্পনী-বর্ণার্থ-সমেতঃ।

পূজনীয়-পণ্ডিত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতঃ সম্পাদিতঃ চ।

১৩৪০ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণম্।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ।
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতোঽভবৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভবেৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ।